প্রবীর ঘোষ

মুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

প্রবীরের যুক্তিবাদের হাত ধরে অলৌকিকের ব্যাখ্যা থেকে সমাজনীতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত এক সাম্যের সমাজের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁরই চিন্তন থেকে জন্ম নিয়েছে 'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socialism) নেপাল, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ায়। ভারতের ৬০০ জেলার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জেলায় গড়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর গ্রাম।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যখন সকলের কাছে অবাস্তব চিন্তা, সেই সময় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে লিখেছেন কাশ্মীরের সঠিক ইতিহাস, 'কাশ্মীর সমস্যা এক ঐতিহাসিক দলিল'। বলেছিলেন কাশ্মীরিদের ন্যায্য দাবির কথা। আজ সেই দাবিই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর', 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' এবং 'জার্মান টিভি' প্রবীর ঘোষকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছে। বিশ্বকোষ 'wikipedia'-তে প্রবীর ঘোষ আছেন অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে।

ISBN : 978-81-295-1459-2

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী কবিতা

প্রবীর ঘোষ

যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা

প্রবীর ঘোষ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

YUKTIBADIR CHINTA PAKHIRA
Those who challenge the Rationalists
by PRABIR GHOSH
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
₹ 350.00

ISBN 978-81-295-1459-2

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১২, ফাল্গুন ১৪১৮

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

৩৫০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার সেটিং : লোকনাথ লেজারোগ্রাফার
৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

গোলটেবিলে সাফ জবাব
সম্মোহনের A to Z
কাশ্মীরে আজাদির লড়াই একটি ঐতিহাসিক দলিল
রাজনীতির ম্যানেজমেন্ট এবং আরও কিছু
গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি
মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা
মনের নিয়ন্ত্রণ-যোগ-মেডিটেশন
জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক
যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা (১ম, ২য়)
আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না
অলৌকিক নয়, লৌকিক (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ
যুক্তিবাদের চোখে না[illegible]-মুক্তি
ধর্ম-সেবা-সম্মোহন
প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...
স্বাধীনতার পরে ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা
প্রবাদ-সংস্কার-কুসংস্কার
পিংকি ও অলৌকিক বাবা
অলৌকিক রহস্যজালে পিংকি
অলৌকিক রহস্য সন্ধানে পিংকি
অলৌকিক দৃষ্টি রহস্য
বিশ্ব ক্যুইজ
The Mystery of Mother Teresa and Sainthood.
প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা
সেরা যুক্তিবাদী সংকলন
প্রবীর ঘোষ ও ওয়াহিদ রেজা সম্পাদিত
দুই বাংলার যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম
সুমিত্রা পদ্মনাভন সম্পাদিত
প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

© PRABIR GHOSH 72/8 DEBINIBAS ROAD, KOLKATA700 074, INDIA.
All rights reserved throughout the World. Reproduction in any manner in whole or part, in Bengali or other languages, probihibited.

email : prabir_rationalist@hotmail.com
websites : www.srai.org. & www. humanistassociation.org

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
১ মার্চ ১৯৮৫ 'যুক্তিবাদী সমিতি'র জন্ম। কুসংস্কার বিরোধী, সাম্যকামী আদর্শকে লক্ষ্য করে চলা শুরু। যুক্তিবাদী আন্দোলনে প্রগতিশীল বিদ্বজ্জনদের সঙ্গে নেওয়া হল মূলস্রোতকে গতিশীল করতে।

প্রকাশিত হল যুক্তিবাদী সমিতির 'ম্যানিফেস্টো' 'সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ'। 'দেশপ্রেম' থেকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' জলে ভেজানো শব্দগুলো নতুন রোদে তাজা হল, স্পষ্ট হল। সেই সঙ্গে জড়তার মেঘ কাটিয়ে স্পষ্ট হল যুক্তিবাদী সমিতির লক্ষ্য— আমরা নিছক বাবাজী-মাতাজীদের বুজরুকি ধরার উত্তেজনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে রাজি নই। আমরা চাই, আমজনতা বুঝুক— তাদের বঞ্চনার কারণ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র অথবা ঈশ্বরের বিধান নয়। ঈশ্বর, নিয়তি, পূর্বজন্মের মতো অলীক ধারণাগুলো বঞ্চিতদের ক্ষোভকে নিরস্ত করার এক সুন্দর নিরামিষ ও কার্যকর অস্ত্র। বঞ্চনার প্রতিটি কারণ লুকিয়ে রয়েছে এই অসাম্যের সমাজব্যবস্থার মধ্যেই। লুকোনোর প্রয়োজনেই তৈরি হয়েছে এইসব অলীক চিন্তার ভাইরাস।

আমরা চেয়েছি শোষণহীন, দুর্নীতিহীন একটা সুন্দর সমাজ গড়ার আবশ্যিক ও প্রাথমিক শর্ত হিসেবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ও গতিশীল রাখতে। আমরা চেয়েছি অসাম্যের সমাজ কাঠামোর ভিত্তিমূলগুলোকে আমজনতার সামনে বে-আব্রু করতে। অসাম্যের সমাজ কাঠামোকে ঠিক মত চিনলে তবেই সম্ভব এই কাঠামোকে আঘাত করা।

গত শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি প্রবল শোরগোল তুলে শহর কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত জুড়ে যুক্তিবাদীদের বিশাল উত্থান আপনারা প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা দেখেছেন। আমাদের একের পর এক জয়ের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে পত্রিকাগুলো। এই সময় কিছু কিছু সংবাদপত্র নিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে একটা মোহ, একটা বিভ্রান্তি তৈরির অবকাশ আছে বুঝে আমার লেখায় বারবার একটি কথা ঘুরে ফিরে এসেছে— আমাদের ততদিন পর্যন্ত প্রচার-মাধ্যমগুলো প্রচারের আলোয় আনবে, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের কাজকর্ম বর্তমান সমাজের স্থিতাবস্থার পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। একথা ভুললে চলবে না, মিডিয়ার মালিকরা আর যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ী, কোটি কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী। এই স্থিতিশীল অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থাই ওদের কাছে পরম কাম্য।

আমরা এই সমাজ কাঠামো ভাঙব, আর ওরা আমাদের ওপর প্রচারের আলো ফেলে নিজেদের চিতা সাজাবে— একি হয়? হয় না। প্রত্যাঘাত আসবেই। ১৯৯৬-এ প্রত্যাঘাত এল আচমকা এবং ব্যাপক আকারে। এই ষড়যন্ত্রে শামিল ছিল রাষ্ট্রশক্তি, বিদেশি শক্তি, কিছু মন্ত্রী, কিছু বড়মাপের সাংবাদিক, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, যুক্তিবাদী সমিতির কিছু বিক্রি হয়ে যাওয়া আধানেতাদের নিয়ে গড়ে ওঠা যুক্তিবাদী আন্দোলন বিরোধী 'সিন্ডিকেট'। সেই কঠিন লড়াইয়ে সঙ্গে পেয়েছিলাম বহু চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, আইনজীবী এবং বিভিন্ন পেশার কিছু সৎ মানুষকে। সে এক চ্যালেঞ্জ জেতার রোমাঞ্চকর অন্য কাহিনি।

যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জার বুজরুকদের বুজরুকি ফাঁসের তালিকা বিশাল। এর আগে একাধিক খন্ডে 'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' প্রকাশিত হয়েছে। বহু পাঠক-পাঠিকা আরও কাহিনি পরবর্তী খন্ডগুলোতে প্রকাশ করার অনুরোধ রেখেছেন। তাঁদের অনুরোধেই এই অখন্ড 'যুক্তিবাদী চ্যালেঞ্জাররা' প্রকাশ করলাম।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দন।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেশীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০০৭৪

৮ জানুয়ারি
(মিরজাফর-বিজয় দিবস)
২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সূচি

প্রথম খণ্ড

কিছু কথা ১৭

অধ্যায় : এক ১৯
মার্কিন গডম্যান মরিস সেরুলো : একটি ইতিহাস

অধ্যায় : দুই ২৯
যোগী-জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা

অধ্যায় : তিন ৩৩
পঞ্চাশ বছর আগের বালক ব্রহ্মচারী এবং...

অধ্যায় : চার ৩৮
মেঠাইবাবার রহস্যভেদ

অধ্যায় : পাঁচ ৪৮
হাড় ভাঙার দৈব-চিকিৎসা

অধ্যায় : ছয় ৫২
কাকদ্বীপের দৈব-পুকুর
দৈব-পুকুরে দ্বিতীয় বার

অধ্যায় : সাত ৫৮
আগরপাড়ায় 'ভূতুড়ে' আগুন

অধ্যায় : আট ৬১
প্রদীপ আগরওয়ালের সম্মোহনে 'পূর্বজন্ম' যাত্রা

অধ্যায় : নয় ৬৭
কামধেনু নিয়ে ধর্মব্যবসা

অধ্যায় : দশ ৬৯
বরানগরের হানাবাড়ি : গ্রেপ্তার মানুষ-ভূত

অধ্যায় : এগারো ৭৩
এফিডেভিট করে ডাক্তারের প্রশংসাপত্র নিয়ে ওঝাগিরি

অধ্যায় : বারো ৭৫
'গ্যারান্টি চিকিৎসা'র নামে হত্যাকারীর
ভূমিকায় সর্পবিদ হীরেন রায়

অধ্যায় : তেরো ৭৯
'চলো যাই ফকিরবাড়ি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চোদ্দ ৮৫
সাইবাবার তরফে চ্যালেঞ্জ : পেচে হবে মোহর
অধ্যায় : পনেরো ৯১
হুজুর সাইদাবাদী : মন্তরে সন্তান লাভ
অধ্যায় : ষোলো ১০১
জলাতঙ্ক ও দৈব-চিকিৎসা
অধ্যায় : সতেরো ১০৫
বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন
বিশ্বাসের কারবারিরা শিকড় গেড়েছে
ছয় জালিয়াত জ্যোতিষীর দল গ্রেপ্তার
জ্যোতিষীদের সম্মেলনে আমন্ত্রিত যুক্তিবাদীরা আক্রান্ত
লোকনাথ জন্মকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

কিছু কথা ১২৭
আমি লেখক বলছি
শত্রুর হাত যখন লম্বা
টিনের তলোয়ার অথবা রেড কার্পেট
অধ্যায় : এক ১৩৫
খেজুরতলার মাটি সারায় সব রোগ
অধ্যায় : দুই ১৪৪
পক্ষিতীর্থমের অমর পাখি
অধ্যায় : তিন ১৪৭
স্বামী রামদেব : সন্ন্যাসী, সর্বযোগসিদ্ধ যোগী, যোগচিকিৎসক
যোগের সংজ্ঞা কী দিলেন রামদেব?
শরীরে যোগের প্রভাব এবং জীবনযাপনের কিছু বিধি
তপ বা তপস্যা, প্রাণায়ামের 'শ্বাস নিয়ন্ত্রণ' ; বিরাট ধাপ্পা
NDTV ইন্ডিয়া-র 'মোকাবলা' অনুষ্ঠানে রামদেব ও আমি
'আজতক' নিউজ চ্যানেলে আবার চ্যালেঞ্জ
অধ্যায় : চার ১৬২
নাকালির দৈব পুকুর : হুজুগের সুনামি
অধ্যায় : পাঁচ ১৬৮
সায়েব যখন রেইকি করে রাঘব বোয়াল চামচা ঘোরে
রেইকি ও সম্মোহনের পরিবেশগত মিল
ডিসট্যান্ট হিলিং-এ অমিল
রেইকিওয়ালাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : ছয় ১৯০
লক্ষ্মীমণি আলো জ্বালেন আপন আঁধারে
অধ্যায় : সাত ১৯৫
পাথর যখন কথা বলে
অধ্যায় : আট ২০১
কাঁদে পড়ে জ্যোতিষী শ্রীধরে
অধ্যায় : নয় ২০৯
বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী'র
বিস্ময়কর পরাজয় এবং...
জ্যোতিষী হবার কিছু টিপ্‌স
জ্যোতিষীদের দেখভালে-রাজনীতিকরা
জ্যোতিষীদের ধসাতে ফাঁদ চাই ফাঁদ
বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার ঝঞ্ঝাট
জ্যোতিষীরা যে ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হন
বিশ্বের বিস্ময় ও অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলীর বিস্ময়কর পরাজয়
অধ্যায় : দশ ২২৯
আই আই টি'তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও
দীপক রাও ও শ্রীমতী রাওয়ের টেলিপ্যাথি
অধ্যায় : এগারো ২৩৬
জন্ডিস সারাবার পীঠস্থান ইছাপুর
'জন্ডিস রোগটা কী', ডুব দে মন ইছাপুরে
ধোয়ানোর রহস্য, জন্ডিস মালা,
মালা রহস্য, কপাল কেটে জন্ডিস চিকিৎসা
অধ্যায় : বারো ২৪১
মালপাড়ার পেশা দাঁতের পোকা বের করা
অধ্যায় : তেরো ২৪৭
নিমপীঠের গুগি মা
'নেই'-এর জগতে আছেন শুধু 'গুগি মা'
গুগি থানে আমরা ক'জন
গুগি মা'র চমৎকার
পরিশেষে বাড়ছি আমরাই

তৃতীয় খণ্ড

কিছু কথা ২৫৭
অধ্যায় : এক ২৬১
ওঝার ঝাড়-ফুঁক আর টেরিজার লকেটে মণিকার রোগমুক্তি :
কুসংস্কারের দু'পিঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

হাড় মানলেন পোপ
সেন্ট হওয়া দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তোমার কর্ম তুমি কর... লোকে বলে করি আমি
সত্য ততটাই এগোয়, যতটা এগিয়ে নিয়ে যাই
'সেন্ট' করা হোক কাজের জন্যে
অ্যাগনেস থেকে মাদার টেরিজা
ভিত্তিহীন প্রচার করে সেন্টুহডে লাভ কী?
রোজনামচা দুই : একটি বছর পরে
বড় গাছ পড়লে জমি তো কাঁপবেই
সিস্টার নির্মলা প্রতারণার দায়ে
পোপের বিরুদ্ধে 'ক্যানান ল'র বিচারক
অধ্যায় : দুই ৩৩৩
'মেমারিম্যান' বিশ্বরূপ-এর একটি বিশুদ্ধ প্রতারণা
সব কিছু ছাড়িয়ে বিশ্বরূপ দাঁড়িয়ে
স্বঘোষিত 'মেমারিম্যান'-কে পরীক্ষা নেবার হোমওয়ার্ক
বিশ্বরূপের শো
প্রতিভা বিকাশে মনোযোগ, বোধ ও প্রেরণার ভূমিকা
বর্ধমানে বিশ্বরূপের বুজরুকি বানচাল
'মেমোরিম্যান' ও যুক্তিবাদী সমিতির কাজিয়া, ভাঙচুর
টাউন হলে বিশ্বরূপের বিশ্বদর্শন ফর্দাফাঁই
শেষ হয়ে তবু শেষ হতে যে চায় না
অধ্যায় : তিন ৩৫৯
কোটিপতি জ্যোতিষী গ্রেপ্তার হলেন
খুনের হুমকি : জ্যোতিষীকে ধরতে তল্লাশি
বারাসাতে জ্যোতিষী গ্রেপ্তার, চাঞ্চল্য
ধৃত সত্যানন্দ আদালতে
১৫ টাকার আংটি ৫ হাজারের বেচে বিমান-
কিনেছেন বুজরুক সত্যানন্দ
দরকার কড়া আইন, বোতল ভাঙা পাথর, ঈশ্বরের কী দরকার
সরকার কী বলছে, চাই প্রকৃত শিক্ষা, স্রেফ উপেক্ষা করুন
ভণ্ডামি দেখলে লজ্জা হয়, লোক ঠকিয়ে ব্যাবসা
দায়বদ্ধ অবশ্যই আমরা, সবটাই উপরচালাকি
টাকা দিয়ে শ্লট কেনেন, এরা বড় প্রতারক
জ্যোতিষীদের বৃত্তিকর বাতিল করল যুক্তিবাদী সমিতি

চতুর্থ খণ্ড

অধ্যায় : এক ৩৯১
কিস্যা অক্টোপাস পল
বিশ্বকাপ ফুটবলের ভবিষ্যৎবক্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই ৩৯৪
কিসা জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে দাবানল
অধ্যায় : তিন ৩৯৬
সাধারণ নির্বাচন ২০০৯ নিয়ে সব জ্যোতিষী ফেল
অধ্যায় : চার ৩৯৯
মা শীতলার পায়ের ছাপ পুকুরঘাটে : রহস্যভেদ
অধ্যায় : পাঁচ ৪০৫
যিশুর মূর্তি থেকে রক্তপাত
মেডিকেল কলেজ থেকে রক্ত আনা হয়েছিল
মূর্তি সিঙ্গাপুর পাচারের চেষ্টা চলছে
যিশুর পা থেকে আবার টাটকা রক্তপাত
রক্তমাখা পায়ের ছাপ কাগজে তুলে বিলি হচ্ছে
যিশুর রক্ত ছিল এ বি পজিটিভ,-
আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে হল ও নেগেটিভ
অধ্যায় : ছয় ৪১৮
সত্য সাঁই-এর সত্যি-মিথ্যে
ছবি থেকে বিভূতি
কলকাতায় সাঁইয়ের ছবি থেকে ছাই : একটি হুজুগ
শূন্য থেকে হিরের আংটি
লন্ডনের চ্যানেল ফোরে ধরা পড়ল সাঁইবাবার বুজরুকি
অধ্যায় : সাত ৪২৮
অলৌকিক উপায়ে সন্তান দেন ডা. বারসি
অধ্যায় : আট ৪৩৬
জ্যোতিষীর বাড়িতে অলৌকিক আগুন
যুক্তিবাদীরা যেতেই পালাল 'আগুন ভূত'
অধ্যায় : নয় ৪৪১
সম্মিলিত দুর্নীতির ফসল 'মোবাইলবাবা'
মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান
বিরুদ্ধাচারীদের খুনের হুমকি
মোবাইল বাবার ব্যভিচার জেনেও চুপ প্রশাসন
অধ্যায় : দশ ৪৬৩
জাতিস্মর : রাজেশ কুমার
'অলৌকিক' শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ৪৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রথম খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আজকাল
আনন্দবাজার পত্রিকা
সংবাদ প্রতিদিন
গণশক্তি
বর্তমান
বসুমতি
স্টার আনন্দ
The Telegraph
The Asian Age
Star News
ND TV India
National Geographic
BBC

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মেঘলা দিনে ওড়াবার লড়াইতে শামিল
প্রতিটি যুক্তমনস্ক মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কিছু কথা

আমি লেখক বলছি

'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটিতে হাজির করেছি আন্দোলনের প্রথম যুগের চ্যালেঞ্জারদের। এরা প্রত্যেকেই অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার। যে-সব ঘটনা এখানে হাজির করেছি, তার কোনওটিই আমার আগের লেখা কোনও বইতে নেই। এখনও পর্যন্ত যেহেতু কয়েক শো চ্যালেঞ্জাররা পরাজিত হয়েছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি আজও প্রতিজ্ঞায় অটল—যেদিন কোনও চ্যালেঞ্জার তার অলৌকিক ক্ষমতা বা জ্যোতিষ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, সেদিন থেকে যুক্তিবাদী সমিতি অলৌকিকতা ও জ্যোতিষ-এর বিরুদ্ধে সমস্ত রকম প্রচার থেকে বিরত থাকবে। প্রণামীর দেড় লাখ টাকা অবশ্যই তুলে দেবে জয়ীর হাতে।

এই গ্রন্থটির প্রায় শেষ লগ্নে একটি আলোচনা আছে, 'বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন'। আলোচনাটিতে স্পষ্ট করে দেখিয়েছি—অলৌকিক ক্ষমতার দাবীদার-বুজরুকদের সঙ্গে রাজনীতিক-রাজনৈতিকদল-পুলিশ-প্রশাসনের কাঁঠালের আঠার সম্পর্ককে।

শেষ অধ্যায়ে এনেছি 'The Drugs and Megic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954'। অলৌকিক উপায়ে বা পাথর পরিয়ে যারা অনেক কিছু করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ বিষয়ে জনচেতনা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই অধ্যায়টির সংযোজন।

সূর্য-ঢাকা আকাশের মেঘ এ-কথাই বুঝিয়ে দেয়—আমরা ঠিক রাস্তায় আছি।

এইসব নোংরা মেঘ ওড়াতে কামান লাগে না
লাগে যুক্তি-বুদ্ধির এক কণা সাহসী আগুন।
ওরা পুড়তে পুড়তে ছাই হবে,
আমরা দেখতে দেখতে আকাশে হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে চেঁচাবো হু...র...রে...

আন্দোলনের সঙ্গী হতে উদাত্ত আহ্বান, প্রিয় পাঠক-পাঠিকা।

আট জানুয়ারি
(মিরজাফর-বিজয় দিবস)
উনিশ শো আটানব্বই

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

*এখন চ্যালেঞ্জ মানি বেড়ে হয়েছে ২৫ লাখ ভারতীয় টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক

মার্কিন গডম্যান মরিস সেরুলো : একটি ইতিহাস

'পোপের পর সবচেয়ে জনপ্রিয়, প্রভাবশালী খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা মরিস সেরুলো সব দেশ জয় করে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় এসে ডুবল! ভাবা যায় না! এটাই বোধহয় মিরাকল!'

কথাগুলো রবার্ট ঈগলের। রবার্ট ইংলন্ডের চ্যানেল ফোরের জনপ্রিয় ডিরেক্টর প্রডিউসার। রবার্ট আরও বলেছিলেন, "এটা যে কি বিশাল কাজ করেছ, তা তোমরা ভাবতেই পারছ না।"

হয়তো বিশালত্বর পরিমাপটা আমরা ঠিক মত করতে পারিনি, কারণ পরিমাপ করতে বসিনি। দুটি নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। (এক) শত্রুকে কোনও কারণেই ছোট ভাববে না। ছোট ভাবলে নিজের কাজে ছোট-খাট ফাঁক-ফোকর থেকে যায়। (দুই) যুদ্ধে নেমে শত্রুকে কোনও কারণেই নিজের চেয়ে বড় ভাববে না। এমন কি নিজের সমকক্ষও ভাববে না।

'৯২-এর ১৩, ১৪ ও ১৫ অক্টোবরের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী দৈনিক পত্রিকায় আমরা মরিস সেরুলোর দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখেছি। ১৩ তারিখ বিজ্ঞাপন ছিল সিকি পাতা জুড়ে, ১৪ তারিখ আধ পাতা এবং ১৫ তারিখ পুরো পাতা জুড়ে।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশেরও দিন দশেক আগেই কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় এমন কি মহাকরণে মন্ত্রীদের যাতায়াতের সদর ফটকের ডান দিকের দেওয়ালে রঙিন পোস্টার পড়েছিল মরিস সেরুলোর অলৌকিক সমাবেশের। সমাবেশের দিন তিনেক আগে কলকাতা ও শহরতলি জুড়ে পোস্টার পড়েছে, বিলি হয়েছে লিফলেট। বক্তব্য এক—সেরুলোর অলৌকিক সমাবেশে, পার্কসার্কাস ময়দান, ১৫ অক্টোবর '৯২, সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। অলৌকিক আরোগ্য সমাবেশ ইতিপূর্বে বধির শোনার শক্তি ফিরে পেয়েছে, অন্ধ ফিরে পেয়েছে দৃষ্টি, প্রতিবন্ধী সুস্থ হয়েছে—বিজ্ঞাপনে এই দাবির সমর্থনে তিনটি ছবিও ব্যবহৃত হয়েছে।

এ-ভাবে ভয়ংকর বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে প্রতারণা কলকাতার ইতিহাসে প্রথম। আমাদের দেশে একটি আইন আছে—'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনাবেল অ্যাডভারটাসজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'। সেই অনুসারে এই ধরনের অলৌকিক উপায়ে রোগ আরোগ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ও প্রকাশ করা স্পষ্টতই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ছাড়াও এই অদ্ভুতুড়ে দাবির মধ্যে রয়েছে একটি বড়-সড় পরিকল্পিত প্রতারণার গন্ধ। কোনও বিদেশি নাগরিক কোনও জনসভা বা ধর্মীয় সভা করতে গেলেও লাগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিকিউরিটি কন্ট্রোলের রিপোর্ট। এই দুই রিপোর্ট পাবার পরই পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সভার অনুমতি দিতে পারে। কলকাতার পুলিশ সূত্রে খবর পেলাম, কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী ও এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর প্রভাবশালী পুত্র মরিস সেরুলোর এই অলৌকিক সমাবেশে 'আগ্রহী' হওয়ায় স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও সিকিউরিটি কন্ট্রোলের রিপোর্ট ছাড়াই কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অফ ট্রাফিক তড়িঘড়ি এই অলৌকিক সমাবেশের অনুমতি দিয়েছেন। মরিস সেরুলোর এই অলৌকিক সমাবেশের আবেদন অফিসিয়ালি জানিয়েছিলেন স্যামুয়েল রাজ। স্যামুয়েল রাজ হলেন অ্যাসেমব্লি অফ গড চার্চের প্রিন্সিপাল, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রল চার্চের অন্যতম পুরোহিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ মিনিস্ট্রি ইন ইভানজেলিসম-এর চেয়ারম্যান। ১৩ অক্টোবর স্যামুয়েল রাজের গুরুসদয় দত্ত রোডের কুসুম অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটে ফোন করেছি। দ্বিধাহীন ভাষায় জানলেন, 'মরিস সেরুলোর প্রার্থনায় সত্যিই বোবা কথা বলে, অন্ধ দেখে। এর মধ্যে কোনও অতিরঞ্জন নেই।' জানালেন, মরিস সেরুলো 'ঈশ্বরের শেষ অবতার', 'স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন'। মরিস সেরুলো ওয়ার্ল্ড ইভানজেলিসমের চেয়ারম্যান। সেরুলোর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই বলে সেরুলোকে কোথায় পাব জানতে চাওয়ায় জানালেন, তিনি কোথায় উঠেছেন কোনও সাংবাদিককেই আমরা জানাচ্ছি না।

একটি বিশেষ সূত্রে খবর পেলাম মরিস সেরুলো তাজ বেঙ্গল হোটেলে উঠেছেন। ১৪ অক্টোবর ফোনে কথা হল। মুখোমুখি সাক্ষাতে রাজি হলেন না। জানালেন, 'ঈশ্বর দর্শন পনেরো বছর বয়সে স্বর্গে। ঈশ্বরই স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি অনেক কিছু শিখলাম। ঈশ্বর চাইলেন আমার মধ্য দিয়ে আর্তের সেবা করতে, জনগণকে ঈশ্বর বিশ্বাসী করতে। সেদিন থেকে আমি ঈশ্বরের দূত। পেলাম অলৌকিক ক্ষমতা।'

'কেউ কেউ বলছেন, গোটা ব্যাপারটাই ভাঁওতাবাজি।' সেরুলোকে একটু খুঁচিয়ে দিতে কথাটা বললাম।

'কেউ কেউ মানে তো র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষ। জানি ও আমার 'মিরাকেল ক্রুসেইড'-এ আসবে। কিন্তু কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। ও আর যাই হোক ঈশ্বরের ইচ্ছের চেয়ে বড় নয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

'ঈশ্বরের দাস' মরিস সেরুলোর পাশে এই সেই ভাষাবোধহীন 'জন্মাবধি মূক-বধির' কিশোর— যে যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষের বাংলায় করা প্রশ্নের জবাব দিল সরাসরি বাংলাতেই! পার্ক সার্কাসে বৃহস্পতিবার।
ছবি ১৬ অক্টোবর ১৯৯২, শুক্রবার, আজকাল, ভাস্কর পাল

১৪ অক্টোবর পার্কসার্কাস ময়দানে স্টেজের ও আশে-পাশের একটা পরিষ্কার চিত্র পেলাম একাধিক সূত্র থেকে। সন্ধ্যায় যুক্তিবাদী সমিতির জন্য পঞ্চাশ ছেলেমেয়েকে নিয়ে বসলাম। কি আমার পরিকল্পনা, স্পষ্ট করে বোঝালাম। জানালাম প্রত্যেকে যেন সারা-মাঠের দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। মরিস সেরুলো তাঁর বিজ্ঞাপনে জানিয়েছেন মাদ্রাজে লোক হয়েছিল ন-লক্ষ। ওখানে রোগমুক্তি ঘটাবার জন্য এই ধরনের প্রার্থনা সভার একটা রেওয়াজ তৈরি হয়েছে। আমাদের এখানে অত না হলেও তিরিশ থেকে ষাট হাজার লোক হবে বলে জানালাম। ব্ল্যাক বোর্ডে স্টেজের অবস্থান বুঝিয়ে কে কোথায় থাকবে তার একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে নিলাম। প্রায় সকলেই জনতার ভিড়ে মিশে আশে-পাশের মানুষদের কাছ থেকে জেনে নেবে নাম, ঠিকানা, কি অসুখ ইত্যাদি। জানালাম, খবর পেয়েছি সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ ইন ইভানজেলিসমের দু-হাজার ট্রেনড্ লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবক মাঠে থাকবে। তাদের জানানো হয়েছে, আমরা যুক্তিবাদীরা গণ্ডগোল করতে পারি। ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে। এমন হতে পারে, আমরা কেউ কোনও ভাবেই যাতে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের দখল না নিতে পারি, তার জন্য স্টেজ ঘিরে ঢালধারী পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকবে। খবর আছে পার্কসার্কাসের কিছু বিখ্যাত সমাজ-বিরোধীদের ভাড়া করা হয়েছে এই দিনটির জন্য। সেরুলো তাঁর প্রার্থনা শেষে আহ্বান জানাবেন—যারা রোগমুক্ত হয়েছ তারা স্টেজে উঠে এসো। মরিসের স্বচ্ছাসেবকরা তখন উঠতে চাওয়া মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে লোক তুলতে থাকবে।

মরিস সেরুলোর বুজরুকি ফাঁস করতে আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবে না। কোনও বিজ্ঞান সংগঠন যদি কিছু পোস্টার-টোস্টার নিয়ে স্টেজের দিকে এগুতে থাকে, তাদের সহযোগিতা করা উচিত ভেবে, নিজের ডিউটি ভুলে এগুবে না। আমাদের উদ্দেশ্য খান-কয়েক পোস্টার তুলে ধরা নয়। আমরা চাইছি কাল মরিস সেরুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মরিস সেরুলোর নিরাময় প্রতিশ্রুতি যথারীতি ব্যর্থ। এ ছবির প্রত্যেকেই এসেছিলেন আরোগ্যের আশা নিয়ে। ফিরে গেছেন 'ভাঁওতা'র শিকার হয়ে। *ছবি : অলোককুমার মিত্র, আজকাল*

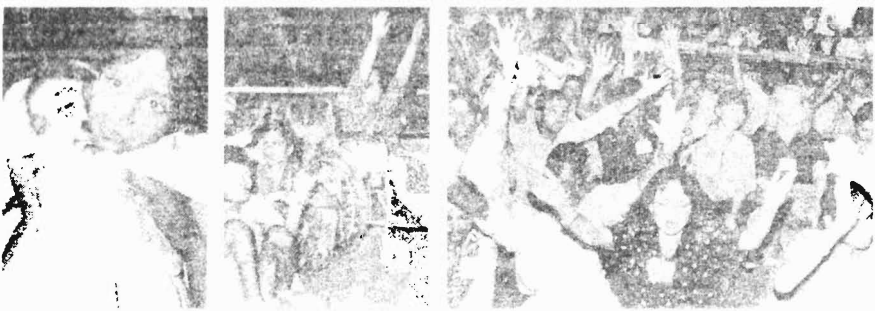

রজনীশ স্টাইলে সেরুলো বাহিনীর প্রার্থনা সভা। বুধবার পার্কসার্কাস ময়দানে।
ছবি : অলোককুমার মিত্র, আজকাল

বুজরুকি ফাঁস করে একটা ইতিহাস তৈরি করতে। আর সবচেয়ে জরুরী কথাটা হলো, আমি স্টেজে উঠবই। আমাকে স্টেজে উঠতে দেখলেই তোমরা তৈরি হবে। আমি মাউথপিস দখলের চেষ্টা করব। করতে পারি বা না পারি, স্টেজের সামনে সাংবাদিকদের অন্তত বোঝাতে পারবই স্টেজে তোলা হয়েছে সাজানো রোগীদের। এই সময় তোমরা আকাশের দিকে ছুড়ে দেবে পাঁজা-পাঁজা লিফলেট। মরিসের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে প্রত্যেকে দৌড়তে থাকবে স্টেজের দিকে। স্টেজ দখল নিতেই হবে। খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাটা ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে স্টেজে গোলমাল, সাংবাদিকদের ক্ষোভ, আকাশ জুড়ে লিফলেট ওড়া ও দৌড়ে আসা মানুষ দেখে পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকরা ঘাবড়াতে বাধ্য। আর মাইকে একবার বলার সুযোগ পেলে গণহিস্টিরিয়ার এক দারুণ নিদর্শন কালই দেখতে পাবে। শেষ কথাটি হল—আমাদের এই পরিকল্পনার একটি কথাও তোমার প্রিয় বন্ধু, মা-বোন, বউ—কাউকেই বলবে না। তোমাদের গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা ও নিষ্ঠাই কাল এক ইতিহাস তৈরি করতে পারে।

১৪ তারিখ সারা দিন রাতই ফোন এসেছে বিভিন্ন পত্রিকা দপ্তর থেকে। জানতে চেয়েছেন, মরিসের অলৌকিক সমাবেশে যাচ্ছি কি না। প্রত্যেককেই জানিয়েছি, যাচ্ছি। বিশেষ কোনও পরিকল্পনা ছকেছেন? উত্তরে জানিয়েছি, না না। যাচ্ছি, এটুকু বলতে পারি। তারপর দেখি।

ফোন পেয়েছি কলকাতা পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে। জানতে চেয়েছেন আমরা যাচ্ছি কি না। যাচ্ছি জেনে শুভার্থী হিসেবে অনুরোধ করেছেন যেন না যাই। ফোন পেয়েছি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে। একই প্রশ্ন। একই অনুরোধ।

১৫ অক্টোবর সকাল থেকেই অনেক ফোন পেয়েছি আমাদের বিভিন্ন শাখা থেকে। তাদের প্রত্যেককে দুপুরের মধ্যে আমার ফ্ল্যাটে আসতে বলেছি। হালিশহর শাখাকে বলেছি 'গো ব্যাক মরিস সেক্সলো' ইত্যাদি কয়েকটা পোস্টার করে আনতে। হালিশহর শাখাদের বোঝালাম, তারা থাকবে স্টেজের বাঁয়ে রাস্তার কাছে। কোনও বিজ্ঞাপন সংগঠন বিক্ষোভ জানাতে চাইলে স্টেজের বাঁয়ের রাস্তার দিক দিয়ে মঞ্চের দিকে এগুতে চাইবে। সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে এটাও ওরা করবে। তেমনটা ঘটলে তোমরা চার-পাঁচজন ওদের সঙ্গে মিশে হাতের পোস্টার তুলে বিক্ষোভে শামিল হবে। পুলিশ বাধা দেবেই। পড়ে পড়ে লাঠি খেতে হবে না। পুলিশ তাড়া করলে পালাবে।

প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বেশ কয়েকটা ফোন এসেছে। ফোন এসেছে পুলিশ দপ্তর থেকে—সেই একই অনুরোধ। ফোন এসেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে।

আজ এমন পরিস্থিতি ঘটতে পারে 'আজকাল' পত্রিকার হয়ে লেখার মত সময় ও সুযোগই মিলবে না। সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তকে বিষয়টা জানালাম। তখনই জানলাম আজকাল-এর চারজন সাংবাদিক ও তিনজন চিত্র-সাংবাদিক যাচ্ছেন। জানালেন তিনি নিজেও যাবেন ভাবছেন। ভিডিও ক্যামেরা থাকবে।

ইতিমধ্যে বিশেষ সূত্র থেকে খবর পেলাম পেশাদার খুনি লাগানো হয়েছে আমার পিছনে। দুপুরের আগেই আমার পাড়ায় সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ বাহিনী টহল দেওয়া শুরু করলেন। আমার ফ্ল্যাট আক্রান্ত হতে পারে শঙ্কা থেকেই বোধহয় এই মোতায়েন।

পাঁচটা তিরিশ নাগাদ পার্কসার্কাস ময়দানে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যেই কুড়ি-পঁচিশ হাজার মানুষ জমায়েত হয়েছেন। এদের মধ্যে বহু মানুষ অসুস্থ, বিকলাঙ্গ, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। দ্রুত মাঠে একটা চক্কর দিলাম। যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা লোকেদের সঙ্গে কথা বলে নোট নিচ্ছে। মরিসের বেশ কয়েকজন ব্যাজধারী স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে কথা হলো। এদের অনেকেই এসেছেন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। না, সমিতির কারও সঙ্গেই আমার কথা হয়নি। আমার সামনেই মেটাডোর ভ্যান, টেম্পো, অ্যাম্বুল্যান্স থেকে রোগী নামানো হয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। নোটবুকে নোট নিয়েছি। আমার ছায়াসঙ্গী শুধু একজন—সুব্রত। ওর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। ঝলমলে স্টেজে জোরাল বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে কোট-টাই পরা একগাদা দেশি সাহেব কোরাসে গাইছেন যিশু

সংগঠক সাজ্জাদুল রাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বন্দনা—বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে।

ছ'টা দশ। সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত স্টেজের সামনেই ঘেরা জায়গায় ঢুকলাম। আমি ঢুকতেই একজন পুলিশ অফিসার আমার গায়ে সেঁটে গেলেন। মঞ্চ ঘিরে বিশাল পুলিশ বাহিনী, বেতের ঢাল নিয়ে তৈরি। রয়েছে কাঁদুনে গ্যাস নিয়ে তৈরি পুলিশ। মঞ্চের কাছেই কলকাতা পুলিশের দু-জন ডেপুটি কমিশনার, চয়ন মুখার্জি ও কে. আর সেনগুপ্ত। সাংবাদিকদের কেউ কেউ জানতে চাইলেন—কখন অ্যাকশনে নামছি। জানালাম, 'তেমন সুনির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা বা হোমওয়ার্ক করে আসিনি। আগে ব্যাপারটা দেখি, তারপর সেটা বোঝার চেষ্টা করি, তারপর তো—কিন্তু আপনারা কি একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন, পুলিশের ইউনিফর্ম পরেই কিছু পুলিশ সেরুলোর লিফলেট বিলোচ্ছে। পুলিশের অ্যাসিটেন্ট কমিশনার আর মুখার্জি স্টেজে দৌড় ঝাঁপ করে একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন। একজন আই. পি. এস-এর স্ত্রী অন্যতম ব্যবস্থাপক হিসেবে মঞ্চ আলো করে বসে আছেন! অলৌকিক চিকিৎসা বে-আইনি হওয়া সত্ত্বেও সেরুলোর অলৌকিক চিকিৎসার এই সমাবেশকে প্রোটেকশন দিতে হাজির দুজন ডেপুটি কমিশনার, দু-জন অ্যাসিটেন্ট কমিশনার ও পার্কসার্কাস ও তার আশে-পাশের তিনটি থানার ও.সি. আর বিশাল পুলিশ বাহিনী! সত্যি বিচিত্র!'

ঠিক সাড়ে ছ'টায় মরিস সেরুলো মঞ্চে এলেন। প্রবল হাততালি। পরনে কালো কোট প্যান্ট, লাল টাই। বুক পকেটে লাল রুমাল। হাতে বাইবেল। সেরুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর অনুবাদক। সেরুলো চেঁচালেন, 'হালে লুইয়া' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রশংসা করুন। অনুবাদক বাংলা করে বললেন। অনুবাদের অনুরোধে হাজার পঞ্চাশেক মানুষ চেঁচালেন, 'হালে লুইয়া'।

সেরুলো গোটা মঞ্চ জুড়ে প্রায় নেচে নেচে পা ঠুকে ঠুকে একটু লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার হাতে ধরা মাউথ-পিসটিকে একবার ডানহাতে একবার বাঁ হাতে নিয়ে যাত্রার অভিনেতার মত চড়া ঢঙে বলে চলেছেন, কে বলেছে আমরা বাঁদরের বংশধর? আমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষটিও মানুষই ছিল। কারণ ঈশ্বর আমাদের মানুষ করেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট প্রথম মানব-মানবী আদম ও ঈভ গড়েছিলেন নিজের আদলে। তখন মানুষের অসুস্থতা ছিল না, মৃত্যু ছিল না। ঈশ্বর বলেছিল নিষিদ্ধ ফল যদি কখনও খায় তবে পাপের ফল হিসেবে মানুষের জীবনে আসবে অসুস্থতা, মৃত্যু। শয়তানের প্ররোচনায় আদমের পাপ—আর তারই ফল ভোগ করে চলেছি আমরা বংশপরম্পরায়।

ইতিমধ্যে মঞ্চের বাঁ পাশে রাস্তার দিক থেকে একটা গুঞ্জন। হাতে পোস্টার নিয়ে জনা পনেরো ছেলে-মেয়ে। ওদের মধ্যে আমাদের হালিশহর শাখার কয়েকজনকে দেখতে পেলাম। ওরা স্লোগান দিচ্ছিলেন মাইকের আওয়াজ ভেদ করে স্লোগান আমাদের কানে গুঞ্জন ঠেকেছে। এ-বার ওঁরা একটু কাছে এসেছেন। চিনলাম—ওঁরা গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের ছেলে-মেয়ে। মুহূর্তে লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল কয়েকজন পুলিশ। লাঠি-চার্জে শুরু হতেই ওঁরা মাঠ ছেড়ে পালালেন। পোস্টার হাতে ছেলে-মেয়েদের এগোতে দেখে আমার পাশে দু-জন বাড়তি পুলিশ অফিসার হাজির হয়েছিলেন। পোস্টারওয়ালার বিদায় নিতে বাড়তি দু-জন বিদায় নিলেন।

আমাদের এই অবস্থান থেকে ঘটনাটা দেখা গেলেও সভার অন্য প্রান্তগুলো ঘটনার টেরই পেল না।

মরিসের বক্তব্য এতে বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয়নি। তিনি তাঁর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে চলেছেন, 'ঈশ্বর প্রেরিত দূত আসে মানুষের পাপ দূর করতে। শয়তানের পরাজয়, ঈশ্বরের জয় প্রতিষ্ঠা করতে। এ-ভাবেই যিশু এসেছিলেন, আমি এসেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
'আজ কলকাতা শহরের এই ময়দানের ওপর ঈশ্বরের আত্মা নেমে আসবেন। ঈশ্বরের দূতেরা আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? দুহাত তুলে সমস্ত আলোয় দিয়ে তাঁকে আহ্বান করুন। ওই তো তিনি আসছেন... তিনি এসে পড়েছেন, আপনারা প্রত্যেকে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ান।'

কান্নায় ভেঙে পড়ে মরিস সেরুলো বললেন, 'হা-লে-লু-ই-য়া'। হাজার পঞ্চাশেক মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের কান্না ভেজা কাঁপা-কাঁপা গলায় ধ্বনিত হল 'হা-লে-লু-ই-য়া।' সে এক ভয়ংকর গণ-উন্মাদনা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে চোখ বুজে দু-হাত ওপরে তুলে কাঁদছেন আর বলছেন, 'হা-লে-লু-ই-য়া'।

কয়েকজন সাংবাদিক তাঁদের ক্ষোভ চেপে না রেখে তাঁদের সময়ের অপচয়ের জন্য আমাকে দুষলেন। জানালেন—এরপর সেরুলোর বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে গেলে পাবলিকই আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে। জনা কয়েকের পোস্টার দেখানোর মধ্যে দিয়েই আমার খেলা শেষ হয়ে গেছে—এমনও কেউ কেউ ভাবলেন। কি আর করি। আমার তখন শুধু শোনার পালা।

সেরুলো শুরু করলেন দ্বিতীয় পর্ব। বললেন, এক এক করে বিভিন্ন রোগীকে আরোগ্য করবেন। প্রথমে বধিরদের পালা। নির্দেশ দিলেন এক কানে না শুনলে সেই কানে আঙুল দিতে হবে, দু-কানে না শুনলে দু-কানে নিজের আঙুল দিতে হবে। জন্ম কালারাই জন্ম বোবা। বোবা কালাদেরও দু-কানে নিজের আঙুল দিতে হবে। যাঁরা রোগী এনেছেন, তাঁরা তো শুনতে পাচ্ছেন, তাঁদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধ করছি, বোবা-কালাদের সাহায্য করতে। এবার বাকি প্রত্যেকে দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিন। যাঁরা শুনতে পাচ্ছেন, তাঁরা বলুন—ইন দি নেম অফ যেসাস, কাম আউট...। অনুবাদক হিন্দি ও বাংলাতে অনুবাদ করে যাচ্ছেন চিৎকার করে।

প্রার্থনা শেষে সেরুলো বললেন, 'শোনা যাচ্ছে? কি আগের চেয়ে ভাল মত শোনা যাচ্ছে? বলুন? মঞ্চে এগিয়ে এসে প্রমাণ দিন, নাম বলুন, উত্তর দিন। যারা বধিরতা মুক্ত হয়েছে তাদের মঞ্চে নিতে আসতে ভলেন্টিয়ারদের বলছি।' ঘড়িতে রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশ। সেরুলো দাবি করলেন, 'ময়দানের প্রতিটি বোবা-কালা সুস্থ হয়ে গেছে। এখন আপনাদের সামনে ভলেন্টিয়াররা হাজির করছে প্রমাণ।'

ভলেন্টিয়াররা একে একে বেছে বেছে রোগী তুলে আনতে লাগলো স্টেজে। একে একে নাম-ঠিকানা বলে তারা জানাচ্ছে প্রার্থনার পরই প্রথম শুনতে পাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ আলো করে রাখা সরকারি অফিসার, তাঁদের বউ আর সাদা চামড়ার একগাদা নারী-পুরুষ তুমুল হাততালি দিয়ে উঠছেন। অভিনন্দনের ঢেউ মাইক থেকে পৌঁছে যাচ্ছে ময়দানের হাজার পঞ্চাশেক মানুষের মস্তিষ্ক-কোষে।

সাদা চামড়ার খাঁটি আমেরিকান চেহারার সুট-টাই পরিহিত সেরুলোকে অন্যান্য দেশি গুরুজিদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। তাই মনে সন্দেহ অবিশ্বাস থাকলেও শহরের মানুষ বিদেশি সাদা চামড়ার প্রতি অযৌক্তিক সমীহ বশতই প্রতিবাদে সোচ্চার হ'তে পারবে না জানতাম। এই জড়তা কাটাতে, নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধির প্রতি আস্থা রেখে প্রতিবাদে যোগ দিতে সাহায্য করেছিল মাঠে ছড়িয়ে থাকা যুক্তিবাদী সদস্য সদস্যারা।

তারা নিজেরা সঙ্গে করে মূক বধির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সত্যি সত্যিই চেষ্টা করছিল মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে—কিন্তু কেউই কাছে এগোতে পারেনি—সরাসরি বাধা পেয়েছিল ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে। তাছাড়া প্রথম প্রার্থনাপর্বের শেষে যখন সেরুলো জিজ্ঞেস করছিলেন দর্শকদের 'শুনতে পাচ্ছেন? বলতে পারছেন?' ইত্যাদি। তখন এই যুক্তিবাদী ভলান্টিয়াররা ঘুরে ঘুরে জিজ্ঞেস
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করছিলেন দর্শকদের- তাদের সঙ্গের রোগীদের। কারুর কাছে ইতিবাচক উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন তারা নিজেদের সঙ্গের রোগীদের দেখিয়ে জোরের সঙ্গেই বলছিলেন 'কই সারেনি তো? যেমন ছিল তেমনি আছে।' যারা জোরে বলছে, 'হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি' যেটা মাইকে শোনা যাচ্ছে। তারা তো মঞ্চের সামনে আলাদা বাঁশ দিয়ে ঘেরা জায়গায় বসা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সঙ্গে। চার্চের প্রধান অতিথিরা আর কিছু সাদা চামড়াধারী। 'কই আমাদের উত্তর তো শোনাই যাচ্ছে না—আমাদের এগোতে দিল না কেন?' প্রশ্ন বহুর।

মাঠের পঞ্চাশ হাজারের মত আমজনতার ভিড়ে এমন একজনও প্রতিবন্ধীকে খুঁজে পাওয়া গেল না—যিশুর কৃপায় যার জন্মগত রোগ সেরে গেছে এইমাত্র। অনেকেই গলা মেলালো—'সত্যিই তো—আমাদের কথা শুনছেন না কেউ।' শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—মজা দেখতে আসা বাদামওয়ালা থেকে শুরু করে চন্দননগরের বিকলাঙ্গ মেয়েটির হতাশ মা-বাবা পর্যন্ত সবাই নিজের চোখে দেখতে পেল এই প্রার্থনাসভার অসারতা, সাজানো আসরের ভয়ঙ্কর অমানবিক প্রতারণা। পরে এ-সবই জেনেছি সমিতির সভ্য-সভ্যাদের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? কী ভাবে? তারা কি হতাশায় ভেঙে পড়ে বাড়ি ফিরে যাবে নিজেদের ভাগ্যকে দুষতে দুষতে? অন্ধ শিশুকে কোলে নিয়ে তার দিদিমা ভিড়ের চাপ থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরতে পারলে বাঁচেন।

এই দোদুল্যমান বিস্ফোরক সম্ভাবনার মুহূর্তে আমি এগোলাম স্টেজের দিকে। সবকিছু প্ল্যানমফিকই এগোচ্ছে। সিঁড়ির কাছে বাধা পেলাম। পুলিশ ও সেরুলোর 'মাসলম্যান'-দের কাছ থেকে প্রত্যাশিত বাধা। সাংবাদিকদের নজর ও সমর্থন আমাকে মঞ্চে উঠতে সাহায্য করল। একাধিক ভিডিও ক্যামেরা এখন আমাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু মঞ্চে উঠতেই পরিস্থিতি একটু অন্যরকম হল। সেরুলোর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা আমাকে টানতে লাগলেন মঞ্চের পিছন দিকে নিয়ে যেতে। মঞ্চ আট ফুটের মত উঁচু। সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত বিস্তার প্রায় তিরিশ ফুট। পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা ছুরি বসিয়ে দিলেও সামনের সারির সাংবাদিকদের নজর পড়ার কথা নয়। মঞ্চের সামনের বাঁশ ধরে রইলাম শক্ত হাতে। রানাঘাটের ফুল বিক্রেতা পরিচয়ে জয়ন্তী দে তখন মাইকে দাবি জানাচ্ছেন—বেশ কিছুদিন বধির ছিলেন। আজ সন্ধ্যা থেকে আবার শুনতে পাচ্ছেন। উল্টোডাঙার কল্যাণকুমার নাথ সদ্য কিশোর। সঙ্গে অভিভাবক। কল্যাণ জন্ম থেকেই বোবা-কালা। সেরুলো ছেলেটির পিছনে হাত নিয়ে হাত তালি দিলেন তিনবার। কল্যাণ শুনে থাকলে ততবার হাত-তালি দিক, ঈশারায় বোঝালেন কল্যাণের অভিভাবক। কল্যাণ তিনবার হাত তালি দিল। কল্যাণের পিছনে এবার চারবার হাততালি দিলেন সেরুলো। কল্যাণ চারবার হাততালি দিল। মাউথপিস এখন স্বেচ্ছাসেবকের হাতে। সেটা হাত বদল করে সেরুলোর হাতে যাওয়ার আগেই আমি মুঠো বন্দি করে ঘোষণা করলাম, 'এখনও পর্যন্ত যারা মঞ্চে উঠে সেরে গেছে বলে গল্প শোনাল, তারা প্রত্যেকেই সেরুলোর সাজানো লোক। আমি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে মরিস সেরুলোকে চ্যালেঞ্জ করছি। এতক্ষণ পর্যন্ত যাদের স্টেজে তুলেছে, তারা এখনও স্টেজের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আবার এক এক করে ওদের ডিটেল ঠিকানা ও নাম বলুন। তারপর আপনারা, সাংবাদিক বন্ধুরা খোঁজ নিলেই দেখতে পাবেন, হয় ঠিকানা মিথ্যে, নতুবা পড়শীরাই জানিয়ে দেবেন—ওরা বধির ছিল না।

চ্যালেঞ্জ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা এক সঙ্গে দাবি করলেন, সেরে যাওয়া রোগীদের তাদের সামনে হাজির করতে হবে। তাঁরা প্রশ্ন করতে চান। ওদিকে সারা মাঠ জুড়ে তখন রাশি রাশি কণ্ঠে উড়ছে চিৎকার উঠছে, 'গো ব্যাক, মরিস সেরুলো, গো ব্যাক, গো ব্যাক।' কল্যাণ মাথেশ মাথাড়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সেরুলো ও তার স্টেজের সঙ্গীরাও কিছুটা বিহ্বল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমার হাত থেকে মাউথপিসটা কেড়ে নেবার অক্ষম চেষ্টা করছেন [illegible]। [illegible] দেখলাম দুই ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে।

মঞ্চের সামনে থেকে আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক দেবাশিস ভট্টাচার্য চিৎকার করে কল্যাণকে প্রশ্ন করলেন, 'দুর্গার ক'টা হাত?'

আমি আদেশের সুরে কল্যাণকে বললাম, 'বল দুটো হাত।' কল্যাণ বলল, 'দুটো হাত।'

'জন্ম বোবা-কালা কল্যাণ, যে কোনও ভাষাই জানে না, সে আমার বাংলা শুনে কতটুকু বলতে হবে বুঝে পরিষ্কার বাংলায় দিব্বি কথা বলে বুঝিয়ে দিল, ওকেও সাজিয়ে হাজির করা হয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণকে নিয়ে ওর ঠিকানায় গেলেই বুঝতে পারবেন প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কত বড় প্রতারণা এখানে হচ্ছে।' মাঠ জুড়ে মাইকে আমার কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ল।

মরিস সেরুলোর স্বেচ্ছাসেবকরা কল্যাণকে দ্রুত সরিয়ে নিল। আমাকে ধরে টানছে সেরুলোর কয়েকজন দেহরক্ষী।

সাংবাদিকরা তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তাঁরা সেরুলোকে সরাসরি বললেন, আপনি ভাঁওতা দিচ্ছেন। কলকাতার বুকে আমরা বুজরুকি চলতে দেব না। সেরুলো হাত-পা ছুড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ভগবান তোমাদের ওপর অভিশাপ দেবেন।' সেরুলোর সঙ্গীরাও গাল পাড়ছেন সাংবাদিকদের। আমি তখন আক্রান্ত সেরুলো বাহিনীর হাতে। ক্রুদ্ধ সাংবাদিকরা আমাকে আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সেরুলোর সাঙ্গোপাঙ্গোরা তখন পুলিশ ডাকছেন উদ্ধার পেতে। যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা পুলিশ ও সেরুলো বাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে মঞ্চ দখল করতে উঠে আসছে। আকাশে উড়ছে যুক্তিবাদী সমিতির প্রচারপত্র। অবস্থা পুলিশ ও সেরুলোর আয়ত্তের বাইরে। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে আমজনতা। ডেপুটি কমিশনার চয়ন মুখার্জি আমার হাত থেকে মাউথপিস কেড়ে নিয়ে আমাকে স্টেজ থেকে নেমে যেতে বললেন। পুলিশ তখন লাঠি চালাচ্ছে। আবার এক গণহিস্টিরিয়া দেখলাম। ময়দানের পঞ্চাশ হাজার মানুষ ধিক্কার দিচ্ছেন সেরুলোর নামে। সেরুলোকে গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন। দাবি জানালেন সাংবাদিক বন্ধুরা, সাধারণ মানুষ। পুলিশ ও সেরুলো বাহিনীর প্রতিরোধ অগ্রাহ্য করে যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা মঞ্চ দখল করেছে। সেরুলো ও তার কয়েকজন সাথীকে পুলিশ লালবাজারে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় সেরুলোকে লক্ষ্য করে উড়ে এলো অনেক জুতো।

এই বুজরুকদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন নীরব থাকলে আমরা পরবর্তী কী কী পদক্ষেপ নেব, সে বিষয়ে সমিতির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে জরুরী আলোচনা সেরে যখন 'আজকাল' পত্রিকা দপ্তরে পৌঁছলাম, তখন রাত এগারোটা পঞ্চাশ। সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত খবর দিলেন, লালবাজার থেকে আমার খোঁজ করা হচ্ছে। দৌড়লাম লালবাজার। ওখানে দেখা পেলাম সেরুলো ও তিন ব্যবস্থাপকের। ব্যবস্থাপকরা হলেন স্যামুয়েল রাজ, ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল অফ মিনিস্ট্রির অন্যতম প্রশাসক নির্মল বারুই ও স্বেচ্ছাসেবকদের অন্যতম প্রশাসক কে. ই. জেকভ। অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার দীনেশ বাজপেয়ী ও পাঁচজন ডেপুটি কমিশনারের একটি দল আমার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

সেরুলোর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অভিযোগে দায়ের করলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে। জমা দিলাম একাধিক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র। জানালাম, বেনেপুকুর থানাতেও এক প্রতিবন্ধীর অভিযোগপত্র ইতিমধ্যে জমা পড়েছে।

অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার বিজ্ঞাপন দেওয়াটাই বে-আইনি। এই বে-আইনি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর পুলিশ তো বে-আইনি সমাবেশ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেয়নি, বরং ব্যবস্থাপকদের সমস্ত রকম সহযোগিতা সহ বে-আইনি লিফলেট পর্যন্ত বিলি করেছে।' আমাদের এই সমিতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তরফ থেকে আমার এই বক্তব্য রাখার পরও পুলিশ অবশ্য তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করেননি। 'উদ্যোক্তারা একটি চিঠিতে ধর্মীয় প্রার্থনা সভার অনুমতি চেয়েছিল, কোথাও 'অলৌকিক সমাবেশ' বা 'অলৌকিক আরোগ্যদান'-এর কথা ছিল না। বিষয়টি পরে সেদিনই বিজ্ঞাপনে আমরা দেখি।' ডেপুটি কমিশনার দেবেনবাবু এ-কথা জানান। দিন দশেক আগেই সারা কলকাতা জুড়ে এমনকি মহাকরণে সেরুলোর ছবিসহ বড় বড় রঙিন পোস্টারে 'অলৌকিক সমাবেশ'-এর কথা জানানো সত্ত্বেও এ বিষয়ে তারা কিছু জানতেন না, এটা মেনে নেওয়া যে সম্ভব নয় তাও জানাই। এটা মেনে নিলে আরও মানতে হয়—পুলিশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাইনে নেয়।

আমাদের আলোচনার গতি-প্রকৃতি মাঝে মাঝেই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পুলিশ কমিশনার তুষার তালুকদার ও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে।

মরিস সেরুলো একে বিশাল মাপের ধর্মগুরু, তায় আবার আমেরিকান। তাই সেরুলোকে আদালতে পাঠালে নানা ধরনের জটিলতা তৈরি হতে পারে ভেবেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে সেরুলোকে আদালতে পাঠানোর ব্যাপারটা খুবই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত সেরুলোকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে ভোর না হতেই ব্যাঙ্ককের বিমানে সেরুলোকে চাপিয়ে দিয়ে এলো পুলিশ।

সেরুলো অবাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার : গভীর রাতে জানা যায় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির অভিযোগ পাওয়ার পর সেরুলোকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ-ব্যাপারে রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর সেরুলোকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়। লালবাজারে সেরুলোকে আনা হয়। পুলিশের বড়কর্তারা সকলেই ছিলেন। ক্যাথিড্রাল চার্চের বিশপের পরিবারের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সকালে বিমানে সেরুলোকে তুলে দেওয়া হবে।

'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকায় ১৬ অক্টোবর প্রথম পৃষ্ঠাতেই খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলার সাংবাদিকরা ও যুক্তিবাদী মানুষরা সে-দিন এমন একটা ঘটনা ঘটিয়েছেন, যা ইতিহাস হয়ে থাকবেই। ঘটনার আগের পরের কয়েকটি দিনের প্রতিটি ভাষা-ভাষী দৈনিক পত্রিকা ভবিষ্যতের গবেষকদের কাজে লাগবেই। ইতিহাসকে খুঁজে পেতেই কাজে লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

যোগী-জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা!

এই ঘটনার সূত্রপাত ৮৭-র ২২ আগস্ট, শনিবার বিকেল চারটে। এলেন এক আগন্তুক। ছেলে পিনাকীই দরজা খুলেছিল। আগন্তুককে জানিয়েছিল, 'বাবা কাজে ব্যস্ত আছেন। কাল সকাল দশটায় আসুন, দেখা হবে।'

আগন্তুক নাছোড়বান্দা। বহুদূর থেকে নাকি অনেক কষ্ট করে এসেছেন। খুবই জরুরি প্রয়োজন।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গিলতেই হল। পিনাকী দরজা খুলে তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই সোফায় হেলান দেওয়া মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে উঁচু ও সাদা একরাশ দাঁত ছড়িয়ে একগাল হেসে আমাকেই অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকে বসতে বলে আমিও

সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বসলাম। সাধারণ চেহারার, সাধারণ উচ্চতার টেলিফোন কালো মানুষটির কাঁচা-পাকা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখে অনুমান করেছিলাম বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়েছে, পরে জেনেছিলাম, আমার অনুমান ভুল। বিয়াল্লিশ চলছে। নাম জানালেন হরেকৃষ্ণবাবা। এক সময় ছিল সুনীলকুমার সাধুখাঁ। থাকেন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার কাছে 'বেলুন' গ্রামে। কৈশোর থেকেই রাস্তায় ঘাটে চলতে ফিরতে হরিনাম গাইতেন। তাই থেকেই 'হরেকৃষ্ণবাবা' নামটা চালু হয়ে যায়। একসময় মগরায় 'ম্যাজিক শো' দেখিয়েছেন। ম্যাজিকের প্রতি এখনও আগ্রহ আছে। '৭০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের কাছে দীক্ষা নেন। ওঙ্গরনাথজির খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। ওঙ্কারনাথজির একমাত্র পুত্র রঘুনাথজি খুবই ভালোবাসেন। '৭৪ থেকে জ্যোতিষচর্চার শুরু। বর্তমানে যোগী জ্যোতিষী হিসেবে খ্যাত। নিজেকে একজন খাঁটি যুক্তিবাদী মানুষ হিসেবে দাবি করলেন। বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্তে এসেছেন জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান। হাতের রেখা দেখে তিনি গত কয়েক বছরে যেসব ভবিষ্যদবাণী করেছেন, তার প্রতিটিই নাকি সত্যে পরিণত হয়েছে। আমার যুক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয় পেয়ে হরেকৃষ্ণবাবাজির খুব ভাল লেগেছে, তাই সত্যের সন্ধান দিতে এখানে এসেছেন। নিজের অভ্রান্ত জ্যোতিষ গণনার দাবির সমর্থনে আমার হাতে তুলে দিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশংসাপত্র। তার মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের গোবিন্দ দে-র দেওয়া প্রশংসা পত্র যেমন দেখলাম, তেমনই দেখলাম মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাংসদ অজিত বাগের দেওয়া প্রশংসাপত্র।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার প্রশংসাপত্রের ফটোকপিগুলো রাখতে পারি?'

'সানন্দে।' স্বভাবসিদ্ধ দু'পাটি চকচকে সাদা দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন।

একটু পরেই আসল প্রসঙ্গে এলেন। জানালেন, আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চান। '৮৭-র রিলায়েন্স কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতবে, লিখিতভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রমাণ করতে চান, জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত ও বিজ্ঞান। চ্যালেঞ্জ হেরে গেলে তিনি যে কোনও শাস্তি পেতে নিতে রাজি আছেন।

বললাম, 'রিলায়েন্স কাপ বিজয়ীর নাম অনুমানের উপর একাধিক সংস্থা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিযোগিতার ফল ঘোষিত হলে দেখবেন সঠিক অনুমানকারীর সংখ্যাই কয়েক হাজার। এই সঠিক অনুমানকারীদের মধ্যে আপনিও একজন হতে পারেন। কিন্তু এর দ্বারা আপনার জ্যোতিষশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বা জ্যোতিষী হিসেবে সফলতা, কোনওটাই প্রমাণিত হয় না। আপনার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সঙ্গে আমার অতীত সম্বন্ধে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হলে আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি।'

বাবাজি বললেন, 'আনন্দের সঙ্গে রাজি আছি। আসলে আপনি ১৯৮৫-র রেডিও প্রোগ্রামে যে চারজন নামী দামী জ্যোতিষীকে হারিয়ে ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রচারের জোরে এক একটি বাঘ হলেও বাস্তবে ছিলেন কাগুজে বাঘ। জ্যোতিষী হতে গেলে যে জ্যোতি দর্শনের প্রয়োজন তা এঁদের কারুরই হয়নি। এই জ্যোতি দর্শনের জন্যেই দরকার যোগের। যোগী ছাড়া কেউ সত্য দ্রষ্টা জ্যোতিষী হতে পারে না। আমি একজন যোগী-জ্যোতিষী। তাই তো আপনার কাছে এসেছি সত্যের সন্ধান দিতে, পরীক্ষা দিতে এবং আমারই পথের পথিক করতে।'

এমন সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারার ক্ষমতাধারী বাবাজিটি এখনও কেন তেমন নাম করতে পারেননি, তার কারণ সম্ভবত বিজ্ঞাপনে বিনিয়োগ করার মত অর্থের অভাব। প্রচারের জন্যে নিশ্চয়ই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণকেই সেরা উপায় ভেবে নিয়েছেন। বাবাজিকে আরও একটু নাড়াচাড়া করার ইচ্ছেয় জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র দু-জনের মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমকেও তা জানাতে চান? বাবাজি [illegible] নিশ্চয়ই জানাতে চাই। আমি চাই যা সত্য তা সবাই জানুক। [illegible] এমনকি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স, লন্ডনকেও এই চ্যালেঞ্জের কথা জানাতে চাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এমন এক জবরদস্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চ্যালেঞ্জারটির কথায় মনে গাঁট হোক, গাঁট বেশ করে হাসতে হল আমাকে। বললাম, 'বেশ তাই হবে। আপনার যাদের জানাতে মন চায়, জানাবেন। যদি আপনি আপনার দাবি প্রমাণ করতে পারেন, খোলা মনের মানুষ হিসেবে নিশ্চয়ই মেনে নেব জ্যোতিষশাস্ত্র ও যোগের ক্ষমতা। সঙ্গে প্রণামী হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তো পাবেনই। এ-বার আসা যাক আমার জীবনের অতীতের প্রশ্নে। আপনি কি '৮৫-তে প্রচারিত 'জ্যোতিষ বনাম বিজ্ঞান' শিরোনামের বেতার অনুষ্ঠানটি শুনেছিলেন?'

'হ্যাঁ শুনেছি। আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটাও পড়েছি।'

বললাম, 'তবে তো জানেনই আমি বিবাহিত। তবু আমার বিয়ের বিষয়েই প্রশ্ন রাখছি। এক, আমার কটা বিয়ে? দুই, দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে থাকলে প্রথমা কি মৃত? অথবা ডিভোর্স নিয়েছি?'

দীর্ঘ সময় আমার হাত উল্টে-পাল্টে দেখে হাতের রেখার নানা মাপজোক করে শেষপর্যন্ত বললেন, 'কাল বিকেলে আসব। আমার নাম লেখা রাইটিং প্যাড তাড়াহুড়োতে আনিনি। কাল উত্তরগুলো আমার নাম ছাপানো রাইটিং প্যাডে লিখে স্বাক্ষর করে দেব। তারপরই সুর পাল্টে হালকা চালে বললেন, 'সেই সকালে বেরিয়েছি। গিয়েছিলাম আপনার 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটির প্রকাশকের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেলাম আমার অফিসে। শুনলাম আপনি বেরিয়ে গেছেন। সেখান থেকে আপনার পিছু ধাওয়া করে এখানে। এক গ্লাস ঠান্ডা জল খাওয়াবেন?'

'নিশ্চয়। তারপর চা খাবেন না কফি, বলুন।'

'যা হোক একটা হলেই হল।'

জল ও চায়ের ব্যবস্থা করতে ভিতরে গেলাম। আমি একটু ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিলাম। স্ত্রী সীমা বাড়িতে ছিলেন না। ছেলে পিনাকীই জল দিল পরে চা। আমি ঘরে ঢুকলাম পিনাকীর কথায়, 'বাবা, উনি যাবেন বলছেন।'

বললাম, 'দুঃখিত। একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

বাবাজি উদারভাবে হাসলেন, 'না না দুঃখের কি আছে। আপনারা কাজের মানুষ। এই তো আপনার ছেলের সঙ্গে দিব্যি আলাপ হয়ে গেল। খুব ভাল ছেলে। কাল তাহলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ আসছি।'

২৩ আগস্ট হরেকৃষ্ণবাবা এলেন বিকেল পাঁচ করে। তখন ঘরে আমার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব ও মধ্যপ্রদেশের এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী। বাবাজির সঙ্গে প্রত্যেকেরই আলাপ করিয়ে দিলাম। বাবাজি আমার হাতে একটা বই তুলে দিয়ে বললেন, 'বইটা আপনাকে উপহার দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজি'র ছেলে রঘুনাথ কাব্য-ব্যকরণতীর্থ।'

বইটার নাম 'শ্রীশ্রী সীতারাম লীলাবিলাস'। হরেকৃষ্ণবাবা এবার ঝোলা থেকে তাঁর রাইটিং প্যাড বের করে সকলের সামনেই তিনটি বিষয়ে লিখিত মতামত প্রকাশ করলেন। এক : প্রবীর ঘোষের দুটি বিয়ে। দুই : প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর ২৬ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে প্রবীরবাবু দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ রিলায়েন্স কাপ বিজয়ী হবে।

আমার বিয়ে নিয়ে যা লিখেছেন, ঠিক হয়েছে কি না, হরেকৃষ্ণবাবা জিজ্ঞেস করার বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্ আমি প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললাম, 'সত্যিই আপনার অতীত বলার ক্ষমতার যে পরিচয় পেলাম, তাতে অবাক হয়ে গেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বাবাজি বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, আমার মতামত যেন আমার নাম ছাপানো প্যাডে লিখিতভাবে দিই। বললাম, 'এখুনি লিখে দিয়ে লাভ কী? শর্ত অনুসারে তিনটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর না দিতে পারলে আপনি পরাজিত হবেন। রিলায়েন্স কাপ ফাইনালের দিন সন্ধ্যায় আমার বাড়িতেই আমরা মিলিত হব। সেই দিনই ঘোষিত হবে জয়-পরাজয়।'

হরেকৃষ্ণবাবাজি তবু নাছোড়বান্দা, 'যে দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, সেই উত্তর দুটির বিষয়ে আপনার মতামত লিখে দিন।'

অতএব লিখে দিলাম 'আমার বিবাহ সংক্রান্ত আপনার বিচার দুটি আমাকে বিস্মিত করেছে।' বাবাজি পরম তৃপ্তি ও চূড়ান্ত খুশির সঙ্গে বিদায় নিলেন, তাঁর এই খুশি ও তৃপ্তি মুহূর্তে আতঙ্কে পরিবর্তিত হত, যদি যোগ + জ্যোতিষী ক্ষমতার সাহায্যে জানতে পারতেন, আমার বিস্ময়ের কারণ! এত বোল-চাল, এত হাম্বারবের পর হরেকৃষ্ণবাবার এই ক্ষমতা প্রকাশিত হল? আর সব বাবাজি-মাতাজিদের মত ওঁর ক্ষমতাও যে ভণ্ডামি বই কিছুই নয়।

আমি বিয়ে করেছি একবারই। স্ত্রী জীবিত। আমার বয়স তখন চল্লিশ অতিক্রান্ত অর্থাৎ হরে-কৃষ্ণবাবা-কথিত দ্বিতীয় বিয়ের সময় পেরিয়ে এসেছি। হায়, এই নাকি বাবাজির জ্যোতিষদর্শন?

বাস্তবিকই আমি বিস্মিত!

হরেকৃষ্ণবাবা আমাকে পরাজিত করেছেন—এই বক্তব্য নিয়ে একাধিক পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করেছেন। প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছেন আমার লেখা চিরকুট। পত্রিকা দপ্তর থেকে বলেছেন, উনি লিখেছেন বিস্মিত হয়েছেন। আপনি ঠিক বলেছেন, এ-কথা লিখিয়ে আনুন। তখন নিশ্চয়ই এটা একটা বড় খবর হবে। হরেকৃষ্ণবাবা আমার সঙ্গে দেখা করে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করে লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। এবং আমার বিস্ময়ের কারণ শুনে মুখ হাঁড়ি ও রঙ বেগুনি করে দ্রুত বিদায় নিয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ বাবার ভুল করার কারণ, তিনিও প্রতিটি সফল জ্যোতিষীর মতোই কৌশলে কথা বলে কথা বের করে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। সুযোগ পেতেই পিনাকীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি চা নিয়ে এলে? তোমার মা'কে দেখছি না? তিনি কি চাকরি করেন?'

পিনাকী ন্যাকা খোকাটি সেজে উত্তর দিয়েছিল, 'ছোট মা গেছেন গান শেখাতে।'

পিনাকীর ওই 'ছোট মা' কথাটিতেই বধ হলেন যোগী-জ্যোতিষী হরেকৃষ্ণবাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন

পঞ্চাশ বছর আগের বালক ব্রহ্মচারী এবং...

সাধু-সন্তদের প্রতি আমার টান নিতান্তই শৈশব থেকে। সেই টান অবশ্য এখনও আছে। তবে সময় ও মানসিকতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকারভেদ ঘটেছে। শুরুতে যেতুম সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পাওয়ার আশায়। কৈশোর ও যৌবনে সদ্য পা রাখা সময়ে আন্দোলনের কথা, যুক্তিবাদের প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথাটা তেমনভাবে মনে দানা বাঁধেনি। রহস্যভেদের নেশায় সত্যকে জানার নেশায় মেতে ছিলাম। অধ্যাত্মবাদ ও অলৌকিকতার পুরনো লোকঠকানো

ভাঁওতাবাজি এভাবেই ক্রমশ উপলব্ধি করেছি।

যখনকার কথা বলছি, তখন কলেজে পড়ি, সালটা বোধহয় ১৯৬৩। তখন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল গোরা। পুরো নাম গোরাচাঁদ দত্ত। থাকত বরাহনগরের শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেনে। জানি না গোরা এখনও সেখানে থাকে কি না। সাধু-সন্তদের প্রতি আমার আকর্ষণের কথা গোরার অজানা ছিল না। ও একদিন বললো, ওদের পারিবারিক গুরুদেব বালক ব্রহ্মচারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। বালক ব্রহ্মচারীর নাম আগেই শুনেছি। এও শুনেছি বাবার নাকি ভারত জুড়ে সত্তর লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা। গোরা বললো, 'সেবার বরাহনগরের একটি স্কুলে গুরুদেবের জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গুরুদেব আসবেন সন্ধেতে। কিন্তু বিকেল থেকেই কাতারে কাতারে লোক আসা শুরু হয়ে গেল। আমরা কিছু তরুণ শিষ্য ভলেন্টিয়ার হয়েছিলুম। বিকেলে এক ভদ্রলোক এলেন, সঙ্গে দশ-বারো বছরের দুটি ছেলে। ওঁকে খুবই অস্থির দেখাচ্ছিল। জনে জনে ভলেন্টিয়ার ধরে ধরে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, ব্রহ্মচারীরা কখন আসবেন? আমাকেও প্রশ্ন করতে বললুম, সন্ধে নাগাদ এসে পড়বেন। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো? এত অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন?

'ভদ্রলোক বললেন, বহু দূর থেকে এসেছি অনেক আশা নিয়ে। শুনেছি যাঁরাই বাবার কাছে দীক্ষা নিতে চান, তাঁদের বাবা সঙ্গে সঙ্গে জপ মন্ত্র দেন। এই আমার দুটি মাত্র সন্তান। বোবা-কালা নিয়ে এসেছি দীক্ষা দেওয়াতে। দেখি বাবা কেমন করে বোবা-কালাদের জপমন্ত্র শোনান!

'দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক ও তাঁর ছেলে দুটিকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে আমার চেনা-অচেনা অনেকের কাছেই ওঁদের আসার উদ্দেশ্য জানালুম। খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। দলে দলে ভক্তেরা ওঁদেরই দেখতে এলেন। ভক্তেরা প্রচন্ড ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন—কী হয়! কী হয়! সত্যিই কি বাবার দেওয়া জপ-মন্ত্র ওরা শুনতে পাবে এবং জপ করতে পারবে? আজ কী গুরুদেবের এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশের সাক্ষ্য হয়ে জীবনকে সার্থক করার সুযোগ মিলবে? সুযোগ মিলবে গুরুদেবের লীলামাহাত্ম দেখার?

'শেষপর্যন্ত শুভ মুহূর্তটি এল। ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলের হাত ধরে স্টেজে উঠে এলেন। গুরুদেবের চরণে তিনজনেই প্রণাম জানালেন। ভদ্রলোক এবার দুই ছেলেকে দীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে ছেলে দুটিকে দু'হাতে কাছে টেনে নিলেন। একে একে দুজনের কানেই দিলেন জপ-মন্ত্র। তারপর বললেন, শুনতে পেয়েছিস তো?

'আমার প্রেসার তখন এক লাফে চড়ে গেছে। নিজের বুকের টিপ্ টিপ্ আওয়াজ একটু চেষ্টা করলেই বোধহয় নিজেই শুনতে পাব। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, প্রতিটি ভক্তের অবস্থাই আমার মতো।

'ছেলে দুটি পরিষ্কার গলায় বললো, হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি। তার পরই ছেলেদুটি আর তাদের বাবা হাউ-মাউ করে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন বাবার পায়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তেরা হৃদয়াবেগ সংযত করতে পারলেন না। অনেকেরই দু চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। স্কুলের হল-ঘর গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে ভরে গেল।'

গোরার কাছে এই ঘটনা শোনার পর একদিন ওর সঙ্গে গেলাম গুরুদেব বালক ব্রহ্মচারীর দর্শনে। কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় তখন তিনি থাকতেন। একতলার একটা বড়-সড় হল-ঘরে ভক্তেরা অপেক্ষা করছিলেন। আমি আর গোরা ওই ঘরেই বসলাম। শুনলাম, গুরুদেব দোতলায় দর্শন দেন। সময় মতো আমাদের ডাকা হবে। ওখানে বসে থাকতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল। এঁদের অনেকের কাছেই গুরুদেবের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনলাম। একজন ভারত-বিখ্যাত শিক্ষাবেত্তা গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে কাহিনি বললেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। উনি একবার গুরুদেবকে খিদে পেয়েছে জানাতে গুরুদেব নাকি বলেছিলেন, 'দাঁড়া তোর খাবার আনার ব্যবস্থা করছি।' গুরুদেব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন, একটা আলো হয়ে গেলেন। তারপর আলোর ভিতর থেকে ভেসে এলো সোনার থালায় সাজানো
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নানা রকমের মিষ্টি। কী তার স্বাদ! কী তার গন্ধ!

একসময়ে আমাদের ডাক পড়ল। সকলের সঙ্গে দোতলায় গেলাম। তলার হলটার মতই একটা বড় হল ঘরে সিল্কের গেরুয়া পোশাক পরে বাঘছালের উপর বসে ছিলেন বালক ব্রহ্মচারী। জানালায় ও দরজায় দামী ভারী পর্দা। ঘরে দশমীর জ্যোৎস্নার মত হালকা আলো। ভক্তেরা একে একে গুরুদেবকে প্রণাম করছিলেন। কেউ পায়ে নিবেদন করছিলেন ফুল। কেউ হাতে তুলে দিচ্ছিলেন মিষ্টির প্যাকেট। কেউবা শিশি বা বোতলে আনা জল গুরুদেবের পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে পবিত্র পদোদক তৈরি করে নিচ্ছিলেন।

ভক্তদের প্রণামের ব্যাপারটা দেখাশুনো করছিলেন এক ফুলটাইমার শিষ্য। তিনি একসময় আমাকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু প্রণাম না জানিয়ে বালক ব্রহ্মচারীকে বললাম, 'শ্রদ্ধার প্রকাশ প্রণামে। শ্রদ্ধাহীন প্রণামের অভিনয় আমি করতে পারব না। শুনেছি আপনি জন্মসিদ্ধ পুরুষ, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। আমার একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রণাম জানাব।'

বালক ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে ঈশারায় ঘরের কোনায় দাঁড়াতে বললেন, দাঁড়ালাম। শেষ ভক্তটিও প্রণাম জানিয়ে বিদায় নেওয়ার পর বালক ব্রহ্মচারী আমার দিকে তাকালেন। আমার পাশে তখন গোরা ও ফুলটাইমার শিষ্যটি। বালক ব্রহ্মচারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রশ্নটা কি?'

বললাম, 'গতকাল সন্ধে সাতটার সময় আমি কোথায় ছিলাম?'

বালক ব্রহ্মচারী এবার গোরাকে বললেন, 'ও বুঝি তোর বন্ধু? তা, তুই নিচে গিয়ে বোস, আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

গোরা বেরিয়ে যেতেই শিষ্যটিকে বললেন, 'তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা, কেউ যেন এখন এ-ঘরে না আসে।'

শিষ্যটি চলে যেতেই বালক ব্রহ্মচারীবাবা তাঁর মুখোমুখি আমাকে বসিয়ে অনেক গল্প-সল্প করলেন। আমার বাড়িতে কে কে আছেন? তাঁরা কে কী করেন? আমি কি করছি? এসব খবর নিলেন। সত্যি কথাই বললাম। এরই মধ্যে এক সময় ফুলটাইমার শিষ্যটি দরজা খুলে জানালেন, 'দুই ভদ্রলোক এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছেন আপনার আশীর্বাদ নিতে। মহিলাটির গল-ব্লাডার অপারেশন হবে আজ। নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার আগে তাই আপনার.....'

কথা শেষ করার আগেই রাগতস্বরে বাবা বললেন, 'তোরা কি একটু শান্তিতে কথা বলতেও দিবি না! অপেক্ষা করতে বল, দেরি হবে।'

আমরা দুজনে আবার আমাদের গল্পে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন শিষ্যটি। 'গুরুদেব, পেসেন্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যদি অনুমতি করেন তো....'

বিরক্ত গুরুদেব বললেন, 'যা নিয়ে আয়।'

একটু পরেই শিষ্যটি দুই ভদ্রলোকের সাহায্যে এক মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মহিলাটির মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। বালক ব্রহ্মচারীর পায়ের তলায় তাঁকে সাষ্টাঙ্গ-প্রণামের ভঙ্গিতে শুইয়ে দেওয়া হল। গুরুদেব মহিলার সঙ্গী লোকদুটিকে বললেন, 'তোরা নীচে গিয়ে অপেক্ষা কর।' শিষ্যটিকে বললেন, 'যা কুশীতে একটু জল নিয়ে আয়।'

শিষ্য তামার কুশীতে জল নিয়ে এলেন। তারপর গুরুদেবের আদেশে কুশীটা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন। বালক ব্রহ্মচারী কুশীটি মহিলাটির পিঠের উপর বসিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মন্ত্র পড়লেন ও কুশীর জলে বার কয়েক ফুল ছিঁড়ে পাপড়ি ছুড়লেন। এটা চললো আধ মিনিটের মত সময় ধরে। তারপর আমাকে বললেন, 'দেখো তো জলটা গরম হয়েছে কি না?'

কুশীর জলে আঙুল ডোবালাম। জল গরম। বললাম, 'জল গরম।'

বালক ব্রহ্মচারী বললেন, 'এবার কুশীটা ওর পিঠ থেকে নামিয়ে ওকে তুলে দাঁড় করা।' বালক ব্রহ্মচারী এই প্রথম আমাকে 'তুই' সম্বোধন করলেন।

দাঁড় করালাম। বালক ব্রহ্মচারী আদেশ দিলেন, 'এবার ওকে জোর করে দৌড় করা।'

তাই করালাম। মহিলাটি 'পারব না, পারব না' করে ভেঙে পড়তে পড়তেও আমার জন্যে পড়তে পারলেন না। বরং আমার জন্য দৌড়তে বাধ্য হলেন। এবং তার পরই আমার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গুরুদেবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, 'বাবা আমি ভাল হয়ে গেছি।'

গুরুদেব প্রশান্ত হাসি হেসে বললেন, 'যা, আর তোকে নার্সিং হোমে যেতে হবে না। বাড়ি ফিরে যা। সত্যিই ভাল হয়ে গেছিস।'

মহিলাটি নিজেই হেঁটে চলে গেলেন। বালক ব্রহ্মচারী এবার আমাকে বললেন, 'তুই মাঝে মাঝে এখানে এলে এমনি আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবি। এবার আমার উপর তোর বিশ্বাস জন্মেছে তো?'

বললাম, 'আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি। আর তা পেলেই বিশ্বাস জন্মাবে।

বালক ব্রহ্মচারীবাবার একটু আগের কার্যকলাপগুলো সাজানো ব্যাপার হতেই পারে। রাস্তার কবজ বিক্রেতা থেকে স্টেজের জাদুকরেরা যেমন দর্শকদের মধ্যে নিজেদের সাজানো লোক রেখে সাজানো ঘটনা ঘটিয়ে দর্শকদের অবাক করে দেন, অনেক গুরুদেবই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে এই ধরনের নানা রকমের সাজানো ঘটনা দেখিয়ে চ্যালেঞ্জকারীকে তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতেই পারেন।

আমি নিজেও ওই বয়সে কিছু ম্যাজিকের খেলা জানতাম। সেই মুহূর্তে আমাকে দিয়ে বিচার করে দেখলাম, এই ঘটনা আমিও দেখাতে পারি আমার সাজানো লোকদের সাহায্যে। কুশীতে আমি যে জল গরম হতে দেখেছি, সেটা কেমনভাবে ঘটাব, এটা অনেকেই হয়তো ভাবছেন। সেই দিনের সেই মুহূর্তগুলোতে আমি ভেবেছিলাম, বালক ব্রহ্মচারীকে কুশীতে জল আনতে বলেছিলেন। জল এসেছিল। কুশীটা ব্রহ্মচারী নিজেই মহিলার পিঠের উপর বসিয়ে ছিলেন। আমাকে যখন বলেছিলেন, 'দেখ তো জলটা গরম হয়েছে কিনা?' আমি দেখেছিলাম জল গরম। ব্রহ্মচারীর কথায় সাধারণভাবে শতকরা প্রায় একশ জনেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, জলটা ঠান্ডা ছিল। এখন গরম কি না দেখতে হবে। কিন্তু জলটা যে ঠান্ডাই আনা হয়েছিল তার প্রমাণ কী? এই ঘটনা কৌশলে ঘটাতে আমি কুশীতে গরমজল আনিয়ে একইভাবে কারুকে জলটা গরম হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনিও ভুল করতেন এবং আমাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নিতেন।

এই ধরনের একটা জব্বর হতভম্বকর ঘটনা দেখানোর পরও আমার কাছ থেকে এই ধরনের উত্তর নিশ্চয়ই বালক ব্রহ্মচারীর কাছে প্রত্যাশিত ছিল না। অন্তত তাঁর আচরণে আমার তাই মনে হয়েছিল। হয় তো বা ছিল কিছুটা দ্বিধাও।

এক সময় দ্বিধা কাটিয়ে বললেন, 'যা দরজাটা ভেজিয়ে দে।' দিয়ে এলাম।

ব্রহ্মচারীবাবা এবার নিজেই উঠে গিয়ে দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা রাইটিং প্যাড ও পেনসিল নিয়ে এলেন। প্যাড আর পেনসিলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমাকে না দেখিয়ে এতে লেখ, কাল সন্ধে সাতটার সময় কোথায় ছিলি।'
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

লিখলাম মধ্যমগ্রামে বিপুলদের বাড়িতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বালক ব্রহ্মচারী পড়লেন, প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে তোর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখ।'

ধরে রাখলাম। তবে শক্ত করে নয়, আলতো করে। ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, 'এবার প্যাডটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে পেছন ফিরে চোখ বুজে বোস।'

বসলাম।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "ভাবতে থাক, একটা সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে আছিস। একটু একটু করে সূর্য-উঠছে। গোটা আকাশ আর জলে প্রতিটি মুহূর্তে রঙের বৈচিত্র্য।'

আমি ভাবতে লাগলাম।

ব্রহ্মচারীবাবার একটি হাত আমার মাথার উপর দিয়ে এসে কপাল ছুঁল। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলতে শুরু করলেন, 'দেখতে পাচ্ছি, তুই ছিলি একটা গ্রামগ্রাম জায়গায়। জায়গাটা মধ্যমগ্রাম। বাড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। ঠাণ্ডা, শান্ত, খুব সুন্দর পরিবেশ।'

বললাম, 'সত্যিই সুন্দর, সত্যিই সুন্দর। মুলিবাঁশের দেওয়াল, মাটির মেঝে, টালির চাল। অদ্ভুত রকমের শীতল-শান্ত পরিবেশ।'

বাবাজী বললেন, 'হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা লাউ না কুমড়ো গাছ যেন ওদের বাঁশের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে।'

আরও অনেক কিছুই বলে গেলেন উনি। কিন্তু ততক্ষণে গোরার গুরুর দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। কারণ, গতকাল দুপুর দুটো থেকে সন্ধে আটটা পর্যন্ত ছিলাম কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। তারপর বাস ধরে নিজেদের দমদম পার্কের বাড়িতে। সে-বাড়িও বাবাজীর বর্ণনার ধারে-কাছে যায় না।

আমি কী লিখেছি বাবাজীর তা জানা ছিল না। তাইতেই খুব সতর্কতার সঙ্গে একটু একটু করে বর্ণনা দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। কারণ জানা কথা, বর্ণনার সঙ্গে সামান্য মিলে গেলেই আমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠব এবং হুড়মুড় করে আরও অনেক তথ্যই তাঁকে যুগিয়ে যাব, যেমন জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য জানতে আসা মানুষেরা করেন।

অনেকে হয় তো ভাবছেন, আমি কী লিখেছি, সেটা জানতে পারাও অলৌকিক ক্ষমতারই পরিচয়। না, আদৌ তা নয়। জাদুকরেরা অনেক সময় কার্বন পেস্টেড কাগজের প্যাডে দর্শকদের দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার কাগজে কার্বনের ছাপ দেখে বলে দেন কী লেখা হয়েছিল। আবার অনেক সময় সাধারণ প্যাডে হার্ড পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার পাতাটায় পেন্সিলের সীসের গুঁড়ো ঘষেও বলে দেওয়া হয়, কী লেখা হয়েছিল। এ-ছাড়াও আছে অনেক পদ্ধতি।

আমি কফি হাউসে থেকেও ইচ্ছে করে লিখেছিলাম, মধ্যমগ্রামে; বিপুলদের বাড়িতে। কারণ, অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কৌশলের আশ্রয় নিতে গেলে গুরুদেব ভুল করতে বাধ্য। আমার ফাঁদে পড়ে ভুল করতে বাধ্য হলেনও। আমি সামান্য একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে বিপুলদের বাড়ির যে বর্ণনা দিলাম, বালক ব্রহ্মচারীবাবাও সেই বর্ণনাতেই সায় দিয়ে গেলেন। অথচ বিপুলদের বাড়ি দস্তুরমতো পেল্লাই পাকা বাড়ি। সে সময়কার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ দেবজ্যোতি বর্মণের বাড়ির খুব কাছেই ছিল ওদের বাড়ি। অতএব বালক ব্রহ্মচারীবাবা যে কতবড় সিদ্ধপুরুষ এটুকু বুঝতে সেদিন আমার একটুও অসুবিধে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চার

মেঠাইবাবার রহস্যভেদ

গত ৩ ও ৪ মে ১৯৯২ কলকাতার পত্রিকাগুলোয় 'মেঠাইবাবা'কে নিয়ে তোলপাড় করা খবর প্রকাশিত হল। খবরটা নানাভাবে প্রকাশিত হলেও মূল কথা ছিল একই। পুণে জেলার বারামতির এক সাধারণ কৃষক ভানুদাস গাইকোয়াড় সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীদের চোখে হয়ে উঠেছেন এক বিরাট বিস্ময়। তিনি যা ছুঁচ্ছেন তাই মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা নানাভাবে পরীক্ষা করেও রহস্য উদ্ধার করতে না পেরে হতভম্ব। ব্যাপারটা নেহাতই বুজরুকি কি না তা দেখার জন্য সাবান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে হাত ধুইয়ে বুজরুকি কি না তা দেখার জন্য সাবান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক দিয়ে হাত ধুয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং সাংবাদিকরা। কিন্তু তারপরও দেখা গেছে ভানুদাসের হাতের ছোঁয়ায় অতি ঝাল কাঁচালঙ্কাও নিমেষে যেন গুড়! সাবান দিয়ে হাত ধুইয়ে ভানুদাসের হাতে দেওয়া হয়েছিল স্টেনলেস স্টিলের একটি কলম। ভানুদাসের পরশ পাওয়ার পর কলমটিতে জিব ঠেকাতেই দেখা গেল কলমও মিষ্টি। এক গ্লাস জলে হাত ডোবালেই হয়ে যাচ্ছে সরবত।

ভারতবর্ষের বহু পত্র-পত্রিকায় মেঠাইবাবার এই অলৌকিক ক্ষমতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই সুবাদে তিরিশটির ওপর চিঠি পেয়েছিলাম বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে। এঁদের প্রত্যেকেরই চিঠির মূল সুর ছিল—এই রহস্য ভেদ করুন।

তথাকথিত অলৌকিক রহস্যের উন্মোচনের ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির কাছে প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। তখন 'আজকাল' পত্রিকার সঙ্গে আমাদের সমিতির যুগলবন্দি দস্তুর মতো সাড়া ফেলে দিয়েছিল।

'আজকাল' পত্রিকার হয়ে সত্যানুসন্ধানে নামলাম। ২১ জুন হাওড়া থেকে গীতাঞ্জলি ধরলাম। ২২ জুন রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি পৌঁছল রাত ঠিক বারোটায়। বোম্বাইয়ের ভি টি স্টেশনে যুক্তিবাদী সমিতির বিধান নিয়োগী ছিলেন। বিধানের বাড়ি রাত্রিবাস করে পরের দিন সকাল বেলায় দাদার থেকে পুনের বাস ধরলাম। পুণে পৌঁছতে লাগল পাক্কা পৌনে পাঁচ ঘণ্টা। সন্ধে ছ'টার আগে বারামতি যাওয়ার বাস নেই। অতএব তারই টিকিট কেটে হাতের ঘণ্টা দু'য়েক সময় খরচ করলুম একটা অটো রিকশয় শহর চষে। ছ'টার বাস ঠিক ছ'টাতেই ছাড়ল, অর্ধেক সিটের প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

সময় নষ্ট না করে বারামতি শহরের ঠিক কোথায় মেঠাইবাবাকে পেতে পারি হদিশ পেতে বাসেই অনুসন্ধানের কাজ শুরু করে দিলাম। মেঠাইবাবার ঠিকানা জানেন কি না, আমার পাশের সিটের সহযাত্রীকে জিজ্ঞেস করতেই পিছনের সিট থেকে উত্তর পেলাম, 'গোরবাবার কাছে যাচ্ছেন? পাঁচকার?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সহযাত্রীর পরিচয় পেলাম। বসন্ত তুলপুলে। থাকেন 'গোরবাবা' অর্থাৎ মেঠাইবাবার কাছে অবধূত নগরে।

বাস থেকে নেমে অটোরিকশ নিলাম। মিস্টার তুলপুলেকে তুলে নিলাম অটোতে।

শহরের প্রান্তে একটা ছোট মুদির দোকানের কাছে এসে তুলপুলে ড্রাইভারকে বললেন অটো থামাতে। 'এখানেই আমার বাড়ি, তাই নামছি। আপনার সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি, পৌঁছে দেবে।' বলে তুলপুলে দোকানে দাঁড়ানো একটি তরুণকে বলেন, 'ওঁরা সাংবাদিক। গোড়বাবা ভানুদাসের বাড়িটা ওঁদের দেখিয়ে দে।'

অটো ড্রাইভারের নাম বালু। আমাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা যা হচ্ছিল তাই শুনেই বালু খুব উৎসাহিত হয়ে গল্প জুড়ে দিলেন। নতুন সঙ্গীটির নাম শরদ গাইকোয়াড়। শরদের মুখে সব সময় কথার খই ফুটছে। কলেজে পড়েন। জানালেন, এক সময় এই এলাকার বহু মানুষই চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা এমনি নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। বর্তমানে অবশ্য অবস্থা অনেক পাল্টেছে। ভানুদাস গাইকোয়াড় হঠাৎ প্রচুর নাম-টাম করেছে, অনেকে এসে ভিড় জমাচ্ছে, এটাতে শরদ উত্তেজনা অনুভব করেন, গর্বও হয়। কিন্তু এই হঠাৎ করে গোড়বাবা হয়ে ওঠার পিছনে 'চমৎকার' বা অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কোনও গভীর ধান্ধা আছে বলে শরদ সন্দেহ করেন। ভানুদাসের পরিবারের অতীত নিয়ে শরদের শ্রদ্ধার যথেষ্ট অভাব যে আছে, তা ওঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বারবার।

ভানুদাস গাইকোয়াড়ের খেতের সামনে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত সাড়ে ন'টা। শক্ত পাথুরে রাস্তায় অটো রেখে আমরা এগোলাম। চষে ফেলা বিশাল খেতের মাঝখানে একটা ছোট বাড়ি। ঘরে ও ঘরের বাইরে ইলেকট্রিকের আলো। বাইরের আলোটা জ্বলছে একটা ন-দশ ফুট উঁচু বাঁশের মাথায়। একটা খাটিয়ায় দু-একটি মানুষের ছায়া, দু-একজন আলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছেন। এতদূর থেকে ঠিক দৃষ্টি চলে না। যে রাস্তায় অটোরিকশ দাঁড় করিয়েছি, তার আশেপাশে কোন আলোর পোস্ট নেই। শরদ বললেন, 'ভানুদাস আছে কি না জিজ্ঞেস করছি হাঁক পেড়ে।'

বললাম, আপনাকে হাঁকা-হাঁকি করতে হবে না। এতদূর যখন এসেছি তখন ভানুদাসকে না পেলেও ওঁর বাড়ি না দেখে, ওঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে আমরা যাচ্ছি না।'

তবু হাঁক পাড়লেন শরদ, 'ভানুদাস বাড়ি আছে? আমরা খেত ভেঙে এগোচ্ছিলুম। তারই মাঝে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন শারদ। এক সময় সাড়া পাওয়া গেল, 'আছি। তোমরা কে?'

'আমি শরদ। কলকাতা থেকে সাংবাদিকরা এসেছেন তোমার অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে।' আমরা খেত ভেঙে এগোচ্ছি। ছায়া-ছায়া মানুষগুলো নড়া-চড়া করছে, ঘরে ঢুকল কেউ কেউ। বেরিয়েও এল এক সময়। শরদ যাঁকে ভানুদাস বলে পরিচয় করালেন, তাঁর শরীর ও পোশাকের ওপর একবার চোখ বোলালুম। সদ্য পাট ভাঙা দুধ-সাদা টেরিনের প্যান্ট ও ধবধবে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। গায়ের রঙ কালো। সুঠাম মতোই চেহারা। ঘন কালো তৈল চিক্কন চুল। খুদে খুদে চোখ দুটোর তীক্ষ্ণতা ও সতর্কতা আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য করল—ভানুদাসকে 'ভোলা-ভালা আনপড়' কিষান ভাবলে এক ফুৎকারে উড়ে যাব। টেপরেকর্ডার চালু করে ভানুদাসের মুখের সামনে ধরে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম?'

—ভানুদাস মারুতি গাইকোয়াড়, গোড়বাবা।

—বয়স?

—একত্রিশ বছর। হিন্দি বলতে আমার একটু অসুবিধে হয়। মারাঠি ভাষায় বললে চলবে?

বিধানের মারাঠি ভাষায় জ্ঞান বাংলার মতই সাবলীল। বললাম, হ্যাঁ চলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এমন একটা ভাষাগত সমস্যা হতে পারে অনুমান করে বিধানের হাতে একটা প্রশ্ন তালিকা ধরিয়ে দিয়েছিলাম পুণে থেকে বারামতি আসার পথেই।

প্রশ্ন শুরু করলেন বিধান, বাবার নাম?

—মারুতি সমঝ গাইকোয়াড়।

—মায়ের নাম?

—সত্যভামা মারুতি গাইকোয়াড়।

—আপনার পোস্টাল অ্যাড্রেস?

—ফল্টন রোড, কাসবা, পোস্ট - বারামতি, জেলা - পুণে।

—আপনি যে কোনও জিনিসে হাত লাগালে তা মিষ্টি হয়?

—হ্যাঁ, তা হয়।

—এই সময় আমি কিছু ছবি তুলে নিলাম মেঠাইবাবা, তাঁর স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং মায়ের।

বিধান আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনার কাছে রোগীরা রোগ সারাতে আসে?

—হ্যাঁ, অনেকেই আসে।

—রোগীদের আপনি নিরোগ করতে পারেন?

—কেউ যদি মনে আশা নিয়ে আসে, তবে আমি রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিলে ভাল হয়ে যায়।

—কবে থেকে আপনি এমন ক্ষমতা পেলেন?

—১৯৮১ সাল থেকে এই অবস্থা হচ্ছে।

—বিয়ে করেছেন কত বছর?

—দশ বছর।

—ছেলে-মেয়ে ক'টি?

—এক মেয়ে, দুই ছেলে।

—সংসার চলে কিভাবে?

—ক্ষেতি আছে। চাষ-বাস করি। তাতেই সংসার চলে।

—যারা রোগ সারাতে আসে, তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা কিছু নেন?

—কোনও লোকের কাছ থেকেই পয়সা নিই না।

—পত্রিকার লোকেরা এই নিয়ে কতবার এলেন?

—অত মনে নেই। তবে, পত্রিকার লোকেরা বেশ কয়েকবার এসেছে। 'চিত্রলেখা' গুজরাটি ও মারাঠি দুটো ভাষায় বের হয়। দু'ভাষাতেই আমার সম্বন্ধে লিখেছে। এছাড়া 'ইন্ডিয়া টু ডে' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও আমার সম্বন্ধে লিখছে। বালা-সাহেব ঠাকরের (শিবসেনা প্রধান) সঙ্গে আমার ছবিও বেরিয়েছে 'চিত্রলেখা'র মারাঠি সংস্করণে।

পত্রিকাগুলো দেখতে চাইলাম আমি। ওঁর বউ ঘর থেকে সেগুলো এনে দেখালেন।

বিধান আবার প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনার জন্মস্থান কোথায়?

—পুণে জেলার কারোটিতে।

দূরদর্শনের অনুষ্ঠানে কখনও অংশ নিয়েছেন?

—না।

বললাম, জলে হাত ধুয়ে মিষ্টি করে দেখাবেন? ঘরের বাইরের উঠোনে একটা চৌবাচ্চার ভেতর মগ ডুবিয়ে জল তুললেন মেঠাইবাবা। মগের জল থেকে কয়েক ফোঁটা তুলে জিভে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঠেকালাম। সাদা জল। মেঠাইবাবা মগের জলে বার কয়েক হাত ঘষলেন। তারপর বললেন, 'এই জল নিয়ে জিভে রাখ।' রাখলাম। আমরা অনেকেই রাখলাম, আমি, বিধান। জল মিষ্টি হয়ে গেছে। আমরা বোম্বাই থেকেই লঙ্কা নিয়ে গিয়েছিলাম। লঙ্কাগুলো কলকাতার লঙ্কার তুলনায় খুবই নরম-ঝালের। একটা লঙ্কা মেঠাইবাবার হাতে তুলে দিলাম। মেঠাইবাবা লঙ্কায় বারকয়েক হাতের আঙুল ঘষলেন। তারপর আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেন, 'দেখুন, মিষ্টি হয়ে গেছে।' লঙ্কা চেটে দেখলাম, কড়া মিষ্টি, লঙ্কায় কামড় বসাতেই বুঝলাম লঙ্কা যেমন ঝাল ছিল, তেমনই আছে।

কয়েকজনকে লঙ্কায় কামড় বসিয়ে পরীক্ষা করতে বললাম। প্রত্যেকেই সহমত হলেন—লঙ্কা ঝালই রয়েছে। এবার মেঠাইবাবা আর একটা লঙ্কা চেয়ে নিয়ে সেটা ভেঙে তার শাঁসের ওপর হাতের আঙুল ঘষলেন বার কয়েক। তারপর লঙ্কাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, 'এটা আগে মিষ্টি ও পরে ঝাল লাগবে।' আমি ও বিধান দুজনে লঙ্কাটি ছিঁড়ে স্বাদ পরীক্ষায় রত হলাম। ও হরি, এ যে সামান্যক্ষণ মিষ্টি লাগার পরে, জিভের জলের ধাক্কাতেই মিষ্টত্ব বিদায় নিয়ে আবার ঝাল হয়ে গেল। মেঠাইবাবার শরীরের বিভিন্ন অংশে জিভ ঠেকালাম। কিন্তু প্রতিটি প্রতিবেদনে যা পড়েছি, তেমনটি তো নয়! মিষ্টি শুধু দু'হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সারা শরীরই মিষ্টি থাকে বলে পত্রিকাগুলোয় পড়েছি, তাই তো? মেঠাই বাবা বললেন, 'হ্যাঁ'।

—তবে এখন কেন শুধু আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত মিষ্টি?

—সে আমি বলতে পারব না। মেঠাইবাবার জবাব।

একটা নিম সাবান নিয়ে গিয়েছিলাম। মেঠাইবাবার হাত ধোয়ার জন্যেই। সেটা বার করে বললাম, এটা দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। মেঠাইবাবা দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। হাতে নিম সাবান। আমি জল ঢেলে দিতে লাগলাম। মেঠাইবাবা দু'হাত কচলে সাবান মাখলেন হাতে। সাবানটা ছুড়ে ফেললেন মাটিতে। তারপর আমার ঢালা শেষ জলটুকুতে হাতের তালু দুটি ধুয়ে দু-হাতের তালুই টেনে নিয়ে গেলেন দুই কনুই অবধি। ভেজা হাতের তালুতে কনুইতে লাগিয়ে রাখা মিষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে আবার সাবানটা এগিয়ে দিয়ে হাতের তালুতে ঘষতে বললাম, মেঠাইবাবা আবার একইভাবে সাবান ঘষলেন। সাবান ছুড়লেন এবং জল দিয়ে হাতে ধোয়ার পর আবার দু'হাতের তালুই টেনে নিয়ে গেলেন প্রায় কনুই পর্যন্ত। ব্যাপারটা এমন সহজ সরল ও স্বাভাবিকভাবে ঘটাচ্ছিলেন যে, অন্য কারোরই একবারের জন্যেও মনে কোনও রকম সন্দেহের রেখা দেখা যাচ্ছিল না। আবারও সাবানে হাত ধুতে বললাম। এবং বললাম, আপনি হাত ধুয়ে কখনই হাতের তালু দুটো ওপরে তুলবেন না। আমার নির্দেশমতোই হাত ধুলেন এবার। এগিয়ে দিলাম একটা লঙ্কা। লঙ্কাটা ভেঙে ভিতরের শাঁসে বার দশেক ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষলেন। লঙ্কাটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এবার খেয়ে দেখ।' লঙ্কার শাঁস চাটলাম। মিষ্টি নেই। উপস্থিত আরও কয়েকজনকে লঙ্কার স্বাদ গ্রহণ করে মতামত দিতে বললাম। তাঁরাও মতামত জানালেন—মিষ্টি লাগছে না। তাঁদের মতামতের সঙ্গে নাম, ঠিকানা ও পেশা জেনে নিয়ে ক্যাসেটবন্দি করলাম। মেঠাইবাবার মা অবশ্য মত প্রকাশ করলেন, 'মিষ্টি আছে।' ওঁর মত জানার সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বিষয়ে কয়েকজনের মতামত গ্রহণ করি। তাঁরা আবারও জানালেন, 'একটুও মিষ্টি লাগছে না।' মেঠাইবাবার কাছে এগিয়ে দিলাম একটা স্টিলের ঘটি। মিষ্টি বাবা হাতে তালুতে বার বার ঘটি ঘষলেন কিন্তু মিষ্টি হল না। মেঠাইবাবাকে কেমন একটু অসহায় লাগছিল। মেঠাইবাবা বললেন, 'জল দাও, দেখ এক্ষুনি মিষ্টি করে দিচ্ছি। এক ঘটি জল দিলাম। মেঠাইবাবা ঘটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জলে আঙুল ডুবিয়ে কিছুক্ষণ কচলালেন। তারপর বললেন, 'এবার দেখ'। আমরা জনে জনে জল তুলে মুখে দিলাম। মিষ্টি নেই। মেঠাইবাবা দক্ষ জাদুকরের মতই অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে সামাল দিতে চাইলেন। বলেন, 'আমার মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে সকাল থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত। তাই এখন মিষ্টি হচ্ছে না।' মেঠাইবাবার মা সত্যভামা ছেলেকে এমনভাবে নাস্তানাবুদ হতে দেখে আমাদের ওপর রেগে আগুন হলেন। যথেষ্ট চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন 'সন্ধে ছ'টার পর আমার ছেলের মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। তোমরা গোলমাল পাকাতে এসেছ কেন?'

বললাম, 'তাহলে আপনার ছেলে এতক্ষণ জল থেকে লঙ্কা হাতের ছোঁয়ায় মিষ্টি করল কি করে?'

উত্তর দেওয়ার কিছুই ছিল না। সুতরাং আমার উদ্দেশে প্রবল বেগে প্রচুর গালি পাড়তে লাগলেন সত্যভামা।

সত্যানুসন্ধানে কৃতকার্য হতে গেলে সেন্টিমেন্টাল হলে চলে না। অতএব ওইসব গালাগাল আমার মস্তিষ্ককোষে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছিল না।

এইসব গোলমালের মধ্যে ভানুদাস হঠাৎই গর্জন করে আমার দিকে তেড়ে এলেন। বললেন, 'এই দেখ, আবার আমার মধ্যে মিষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে এসেচে।'

আমার ঘড়ির কাচে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষে দিয়ে বললেন, 'চেটে দেখো।'

দেখলাম। সত্যিই মিষ্টি হয়ে গেছে। বললাম, 'সত্যিই মিষ্টি হয়ে গেছে। তাতে এটাই কিন্তু প্রমাণ হলো তোমরা মিথ্যে কথা বলো, এবং তা একটু বেশি মাত্রাতেই। সন্ধে ছ'টার পর তোমার মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না বলে জানালে। তবে এত রাতে তুমি মিষ্টি করলে কি করে?'

গোড়বাবা মস্তানের মত তেরিয়া গলায় বললেন, 'তোমার ফালতু কথার জবাব দিতে চাই না। তোমার সন্দেহের জবাবে আবার প্রমাণ করলাম আমার মিষ্টি করার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তোমার বিজ্ঞান কোনওভাবেই আমার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে পারবে না।'

তারপরই নাটকীয়ভাবে আমাদের আশেপাশের শ্রোতা ও দর্শকদের কলম, ঘড়ি, চশমা হাতের পরশে মিষ্টি করতে শুরু করল। জনতা গোড়বাবার ক্ষমতায় হতচকিত। একটু আগে আমার হাজির করা যুক্তি ম্যাজিক-আবেগের চোরাবালুতে ডুবতে শুরু করেছে। আর সময় দিলে গোটা ব্যাপারটাই নাগালের বাইরে চলে যাবে। পকেট থেকে বের করলাম অ্যাবসিলিউট আলকহলের শিশি। অ্যালকহলে ওর আঙুলগুলো ভাল করে ধুইয়ে দিলাম। সঙ্গে ধুয়ে গেল ওঁর আঙুলে লেগে থাকা মিষ্টি করার রাসায়নিক পদার্থ। তুলোয় অ্যালকহল ঢেলে সেই তুলো দিয়ে ঘসে ঘসে মুছলাম ওর আঙুলগুলো। এবার উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বললাম, 'আপনারা একে একে আসুন। ওর আঙুলে জিব ঠেকিয়ে দেখুন, মিষ্টি লাগছে কি না?'

আমি মিঠেবাবার ডান হাতের কব্জিটা ধরে আছি। বিভিন্ন মানুষ এগিয়ে এসে আঙুলে জিব ঠেকিয়ে জানিয়ে যাচ্ছেন, মিষ্টি নেই। আমি তাঁদের মতামত নাম ঠিকানাসহ জানতে চাইছি। আমাদের কথোপকথন ক্যাসেট বন্দি করে রাখছিলেন বিধান। মেঠাইবাবার মধ্যে আবার আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখতে পেলাম।

'এমন ধরনের হঠাৎ হঠাৎ হাত মিষ্টি হচ্ছে আবার হচ্ছে না কেন বলুন তো?'

'তার আমি কি জানি।' আমার প্রশ্নের উত্তরে মিঠেবাবার তেড়িয়া জবাব।

'আগে কোনও সাংবাদিকদের সামনে আপনার শরীর এমন অদ্ভুত ব্যবহার করেছে।'

'না।'

'আজই প্রথম করল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

'সবটাই কেমন রহস্য, তাই না! শরীরের কিছুটা অংশ মিষ্টি তাও আবার মাঝে মাঝে থাকছে না কেন বলুন না ভাই?'

খেপে উঠলেন মেঠাইবাবা, 'আমি জানি না। অনেক ডাক্তার দেখেছে, তারাও কারণ বের করতে পারছে না।'

'কোন কারণটা বের করতে পারছেন না? আপনার শরীর কেন মিষ্টি? নাকি, আপনার গোটা শরীরের মধ্যে দুই কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত শুধু মিষ্টি কেন? নাকি, হাত ঠিক-ঠিক ধুয়ে-মুছে দিলে মিষ্টি কেন পালিয়ে যায়?'

আমার কথায় মজা পাচ্ছেন জনা পনেরো মানুষ, যারা মিঠেবাবার পরিবারের কেউ নয়। ওরা হাসছে, টিপ্পনি কাটছে। ভিড়ের মধ্যে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গোড়বাবার ভাণ্ডা ফোড়।' আমার ওপরই খেপে উঠলেন মেঠাইবাবা, 'সমস্ত পত্রকাররা আমার চমৎকারকে সম্মান জানিয়েছেন। শুধুমাত্র তুমি আমাকে অসম্মান করলে। এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।'

মেঠাইবাবার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে বিধান কথা ঘোরালেন।

—কবে থেকে আপনি জানতে পারলেন, আপনার ছোঁয়া পেলেই সব মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে?

—'৮১ সালের ঘটনা। দিনের বেলায় শুয়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে যেখানেই হাত দিতে শুরু করলাম, মিষ্টি লাগতে লাগল। জল খাচ্ছি, সবই মিষ্টি লাগছে, রুটি খাচ্ছি, তাও মিষ্টি।

—সেদিন দুপুর বেলায় যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন কোনও স্বপ্ন দেখেছিলেন কী? জিজ্ঞেস করলাম।

—না স্বপ্ন কিছু দেখিনি।

—আপনার হাতই শুধু মিষ্টি?

—না, না, আমার সারা শরীরই মিষ্টি। অনেকেই পরীক্ষা করে দেখেছে।

—গোড়বাবা (গুড়বাবা) নামটা কে দিল?

—পেপারওয়ালারা।

মেঠাইবাবার মা তখনও গজগজ করছিলেন, 'তোমরা ঝামেলা পাকাতে এসেছ। মনে রেখ, ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী। ওকে মারবে এমন শক্তি কারও নেই। ওর ক্ষতির চেষ্টা করলে..।' কথা শেষ করতে পারলেন না। ক্ষেত ভেঙে দু'টো বিশাল মোটরবাহক গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। সত্যভামা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওর ডাক্তার আসছে। ছবি তুলতে যেতেই তীব্রভাবে বাধা দিলেন দু'জনেই। মোটরবাহক আরোহী দু'জনই বয়সে তরুণ। বয়স বছর পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে। প্রথমেই যিনি আমার মুখোমুখি হলেন, তাঁর উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চির মত। তিনি কিছু প্রশ্ন করার আগেই টেপ রেকর্ডারটা তাঁর মুখের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার নাম?'

—ডাক্তার আটোডে কে. বি। বারামতিতে এগার বছর ধরে প্র্যাকটিস করছি অ্যালোপ্যাথি ও আয়ুর্বেদ।

—মেঠাইবাবা কি আপনার অধীনে চিকিৎসাধীন আছেন?

—এগার বছর ধরেই ভানুদাসজি আমার চিকিৎসায় আছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই সমতায় আনতে পারছি না। আমার দৃঢ় ধারণা এটা 'মিরাকেল'।

—এমনটা কেন মনে হল আপনার?

—আমরা এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। যার জন্যেই মনে হচ্ছে এটা একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

স্পিরিচুয়াল ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

—আপনার ক্লিনিকের ঠিকানা?

—ডাক্তার আটোডে কে. বি. করলা ক্লিনিক, ইন্দাপুর চক, বারামতি। জেলা-পুণে। পিন্-৪১৩ ১০২।

এবার অন্য মোটরবাহক-আরোহীর কাছে এগিয়ে দিলাম টেপরেকর্ডার। আপনার নাম?

—ডাক্তার সোনে জাক্তা।

—মেঠাইবাবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনর কী ধারণা?

—যা ডাক্তার আটোডে বললেন, তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ সহমত।

—আপনার নগর, পোস্ট-বারামতি, জেলা-পুণে।

—আপনি কি আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছেন?

—হ্যাঁ। আমি ও ডাক্তার আটোডে দু'জনেই আয়ুর্বেদ কলেজ থেকে বি এম এস পাস করেছি।

—আপনি তো তবে গাছ-গাছড়ার নানা চরিত্র, নানা গুণ এবং অদ্ভুত সব ফলাফল সম্পর্কে ভালমতই ওয়াকিবহাল। আপনার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি কোনও গাছ-গাছড়ার সাহায্যে ভানুদাস মেঠাইবাবা সেজে বসতে পারেন?

—দশ বছর ধরে আমি ডাক্তার আটোডের সঙ্গে ওকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে আসছি। আমার একবারের জন্যেও তা মনে হয়নি। আমিও এর পেছনে বিজ্ঞানসম্মত কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। আমার মনে হয় ও একজন সিদ্ধপুরুষ। মনে রাখবেন, অনেক রোগীও কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে মেঠাইবাবার কাছে এলে মেঠাইবাবার হাতের ছোঁয়ায় রোগমুক্তও হন।

মেঠাইবাবা লঙ্কা ভেঙে শেষবারের মত লড়াই জেতার জন্য লঙ্কায় অনেকক্ষণ হাত ঘষলেন। লঙ্কাটা আমার হাতে দিতে সেটা আটোডের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন লঙ্কা মিষ্টি লাগছে কি?'

—'না মিষ্টি লাগছে না।' ডাক্তার আটোডের এই উত্তর শুনে তাঁর কাছে অভিযোগ করার মত করে মেঠাইবাবা বললেন, 'ওরা কি দিয়ে আমার হাত ধুইয়ে দিল। তার পরই আর কিছু মিষ্টি করতে পারছি না।' মেঠাইবাবার কথা শুনে ডাক্তার আটোডে প্রচণ্ডরকম ঘাবড়ে গেলেন। অনেক আম্‌তা করে বললেন, 'এর আগে আমরা এবং অনেক সাংবাদিকরাই বারবার ওর হাত সাবান দিয়ে ধুইয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওর শরীরের মিষ্টি কিছু মাখানো থাকলে ধরা পড়তই। কিন্তু এখন কেন এমনটা হচ্ছে? ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এগারো বছরে এই প্রথম দেখলাম ওর শরীরের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব চলে গেছে। ঠিক এই অবস্থায় ওর শারীরিক অবস্থার একটা 'থরো চেক্-আপ'-এর প্রয়োজন ছিল।' ডাক্তার আটোডে এবার মেঠাইবাবাকে বললেন, 'আপনি একবার ঘরে চলুন। এই অবস্থায় আপনার হার্ট নর্মাল বিহেভ করছে কি না একবার দেখা খুবই জরুরি।'

দু'মিনিটের মধ্যেই মেঠাইবাবা ও ডাক্তার আটোডে বেরিয়ে এলেন। আমি ডাক্তার আটোডেকে বললাম, 'মেঠাইবাবার নাড়ি-নক্ষত্র তো আপনার জানা। আপনি কি এমন কখনও দেখেছেন দিনবা রাতের কোনও বিশেষ সময়ে ওঁর শরীর মিষ্টত্ব হারায়?'

—না, তেমন কখনও ঘটেনি।

—কিন্তু আজই তেমনটা ঘটেছে। সাক্ষী এখানে হাজির সকলেই। ও হাতের ছোঁয়ায় এখন কোনও কিছুই মিষ্টি করতে পারছেন না। এমনটা না পারার কারণ হিসেব ভানুদাস বললেন—সন্ধের পর নাকি ওঁর মিষ্টি করার ক্ষমতা থাকে না। আর আপনি বলছেন রাতেও মিষ্টি করার ক্ষমতা ওঁর আছে। আপনার এই সুচিন্তিত মতামত নিশ্চয়ই ভানুদাসের ওপর দীর্ঘ পরীক্ষার পরই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দিয়েছেন। আজ ভানুদাস আমাদের কাছে পরীক্ষায় কেন বারবার ফেল করছেন?

—এই তো প্রথম ফেল করল। কেন ফেল করল, পরীক্ষা না করে জানাই কি করে?

—আপনি ওঁর শরীর পরীক্ষা করে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করলেন?

—হার্ট-বিট একটু বেশি হচ্ছে। সম্ভবত আপনাদের উল্টোপাল্টা প্রশ্নে নার্ভাস হয়ে এমনটা হয়েছে।

মেঠাইবাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে দেখ, দেখ আমার আঙুলে জিভ ঠেকিয়ে দেখ, দারুণ মিষ্টি হয়ে গেছে।'

ডাক্তার আটোডে মেঠাইবাবার আঙুলে জিভ ঠেকিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখুন চেটে।' দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে ধীর, গম্ভীব, শীতল গলায় বললাম, এখন যে মিষ্টি হবে এ আমি জানি। একটু আগেই মেঠাইবাবা বলেছেন—সন্ধে ছ'টার পর নাকি ওঁর শরীর মিষ্টি থাকে না। তাহলে এখন আবার মিষ্টি হচ্ছে কেন?' ডাক্তর আটোডে আমার কথায় প্রচণ্ড রকম খেপে গিয়ে বললেন, 'আপনাদের কোনও কথার উত্তর দেওয়ার আগে জানতে চাই আপনি কে?' আমার একটা ভিজিটিং কার্ড ওঁর হাতে দিলাম। বার কয়েক মনোযোগ দিয়ে কার্ডে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ও আপনিই র‍্যাশনলিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রবীর ঘোষ? কিন্তু আমি যে শুনলাম সাংবাদিকরা এসেছেন ইন্টারভিউ নিতে! আপনি প্লিজ টেপটা বন্ধ করুন।' আমাদের অবস্থাটা তখন সপ্তরথী ঘেরা অভিমন্যুর মতই। উপস্থিত কারও হাবভাবই তেমন সুবিধের ঠেকছে না। আটোডের 'প্লিজ' কথাটাও বেরিয়ে এসেছে তীব্র ধমক হয়ে। টেপ বন্ধ করলাম। 'আপনি পরিচয় গোপন করেছেন কেন?' আটোডে 'চার্জ' করলেন। আমি বললাম, পরিচয় তো গোপন করিনি। কলকাতার 'আজকাল' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবেই এসেছি। এরপর আরও এমন অনেক কথাই তিনি বলেছেন যা ক্যাসেটবন্দি নেই বলে এখানে হাজির করলাম না। তবে এটুকু বলতেই পারি, কথাগুলোর মধ্যে ছিল প্রচ্ছন্ন হুমকি, ভীতি প্রদর্শনের সুর। এর পরই আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তীব্র মিষ্টি সৃষ্টি করার মত গাছের খবর আমার জানা আছে কি না। এবার টেপরেকর্ডার চালু করেই বলেছিলাম, 'গত সপ্তাহেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে গিয়েছিলাম হদিস করতে। ভারতের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ অসীমা চ্যাটার্জি বেশ কয়েক ঘণ্টা ব্যয় করে এই বিষয়ে বহু তথ্য হাজির করেছিলেন। ডালসিটল (Dulcitol) স্টেভিওসাই (Stevioside) এর মত অনেক 'প্ল্যান্ট প্রোডাক্ট'-এর খবর পেয়েছি মার্ক ইনডেক্স-এর টেন্‌থ এডিশন থেকে। এ-সবেরই মিষ্টত্ব চিনির থেকে ৩০০ গুণ বেশি। এই গাছের সাক্ষাৎ কলকাতায় কোথায় পাওয়া যাবে, তার হদিসও উনিই দিয়েছিলেন।'

'আপনি যে সব গাছের কথা বলেন, সেসব গাছের কথা ওঁর মত আনপড় জানবে কী করে?' ডাক্তার আটোডে প্রতিপ্রশ্ন ছুড়লেন। 'কী করে জানবে, সেটা কোনও প্রশ্নই এখানে হতে পারে না। এ-ধরনের বহু গাছের বাস্তব অস্তিত্ব যখন আছে, আমাদের দেশেই আছে এবং তার খোঁজ অনেক রসায়ন বিজ্ঞানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের অজানা নয়, তখন এই গাছে খোঁজ পাওয়ার সম্ভাবনা মেঠাইবাবার ক্ষেত্রে থেকেই যাচ্ছে। হয় কেউ জানিয়েছে, অথবা হঠাৎই জেনে ফেলেছেন।'

ডাক্তার আটোডে বললেন, 'কিন্তু ওঁর ক্ষেত্রে এর কোনওটাই হয়নি।' বললাম, 'আপনি আগেই জানিয়েছেন ভানুদাসের এমন অদ্ভুত ক্ষমতার রহস্য জানতে, সত্য জানতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘ বছর ধরে। সত্য জানতে গেলে খোলা মনের হতে হয়। আগের থেকেই যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছেই থাকেন, তবে সত্য কোনওদিনই ধরা দেবে না। ওর শরীর স্বয়ং মিষ্টির
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আধার নয়। ও শরীরে তীব্র মিষ্টি মেখে রাখে বলেই সেই তীব্র মিষ্টির সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন বস্তু মিষ্টি হয়ে যায়। আর তাই মিষ্টির শত্রু তেতো সাবান দিয়ে হাত ধোয়ালেই মিষ্টি করার ক্ষমতা বিদায় নিচ্ছে। শরীরে তাও যেটুকু মিষ্টি থাকে, তাও দূর করা যায় অ্যাবসলিউট অ্যালকহল, স্পিরিট জাতীয় কোনও কিছু দিয়ে ভাল মত ঘষে। এখন ও যে আবার মিষ্টি করার ক্ষমতা ফিরে পেল, এই ক্ষমতা এক্ষুনি বন্ধ করে দিতে পারি ওই একই পদ্ধতিতে। বাস্তবিকই আপনাদের সত্য জানার আগ্রহ থাকলে আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।'

ডাক্তার আটোডে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'এখন যদি ও জল মিষ্টি করে দেয়, কি বলবেন?' বললাম, 'ঠিক মত হাত ধুইয়ে দিলেই ও কোনও ভাবেই মিষ্টি করতে পারবে না। ঠিক আছে আপনি জল আনুন, মার্গো সোপ ও অ্যালকহল দিয়ে আমি ওর হাত সাফ্ করে দিচ্ছি। এরপর আপনারা প্রত্যেকেই দেখুন কী হয়?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার ও-সব পরীক্ষা দেখতে চাই না। টেপ্টা বন্ধ করুন।' বললেন ডাক্তার আটোডে। টেপ বন্ধ হল। জল এল ঘটিতে। মেঠাইবাবা জলে হাত ডোবালেন। তারপর নিজের মুখে কিছুটা জল ঢেলে মেঠাইবাবা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখন মিষ্টি হয়ে গেছে।' বললাম, 'দেখার কিছু প্রয়োজন নেই। আমি জানি কী করে এটা হচ্ছে।' দুই ডাক্তার, মেঠাইবাবা ও কয়েকজন দাবি জানালেন, 'আপনাদের জল খেলেই হবে এবং জানাতে হবে মিষ্টি লাগছে কী না। যতক্ষণ না জানাচ্ছেন, আপনাদের ছাড়াই হবে না।'

বললাম, 'খুব ভুল করছেন। আমাদের আজ এখানে আসার খবর পত্রিকা ও আপনাদের বারামতি থানার জানা আছে।' আমরা রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে বারামতি থানায় হাজির না হলে ওঁরাই এখানে এসে হাজির হবেন, এমনটাই কথা আছে। এখন সাড়ে দশটা বাজে। আজকের মত বরং বিদায় নিই। কাল দশ-এগারটা নাগাদ আমরা আসব, আবার পরীক্ষা নেব।'

ডাক্তার আটোডে আমাদের অটোরিকশর ড্রাইভার বালুকে বললেন, 'তুমি ওঁদের হোটেলে ঢুকিয়ে আমাকে খবর দিও, কোন হোটেলে আছেন। সকালে আমরাই ওঁদের হোটেল থেকে তুলে নেব।' এবার অটোয় ফিরে চললাম। আমাদের সঙ্গী হলেন শরদ গাইকোয়ড়।

শরদ শঙ্কা প্রকাশ করলেন, ওঁদের ওপর হামলা হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা হামলা করবে?' শরদ হঠাৎই মুখ বন্ধ করলেন।

ভোর হওয়ার আগেই আমরা থানায় হাজির হয়েছি। ওরা হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার আগেই থানায় গিয়ে সাহায্য চেয়েছি। বলেছি, 'আপনাদের সামনেই প্রমাণ করে দেব ভানুদাস স্রেফ একজন প্রতারক। তাকে প্রতারণায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছে ডাক্তার আটোডে ও ডাক্তার সোনি জাক্তা। কাল ওরা আমাদের জোর খাটিয়ে ভানুদাসকে অলৌকিক ক্ষমতাধর বলে সার্টিফাই করাতে চাইছিলেন। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন একটি প্রতারণা ধরতে। আপনাদের সাহায্য ছাড়া বুজরুকি ধরতে গেলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। কাল রাতেই একবার বুজরুকি ধরেছি। এখন ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে আপনাদের সামনে ওদের প্রতারণা হাতে-নাতে প্রমাণ করতে চাই।'

ডিউটি অফিসার হাই তুলতে তুলতে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিয়ে বললেন, 'ভানুদাসজি আমাদের বারামতির গর্ব। ওর বিরুদ্ধে কিছু করা মানে পাবলিক সেন্টিমেন্টে আঘাত করা। তাছাড়া ভানুদাসজির পেছনে বড় রাজনীতিকদের সাপোর্ট আছে। আপনারা পত্রকার বাঙাল মুল্লুক থেকে এসেছেন, আপনাদের ভালোর জন্যেই বলছি, ভোরের বাস ধরে পুণে চলে যান।'

যুক্তির মুখে হেরে যাওয়ার মুহূর্তে প্রতিটি অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকেই দেখেছি গায়ের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জোর ও ভীতিপ্রদর্শনের পথ বেছে নিতে। এদের সঙ্গে পুলিশ ও রাজনৈতিক আঁতাত এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। ফর্মুলাটা প্রায় একই রকম সব সময়ে।

১২ জুলাই ১৯৯২ আজকাল পত্রিকার 'রবিবাসর' পাতায় দু-পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হল 'মেঠাইবাবার রহস্যভেদ'।

১৯৯৬-এর গোড়ায় গোড়বাবা আবার সংবাদপত্রের শিরোনামে এলেন। মহারাষ্ট্রের 'অন্ধ বিশ্বাস নির্মূলন সমিতি' নাকি পাঁচ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করে চ্যালেঞ্জ হেরেছে। খবরটা কলকাতার 'Asian Age'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গে ছিল গোড়বাবা ভানুদাসের ছবি।

ফোন পেলাম দুই সাংবাদিক অদিতি রায়ঘটক ও অভিজিৎ দাশগুপ্তের। তাঁরা জানতে চাইলেন, গোড়বাবার চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি আকি কি না। থাকলে লিখে জানাতে। লিখেই-দু-জনকে জানালাম, বাড়তি জানালাম Asian Age-এর নিউজ এডিটর দিব্যজ্যেতি বসু'কে। জানালাম বোম্বাই বা দিল্লিতে 'প্রেস কনফারেন্স' ডেকে সাংবাদিকদের সামনে গোড়বাবার মুখোমুখি হতে চাই। হারলে দেব দেড় লক্ষ টাকা। প্রেস কনফারেন্স এবং দুই সঙ্গীসহ গোড়বাবার যাতায়াত ও হোটেল খরচ বহন করব। গোড়বাবা হারলে তাঁকে শুধু প্রেস কনফারেন্স এবং তাঁদের যাতায়াত ও থাকা খাওয়াবাবদ খরচগুলো 'অন স্পট' ফেরত দিতে হবে। এখন গোড়বাবা আমার মুখোমুখি হতে চাইলেই হয়।

গোড়বাবা আমার মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে চাননি। আর একবার সাংবাদিকদের সামনে পরাজিত হওয়ার মতো বোকা নন বলেই মুখোমুখি হননি। তবে ওঁর জন্য পূর্ব শর্ত খোলা রাখলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : পাঁচ

হাড় ভাঙার দৈব-চিকিৎসা

নদীয়া জেলার খাজুরি গ্রাম ভাঙা হাড় জুড়ে দেওয়ার দৈব চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণনগর থেকে বাসে ৩৫ মিনিটের পথ। বাসস্টপ ঘাটেশ্বর। এখানে নেমে হাঁটা পথে মিনিট দশেক এগুলেই খাজুরি। প্রতি মঙ্গল-শুক্কুরেই কাক-ভোর থেকে হাড়-ভাঙা রোগীরা এসে ভিড় জমান। দূরের রোগীরা আগের দিন রাত্রিবাসও করেন। অলৌকিক চিকিৎসকদের বারান্দায়।

আজকাল পত্রিকার হয়ে খাজুরি যাই ১৯৯৪-এ। তখন খাজুরি গ্রামে ৬ জন ভাঙা হাড় জুড়ে দেওয়ার অলৌকিক চিকিৎসক বা দৈব চিকিৎসকের বাস। এঁরা হলেন খয়ব্বর হালসনা, কাসেৎ মণ্ডল, শেখ এস্তার, আকবর শেখ, জান আলি শেখ ও দিদার শেখ। খয়ব্বর ছাড়া বাকি পাঁচ জনের দাবি, এঁরা মন্ত্র পেয়েছেন আল্লার কাছ থেকে। খয়ব্বর মন্ত্র পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে।

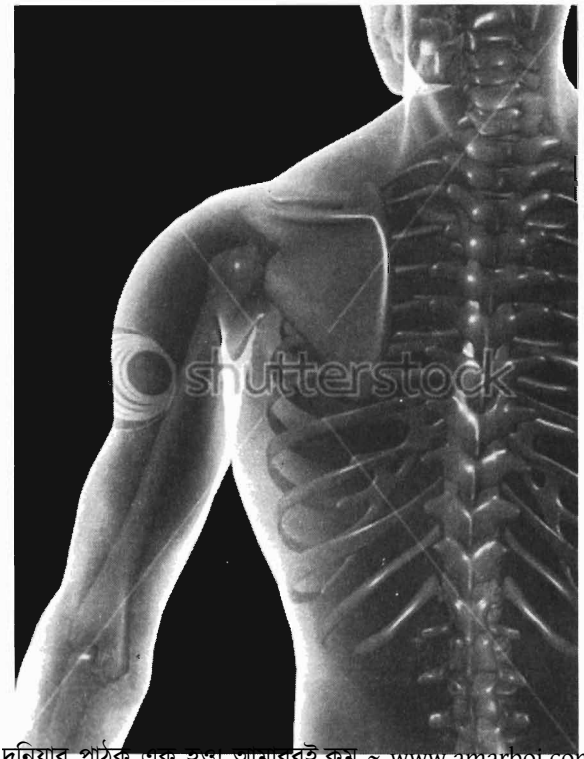

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাবা মন্ত্র পেয়েছিলেন ঠাকুরদার কাছ থেকে। আল্লা স্বপ্নে মন্ত্র দিয়েছিলেন ঠাকুরদাকে। খয়বরের ঠাকুরদাই এই গ্রামের হাড় জোড়ার দৈব চিকিৎসক।

খয়বর গ্রামের সবচেয়ে নামী ও দামী চিকিৎসক। বয়স পঞ্চান্ন। নিরক্ষর। স্বাস্থ্যবান, চালাক-চতুর। হাড় জোড়ার কাজ করে নিজের জমানায় দোতলা বাড়ি, চাষের জমি, পুকুর, মাছ চাষ, মটোর সাইকেল—সবই করেছেন। পাঁচ মেয়ের ধূমধাম করে বিয়ে দিয়েছেন। দুই ছেলের একজন জমি-জমা দেখাশুনা করেন। অন্যজন দৈব চিকিৎসায় বাবাকে সাহায্য করেন। রোগী দেখার সময় সকাল ছ'টা থেকে নটা তিরিশ। ফি ৬০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। হাড় ভাঙার রকম ফের অনুসারে। খয়বর অবশ্য গ্রামের আর পাঁচ দৈব চিকিৎসককে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আল্লার কাছ থেকে মন্তর পাওয়া অতই সোজা নাকি? আসলে আল্লার দয়ায় আমাদের পরিবারের রমরমা দেখে রোজগারের ধান্ধায় ওরা সব গপ্পো ফেঁদেছে। ওদের নিয়ে আমি আর বেশি মুখ খুলতে চাই না।'

খয়বরের মতামত শুনে আর পাঁচজন দৈব-চিকিৎসক ক্ষোভে ফেটে পড়েছে, 'আল্লা ওর ঠাকুরদা আর ওর কেনা গেলাম নাকি? আল্লা ওর ঠাকুরদাকে দৈব ওষুধ বাতলাতে পারলে আমাদের বাতলাতে অসুবিধে কোথায়? এরকম মনভরা হিংসে নিয়ে কখনও আল্লার কৃপা পাওয়া যায়? ফল তো ফলছে হাতে হাতে। ও কত হাড় ভাঙা রোগীর বারোটা বাজিয়েছে জানেন? ভীষণ লোভী। গরিব রোগীদেরও জোঁকের মতো শুষতে ওর বিবেকে বাধে না।'

অন্য পাঁচ দৈব চিকিৎসক অবশ্য খয়বরের তুলনায় খুবই সস্তায় চিকিৎসা করে। এঁদের ফি ৬০ টাকা থেকে ১৫০ টাকার মধ্যে। সবচেয়ে কম নেন আকবর শেখ। ২১ টাকা থেকে ৯০ টাকা। তবে সকলেরই রোগী দেখার দিন মঙ্গল-শুক্কুর। রোগী দেখার সময় সকাল। অন্যান্য দিন বাড়িতে বা চেম্বারে রোগী দেখেন না বটে, তবে 'কল' পেলে রোগী দেখতে যান।

কী ভাবে হাড় জোড়া লাগে? এ-বিষয়ে খয়বর থেকে আকবর সকলেরই এক সুর, 'আল্লা জোড়েন, আল্লাই জানেন। আমি কে? আল্লা করাচ্ছেন, আমি করছি।'

দৈব চিকিৎসা পদ্ধতিটি বিচিত্র। রোগীকে আনতে হয় ২০০ গ্রাম চাল বা ২০০ গ্রাম চালের ভাত, দশ হাত লম্বা শাড়ির পাড় ও এক শিশি তিসির তেল। যাঁরা দূরের যাত্রী, তাঁরা চাল আনেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই ভাত ফুটিয়ে নেন। অলৌকিক চিকিৎসক বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রয়োজনে আন্দাজমতো হাড় সেট করে ভাঙা জায়গাটা লতা দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে দেন। নির্দিষ্ট কোনও লতা এঁরা ব্যবহার করেন না। খেতের আশে-পাশে ঝাড়ে-জঙ্গলে গজিয়ে ওঠা যে কোনও লতাই ডাল পাতা বাদ দিয়ে কাজে লাগান। লতার বাঁধনের উপর ভাত চট্‌কে তৈরি মণ্ড চাপানো হয়। তারপর শাড়ির পাড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়। বাঁধা শেষ হতে তিনবার ফুঁ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময়টা জানিয়ে দেওয়া হয় রোগী বা তার সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে ঘড়ি ধরে ২৪ ঘণ্টা পরে ওই সময়ই ব্যান্ডেজ খোলা শুরু করতে হবে। ২৪ ঘণ্টাতেই হাড় জুড়ে যায়—দাবি ছয় অলৌকিক চিকিৎসকেরই। তিসির তেলও মন্ত্র পড়ে দেন। পেঁয়াজের রস, থানকুনি পাতার রস ও নুন মন্ত্র-পড়া তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তিন বেলা মালিশ চালাতে হবে ১ মাস থেকে ৩ মাস পর্যন্ত। জোড়ালাগা ভাঙা অঙ্গ আগের মতই সুস্থ সবল হয়ে উঠবে।

যে-দিন গিয়েছিলাম সেদিন ছিল নদীয়া বন্‌ধ। রোগীর ভিড় তাই তেমন জমেনি। তাও খয়বরের বাড়ির বারান্দায় কাল রাত কাটিয়েছেন জনা কুড়ি নারী-পুরুষ। সকালে হেঁটে ও সাইকেলে আরও জনা কুড়ি লোক এসেছেন। চাকদার গোরাচাঁদতলার বাসিন্দা যশোদাবালা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চাকদার ছাতিমতলার মীরা মণ্ডল, পাথুরিয়া গ্রামের রামজন শেখ, তারকনগর গ্রামের চিন্তামণি ভৌমিক, বানপুরের বিজন সরকার—এঁদের প্রত্যেকের কথাতেই বেরিয়ে এলো অলৌকিক চিকিৎসার প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস—হাড় জুড়বেই। হাড় না হয় জুড়বে; কিন্তু তা ভাঙা হাড়, না জোড়া হাড়? সেখানেই একটা বিরাট প্রশ্ন। কারণ এঁদের প্রায় কেউই এক্স-রে করেননি। অতএব নিশ্চিত নন—মচকেছে, কি ভেঙেছে। মচকালে, এমনকি হাড়ে, সামান্য চিড় ধরলে আধুনিক চিকিৎকরা ক্রেপ-ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখতে উপদেশ দেন দিন কয়েকের জন্য। তাতেই কাজ হয়। দৈব চিকিৎসকের চিকিৎসায় ওইটুকু কাজই হতে পারে মাত্র। পাথরদহের আসান আলি মণ্ডল ১০ বছরের ছেলে সাকিবলকে নিয়ে এসেছেন। তিনিই শুধু এক্স-রে করিয়েছেন। এক্স-রে ছবি দেখার প্রয়োজন হয় না, সাকিবুলের হাত ভেঙেছে। প্লাস্টার করলে দু-তিন মাসের ধাক্কা। ২৪ ঘণ্টাতেই ভাঙা হাড় জোড়ার হদিস জানার পর কে যাবে ফালতু ডাক্তারদের কাছে? তা এখানে হয় তো খরচটা একটু বেশি পড়লো। বারো'শ দিতে হচ্ছে।

মহেন্দ্র সাহা, ক্ষয়া চেহারার তিরিশের যুবক। থাকেন কৃষ্ণনগরে। ওঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করলাম। হাত ভেঙেছিল। গত ১০ ফেব্রুয়ারি এক্স-রে করান। হাড় ভেঙেছিল। ১০ ফেব্রুয়ারি খয়ব্বরের কাছে হাত বাঁধান। ব্যথা ও ফোলা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। ৫ মার্চ আবার এক্স-রে করান। দেখা যায় আল্লার কাছ থেকে পাওয়া দৈব ওষুধ কোনও কাজেই আসেনি। বরং অ-কাজ করেছে। কৃষ্ণনগর হাসপাতালে গিয়ে ৯ মার্চ হাতে প্লাস্টার করিয়ে আসেন। হাড় সেট করেন ডাঃ অরুণজিৎ দত্তরায়। পরে প্রয়োজনে অপারেশন করতে হবে। এ-সবই দৈব চিকিৎসকের ক্যারিশমার ফল। কোনও চিকিৎসকের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীনতার বিরুদ্ধে ক্রেতাসুরক্ষা আইনের সাহায্য নেওয়া যেত। এই অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধেও আইনি সাহায্য নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে মুশকিল একটাই, এই আইনটা [The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954] কৃষ্ণনগর থানার যেমন জানা নেই, তেমনই জানা নেই কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের তা-বড় কর্তাদের। আর একটা মুশকিল আমাদের দেশের নিপীড়িত, শোষিত, প্রতারিত মানুষদের মানসিকতা নিয়ে। এরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার চেয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে সহাবস্থানকে বেশি কাম্য মনে করে।

এখানকার দৈব চিকিৎসক ও মহেন্দ্র সাহার খবর দিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির কৃষ্ণনগর শাখার ঔঙ্কার রায়। ঔঙ্কার ও আমি মহেন্দ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি খয়ব্বরের বিরুদ্ধে ও আইনি ব্যবস্থা নিতে চাইলে আমরা সমিতিগত ও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের চেষ্টা করব। উত্তরে মহেন্দ্র জানিয়েছেন, 'কপালে ভোগ ছিল হয়েছে। এ-জন্য খয়ব্বরের উপর আমি রাগ পুষে রাখিনি। আমরা কিছু না করলেও শাস্তি ওর হবে। আল্লাই ওর বিচার করবেন।'

কাসেৎ মণ্ডলের কাছে চিকিৎসা করতে গিয়ে ভাঙা হাত ভাঙাই থেকে গেছে বেথুয়াডহরির বিল্বগ্রামের ক্লাশ টু'র ছাত্র দেবব্রত সরকারের। এর জন্য দেবব্রতর বাবা কাসেৎকে দোষ না দিয়ে দিলেন ভাগ্যের। কাসেৎ-এর বিচারের ভার সঁপে দিলেন ভগবানের হাতে। রোগীদের ভাগ্য ও ঈশ্বর-আল্লার প্রতি বিশ্বাসই এইসব বে-আইনি চিকিৎসক বা প্রতারকদের ব্যবসা রমরমা করতে সাহায্য করে।

হুগলী জেলার গুড়াপ স্টেশন। গুড়াপ পড়বে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে। সেখান থেকে বাস বা ট্রেকারে উঠে বসুন 'লতা বাঁধা' স্টপেজে নামবেন। মিনিট পাঁচেকের পথ।

লতা বেঁধে ভাঙা হাড় সারানোর দৈব চিকিৎসার সুবাদে স্টপেজটি 'লতা বাঁধা' নামেই পরিচিত দীর্ঘ বছর ধরে। প্রত্যেক দিনই রোগী দেখা যায়। রোগীর গড় ভিড় দৈনিক ৩৫০ থেকে ৪০০।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
রোগী আসেন কলকাতা থেকে বাংলাদেশ, সব জায়গা থেকেই। এখানে দৈব চিকিৎসক চার জন। প্রত্যেকেই হিন্দু।

দক্ষিণবঙ্গে হাড় জোড়া দেওয়ার দৈব চিকিৎসক আছেন একাধিক। ভাল ভিড় হয়। এখানেও সেই লতা বেঁধে মন্ত্র পড়ে হাড় জোড়া দেওয়া হয়। হাড় ভাঙার দৈব চিকিৎসকের রমরমা শহর বাঁকুড়াতেও।

প্রত্যেক অঞ্চলের হাড় জোড়া দেওয়া দৈব চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে দারুণ রকমের মিল রয়েছে। এক : এরা প্রত্যেকেই স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত বা ওদের ছত্রছায়ায় পালিত। দুই : স্থানীয় থানার সঙ্গে দহরমমহরম যথেষ্ট। তিন : প্রতিবেশীদের ধারণা মোটেই ভালো নয়। চার : এইসব দৈব চিকিৎসকদের উপর পশার নির্ভর করা রিকশা, ভ্যান-রিকশা, চায়ের দোকান, খাবারের দোকানের কারবারিরা এইসব বে-আইনি ব্যবসার সমর্থক। নিরীহ প্রতিবেশীরা রাজনীতিক, পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত সমর্থনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে ভয় করেন। অথচ এই নিরীহ প্রতিবেশীরাই আমাদের দেশের আমজনতা। এরাই গরিষ্ঠ ভোটদাতা। এদের দ্বারা নির্বাচিত এদের জন্যে নাকি সরকার। এরা জানেই না—এই কল্যাণমূলক 'ভারত' নামক রাষ্ট্রটির দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের চিকিৎসার সুযোগ করে দেওয়া। পড়ে গিয়ে হাড় ভাঙা কিছু জটিল ব্যাধি নয়—তার জন্য এক্সরে ও প্লাস্টার করার ব্যবস্থা নেই গ্রামে-গঞ্জে। অথচ প্রায় প্রতিটি মন্ত্রী চিকিৎসা করাতে বিদেশ ছোটেন। শহরের নামী-দামী নর্সিংহোমকেও তাঁদের নিরাপদ মনে হয় না। এই গরিব দেশের জনপ্রতিনিধিরা বিদেশে চিকিৎসার নামে খরচ করেন মাথা পিছু কোটি পর্যন্ত।

সরকার কি ভাগ্য ও ঈশ্বরের কাছে নাগরিকদের সঁপে দিয়ে বে-আইনি ও অমানবিক চিকিৎসা চালিয়ে যেতে দেবে? স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে রাজনীতিকদের ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থ ও দলীয়-স্বার্থ কি এভাবে অমানবিক বে-আইনি ব্যবসা চালাতে দেবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : ছয়

কাকদ্বীপের দৈব-পুকুর

সাল ১৯৯৩। নভেম্বরের ২ তারিখ, মঙ্গলবার। যাচ্ছি ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ অঞ্চলে 'নাগের মহল' গ্রামে। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮০ কিলোমিটারের মত। 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে চলেছি 'অলৌকিক পুকুর'-এর মাহাত্ম্য দর্শন করতে। সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়। সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে।

যতই নাগের মহলের কাছাকাছি হচ্ছি দেখা মিলছে লরি, মিনি-লরি, মেটাডোর বোঝাই স্নান সেরে ফেরা নারী-পুরুষ ও শিশুদের সঙ্গে। একই চিত্র। ভিজে কাপড়, ভিজে চুল, কপালে গোলা সিঁদুরের লম্বাটে টিপ। মাইল দুয়েক আগে থেকেই বুঝে যাই আমরা অলৌলিক পুকুরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ভ্যান রিকশায় স্নান সেরে ফেরা মানুষের ভিড়। ভিড় পায়ে হাঁটা মানুষের।

অলৌকিক পুকুরের খোঁজটা দিয়েছিলেন এই অঞ্চলের কিছু মানুষ। তাঁরা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, এই পুকুরে স্নান করল নাকি সব রোগ সেরে যাচ্ছে। দ্রুত ভিড় বাড়ছে। পুকুরের

অলৌকিক পুকুরে স্নান। সামনেই বিশালাক্ষী মন্দির। কাকদ্বীপের ১০ নং নাগের মহল গ্রামে।

ছবি : কুমার রায়, ৪ নভেম্বর ১৯৯৩, আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গায়ে তোলা হচ্ছে বিশালাক্ষ্মীর মন্দির। গোটা ব্যাপারটা সরেজমিনে তদন্ত করতেই আমাদের আসা।

পুকুরের মাইলখানেক দূরে পিচ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রিক্সো ভ্যানে চাপলাম। এখন বৃষ্টি নেই। তবে বেলা এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। ইট পেতে তৈরি রাস্তা। পিচ রাস্তা থেকে অলৌকিক পুকুর মাইল দেড়েকের পথ। এক মাইল দূর থেকেই ইট-রাস্তার দুপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে খোড়ো ছাউনির অজস্র দোকান। চা, মণিহারি জিনিস, খেলনা, ঠাকুর-দেবতার ছবির ও খাবারের দোকান। মুড়ি-ঘুগনি ও পেটাপরোটার দোকান একটু বেশি। বিশাল আকারের পরোটা উনুন থেকে নামিয়েই দু-হাতে দমাদম পিটিয়ে দলা-মুচি করে রাখা হচ্ছে। তাই নাম পেটাপরোটা—বিক্রি হচ্ছে কিলো দরে। ছবির দোকানগুলোয় বিশালাক্ষী মন্দির সহ অলৌকিক পুকুরের বাঁধানো ছবি বিক্রি হচ্ছে। ছবির দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে আট পাতার নিউজপ্রিন্টে ছাপা পুস্তিকা 'পুষ্করিণী মাহাত্ম্য'। দাম দু-টাকা। দেবেন ও নরেন মেঠাই বেচেছেন আজ ৯০০ এবং ১০০০ টাকার। শকুন্তলা পাড়ুই মুড়ি তেলেভাজা বেচেছেন ৪০০ টাকার। লক্ষ্মী, সরলা, সুবল মুড়ি ঘুগনি বিক্রি করেছে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকার। প্রণব দাসের কলা বিক্রি হয়েছে ৫০০ টাকার। হরিপদ মণ্ডল, জয়া চা বিক্রি করেছেন ৪০০ থেকে ৫০০ টাকার।

এই পুষ্করিণী মাহাত্ম্যের রমরমা স্বল্পদিনের। এর মধ্যেই মন্দির কমিটি তৈরি হয়ে গেছে। মন্দিরের পাকা দেওয়াল তুলেছে কমিটি। ছাদটি এখনও ঢালাই হয়নি।

'আজ একদম ভিড় হয়নি' কর্মাধ্যক্ষ সমীররঞ্জন বৈরাগী জানালেন। 'সকাল থেকে যা বৃষ্টি, ভক্তের ভিড় তাই আজ বেজায় রকম কম' জানালেন কমিটির প্রভাবশালী নেতা দিবাকর প্রামাণিক। মন্দির কমিটির অন্যান্য প্রভাবশালী নেতারা হলেন জগদীশ বৈরাগী, শক্তিপদ কর, ঝণ্টুপদ প্রামাণিক, বাবুলাল তাঁতী প্রমুখ। এঁরা কেউই বি জে পি করেন না। মন্দির কমিটির একজনও বিজেপি করেন না। বরং সি পি এম কেউ কেউ। গ্রাম পঞ্চায়েতেও আছেন কেউ কেউ।

গত মাস তিনেকে কত মানুষ স্নান সেরেছেন এই দৈব জলাশয়ে? মন্দির কমিটির কেউ বললেন দু লাখ, কেউ বললেন, দশলাখ। সমীররঞ্জন জানালেন গত পূর্ণিমায় দশ হাজার লোক স্নান করেছে। গত শনিবার মন্দিরে প্রণামী পড়েছে ৫ হাজার টাকা। কমিটির কাছে ডোনেশন পড়েছে ২৬০০ টাকা। পূর্ণিমার দিন দান ও প্রণামীতে পাওয়া গেছে ৫০ হাজার টাকা মত।

'এই দৈব পুকুরের মালিক কি বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় প্রাক্তন জমিদার?' কথাটা জিজ্ঞেস করতেই কমিটির কয়েকজন রে-রে করে উঠলেন। তাঁরা সমস্বরে জানালেন—দু'পয়সা রোজগারের গন্ধ পেয়ে জমিদার বিষ্ণুপদ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিথ্যে দাবির গুজব ছড়াচ্ছে। এই পুকুর সরকারের খাস জমিতে।

'কী কী রোগ সেরেছে?'

'কী রোগ সারছে না বরং জানতে চান?' বললেন সমীররঞ্জন, 'কুষ্ঠ থেকে ক্যান্সার—সমস্ত সারছে।'

'এইডস?'

একটু লাজুক হেসে কমিটির একজন জানালেন, 'কেউ তো মুখ ফুটে জানাবে না এইডস নিয়ে এসেছে। তবে কোনও এইডস রোগী এলেও এখানে স্নান করলে রোগ পালাবেই গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

মন্দির কমিটির সামনে হাজির করতে একটি উদাহরণ সঙ্গে এনেছিলাম। স্নানার্থীদের থেকে সংগ্রহ করা উদাহরণ। উদাহরণটি দেখিয়ে মন্দির কমিটিতে বললাম, 'এই ছেলেটা। গৌতম। কানের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
লতিতে ছোট্ট একটা ঘা। তিন বার স্নান করেছে। আজ নিয়ে চার বার। কই এর তো সারেনি।'

আমাদের ঘিরে-ধরা কমিটির একাধিক সদস্য গ্রিক কোরাস ধরনে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'ভক্তি থাকা চাই। বিশ্বাস থাকা নিয়ে কথা।'

অধিকাংশ মানুষের রোগ সারেনি। তাঁরা বারবার আসছেন। যদিও কমিটির সদস্যের মতে তিনটি ডোজই আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণত, অর্থাৎ কিনা, তিনদিনে তিনটি ডুব। তবে, অসুখ দীর্ঘকালের হলে বেশ ক-বার আসা যাওয়া করতে হবে বৈকি। পথ্যি বলতে ঐ—বিশ্বাস ও ভক্তি।

তবে, সমীক্ষা চালাবার পর, সত্যের খাতিরে, আমরা এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁদের অসুখ সেরে গেছে। হাসনার কল্পনা মণ্ডল, 'ফল পাচ্ছি না।' কাকদ্বীপের জ্যোৎস্না বিশ্বাস—হাঁপানি। সারছে না। নামখানার নূর বিবি। গেঁটে বাত। চারদিন এলেন। ফলং নাস্তি। কিন্তু ডায়মন্ডহারবারের পূর্ণ মণ্ডল? পেটের অসুখ, গ্যাস। দুই স্নানে সেরে গেছে। ফতেমার (ফলতা) ব্লাড প্রেসার। সে কী আজকের! তাই বোধহয় তিন ডুবে সারেনি। নীলা দাসীর মাথা ধরা? টিভি-তে সারিডন ধাঁচে হেসে কপালে হাত বুলিয়ে নীলা বললেন, 'চোলে গেছে।' অনন্ত মণ্ডল এসেছেন আমতা থেকে। অসুস্থ ভগিনীকে নিয়ে। অসুখের নাম বললেন না। তবে, সারছে। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ হলে অনেক সময়েই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে রোগ সারানো হয়। আধুনিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো'। এইসব বিশ্বাস-নির্ভর রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে কোনও দৈব চিকিৎসার কেরামতি নেই এক পয়সাও। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে।

যাই হোক। আমরা কিন্তু যা দেখে এলাম, এই পুণ্যপুষ্করিণী প্রকৃতপক্ষে একটি পচা ডোবা। এখানে আগে গরু-মোষকে নিয়মিত স্নান করানো হত। এখান স্নান করে মারাত্মক কোনও অসুখ হলে, আমাদের ভয় হল, রোগী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজন কনজিউমার্স ফোরামে চলে যাবেন না তো? চাইবেন না লাখ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ? এই পুণ্যপুষ্করিণী সরকারের খাস জমিতে। ভয় সেই জন্যে। সরকারকেই হয়ত গ্যাঁটের কড়ি খসাতে হবে শেষ পর্যন্ত। সাধু সাবধান!

দৈব-পুকুরে দ্বিতীয় বার

আজ ১৩ নভেম্বর। এগারো দিনের মাথায় আবার এসেছি নাগের মহল গ্রামের দৈব-পুকুরে। শনি আর মঙ্গল এমনিতেই আরোগ্য স্নানের দিন। তার ওপর আজ শনিবার পড়েছে কালীপুজো। ৪ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার 'আজকাল' পত্রিকায় ছবি সমেত দৈব-পুকুরের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। চার কলম জুড়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল—'পুণ্যিপুকুর' ঘিরে ব্যবসা জমজমাট। আজকালের প্রতিবেদনটির পর প্রত্যাশা করেছিলাম, অন্তত একটা ভাটার টান দেখব। পরিবর্তে গত দিনের তুলনায় আজ ভিড় বহুগুণ বেশি। খবর নিয়ে জানলাম এরই মধ্যে চল্লিশ হাজার মানুষের স্নান সারা।

আজও সেই একই। পিচ রাস্তায় গাড়ি ছেড়ে রিকশা ভ্যানে সওয়ার হলাম। আজও সঙ্গী কুমার রায়। ভ্যান থেকে নামতেই ঘিরে ধরলেন কমিটির লোকজন। ৪ নভেম্বর আজকালে প্রকাশিত লেখাটি নিয়ে তাঁদের আপত্তি। ক্ষোভ! কর্মাক্ষ্যক্ষ সমীররঞ্জন বৈরাগী বললন, 'এখানে স্নান করলে ক্যানসার সারে, কুষ্ঠ সারে—এ সব আমি কখন বললাম?'

আমি এমন একটা পরিস্থিতির জন্য তৈরিই ছিলাম। একটা ক্যাসেট কপি নিয়ে গিয়েছিলাম।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
টেপ রেকর্ডারে ক্যাসেটটা রেডি করাই ছিল। রেকর্ডারটা দেখিয়ে বললাম, 'তাহলে এটা চালাই। নিজের গলা নিশ্চয়ই চিনতে পারবে?'

সমীর এম এসসি পড়ে। মার্কসের ভক্ত। মার্কসের আর কোনও কথাকে মান্য করুক বা না করুক, মার্কস কথিত 'প্রয়োজনে এক পা এগিয়ে দু-পা পিছোবে' নীতিকে মান্য করে পিছিয়ে গেল। বলল, 'না না। টেপ চালাবার দরকার নেই। যদি বলে থাকি তাহাহুড়োয় ভুল বলেছি। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, মার্কসবাদে বিশ্বাস করি। আপনি কী করে আশা করেন আমি এ-সব কথা বলবো বা এ-সব কথায় বিশ্বাস করবো?'

'তাহলে মন্দির কমিটিতে ঢুকে কর্মাধ্যক্ষ হয়ে বসে আছ কেন? এতে কি তোমার চরিত্রের স্ববিরোধী দিকটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে না?'

'সে তো সব পুজো কমিটিতেই এখন মার্কসবাদী দলগুলো ঢুকছে। এদের বেলায় আপনি কী বলবেন?'

'তুমি এই কথার মধ্যে দিয়ে কী জাস্টিফাই করতে চাইছ? পার্টির অনেকেই নীতিভ্রষ্ট, অতএব তোমারও নীতি মানার বালাই থাকতে পারে না! মন্দিরে হাজার হাজার টাকার প্রণামী পড়ছে। তোমাদের কমিটিতে পড়ছে হাজার হাজার টাকার ডোনেশন। এতো দেখছি দৈব-পুকুর ঘিরে জম-জমাট ব্যবসা গড়ে তুলেছ তোমরা।'

আজ সমীর উত্তর দিচ্ছে খুব ভেবেচিন্তে।

'মন্দির কমিটি গড়া হয়েছে হাজার মানুষদের দেখ-ভাল করার জন্যে', সমীর বলল, 'এই যে সব টাকা আসছে তা দিয়ে ভক্তদের জন্য পায়খানা-বাথরুম এইসব করে দেব আমরা।'

'এখন পর্যন্ত তো কম টাকা জমা পড়েনি ভাই। সে-সব টাকা দিয়ে কিছু পায়খানা তৈরির কাজে তো হাত দিতে পারতে। দাওনি কেন?'

আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। জবাব দেওয়ার নেই, তাই এই নীরবতা।

বললাম, 'তুমি তো আজ বলছ, এগারো দিন আগে আমাকে যা বলেছ তা বলনি। পুকুরের বিজনেসটা জমে গেলে আবার ডিগ্‌বাজি খেয়ে বলবে না তো, আজ যা বলছ, সেগুলো বলনি।'

'এমনটা কেন ভাবছেন?'

'তোমার দ্বিচারিতা দেখে। তুমি যখন বিশ্বাসই কর না দৈব পুকুরের দৈব শক্তিতে, তখন কেন ফি-হপ্তায় হাজার হাজার রোগীদের প্রতারিত হতে দিচ্ছ? কত দূর-দূরান্ত থেকে গরিব-গুর্বো মানুষরা কষ্টের টাকা খরচ করে আসছেন ও ঠকছেন। এ-সব জেনেও তুমি এই কমিটির কর্মাধ্যক্ষ হয়ে বসে আছ?'

আমরা কথার উত্তরে সমীর বললেন, 'কাউকে তো আমরা আসতে বলছি না। কারও বিশ্বাসে আঘাতও করতে চাই না। কমিটি কারও বিশ্বাসে আঘাত হানতে যাবে না। তা ছাড়া এও তো ঠিক, আমি কী বিশ্বাস করি, তার ধার না ধরেই অনেকে দাবি করছে তাদের অসুখ সেরে গেছে।' আর এক দফা ডিগবাজি খেলেন সমীর।

সমীরকে প্রায় সরিয়ে এগিয়ে এলেন কমিটির নেতা দিবাকর, 'বিজ্ঞান পড়া মানুষ কি বিশ্বাস করল, না করল, তাতে কি এসে যায়? এই যে আপনি দৈব পুকুরের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে এত কিছু লিখলেন, এতে কি একটা লোকের আসা কমল? কমবে না। মানুষ যদি দেখে এই পুকুরে ডুব দিলে রোগ সারে, তাহলে আপনি হাজারটা বিরুদ্ধ লেখা ছাপলেও বিশ্বাসীদের ভিড় বাড়তেই থাকবে। সমীর দু-কলম বিজ্ঞান পড়ে ভাবছে অলৌকিক বলে কিছু থাকতে পারে না। আর চোখের সামনে দেখছে রোগীরা আসছে, ডুব দিচ্ছে, সেরে যাচ্ছে। তাইতে সমীর দ্বিধায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পড়েছে। স্পষ্ট করে আমরা মন্দির কমিটি জানাচ্ছি, এই পুকুরে ডুব দিলে সব রোগ সারে। সব রোগ।'

বললাম, 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি আপনাদের কমিটির সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ছ'জন ক্লিনিক্যালি অসুস্থ রোগী দেওয়া হবে। পরপর তিনটি শনি বা মঙ্গলবার তারা স্নান করবে। যদি একজনও সারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার। না সারলে, ওদের কিছু দিতে হবে না। শুধু কমিটি ভেঙে দিতে হবে। আপনারা কি রাজি আছেন?

কমিটির এক তরুণ স্বেচ্ছাসেবক বললেন, 'চ্যালেঞ্জ নেবার কী আছে। বিশ্বাস হল ওষুধ। আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তো ভগবানও নেই।'

কমিটির কেউ কেউ জানালেন, দু'হাতে টাকা লুটছে যারা, তাদের কথা। তাঁরা আরও জানালেন স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলোয় খোঁজ নিয়েছি। কমিটির নামে কোথাও কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। একটা ফার্দিং জমা পড়েনি।

বিশালাক্ষ্মীর থানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্থানীয় জমিদার বিষ্ণুপদ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রামাণিক। জমি (পুকুরসহ) মোট দু'বিঘে আট কাঠা। প্রামাণিকরা ছিলেন চকদার। যদিও মন্দির কমিটি আগাগোড়া বলে যাচ্ছে, এটা সরকারের খাস জমি। ওঁদের প্রাচীন প্রাসাদের বাইরে মহলে বসিয়ে প্রামাণিকরা দলিল দেখালেন। গাজন, পুজো, মেলা সবই হত এখানে। বিষ্ণুবাবুর ছেলে ডাঃ

সেই পুণ্যিপুকুর। স্নানের পর ওপারের মন্দিরে 'প্রণামী' দেবার ভিড়। কালীপুজোর দিন কাকদ্বীপে।
ছবি তুলেছেন কুমার রায়, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৩ আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পুলকেশ প্রামাণিকের সঙ্গে কথা হল। 'জানেন, মন্দির কমিটি এখন ওই জমিতে পা রাখতে দেয় না আমাদের?' ডাঃ প্রামাণিক বললেন। খুলেই প্রামাণিকরা কেস করেছেন। আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্স। অভিযোগ : প্রতারণা। অভিযোগ : জবর দখল।

একটি সমীক্ষা চালিয়ে আমরা দেখলাম, শতকরা ৮৫ জনের স্নান করে কোনও উপকার হয়নি। সুজাতা সর্দার (১৫)। বাড়ি মন্দির-বাড়ি। মুখভর্তি গোটা গোটা ফোনার মত মাংসের গুটি। বেড়ে গেছে। মিহির (১০)। বাড়ি : সুতাচেতা। পোলিও। পরেশ মণ্ডল (৬০)। বাড়ি : বাগনান। বাত। অজয় মিস্ত্রি। কামারহাট। হাতে পায়ে সাড় নেই, কেউ সারেনি। অসুখ বেড়ে গেছে শতকরা ৭৩ জনের। প্রশ্ন হল : স্বাস্থ্য দপ্তরের নড়ে চড়ে বসার সময় হয়েছে কি না। নাকি ওরাও তিথি নক্ষত্র দেখছেন?

চন্দ্রশেখর মাইতি। বয়স ২৬। এম এ পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। কমিটির মেম্বার। 'চ্যালেঞ্জ নিলাম।' সে বলেছে, 'কমিটিতে চ্যালেঞ্জের কথা তুলব। ওরা যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না নেয়, আমি পদত্যাগ করব।' চন্দ্রশেখর আমার ঠিকানা ও ফোন নম্বর নিলেন।

আজও চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে কোনও চিঠি বা ফোন পাইনি। তবে এটুকু খবর পেয়েছি ১৬ নভেম্বর ১৯৯৩-তে চার কলম ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় 'পুণ্যিপুকুর'-এর দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার পর দৈব-পুকুরের ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়েছে ভক্তের ভাটার টানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সাত

আগরপাড়ায় 'ভূতুড়ে' আগুন

খবরটা বিশালভাবেই ছড়িয়েছিল—আগরপাড়ার একটা বাড়িতে রহস্যজনকভাবে যেখানে-সেখানে আগুন জ্বলে উঠছে যখন-তখন। আগুন প্রথম জ্বলেছিল গত ২৪ এপ্রিল ১৯৯৩। শনিবার সকাল ৯টায়। তারপর থেকে আগুন তাড়া করে ফিরেছে বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন সময়ে। আগুন ধরেছে বিছানার গদিতে, চাদরে, শাড়ির কোনায়, খাতায়, বই-পত্তরে এমনকি কাঠের ইঁদুর-কলে। রহস্যময় এমন আগুনের যখন-তখন আক্রমণে বাড়ির সকলের নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া শিকেয় উঠেছে। বাড়ির প্রবীণতম সদস্য সদানন্দ দাস। সংসারে আছেন তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে, বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, তিন পুত্রবধূর বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে ও পাঁচ নাতি-নাতনি। সবচেয়ে বড় নাতি বাবাই পড়ে ক্লাস সেভেন-এ।

ও বাড়িতে আর থাকতেন চার ঘর ভাড়াটে, যাঁদের এক ঘর বাড়ি ছেড়ে উঠে গেছেন ভূতুড়ে আগুনের আক্রমণে সবে গত মঙ্গলবার।

আগুন-হানার রহস্য উন্মোচনে যাঁরা সবচেয়ে আগে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা হলেন সপ্তর্ষি ক্লাবের টগবগে তরুণা। তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন স্থানীয় দমকল বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ। পাশের পুরনো কুয়ো থেকে কোনও গ্যাস বেরিয়ে এমন অঘটন ঘটিয়েছে কি না—পরীক্ষা করতে দমকল বাহিনী দড়ি বেঁধে হ্যারিকেন নামিয়েছে। হ্যারিকেন নিভে যেতে কুয়োকে গ্যাস মুক্ত করতে জল এনে কুয়ো ভর্তি করে কুয়োকে গ্যাসমুক্ত করেছেন, কিন্তু তাতেও বাড়িকে আগুন-মুক্ত করতে পারেননি। অগত্যা বাড়ির বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও আগুন-রহস্য পিছু ছাড়েনি। বাড়ির ছেলেরা ওঝা নানুবুড়োকে এনেছেন গত বৃহস্পতিবার সকালে। প্রণামী দুশো একান্ন টাকা। নানুবুড়ো জলপড়া ছেটাবার সময়ই আগুন জ্বলেছে একটা খবরের কাগজে। খড়দার এক ভর-এ পড়া মানুষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা। তিনি ভরগ্রস্ত অবস্থায় জানিয়েছিলেন, 'ব্রহ্মভূত এমনটা ঘটাচ্ছে।' জলপড়া দিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরের চারপাশে জলপড়া ছেটানো হয়েছে। কিন্তু আগুন ঠেকানো যায়নি তাতেও।

পরের সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য দেবাশিস চ্যাটার্জি গিয়েছিলেন সমিতির তরফ থেকে সরেজমিনে তদন্ত করতে। ঘরের প্রত্যেক সদস্যকে একঘরে কথায় কথায় আটকে রেখেছিলেন রাত সাড়ে ন'টা থেকে শুক্রবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত। এই প্রথম ওই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোনও আগুন জ্বলল না। দেবাশিস জানিয়ে এলেন শুক্রবার প্রবীর ঘোষ আসবেন।

শুক্রবার দুপুর দুটো তিরিশে নিজে গিয়ে হাজির হলাম ওই বাড়িতে। শুনলাম এখনও পর্যন্ত আর একবারের জন্যেও আগুন ধরেনি। আমি যাব খবর পেয়ে 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাংবাদিক ও চিত্র-সাংবাদিকরা হাজির হয়েছিলেন আমারও আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আগরপাড়ায় সদানন্দ দাসের বাড়িতে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। শুক্রবার,
ছবি : অভিজিৎ মুখার্জি, ১ মে, ১৯৯৩ আজকাল

ঘরে বসেছিলেন এক মাজারের পীর। পীরকে এনেছেন বাড়ির বড় ছেলে সমীর দাসের শ্যালক সনৎকুমার। পীরসাহেব ঘণ্টা দেড়েক 'ভর হওয়া' মানুষের মত মাথা দুলিয়ে জানিয়েছেন—জিনের কাণ্ড। পীর চার দেওয়ালে চারটে গজাল পুঁতে দিয়ে বাড়ি বেঁধে দিয়েছেন জিনের কারসাজি বন্ধ করতে।

সমস্যা হল ভিড়। যে ঘরে ঢুকি আমার সঙ্গে ঢুকে পড়েন এক ঝাঁক উৎসাহী জনতা, সপ্তর্ষির সদস্যরা ও সাংবাদিক, চিত্র-সাংবাদিকরা। আমি গিয়েছি 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে। চিত্র-সাংবাদিক হিসেবে সঙ্গে এসেছেন অভিজিৎ মুখার্জি। ভূতুড়ে পোড়ার কিছু স্যাম্পেল দেখা দরকার। বাড়ির সম্প্রতি পোড়া কিছু জামা-কাপড় বা কাগজ এনে দিতে বলতে মেজছেলে প্রবীর ও সনৎবাবু একটা শো-কেসের ওপরে পাতা আধ-পোড়া খবরের কাগজ থেকে কিছুটা ছিঁড়ে দিলেন, গন্ধ শুঁকলাম। কোনও তীব্র বিশেষ গন্ধ পেলাম না, যেটা মেটালিক সোডিয়ামের সাহায্যে জ্বালালে হত। সবার সামনে কাগজে কিছুটা জল ঢেলে দিতেই খবরের কাগজের রঙ মুহূর্তে হয়ে গেল হালকা বেগুনি। যেমনটা পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটে জল পড়লে হওয়া উচিত। ঘরে তখন অনেক দর্শক। আগুনের ক্ষেত্রে যে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের একটা প্রবল ভূমিকা ছিল এটা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, এর সঙ্গে গ্লিসারিন মিশলেই বিক্রিয়ায় আগুন জ্বলে, আর এ ভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে আগুন জ্বালানো হয়েছে। পটাসিয়াম মেশানো জল জিভে চেটে দেখলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আজকাল-এর চিত্র-সাংবাদিক অভিজিৎ মুখার্জি, চাখলেন সনৎবাবু। দুজনেই একমত হ্যাঁ, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটই।

পরিবারের সকলের সঙ্গেই আলাদাভাবে কথা বললাম। বাইরের কারও পক্ষে এই ঘরে বিভিন্ন সময়ে ঢুকে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট ও গ্লিসারিন আগুন জ্বলে ওঠার মত করে গুছিয়ে রেখে যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং এটা ভাড়াটে বা কোনও প্রমোটারের পরিকল্পনার অঙ্গ হতে পারে না। তবে যে জ্বালাচ্ছে, সে এই দুটির ব্যবহার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আমাদের সমিতির 'অলৌকিক, নয়, লৌকিক' বইটি পড়ে এই রসায়ন দুটির প্রয়োগ শিখেছে, এমনও হতে পারে। খুবই ক্যাজুয়েল ভঙ্গিতে অথচ আসলে সতর্কতার সঙ্গে বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলাম। জানালাম এই পরিবারেরই একজন ঘটনাটা ঘটাচ্ছে। এই পরিবারেরই একজন এমনটা ঘটাচ্ছে বলায় বাড়ির কেউই তেমন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। এমন কি ওই দুটি রসায়নে আগুন জ্বলে—এটা মানতেই চাইলেন না। আবার 'সপ্তর্ষি'র কেউ কেউ যদিও বা মানলেন, তবু তাঁদের জিজ্ঞাসা—আগুন জ্বলার সময় ধারে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না কেন? হাতে-কলমে আমাকে পরীক্ষা করে দেখাবার জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানালেন দু-একজন অতি উৎসাহী দর্শক। সপ্তর্ষির এক তরুণ দৌড়ে কিনে আনলেন গ্লিসারিন ও পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। বাড়ির বড় বউ দিলেন এক টুকরো কাপড়। কাপড়ের ভাঁজে পটাসিয়াম ছড়িয়ে দিয়ে ঝুলিয়ে দিলাম কাপড়টা। কাপড়ে গ্লিসারিন ঢেলে দিলাম। এক সময় গ্লিসারিন গা বেয়ে নেমে এল, পটাসিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু করল, ধোঁয়া-পোড়া গন্ধই হচ্ছিল।' পোড়া কাপড়ে এক গ্লাস জল ঢেলে দিতেই কাপড়টা হালকা বেগুনি হয়ে গেল—খবরের কাগজটার মতই।

সমীরবাবু বললেন, 'আপনি তো বললেন আমাদের পরিবারেরই কেউ এমনটা ঘটাচ্ছিল। আপনার কথা যদিও মেনে নিই, তবুও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, যে ঘরে যখন আগুন জ্বলছে তখন দেখা গেছে ঘর ফাঁকা, কেউ নেই।'

'তেমনটাই তো হওয়ার কথা। যে আগুন জ্বালাচ্ছিল, সে যথেষ্ট চালাক। গ্লিসারিন ঢালছে কাপড়ে বা চাদরে। যেখানে ঢালছে তার কিছুটা নীচে রাখছে পটাসিয়াম। গ্লিসারিন ধীরে ধীরে নামছে। ততক্ষণে ভিলেন অনেক দূরে। তাই প্রতিবারই ঘটনাস্থলে ঘটনার সময় ভিলেনের দেখা মেলেনি।'

সপ্তর্ষির অনেকেই জানতে চাইলেন ভিলেনের নাম। সম্ভবত তাতেই উদ্দীপ্ত হয়ে বাড়িরই এক বউ প্রায় সমস্বরে বললেন, 'নামটা যদি জানেনই তো জানান না।'

বললাম, 'দেখুন যে এমনটা করেছে, সে আমাকে কথা দিয়েছে আর করবে না। তার কথা ক্যাসেটবন্দি করা আছে। তাকে আমিও কথা দিয়েছি, আর এমনটা না করলে তার নাম কাউকে জানাব না। আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ তাকে ভালো হওয়ার একটা সুযোগ দিন। এরপরও সে যদি আবার এমন ঘটনা ঘটায় আমি নিজে এসে তার স্বীকারোক্তি আপনাদের শুনিয়ে দিয়ে যাব।'

আমার এই কথা শোনার পর কেউ আর নাম জানাতে পীড়াপীড়ি করেননি।

এ ভাবেই আগুন ভূতের টগবগে রহস্যে জল ঢেলে দিয়ে আগরপাড়ায় বিজ্ঞানমনস্কতার জয়কেই আবারও ঘোষণা করে এলাম।

১মে '৯৩ এ বহু পত্রিকাতেই ছবিসহ এই রহস্যভেদের খবর প্রকাশিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : আট

প্রদীপ আগরওয়ালের সম্মোহনে 'পূর্বজন্ম' যাত্রা

প্রদীপ আগরওয়াল নিজস্ব স্টাইলে সম্মোহন করেন। প্রায়ই ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ওয়ার্কশপের আয়োজন করেন স্টার হোটেলগুলোয়। ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করতে লাগে হাজার দুয়েক টাকা।

১৯৯৫ এর ১৭ নভেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পাতার অ্যাঙ্কারে ৬ কলম জুড়ে প্রকাশিত হল প্রদীপ আগরওয়ালকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল দু-লাইনে। প্রথম লাইনে লেখা Self-Styled hypnotist ducks challenge to prove claims as rationalist emultes feats। দ্বিতীয় লাইনে লেখা—City freed from mesmeric speel। দু-কলম জুড়ে আমার ও প্রদীপ আগরওয়ালের ছবি। বেশ বড় খবর।

আগের সপ্তাহের শনিবার প্রদীপ একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল কলকাতার পাঁচতারা হোটেল 'হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল'-এ। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে হাজির ছিলাম। সঙ্গী ছিলেন সাংবাদিক সৌম্য ভট্টাচার্য ও চিত্র-সাংবাদিক কিশোর রায়চৌধুরী।

৫৫ জন টাকা দিয়ে ওয়ার্কশপে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। নথিভুক্তির বিনিময় মূল্য ১৯৭৫ টাকা।

বাঁদিকে প্রদীপ আগরওয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সম্মোহনের সাহায্যে কী কী করা সম্ভব, তার একটা তালিকা প্রদীপ প্রায়ই বিজ্ঞাপিত করে থাকেন। সম্মোহনে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি, যে কোনও রোগ থেকে মুক্তি, অন্যের হৃদয় জয়, নিজের মনকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া, মনকে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া—এমন অনেক কিছুই করা সম্ভব বলে প্রদীপ বিজ্ঞাপনে দাবি করে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ওয়ার্কশপে অংশ নিতে এসেছেন এমন অনেকের সঙ্গেই আলাপ করলাম। বেশিরভাগই ধনী, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির একজিকিউটিভ, কোম্পানির ডিরেক্টর ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পেলাম চারজন। একজন কলেজে পড়ান। কলকাতার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দু-জন। একজন রিসার্চ-স্কলার। কথা বলে মনে হল এঁরা প্রত্যেকেই প্রদীপ আগরওয়ালের বিজ্ঞাপন পড়ে এবং প্রদীপ-কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করেন। প্রদীপের বিজ্ঞাপনের কথায় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন এক্সট্রা সেনসেটিভ পাওয়ার পাওয়া সম্ভব। সম্ভব পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়া।

সে সময় দূরদর্শনে একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম হত—'প্রবাহ'। নিউজ ফিচার তৈরি করতো 'প্রবাহ'। আমাদের হাজির হওয়ার একটু পরেই পুরো টিম নিয়ে হাজির হলেন 'প্রবাহ'-এর পরিচালক সুজিত চ্যাটার্জি।

প্রদীপ আগরওয়াল সব সময় মাপা হাসি ঝুলিয়ে রাখা চল্লিশের নীচের তরুণ। এক সময় কলকাতার বড়বাজারে পৈত্রিক সোনার ব্যবসায় বসতেন। এখন সম্মোহন শেখাবার অফিস খুলেছেন বড়বাজারে। জনা কয়েক কর্মচারী অফিসের দেখভাল করেন। সম্মোহন শেখাবার আসর বসে শুধু হোটেলে। ভারতেই সব বড় শহরেই ঘুরে ঘুরে ওয়ার্কশপ করেন। সম্মোহনের বেশ কিছু অডিও ক্যাসেট করেছেন। ওয়ার্কশপে সে-সব বিক্রি হয়। দাম একশ টাকার ওপর। এক একটা ক্যাসেটে নাকি এক এক রকম কাজ হয়। কোনটায় ব্যক্তিত্ব বাড়ে। কোনওটায় শুনে আপনি মনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন যে কোনও জায়গায়। কোনওটায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন পূর্বজন্মে।

প্রদীপ ওয়ার্কশপ শুরু করলেন। একটা মিউজিক বাজছিল মৃদু ভলিউমে। প্রদীপ বক্তব্য রাখছিলেন। সম্মোহন করে কী কী করা সম্ভব এই নিয়ে বক্তব্য। এক সময় 'সাজেশন' দিতে শুরু করলেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে একটি ধারণাকে সঞ্চারিত করতে শুরু করলেন। বলতে লাগলেন—আপনারা প্রত্যেকে যে যার চেয়ারে যতটা সম্ভব রিল্যাক্স মুডে বসুন। চোখ বুজুন, ভাবতে শুরু করুন আপনার কোনও এক প্রিয় বন্ধুর কথা। ভাবতে শুরু করুন। এক মনে ভাবতে শুরু করুন। এবার ভাবতে শুরু করুন আপনার বন্ধুর ড্রইং রুমের কথা। ড্রইং রুমের কার্পেটটার ছবি ভাবতে থাকুন। একটু একটু করে ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে। কার্পেটের ওপরে একটা টেবিল। টেবিলটা এখন দেখতে পাচ্ছেন। টেবিলে কয়েকটা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে। সোফাগুলোর দিকে এবার তাকান। সোফা দেখতে পাচ্ছেন। নরম গদির সোফা। দৃষ্টি ফেরান ঘরের সেই কোনায় যেখানে পেতলের টবে সবুজ গাছ। ঘরের দেওয়ালে ঝোলান পেনটিংটার দিকে তাকিয়ে থাকুন। ভাল লাগছে। পেলমেট থেকে ভারী পর্দা ঝুলছে। পর্দা প্রায় মেঝে ছুঁয়েছে।

আপনি এবার চলুন টয়লেটে। সুন্দর একটা মৃদু গন্ধ। স্টোনের ঝক্‌মকে মেঝে। দেওয়ালে টাইলস বসানো বেসিন। র‍্যাকে নরম তোয়ালে।

চলুন এবার অন্য ঘরে। বন্ধু পত্নী কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি এই মুহূর্তে আমার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনকে নিয়ে গেছি আমার এক বন্ধুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাড়িতে। মনেরও চোখ আছে। সেই চোখ দিয়ে সব কিছু দেখা যাচ্ছে। একদম স্পষ্ট।

আমি যখন সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, তখন আপনারাও দেখতে পাবেন। কারণ বিজ্ঞানের প্রয়োগে সব জায়গায় একই ফল পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়ই অনেকেই আমার সাজেশন শুনে মনকে বন্ধুর ফ্ল্যাটে পাঠাতে পেরেছেন। এখন আপনারা চোখ খুলে ঘড়ির দিকে তাকান। সময়টা দেখে মনে করে রাখুন। আজই ফোনে জেনে নেবেন এই সময় আপনার বন্ধুর বাড়িতে কে কে ছিলেন, তাঁরা কি করছিলেন, দেখবেন, সম্মোহিত অবস্থায় আপনারা মনকে নিয়ে গিয়ে যা যা দেখলেন তা সবই মিলে যাচ্ছে। এটা হল সম্মোহনের সাহায্যে এক্সট্রা সেনসেটিভ পাওয়ার-কে জাগিয়ে তোলা। এ-ভাবে আমি আমার প্রয়োজনমত মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে নিজের মনকে নিয়ে যাই। যা আমি পারি, তা আপনারাও পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন।

অবাক কান্ড! কয়েকজন উৎসাহের সঙ্গে জানালেন, তাঁরা মনকে বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

এ-বার শুরু হল নতুন ধরনের সম্মোহন। জনা পনেরো মানুষকে বেছে নিলেন প্রদীপ। সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। সেখানে প্রত্যেককে গোল করে দাঁড় করালেন। শুরু হল প্রদীপের সাজেশন দেওয়ার পালা। এ-বারের সাজেশন এইরকম—আপনারা চোখ বুজে এক মনে ভাবতে থাকুন কুড়ি বছর বয়েসে পৌঁছে গেছেন। ভাবতে থাকুন। সেই বয়সের স্মৃতি আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। দেখুন, আপনার সামনে কুড়ি বছরের দিনগুলো, আপনি এখন কুড়ি বছরের যৌবনে ফিরে গেছেন।

আপনি এ-বার আপনার মনকে নিয়ে চলুন দশ বছরের দিনগুলোতে। সেই দশ বছরের কৈশোরে। গভীরভাবে এক মনে আপনার দশ বছরের কথা ভাবতে থাকুন। আপনি এখন দশ বছর বয়েসে ফিরে যাচ্ছেন। আপনি ফিরে গেছেন কৈশোরে।

এবার আপনার শিশু বয়েসে ফেরার পালা। আপনি একমনে ভাবতে থাকুন আপনি আপনার একবছর বয়সে ফিরে যাচ্ছেন, যখন আপনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতেন না। আপনি এখন এক বছর বয়েসে ফিরে গেছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছেন না। টলমল পায়ে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। হামা দিচ্ছেন।

এই সময় দেখা গেল কেউ কেউ টলমল পায়ে সত্যিই পড়ে গেলেন। এবং তারপর হামাও দিতে লাগলেন।

এক সময় নতুন করে সাজেশন দেওয়া শুরু করলেন প্রদীপ। এবার আগের জন্মে ফেরার সাজেশন। আগের জন্মের শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে এনে ফেললেন।

একসময় জন্মান্তরে নিয়ে যাওয়ার পালা শেষ হল। শুরু হল সম্মোহিতদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা শোনার পালা। হামা দেওয়া মানুষগুলো একে একে শোনালেন তাঁদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা। শোনালেন তাদের শিশু অবস্থা থেকে পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার কথা। পূর্বজন্মে কি ছিলেন, তা নিজের মধ্যে অনুভবের কথা। ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে আপ্লুত হলেন, আক্ষেপ করলেন, সম্মোহনে অংশ না নিতে পারা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করা মানুষরা। প্রদীপ ওঁদের আক্ষেপে মলম লাগালেন, বললেন—আপনারা পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার সম্মোহন প্রক্রিয়া দেখলেন। বাড়ি গিয়ে এই পদ্ধতিতে নিজেকে নিজে সাজেশন দিন, একই ফল পাবেন। নিজেকে নিজে সাজেশন দেওয়ার ব্যাপারে কারও প্রাথমিক কোনও জড়তা থাকলে ক্যাসেট কিনে তা বাজিয়ে সাজেশন নিন। অনেক ধরনের সাজেশনই আপনারা আমাদের কাউন্টার থেকে কিনতে পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
একটি তরুণকে এবার ডাকলেন প্রদীপ। দুটি চেয়ার পাতলেন সামান্য দূরত্ব রেখে। একটি চেয়ারে মাথা ও আর একটি চেয়ারে দু-পা রেখে শুতে বললেন তরুণটিকে। কাঁধের নিচে থেকে পায়ের কিছুটা অংশ শূন্যে ঝুলে থাকার দরুন ছেলেটি ঠিকমত শুতে পারছিলেন না। প্রদীপের দুই সহকারী ছেলেটির শূন্যে ঝুলে থাকা শরীরের নিচে হাত রেখে ওর পতন রোধ করলেন। এবার প্রদীপ ছেলেটিকে চোখ বুজে তার দেওয়া সাজেশন শুনতে বললেন। সাজেশনের মোদ্দা কথা—আপনার শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সাজেশন কিছুক্ষণ চলার পর প্রদীপের ইশারায় তাঁর দুই সহকারী তাঁদের হাতের সাপোর্ট তুলে নিলেন। ছেলেটি এবার আর পড়ছেন না। শক্ত হয়ে শুয়ে আছেন। প্রদীপের ঈশারায় তার এক সঙ্গী সম্মোহিত হয়ে শুয়ে থাকা ছেলেটির বুকের ওপর দু পা রেখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে নেমে এলেন। ছেলেটি আর একজনের দেহভার নিজের শরীরে নিয়েই শক্ত হয়েই শুয়ে রইলেন।

এবার প্রদীপ ছেলেটিকে সম্মোহিত অবস্থা থেকে তুললেন। তারপর ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের বললেন—এভাবেই সম্মোহনের সাহায্যে শরীরকে শক্ত করে জাদুকররা একটা মাত্র তলোয়ারের ওপর ভার রেখে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন।

সাজেশন দিয়ে হাতকে অবশ করে ইন্‌জেকশনের সিরিঞ্জ ফোটালেন প্রদীপ। সম্মোহিত টেরই পেলেন না।

সম্মোহনের ওয়ার্কশপ শেষে প্রদীপ আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল ওয়ার্কশপ? কোন প্রশ্ন আছে এই প্রসঙ্গে?'

'প্রশ্ন তো আছেই।' বললাম আমি। আমার সাংবাদিক বন্ধু সৌম্য আপনার সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করবে। আপনি কি ওকে ওঁর গতজন্মে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'মনে হচ্ছে সম্মোহন করে পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই আপনাদের সন্দেহ আছে। এই যে ওঁরা গেলেন, ওঁরা কি মিথ্যে কথা বলেছেন?' বললেন প্রদীপ।

'না, সরাসরিভাবে ওঁদের মিথ্যেবাদি বলার মত প্রমাণ আমার হাতে নেই। কিন্তু ওঁরা আপনার সাজানো লোকও তো হতে পারেন। ঠিক আছে এই নিয়ে আর বিতর্কে না গিয়েও আপনার সম্মোহন ক্ষমতার প্রমাণ নেওয়ার সুযোগ যখন আমাদের আছে, তখন আসুন আমরা সেই সুযোগটাই নিই। আপনি আমার এই সাংবাদিক বন্ধুর বেডরুমে আপনার মনকে সম্মোহিত করে নিয়ে যান এবং ফিরে এসে বেডরুমের বিস্তৃত বর্ণনা দিন।'

উত্তরে প্রদীপ বললেন, 'এখন আমি খুবই ক্লান্ত। তাই আপনার দুটি প্রস্তাবই এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই।'

'ক্লান্ত থাকতেই পারেন। কিন্তু আগামী তিন দিনের মধ্যে এই সাংবাদিক বন্ধুর বেডরুমের ডিটেলে বর্ণনা দিয়ে আপনার দাবিমত সম্মোহনের সাহায্যে তৈরি এক্সট্রা সেনসেটিভ পাওয়ারের প্রমাণ দিতে রাজি আছেন?'

প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথা শুনছেন এক হল মানুষ। অপ্রস্তুত প্রদীপ কোটের বুক পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল মুছলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, আপনারা আসুন, আমি বলে দেব।'

'বলে, এখন, কোথায় আমাদের যেতে হবে বলুন। সঙ্গে বাড়িতে যাবে 'প্রবাহ' টিম।'

'এখুনি বলতে পারছি না, ফোন করে নেবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমাদের অনেক চাপা-চুপি সত্ত্বেও তিনি 'কবে-কখন-কোথায়' আমাদের যেতে হবে তা নিয়ে মুখ খুললেন না।

বললাম, 'আপনি দাবি করেছেন, যে কোনও রোগ এমনকি ক্যানসার পর্যন্ত হিপনোটিক সাজেশন দিয়ে সারিয়ে তুলতে পারেন। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার তরফ থেকে কয়েকজন রোগী আপনার হাতে তুলে দেব। আপনি রোগী দেখে জানিয়ে দেবেন কত দিনের মধ্যে ওদের সারিয়ে দেবেন।'

'দয়া করে তাই করবেন। আমি ওদের দেখ-ভালের সুযোগ পেলে খুশিই হবো। আমি ওদের সারিয়ে দেব, এমন গ্যারান্টি দিচ্ছি না। কিন্তু ওদের হিপনোটিক সাজেশন দেব। ওরা যদি ঠিক মত সহযোগিতা করে, তবে নিশ্চয়ই ওরা রোগমুক্ত হবে।'

'রোগীদের নিয়ে কবের মধ্যে যোগাযোগ করব?' আমি, সৌম্য ও প্রবাহের পরিচালক সুজিত চ্যাটার্জি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার এই প্রশ্ন করেও উত্তর পেলাম না। কোণঠাসা প্রদীপ পুরোপুরিভাবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কানে তুলো ও মুখে লুকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাপ বাড়ছিল ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের তরফ থেকে। শেষপর্যন্ত বিদ্ধস্ত প্রদীপ বললেন, 'আমি আপনার কোনও চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করছি না। আমি আমার দাবির যথার্থতা কারো কাছেই প্রমাণ করতে বাধ্য নই।'

বললাম, ''ঠিক আছে, আপনার যখন আপত্তি আছে, তখন রোগীদের হাজির করার ব্যাপারটা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু সৌমের বেডরুমের ডিটেল বর্ণনা দেবেন বলে যে কথা দিয়েছেন, তার থেকে আপনি এখন নিশ্চয়ই পিছু হটবেন না? এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর পিছু হটার একটিই অর্থ হয়, তা হল আপনি মিথ্যে দাবি করে, প্রতারণা করে লোক ঠকাচ্ছেন।'

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদীপ বললেন, 'এমন কোনও কথা দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

প্রকাশ্যে এক হল মানুষ ও টিভি ক্যামেরার সামনে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করেও সরাসরি পরাজয় থেকে বাঁচতে একটি বিশ্রি রকমের ডিগবাজি খেলেন।

টাকা দিয়ে শিখতে আসা অনেকেই প্রদীপের ওপর যথেষ্ট ক্ষিপ্ত হলেন। হৈ-হৈ চেঁচামেচি। প্রদীপ আগরওয়ালের একটি পেশিবাহিনী খারাপ পরিস্থিতি সামলাবার জন্য তৈরি থাকে বুঝলাম। শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ থেকে মাসলম্যানরাই প্রদীপকে বাঁচাচ্ছিল।

এরই মধ্যে আমি এক হল লোকের সামনে একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। জানালাম, দুই চেয়ারের মাঝে শেয়ান ছেলেটির শরীর সম্মোহনে শক্ত হয়নি। জাদুকররাও সম্মোহনের সাহায্যে কাউকে শক্ত করে তলোয়ারের ওপর শোয়ান না। জাদুকরের ওই সম্মোহন শুধুই অভিনয়। তাদের শরীর শক্ত করার পিছনে থাকে কৌশল। এখানেও মিস্টার আগরওয়ালের ডেকে নেওয়া ছেলেটির শরীর সম্মোহনে শক্ত হয়নি। ছেলেটি মিস্টার আগরওয়ালের দলের। ও শরীর শক্ত করেছে সামান্য অভ্যেসের সাহায্যে। আপনারা যে কেউ একটু অভ্যেস করলেই এমনটা করতে পারবেন।

১৩ নভেম্বর 'দ্য টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিক সৌম্য ভট্টাচার্য ও 'প্রবাহ' টিমের সামনে আমাকে সত্যিকারের সম্মোহন, তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে বলতে হয়েছে। সম্মোহনের প্রয়োগ অন্যের ওপর করে দেখাতে হয়েছে। সে সবই 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিবেদন-টিতে এও প্রকাশিত হয়েছে—আমি কলকাতা পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মিস্টার আগরওয়ালের গ্রেফতার দাবি করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কলকাতা দূরদর্শনের প্রবাহ অনুষ্ঠানে দেখান হয়েছে প্রদীপের সম্মোহনের নামে বুজরুকি ফাঁসের নিউজ ফিচার এবং নিউজ ফিচারটি সপ্তাহের সেরা নিউজ ফিচার হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে প্রদীপ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি কলকাতা পুলিশের কমিশনারের কাছে। জানিয়েছি, প্রদীপ সম্মোহনের সাহায্যে যে অদ্ভুত সব কান্ডকারখানা ঘটিয়ে দেওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন তার তালিকা। জানিয়েছি, এইসব দাবি করে প্রদীপ 'The Drugs and Magic Remedies (Objectional Advertisement) Act 1954 লঙ্ঘন করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে। শুধু তাই নয়, প্রদীপ মিথ্যে দাবি করে ওয়ার্কশপের নামে আর্থিক প্রতারণা করছে—যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সঙ্গে প্রদীপের অদ্ভুতুড়ে দাবির প্রচারপত্র পাঠিয়েছি। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছেন, এমনটা আমার জানা নেই। তবে এটুকু জানি প্রদীপ বেশ কিছুদিনের জন্য কলকাতা ছেড়েছিলেন। প্রদীপের ব্যাপারে পুলিশের নীরবতা এটাই আরও একবার পরম সত্যকে উদ্ঘাটিত করে—এদেশে আইন-ভঙ্গকারীদের সঙ্গে আইনরক্ষকদের প্রেম বড়ই গভীর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : নয়

কামধেনু নিয়ে ধর্মব্যবসা

'কামধেনু' মাঝে মাঝেই পুরাণের কাহিনি থেকে উঠে আসে এখানে ওখানে। এবার কামধেনুর আবির্ভাব ঘটেছে হুগলি জেলার শ্রীরামপুরের 'টিনবাজার'-এ। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দশ মাসের বাছুর না প্রসব, না গর্ভসঞ্চার দিব্যি দুধ দিচ্ছে। খবর পেয়ে 'আজকাল'-এর তরফ থেকে ১ জানুয়ারি '৯৪ দৌড়লাম। সঙ্গী চিত্রসাংবাদিক কুমার রায়। গোটা কুড়ি গরু-মোষ নিয়ে গোয়াল ঘর। অনেক ভক্তের ভিড়। ভিড় ঠেকাতে বাঁশ বাঁধা হয়েছে। ভক্তদের হাতে হাতে ফুল, বেলপাতা, কলা, ধূপ, দুধ সংগ্রহ করতে ঘটি। বাছুরের মালিক বসনায়েক সিংহ বিহারের আরা জেলা থেকে ৩০ বছর আগে এখানে এসেছিলেন দুধের ব্যবসা করতে। এখন কামধেনুর ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে

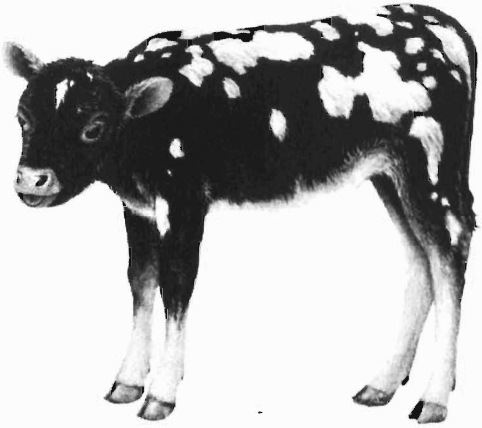

পড়ছেন। বসনায়েকের ব্যবস্থাপনায় দু'বেলা পুরুত আসছেন। ঘন্টা নেড়ে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করছেন কামধেনু।

৩০ ডিসেম্বর থেকে বসনায়েকের আস্তানার পাশে গজিয়ে উঠেছে অস্থায়ী দোকান। বিক্রি হচ্ছে ফুল, বেলপাতা, কলা, বাতাসা, ধূপ। ভিড় ভালই জমে উঠেছে। প্রণামীও পড়ছে। দিনে লাখ প্রণামী পড়ছে অন্তত ২০০ টাকা। এসব জানালেন ২৫ ডিসেম্বর থেকে ওখানেই থানা গেড়ে থাকা যুক্তিবাদী সমিতির শেওড়াফুলি শাখার ছেলে-মেয়েরা।

এ বছর দুর্গাপুজোর সপ্তমীর দিন প্রথম দুধ দেয় সংকর জাতের এই বাছুরটি। খবরটা হিন্দি দৈনিক 'বিশ্বামিত্র'তে প্রথম প্রকাশিত হয় ৬ ডিসেম্বর। তারপর থেকে ভিড় প্রতিদিন বেড়েই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চলেছে। ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বসনায়েক বিশ্বাস করতেন সংকর জাতের বাছুরের এমন দুধ দেওয়ার মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। হরমোন ইঞ্জেকশন দিলে গরু-মোষ দুধ বেশি দেয়, এটা বসনায়েক জানেন। এও জানেন, বাছুরকে হরমোন ইঞ্জেকশন দিলে গাভিন না হলেও বাঁটে দুধ আসে। এ-সবই বসনায়েক আমাকে জানিয়েছেন। তবে কামধেনুকে কোনও ইঞ্জেকশন দেননি, দিব্যি গেলে জানালেন। এখন বসনায়েক বাছুরটিকে 'কামধেনু' বা 'ভগবান' বলে কেন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন জিজ্ঞেস করায় জানালেন, 'বিন্ ইঞ্জেকশনে গরুর দুধ হয়, এমনটা কোনও দিন শুনিনি। ভক্তরাই এর নাম দিয়েছে 'কামধেনু'। যে যা অসুখ-বিসুখ সারাবার কামনা নিয়ে এই দুধ তিন ফোঁটা খাচ্ছে, অসুখ সেরে যাচ্ছে। এত ভক্ত সকলেই কি তবে ভুল করছেন?' জানি না, প্রণামী দিন দিন বেড়ে চলাটাই মিথ্যে বলার কারণ কিনা? আজকালের এই চিত্রসাংবাদিক কুমার রায় গোয়ালঘর থেকেই কিন্তু কুড়িয়ে পান অ্যাস্ট্রোজেন ইঞ্জেকশনের খালি অ্যাম্পুল। একই জিনিস এসেছে যুক্তিবাদী সমিতির উপস্থিত কর্মীদের হাতেও, রতন পালিত জানালেন।

বসনায়েককে বললাম, 'চারজন রোগী দেব, তাঁরা এখানে এসে আপনার সামনেই দুধ খাবে। না সারলে ধরে নেব, আপনি সবার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। আমার প্রস্তাবে রাজি আছেন?'

বসনায়েক জানালেন, 'আমার ইচ্ছে ছিল না হুজুর। নাম বলতে পারব না, তবে তারাই এটা নিয়ে ব্যবসা করছে। অবশ্য প্রণামীর ভাগ আমিও পাই। ওইসব চ্যালেঞ্জে আমি নেই।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন রোগ অনুসন্ধান আধিকারিক ডা: পরিতোষকুমার বিশ্বাসের মতে, 'ল্যাকটোজেনিক হরমোন ইনজেক্ট করে বকনার বাঁটে দুধ আনা সম্ভব। এমন যদি হয়, গরুটা গর্ভবতী হয়েছিল এবং কোনও কারণে গর্ভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা সম্ভব। শরীরের বিভিন্ন হরমোনের কাজের ভারসাম্যে পরিবর্তনের ফলে বকনার দুধ আসতে পারে। মোট কথা, বকনার বাঁটে দুধ শারীরিক নিয়মেই আসে। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। সংকর জাতের বাছুরদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বেশি ঘটে। প্রায় সব পশু চিকিৎসকেরই কম বেশি এমন ধরনের ঘটনা দেখার অভিজ্ঞতা আছে।

আর বকনার দুধ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করালেও দেখবেন তা সাধারণ দুধই, বাড়তি কোনও মাহাত্ম্য নেই। আমরা কামধেনুর গোয়াল থেকে যখন বের হচ্ছি, তখন দর্শক অন্তত ২০০। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই যুক্তিবাদী লিফলেট। শিরোনাম 'শ্রীরামপুরের কামধেনুর রহস্য ফাঁস।' স্লোগান ও পাল্টা স্লোগানের লড়াই চলছে দস্তুরমত—'গোমাতা কী জয়', 'যুক্তিবাদ জিন্দাবাদ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দশ

বরানগরের হানাবাড়ি : গ্রেপ্তার মানুষ-ভূত

শুরু থেকে বলি। স্থান বরানগর। মহারাজা নন্দকুমার রোডের একেবারে ভেতর দিকে একটি পোড়ো বাড়ি। ২৩৯ নং। ভূতের গল্পের সিরিয়াল তুলতে এমন বাড়িই পরিচালকেরা খুঁজে থাকেন। বাড়িটি দোতলা।

৩১ অক্টোবর ১৯৯৩ থেকে ঘটনার সূত্রপাত। ওপরে থাকেন বাড়িওলা অরুণ মান্না ও তাঁর পরিবার। কয়েক ঘর ভাড়াটে—পারুলবালা, তাপস, সমর। পারুলবালার সঙ্গে থাকেন তাঁর দুই মেয়ে মীরা আর বেলা।

৩১ অক্টোবর। প্রতিবেশীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজছে।

পারুলবালার পাশের ঘরের ভাড়াটে তাপস মণ্ডল। 'বিশ্বাস করুন' তাপস বলল, 'হঠাৎ,

জ্যান্তভূত শঙ্কর ভৌমিক *ছবি : অলককুমার মিত্র, আজকাল*

ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ! দেখলাম, আমার ঘরের দরজাটা খুলছে। আবার বন্ধ হয়ে গেল। আবার খুলল। এরকম চার বার।'

দেখলাম দরজায় হুড়কো নেই।

'ছিটকিনি দেওয়া ছিল?'

'ছিল বৈকি। কে যে খুলল!' তাপস বলল, 'দেখুন,..... এখনও কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।' তাপসের টেলারিংয়ের ব্যবসা।

এরপর থেকে নিত্য শুরু হল ভূতের উপদ্রব। শুরুর সময় রাত যখন ঠিক বারোটা। কোনও দিন পার্টিশনের ওপার থেকে উড়ে এসে পড়ল জলভর্তি মাটির কলসি। যেন মাধ্যাকর্ষণ-ফর্ষন সব বোগাস। এমনি তার চলন। শূন্যে উঠে চেয়ার-টুল দুলতে দুলতে আছড়ে পড়া হয়ে দাঁড়াল নৈমিত্তিক ঘটনা।

কথা বললাম, বাড়িওলা, ভাড়াটিয়া প্রত্যেকের সঙ্গেই। ভূতুড়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রত্যেকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তাঁদের চোখের সামনেই নাকি এইসব ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকেরই প্রথম ভূতুড়ে ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে ৩১-এর রাতে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বার বার দেখেছি অলৌকিক ঘটনা বা ভূতুড়ে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাজতে সব বয়সের নারী-পুরুষই নিপাট মিথ্যে বলতে থাকেন। সুতরাং এদের কাছ থেকে শুনে সত্যের ছাঁক্‌নিতে ছেকে যতটুকু নেওয়ার, ততটুকুই মাথায় রাখছিলাম।

পারুলবালা, মীর ও বেলা আলাদা আলাদা করে একটি কথা বলেছেন, ভূত রাতদুপুরে দরজা আঁচড়ায়। এটা বেশ কয়েকটা রাতে হয়েছে। এক রাতে তো দরজায় দমাদ্দম লাথি মেরে গেছে। অবশ্য তাঁরা এ-কথাও বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলেও তাঁরা কাউকে দেখতে পাননি।

পারুলবালা, মীরা, বেলা প্রতিবারই এই ঘটনায় সাংঘাতিক রকম ভয় পেয়েছিলেন, জানিয়েছেন। ভয় পাওয়া মানুষ প্রচণ্ড সাহস নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলবে—অসম্ভব। এই অংশটুকু মিথ্যে বলেছেন। আর এক দিক থেকে দেখলেও ব্যাপারটা সম্ভব নয়। সত্যিই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পাওয়ার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া, এটা সম্ভব নয়। অতএব.....

আমরা আজকাল পত্রিকার তরফ থেকে সরেজমিন তদন্তে গিয়েছিলাম ৯ নভেম্বর '৯৩। আমরা মানে আমি, সাংবাদিক রাহুল রায় ও চিত্র সাংবাদিক ভাস্কর পাল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের গুল শুনতে শুনতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য যা পেলাম তা হল : (এক) বাড়িওয়ালার বা তাদের পরিবারের সঙ্গে কোনও ভাড়াটেরই ঝগড়া নেই। (দুই) বাড়িটার ওপর কোনও প্রমোটারের নজর পড়েনি। (তিন) টুল, হাঁড়ি, কলসি শূন্যে ভাসার গল্পগুলো নিপাট মিথ্যে হলেও হঠাৎ মাটির কলসি মেঝেতে আছড়ে পড়ে ভেঙেছে। কলসি থাকত একতলার ছোট্ট এক ফালি বারান্দার একটা টুলের ওপর। (চার) বাড়িওয়ালা দোতলায় থাকেন। তাদের পক্ষে ঘটনাগুলো ঘটাতে যেটা সবচেয়ে বড় অসুবিধে, তা হল সিঁড়ি ভেঙে তাকে দোতলায় পালাতে হবে প্রতিবারই। এতে সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ পাওয়ার বা যে কোনও সময় ধরা পড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড ঝুঁকি থাকছে। কথা বলে আদৌ মনে হল না, এমন ঝুঁকি তাদের বাড়ির কারও পক্ষে নেওয়ার মতো মানসিক জোর আছে। (পাঁচ) প্রতিদিনই একটি ভাড়াটে পরিবারের ঘড়ে ভূতুড়ে উপদ্রব হয়েছে। পরিবারটি পারুলবালার। ওঁদের ঘরের দরজায় বারবার ভূত আঁচড়ায়, লাথি মারে। (ছয়) একতলায় একচিলতে বারান্দার এপাশে-ওপাশে এক একটি ঘর নিয়ে থাকেন এক একটি ভাড়াটে। যে কোনও ভাড়াটের পক্ষে নিজের ঘরের দরজা খুলে রেখে ভূতুড়ে কান্ড ঘটিয়ে দুটি মাত্র পদক্ষেপে নিরাপদে নিজের ঘরে ঢুকে পড়া সম্ভব। (সাত) বছরখানেক হল পারুলবালার পরিবারের সঙ্গে থাকেন শঙ্কর ভৌমিক—তাঁরই বোনপো। শোবার জায়গায় একটু অভাব তো আছেই। শঙ্কর রাতে শোয় কখন পারুলবালার ঘরে। কখনও শোয় বন্ধু হয়ে ওঠা ভাড়াটে সমরের ঘরে। (আট) পারুলবালার মেয়েরা যুবতী। সংসারের নিয়মিত আয় খুবই সামান্য। (নয়) শঙ্করের বয়স বছর পঁয়তিরিশ। সাধারণ চেহারা। অসাধারণ শক্ত মনের জেদি ছেলে। ফুটপাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস ফেরি করে পেট চালায়। পিছুটান নেই। বিয়ে করেনি। (দশ) একবার শঙ্করের বন্ধু সমরের ঘরেও ভূতের আবির্ভাব ঘটেছিল। ঘরের দরজায় ভূতের লাথি পড়েছিল। দরজার পাল্লার এক দিকের কাঠ ভেঙে ছিটকে পড়েছিল বারান্দায়। এখনও দরজার পাল্লাটা অমনই ভাঙাই পড়ে রয়েছে।

পাড়ার মানুষদের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে ওখানে গিয়েছিলাম। 'প্রেস' লেখা গাড়ি দেখে উৎসাহী জনতা কিছু হাজির হয়েছিলেন। আমরা যে যাব, সেটাও বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটেরা আগে থেকে জানতেন, কথা বলে বুঝেছিলাম, আমার পরিচয়টাও তাঁদের কারুরই অজানা ছিল না।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ভূতের উপদ্রব প্রতিদিন রাত বারোটা থেকে শুরু হয় শুনে জানালাম, 'এখন ফিরে যাচ্ছি, রাত বারোটার মধ্যে আবার হাজির হব, ভূতুড়ে কাণ্ড দেখতে।'

শঙ্কর হাত-টাত নেড়ে বলল, 'না না, ভূত তো আজ থেকে আর আসবে না।'

'কেন?' আমার প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর জানালেন, 'ভূতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়েছিলাম তান্ত্রিকাচার্য গণেশ মাইতির কাছে। তিনি সর্ষেতে মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। এই দেখুন না'—বলে সুতোয় বাঁধা সর্ষের একটা ছোট্ট পুঁটলি দেখাল। বলল, 'এই পুঁটলিটা এই ঘরের দরজায় তিনবার রাম নাম জপ করে বেধে দেব, আর ভূত আসবে না।'

শঙ্কর খুবই জেদি। 'আর সহ্য হয় না। আজই সর্ষে ঝুলিয়ে দেব।' জেদ ধরল শঙ্কর। শেষ কথাটা শঙ্করকে বলতে গাড়িতে তুলে আমরা নিয়ে গেলাম একটা মিষ্টির দোকানে। ওরই পছন্দমতো অনেক মিষ্টির অর্ডার গেল। খেলাম চারজনেই। খেতে খেতেই কথাটা বললাম, 'আজ রাতে বারোটার আগেই আবার আসছি। আজ তুমি কিছুতেই সর্ষে ঝোলাবে না। সর্ষে ঝোলানো হলে ভূত আসবে না, তাই তো? তুমি যদি ঝোলাও, আমরা ধরে নিতে বাধ্য হব, ভূতুড়ে কাণ্ড তুমিই ঘটাতে। আমাদের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে একটা অজুহাত তৈরি করে ভূতুড়ে কান্ড বন্ধ করতে চাইছ।

রাত বারোটার আগেই আমরা ফের ওই হানাবাড়িতে হাজির হলাম। আমি, রাহুল, ভাস্কর ছাড়াও বাড়তি একজন চিত্রসাংবাদিক সঙ্গী—অলককুমার মিত্র। শ'খানেক পাড়ার ছেলে বাড়ির বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বাড়িতে ঢুকে ভূত ধরা দেখতে চান। কিন্তু এমনটা হলে সত্যানুসন্ধান চালানো যায় না। থানায় একটা খবর দিয়ে এলাম। বাড়িতে ঢোকার মুখে পুলিশ বসে উৎসাহীদের হাত থেকে আমাদের বাঁচালেন।

গোটা বারান্দায় পাউডার ছড়িয়ে আমরা বসলাম শঙ্করের বন্ধুর ঘরে—যে ঘরের দরজা ভূতের পদাঘাতে ভেঙেছে অন্য ভাড়াটেদের ও বাড়িওয়ালাকে বললাম, আমাদের জানান না দিয়ে যেন একতলার বারান্দায় না আসেন। পাউডার ছড়াবার কারণ, কেউ ভূতুড়ে কান্ড ঘটাতে চাইলে আঁকা থাকবে তার পদচিহ্ন ও গতিপথ।

গল্প করে সময় কাটাচ্ছিলাম। সঙ্গীরা চিলতে বারান্দাটায় নজর রাখছিলেন। আমাদের নিজেদের মধ্যে আড্ডা জমে উঠেছে। আড্ডার বিষয় হিসেবে ফুটবল, ক্রিকেট, সিনেমা, ব্লু-ফিল্ম, রেড লাইট এরিয়া সবই ঘুরে-ফিরে আসছে। শঙ্কর ও বন্ধু সমর দু-জনকে ইনভলভ করে নিয়েছি। ওরা একটু একটু করে আমাদের সঙ্গে সহজ হয়ে গেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনি শোনাচ্ছে। একসময় এলো যখন দেখলাম আলোচনার বিষয় বৈচিত্র্যকে আমরা গুটিয়ে নিয়ে মদ আর মেয়েমানুষে এনে ফেলেছি। আমাদের কথার পিঠে পিঠে শঙ্কর শুনিয়েছে একাধিক মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কথা। কিন্তু সেখানেও অনেক লুকোচুরি। সুস্থ প্রেমের জায়গা কলকাতায় বা মফস্বলে শূন্য। পার্কে একটু বসলেই পুলিশ ও তাদের চামচাদের তোলা আদায়। এই মেয়েগুলো কেউ ধর্ষিত হয়ে চেঁচালে পুলিশের দেখা মিলবে না। কিন্তু আমরা অ্যাডাল্ট ছেলে ও মেয়ে পার্কে বসলে পুলিশের চুলকোয়! শঙ্কর এও জানিয়েছে, বিয়ে করতে ইচ্ছে তো করে, অনেক বছর ধরেই করে, কিন্তু বিয়ে করা সম্ভব হয়নি। সামান্য অনিশ্চিত আয়। কোথায় বাড়ি ভাড়া দেবে, কী করেই বা সংসার চালাবে? দুধের সাধ ঘোলে মেটায় অন্যভাবে। এইসব খোলা-মেলা কথা কখনই জেরায় আদায় করতে পারতাম না। অথচ খোলা-মেলা ভাবে কথাগুলো না জানলে ভৌতিক ঘটনা ঘটাবার উদ্দেশ্যই খুঁজে পেতাম না। অধরা থেকে যেত অপরাধী। মুখ খোলাতেই তাই ব্লু-ফিল্ম থেকে রেডলাইট এরিয়া এসেছে আমাদের আলোচনায়।

রাত দুটো বাজল। ভূতের দেখা নেই। তবে থানার মেজবাবু পুলিশ-জিপ নিয়ে দেখা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গেলেন। মেজবাবু চলে যাওয়ার পর শঙ্করকে বললাম, 'তাইতেই মীরা আর বেলাকে উত্যক্ত করতে ওদের দরজায় আঁচড়াতে, লাথি মারতে।'

শঙ্কর আমার বক্তব্যকে সোজাসুজি নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, 'কী যে উল্টোপাল্টা বলছেন।'

সহানুভূতির সঙ্গে বললাম, 'শঙ্কর এটা তোমার একটা মানসিক রোগ। তোমার প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই সহানুভূতি আছে। বিয়ে করার বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। সামনে কোনও আশার আলো নেই। নারী-সঙ্গ চাইছ। আন্তরিকভাবে চাইছ কিন্তু পাচ্ছ না। এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে তোমার যে ধরনের যৌন-বিকার দেখা দিয়েছে, তা অনেকেরই দেখা দেয়। তুমি যদি বলো, আমি তোমার মনো-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারি। তুমি তোমার মাসতুতো বোনেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে। কারণ তারা তোমার নাগালের কাছের যুবতী।

হাজারটা কথা হল। ঘড়ির ছোট কাঁটা তিনটের দিকে এগুচ্ছে। আমার অনেক চেষ্টার পরও শঙ্কর কিছু স্বীকার করল না। অতএব বাধ্য হয়েই আমাকে সহানুভূতির রাস্তা ছাড়তে হল। কড়া গলায় সমর ও শঙ্করকে বললাম, 'এ বাড়িতে ৩১ অক্টোবর থেকে প্রতিটি দিন ভূতের উপদ্রব হয়েছে। কিন্তু আজ ভূত আসবে না। সর্ষে বাঁধা হয়নি, তবুও ভূত আসবে না। কারণ ভূত কোনও দিনই এ-বাড়িতে আসেনি। সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে আপনারা নিজেরাই এ-ঘরের দরজা লাথি মেরে ভেঙেছেন। দরজা বন্ধ করে ভিতর থেকে লাথি মেরেছিলেন বলেই ভাঙা কাঠের তক্তা ছিটকে পড়েছিল বারন্দায়। ভূত বলে কিছুই নেই। এ বাড়িতেও যা হয়েছে তা কোনওটাই ভূতের করা নয়। সেদিন যখন দরজা ভেঙেছিল তখন আপনি নিশ্চয়ই এই ঘরে ছিলেন?' সমরকে জিজ্ঞেস করলাম আঙুল তুলে।

সমর প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন আমার কথা শুনে। প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললেন, 'শঙ্করও ঘরে ছিল।'

'লাথিটা কে মেরেছে? আপনি?' আবারও সমরকে কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

শঙ্কর হঠাৎ কেঁদে ফেলে পা জড়িয়ে ধরতে এলো, 'দাদা স্বীকার করছি, আমিই ভূত। আমিই লাথিটা মেরেছিলাম।'

'সমর সব জানত। তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তুমিই বোনেদের দরজায় আঁচড় কাটতে স্বীকার করছ?'

'করছি।'

'সেই তো স্বীকার করতে বাধ্য হলেই বাবা। তাহলে এতক্ষণ আমাদের খেলালে কেন? ভেবেছিলে অস্বীকার করেই পার পেয়ে যাবে?'

রাত তিনটে বাজে। পারুলবালার দরজার কড়া নাড়লাম। পারুলবালা দরজা খুললেন। বললাম, 'চলি ভূত আর আপনাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তবে এটুকু জেনে রাখুন—ওই ভূতটি ছিল মানুষ ভূত।'

'সবই শুনেছি বাবা। আমারই লজ্জা করছে। আপনার জন্য শঙ্কর, সমর এদের নতুন করে চিনলাম।' পারুলবালা ধীরে ধীরে কথাগুলো বললেন।

আমরা যখন বাইরে এলাম তখন শুধু সারি সারি মাথা। ভূত ধরা পড়ল কি না জানতে অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। দু-আঙুলে ভি দেখিয়ে গাড়িতে উঠলাম পুলিশের সহযোগিতায়।

সে-দিনই দুপুরে আজকাল দপ্তর থেকে খবর পেলাম, আমরা চলে আসার পর প্রতিবেশীদের কাছে শঙ্কর ও সমরের কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। শুরু হয় গণপ্রহার। পুলিশ শঙ্করকে জনরোষ থেকে উদ্ধার করে গ্রেপ্তার করে। ভূতের দোসর সমর ফেরার।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এগারো

এফিডেভিট করে ডাক্তারের প্রশংসাপত্র নিয়ে ওঝাগিরি!

ওপরের শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল 'আজকাল' পত্রিকায় ৮ ডিসেম্বর '৯৩-তে।

এমন ওঝার খবর পেয়ে 'আজকাল' পত্রিকার তরফ থেকে ছুটে গিয়েছিলাম। সঙ্গী ছিলেন চিত্রসাংবাদিক শিখর কর্মকার।

সত্যচরণ তরফদার। বয়স ৫৫। রানাঘাটের পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। পেশায় ওঝা। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দস্তুরমত এফিডেভিট করেই ওঝাগিরি করেন। ৩০ বছর ধরে চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। হাবিবপুর স্টেশন থেকে মিনিট দশ হাঁটলেই তাঁর বিশাল একতলা বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার মুখে, ডানদিকে মনসা মন্দির। দোরগোড়ায় দুধসাদা অ্যাম্বাসাডার মার্ক ফোর। সম্প্রতি কিনেছেন। কিনেছেন রাঘব বাজারের কাছে ১০ কাঠা জমিও। চার ছেলে। তিন মেয়ে। ওঝাগিরির আয়ে চকচক করছে তাঁর সংসার। দুই মেয়েকে ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছেন। বাবার পিঠে হেলান দিয়ে তিন ছেলেও দাঁড়িয়ে গেছে। ছোট মেয়ে এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে। ছোট ছেলেও নাইনের ছাত্র। বাড়িতে উপচে পড়ছে নানাজনের প্রশংসাপত্র। তাঁদের কেউ ডাক্তার, কেউ মোক্তার, কেউ বা পার্টির নেতা। সত্যচরণের উচ্চতা মাঝারি। চেহারাও সাধারণ। কিন্তু এলাকায় কেউকেটা। গত পাঁচ বছর রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। বরাবর সি পি এম করেন। তন্ত্রসাধনায় হাতে খড়ি ৩০ বছর আগে। গুরুর নাম কাফরি দাস। সত্যচরণ মন্দিরেই তন্ত্রসাধনা করেন। তাঁর মানুষ-প্রমাণ মনসামূর্তির পায়ের কাছে সাজানো আছে খুলি, শুয়োরের চোয়াল ও পাঁচটি শকুনের হাড়। মন্দির চত্বরে বসেই সত্যচরণ জানালেন, 'গত তিরিশ বছরে সাপে-কাটা মানুষ বাঁচানোর হিসেব পাচ্ছি ৫ হাজার ৬-শোর মত। বাকিদের হিসেব নেই। ঠিকমতো রাখতে পারিনি। আমার হাতে একটাও সাপে-কাটা রোগী মরেনি।

তাঁর দাবি উড়িয়ে দিলেন এক পড়শি। বললেন, 'বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী এলেই সত্য চরণ হাসপাতালে পাঠাতে বলেন।' একই অভিযোগ সত্যচরণের বহু পড়শির, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা নাম প্রকাশে রাজি হলেন না, সত্যচরণের রাজনৈতিক প্রভাবের কথা ভেবে। পড়শিদের অভিযোগটি সত্যচরণের কাছে হাজির করতেই বললেন, 'হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে। সেই সব রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলি, যাদের ঢোঁকটুকুও গেলার অবস্থা নেই। আমি মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে নাগদময়ন্তী গাছের শিকড় বেটেও খাওয়াই। দুয়ে মিলে রোগী সারে।'

আমার অনুরোধে মন্ত্রটা পাঠ করলেন। মন্ত্র টেপবন্দি করলাম। সত্যচরণ জানালেন, সাপে-কাটা রোগীকে নাগদময়ন্তী গাছের শিকড় বেটে খাওয়াবার পাশাপাশি মন্ত্রের টেপটা একবার বাজালেও, রোগী বাঁচবে। উর্দু, হিন্দি ও বাংলা মেশানো চল্লিশ সেকেন্ডের মন্ত্র। শুধু মানুষ নয়, একইভাবে পশুকেও বাঁচানো যায়। সম্প্রতি একটি গরুকেও নাকি এভাবে বাঁচিয়েছেন। বললাম, 'এ বাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ সাপই তো নির্বিষ। সুতরাং নির্বিষ সাপে-কাটা রোগীই তো আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কাছে বেশি আসতে বাধ্য। আর তাঁরা বাঁচবেনই, আপনি, কিছু করুন বা না করুন। বিষাক্ত সাপে কাটলেই রোগীকে আপনি হাসপাতালে পাঠান। বাঁচানোর ক্ষমতা আপনার নেই, এটা জানেন বলে—এই অভিযোগ যদি আপনার বিরুদ্ধে আনি, কী বলবেন?'

'আপনার কথার উত্তর দেবে দু'জন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সার্টিফিকেট।' দুটি বাঁধানো প্রশংসাপত্র তুলে দিলেন আমার হাতে। একটি দিয়েছেন ডাঃ আশিসকুমার মজুমদার, এম বি বি এস, ডি টি এম অ্যান্ড এইচ (ক্যাল), এফ আর এস টি এম অ্যান্ড এইচ (লন্ডন) রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৭৮৬৪। ডাঃ মজুমদারের ইংরেজি প্রশংসাপত্রের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, সত্যচরণ তরফদার 'সাপে-কাটা রোগীর ক্ষেত্রে একজন বিখ্যাত ওঝা। ...' কিছু বিষাক্ত সাপে-কাটা রোগী তাঁর হতে আরোগ্যলাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে, সকলকে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানাচ্ছি।' দ্বিতীয় প্রশংসাপত্রটি ডাঃ সলিল মুখার্জি, এম বি বি এস, ডি পি এইচ (ক্যাল) দিয়েছেন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২৩৮২২। তিনি শুধু লিখেছেন, ওঝা সত্যচরণ বাতব্যাধি ও সাপে-কাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

রামনগর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে নিয়ে গেলেন সত্যচরণবাবু। পঞ্চায়েত প্রধান দীনেশচন্দ্র ঘোষ সত্যবাবুর ওঝাগিরির প্রচুর প্রশংসা করলেন। দীনেশবাবু পঞ্চায়েত প্রধানের রাইটিং প্যাডে সত্যচরণ সম্পর্কে লিখেছিলেন, '... দূর-দূরান্ত হইতে সাপের কাটা রুগীগণ সুচিকিৎসার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন এবং প্রতিটি রুগীই সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান।'

হাবিবপুরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ পরমার্থ চ্যাটার্জি জানালেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিষাক্ত সাপে-কাটা রোগীর একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ অ্যান্টি ভেনম সিরাম নেই। দীর্ঘ দিন ধরেই নেই। তাই বোধহয় সাধারণের শেষ ভরসা ওঝাই।

ডাঃ সলিল মুখার্জির সঙ্গে তাঁর রানাঘাটের বাড়িতে দেখা করি। স্মার্ট মানুষ। সরাসরি অস্বীকার করলেন, 'ওঝাকে আমি কোনও সার্টিফিকেট দিইনি।' সার্টিফিকেট দেখাতে বয়ান বদলে বললেন, হ্যাঁ সত্যচরণ বলেছিল, তাই এ সব লিখে দিয়েছি।

এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডাঃ জ্যোতির্ময় মজুমদারের দ্বারস্থ হলাম। বললাম, ওঝাকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন দুই ডাক্তার। এটা সম্পূর্ণ বে-আইনি কাজ। তাঁদের এই সার্টিফিকেটে বিশ্বাস করে কোনও বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী গেলে মৃত্যু অনিবার্য। এই মৃত্যুর দায় অবশ্যই এই দায়িত্বজ্ঞানহীন চিকিৎসকের।

জ্যোতির্ময়বাবু জানালেন, খোঁজ-খবর না করে এ রকম সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক নয়। কেউ দিয়ে থাকলে তাঁদের শাস্তি হবে। রেজিস্ট্রেশনও বাতিল হতে পারে। সত্যি কি দুই ডাক্তারের শাস্তি হবে? দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি? আমাদের সমিতির তরফ থেকে দুই ডাক্তারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম।

৭ জানুয়ারি ১৯৯৪ আজকাল পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি এই :

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার ডি কে ঘোষ শোকজ করেছেন ডাঃ আশিস মজুমদার এবং ডাঃ সলিল মুখার্জিকে। নদীয়ার হবিবপুরের এক ওঝা সাপে-কাটা রোগীদের বাঁচিয়ে দিয়েছে—এই সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যই শোকজ। যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ জানিয়েছেন, শোকজের খবর ডি কে ঘোষ চিঠি মারপত তাঁকে জানিয়েছেন। এই ওঝার সম্পর্কে প্রতিবেদন তিনিই পেশ করেছিলেন আজকালে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার দু'জন অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে পার পেয়েছেন। এটা একটা ঘটনা। একটা ইতিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : বারো

‘গ্যারান্টি চিকিৎসা’র নামে হত্যাকারীর ভূমিকায় সর্পবিদ হীরেন রায়

হীরেন্দ্রকুমার রায় ওরফে হীরেন রায় সর্পবিদ হিসেবে সম্প্রতি যথেষ্ট প্রচার পেয়েছেন। সাপ সম্বন্ধে বাস্তবিকই অনেক কিছুই জানেন। আর জানেন বলেই দেশ জুড়ে মেলায় মেলায় ঘুরে সাপের প্রদর্শনী করেন। অনেক সাপের সঙ্গে একই খাঁচায় থাকছেন, খাচ্ছেন, শুচ্ছেন। সাপেদের মধ্যে গোখরো, কেউটে, শাঁখামুটে, কালাজ, চন্দ্রবোড়ার মতো বিষাক্ত সব সাপও থাকে। এক একটা সাপ তুলে নিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। সাপ নিয়ে যে-সব কুসংস্কার ও ভুল ধারণা সাধারণের মধ্যে আছে, তা ভাঙিয়ে দেন ঝক্‌ঝকে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। এতদূর পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। গোলমালটা হীরেন রায়ের একান্ত নিজস্ব সাপে কাটার চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে। চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সরল। বিষাক্ত সাপে কাটা রোগীকে আদার রস খাইয়ে দিন। রসে জল বা নুন মেশাবেন না। আসলে শুধু নির্ভেজাল আদার রসই খাওয়াবেন। তাহলেই নিশ্চিন্ত। হীরেনবাবু হেঁকে-ডেকে একথাও বলেছেন, ‘হাসপাতাল যে সাপে কাটা রোগী বাঁচাতে পারবে না বলে ফেরত দেবে, তাকেও গ্যারান্টি দিয়ে বাঁচিয়ে দেব।’ মুশকিল হ'ল তাঁর এই সহজ-সরল পদ্ধতি কতটা কার্যকর, সে নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আরও মুশকিল কী জানেন, হীরেনবাবুর আবিষ্কৃত এই চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর হীরেনবাবুর নিজেরই গভীর সন্দেহ আছে। হীরেনবাবু নিজে সাপের ছোবল খেলে আদার ওপর ভরসা না হাসপাতালে দৌড়োন—এ খবরও পেয়েছি।

হীরেনবাবু বিভিন্ন শিক্ষামূলক (?) সাপের প্রদর্শনীতে আদা চিকিৎসা নিয়ে বুক ঠুকে বলেছেন। বলছেন, বিভিন্ন পত্রিকার সাক্ষাৎকারে। ফলে তিনি শুধু একটা অপরীক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসার কথা বলে বিজ্ঞানের বিরোধিতাই করছে না, মানুষের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলছেন।

এমনই এক ছিনিমিনি খেলায় হীরেন রায়ের হাতে প্রাণ দিয়েছেন চাকদহের ঈশাননগরের পঁচিশ বছরের তরতাজা তরুণ দীপক রায়। গত বছর জুলাইতে সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ সাপে কাটে দীপককে। চাকদার লাগোয়া পায়রাডাঙার প্রীতিনগরে থাকেন হীরেনবাবু। সন্ধে সাতটার মধ্যেই দীপককে হীরেন রায়ের কাছে হাজির করা হয়। তার পরের ঘটনা, দীপকের বিধবা পত্নী জয়ন্তীর লেখা চিঠি থেকে তুলে দিচ্ছি : ‘সন্ধে ৭টার থেকে আদার রস খাইয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মারা যায়। এই ঠগের জন্য আমি স্বামী হারিয়েছি। আর কেউ যাতে আমার মতো স্বামী না হারায় তার ব্যবস্থা করবেন।’

২০ মার্চ '৯৪ দীপকের স্ত্রী চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। সেদিনই হীরেনবাবুকে কোথায় পাওয়া যাবে? খোঁজ করতে জানতে পারলাম, তাঁর ‘শিক্ষামূলক’ প্রদর্শনী চলছে উত্তর চন্দননগরে। আয়োজক কল্কি সঙ্ঘ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বিকেলেই হাজির হলাম। সঙ্গী 'আজকাল' পত্রিকার চিত্র সাংবাদিক শিখর কর্মকার।

রাজরাজেশ্বরী পুজো উপলক্ষে ১৮ মার্চ থেকে ২১ মার্চ কল্কি সংঘের ময়দানে হীরেনবাবুর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

'প্রেস' লেখা গাড়ি দেখে কিছু উৎসাহী হাজির হলেন। তাঁদের কাছে খবর পেলাম, এখানেও হীরেনবাবু আদার রসের গপ্পো বলে চলেছেন।

কল্কি সংঘের ময়দানে যখন হাজির হলাম তখন প্রদর্শনী শুরু হয়নি। ক্লাব ঘরে হীরেনবাবুর দেখা পেলাম।

শর্ট হাইট। স্বাস্থ্যবান। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। আমাকে দেখে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে মেপে সৌজন্যের হাসি হাসলেন। 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন হীরেনবাবু।

দীপকের বিধবা পত্নী জয়ন্তীর চিঠিটা হীরেনের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'পড়ুন'।

পড়তে পড়তে বার কয়েক পড়া বন্ধ করে আমাকে দেখছিলেন। ঝট্‌পট্‌ কথা বলেন। চিঠিটা আমার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না।'

'বলতে তো আপনাকে হবেই হীরেনবাবু। কেন আপনি আদার রস খাইয়ে দীপকের ওপর আপনার হাতুড়ে বিদ্যে প্রয়োগ করতে গেলেন?'

ইতিমধ্যে আমাদের আসার খবর পেয়ে কল্কি সংঘের কয়েকজন কর্তা হাজির হয়েছেন। তাঁদেরই একজন আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা প্রশ্ন করার কে মশাই? কোন্‌ পত্রিকা থেকে আসছেন?' বললেন, 'আপনাদের প্রেস কার্ড দেখি।' শিখর তাও দেখালেন। 'তা আপনাদের আসার উদ্দেশ্যটা কী?' চিঠিটা এবার প্রশ্নকর্তার হাতে তুলে দিলাম। উনি পড়লেন। ফেরত দিলেন বললাম, 'হীরেনবাবুর গ্যারান্টি চিকিৎসায় দীপক প্রাণ দিয়েছেন। তাঁর এমন অপরীক্ষিত চিকিৎসায় আরও প্রাণ যাতে না যায়, তার জন্য দীপকের বিধবা পত্নী আবেদন জানিয়েছেন। এ আবেদন শুধু আমাকে নয়। আপনাকেও। আপনার সমাজের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা নিশ্চয়ই আছে। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, গ্যারান্টি চিকিৎসার নামে বিজ্ঞাপন-বিরোধী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার। আপনার এখানেও হীরেনবাবু বিজ্ঞান বিরোধী বক্তব্য রাখছেন খবর পেয়েছি। তিনি বাস্তবিকই প্রমাণ করতে পারবেন তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতা? এই নিয়েই হীরেনবাবুর সঙ্গে কিছু কথা বলতেই এখানে আমাদের আসা।'

কল্কি সংঘের কর্তাটি দেখলেন আমাদের টেপ রেকর্ডারটির দিকে। তারপর প্রচণ্ড রকম ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আপনার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করুন। হীরেনবাবু আপনাদের ইন্টারভিউ দেবেন না। আরে মশাই আদার রস খেয়ে সত্যিই বিষাক্ত সাপে কাটা রোগী বাঁচে কি না—জানি না, জানতেও চাই না। হীরেনবাবু তাঁর মত প্রচার করছেন। যে কোনও মত যে কোনও লোকের প্রচার করার স্বাধীনতা আছে। কেউ সেই মত গ্রহণ করবে কি করবে না, সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার। আপনারা মশাই হীরেনবাবুর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেবার কে? 'আজকাল'কেও চিনি, আপনাকেও চিনি। যা পারেন করুন গে, যা ইচ্ছে লিখুন গে। এখন এখান থেকে বিদায় হোন।'

'এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বললাম, আপনার নামটাই জানা হল না। তা মশাইয়ের নাম?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বলব না।'

'ভয় পেয়েছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

'আপনাদের? কেন ভয় পাব মশাই?'

'ওই, আপনার নাম জানলে যদি লেখাতে আপনাকে নিয়ে টানাটানি করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুই শিশু নিয়ে বিধবা জয়ন্তী রায়ের চিঠির প্রসঙ্গ আবার টেনে আনলাম। চাইলাম নব্য কল্কে অবতারটিকে নরম করে কার্যোদ্ধার করতে। উল্টে কল্কে সঙ্ঘের অবতারটি আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কত লোক তো সার্টিফিকেটওয়ালা ডাক্তারদের দেওয়া ওষুধ খেয়ে মরছে, কী হচ্ছে মশাই?' নয়া কল্কি অবতার হীরেনবাবুর বেআইনি চিকিৎসাকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করলেন।

তাঁর কথার তোড়ের মধ্যেই হীরেনবাবুর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, '৯১-এর এপ্রিলে কৃষ্ণনগরে বারদোলের মেলায় আপনাকে চন্দ্রবোড়া কামড়ে ছিল। আপনি তখন শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, নিজের চিকিৎসা করাতে। কেন নিজের চিকিৎসা নিজে করলেন না হীরেনবাবু?'

বেঁটে-খাটো, শক্ত-পোক্ত, ফ্রেঞ্চকাটে শোভিত হীরেনবাবু সাপের মতই ফোঁস করে উঠলেন, 'ওখানে আদা পাইনি, তাই...' আমার সঙ্গী চিত্র-সাংবাদিক শিখর কর্মকার ক্যামেরার শাটার

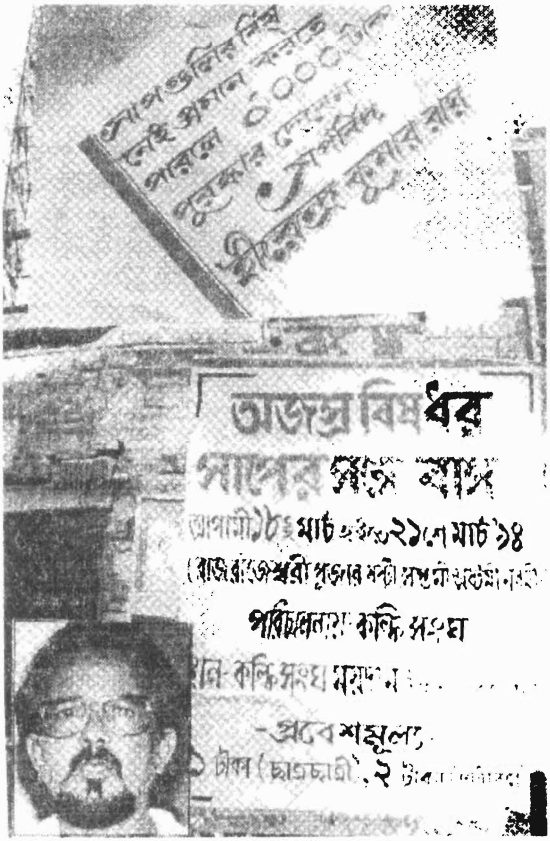

আদার রস খাইয়ে সাপে কাটা রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফেরাবার দাবিদার হীরেন্দ্রকুমার রায়ের প্রচার পোস্টার। চন্দননগরের গড়বাটিতে। ইনসেটে 'সর্পবিদ'। *ছবি : শিখর কর্মকার, আজকাল*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
টিপতেই হীরেনবাবু রাগে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনার ফিল্ম খুলে নেব।' শান্ত গলায় বললাম, 'নি-ন'। হীরেনবাবু দাঁত কড়মড় করলেন। বললাম, 'এটুকু জেনে অবাক হলাম কৃষ্ণনগরে আদা পাওয়া যায় না। কিন্তু যে-সব স্থানীয় যুবক আপনাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, তাঁরা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছেন, আপনি প্রচুর আদার রস খেয়েছিলেন।

হীরেনবাবু আমার কথার জবাব দেননি।

হীরেনবাবুকে বলেছি, 'আপনি যে আদার রস খাইয়ে সাপে কাটা রোগী সারাবার দাবি করে চলেছেন, সেই দাবিকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আপনি কোনও পশুকে বিষাক্ত সাপে কাটার পর বাঁচাতে পারলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। চ্যালেঞ্জের ব্যবস্থার সব খরচও আমাদের সমিতি বহন করবে। হারলে আপনাকে একটি টাকাও দিতে হবে না। কিন্তু বন্ধ করতে হবে আপনার আদার বুজরুকি। বন্ধ করতে হবে আপনার ভয়ংকর এই জনজীবন নিয়ে খেলা।'

না হীরেনবাবু আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জ নেননি।

আজকাল পত্রিকায় ৩০ মার্চ হীরেনবাবুর অদ্ভুতুড়ে চিকিৎসা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। শিরোনাম ছিল 'গ্যারান্টি চিকিৎসা'র নামে একটি হত্যা। প্রতিবেদনটির শেষ বাক্য ছিল এই—আমরা এ-দেশের নাগরিক হওয়ার সুবাদে, হীরেন রায়ের বেআইনি চিকিৎসায় দীপক রায়ের মৃত্যুর জন্য হীরেন রায়ের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারের কাছে দাবি রাখছি।

কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে দাবিটি আজও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। তারপরও এই সরকার যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে আহ্বান জানান, তখন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছু বেরিয়ে আসা কি সম্ভব—প্রিয় পাঠক-পাঠিকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তেরো

'চলো যাই ফকিরবাড়ি'

শুনেছিলাম 'ফকিরবাড়ি' কল্যাণীর কাছে। কিন্তু বারাসত পার হওয়ার পরই রাস্তার দু'ধারে চোখে পড়তে লাগল, স্লোগান-লেখা রঙিন পোস্টার—'চলো যাই ফকিরবাড়ি'। এই পোস্টার কলকাতার রাস্তায় আর লোকাল ট্রেনের কামরায় প্রায়ই চোখে পড়ে আজকাল। কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটারের পথ গাদামারা হাট। হাট পেরলেই ডাইনে খোয়ার রাস্তা। ও রাস্তা ধরে এগোলে

ফকিরবাবা

পথ হারাবার উপায় নেই। প্রতিটি ল্যাম্প-পোস্টে পথ-নির্দেশ : 'ফকিরবাড়ি এই পথে।'

হাইওয়ে ছেড়ে ২ কিলোমিটারের পথ গাজিপীরের মাজার। মাজারের কোল ঘেঁষে বাংলো প্যাটার্নের একতলা 'ফকিরবাড়ি'। অঞ্চলটার নাম 'পশরডাঙা'। ফকির এস পি আলি ওরফে শেখ পাঞ্জাব আলির বয়স ৫৮ চলছে। দেখলে অবশ্য ৪০-এর ধারে কাছে বলেই মনে হবে। কথাবার্তায় ভীষণ রকম ঝকঝকে। শৈশব থেকেই কবিরাজি ওষুধ, মলম, মাজন ইত্যাদি বানিয়ে বিক্রি করছেন বাংলা, বিহার আসাম, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের হাটেবাজারে। ফকিরসাহেব জানালেন, ওঁর বাপঠাকুর্দারা ছিলেন এ গাঁয়ের জমিদার। বংশপরম্পরায় পীর ওঁরা। পীরের বংশধর হিসেবে শৈশব থেকেই টুকটাক অলৌকিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন ফকির এস পি আলি। চূড়ান্ত অধিকারী হন ১৯৮৭-র সবে বরাত-এর রাতে। বন্ধ ঘরে একা বসেছিলেন ফকির সাহেব। হঠাৎই তাঁর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হাজির হলেন মাজারের পীর মানিকপীর। মানিকপীরকে মানুষ শেষ দেখেছিল, তা প্রায় ৫০০ বছর আগে। মানিকপীর দুয়া-কালাম করে তিনবার ফুঁ দিলেন ফকির সাহেবের শরীরে। বললেন, 'তোরে দিয়েই আমি মানুষের উপকার করব।' মানিকপীর মিলিয়ে গেলেন। কিন্তু মেলাল না মানিক পীরের কথার সত্যতা। তারপর থেকে নিশ্চিত প্রতিকারের জন্য শনি, মঙ্গল, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন। কঠিন রোগ, বিবাহে বাধা, প্রেমে বিরোধ, চাকরিতে বাধা, বাণমারা রোগী, ভূতে পাওয়া, জিনে পাওয়া, এমনি সাত-সতের সব সমস্যারই গ্যারান্টি দিয়ে সমাধান করেন। গ্রহের বিরূপতারও প্রতিকার করেন। ভাগ্য জানতে হাত দেখার ছক দেখার প্রয়োজন হয় না। মানিকপীরের কৃপায় মানুষ দেখলেই ভূত-ভবিষ্যৎ জানা হয়ে যায় তাঁর। এসব ফকির সাহেবই বললেন। আমি শুধু কথাগুলি ক্যাসেটবন্দি করলাম।

একইভাবে আগুনের গোলা করছেন এক সাধু

এটা ছিল প্রথম সাক্ষাৎকার ১০ সেপ্টেম্বর '৯৩ শনিবারের বিকেলে। সেদিন কথার মাঝখানে হঠাৎই উত্তেজিতভাবে ফকির সাহেব বললেন, 'যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষকে ৫০ হাজার টাকা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি : উনি প্রমাণ করুন, আমি বুজরুক।' আমাকে চিনতে পারলেন না। দাবি মতো যদিও মানুষ দেখলেই মানুষটির নাড়ি-নক্ষত্রের খবর জানার কথা তাঁর। তবু, আর একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। গলার স্বরে আকুতি মিশিয়ে বললাম, 'বয়স হল ৫০। বিয়ে হয়নি আজও। মা মারা গেছেন। বাবা হাঁপানি রোগী। যাকে ভালবাসতাম, তার ব্লাড-ক্যানসার ধরা পড়ল। আমার সঙ্গে বিয়ের তারিখ ঠিক হওয়ার পর, হপ্তা ঘোরার আগেই ওর মৃত্যু। সেই শোক, স্মৃতি আজও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তবু, এখন বিয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। কিন্তু দ্বিধা-সঙ্কোচ আজ বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বিয়ে কি সত্যিই হবে?'
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ফকিরবাবা ধ্যানস্থ হলেন। একটু পরেই বললেন, 'আপনার বিয়েতে বাধা দিয়েছে আপনার প্রেমিকার মৃত্যু। সে মৃত্যু-শোক আজও ভুলতে পারেননি। দেখতে পাচ্ছি, আপনার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে-শোক আপনি সহ্য করেছেন। আমি একটা তাবিজ করে তাবিজ দিচ্ছি। আমি মানিকপীরের নামে বলছি, এটা ডান হাতে ধারণ করলে, কয়েক মাসের মধ্যে আপনার কুমার-জীবনের অবসান ঘটবে।' বেরিয়ে আসছি, ফকির সাহেব বললেন, 'অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় আসুন। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন আমার ক্ষমতা।' ফকির সাহেবের কিছু আপনজন ধারালো দা দিয়ে বাখারি চাঁচতে চাঁচতে আমাদের দেখলেন আড়চোখে।

২৮ ডিসেম্বর, '৯৩ মঙ্গলবার। ভরা পূর্ণিমা। বিকেল হয় হয়। ফকির সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা ক্যামেরায় বন্দি করতে ভিডিও ক্যামেরাও সঙ্গে নিয়েছি। ফকিরবাড়ির ১০ কিলোমিটার দূরে ওই অঞ্চলের থানা আমডাঙা। থানায় আমাদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে সঙ্গে নিলাম দুই তরুণ পুলিস অফিসার সুপ্রিয় দাস ও গৌতম ঘোষকে। আজ বেজায় ভিড়। শুনলাম, সকাল থেকে ভিড় পাতলা হতে হতে এখন পড়ে আছে শুধু তলানি। কালো লুঙ্গি, কালো আলখাল্লা, মাথায় কালো রুমাল, চোখে চশমা—ফকিরবাবা বাড়ির লাগোয়া খোলা মাঠে বসেছেন। মাটির তৈরি তিনটি প্রদীপ জ্বলছে। ফকিরের বাঁ পাশে একরাশ পাকানো কাপড়ের মোটা পলতে। ডান পাশে সাজানো রয়েছে ধুনো আর কর্পূর গুঁড়ো। ফকির সাহেবকে ঘিরে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে মোট সিঁদুরের আলপনার গণ্ডি। ভক্তদের বেশিরভাগই দরিদ্র। তবে মধ্যবিত্ত এবং অর্থ-সাচ্ছল্যে ঝলমলে চেহারার নারী-পুরুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। যে কেউ, যে সমস্যা নিয়েই আসুন, নিদান একটাই। সমস্যাক্লিষ্ট মানুষটি এসে বসছেন গণ্ডির ভেতর ফকিরের মুখোমুখি। ফকির সাহেব একটা কাপড়ের পলতে প্রদীপের তেলে ভিজিয়ে, প্রদীপের আগুনে জ্বালিয়ে নিয়ে যতক্ষণ বাঁ হাত নাড়তে নাড়তে দুয়া-কালাম করছেন, ততক্ষণে ফকিরের কোন এক সহযোগী সমস্যাপীড়িত মানুষটির আপাদমস্তক ঢেকে দিচ্ছেন ভিজে কাপড়ে। আর এক সহযোগী এই সময় ফকিরের প্রসারিত ডান হাতের তালু ভর্তি করে দিচ্ছেন ধুনো আর কর্পূরের মিহি গুঁড়োয়। তার ওপর চাপাচ্ছেন মেটে সিঁদুর আর ফুল। হঠাৎ এক বিকট চিৎকার ছাড়ছেন ফকির, 'মা-লি-ক'! ছুড়ে দিচ্ছেন মুঠোবন্দি হাত। 'বু-উ-ম'—একটা গম্ভীর আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে একটা আগুনেরগোলক। কাপড় জড়ানো মানুষটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে অগ্নিগোলক মুহূর্তে লাফিয়ে উঠছে ১০/১২ ফুট। সে এক দারুণ উত্তেজক দৃশ্য। এমনই তিনবার অগ্নিগোলক সৃষ্টির পরই তাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে পাশে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে স্নান করানো হচ্ছে এক হাঁড়ি জল মাথায় ঢেলে। স্নান শেষ হতেই ফকির সাহেবের এক সহকারী হাতে বেঁধে দিচ্ছেন তিন ফেত্তা দেওয়া মোটা সাদা সুতো। সহকারীটির শুকনো চেহারা। কাঁচা-পাকা চুল। কাঁচা-পাকা ছাগল দাড়ি। পরনে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। মাথায় সাদা টুপি।

গণ্ডি থেকে একজন উঠছে, আর একজন বসছে। যে উঠছে, সে স্নান করছে, হাতে সুতো বাঁধছে, প্রণামী দিচ্ছে ফকির সাহেবের বউয়ের হাতে। এমনটাই চলছিল। হঠাৎই দেখা গেল ফকিরের ছুড়ে দেওয়া ধুনো-কর্পূর-সিঁদুর-ফুল আগুনের গোলা হয়ে লাফিয়ে উঠল না! ফকির আবারও 'মা-লি-ক' হুংকার ছুড়ছেন। ধুনো ইত্যাদি এ-বারও আগুনের গোলা তৈরি হল না ভিজে কাপড় জড়ানো মানুষটিকে ঘিরে।

ফকির হুংকার ছাড়লেন, 'কেউ নিশ্চয়ই, দু-হাত একসঙ্গে ধরে আছেন। হাত ছাড়ুন এক্ষুনি, হাতে হাত ধরে রেখেছেন বলেই আগুনের গোলা তৈরি হচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দর্শক ও ভক্তদের মধ্যে একটা গুঞ্জন, নড়াচড়া। ফকির আবার ধুনো টুনো নিয়ে ছুড়লেন, এ-বার আগুনের গোলা লাফিয়ে উঠল। ভক্তেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটা বড় ধরনের অঘটনের হাত থেকে যেন বাঁচলেন!

ছবি তোলার বিরতি নেই। আজকাল পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিক শান্তি সেনের ক্যামেরার পাশাপাশি ভিডিও ক্যামেরাতেও ছবি তুলছি। সব কিছু মিলিয়ে ফকির সাহেব আজ খুব ফর্মে আছেন বুঝলাম। আমাকে উদ্দেশ করে কিন্তু সক্কলকে শোনাতে বাজখাই গলায় চেঁচালেন, 'বিজ্ঞানের যত বড় ডিগ্রি নিয়ে কেউ আসুন না কেন, এমনটা ঘটাতে পারবেন? এ-সবই মানিকপীরের ক্ষমতার চমৎকার! আনুন না যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষকে। ও তো বলে যুক্তিবাদী, সত্যানুসন্ধানী। সত্যানুসন্ধান করে বলুক—আমি বুজরুক, নাকি এটা অলৌকিক ক্ষমতা? আপনাদের পত্রিকায় লিখুন প্রবীর ঘোষকে পঞ্চাশ হাজার টাকা চ্যালেঞ্জ করছি। ও এসে করুক এ-রকম আগুনের গোলা তৈরি। প্রবীর ঘোষ সৎ হলে এখানে আসবে, আমার অলৌকিক ক্ষমতাকে মানবে, আমার হয়ে প্রচার করবে।'

আমি জুতো খুলে গণ্ডির ভিতর ঢুকলাম। জুতো খোলার কারণ—তৈরি হয়ে থাকা পাবলিক সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দেওয়া। সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আমাদের দুজনকে ঘিরে। সকলেরই কান খাড়া।

সকলকে শোনাবার মতো গলা চড়িয়ে বললাম, 'গত ২০ নভেম্বর আপনার এখানে এসেছিলাম। আপনি আপনার অলৌকিক শক্তির সাহায্যে আমার জীবনের অনেক অতীত ও ভবিষ্যতের কথা শুনিয়েছিলেন।'

আমার কথার মাঝখানে ফকির সাহেব বললেন, 'আমার আর অলৌকিক ক্ষমতা কোথায়? আপনি যা দেখছেন, সে-সবই মানিকপীরের কৃপা।'

বললাম, 'আপনি সেদিন বলেছিলেন আমার বিয়ে হয়নি প্রেমিকার শোকে। ভুল বলেছিলেন। আমি বিয়ে করেছি ২৫ বছর আগে। স্ত্রী জীবিত। বলেছিলেন, আমার মা মারা গেছেন। তাও ভুল। বলেছিলেন, বাবা বেঁচে—সেখানেও ভুল করেছিলেন। আপনর মতো একজন অলৌকিক ক্ষমতাবান ফকির আমার সম্বন্ধে যা বললেন, সব ভুল বললেন! এ ব্যাপারে কী বলবেন?'

ফকিরবাবা এত মানুষের সামনে এমন অতর্কিত আক্রমণের মুখে বলতে গেলেন, 'আমি ঠিক অমন কথা..।' কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, 'আমাদের কথাবার্তা ক্যাসেট করেছিলাম, মনে আছে? আপনি বললে, এখনই বাজিয়ে শোনাচ্ছি।' ফকিরবাবা বললেন, 'ভুল নিশ্চয়ই বলেছি, না-হলে আপনি এ-সব কথা বলবেন কেন? আমিও তো একটা মানুষ। সব সময় কি জানতে চাইলেই বলা যায়? তার জন্য একটা সময় চাই। এই যেমন এখন, এই আসনে বসার পর মানিকপীরের কৃপায় এখন যে কোনও লোক আমার সামনে এলেই তার সব কিছু জানা হয়ে যায়। একেবারে এক্স-রে আই। যাক্ গে, অলৌকিক ক্ষমতা কি ব্যাপার নিজের চোখেই তো দেখলেন, এবার যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের কাছে আমার চ্যালেঞ্জটা পৌঁছে দিন।'

'না না। এখনও আপনি কিছুই ঠিক-ঠাক বলতে পারছেন না। আগে বুঝবেন, তবে তো বলবেন। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন—আমিই যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ?'

'বাজে কথা। মিথ্যা কথা। আপনি প্রবীর ঘোষ নন। আমার ভক্তদের সামনে আমাকে অপ্রস্তুত করতে মিথ্যে কথা বলছেন।' ফকির আবার ফর্মে ফিরলেন। হারানো জমি ফিরে পেতে গলা চড়ালেন।

কাঁধের ব্যাগ থেকে বের করলাম 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইটি। বইয়ে যত ছবি আছে,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
যাতে আমি যে প্রবীর ঘোষ, ভক্তদের সামনে প্রমাণ করা গেল খুব দ্রুত।

ফকিরবাবার অবস্থা 'মরিয়া না মরে রাম'। ফকিরবাবা, তার দ্বিতীয় পক্ষের দজ্জাল বউ, ছেলে ও সাকরেদরা বেজায় চেঁচামেচি শুরু করলেন। পুলিশ অফিসার সুপ্রিয় দাস ও গৌতম ঘোষ আমার দু পাশে দাঁড়ালেন। আগে থেকেই ভক্ত সেজে হাজির হওয়া যুক্তিবাদী সমিতির ছেলেরা। এখন তারা আমার পাশে পাশে।

ফকির সুপ্রিয় ও গৌতমকে বললেন, 'ও আপনারা তবে প্রবীর ঘোষকে প্রোটেকশন দিতে এসেছেন। প্রবীর ঘোষের কথায় আর যাই হোক আমার আগুনে গোলা তৈরির অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যে হয়ে যাবে না। কেউ পারবে? তারপর আমার মুখের কাছে তর্জনি নেড়ে বললেন, 'আপনি পারবেন এমন করতে? পারবেন না, এর জন্য প্রচুর সাধনা চাই।'

ফকিরবাবাকে বললাম, 'আপনার জিনিসগুলি আমাকে ব্যবহার করতে দিন। একই ঘটনা ঘটিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছি আপনি বুজরুকি।' ব্যবহার করতে তো দিলেনই না, বরং প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন ফকিরবাবা ও সাকরেদরা। ঘুরলাম জনতার দিকে। বললাম, 'এই আগুনের গোলা তৈরির পেছনে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আপনারা প্রত্যেকেই এমনটা ঘটাতে পারবেন। জ্বলন্ত পলতে-ধরা হাতটা টানটান করে মেলে ধরে, আর এক হাতে ধুনো ও কর্পূরের গুঁড়ো এমনভাবে ছুড়ে দিন যাতে ওই গুঁড়ো পলতের আগুন ছুঁয়ে যায়। তারপর তাই ঘটবে, যা ঘটাচ্ছেন ফকিরবাবা।'

ফকিরবাবা ও তাঁর সাকরেদদের সাধ্য ছিল না গণজাগরণের মোকাবিলা করেন। সুতরাং গণ্ডির ভেতর আবারও আমি। আমার সামনে সমিতির একটি ছেলেকে ভেজা কাপড় জড়িয়ে বসালাম। বাঁ মুঠোয় ধরলাম জ্বলন্ত পলতে। ডান মুঠোয় কর্পূর ও ধুনো। তারপর 'জয় যুক্তিবাদ' বলে ছুঁড়লাম কর্পূর-ধুনো। জ্বলন্ত পলতে স্পর্শ করে বসে থাকা ছেলেটির গায়ে আছড়ে পড়ল বিশাল এক আগুনের গোলা।

উত্তেজিত ও অবাক জনতাকে বললাম, 'এবার আপনারা হাতে হাত রেখে দিন, তাও আগুনের গোলা তৈরি হবে দেখুন।'

জনতার প্রায় সকলেই একটা হাত দিয়ে আর একটা হাত ধরে দাঁড়ালেন। তাতেও আগুন-গোলা তৈরি হল। 'আপনাদের বিভ্রান্ত করতে, মুগ্ধ করতে ফকিরবাবা পলতের আগুনের স্পর্শ বাঁচিয়ে দু-বার মুঠো ভর্তি ধুনো-কর্পূর ছুড়েছেন। তাই দু-বার আগুন-গোলা তৈরি হয়নি।'

জনতার উল্লাসের মধ্যে আমরা গাড়িতে উঠলাম।

প্রতিবেদনটি আজকাল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় পাঁচ কলম জুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়।

১৯৯৪-এর ডিসেম্বরে আর একবার গিয়েছিলাম ফকিরবাড়ি। আমার ঘণ্টা কয়েক আগে গিয়েছিলেন লন্ডনের চ্যানেল ফোর-এর ডিরেক্টর-প্রডিউসর রবার্ট ঈগল সদলবলে। তাঁরা আগাম খবর দিয়ে গিয়েছিলেন। অতি সতর্কতার সঙ্গে সব কিছু দেখেশুনে ফকিরবাবাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিলেন তাঁর এক ভক্ত ইঞ্জিনিয়ার-প্রমোটার।

আমরা আমডাঙা থানায় অপেক্ষা করছিলাম আহ্বানের। আহ্বান এলো। একটা মারুতি ভ্যানে রওনা হলাম। ভ্যানের গায়ে লেখা 'চ্যালেঞ্জ'। সঙ্গী দু-জন পুলিশ অফিসার ও সমিতির কয়েকজন।

আমরা যখন পৌঁছলাম, ফকিরবাবা তখন গণ্ডিতে মানুষ বসিয়ে আগুনের গোলা তৈরি করছিলেন। রবার্টের টিম ছবি তুলছেন। দোভাষীর কাজ করে চলেছেন সুমিত্রা। বড় একটা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বুজরুকি ফাঁস করছেন প্রবীর ঘোষ

ছবি : ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক

ডাইরিতে সুমিত্রার কথা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নিচ্ছিলেন রবার্টের পি. এ. অ্যানা। ফকিরবাবা এদিনও দু-বার ধুনো-কর্পূর ছুঁড়ে আগুনের গোলা তৈরি করতে পারলেন না। নাটকীয়ভাবে আবার সেই দর্শকদের উদ্দেশে চিৎকার—'কে হাত বেঁধে রেখেছেন?' সেই জনতার উস্‌খুস। আবার গোলা তৈরি।

ফকিরবাবার বউ ও ছেলে সুমিত্রাকে তখন বলছেন, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা গুটোতে। বলছেন, ওই যে ওরা মারুতি ভ্যানে এল, সব গুণ্ডা। তাড়াতাড়ি চলে যান, নয় তো ওরা আপনাদের ক্যামেরা লুটে নেবে।

ইতিমধ্যে উজ্জ্বল নেমে পড়েছে গণ্ডিতে। আবার সেই অভিনয়। এবার আমার বদলে উজ্জ্বল। ম্যালকম ক্যামেরা বন্দি করে রাখলেন সব। উজ্জ্বল তখন গোলা তৈরি করছে, আগুনের গোলা।

আমরা ফিরে এলাম আমডাঙা থানায়। সেখানে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলো। ফকিরবাবার প্রতারণা ও 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' লঙ্ঘনের জন্য। অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর করলেন 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি'র পক্ষে সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন ও 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র পক্ষে আমি।

অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হলেন ফকিরবাবা। এই গ্রেপ্তারের খবরও প্রকাশিত হল অনেক পত্রিকাতেই। আর ঈগলের ছবি 'গুরু ব্যাস্টার্স' তো এখন পৃথিবীর এক অতি জনপ্রিয় ডকু-ফিল্ম। তাতেও ধরা আছে ফকিরবাবার বুজরুকি ফাঁসের ইতিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চোদ্দ

সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর!

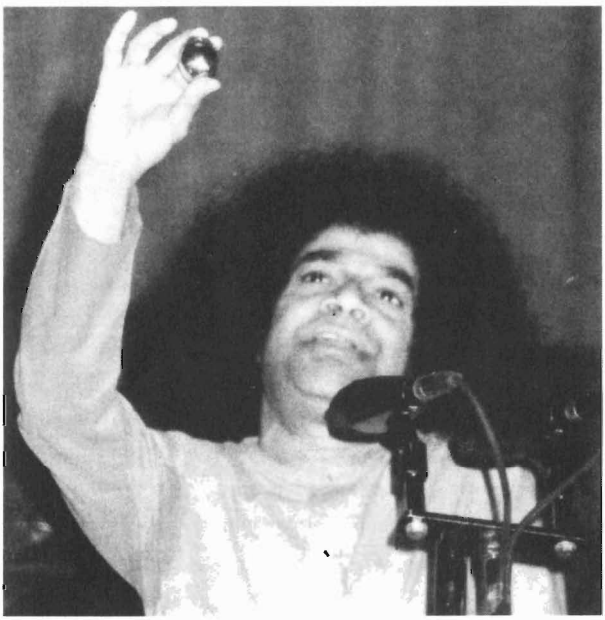

এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লাম। এমন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই প্রথম। রেজিস্ট্রি ডাকে চিঠিটি পাঠিয়েছেন শ্রীসত্যসাইবাবার চরণাশ্রিত 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর ভাইসচেন্সেলারের সেক্রেটারী অগ্নিকা বসাক। প্যাডের কোনায় লেখা Ref. No. 710/88. 10th April 1988. চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম—

মহাশয়,

৩০ শে মার্চ ৫ই এপ্রিল ১৯৮৮-এর সংখ্যায় 'পরিবর্তন'-এ আপনার (অ)লৌকিক অভিজ্ঞতার কথা পড়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা হোল।

আমাদের আশ্রমের উপাচার্য শ্রী বিভাস বসাকের নির্দেশক্রমে এক (অ) সত্য ঘটনা আপনাকে জানানো যাইতেছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা আপনার ইচ্ছাধীন।

উনার কাছে শ্রীসত্যসাঁইবাবার সৃষ্টি করা কিছু বিভূতি (ছাই) আছে যে কেউ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আসতে পারে পরীক্ষা করার জন্য। সম্পূর্ণ খালি পেটে আসতে হবে— সঙ্গে একজন মাত্র দর্শক বা সাক্ষী থাকতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বিভূতি জলে গুলে খাইয়ে দেওয়া হবে। সন্দেহ নিবারণের জন্য গোলা বিভূতির খানিকটা অংশ উনি নিজেই খেয়ে নেবেন। খাবার তিন দিন পরে কম করে ৬টি, বেশী ১১টা স্বর্ণমুদ্রা পাকস্থলী বা অন্ননালীর কোন অংশে নিজেই সৃষ্টি হবে। চতুর্থ দিনে কোন সুযোগ্য Surgenকে দিয়ে operation করে বের করা যাবে, বা প্রত্যেকদিন পায়খানা পরীক্ষা করতে হবে ৩০ দিন পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে ২৫ নঃ পঃ আকৃতিতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে।

দক্ষিণা—৫০০্ পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে স্বেচ্ছাদান করে রসিদ সঙ্গে আনতে হবে। বিভূতি খাওয়ানো উপাচার্যের ইচ্ছাধীন। পত্রে আলাপ করে পরীক্ষার দিন ধার্য করতে পারেন। আপনি নিজে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেই প্রচার করবেন, নতুবা নয়।'

চিঠিটা আমাদের সমিতির অনেকেই পড়ে সাঁইবাবার নামের সঙ্গে জড়িত এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেয়ে উত্তেজিত হলেন। তাঁরা চাইলেন আমি বিভূতি খেয়ে ওঁদের বুজরুকির ভাণ্ডাফোড় করি। কিন্তু আমার মনে হল—আপাতদৃষ্টিতে উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটা যতটা বোকাবোকা ও নিরীহ মনে হচ্ছে, বাস্তব চিত্র ঠিক তার বিপরীত। এই নিরীহ চ্যালেঞ্জের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর রকমের বিপদ্জনক হয়ে ওঠার সমস্ত রকম সম্ভাবনা।

'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর উপাচার্যকে আগস্টের শেষ সপ্তাহে চিঠি পাঠিয়ে জানালাম—

আপনি যে অলৌকিক একটি বিষয় নিয়ে আমাকে সত্যানুসন্ধানের সুযোগ দিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এই অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত হলে সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্যি—আপনি ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার দায় বর্তাবে কেবলমাত্র আপনার উপর। আপনি কৃতকার্য হলে সাফল্যের ক্রিমটুকু খাবেন সাঁইবাবা। এই ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ নয়। আপনার ব্যর্থতার দায় সাঁইবাবা নেবেন কি না, জানতে উৎসুক হয়ে রইলাম। সাঁইবাবার নির্দেশমতো বা জ্ঞাতসারেই এই চ্যালেঞ্জ আপনি করেছেন—এটা ধরে নিতেই পারি। কারণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর সম্মান নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর দুঃসাহস নিশ্চয়ই আপনার হত না। এমন অবস্থায় পরবর্তী পর্বে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন, এই চ্যালেঞ্জ সাঁইবাবার নির্দেশ অনুসারে/জ্ঞাতসারে হচ্ছে।

বিভূতিতে বিষ নেই—নিশ্চিত করতে খানিকটা বিভূতি খাবেন জানিয়েছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনার এই সৎ চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কিন্তু তার পরও যুক্তির খাতিরে বলতেই হচ্ছে—এতে সন্দেহ নিরসন হয় না। কারণ প্রায় সমস্ত বিষেরই প্রতিষেধক বিজ্ঞানের জানা। যুক্তির খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, আপনি বিভূতিতে বিষ মেশাবেন, তবে বিষটির প্রতিষেধক আপনার জানার সুযোগ থাকছে। এই অবস্থায় আপনি বিষক্রিয়া বন্ধ করতে প্রতিষেধক ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। আমি আজানা বিষ খেয়ে ফেললে মৃত্যুই অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিন দিনের মধ্যে আমি মারা গেলে পেটে সোনার টাকা তৈরি হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

এই মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি যে বিভূতি খেয়েই মারা গেছি—তার প্রমাণ কী? আমি যে মৃত্যুর আগে অন্য কিছু খাওয়ার সময় বিষ গ্রহণ করিনি, তার প্রমাণ কী? খাবারে বিষ মিশে যেতে পারে, কেউ শত্রুতা করে বিষ খাওয়াতে পারে, এমনকি নিজেই কোনও কারণে বিষ খেতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এই অবস্থায় আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি :-

১) *যে কোন প্রাণীকে বিভূতি খাইয়েই যদি তিন দিন পরে পেটে সোনার টাকা তৈরি করে অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা যায়, তবে আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? পরীক্ষার জন্য ছাগল টাগল কিছুকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।*

২) *ছাগলটিকে আগের রাতেই আপনার আশ্রমে নিয়ে আসব আমরা। উদ্দেশ্য বিভূতি খাওয়ার আগে পর্যন্ত ছাগলটি যে সম্পূর্ণ খালি পেটে আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা।*

৩) *সঙ্গে নিয়ে আসবো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া ৫০০ টাকার রসিদ।*

৪) *ছাগলটিকে বিভূতি খাওয়াবার পর ছাগলটি আমাদের, আপনাদের ও ইচ্ছুক সাংবাদিকদের পাহারায় থাকবে। উদ্দেশ্য—আপনারা যাতে কোনওভাবে ছাগলটিকে স্বর্ণমুদ্রা খাওয়াতে না পারেন।*

৫) *ছাগলটিকে বটপাতা, কাঁঠালপাতা জাতীয় খাবার খাওয়ানো হবে। খাবারের জোগান দেবেন আপনারা। উদ্দেশ্য যাতে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেলে আপনাদেরকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।*

৬) *তিন দিন পর ছাগলটির পেটে এক্স-রে দেখা হবে সোনার টাকা তৈরি হয়েছে কি না।*

৭) *টাকা তৈরি হলে সাঁইবিভূতির অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হবে। আমি পরাজয় মেনে নিয়ে আপনার হাতে প্রণামী হিসেবে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা।*

৮) *ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই অলৌকিক দেখার পর সঙ্গত কারণেই আর অলৌকিকত্বের বিরোধিতা না করে সত্য-প্রচার করবে এবং আমাদের সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে সাঁইবাবার কাছে দীক্ষা নেবে।*

আপনার তরফ থেকে পেটে টাকা তৈরির বিষয়ে অন্য কোনও গভীর পরিকল্পনা না থাকলে, এবং বাস্তবিকই বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি প্রত্যয়ী হলে আমার এই প্রস্তাবগুলো নিশ্চয়ই করবেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আমরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি প্রেস কনফারেন্স করে বিষয়টা সাংবাদিকদের জানাব। তারপর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা পরীক্ষার দিন ধার্য করে সাংবাদিকদেরও এই সত্যানুসন্ধানে অংশ নিতে আহ্বান জানাব।

এই পরীক্ষায় আপনি কৃতকার্য হলে তা আমার পরাজয় হবে না; হবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া।

আপনার ইতিবাচক চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

উত্তর পেলাম সেপ্টেম্বরে। অগ্নিকা উপাচার্যের পক্ষে আমাকে জানালেন—আপনার অমানবিক চিঠিটা পেয়েছি। আপনি শুধু অমানবিকই নন, ভীতু। আপনি নিজে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন অবলা, নিরীহ একটি প্রাণীকে। একটি ছাগল বা মুরগির প্রাণ কি প্রাণ নয়? তাদের প্রাণ কি মানুষের প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান? আপনার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আমাদের ব্যথিত করেছে।

অলৌকিকতার প্রমাণ চাইতে হলে আপনাকেই বিভূতি খেতে হবে। আপনার কোনও পরিবর্ত চলবে না। আপনি এতে রাজি থাকলে প্রেস কনফারেন্সে হাজির থাকতে আমরা রাজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রবিবার প্রেস কনফারেন্স করব ঠিক হলো। প্রেস কনফারেন্স প্রেস ক্লাবে না করে ময়দান টেন্টে করব ঠিক করলাম। ময়দান টেন্টটা ডাঃ কিরণকুমার শীলের। উনি কিছু দিন ধরে আমাদের সমিতিকে ব্যবহারের জন্য তাঁবুটা দিতে চাইছিলেন। ঠিক হল, সেদিন-ই তাঁবুর একটি প্রতীক চাবি ডাঃ শীল আমাদের সমিতিকে তুলে দেবেন।

The Telegraph

MONDAY 12 DECEMBER 1988 VOL VII NO 151

Prabir Ghosh

Round one to city rationalist

By Puthik Guha

Calcutta, Dec. 11: City rationalist Prabir Ghosh has won the first round. Devotees of Sri Satya Sai Baba who had challenged him to a public contest failed to turn up at the venue—Boys Scouts' Tent at the Maidan.

Prabir Ghosh, a bank employee, is an amateur magician heading the Science and Rationalists' Association of India. He had openly challenged Sri Satya Sai Baba, even terming him a hoax. Members of Siksha Asram International, all devout Sai Baba fans, took up cudgels challenging Ghosh to publicly drink the vibhuti. Within five days, six to eleven gold coins would appear in his stomach, they said. Ghosh accepted the challenge. And today was the day.

A beaming Ghosh distributed copies of the letter sent to him by the honorary secretary of the ashram to all those who thronged the venue expecting an exciting evening. Mr Ghosh had suggested that the Sai Baba's vibhuti be tested on birds or animals before, lest it should contain poison.

The letter from the ashram secretary reads: "The test will be carried out on you only and not on hens or ducks. Your long letter to us proves that (a) you are afraid of death but not against killing a creature; (b) you could not resist the temptation of earning some gold coins in exchange for some amount of ash. With this, I end all communications from my end."

Declaring that the ashram was backing out "just out of fear of being exposed of its hoax," Mr Ghosh told newsmen, "My challenge is still on. My suggestion to get the vibhuti tested before I took it was entirely logical. The fact that the ashram is closing the episode in a hurry shows that it has something to hide.

Newsmen as well as the hundreds of youths who had assembled at the test waited with bated breath as Mr Ghosh called out for Ms Ipsita Roy Chakraborty, the witch whose paranormal prowess has hit newspaper headlines recently, to come forward before the gathering. Mr Ghosh had offered Rs 50,000 if she could stand his scrutiny.

"We have been trying to contact her even from our tent here," Mr Ghosh told newsmen, "but the phone at her residence seems to be constantly engaged. I do not know if the receiver is always kept aside or not. Wouldn't you have considered me a cheat if I had not turned up here today? Not only did she hide herself from us, she did not even send a representative. Anyway, our Association is ready to face her at a venue of her choice."

In the absence of any drama, the proceedings turned out to be a tame affair. Dr Arun Seal, in-charge of the Boys Scouts' Tent, handed over an emblem of the key to the tent to Dr Bishnu Mukherjee, president of the Association. In his speech, Dr Seal said he was looking forward to the body for making the youth of Bengal rational a goal that was there for the scouts too.

■ Picture on Page 2

প্রেস কনফারেন্সকে নিরপেক্ষ ও সার্থক করে তুলতে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন পদার্থ-বিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী ও শল্যচিকিৎসকের সহযোগিতা প্রার্থনা করলাম। প্রত্যেকেই প্রেস কনফারেন্সে হাজির থেকে সহযোগিতা করবেন, কথা দিলেন। স্পটেই বিভূতি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হল। এ-বার উপাচার্যকে চিঠি দিয়ে জানালাম, নিরপেক্ষভাবে বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হিসেবে কি কি করেছি। আরও জানালাম, (১) কনফারেন্সের দিন বিভূতি খাওয়ার শর্ত মেনে সকাল থেকেই খালি পেটে থাকব। সত্যি খালি পেটে আছি কি না যাচাই করতে উপাচার্য প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। (২) যে বিভূতি আমাকে খেতে হবে, তা তুলে দেওয়া হবে পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষার ব্যবস্থা স্পটেই থাকবে। পরীক্ষায় যদি নিশ্চিত হওয়া যায় বিষ নেই বা এমন কিছু বিভূতিতে নেই যা খেলে শরীরে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, তবে প্রকাশ্যেই তা খাব। (৩) সেদিন থেকে তিন দিন আমি আপনার প্রতিনিধিদের নজরের সামনেই থাকব, যাতে শরীরে তৈরি একটি টাকাও কোনওভাবেই শরীর থেকে বের করে পাচার না করতে পারি। মাত্র তিনটে দিন পরেই সত্য প্রকাশিত হবে। অতএব আপনার শর্ত মেনে নিয়ে কোনও পরিবর্ত হাজির না করে হাজির থাকব। আপনি? এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে যে কোনও একপক্ষের অনুপস্থিতি পরাজয় হিসেবেই গণ্য হবে; অজুহাত যাই হোক না কেন।

৯ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এ এবং ১০ ডিসেম্বর 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হল ১১ ডিসেম্বর ময়দানে হতে যাওয়া লড়াইয়ের খবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এসে গেল ১১ ডিসেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার তলায় চার কলম জুড়ে (পত্রিকার পরিভাষায় একে বলে anchor story, যা অতি গুরুত্বপূর্ণ) আমার ছবি ও প্রেস কনফারেন্সের খবরটি ছাপা হলো। খবরটি শিরোনাম ছিল 'Calcuttan to take on Satya Sai Baba'.

১১ ডিসেম্বর এসে গেল। সকাল হওয়ার আগেই তাঁবুতে জায়গা নিয়েছি। দুপুর থেকে তাঁবুর লনে পড়েছে কয়েকশো চেয়ার। বিকেলে প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই হাজির কয়েকশ উৎসাহী জনতা। প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগেই প্রতিটি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমের প্রতিনিধিরা টেন্ট ভরিয়েছেন। খবর শুনে এসেছেন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক। চারটেতে প্রেস কনফারেন্স শুরু করার কথা। তাই শুরু হলো। তবে তখনও উপাচার্য, তাঁর সচিব বা কোনও প্রতিনিধির দেখা নেই। মাইকে বার কয়েক আহ্বান জানানো হল, তাঁরা থাকলে যেন এগিয়ে আসেন। এগিয়ে এলেন না। সাঁইবাবার বিভূতি লীলার মতোই এও এক লীলা। নিজের বিভূতির গপ্পো প্রচার, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ গৃহীত হওয়ার পর আপন খেয়ালে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। পুরাণের কূর্ম অবতার চরিত্রটি সাঁইবাবার সম্ভবত সবচেয়ে পছন্দসই। তাই সাঁই অবতারের মধ্যেও বিপদে খোলসে মুখ লুকোবার প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

যুক্তিবাদী প্রবীরের চ্যালেঞ্জে

ঈপ্সিতা, অগ্নিতা, নরেন্দ্রনাথ কেউ এলেন না!

আজকালের প্রতিবেদন : না এলেন কলকাতার ডাইনী সাম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায়চক্রবর্তী, না এলেন মেদিনীপুরের হস্তরেখাবিদ নরেন্দ্রনাথ মাহাতো, না এলেন সাঁইবাবার অনুপ্রেরণায় দীক্ষিত শিষ্য আশ্রম ইন্টারন্যাশনালের অগ্নিতা বসাক। রবিবার ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাংবাদিক বৈঠকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল তিনজনকেই। সংযুক্ত সম্পাদক প্রবীর ঘোষ কিন্তু চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন পুতোককে। কিছুই অলৌকিক নয়, সবই লৌকিক এই ছিল সমাবেশের যুক্তিবাদীদের বিষয়। কিন্তু তাঁরা এলেনই না। যাঁরা এলে অন্তত তর্কযুদ্ধে জমে উঠত ময়দানের ক্ষেত্র। কিন্তু তা হল না। ধীরেন গাঙ্গুলি, বিভু মুখার্জি বললেন, অলৌকিক বলে কিছু নেই। সবকিছুরই কোন ও না কোনও কারণ আছে। নীলেন চট্টোপাধ্যায় যিনি সম্পাদনা করেন 'কিশোর ভারতী' বললেন, তিনি তাঁর কাগজে ভূতের গপ্পো ছাপেন না।

কিন্তু, নীলেনবাবু চলে যাওয়ায় তাঁকে প্রশ্ন করা যায় নি যে ভূত থাকুক ছাই না থাকুক পৃথিবীর পেটে সাতিশয় বেশ কয়েকটি নিছকই ভৌতিক ঘটনা। আশা করি, নাম বলতে হবে না। ছিল পাথরবেমেন্স। আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া। শূন্যে উঠে যাওয়া। সফট ড্রিঙ্কসের পুঁটকে মুখের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এক টাকার কয়েন। শূন্য থেকে নিয়ে আসা দিব্যির লাড়ু। আরও কত কী। ম্যাজিকের ট্রিকস জানা গেলে যেমন মনে হয় এ আর এমন কী, এও তেমনি। আগুনের ওপর আপনার আমার মত হেজিপেজিরাও হেঁটে যেতে পারে। যদি থাকে সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন। পারে শূন্য থেকে বার করে আনতে লাড়ু যদি জানা থাকে কীভাবে হাতের মুঠোয় তা থাকবে লুকনো। আর, ছাই (যাকে অনেকে বলেন বিভূতি!) সে তো হরদম তৈরি করা যায় হাওড়া থেকে।

প্রবীরের চ্যালেঞ্জ নেন নি ঈপ্সিতা। নেন নি অগ্নিতা বা নরেন্দ্রনাথ। কিন্তু প্রবীর ঘোষ, যুক্তিবাদী আন্দোলনের নেতা অন্তত এ কারণে সফল যে তিনি পেয়েছেন এমন একজনকে যিনি কয়েকমাস আগেও ছিলেন গোলক বন্ধুচারীর শিষ্য। সেই আশ্রম থেকেও আজ যুক্তিবাদী! এমন কী যাঁকে আমরা [illegible] বলে জানি সেই [illegible] প্রবীর [illegible] যিনি বিশ্বাস করেন [illegible] থাকলে [illegible] আসুন। কথা বলুন তাঁর সঙ্গে। যদি প্রবীর হারেন যদি তাঁর যুক্তিবাদ [illegible] পঞ্চাশ হাজার টাকা [illegible] ঈপ্সিতা, অগ্নিতা, নরেন্দ্রনাথ [illegible] কোনো [illegible] প্রবীর [illegible] ঈপ্সিতা [illegible] বিশ্বাস [illegible] যে [illegible] তা [illegible] ব্যক্তি [illegible]

সাংবাদিক ও দর্শকদের অবশ্য একঘেয়েমির কোনও অবকাশ ছিল না। ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে আমার পত্র-বিনিময়ের প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হল সাংবাদিকদের হাতে। পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল বিভূতি বিশ্লেষণের দায়িত্বে থাকা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ও আমার পেটে অপারেশনের দায়িত্ব নেওয়া চিকিৎসকদের সঙ্গে। তারপরই চ্যালেঞ্জের বিষয়টা দর্শকদের উদ্দেশে জানিয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের প্রতিক্ষায় চুপচাপ বসে না থেকে আমরা দেখতে শুরু করলাম নানা অলৌকিক ঘটনা; তবে লৌকিক উপায়ে। সাঁইবাবার শূন্য থেকে বিভূতি আনা, ছবি থেকে মধু ও বিভূতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

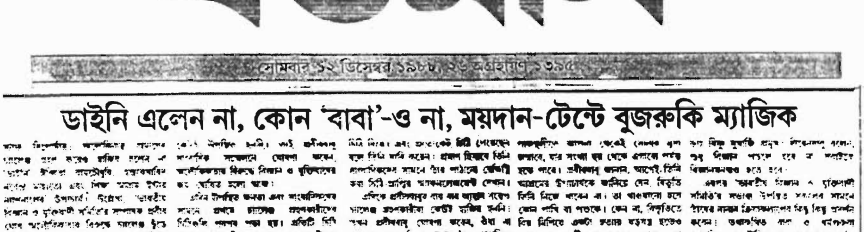
বর্তমান

সোমবার ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩৯১

ডাইনি এলেন না, কোন 'বাবা'-ও না, ময়দান-টেন্টে বুজরুকি ম্যাজিক

ঝড়ানো, শূন্য থেকে লাড্ডু, প্যাঁড়া, শিবলিঙ্গ আনা—এমনি নানা ঘটনা।

উত্তেজনা হল, হাততালি হল, হল অনেক কিছুই; কিন্তু যা হল না তা হল সাঁইবিভূতির অক্ষমতা হাতে-নাতে প্রমাণ করা। তবে সেদিন প্রকাশ্যে ঘোষণা রেখেছিলাম—সাঁইভক্ত উপাচার্য আমার কাছে যে চ্যালেঞ্জ হাজির করেছিলেন, তা ছিল শাঁখের করাত। চ্যালেঞ্জ নিলে মৃত্যু। না নিলে পরাজয়। বিভূতি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেই সাঁইভক্তদের পিছিয়ে যাওয়া এই ধারণাকেই দৃঢ়বদ্ধ করে। এঁদের আড়ালের অবতারটিকে অর্থাৎ স্বয়ং সাঁইবাবাকে এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমরা। প্রকাশ্যে নিরপেক্ষ স্থানে আপনার যে কোনও তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবার চেষ্টা করুন, আমরা প্রমাণ করে দেবই—যা দেখালেন তা অলৌকিক ক্ষমতা নয়, বুজরুকি।

১৯৮৪-র মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে পরপর তিনটে চিঠি দিয়েছিলাম সাঁইবাবাকে। তাঁর বিভূতি সৃষ্টির ক্ষমতা বিষয়ে সত্যানুসন্ধান চালাবার অনুমতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি পরিবর্তে যে চ্যালেঞ্জ শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল-এর উপাচার্যের মাধ্যমে ছুড়েছিলেন—তাই আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে।

পরের দিন শুধু কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে নয়, তামাম ভারতের বহু পত্রিকাতেই বিশাল গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক পত্রিকাতেই খবরের সঙ্গে ছিল ছবি। সঙ্গে আরও দুটি চ্যালেঞ্জের খবরও প্রকাশিত হয়েছিল। সেই দুটিও ওই প্রেস কনফারেন্সেই হওয়ার কথা ছিল হয়নি। উপাচার্যের মতই আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এক জ্যোতিষী নরেন্দ্র মাহাতো এবং আমরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ছিলাম সেই সময়কার বিশাল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডাইনি সম্রাজ্ঞী ঈপ্সিতা রায়চক্রবর্তীকে। দু-জনেই বে-হাজির ছিলেন। সরাসরি পরাজয় থেকে বে-হাজিরা থাকা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনায় বে-হাজির ছিলেন কি না, এটা অবশ্য জেনে ওঠা হয়নি। তবে এমন সম্ভাবনাই প্রবল।

নরেন্দ্র ও ঈপ্সিতার মত দুই কীর্তিমান ও কীর্তিমতির কথা এই বইতে টনলাম না, 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থে এই বিষয়ে লেখা হয়েছে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : পনেরো

হুজুর সাইদাবাদী : মন্তরে সন্তান লাভ!

হুজুর সাইদাবাদী বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুফী সাধক। বছর চল্লিশের এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর দাবিদারের পিছনে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা যত নিউজ প্রিন্ট খরচ করেছেন, তার ভগ্নাংশও অন্য কোনও পীর বা সাধকদের পিছনে হয়নি। হুজুর মাঝে মাঝেই ভক্তদের টানে কলকাতায় আসতেন। সবাইকে তো আর চিঠি দিয়ে তাঁর আগমনবাণী পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই হুজুর নিজের ছবিসহ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিতেন কবে থেকে কবে কলকাতায় থাকবেন, কোথায় থাকবেন, কখন দর্শন দেবেন। সাধারণভাবে তিনি উঠতেন এসপ্ল্যানেডের গ্রান্ট স্ট্রিটের হীরা হোটেলে।

হীরা হোটেল এমন একটা এলাকায়, যে এলাকা শাসন করে কলকাতার অপরাধী জগতের কিছু নামী-দামীরা।

হুজুর সাইদাবাদীর পুরো নামটা বেশ বড়—আলহাজ্ব হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাসদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদী। সংক্ষেপে হুজুর সাইদাবাদী। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার জনপ্রিয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতায় এলেন। জানালেন, থাকবেন ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি।

ঠিক করে ফেললাম, হুজুর সাইদাবাদীর মুখোমুখি হবো। মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা একটিই—পেশাদার গুণ্ডা ও খুনে। খবর পেয়েছি, কলকাতা ভ্রমণকে নিরুপদ্রব রাখতে আধ্যাত্মিক

হুজুর সাইদাবাদী ও লেখক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জগতের হুজুর রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকা অপরাধ জগতের এক নবাবের সাহায্য নিয়েছেন। পেশাদার গুণ্ডা ও খুনেরা হুজুরকে ঘিরে গড়ে তুলেছে এক বলয়। প্রতিরক্ষার বলয়। কলকাতার যুক্তিবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করার বলয়।

হুজুর সাইদাবাদীর সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক খবর সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশের সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও যুক্তিবাদী বন্ধুরা ইতিমধ্যে পাঠিয়েছেন সেখানে হুজুর সাইদাবাদী বিষয়ে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা। পড়েছি 'বর্তমান দিনকাল', 'সাপ্তাহিক সাংবাদিক', 'সপ্তাহিক নিপুন', 'বঙ্গবাসী', 'পাক্ষিক শেষ সংবাদ' ইত্যাদি। পত্রিকাগুলো হুজুরের দোয়া আর দাওয়ার কীর্তিতে ঠাসা। গাদা গুচ্ছের দম্পতির ছবি, যারা হুজুরের দয়ায় সন্তান পেয়েছে। ছবি আছে সেসময়কার রাষ্ট্রপতি হুসেন মহম্মদ এরশাদের সঙ্গে হুজুরের। ভক্তদের দাবি বেগম জিয়া থেকে শেখ হাসিনা—প্রত্যেকেই হুজুরের দরবার শরীফে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। দুষ্টেরা বলবেন—একজন সমাজ বিরোধীর হাতে কয়েক লক্ষ ভোটার থাকলে দেশের রাষ্ট্রপতি সমাজ বিরোধীকে সেলাম ঠুকবেন—এ যুগের রাজনীতিতে এটাই নীতি। হুজুরের ভক্ত সংখ্যা তো আরও বেশি। এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন এক টাকার বিনিময়ে হুজুরকে ঢাকায় সাড়ে চার বিঘা জমি দিয়েছিলেন। সাড়ে চার বিঘা জমি জুড়ে হুজুরের বিশাল পাঁচতলা বাসভবন। ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের এক

মিতালি মুখার্জির সঙ্গে লেখক।

নিদর্শন। দরবার শরীফ ঘিরে মাদ্রাজা ও মসজিদ সহ একটা কমপ্লেক্স গড়ে তোলার কাজ চলছে। বহু কোটি টাকার প্রকল্প। এখন যতখানি গড়ে উঠেছে তা কলকাতার পাঁচতারা হোটেল গ্র্যান্ড, পার্ক বা তাজা-বেঙ্গলকে টেক্কা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হুজুর এতটা বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও কোলকাতার কোনও পাঁচতারা হোটেলে না উঠে আস্তানা গাড়েন হোটেল হীরায়—এতে অনেকে অবাক হতে পারেন। আমি হই না। এখানে হুজুর গুণ্ডারাজের প্রোটেকশন পান। পান যুক্তিবাদীদের হাত থেকে বাঁচার নিশ্চিত আশ্বাস। পুরো হোটেলটাই বুক করার সুবিধা।

হুজুরের মাদ্রাসা ইতিমধ্যেই বিশাল আকার নিয়েছে। ১৯৯১-তে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হাজারের বেশি। প্রতিদিন চার থেকে পাঁচ হাজার নারী পুরুষের ভিড় হয়। এঁরা আসেন সন্তান কামনায়, রোগমুক্তি ও সমস্যা মুক্তির বাসনায়। হুজুর দোয়া আর দাওয়া দেন। দশনী দশ টাকা, দাওয়ার দাম আলাদা। কমপ্লেক্স গড়ার কাজে কেউ কিছু দিলে নেওয়া হয়। ভক্তদের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতি, সাহিত্যিক, অভিনেতা, পেশায় সফল বিখ্যাত মানুষের অভাব নেই।

১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে হাজির হলাম হীরা হোটেলে। বাইরে তখনই কোয়ার্টার কিলোমিটার লম্বা ভক্তের লাইন পড়ে গেছে। লাইনের টোকন দিচ্ছে ও লাইন দেখভাল করছে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবকদের চেহারা সত্যিই সন্দেহজনক। দেখলাম পরিকল্পনা মত লাইনে আমাদের সমিতির অনেকেই হাজির। 'আজকাল' থেকে আসছি, হুজুর সাইদাবাদীর একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই'—রিসেপশন কাউন্টারে জানাবার পর জনা তিনেক মাতব্বর গোছের লোকের হাতে হোটেল ম্যানেজার আমাদের তুলে দিলেন। তিনজনের একজন আবার কলকাতার একটি উর্দু পত্রিকার সাংবাদিক। তিনজনই আমির মানুষ—বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রায় এক ঘণ্টার মতো আমাকে ও চিত্র-সাংবাদিক কুমার রায়কে পুলিশি জেরা করলেন। কুমারের পত্নী শ্যামলী, দশ বছরের মিতালি ও হাঁপানিক্লিষ্ট ননী আমাদের সঙ্গী। বোঝালাম, হুজুরের ইন্টারভিউয়ের পাশাপাশি আমার ও কুমারের এই তিন আত্মীয়ের জন্য হুজুরের কৃপা চাইতে এসেছি। একই সঙ্গে 'রথ দেখা ও কলা বেচা' সারতে চাইছি। কুমারকে ওর পরিচয়পত্র দেখাতে হল। আমাকে দেখে উর্দু সাংবাদিকের মনে হল চেনা-চেনা। কিঞ্চিৎ মেকাপে একদম যে ধরা পড়িনি এই যথেষ্ট। শেষ পর্যন্ত বাধা টপকে দোতলায় গেলাম আমরা।

বড় ঘর। ঘর জুড়ে পুরু গদির ওপর দুধ সাদা চাদর পাতা। হুজুর হাসিমুখে আমাদের আহ্বান জানালেন। হুজুরের পরনে ধবধবে সালোয়ার ও সূক্ষ্ম কাজ করা ধবধবে পাঞ্জাবি। একটা সাদা ওড়নায় মাথা-কান-গলা ঢাকা। মুখে চাপ দাড়ি ও গোঁফ। স্বাস্থ্যবান। হুজুরের সামনে একটা জলচৌকি পাতা। জলচৌকিও সাদা কাপড়ে ঢাকা। হুজুরের পাশে আমাদের জেরা করা তিনজনেরই দেখা পেলাম। হোটেলের সবগুলো ঘর হুজুর তাঁর বাংলাদেশী শিষ্যদের জন্য বুক করেছেন। এঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন খাজা মাইনুদ্দিন চিশতী-তে। ফেরার পথে কলকাতায়। হোটেল জুড়েই হুজুরের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। প্রশ্নটা করতে উত্তর না দিয়ে হুজুর মোনালিসা মার্কা হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে।

হুজুরের মুখোমুখি বসলাম। কুমার ছবি তুলতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে আনা রোগীদের এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশাধিকার দেননি হুজুর। ওরা এক তলায় সোফায় বসে। ঠিক সময়ে নাকি ওদের ডেকে নেওয়া হবে। হুজুরের একপাশে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা। আর একপাশে সুন্দর একটি পাত্রে সাজানো আতা, খেজুর, আপেল, আঙুর, কলা। আর একটি পাত্রে আখরোট, খেজুর, কাঠবাদাম, পেস্তা, কাজু ইত্যাদি শুকনো ফল। একটা বেতের ধামায় ডিমের খোসা।

হুজুরের দাবি, আধুনিক চিকিৎসা যে রোগীদের রোগমুক্ত করতে পারেনি, যে মহিলাদের মা হওয়ার অধিকার দিতে পারেনি, হুজুরের দোয়ায় তাঁরাই রোগমুক্ত হয়েছেন, কোল ভরে সন্তান এসেছে। দাবির সমর্থনে একগাদা পত্র-পত্রিকা আমার ও কুমারের সামনে হাজির করলেন। গাদা গাদা দম্পতির ছবি। এ-সবই নিঃসন্তানের সন্তান লাভের প্রমাণ-পত্র। বর্তমান দিনকাল-এর ২৮ জানুয়ারি-২৬ জানুয়ারি '৯১ সংখ্যাটি তুলে দিলেন। প্রচ্ছদ জুড়ে হুজুরের ছবি। ইনসেটে কলকাতার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়ের রঙিন ছবি। বইয়ের ভেতর বহু পাতাই শুধু কলকাতার ভক্তদের ভিড়ের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নানা ছবিতে ঠাসা।

প্রশ্ন রাখলাম, 'স্বামী জন্মদানে অক্ষম, সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর পক্ষে মা হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে মহিলার সন্তান-ধারণ ক্ষমতাই নেই তিনিও আপনার দোয়ায় মা হয়েছেন—এমনটা কি ঘটেছে?'

মিষ্টি বাঙাল ভাষায় হুজুর বললেন, 'আল্লার রহমতে, দোয়ায় সবই সম্ভব। তিনি চাইলে পুরুষ মানুষেরও বাচ্চা হইবো। মেয়েরা হইল গিয়া মায়ের জাত। মা হওনের মধ্যেই তাগো জীবনের সার্থকতা, পূর্ণতা। তাই কেউ যখন মা হওনের বাসনায় আমার কাছে আসে, তারে ফিরাইতে পারি না।'

'সে-ক্ষেত্রে আপনি কী করেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিঃসন্তান দম্পতিকে আনতে হয় একটা কাঁচা ডিম ও একটা পাকা কলা। ডিম ধইরা থাকেন বউ। আমি দোয়া পইড়া ডিমে তিনবার টোকা দেই। আল্লার রহমত হইলে কাঁচা ডিম মুহূর্তে সিদ্ধ হয়। ডিমের কুসুম খাইতে বলি মা'রে। কলায় দোয়া পইড়া খাইতে বলি মা'রে।'

'আর রোগের ক্ষেত্রে?'

'কাগজে লেখা দোয়া দেই। রোগ বিশেষে দোয়ার কাগজ পানীতে ডুবাইয়া রাইখ্যা, সেই পানী দিনে একবার খাইতে কই। এই পানী সাতদিন থিক্যা আরও বেশি দিন পর্যন্ত খাইতে হইতে পারে। আবার কোনও ক্ষেত্রে দোয়ার কাগজ তেলে ডুবাইয়া রাইখ্যা সেই তেল মালিশ করতে কই। এই মালিশও সাত দিন থিক্যা বেশি দিন পর্যন্ত নির্দেশ দেই।'

তিন টোকায় ডিম সেদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা দেখে একবার আমার চোখকে সার্থক করতে চাইলাম। দেখলাম পাঁচটি দম্পতি আমাদের সামনে একে একে এলেন। একটি করে দম্পতি ঘরে ঢুকছিলেন। হুজুর প্রতিটি মহিলাকেই 'মা' সম্বোধন করে তার মুখোমুখি বসাচ্ছিলেন। দুজনের মাঝে জলচৌকি। আমি পাশে বসে দেখছিলাম। কুমার ছবি তুলছিলেন। দম্পতির কাছে হুজুর সমস্যা জানতে চাইছিলেন। পাঁচ দম্পতিই এসেছেন সন্তান কামনায়। 'ডাক্তার দেখিয়েছিলেন? কতকদিন ধরে চিকিৎসা করাচ্ছেন? ডাক্তার কী বলেছেন?' ইত্যাদি প্রশ্নগুলো পরম মমতায় জিজ্ঞেস করছিলেন হুজুর। তারপর পাঁচজনকেই জিজ্ঞেস করলেন—'কাঁচা ডিম আর পাকা কলা আনছেন?' প্রত্যেকেই এনেছিলেন। মহিলার হাত থেকে ডিমটা নিয়ে হুজুর জলে ডিমটা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে জলটুকু মুছে ডিমটা তুলে দিচ্ছিলেন মহিলাটির হাতে। তারপর কয়েক সেকেন্ড দোয়া পড়ে ডিমে আঘাত করছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। ডিমের খোলা ফেটে যাচ্ছিল। পাঁচটার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্রে ডিম কাঁচাই রয়ে গেল। দুটি ক্ষেত্রে অবাক হয়ে দেখলাম ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে! যাদের ক্ষেত্রে সেদ্ধ হয়নি, তাঁরা যে আল্লার রহমত পাননি, সে কথা অত্যন্ত দুঃখ ও বিনয় মিশিয়ে দম্পতিকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন হুজুর। যে দু-জনের ডিম সেদ্ধ হল, তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন কলা এনেছেন কি? কলায় দুয়া পড়ে দিয়ে হুজুর সামান্য ইশারা করতেই হাজির দরজার গোড়ায় অপেক্ষামান কোনও শিষ্য। হুজুর আদেশ দিচ্ছেন—'এনারে সব নিয়ম-কানুন ভাল কইরা বুঝাইয়া দাও।' দম্পতিদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন শিষ্যরা। একটা বিষয় লক্ষণীয়—যে দুজনেরই ডিম সিদ্ধ হয়েছে, তাদের সন্তান না হওয়ার কারণ স্বামীর অক্ষমতা। যে তিনজনের ডিম কাঁচা ছিল, সেই তিনজনই জানিয়ে ছিলেন সন্তান না হওয়ার কারণ স্ত্রী'র অক্ষমতা।

হুজুর আমাদের ফল খাওয়ালেন। এবং জানালেন, 'আর আর নয়। কাল আসেন রোগীগো নিয়া।' তারপর আমাকে বললন, 'কাল রিক্সায় বল বেয়ারিংয়ের একটা লোহার বল অবশ্যই আনবেন।'

কেন লোহার বল বেয়ারিং? এই প্রশ্নটা ভাবতে ভাবতে বারান্দায় পা বাড়াতেই দেখলাম
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
[illegible] দম্পতির মহিলা দুই শিষ্যের সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকছেন। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। সিঁড়ির [illegible] দম্পতির পুরুষটি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্ত্রী'কে দেখতে পাচ্ছি না তো?'

'উনি নিয়ম টিয়মগুলো বুঝে আসছে।' বললেন, সরল মানুষটি।

আজ ভিড় আরও বেশি। আমরা অবশ্য চট্‌পট্‌ ওপরে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। আমাদের প্রথম রোগী শ্যামলী নাথ। ঠিকানা : ১১/৫ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা-২৮। থ্যালাসেমিয়া রোগী। হুজুর বললেন, 'তোমার তো মা টিবি হইছে।' হুজুরের রোগ নির্ণয়ে এমন জব্বর ভুল দেখে শ্যামলী হুজুরের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। আমি সামাল দিলাম। হুজুরের দু-পাশেই দু-সারিতে সবুজ ও লাল কালিতে ছাপানো দোয়ার কাগজ রয়েছে। সবুজ কাগজটা দিয়ে বললেন, 'এটা জলে ডুবিয়ে সকালে রাতে দুবেলা খাবেন এক মাস। লাল কাগজটা তেলে ডুবিয়ে সেই তেল বুকে পিঠে মালিশ করবেন এক মাস। সাড়ে দশ বছরের মিতালি মুখার্জি থাকে ১২৬-এ সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৮৫-তে। নেফ্রাটিসে ভুগছে। রোগের কথা বলায় হুজুর বললেন, 'বয়স কত?' বয়স শুনে জানালেন বারো বছরের নিচে কারও জন্য দোয়া করেন না। ননী ভৌমিক ২০/১বি জে এন ব্যানার্জি লেন, কলকাতা ৩৬-এর বাসিন্দা। হাঁপানিতে ভুগছেন কুড়ি বছর ধরে। তাঁকেও সবুজ ও লাল দোয়া দিলেন। জলে ভিজিয়ে পান করতে ও তেল মালিশ করতে বললেন। গোলেঘাটার কোলে ব্যারাকের তিমিরবরণ ঘোষদস্তিদার ও জয়া ঘোষদস্তিদার হাজির হলেন সন্তান কামনায়। জয়ার হাতের ডিমটা হুজুর নিয়ে একটা স্টিলের বাটিতে রেখে একটা বোতল জল ঢাকলেন বাটিতে। ডিমটা একটু ধুয়ে তোয়ালেতে মুছে জয়ার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড দোয়া পড়ে একটা স্টিলের চামচ দিয়ে আঘাত করলেন ডিমে। খোলা ভেঙে যেতেই দেখা গেল ডিমটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। আরও অবাক কাণ্ড, কাঁচা ডিমে ডট পেনে দেওয়া চিহ্ন নেই এই ডিমে। জয়া, তিমির, কুমার এবং আমি ডিম পরীক্ষা করে স্পষ্টতই বুঝলাম ডিমটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে তোয়ালে দিয়ে মোছার সময়ে। হুজুর একজন বড় দরের জাদুকর মাত্র। হাতটা সত্যিই ভালো। হুজুরের বিশাল ভাড়াটে সৈন্য-সামন্তের সামনে এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া হঠকারিতা বিবেচনায় আমরা চুপ করে থাকতে বাধ্য হলাম। এরপরই ঢুকলেন আর এক হিন্দিভাষী দম্পতি। আমাকে ও কুমারকে হুজুর থাকতে বললেন। মহিলা ডিম বের করলেন, ডিমের গায়ে নীলাভ আভা দেখে হুজুর বললেন, 'এই ডিমে হবে না, সাদা ডিম নিয়ে আসতে হবে।' বুঝলাম, নীলাভ সিদ্ধ ডিম না থাকাতেই হুজুর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো থেকে বিরত থাকলেন।

এবার আমার হাত থেকে লোহার গুলিটা চেয়ে নিয়ে একটা লাল দোয়া লেখা কাগজে রেখে কাগজটা মুড়িয়ে একটা উর্দু লেখা কবচে ঢুকিয়ে মোম দিয়ে কবচের মুখ বন্ধ করে কালো সুতো দিয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন দশটা পঁচিশ। ঠিক একটা পঁচিশের পর কবচটা খুলে যদি দেখেন আল্লার রহমতে লোহা সোনা হয়ে গেছে, তবে আপনি এখানে সোজা চলে আসবেন। তিন ঘণ্টার আগে খুলবেন না। তবে কিন্তু রহমত পাবেন না, লোহা লোহাই থেকে যাবে।

রিসেপশন কাউন্টারে দেখা পেলাম উর্দু পত্রিকার সাংবাদিকটির। তাঁর হাতেই খামবন্দি একটা চিঠি দিয়ে বললাম, 'এটা হুজুর সাহেবকে দেওয়ার কথা ছিল। আর উঠব না। আপনি প্লিজ এটা হুজুর সাহেবের হাতে দিয়ে দেবেন।'

'কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হোটেল থেকে বেরুতেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমিতির অনেকেই টুক টাক খসে পড়লেন লাইন থেকে। আমরা সকলে মিলে একটু হেঁটে ঢুকলাম একটা চায়ের দোকানে। কবচটা খুললাম। বেরিয়ে এল সোনার গুলি। তিন ঘণ্টা নয়, পনেরো মিনিট পরেই।

ফ্ল্যাটে ফিরে আমরা কয়েকজন পরবর্তী পদক্ষেপের কথা আলোচনা করছি এমনি সময়ে হুজুরের ফোন পেলাম। তিনি নরম মিষ্টি গলায় জানালেন, আমার চ্যালেঞ্জ জানানো চিঠি পেয়েছেন। কিন্তু আমি কী পেয়েছি কবচটা খুলে? লোহা কি সোনা হয়নি? হলে এখনও হাজির হইনি কেন?

জানালাম হোটেল থেকে বেরিয়েই তাবিজ খুলেছি। তখনই তাবিজে লোহার বদলে সোনার গুলি। হাত সাফাই করে গুলি বদলে সোনার গুলি আপনি পুরে দিয়ে থাকলে তিন ঘণ্টা আর তিন মিনিট একই ব্যাপার। খুললে সোনাই পাব।

এ-সব শোনার পরও হুজুর আকাশের মত উদার গলায় জানালেন—আমার সহযোগিতা চান। সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক থাকলে যেন আগামিকাল সকালে হীরা হোটেলে দেখা করি। দেখার পক্ষে জায়গাটা আমার পছন্দ না হলে এয়ারপোর্টেও দেখা করতে পারি। প্লেনের সময় জানিয়ে দিলেন। এও জানাতে ভুললেন নাা—সহযোগিতা করলে সোনার গুলি গোলা হয়ে যাবে, এক সেরি গোলা। হুজুর দরাজ গলায় হাসলেন।

না। দেখা করিনি। পরিবর্তে দেখা করেছিলাম কলকাতাস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে। তবে তা এপ্রিলের ২৪ তারিখে। ইতিমধ্যে হুজুর সাইদাবাদীকে নিয়ে আমার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে গেছে। ডেপুটি হাইকমিশনারের হাতে যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে লেখা একটি চিঠি তুলে দিই। চিঠির সঙ্গে আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের কপি, হুজুর সাইদাবাদীর দেওয়া বিজ্ঞাপনের কপি ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে হুজুরের হাতে তুলে দেওয়া চিঠির কপি যুক্ত করে দেওয়া হয়।

ডেপুটি হাইকমিশনারকে লেখা চিঠির কপি এখানে তুলে দেওয়া হল—

শ্রদ্ধেয়

বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনার

৯, সার্কাস এভিনিউ

কলকাতা-৭০০ ০১৭

সম্প্রতি আমরা গভীর দুঃখ, শঙ্কা ও তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, আপনার দেশের নাগরিক 'হুজুর দেওয়ান মোহম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদী' নামধারী জনৈক ব্যক্তি মাঝে-মাঝেই আমাদের দেশে আসছেন এবং এ-দেশের পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নিঃসন্তান রমণীকে মা করে দেবেন, রোগীদের রোগমুক্ত করবেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

এই মিথ্যা বিজ্ঞাপনে প্রলুব্ধ করে হুজুর সাইদাবাদী আমাদের দেশের অসহায়, বঞ্চিত, অজ্ঞ ও অন্ধবিশ্বাসী মানুষদের প্রতারিত করছেন। হুজুরের আসল আকর্ষণী ক্ষমতা—দুয়া পড়ে কাঁচা ডিমকে সিদ্ধ করে দেওয়া।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি হুজুর কলকাতায় ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হুজুরের সঙ্গে দেখা করি। সে সময় হুজুর দাবি করেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করতে সক্ষম এবং মা হতে ইচ্ছুক মহিলার আনা কাঁচা ডিম 'দুয়া' পড়ে সিদ্ধ করে দেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
১৭ ফেব্রুয়ারি হুজুরের কাছে আমরা তিনজন রোগীকে হাজির করি। তিনি রোগীদের 'দুয়া' দেন। তা সত্ত্বেও রোগীদের অবস্থা গত দু'মাসে ভালো হয়নি।

এক দম্পতিকে হাজির করেছিলাম। মহিলাটির হাতে ছিল একটি কাঁচা ডিম। হুজুর দুয়ায় ডিম সিদ্ধ না করে কাঁচা ডিমটি একটি সিদ্ধ ডিমের সঙ্গে পাল্টে দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ—কাঁচা ডিমে ডট্ পেন দিয়ে যে চিহ্ন করে দেওয়া ছিল, সিদ্ধ ডিমে তা ছিল না।

১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখেই আমাদের সমিতির তরফ থেকে হুজুরকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে হুজুরকে প্রকাশ্যে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখতে আহ্বান জানান হয়েছিল। হুজুর তাঁর দাবিমত আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে হাজির করা তিন রোগীকে রোগমুক্ত করতে না পারলে আমরা অবশ্যই ধরে নেব তাঁর দাবিগুলো চূড়ান্ত মিথ্যা এবং তিনি একজন প্রতারক মাত্র।

আমরা গভীরভাবে আশা রাখি এবং সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি—আপনারা একজন প্রতারককে আমাদের দেশে আসার 'পাসপোর্ট দিয়ে আমাদের দেশে তাঁর প্রতারণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন না।

আমাদের হাজির করা তিন রোগীকে দম্পতির বিষয়ে আপনাকে অবগত করতে ৭ এপ্রিল ১৯৯১ তারিখের আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সম্বন্ধীয় একটি লেখার জেরক্স কপি ও ১৮.৪.৯১ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত হুজুর সাইদাবাদীর বিজ্ঞাপনের একটি জেরক্স কপি পাঠালাম।

হুজুরের সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁর সম্বন্ধে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদন পড়ে জেনেছি, তিনি প্রতি দু'মাস অন্তর ভারতে জনসেবার নাম করে জনগণকে স্রেফ প্রতারিত করতে আসবেন।

আমরা আশা রাখি, আপনাদের দেশ এমন একজনকে আমাদের দেশে আসার অনুমতি দেবেন না, যিনি আমাদের দেশের জনগণের বিশ্বাস ও সরলতার সুযোগ নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁদের স্রেফ প্রতারিত করে যাবেন।

আবারও এই আশা রেখে শেষ করছি, আপনি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধাসহ

প্রবীর ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

যাঁদের চিঠির প্রতিলিপি পাঠান হচ্ছে :

এক : স্বরাষ্ট্র সচিব

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাকরণ

কলকাতা

দুই : পুলিশ কমিশনার

লালবাজার

কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হুজুর সাইদাবাদীকে যে চিঠি সমিতির প্যাডে দেওয়া হয়েছিল, তা হল—

হুজুর সাইদাবাদী,
হীরা হোটেল,
কলকাতা।

ইতিপূর্বে আপনি বাংলাদেশ থেকে কলকাতা এসেছিলেন এবং বিপুল সাড়া জাগিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার খবর ও বিজ্ঞাপন পড়েছি। আপনি নিঃসন্তান দম্পতিকে ডিম ও কলার কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করে সন্তান দেন ও অন্যান্য রোগ মুক্ত করেন এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন বলে পত্র-পত্রিকা পাঠে মনে হয়েছে।

আমাদের সমিতি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। কোনও অলৌকিক ঘটনা বা কোনও ব্যক্তির অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে শুনলে আমরা যথাসাধ্য সত্যানুসন্ধান চালিয়ে থাকি। আশা রাখি আমাদের এই ধরনের সত্যানুসন্ধানের প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতই আপনিও স্বাগত জানাবেন এবং সেই সঙ্গে আপনার অলৌকিক ক্ষমতার সত্যানুসন্ধানে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আপনার সামনে আমরা হাজির করতে চাই পাঁচজন রোগী ও দুটি নিঃসন্তান দম্পতি। আপনি আপনার অলৌকিক ক্ষমতায় রোগীদের এক বছরের মধ্যে রোগ মুক্ত করতে পারলে এবং দুটি দম্পতিকে সন্তান দিতে পারলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নেব এবং প্রণামী হিসেবে আপনাকে ভারতীয় অর্থে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব, সমিতি ভেঙে দেব। আপনি আমাদের সত্যানুসন্ধানে সহযোগিতা না করলে অবশ্যই ধরে নেব এবং আপনি একজন প্রতারক মাত্র।

নমস্কারান্তে—
প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি

আমাদের এই সমস্ত কাজ-কর্মের ফলশ্রুতি হিসেবে এইটুকু হল যে, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট-এর 'চিটিং অ্যান্ড ফ্রড' সেকশনের অফিসার ইনচার্জ আমাকে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চিঠি দিয়ে জানালেন, হুজুর সাইদাবাদীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আপনারা বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে করেছেন এবং সেই চিঠির যে প্রতিলিপি অন্যদের দিয়েছেন, সেই প্রেক্ষিতে আমি উচ্চতর মহল থেকে তদন্ত করার আদেশ পেয়েছি। এখন এই তদন্তের জন্য আপনার পরীক্ষা ও মতামত জানা এই তদন্তের পক্ষে খুবই জরুরী। আপনাকে ভবানী ভবন, কলকাতা - ২৭-এ ১৩.৫.৯১ দুপুর ১২টায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এরপর অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে আমাদের সমিতির কয়েকজন গিয়ে দেখা করেছি। বিস্তৃতভবে সব জানিয়েছি। উনি আমাদের বলেছেন শ্যামলী, মিতালী, ননী, তিমিরবরণ ও জয়াকে তাঁদের কাছে হাজির করতে। শ্যামলী ছাড়া অন্যান্যদের হাজির করেছি। অনুরোধ রেখেছি শ্যামলীর ঠিকানায় গিয়ে তদন্তের প্রয়োজনীয় কাজ করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এরপর পুলিশের তরফ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না। কিন্তু হুজুর আবার এলেন। বিজ্ঞাপন দিয়েই এলেন। তবে একটু দেরি করে। সেই হীরা হোটেলেই উঠলেন। এ বার সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও জোরালো। আমাদের ছেলেরা তারই মধ্যে প্রচুর পোস্টারে ভরিয়ে দিল হীরা হোটেল ও তার সংলগ্ন স্থান। দেওয়ালে দেওয়ালে সাঁটা হল আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি। পোস্টার দাবি জানানো হল হুজুরের গ্রেপ্তারের। হুজুরের ভাড়াটে সেনারা আমাদের দৃঢ়তা দেখে পিছু হটল। হুজুরের ব্যবসাটা সেবার জমল না।

হুজুর আবার এলেন। তবে আরও বড় একটা গ্যাপ দিয়ে। স্থান পাল্টে গেলেন পার্কসার্কাসের হীরা ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেল। আমাদের ছেলেরা পিছু ছাড়ল না। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকের এক মহিলা সাংবাদিক পার্কসার্কাসে হুজুরের ডেরায় যাবেন ঠিক করে আমার সঙ্গে দেখা করলেন, আমার অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি নিলেন তাঁর পত্রিকাটিতে ছাপার জন্য। বললেন, কপি করে ফেরত দেবেন। আমাদের ছেলেরা এখানেও পোস্টারিং করেছে। হোটেল হীরা ইন্টারন্যাশনালে সাংবাদিক গেলেন। হুজুরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে হুজুরের চামচাদের সাক্ষাৎকার দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে বাধ্য হলেন। পত্রিকা দপ্তরে ফিরে তিনি আমাকে ফোন করে গায়ের ঝাল মেটালেন, ভয়ংকর এক বিপদের মুখে তাঁকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে। আমি নাকি বাস্তব ভয়ংকর চিত্রটা ঠিক মত তুলে না ধরায় তাঁর জীবন বিপন্ন পর্যন্ত হতে পারে। হুজুরের লোক নাকি গাড়ি ফলো করে তাঁর পত্রিকার অফিসটিও দেখে গেছে। এখন তাঁকে নাকি এসকর্ট নিয়ে কিছু দিন চলতে হবে। আর এইসব মুশকিলের কারণ নাকি আমি। শুধু ওই মহিলাই নন, তাঁর সহকর্মী এক সাংবাদিক বন্ধুও ফোনে অভিযোগ করলেন, হুজুরের ভয়ংকর চরিত্রটা আমি তাঁর সহকর্মীকে নাকি জানাইনি। এটা নাকি আমার পক্ষে গর্হিত অন্যায় হয়েছে। ফল—পত্রিকায় আমাকে নিয়ে লেখার পরিকল্পনা বিসর্জন এবং আমার কোনও নথি এবং ছবি ফেরত না দেওয়া।

যাই হোক, এ তো গেল একটা সাইড স্টোরি। কিন্তু আসল স্টোরি সব সময়ই তার চেয়ে অনেক বেশি রামাঞ্চকর হয়ই। আমরা আমাদের কাজ করে গেছি। লাগাতার ভাবে ঘটনাটা কলকাতা পুলিশের নজরে এনেছি। অবশ্য কলকাতা পুলিশের নজর আমাদের কাজ-কর্মে এমনিতেই আকর্ষিত হচ্ছিল। কারণ হুজুর সাইদাবাদীর বিরুদ্ধে আমাদের পোস্টার অভিযানের ছবিসহ খবর ইতিমধ্যেই আজকাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যে কোনও সময় একটা বড় রকমের ঘটনা যে ঘটতে পারে তাও পুলিশের অজানা ছিল না। পুলিশ কমিশনার পাল্টেছেন, ডি সি ডি ডি পাল্টেছেন। আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পাল্টাইনি। প্রত্যেকের কাছে আমরা দাবি জানিয়েছে 'ড্রাগ ও ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট' ভঙ্গকারী প্রতারক হুজুর সাইদাবাদীকে গ্রেপ্তার করার জন্য। আমরা এও জানিয়েছি—হুজুরের দোয়ায় কলকাতার যে সব দম্পতি সন্তান লাভ করেছেন বলে দাবি করা হয়েছে, তার সত্যতা জানতে আমরা অনুসন্ধান চালিয়েছি। ওইসব দম্পতির ঠিকানার কোনও হদিস পাইনি।

লাগাতারভাবে লেগে থাকার ফল পেলাম ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৭। ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু বুজরুকি, প্রতারণা ও ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেপ্তার হলেন। গ্রেপ্তার হলেন হীরা হোটেল থেকেই।

এ-বারও আসার আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি বাংলা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হয়েছিল, হুজুরের দোয়ায় নিঃসন্তান দুই দম্পতির সন্তান লাভের গপ্পো। এক দম্পতির কলকাতার ঠিকানা ছিল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

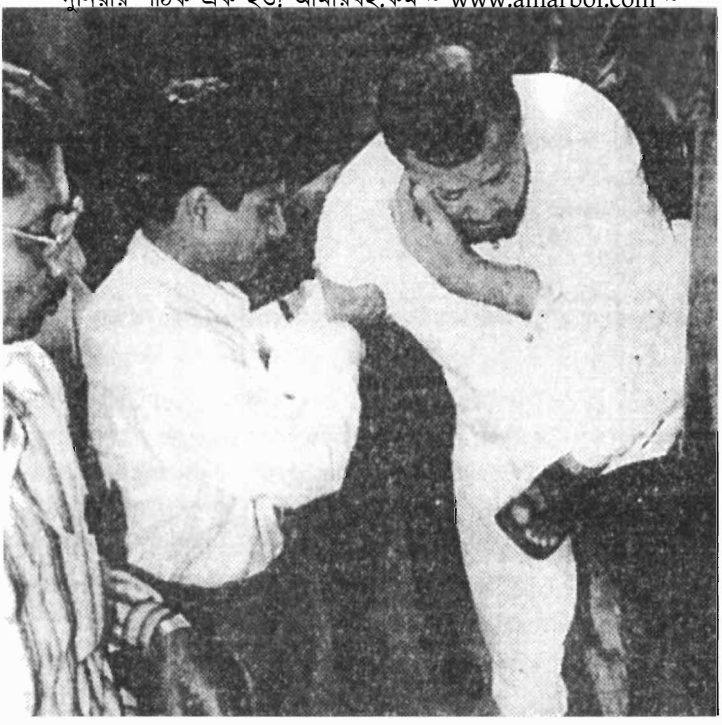

গ্রেপ্তারের পর হুজুর সাইদাবাদীকে দেখে পুলিশ ভ্যান থেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করা হচ্ছে

গোয়েন্দা দপ্তরের অফিসাররা বিজ্ঞাপন দেওয়া দম্পতির ঠিকানার কোনও হদিস পাননি।

২২ ফেব্রুয়ারি শনিবার ছিল হুজুরকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করার দিন। সকালে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি কমিশনার নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা হল। জানালাম—আমরাও হুজুরের বিরুদ্ধে পার্টি হতে চাই। ওকে শাস্তি দেওয়ার মতো অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে।

২২ ফেব্রুয়ারি বিচারক রায় দিলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশ লকআপে রাখার।

পুলিশ সূত্রে খবর পেলাম ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশ বিষয়টি জানিয়েছেন বাংলাদেশ মিশন, বিদেশ মন্ত্রক ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে। একজন আই পি এস এও জানালেন, আমাদের হাতে যতই তথ্য-প্রমাণ থাক সাইদাবাদীকে আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়করা ফোন করবেন, আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা ছেড়ে দেবেন।

ধর্মীয় নেতা, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় নেতা, বিদেশি রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ধর্মীয় নেতাকে শাস্তি দেওয়ার সাধ্য গদি বাঁচাতে সদা তৎপর শাসক গোষ্ঠীর নেই। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও দেশের গণতন্ত্র শক্তিমানেরা নিজের পকেটে রেখে ঘোরেন। তাই হুজুর হয়তো অবাঞ্ছিত বিদেশি হিসেবে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে শাস্তি এড়াবেন। তবু পাল্টা স্রোতে চলে যা করা গেল তাই বা কম কী? মহাবৃক্ষের বীজ তো পোঁতা গেল। সেরুলোর মতো হুজুরকেও বড়সড় একটা আঘাত হেনে বোঝানো গেল এ-দেশে বুজরুকি চালানো সম্ভব নয়। বন্ধ করা গেল এ-দেশে ভবিষ্যতে পা রাখার সম্ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : ষোলো

জলাতঙ্ক ও দৈব-চিকিৎসা

তামাম ভারতের বহু গ্রামাঞ্চলে কুকুরে কামড়ালে এক ধরনের দৈব চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া হয়। জনপ্রিয় এই দৈব চিকিৎসা পদ্ধতিটি এমনই বিচিত্র যে, চিকিৎসার গোটা প্রক্রিয়াটি দেখলে সাধারণভাবে বিশ্বাস উৎপাদন হওয়া স্বাভাবিক। চিকিৎসা পদ্ধতি এই ধরনের—

চক্‌চকে শানবাঁধানো চাতালের ওপর নতুন একটি বড়-মুখ মাটির পাত্র বসানো হয়। পাত্রের মুখের ওপর বসানো হয় একটি পিঁড়ি। পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে রোগী, মাটির পাত্রটি গোলাকার, তাই রোগী পিঁড়িতে বসে টলমল করে। রোগীর দু-পাশে দৈব চিকিৎসকের দু-জন লোক দাঁড়ায়। তারা দুজনে রোগীর দু-হাতের আঙুল ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

এবার শুরু হয় দৈব চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্যায়। দৈব চিকিৎসক দেবী বিষহরির মন্ত্র পড়তে পড়তে একটি মাটির পাত্রে রাখা গোটা মাষকলাই ডাল মুঠো করে তুলে ছুড়ে মারতে থাকে রোগীর বসা মৃৎপাত্রের গায়ে। এক সময় মৃৎপাত্রটি ঘুরতে শুরু করে। কেউ রোগীর আঙুল ছুঁয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে না। অথচ আশ্চর্য রোগী টলমল করছে না।

মৃৎপাত্র ঘুরছে, রোগী ঘুরছে, দৈব চিকিৎসক বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে মাষকলাই ছুড়ে চলেছে, এমনটা চলতে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর এক সময় আপনা থেকেই মৃৎপাত্র ভেঙে পড়ে রোগীসুদ্ধ। এই ভেঙে পড়ার অর্থই নাকি রোগীর বিষ নেমে যাওয়া।

গ্রামবাসীদের মধ্যে এ-ভাবে বিষ নামানোর ব্যাপারে গভীর বিশ্বাস রয়েছে। এই বিশ্বাসের পক্ষে যে-সব যুক্তি তাঁরা বারবার খাড়া করেন, সেগুলো হল : (এক) টলমল করে বসা রোগী ঘুরন্ত পিঁড়ির ওপর কীভাবে ঠিক্‌ঠাক্ বসে থাকে? (দুই) মাটির পাত্র রোগীকে নিয়ে আপনা থেকে ঘুরতে শুরু করে কোন্ শক্তির প্রভাবে? (তিন) মাটির পাত্র আপনা থেকে ভাঙে কি করে? (চার) মাটির পাত্র ভাঙে বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে। কারও ক্ষেত্রে ভাঙে দশ মিনিটে, কারও ক্ষেত্রে বা কুড়ি মিনিটে। দৈব চিকিৎসক বলেন—বিষ শরীরের যত গভীরে যায়, নামতে তত সময় লাগে। তাই বিষ-প্রবেশের গভীরতা অনুসারে নামার সময়ের তারতম্য ঘটে, তাই তারতম্য ঘটে হাঁড়ি ভাঙার সময়ের। এই যুক্তিকে অস্বীকার করি কী যুক্তি দিয়ে? (পাঁচ) এই দৈব চিকিৎসার পর প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগীর জলাতঙ্ক হয় না।

প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা রাখছি এবার

এক এবং দুই : সাইকেল দাঁড়িয়ে থাকলে সাইকেলের আরোহীর ব্যালেন্স রাখা কঠিন হয়। ব্যালেন্স রাখতে তার মাটিতে পা রাখার বা বন্ধুর কাঁধে হাত রাখার প্রয়োজন হয়। সাইকেল চলতে থাকলে ব্যালেন্সের জন্য এই সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় না।

সাইকেল চালাবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, পিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসতে সেটুকু শিক্ষারও প্রয়োজন হয় না। রোগী আগে থেকেই শুনেছে মন্ত্রে মাটির পাত্র ঘোরে। দৈব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চিকিৎসকের দুই সহকারী যারা রোগীর দু-আঙুল ধরে থাকে, তারা রোগীকে সামান্য একটু ঘুরিয়ে দেয়। তারপর রোগী ভাবতে থাকে মন্ত্রের জোরে এ-বার সে ঘুরতে থাকবে। তার এই চিন্তার কারণে নিজের অজান্তে নিজে ঘুরতে থাকে (অবচেতন মনের এই ধরনের এবং আরও নানা ধরনের বিচিত্র সব কাণ্ড কারখানা নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। তাই এই বিষয়ে আবার বিস্তৃত আলোচনায় ঢুকছি না)। সুতরাং রোগীর ঘুরন্ত পিঁড়িতে ঠিক-ঠক বসে থাকাও আপনা থেকে মাটির পাত্রের ঘুরতে থাকার মধ্যে কোনও দৈব বা অলৌকিকতা নেই। এমনকি দৈব চিকিৎসকের দুই সহকারী রোগীকে ঘোরার প্রথম গতি এনে দিতে সাহায্য না করলেও ঘুরতে পারে। রোগীর যদি অবচেতন মনে বিশ্বাস থাকে—মন্তরে মাটির পাত্র তাকে নিয়ে ঘুরবে, তাহলেও মাটির পাত্র ঘুরবে। একটু দেরিতে ঘুরতে শুরু করলেও ঘুরবে। রোগীর অবচেতন মনই এই ঘোরার গতি তৈরি করবে।

তিন : সিমেন্টের মেঝেতে ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে মৃৎপাত্রের তলদেশ দ্রুত পাতলা ও ভঙ্গুর হতে থাকে। সেই সঙ্গে মৃৎপাত্রের তলায় মাষকলাইয়ের শক্ত দানা পড়ে ভাঙার ব্যাপারটা দ্রুততর করে।

চার : মাটির পাত্রের পুরুত্ব বা গেজ এক নয়। সব পাত্র সমানভাবে পোড় খাওয়াও নয়। সব রোগীর ওজনও এক নয়। তাই পাত্র ভাঙার ক্ষেত্রে সময়ের তারতম্যই স্বাভাবিক। এমন কি কোনও ক্ষেত্রে দশ মিনিট, কোনও ক্ষেত্রে পঁচিশ মিনিট সময় নিলেও তার মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। এ-ছাড়াও ধরুন মাটির পাত্রের তলায় এক দানা মোটা বালি বা খুদে পাথর পাত্র তৈরির সময়তেই থাকে এবং ঘোরার সময় ওই দানার সঙ্গে মাষকলাইয়ের সংঘর্ষ ঘটে তবে ভাঙা দ্রুততর হতে পারে। সংঘর্ষের সময় হাঁড়ির ঘোরার বেগ যত বেশি হবে ভাঙার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।

সুতরাং ভাঙার সময়ের তারতম্যের ওপর শরীরে বিষ ঢোকা বা কম ঢোকার কোনও সম্পর্ক নেই।

পাঁচ : কুকুরে কামড়ালেই জলাতঙ্ক হয় না। পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়। কুকুরে কামড়ানো রোগীদের মধ্যে পাগলা কুকুর কামড়ানো রোগীর সংখ্যা হাজারে একজন। সুতরাং দৈব চিকিৎসকের ব্যর্থতার সম্ভাবনাও হাজারে এক।

জলাতঙ্ক নিয়ে কিছু ভুল ধারণা

শহুরে থেকে গ্রামবাসী, অনেকেরই ধারণা, জলাতঙ্ক রোগী-রোগিণীর পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়। ধারণাটি পুরোপুরি ভুল।

জলাতঙ্ক রোগী কুকুরের মত ডাকে—এমন একটা ধারণাও প্রচলিত আছে। এই ধারণাও ভুল।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে নানা জন নানা রকমের উপদেশ দিতে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের উপদেশকে অভ্রান্ত প্রমাণ করতে অনেক উদাহরণ টেনে আনেন, ফাঁদেন অনেক গল্প। এইসব উপদেশের মধ্যে চালু টোটকা হল পিঠে থালা বসানো, পাকা কলার মধ্যে কেঁচো বা জোনাকী ঢুকিয়ে রোগীকে পর পর তিন দিন খাওয়ানো। কুকুরে কামড়ানো রোগীর পিঠে মন্ত্র পড়ে থালা বসানো দেখে অনেকেই মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে বসেন। থালা বসানো একটা কৌশল। এ-খানে সে কৌশল নিয়ে আলোচনায় ঢুকলাম না। কারণ 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' ২য় খণ্ডে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
প্রিয় পাঠক পাঠিকা, মনে রাখবেন কোনও মন্ত্র-তন্ত্র বা টোটকার সাহায্যেই পাগলা কুকুরে কামড়ানো রোগীকে জলাতঙ্কের হাত থেকে বাঁচানো যায় না। আর জলাতঙ্ক মানেই অবধারিত মৃত্যু। সুতরাং মিথ্যে উপদেশে ও গল্পে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না, বা নিজে বিভ্রান্ত হবে না। পাগলা কুকুরে কামড়ালে দ্রুত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগের আগে প্রাথমিক চিকিৎসা যা করবেন —

এক : যেখানে পাগলা কুকুর কামড়েছে, আঁচড়েছে বা চেটেছে সেখানটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাবান ডিটারজেন্ট বা সোডা লাগিয়ে জল দিয়ে ধুইয়ে দিন। হাতের কাছে সাবান-টাবান না পেলে জল দিয়েই জায়গাটা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে ধুইয়ে দিন।

দুই : কামড়ানো জায়গাটা পরিষ্কার করে ধোয়ার পর কার্বোলিক অ্যাসিড দিয়ে পোড়াতে হবে।

কার্বোলিক অ্যাসিড তুলুন একটা কাঠির মাথায় তুলো বা পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়িয়ে তার সাহায্যে। এবার তুলোর মাথার অ্যাসিড ক্ষতস্থানে শুধু বুলিয়ে দিন। অ্যাসিডের পরিবর্তে টিঞ্চার আইডিন লাগাতে পারেন।

তিন : কার্বোলিক অ্যাসিড লাগানোর এক মিনিট পরেই অ্যাসিড মুছে দিন রেক্‌টিফাইড স্পিরিট বা অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল দিয়ে। এই স্পিরিট যে কোনও ওষুধের দোকানে পাবেন। এই মোছর কারণ—অ্যাসিড-ক্ষত যাতে না হয়।

চার : ক্ষত থেকে যাতে টিটেনাস না হয়, তাই টিটেনাস টক্সাইড ইঞ্জেকশন নিন।

র‍্যাবিড বা পাগলা কুকুর কামড়েছে কি না জানবেন কী করে?

কুকুরে কামড়াবার পর কুকুরটা পাগলা কি না জানাটা জরুরী হয়ে পড়ে। কুকুরটি র‍্যাবিস ভাইরাস দ্বারা (যা জলাতঙ্ক রোগের কারণ) আক্রান্ত না হলে অ্যান্টি র‍্যাবিস ইনজেকশন নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ক্ষতের চিকিৎসা করালেই চলে।

পাগলা কুকুরের লক্ষণ :—

(১) ক্ষিপ্ত অবস্থা। বিনা কারণে কামড়াবার প্রবণতা।

(২) বিনা কারণে চিৎকার করা। চিৎকারের স্বর থাকে ভাঙা। অথবা চিৎকার করতে চাইছে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

(৩) মুখ দিয়ে লালা পড়তে থাকে।

(৪) খেতে চায় না, লুকিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে চায়।

কামড়ানোর পরবর্তী সমস্যা ও করণীয়

কুকুর কামড়ানোর পর বুঝতে চেষ্টা করুন, কুকুরটি পাগলা কি না। কুকুরটি রোগাক্রান্ত না হলে তার কামড়ে, আঁচড়ে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কুকুরটি পাগলা হলে সাধারণভাবে দিন দশেকের মধ্যে মরে যাওয়ার কথা। কুকুরটি কামড়ানোর দশ দিন পরে পাগল না হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকলে কামড় থেকে জলাতঙ্কের সম্ভাবনা নেই।

যেখানে আক্রান্ত কুকুরকে চিহ্নিত করা এবং তার ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়, সেখানে ঝুঁকি না নিয়ে অ্যান্টি র‍্যাবিস চিকিৎসা শুরু করাই উচিত।

যে কুকুর কামড়েছে সেই কুকুরটি যদি কোনও কারণে মারা যায় বা তাকে মেরে ফেলা হয়, তবে রোগীর অ্যান্টি র‍্যাবিস চিকিৎসা করাতে হবে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

জলাতঙ্ক রোগ কী?

জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাসের নাম 'র‍্যাবিস'। এই ভাইরাস প্রধানত স্নায়ুকোষকে আক্রমণ করে। স্নায়ুকোষে এরা বংশবিস্তার করে এবং স্নায়ুকোষ ধরে মস্তিষ্কের কোষগুলোর দিকে চলতে থাকে ভাইরাসের অগ্রগমন। সাধারণভাবে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে জলাতঙ্ক রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। জলাতঙ্কের পূর্বলক্ষণ হিসেবে গা ম্যাজ ম্যাজ করে, মাথা ব্যথা হয়, ক্ষুধা কমে যায়, অল্প-সল্প জ্বর হয়। কামড়ানো বা আঁচড়ানোর জায়গায় চুলকানি অথবা অসাড়তা দেখা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় জলাতঙ্কের লক্ষণ। রোগীকে ছুঁলে চম্‌কে ওঠে। একটু শব্দেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা বাতাস, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না। চোখ দিয়ে জল পড়ে। শরীর ঘামতে থাকে। কোনও তরল পদার্থ গিলতে পারে না। গিলতে গেলে গলার ভেতরের মাংসপেশী প্রবলভাবে সংকুচিত হয়। ফলে প্রবল যন্ত্রণা হতে থাকে। এক সময় জল দেখলেই পিপাসা মেটাবার তীব্র ইচ্ছে এবং মাংসপেশীর সংকোচন ও সেই কারণে ভয়ংকর যন্ত্রণা হতে থাকে। এই রোগের সঙ্গে জল থেকে যন্ত্রণা সৃষ্টির ব্যাপারটা সম্পর্কিত হওয়ার সুবাদে রোগটি 'জলাতঙ্ক' নামে পরিচিত। এক সময় প্রবল খিঁচুনির মধ্য দিয়ে জলাতঙ্ক রোগীর জীবন শেষ হয়।

তবে এ-কথাও জেনে রাখা ভালো, শুধু কুকুর থেকে র‍্যাবিস ভাইরাস ছড়ায় না। শেয়াল, বেজি, বেড়াল ইত্যাদি মাংসাশী পশুদের থেকেও র‍্যাবিস ভাইরাস ছড়াতে পারে।

হ্যাঁ, সেই শেষ কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছি আর একবার— জলাতঙ্ক রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। অর্থাৎ একবার রোগলক্ষণ প্রকাশ পেলে মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া উপায় নেই। তাই জলাতঙ্ক রোগ নিবারণের জন্য রোগলক্ষণ প্রকাশের আগেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করতে হবে। এবং সেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পরে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, কোনও দৈব চিকিৎসা নয়।

কারো কারো মনে হতেই পারে 'ধান ভানতে শিবের গান' গাইলুম আমি। চ্যালেঞ্জার ছেড়ে রোগ নিয়ে পড়লাম! আসলে এ-দেশে কুকুরে কামড়ের রোগীর সংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ। কুকুরের কামড় রোগীর কি কর্তব্য এই বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের অভাবওয়ালা মানুষরাই কুকুরে কাটা রোগীকে জ্ঞান দেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ। ফলে রোগী ও তাঁর পরিবার নানা অযাচিত উপদেশে বিভ্রান্ত হন। এবং অনেক সময় এই বিভ্রান্তিই রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে। বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যেই আমার 'ধান ভানতে শিবের গান' গাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সতেরো

বিশ্বাসের ব্যবসায়ীরা ও নপুংসক আইন

বিশ্বাসের কারবারিরা শিকড় গেড়েছে

দুরস্বামী জিওফ্রে স্যামুয়েল দীনাকার ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মী, হয়েছেন ধর্মগুরু। তা ধর্মগুরু হতে এ দেশের সংবিধানে কোনও বাধা নেই। ছিলেন মধ্যবিত্ত, চোখের পলকে হয়েছেন উচ্চবিত্ত। তাতেও এ-দেশের সংবিধানে কোনও প্রতিবন্ধকতা নেই। 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' ও যিশুর কাছে প্রার্থনা শুনিয়ে ভক্তদের দানে তিনি আরও দশজন ধর্মগুরুর মতোই ধনী। তাঁর ছেলে পলও 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শুনিয়ে জনগণকে পরম শান্তির জগতে নিয়ে যাচ্ছেন, যেখানে রোগ নেই দুঃখ নেই। চেন্নাইতে কেন্দ্রীয় অফিস খুলেছেন। সে চারতলার এক বিশাল প্রাসাদ। এখানে রয়েছে আধুনিক রেকর্ডিং স্টুডিও, ভিডিও থিয়েটার, প্রকাশনা বিভাগ এবং ভক্ত ও রোগীদের ফোনে 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শোনবার সুন্দর ব্যবস্থা। দীনাকার ও তস্য পুত্র হেঁকে-ডেকে দাবি করে চলেছেন, তাঁদের পবিত্র প্রার্থনার চমৎকারে জাগতিক যে কোনও রোগ থেকে বিশ্ববাসী মুক্ত হন। এমন দাবি করে স্পষ্টতই তাঁরা ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্মণ-গণ্ডিকে লঙ্ঘন করলেন। এখানে আইন সাফ বলছে—মন্ত্রবলে বা কোনও চমৎকার দ্বারা রোগ প্রতিকারের দাবি বা দাবির প্রচার সম্পূর্ণ বেআইনি। তবু এই বেআইনি কাজ 'চলছে, চলবে'।

INDIA TODAY-র জুন ১৪, ১৯৯৭ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ৮৫-তে বলা হয়েছে—অতি সম্প্রতি দীনাকর ও পলের এক প্রার্থনাসভায় দশ বছরের এক শিশুপুত্রকে কোলে করে মঞ্চে নিয়ে এলেন মা। মায়ের কথা মতো ছেলেটি হামা দিতেও অক্ষম। এই শিশুই পবিত্র প্রার্থনার চমৎকারিত্বে সকলকে অবাক করে দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল। এমনি করে সাজানো রোগীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে সরল আমজনতাকে বুরবক্ বানানোর কাজ 'চলছে চলবে'।

দীনাকর ও পল দেশের জনগণকে 'পবিত্র প্রার্থনা' শুনিয়ে পাপ ও রোগমুক্ত করতে দেশ জুড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁদের বেআইনি কাজে আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছেন দেশের পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে।

পি পি জোব আর এক 'পবিত্র কণ্ঠস্বর'-এর ব্যাপারি। দুটি টিভি চ্যানেলের 'টাইম স্লট' কিনে ফি শুক্রবার সকালে তাঁর 'পবিত্র কণ্ঠস্বর' শোনাচ্ছেন পাপী জনগণকে। জোব-এর সোচ্চার দাবি—তাঁর এই পবিত্র প্রার্থনা পরম বিশ্বাস নিয়ে শুনলে পাপ ও রোগ দুই থেকেই মুক্ত হয় মানুষ। হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজ গ্রাউন্ড থেকে কোট্টায়ামের নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত যেখানেই জনগণকে রোগমুক্ত করতে প্রার্থনাসভার আয়োজন করছেন, সেখানেই পুলিশ ও প্রশাসনের পরিপূর্ণ সহযোগিতা পাচ্ছেন। বেআইনি কাজে এদেশের পুলিশ ও প্রশাসনের পরিপূর্ণ সহযোগিতার ঐতিহ্য বা পরম্পরা 'ছিল-আছে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রতিবছর ৮ জুন হায়দ্রাবাদে জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার মহামেলা বসে। বাথিনি পরিবার পাঁচ পুরুষ ধরে এই 'পবিত্র কর্ম্মো'টি করে আসছেন। এই উপলক্ষে বাথিনি পরিবারের বাড়ির সামনের মাঠে মেলা বসে যায়। দেশের দূর-দূরান্তের হাঁপানি রোগী ও তাদের আপনজনদের অনেকেই দৈব ওষুধ পাওয়াকে নিশ্চিন্ত করতে আগের দিনই মেলাপ্রাঙ্গণে রাত কাটান মাঠ বা স্রেফ রাস্তায়। শুধু বাথিনি পরিবারের লোকজনই নাকি জানে এই দৈব চিকিৎসা।' ইঞ্চি তিন-চার লম্বা জ্যান্ত মহাশোল মাছের মুখের কাছে এক ফোঁটা তেঁতুল দিয়ে তৈরি চ্যবনপ্রাশ বা ওই জাতীয় কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয়। এইটা রোগীর মুখে চালান করে গিলিয়ে দেওয়ার পর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় ছাপানো নিয়ম-বিধি। তাতে বলা হয়েছে—রোগীদের রাতে গরম জল খেতে হবে। ধুলো এড়িয়ে চলতে হবে। ঠাণ্ডা খাওয়া চলবে না। সপ্তাহে একদিন মধু ও আদার রস খেতে হবে। স্টেট ফিশারিস ডিপার্টমেন্ট হাঁপানি সারাবার মহামেলায় মহাশোল বিক্রির পাঁচটি স্টল খুলেছিল ১৯৯৭-তে। ছিল রোগী ও তাদের আপনজনদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য সরকারি সহযোগিতায় স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা। ছিল আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যাপক পুলিশি ব্যবস্থা। ভি আই পি-দের অবশ্য আম-জনতার সঙ্গে লাইন দিতে হয় না। তাঁদের জন্য রয়েছে আলাদা কাউন্টারের ব্যবস্থা। ভি আই পি পাস অবশ্য ব্ল্যাকে কেনা যায়। '৯৭ সালের দর ছিল ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। পুলিশের সামনেই ব্ল্যাকাররা খুল্লাম-খুল্লা পাস বিক্রি করছে। পরপর তিন বছর এই দৈব ওষুধ বিশ্বাস করে খেলে এবং নিয়ম মেনে চললে হাঁপানি ভালো হবে—গ্যারান্টি! হায়দ্রাবাদসহ কর্নাটকের বহু মানুষই বাথিনি পরিবারের এই গ্যারান্টিতে বিশ্বাস রাখেন। ওষুধটা কী? কেন শুধু একটি পরিবার এই ওষুধের হদিশ জানবেন? কেন তা আরও সহজলভ্য হবে না? কেন একটি বিশেষ দিনে ওষুধ খাওয়ানো হয়? এসব বেয়াড়া প্রশ্ন কেউ কেউ করেন। তাঁদের প্রশ্ন চাপা পড়ে যায় 'পুণ্য দিন', 'দৈব আশীর্বাদ' ইত্যাদি আজন্ম বিশ্বাসী মানুষের প্রবাহের নীচে।

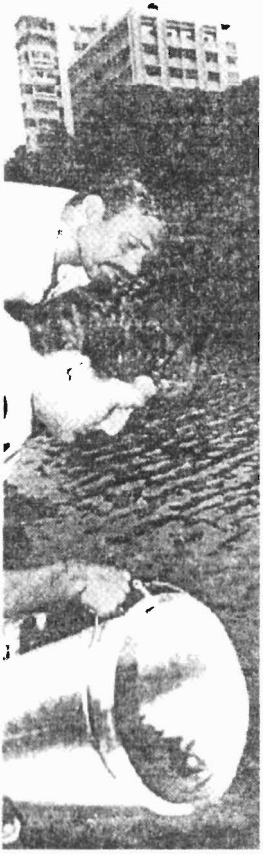

বুজরুক চিকিৎসক দলের পাণ্ডা এস শ্রীনিবাসন। (নিচে) হায়দরাবাদের জ্যান্ত মাছ পেলে দেওয়া হচ্ছে মিন্টো পার্কের পুকুরে। রবিবার।

ছবি : শিখর কর্মকার, আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
৯ জুন '৯৭ এর কলকাতার অনেক দৈনিক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল একটি খবর। আশ্চর্য মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারিরা হায়দ্রাবাদ থেকে কলকাতায় এসে গ্রেফতার হলেন। এদের গ্রেফতার করা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায়, ১২০ বি ধারায় (ষড়যন্ত্র) এবং 'দা ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল অ্যাডভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' ধারা মতে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিভিন্ন ভাষায় ছাপা নিয়ম-বিধি ও প্রতারণাপত্র, প্রচুর চ্যবনপ্রাশ জাতীয় ওষুধ ও মহাশোলমাছের চারা।

•

ছয় জালিয়াত জ্যোতিষীর দল গ্রেপ্তার

কলকাতাবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এজন্য বাড়তি গর্ব করতেই পারেন। তাঁরা মনে করতেই পারেন—এখানে বুজরুকি করে পার পাওয়া যায় না। এবং অনেকেই মনে করেনও তা। আমাকেই কয়েক ডজন পরিচিত বলেছেন, 'এই সব বুজরুকি ও বেআইনি কারবার কর্নাটক সরকার কী

The Indian EXPRESS

Gang of six impostors arrested

EXPRESS NEWS SERVICE
NAGPUR JAN 18 1997

A six-member gang of tricksters from West Bengal, posing as pujaris and claiming to have divine power, was arrested by Ramnagar Nagar Police today following a complaint by activists of rationalist organisation, Andhashraddha Nirmoolan Samiti.

The gang was camping at Sahakar Mandir on Pratap nagar area and has even distributed pamphlets claiming to possess divine power to cure ills. The pamphlets in English, Hindi and Bengali had testimonials of a number of people not only from nearby areas but also from far off villages. Many of them are reported to have paid big sums to the gang members who, in turn, gave them some 'divine vitamins'.

One of the victims, who had paid Rs 14,000 to get a 'divinity vitamin' was found relaxing in front of a gaudily decorated tent when police raided the Sahakar Mandir Hall. The gang members first flatly denied having taken money from the 'victims' coming for free consultations. When confronted, they first said having only taken a token amount. However, they were subjected to frisking, they were found carrying big amounts on their person. The raid was conducted following a complaint lodged by a Samiti activist Rakesh Khatik.

An officer under sections 4, 5 and 7 of Drug and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act was registered against the gang members Deepankar Mitra (37), who posed as Tarakeswarpuri, Arun Ranjan Bhattacharya (39), alias Arunjyoti Mukherji, Purnendu Banerjee (34), Wasudev Ghosh (27), Subhashish Sur (25) and Deepankar Dutta (39). The police have alleged Magnanimous Community Remedial, P.S.I. B.P. Ghosh and R.R. Gaach are conducting further investigation.

করে এত বছর ধরে চলতে দিচ্ছেন!'

৯ জানুয়ারি ১৯৯৭ রবিবার, ভারতের বিখ্যাততম ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর নাগপুর এডিসনে ছবিসহ একটি খবর বিশাল গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটির শিরোনাম ছিল 'Gang of six impostors arrested' অর্থাৎ ছয় বুজরুকের দল গ্রেফতার। স্থানীয় কাগজগুলোও খুবই গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রকাশ করে। খবরটি সারসংক্ষেপ হল এই যে—পশ্চিমবাংলা থেকে আসা ছয় বুজরুকের দল নিজেদের জ্যোতিষী ও ভাগ্য ফেরাবার ক্ষমতাধর বলে বুজরুকি চালাতে গিয়ে প্রতাপনগর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। এই ছয় প্রতারক হল পশ্চিমবাংলার ছয় নামী জ্যোতিষী দীপঙ্কর মিত্র, অরুণরঞ্জন ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু ব্যানার্জি, বাসুদেব ঘোষ, শুভাশিস শূর ও দীপঙ্কর দত্ত। এদের প্রত্যেকেই 'ভৃগু', 'অর্কজ্যোতি' ইত্যাদি জাতীয় নানা বিচিত্র সব নাম ধারণ করে নিজেদের বিজ্ঞাপিত করেন। এই ছয় প্রতারকের গ্যাঙ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ইংরেজি হিন্দি ও বাংলায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করে জানিয়েছিল ভাগ্য গণনার দ্বারা ভবিষ্যৎ জেনে সঠিক গ্রহরত্ন দিয়ে তার ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে, মামলায় জয় এনে দিতে পারে এবং রোগমুক্তি ইত্যাদি ঘটাতে পারে। এই ধরনের প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ছয় প্রতারককে 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'-এর ৪,৫ এবং ৭ ধারা মতে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় পুলিশ ওই গ্যাঙের কাছে আপত্তিজনক প্যামফ্লেটস, কিছু পাথর ও প্রচুর অর্থ পায়। এই 'জ্যোতিষী' এবং 'হস্তরেখাবিদ্' নামধারী প্রতারকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিল স্থানীয় যুক্তিবাদী সংস্থা—অন্ধবিশ্বাস নির্মূলন সমিতি।

হায়দ্রাবাদবাসী তথা কর্নাটকবাসীরা এজন্য বাড়তি গর্ব করতেই পারেন। তাঁরা মনে করতেই পারেন—এখানে বুজরুকি করে পার পাওয়া যায় না। এবং অনেকেই মনে করেনও তা। আমাকেই আমার কয়েকজন পরিচিত কর্নাটকী বন্ধু প্রশ্নবাণে বাস্তবিকই জর্জরিত করেছেন—'তোমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী করে এইসব বুজরুকি ও বেআইনি কাজ এত বছর ধরে চলতে দিচ্ছে?'

আইনের সন্ধানে

ছেলেবেলায় পঞ্জিকা আমাকে টানত মজার মজার বিজ্ঞাপনের জন্য। সাদামাটা ভাষার বিজ্ঞাপন দিয়েও যে মানুষকে কি সাংঘাতিক রকম আকর্ষণ করা যায়, তারই জোরালো উদাহরণ পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনমালা। এতে থাকত তন্ত্রসিদ্ধের তৈরি 'অত্যাশ্চর্য মাদুলির' নানা গুণপনার কথা। মাদুলি ধারণে মামলায় নিশ্চিত জয়, আর্থিক সমস্যার সমাধান, যে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়, চাকরি লাভ, কর্মে উন্নতি, ব্যবসায় উন্নতি, লটারি প্রাপ্তি, যে কোনও নারী বা পুরুষকে বশীকরণ, পরীক্ষায় সাফল্য, এমনি হরেক সমস্যার গ্যারান্টিসহ সমাধানের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। এইসব 'অত্যাশ্চর্য মাদুলি'র আবার ছিল নানা শ্রেণিবিন্যাস। 'সাধারণ', 'শক্তিশালী', 'দ্রুত কার্যকর' এমনি আরও কত কি। মাদুলি-তাবিজ-কবজ ছাড়া বিজ্ঞাপনে হাজির হত নানা 'তন্ত্র সম্রাট', 'তান্ত্রিকাচার্য', 'তন্ত্রসূর্য', 'জ্যোতির্বিদ', 'জ্যোতিষ সম্রাট' ইত্যাদিদের ছবিসহ রোমহর্ষক সব অলৌকিক ক্ষমতার কথা। এঁরা প্রত্যেকেই সুপারম্যশন, হি-ম্যান, শ্রীকৃষ্ণ থেকে যিশু সবার সম্মিলিত ক্ষমতার চেয়েও এগিয়ে থাকা মানুষ। সব সমস্যার সমাধান এদের মুঠোবন্দি।

যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলাম মনে হল, পঞ্জিকাগুলোতে ওইসব হিজিবিজি বিজ্ঞাপনদাতারা যা খুশি তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে আদৌ কোনও নির্দোষ মজা করছে না। যা করছে তা হল—প্রতারণা। নিরীহ সরল মানুষদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর রকমের প্রতারণা। এতে শুধু যে সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে তাই নয়, বহু মানুষ যাঁরা ঠিকমতো চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে রোগমুক্ত হতে পারতেন, তাঁদের এরা মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিচ্ছে। সহজ কথায়, বহু ক্ষেত্রেই এরা স্পষ্টতই হত্যাকারী। তবে কেন এইসব বুজরুক বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপন প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইন থাকবে না, সরকার কোনও ব্যবস্থা নেবে না?

আরও অনেক পরে শুনলাম, এমনসব বিজ্ঞাপন দেওয়া ও নেওয়া নাকি বেআইনি, অর্থাৎ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুনলামই শুধু, কিন্তু এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ছেপে একজনও শাস্তি পেয়েছে, এমনটা শুনলাম না। আরও পরে যুক্তিবাদী আন্দোলন করতে করতে অবাক হয়ে দেখলাম পঞ্জিকার ওইসব হাস্যকর ও ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন আর শুধু পঞ্জিকায় আবদ্ধ নেই, বিশাল ব্যাপকতা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি প্রচার-মাধ্যমে। এই সময় শুনলাম, এমন সব অদ্ভুতুড়ে বেআইনি বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে যে আইন আমাদের দেশে রয়েছে তার নাম—'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'। কিন্তু এই আইনে ঠিক কী বলা হয়েছে— ডিটেলে আমরা জানতাম না। ফলে যখনই কোনও 'চমৎকার' দেখানোওয়ালা বুজরুকের বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট...' অনুসারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছি, তখনই শুনতে হয়েছে এমন আইনের অস্তিত্ব তাঁদের অজানা। এই আইন বিষয়ে আমরা আলোকপাত করে সাহায্য করলে তাঁরা নাকি এইসব আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কী সুন্দর ব্যাপার বলুন তো! আইন আছে, কিন্তু আইনের দেখ-ভালের দায়িত্ব যাঁদের উপর, তাঁরা আইনটি জানেন-ই না!

শুরু হল তালাশ। সে এক আশ্চর্য তালাশ। আমরা চেনাজানা আই পি এস অফিসারদের সঙ্গে কথা বললাম। কারুরই এই আইনের হদিশ জানা নেই। জানা নেই পরিচিত কোনও আইনজীবীর। আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির আইনি উপদেষ্টারা আন্তরিকতার সঙ্গে সক্রিয় হলেন। শেষপর্যন্ত আমাদের শ্রম ও স্বপ্ন সার্থক হল। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী আসারাফুল হক-এর ভালোবাসা ও শ্রমের ফসল হিসেবে আমরা 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট'কে জনসমক্ষে তুলে আনতে সক্ষম হলাম। আইনটির ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে যুক্তিবাদী সমিতির মুখপত্র 'যুক্তিবাদী'-র বিশেষ আইনি সংখ্যায় এই আইনটি একটি শব্দও বাদ না দিয়ে প্রকাশ করলাম মূল ইংরেজি ভাষায়। প্রকাশ করলাম বাংলা অনুবাদ। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, সাংবাদিক, পুলিশের পদস্থ কর্মচারী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলোকে সংখ্যাটি উপহার হিসেবে দিলাম। সাধারণের কাছে বিক্রি করলাম। আইনটি জানতে চাওয়ার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে আমরা 'আইন' নামের একটি আইনের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করলাম, যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ...অ্যাক্ট'। পরিণতিতে এখন এই আইনটি বহু ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়ে ব্যাপ্তি পেয়েছে।

ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট কী বলছে

আলোচ্য আইনটির পুরো নাম 'The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. পুরো আইন এই আলোচোনায় তুলে ধরবো না। আনব শুধু কিছু প্রয়োজনীয় অংশ ও ধারা।

সংসদ প্রবর্তিত এই আইন ৩০ এপ্রিল ১৯৫৪ রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় এবং ১ মে ১৯৫৪ ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ের ২৪ নং ক্রমে প্রকাশিত হয়।

অ্যাক্ট নং ২১, ১৯৫৪

ওষুধ সম্পর্কিত কিছু নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন এবং পরাবিদ্যা (গুপ্তবিদ্যা, মায়াবিদ্যা, ভেল্‌কিবাজি) বা মন্ত্রবলে রোগ প্রতিকারের উপায় হিসেবে বর্ণিত বিজ্ঞাপন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই আইন প্রবর্তিত।

2. সংজ্ঞা

(a) 'বিজ্ঞাপন' বলতে গ্রাহ্য হবে যে কোনও রকমের লিখিত প্রচারপত্র, লেবেল, মোড়ক বা অন্য যে কোনও রকমের প্রদর্শন এবং মৌখিক অথবা অন্য যে কোনও উপায়ে প্রচারিত ঘোষণা।

(b) 'ড্রাগ' বলতে গ্রাহ্য হবে—

(i) মানুষ বা প্রাণীর বাহ্যিক বা অন্তস্থ ব্যবহার্য ওষুধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

(ii) মানুষ বা প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, রোগের কারণ নির্ণয়, উপশম ইত্যাদিতে ব্যবহার্য ওষুধ।

(iii) মানুষ বা প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, রোগের কারণ নির্ণয়, উপশম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত যে কোনও পদার্থ।

(c) 'ম্যাজিক রেমেডি' হিসেবে গ্রাহ্য হবে—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু, মন্ত্র, কবচ ও কোনো ধরনের চমক যা অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে অভিযুক্ত হতে পারে। এবং অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা মানুষ বা প্রাণীর রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা, উপশম, সমস্যার প্রতিকার ইত্যাদি হতে পারে বলে মানুষকে প্রভাবিত করার যে কোনো চেষ্টা।

(d) 'বিজ্ঞাপন প্রচারে যে কোনো প্রকার অংশগ্রহণ' বলতে গণ্য করা হবে—

(i) বিজ্ঞাপন মুদ্রণ (Printing)

(ii) বিজ্ঞাপন প্রকাশ (Publication)

4. 'ড্রাগ' সম্পর্কিত যেসব বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ—

(a) যদি বিজ্ঞাপনটি ড্রাগটির কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ভুল ধারণার জন্ম দেয়।

(b) যদি বিজ্ঞাপনটিতে ড্রাগটির কার্যকারিতা সম্পর্কে মিথ্যে দাবি করা হয়।

(c) যদি বিজ্ঞাপনটি অন্য কোনোভাবে মিথ্যে বা বিভ্রান্তি বহন করে।

7. **দণ্ড বা শাস্তি** — এই আইনি ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী যে কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হবে এবং নিম্নরূপ দণ্ড পাবে—

(a) প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ছয় মাস কারাবাস অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই।

(b) পরবর্তী প্রতিবার আইনভঙ্গের ক্ষেত্রে অধিক এক বছর কারাবাসে অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই।

আত্মকথন

আমাদের অযুত মুখ, আমাদের অসংখ্য মুখোশের ভিড়ে
বারবার হয়ে যায় ভুল
কোনটা মুখ, আর কোনটা মুখোশ।

মা-বাবার সঙ্গে মেয়েটি ঢুকল। বয়স বছর আঠারো। মুখের একাংশে বীভৎস পোড়া দাগ। আত্মহত্যার চেষ্টা করার সাক্ষ্য। মা বললেন, 'মাধ্যমিকে এবার নিয়ে দুবার ফেল করল। এবার ফেল করতে বাথরুমে ঢুকে গায়ে আগুন লাগিয়েছে। এই একটিই সন্তান। বলুন তো, ওর এই পাগলামো নিয়ে কী করি?'

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে জানলাম, প্রথম ফেলের স্মৃতি মোটেই ভালো নয়। মা-বাবার কাছ থেকে প্রচুর বাজে কথা শুনতে হয়েছে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে পাস করবার গ্যারান্টি দেওয়া এক জ্যোতিষীর কাছে যায়। জ্যোতিষীর কয়েক হাজার টাকার খাঁই মেটাতে বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে। চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ে। বকুনি খায়। পাস করার নিশ্চিত আশ্বাস চুরির গ্লানিকে সহ্য করার শক্তি দিয়েছিল। ফেল করার পর হাজারগুণ গ্লানি ওকে ঘিরে ধরেছিল। মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে গায়ে আগুন দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পরীক্ষা পাশের তাবিজ বা পাথরের খবর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। কিন্তু একটি সরল কিশোরী পত্রিকার ছাপার অক্ষরে বিশ্বাস করে, জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হয়ে আগুনের সঙ্গে খেলা করতে চেয়েছিল নিজের জীবনকে। যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এবং যে পত্রিকা বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেছিল, তারা কেউই এই মেয়েটির জীবনের ভয়ংকর পরিণতির দায়কে অস্বীকার করতে পারে না।

আমার ভায়রার গলায় ক্যানসার ধরা পড়ল। বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক সাজেস্ট করলেন অপারেশন। বাইপাস করালে পাঁচ-দশ বছর নিশ্চিত জীবন। ক্যানসারে অপারেশন! হট হট করে বাধা দেওয়ার মতো শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়বন্ধুর অভাব হল না। শেষপর্যন্ত ভায়রা চিকিৎসকের বদলে এমন একজনের স্মরণ নিলেন, যিনি গ্যারান্টি দিয়ে যে কোনো রোগ আরোগ্যের বিজ্ঞাপন দেন। পাঁচ মাস গ্যারান্টি বাঁচা বেঁচে নাবালক শিশু ও নির্ভরশীল বউকে ভাসিয়ে মারা গেলেন। রোগ আরোগ্যের তাবিজ-কবজ বা পাথরের খবর বিজ্ঞানীদের জানা নেই। কিন্তু একজন রোগী ও তাঁর পরিবার পত্রিকার বিশ্বাসের দাম গুনলেন একটি জীবন দিয়ে। বিজ্ঞাপনদাতার পাশাপাশি পত্রিকাটিও কি এই মৃত্যু নামের হত্যাটির জন্য দায়ী নয়?

আমার এক সহপাঠী এক নায়িকার প্রেমে পড়ে পড়াশুনোর পাঠ তুলে দিল। লেখাপড়ায় ভালো একটি ছেলে পাগলামো করে জীবনটা শেষ করে দিক, আমরা, বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই চাইনি। অনেকের চেষ্টার ফসল হিসেবে ওকে আবার পড়াশুনোয় ফেরানো গিয়েছিল। রেজাল্ট ভালোই করল। ঠিক তখনই পত্রিকায় বশীকরণ-এর বিজ্ঞাপন দেখে এক 'কামাখ্যা সিদ্ধ জ্যোতিষী'র সঙ্গে যোগাযোগ করে। জ্যোতিষী সব শুনে নায়িকার একটি ছবি ও হাজার টাকা আনতে বলে। তখনকার দিনে হাজার টাকা—বিশাল ব্যাপার। আমাদের মতো ছাপোষা বন্ধুদের কাছে ধার চেয়ে না পেয়ে বই-পত্তর, ঘড়ি, এমনকী রক্ত পর্যন্ত বেচল। জ্যোতিষী যজ্ঞ করে কবচ বানিয়ে দিল। বন্ধু কবচ পেয়ে নায়িকার প্রেম হাতের মুঠোয় ভেবে যখন মশগুল তখনই নায়িকার বিয়ের খবর আমরা পত্রিকায় পড়লাম। তারপর বন্ধুটির জায়গা হল পাগলা গারদে। কয়েক বছর আগে ওর মৃত্যুর খবর পেয়েছি। পাগল অবস্থাতেই মারা গেছে। এই মৃত্যুর দায় শুধু একজন বুজরুক জ্যোতিষির নয়, একই সঙ্গে বুজরুকের প্রতারণায় সহযোগিতা করা পত্রিকারও। কোনোভাবেই পত্রিকা এই দায়কে অস্বীকার করতে পারে না। তাই এই ধরনের অলৌকিক উপায়ে সমস্যা সমাধান বা ভাগ্য পাল্টাবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপনটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার মুদ্রক প্রকাশকের একই শাস্তির বিধান রয়েছে এ দেশের আইনে।

পরিবার বলতে একটি তরুণ, একটি তরুণী। দুজনেই চাকরি করেন। মোটামুটি সচ্ছল। তরুণের চোখে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন। লটারি জিতে রাতারাতি বড়লোক হতে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে 'ধনদা কবচ' নিলেন। শুরু হল গাদা গাদা লটারির টিকিট কেনা। লটারির টিকিট কিনতে কর্মস্থলের তহবিল তছরুপ করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন—লটারি জিতবেনই। তখন তহবিলের টাকা পূরণ করে দেবেন। তিনি চুরি করতে চাননি, ধার নিতে চেয়েছিলেন। ধনদা কবচ তাঁর আশা পূরণ করেনি। পরিবর্তে মিথ্যে লোভ জাগিয়ে তুলে চোর তৈরি করেছিল। মুক্তির খোঁজে শেষপর্যন্ত স্বপ্ন দেখা একটি তরুণ জীবন আত্মহত্যা করেছিলেন। একটি বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করার পরিণতিতে একটি জীবন, একটি পরিবার শেষ হয়ে গেল। পত্রিকাই এই মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তরুণটিকে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। পত্রিকাটির ভূমিকা কবচ বিক্রেতা বুজরুকের তুলনায় একটুও কম নয়।

টিভিতে ঠাণ্ডা পানীয়ের বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত একটি কিশোর পায়ে দড়ি বেঁধে উঁচু থেকে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মারা যায়। ঘটনাস্থল ছিল মুম্বাই। ঠিক একইভাবে কলকাতার এক বালক ফ্যানে দড়ি বেঁধে ঝুলতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মারা যায়। শুনছি, বিজ্ঞাপনটি নাকি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

এরচেয়েও ভয়ঙ্কর বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা মানুষ ও সমাজকে পঙ্গু করেই চলেছে, তারা কাদের বিশেষ অনুগ্রহে পার পেয়ে যাচ্ছে? জ্যোতিষী-তান্ত্রিক ও তথাকথিত অবতারদের মুখের ধর্মের মুখোশ কি আমাদের সংবিধান, আইন ও আইনের রক্ষকদের নপুংসক করে রেখেছে?

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি এ বছর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বাণী ভাসছে হাওয়ায়। রুখে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার একই অভিজ্ঞতা—কোমর ভাঙতে হিলহিলিয়ে উঠেছে বাণীওয়ালাদেরই হাত। ওরা সাপের গালেও চুমু খায়, ব্যাঙের গালেও চুমু খায়। ওরা পাড়ি দিতে আহ্বান জানায়, ওরাই নোঙর কাটে। পরিণতিতে এখন—আইন ভাঙাটাই আইন।

ধর্মের মুখোশের আড়ালে সমস্ত প্রতারণা, সমস্ত বেআইনি কাজ 'চলছে চলবে'। সঙ্গে বিজ্ঞাপন গ্রহীতা প্রচারমাধ্যমগুলোর পরিপূর্ণ সহযোগিতা পেলে তো কথাই নেই। তবে কেন বাইরের থেকে আসা অলৌকিকবাবারা, ধর্মবাবারা এই বাংলার আইনের প্রহরীদের হাতে বন্দি হন? এ-প্রশ্ন অনেকেরই। ভেতরের রহস্য জানা নেই বলেই উঠে আসে প্রশ্ন।

আঁট-ঘাঁট না জেনে ব্যবসায় নামলে যা হওয়ার তাই হয়। কোনো 'হোম ওয়ার্ক' না করে বাইরে থেকে এখানে বেমক্কা এসে পড়া অলৌকিক ব্যবসায়ী বিপদে পড়েন। 'হোমওয়ার্ক' মানে পুলিশ ও রাজনৈতিক বাবাজীদের ছত্র-ছায়া পাওয়ার প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা আসার আগেই করে নেওয়া। উদ্ধার পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তাঁর অঞ্চলের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়ে এখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে ঘটে যাওয়া ঘটনার জট ছাড়ান। অর্থাৎ, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন।

স্থানীয় অলৌকিক ব্যবসায়ীরা অনেক ধূর্ত। আইন ভাঙতে যাদের যেমন পুজো চড়ানো দরকার, তেমনটি চড়িয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁকে-ডেকে ব্যবসা করে।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটা যুগ। স্মৃতির ভি সি আর 'রিওয়াইনডিং' হতে থাকে।

জ্যোতিষীদের সম্মেলনে আমন্ত্রিত যুক্তিবাদীরা আক্রান্ত

২২ ফেব্রুয়ারি '৯৪। রাত তখন ন'টা। ফোনটা করেছিলেন 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার পথিক গুহ। বললেন, ''দ্য অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল কনফারেন্স করতে চলেছে। ভেনু-স্টেট লেবার ওয়েলফেয়ার অডিটোরিয়াম। ওদের এক 'কি পারসন'-কে ধরেছিলাম, বললাম, 'র‍্যাশানালিস্টরা' তো আপনাদের 'ফ্রড' বলেন। জ্যোতিষ ব্যবসাকে 'ইললিগাল' বলেন। আপনাদের বোল্ডলি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন সভা-সমিতিতে, বই-পত্তরে। হাজারখানেক অ্যাস্ট্রোলজারদের নিয়ে এমন একটা বড় মাপের কনফারেন্স যখন করতে যাচ্ছেন, তখন এই কনফারেন্সেই আপনারা ওঁদের চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে মুখের মতো জবাব দিচ্ছেন না কেন?' উত্তরে উনি সাফ জানালেন—'শুধু
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এই পত্রের আর উল্টো-পাল্টা জায়গায় চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে কয়েকজনের জন্ম সময় বা ছক নিয়ে এবার আসুন না কেন আমাদের কনফারেন্সে, সেখানেই ফয়সালা হবে। ঠিকঠাক জন্ম সময়, ছক বা হাতের রেখা পেলে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের পারফেক্ট ফোরকাস্ট করা যায়।' প্রবীর, আপনি কি ওঁদের এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করবেন?'

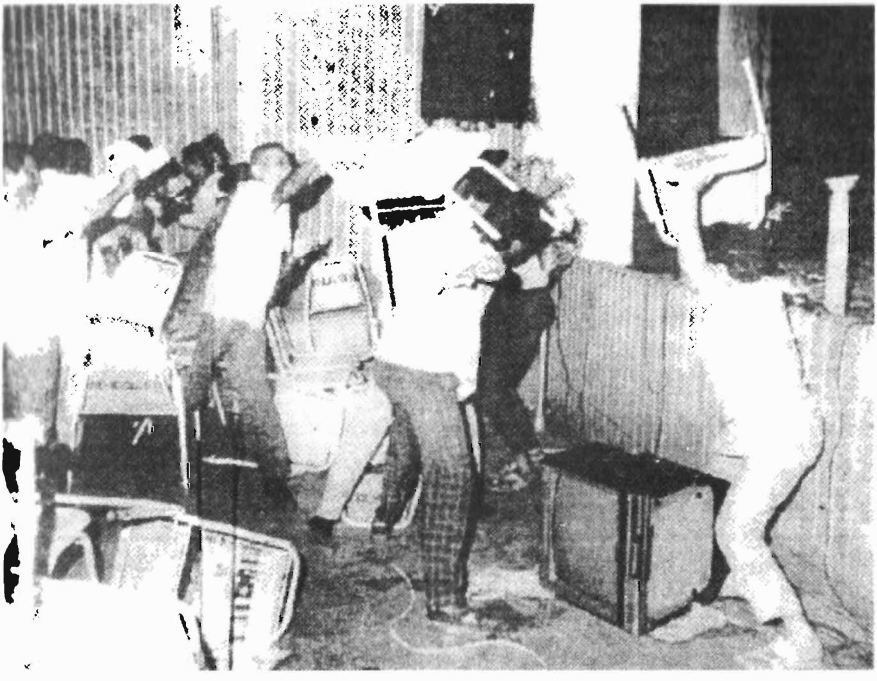

তখন আক্রান্ত যুক্তিবাদীরা। তাঁদের মার খেতে দেখে স্থানীয় কিছু মানুষও পাশে দাঁড়ালেন। জ্যোতিষী- ' স্বেচ্ছাসেবী' দের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের খণ্ডযুদ্ধ।

ছবি : অলোককুমার মিত্র, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, আজকাল

বললাম, 'নিশ্চয়ই করব। প্রকাশ্যে ওঁদের বুজরুকি ফাঁসের এমন সুযোগ কখনও নষ্ট করতে পারি?

—'তরুণ গোস্বামীকে লাইনটা দিচ্ছি, ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। ওই নিউজটা করছে।'

তারপর শ্রীগোস্বামীর সঙ্গে অনেক কথাই সে রাতে হয়েছিল। বলেছিলাম, ওঁদের চ্যালেঞ্জ অবশ্যই নিচ্ছি। কয়েকজনের জন্ম-সময় নিয়ে যাব। হাত দেখে বলতে চাইলে প্রয়োজনে হাতসহ হাতের মালিককে হাজির করব। এঁদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা খুবই সামান্য ও সহজ—আয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্ট্যাটাস ইত্যাদি। শতকরা আশিভাগ প্রশ্নের উত্তর ঠিক হলে দেব ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। এছাড়াও অর্গানাইজারদের হাতে পাঁচজন বিখ্যাত ব্যক্তির একটি তালিকা দিয়ে বলব, এঁদের মৃত্যুদিন প্রকাশ্যে আগাম ঘোষণা করুন। জ্যোতিষ শাস্ত্র বুজরুকি, না সত্যি?—সেটা আমজনতা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
অদূর ভবিষ্যতে অভ্রান্তভাবে বুঝে নিতে পারবে। প্রতিশ্রুতি রইল, হারলে চ্যালেঞ্জ মানি তো দেবই, সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতিও ভেঙে দেব। তবে এ-বিষয়ে একটা আগাম ভবিষ্যৎবাণী করে রাখছি—ওঁরা যে কোনও অজুহাতে এই চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাবেন। এই ভবিষ্যৎবাণী করতে আমাকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়নি। ওঁরা এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেদের বুজরুকি নিজেরাই ফাঁস করবে না, এটুকু জানি বলেই এমন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারলাম।'

পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি। তরুণ গোস্বামীর কলামে 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় আমার একটা ছবি ছেপে তার তলাতে বেশ বড় করেই চ্যালেঞ্জের খবরটা প্রকাশিত হল। প্রকাশিত হল পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নামও—পি ভি নরসিমা রাও, জ্যোতি বসু, পণ্ডিত রবিশংকর, মৃণাল সেন এবং সুচিত্রা সেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি। আমি যে সম্মেলনে যাচ্ছি, ইতিমধ্যে সব পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছেই তা পুরনো খবর। সারাদিন ধরে ফোনে কয়েকটা উড়ো হুমকি পেলাম—সম্মেলনে গেলে আমার 'জান' নিয়ে নেবে।

খবর পেলাম, সম্মেলন কর্তৃপক্ষ গোলমালের আশঙ্কা প্রকাশ করে কোর্ট থেকে ১৪৪ ধারা জারির আদেশ বের করেছেন। লক্ষণীয়, সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যাঁরা তাবিজ-কবজ-পাথর ধারণের 'অব্যর্থ' বিধান দিয়ে থাকেন, তাঁরা নিজেদের সমস্যা মেটাতে ওইসব অব্যর্থ অলৌকিক বিধানে আস্থা না রেখে শেষপর্যন্ত লৌকিক বিচারব্যবস্থার শরণাপন্ন হলেন। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

রাতে 'দ্য টেলিগ্রাফ' থেকে খবর পেলাম, সম্মেলনের জনৈক মুখপাত্র 'দ্য টেলিগ্রাফ'কে জানিয়েছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঁচজনের সঠিক মৃত্যুদিন আগাম ঘোষণা করা তাঁদের কাছে আদৌ বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু আগাম মৃত্যু দিন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ওইসব দেশ বরেণ্যদের কেউ কেউ মানসিক অবদমনের শিকার হতে পারেন। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই তাঁদের পক্ষে এমন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে কলকাতা পুলিশের কমিশনারকে লেখা একটি চিঠি আজই সকালে লালবাজারে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। চিঠির বক্তব্য—জ্যোতিষীরা প্রত্যেকেই 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশ্যনাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' ভঙ্গ করার দায়ে অপরাধী। কলকাতায় জ্যোতিষীরা রমরমার সঙ্গে এই আইন ভঙ্গ করে চলেছে। পাথর বিক্রি করে ভাগ্য ফেরাবার বেআইনি কারবারিরা এই শহরের গানের আসর, নাট্য উৎসব, গুণিজন সম্বর্ধনা ইত্যাদিকে স্পনসর করে বঙ্গ সংস্কৃতির জগৎকে যেভাবে দখল করে নিচ্ছে, তাতে আমরা গভীর শঙ্কা অনুভব করছি। আসন ভাঙার অপরাধে যাদের থাকার কথা জেলে, তাদের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক জগতের 'গডফাদার' হিসেবে। এই অবক্ষয়ের আগ্রাসন দেখার পরও আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা, আপনি এইসব বেআইনি কারবারিদের অসাংবিধানিক ক্ষমতার কথা জানার পরও এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে আন্তরিক হবেন, প্রত্যাশা রাখি। প্রসঙ্গত জানাচ্ছি—'জ্যোতিষী' নামক বেআইনি পেশার কিছু ব্যক্তি জ্যোতিষীদের নিয়ে একটি সম্মেলন করতে চলেছেন, যা স্পষ্টতই বেআইনি। এবং এখানেও স্পনসরের ভূমিকায় রয়েছে পাথর বেচার বেআইনি ব্যবসায়ীরা। আপনার কাছে অনুরোধ এই বেআইনি সম্মেলন বন্ধে সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিন।

রাতে বাড়ি ফিরে শুনলাম, এক ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ বার দুয়েক ফোন করেছিলেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাড়িতে ফোন করলাম। পেলাম। জ্যোতিষ সম্মেলনকে 'বেআইনি সম্মেলন' বলে আমাদের চিঠিতে উল্লেখ করায় তিনি যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করলেন। এ বিষয়ে আইন কি বলছে, বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও প্রান্ত শুনতে চাইলেন না। অধৈর্য চড়া সুরে বললেন মশাই, এত বছর ধরে জ্যোতিষ চর্চা চলছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার স্টোনের দোকান চলছে, বছর বছর জ্যোতিষ সম্মেলন হচ্ছে এবং তাতে হাজির থাকছেন বিচারপতি থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত। দেশের আর কেউ আইন বোঝেন না, আপনিই শুধু আইন বুঝে বসে আছেন? সেই সঙ্গে এও বললেন, আমরা যেন জ্যোতিষ সম্মেলনে কোন ধরনের হুজ্জুতি পাকাতে না যাই।

বললাম, 'বহু বছর ধরে চলছে, অতএব আইনি', 'মন্ত্রীরা যা করেন তা-ই আইনি' : এমন যুক্তি আমাদের দেশের সংবিধান কিন্তু মানে না। আপনি চাইলে আপনার কাছে ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট-এর একটা কপি পাঠিয়ে দিতে পারি। সেটা পড়লেই ...

না মশাই, আমাকে আপনাদের আর আইন শেখাতে হবে না। সোজা কথা, আপনারা কাল ওদের সম্মেলনে যাবেন না। গেলে পরে তার পরিণতি মোটেই ভালো হবে না।

আমন্ত্রণ এসেছে, অতএব যেতে তো হবেই। না গেলে ওরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পাবে। প্রচার করবে—প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মুখে যুক্তিবাদীরা পালিয়েছে। আর আপনি যেভাবে কথা বললেন, সেটা তো নেহাতই হুমকি। আইনের রক্ষকের কাছে এ ধরনের কথা শুনব, প্রত্যাশা রাখি না।

২৭ ফেব্রুয়ারি। সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা পাঁচজন আমন্ত্রণপত্র দেখিয়ে জ্যোতিষ সম্মেলনে ঢুকলাম। আজ একটা খবরের প্রত্যাশায় সাংবাদিকদের প্রত্যাশিত ভিড়। সভা শুরু হওয়ার আগে সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী আমাকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, এসেছেন ভালো লাগল। আমাদের বক্তব্য শুনুন। কিন্তু আপনার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনো আলোচনাতেই আমরা যাচ্ছি না। কারণ, নীতিগত কারণেই আমরা মৃত্যুদিন আগাম ঘোষণা করব না।

বললাম, আপনাদের নীতিগত সমস্যার কথা শুনেছি। তাই নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আপনারা ওই পাঁচজনের মৃত্যুদিন পাঁচটি খামে সিল-বন্দি করে প্রধান সংবাদ-মাধ্যমগুলোর হাতে তুলে দিন। খামের উপর লেখা থাকবে না। যখন যার মৃত্যু ঘটবে তখন তাঁর নাম লেখা খাম খুলবে সংবাদ-মাধ্যম। তারপর প্রকাশ্যে জানিয়ে দেবে—আপনাদের ভবিষ্যদ্বাণী মিলল কি না।

সমিতির এই লিখিত প্রস্তাব রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম। এমন একটা সর্বনাশা প্রস্তাবের জন্য বোধহয় শাস্ত্রী মশায় তৈরি ছিলেন না। কয়েকজন সাংবাদিক প্রস্তাবের কপির জন্য হাত বাড়ালেন। আমাদের কথার মাঝে সাংবাদিকরা কখন যে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই করিনি। তাঁদের হাতে কপি তুলে দিলেই গোলমাল শুরু হল। শুরু করলেন শাস্ত্রী মশায়। মঞ্চে মাইক ধরে চেঁচালেন—প্রবীর ঘোষ আর ওর দালালদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। অমনি গুণ্ডাগুণ্ডা চেহারার কয়েকজন বাছাবাছা গালাগাল দিতে দিতে ধেয়ে এল। সাংবাদিকদের হাতে প্রস্তাবের কপি বিলি করার কাজ আমি চালাচ্ছিলাম, আর আমার উপর চলছিল কিল-চড়-ঘুষি-লাথি।

আমন্ত্রণ করে ডেকে আনার পর জ্যোতিষীদের এমন গুণ্ডামি দেখে হতচকিত সাংবাদিকরাও। প্রতিবাদ করেন 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত। তাঁকে সমর্থন করেন 'আজকাল' ও 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সাংবাদিকরা। ফলে জ্যোতিষী-পোষা চামচাদের হাতে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বেধড়ক মার খেলেন সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত ও 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সাংবাদিক রবীন রায়। ওই এলাকার তরুণরা জ্যোতিষীদের এ-হেন বাঁদরামো দেখে প্রতিরোধে নামলেন। লোহার রডের আঘাতে আহত হলেন স্থানীয় তরুণ তপু দেবনাথ। পুলিশরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে জ্যোতিষীদের বেআইনি ব্যবসা ও বেআইনি গুণ্ডামি, দুটোকেই জোরালো সমর্থন জানালো।

ঘটনাস্থল মানিকতলা থানার অধীন। অভিজিৎ, তপু ও আমি জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে বেআইনি মারধর, হত্যার চেষ্টা, অশ্লীল গালাগাল ও লুটপাটের লিখিত অভিযোগ আনি। থানার অফিসার অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এরপর অভিজিৎ ও আমি পুলিশ কমিশনারকে ফোনে ঘটনাটি জানাই। পুলিশ কমিশনার জানান অপরাধীদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করা হবে।

তার পর অনেক তোলপাড়। জ্যোতিষীদের ব্যবসাটাই যখন বেআইনি তখন তাদের সম্মেলনের জন্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহ দেওয়া হয় কী করে? কী করেই বা এমন বেআইনি কাজ পরম নিশ্চিন্তে, অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পুলিশ সুরক্ষা দেন? বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র পাঠালাম মুখ্যমন্ত্রীসহ প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের কাছে। প্রতিবাদের মূল বিষয়—(১) জ্যোতিষীদের কোনো সম্মেলনের জন্য সরকারি প্রেক্ষাগৃহ দেওয়া চলবে না। (২) দা ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট-এর কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

একাধিক পত্রিকায় প্রহাররত জ্যোতিষী গুণ্ডাদের ঝক্‌ঝকে ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপরও একজন অপরাধীও গ্রেফতার হননি। শক্ত খুঁটির জোরেই হননি। পুলিশ কমিশনারের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

কর্নাটকে জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সোজা। কারণ জ্যোতিষীরা ওই প্রদেশে শিকড় গাড়তে পারেনি। সেখানেও যদি এই বাংলার মতো হত—বিচারকরা মঞ্চে বসে সম্মেলনের শোভা বাড়াতেন, মন্ত্রীরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করতেন, তবে ব্যাপারটা বেআইনি জানার পরও কর্নাটকের পুলিশকর্তাদের আইনি ব্যবস্থা নিতে পা কাঁপত।

৯ জুন '৯৭ মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারীদের কলকাতায় গ্রেফতারের খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর ঠিক এক মাসের মাথায় অর্থাৎ ৯ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ পৃষ্ঠায় হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারীদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল—পরের দিন থেকে 'হোটেল কাপুর কটেজ'-এ বসবেন। এই বিজ্ঞাপন দেখে কিছু বিজ্ঞান ক্লাব শিয়ালদহ চত্বরে সভা করে দৈব কারবারিদের গ্রেফতারের দাবি জানাল। না, এবার আর কারবারিরা গ্রেফতার হয়নি। তারা বহাল তবিয়তেই কর্ণাটকে ফিরে গেছে। সৎ বলে পরিচিত এক ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ সক্রিয় হওয়ায় এইটুকু হয়েছে যে, বুজরুকরা কলকাতার বুকে বুজরুকি না চালিয়েই ফিরে গেছে। এখানেও সেই গ্রেপ্তারের বদলে বহিষ্কারের মতো ব্যাপার। কারণ এরাও কর্নাটকের প্রভাবশালী ব্যক্তি তো!

৯ জুন '৯৭-এর কলকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলোতে জ্যান্ত মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার দৈব ওষুধের কারবারিদের গ্রেফতার হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ওই দিনই নয়াদিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দ্য পাইয়োনিয়র'-এর সাংবাদিক আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং এই প্রসঙ্গে আমার মতামত জানতে চান। ১১ জুন ওই পত্রিকায় অতি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল আমার সঙ্গে পত্রিকা প্রতিনিধির কথোপকথন। এই মুহূর্তে ছাপা কথাগুলো মনে পড়ছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

"It is great that these quacks have been arrested. But let me tell you something. They will be released, too. These people have high connections. I find it rather strange that such quacks and godmen who advertise and perform stants regularly in Calcutta are never arrested. Only when people come from outside the city do these arrests take place. That is significant." অর্থাৎ মোদ্দা কথায় বুজরুকদের ধরা হয়েছে, নিশ্চয়ই বড় খবর। কিন্তু এও বলছি, ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে। কারণ ওদের ভাল যোগাযোগ আছে। মজা কি জানেন কলকাতায় বুজরুক অলৌকিক ক্ষমতাধররা বিজ্ঞাপন দিয়ে লাগাতারভাবে বুজরুকি চালিয়ে যাচ্ছে। এদের কোনও দিনই গ্রেপ্তার করা হয় না। যখন বাইরে থেকে কেউ এসে বুজরুকি করতে যায়, তখন গ্রেপ্তার হয়। এটা খুবই লক্ষণীয়।

আমার বক্তব্য আরও সিগনিফিকেন্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো একশোভাগ সত্যি হয়ে উঠেছে। এই 'সত্যি হয়ে ওঠা' আমাকে আদৌ আনন্দিত করে না। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে ভারতীয় গণতন্ত্রের গর্ভ থেকে উঠে আসা এমন চরম দৃষ্টান্ত আমাকে ব্যথিত করে।

বাইরে থেকে কলকাতায় এসে যখনই কোনো বিশ্বাসে অসুখ সারাবার কারবারিরা গ্রেফতার হয়েছে তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করেছি—এক : কলকাতায় ওই বুজরুকদের গ্রেফতারের দাবিতে আন্দোলন হয়েছে বা ওদের বুজরুকির রহস্যভেদ কাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তুলেছে। দুই : ভিন দেশ বা ভিন রাজ্যের প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত ওদের বিরুদ্ধে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

এগারো বছর আগে বিদেশি অলৌকিক চিকিৎসক ফিলিপিনো ফেইথ হিলার রোমিও পি. গ্যালার্ডো-এর বুজরুকি ফাঁস করতে গিয়ে যে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের শুরু তা আজও একই নিয়ম ও ছন্দে চলমান। গ্যালার্ডোর খালি হাতে ব্যথাহীন অস্ত্রোপচার রোগমুক্তির বুজরুকি ফাঁস হয়েছে সে সময়কার জয়েন্ট কমিশনার অফ পুলিশ সুবিমল দাশগুপ্ত হাজির ছিলেন। গ্রেপ্তার করতে আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু পারেননি। গ্যালার্ডোর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় কলকাতা পুলিশেরই উঁচু তলার কেউ কেউ সক্রিয় ছিলেন। এমন এক ভয়ংকর সময় আমাদের তাড়া করে ফিরেছিল যে, চম্বল দস্যুদের ভয়াবহতাও এদের কাছে জোলো। আজও আইনের রক্ষকরাই আইনভঙ্গকারীদের অন্যতম প্রধান রক্ষাকারী।

কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বুজরুকরা প্রতিদিন যেভাবে ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট ভঙ্গ করে, তার কাছে ভিন দেশ ও ভিন রাজ্যের বুজরুকরা নেহাতই শিশু। স্থানীয় বুজরুকদের বিরুদ্ধে যতই আন্দোলন হোক, এদের প্রতারণা যতই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হোক, তাতে পুলিশ-প্রশাসনের কুম্ভকর্ণীয় ঘুম একটুও ব্যাহত হয় না। বরং ওদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে পুলিশদের আয় বাড়ে প্রায় ক্ষেত্রেই।

এই তো গত বছর জুলাইয়ের ঘটনা। আমরা গেলাম উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙায়। ওখানকার এক মনসা মন্দিরে এক প্রবীণ পুরুষের ওপর নাকি মনসার ভর হয়। ভরে বিষহরী মনসা নাকি সর্বরোগ ও সমস্যা সমাধানের অব্যর্থ উপায় বাৎলান। আমরা গেলাম। ভরের অভিনয় করা মানুষটি যে আসলে তার মাইনে করা ইনফরমারদের কাছ থেকে জানা খবরকে সম্বল করে লোক ঠকায়, এটা প্রকাশ্যে ফাঁস করে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলাম। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
অভিযোগ লেখা শেষ হওয়ার আগেই বাবা-মনসার ছেলে গাড়ি বোঝাই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা নিয়ে হাজির। পরিণতিতে আইন রইল আইনের বইতেই বন্দি।

হাওড়ার ডোমজুড় থানার ভাণ্ডারদহ গ্রামের এক গোরাবাবা দস্তুরমতো লিফলেট ছেপে ঢালাও বিলি করে হেঁকে-ডেকে প্রচার করেছিল—পাগলা কুকুর বা পাগলা শেয়াল কামড়ালে মন্ত্র পড়া ডাবের জল খাইয়ে তাদের বিপদমুক্ত করে। এমন ভয়ঙ্কর আইন ভাঙার বিরুদ্ধে পুলিশ কী করছে? স্রেফ কিচ্ছু না। তাঁদের নীরবতার পক্ষে একটাই যুক্তি থাকতে পারে—তাঁরা ব্যাপারটা জানতেনই না। ইতিপূর্বে কেউ এ-বিষয়ে তাঁদের জানাননি। কিন্তু এই 'সবেধন নীলমণি' যুক্তিও খাটে না। কারণ আমরা '৯৬-এর জুলাইতে ডোমজুড় থানায় লিফলেটের কপিসহ গোরাবাবার বহুতর প্রতারণা ও গ্রামবাসীদের উপর গত ২০ বছর ধরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাবার ঘটনার কথা জানিয়েছিলাম। আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযোগ দায়ের করেছি কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে খোলা অভিযোগ কেন্দ্রে। শ-দুয়েক স্থানীয় অধিবাসী ও তথ্যদপ্তরে গোরাবাবার বেআইনি কাজ-কর্ম ও অত্যাচারের তালিকা পেশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগপত্রে এ-ও জানিয়েছেন, পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের কাছে গত কুড়ি বছর ধরে বারবার জানিয়েও কোনো বিচার পাননি। বরং পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় গোরাবাবার অত্যাচারের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অভিযোগ জানাবার বদলা হিসেবে গোরাবাবা তলোয়ার দিয়ে কারো আঙুল উড়িয়েছে, কারো গায়ে ঢেলেছে অ্যাসিড—এই কথাও স্থানীয় মানুষরা রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। এই গ্রামবাসীদের প্রায় সকলেই গরিব ও তপশিলভুক্ত। এইসব অভিযোগ জানাবার পর ফল পাওয়া গেছে। পুলিশ গ্রামে ঢুকে গ্রামবাসীদের শাসিয়েছে। এই শাসানির কথা জানিয়ে গ্রামবাসীরা আবার তথ্যকেন্দ্রে অভিযোগ জমা দিয়েছে। পরিণতি এই—পুলিশ কিছু গ্রামবাসীদের ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা দায়ের করেছে।

বিচিত্র এই পুলিশদের চরিত্রের মূল স্রোত। ভালোরা ব্যতিক্রম। টাকার বিনিময়ে মিথ্যে মামলা সাজাতে ও সত্যি মামলা গুটোতে ওরা ওস্তাদ। আইনের এই রক্ষকদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক যত রকম অপরাধীদের। থানায় ওদের নিত্য আনাগোনা। বিদ্বজ্জনেরা ব্রাত্য এখানে। '৯৮-এর জানুয়ারির একটি ঘটনা। আমি যে এলাকায় থাকি সে এলাকার থানার অফিসার ইনচার্জ জানালেন—আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এসেছে। প্রতারণার অভিযোগ। আমি যেন থানায় আসি। তারপরই থানা অফিসারের পরিচয়ে একজন যোগাযোগ করে জানালেন—আমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে চান। বিনিময়ে দিতে হবে টাকা। কোথায়, কবে, কত দিতে হবে পরে সব জানাবেন। এই বিষয়টি জানালাম রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরকে, আমার জেলার এস. পি-কে। একজন সাংসদকে। তারপরও ওই ব্যক্তি আবারও যোগাযোগ করেছেন এবং ওর সাহায্য না নিতে চাওয়ায় হুমকি দিয়েছেন—আমাকে ও ছেলেকে হত্যা করার। আমাকে বলেছেন—'গাঁটে ডাণ্ডা দিয়ে পেটাব রাস্তার মাঝখানে, কোনও বাবা তোমাকে বাঁচাতে আসবে না'—'তোমার দেবীনিবাসে গিয়ে শালা মারতে মারতে শালা ওখানে ফেলে রেখে দেব।'

টাকা দিয়ে রফা না করে আইন আইনের পথে চলুক—এইটুকু একজন নাগরিক হিসেবে দাবি করায় এই গালাগাল আমর জুটেছে। সাধ্যমত উর্ধ্বতন বিভিন্ন মহলকে বিষয়টি জানিয়েছি। ফল এখনও অজানা। 'সৎভাবে আর আন্দোলন করা যায়না'—এই ভেবে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে যেতে রাজি নই। আমার আন্দোলনের প্রেরণা প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও লক্ষ লক্ষ মানুষ। জানি তাঁরাই একদিন কোটি কোটি হয়ে শেষ কথা বলবেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
একটি জনপ্রিয় মহিলা পাক্ষিক পত্রিকায় এ বছর মার্চের দ্বিতীয় পক্ষে 'রেইকি' চিকিৎসা নিয়ে প্রকাশিত হল প্রচ্ছদ কাহিনি। 'রেইকি' চিকিৎসা কী? ওষুধ বা অস্ত্রোপচার ছাড়া শুধু স্পর্শ দিয়ে যে কোনো ব্যাধি নিরাময়ের নতুন আশ্চর্য চিকিৎসা পদ্ধতি। তারপরই মাস খানেক আগে পত্রিকায় দস্তুরমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে 'রেইকি' চিকিৎসা শেখাবার আসর বসালেন প্রদীপ আগরওয়াল। দক্ষিণা মাত্র দু-হাজার টাকার কিঞ্চিৎ বেশি। আমি ফোনে কথা বলেছি। জানিয়েছি, আমার মায়ের ক্যান্সার। প্রদীপ মাকে আনতে বলেছেন এবং রোগমুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। গোটা বিষয়টি লালবাজারের নজরে এনেছি। কিন্তু প্রদীপের কিছুই হয়নি। এখনও প্রদীপ কলকাতার বড় বাজারে বসে জোর কদমে বেআইনি বিজ্ঞাপন দিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

জমিয়ে বসা বড়-মেজ মাপের প্রত্যেক অলৌকিক ব্যবসায়ীরাই বর্তমানে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় পালিত ও পুষ্ট হচ্ছে। বিগত দৈনিক পত্রিকাগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমার এমন ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। আগন্তুক অলৌকিক ব্যবসায়ীদের চেয়ে শতগুণ ভয়ঙ্করভাবে আইন ভেঙেই চলেছে স্থানীয় অলৌকিক ব্যবসায়ী। আইনকে তোয়াক্কা না করেও তারা প্রবলভাবে আছে এবং দিব্বি পুষ্ট হচ্ছে শাঁসেজলে। নিত্য-দিন প্রকাশিত এমনই বেআইনি বিজ্ঞাপনের দু-একটি নমুনা :—

শ্রীগৌতম। জ্যোতিষী এবং 'তারাপীঠ ও কামাক্ষায় সিদ্ধহস্ত।' বিশেষ ক্ষমতা—ব্যর্থপ্রেম জোড়া দিতে পারেন, ভাড়াটে তুলতে পারেন। মামলা জেতাতে পারোন। (ও-ফ্; চার্লস শোভরাজ যদি আগে জানতে পারতেন! চন্দ্রস্বামী ও সজল বারুইরা যোগাযোগ করতে পারেন! উকিলবাবুরা সব কেস তুড়ি দিয়ে জেতার জন্য ট্রাই করতে পারেন। কিন্তু বাদি ও বিবাদি উভয়পক্ষই শ্রীগৌতমের সাহায্য নিলে ব্যাপারটা কী হবে?)। শত্রু দমন করতে পারেন (ইস; সাদ্দাম হোসেনের খবরটা জানা থাকলে বুশ দমন করতে পারতেন পরম অবহেলে)। যৌনব্যাধি-সহ যে কোনো রোগ সারাতে অব্যর্থ (মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী—শ্রীগৌতমের এই মহান ক্ষমতাকে দেশের কাজে লাগানোর বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করুন। অথবা যদি মনে করে থাকেন, এইসব শ্রীগৌতমের প্রতারণা, তবে মাননীয় মন্ত্রী যথাযোগ্য আইনি ব্যবস্থা নিন)। শ্রীগৌতম বিজ্ঞাপন দিয়ে এইসব হিজিবিজি দাবি জানিয়ে তার ব্যবসাটা চালিয়ে যাচ্ছেন কলকাতার বুকে বসে। ঠিকানা—১২৩ এস পি মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬।

ড. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী। ভৌতিক উপদ্রব বন্ধে বিশেষজ্ঞ। দাম্পত্য কলহ মেটাতে, প্রেমে শান্তি আনতে, চাকরি দিতে (বেকাররা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন এমনকী বেকার সমস্যা মেটাতে সরকার নথিভুক্ত বেকারদের তালিকা রামকৃষ্ণ শাস্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেশের বেকার সমস্যার আশু সমাধানে আন্তরিক চেষ্টা করতে পারেন। আর যদি এই দাবিকে নেহাতই প্রতারণা বলে মনে করে থাকে, তবে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নিক)। ড. শাস্ত্রী বশীকরণ বিশারদ। 'সানন্দা' পত্রিকায় দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, খরচ পড়ে নামমাত্র। দেড় হাজার থেকে তিন হাজার টাকা (একজন সুপার স্টার হিরোইনকে বউ করার পক্ষে ড্যাম চিপ)। শাস্ত্রীজি এইসব অদ্ভুতুড়ে দাবি গোপনে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গ্রামবাসীদের কাছে করেন না। তিনি এইসব বেআইনি দাবি কলকাতার নামি-দামী পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করে চলেছেন। কলকাতার বুকে তাঁর কর্মস্থল। ঠিকানা—৭০, কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬।

ড. মনসারাম। ভাগ্য পাল্টাতে কবচ দেন। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণে যে কোনো ব্যাধির নিরাময় নিশ্চিত। এছাড়া অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন। বৃহৎ বগলামুখী কবচ ধারণে শত্রু বশীভূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হয়। এমন বিজ্ঞাপন বছরের পর বছর পত্র-পত্রিকায় দিয়ে কবচ বেচে চলেছেন খাস কলকাতার বুকে। ঠিকানা—১২৯, শ্রীঅরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৬।

মণিকার নারায়ণচন্দ্র মান্না। '৭৭ বৎসর সততার সহিত' অত্যাশ্চর্য অষ্টধাতুর মাদুলি বিক্রি করে আসছে বলে বুক বাজিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা প্রচার করে। ধারণে মামলায় জয় হয়। আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়। লটারিতে অর্থলাভ হয়। মানসিক রোগ, কুষ্ঠ, শ্বেতী, প্যারালিসিস, হৃদরোগ, মৃগি এবং হাঁপানিসহ যে কোনো দুরারোগ্য আরোগ্য হয় (মাছ খাইয়ে হাঁপানি সারাবার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হলে, মাদুলি পরিয়ে হাঁপানি সারাবার বিজ্ঞাপন দিলে কেন গ্রেফতার করা হবে না)। অত্যাশ্চর্য এই মাদুলির কারবার চলছে সুদূর পল্লিতে নয়, কলকাতার বুকে। ঠিকানা—৪৩/২, কাশীপুর রোড, কলকাতা ৩৬।

কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন বিভাগের অধীন পাঁচতারা হোটেলগুলোর শপিং প্লেস ভাড়া দেওয়া হয় টেন্ডার ডেকে। কিন্তু এই প্লেসে জ্যোতিষীদের ব্যবসা চালাতে দেওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট ঘর আছে। এই ঘর শুধু জ্যোতিষ ব্যবসার জন্যই। টেন্ডার ডেকে বা নিলামে চড়িয়ে সর্বোচ্চ দর দেওয়া জ্যোতিষীর হাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়।

লোকনাথ জন্মকথা

বছর কয়েক আগে মাঝে-মধ্যে পোস্টে অথবা লেটার বক্সে একটি লিফলেট পেতাম। তাতে মোদ্দা কথায় লেখা থাকত—লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রচার মাহাত্ম্য। সেইসঙ্গে লেখা থাকত—এই লিফলেটে লেখা কথাগুলো একশোটি ছাপিয়ে বা হাতে লিখে বিলি করুন। এক মাসের মধ্যে বিলি করলে আপনি বিপুল সম্পত্তি পাবেন। আর আদেশ অগ্রাহ্য করলে আপনার প্রিয়জন অপঘাতে মারা যাবে। অমুক গ্রামের অমুক লিফলেট পেয়ে আদেশ অমান্য করার পনেরো দিনের মধ্যে তার স্ত্রী ও দুই পুত্র সাপের কামড়ে মারা গেছে।

এখন প্রচারের ব্যাপকতায় 'লোকনাথ ব্রহ্মচারী' একটা ক্রেজ। বাবা লোকনাথের কথা ইতিহাসে নেই। ব্যবসায়ীদের মাথা থেকেই লোকনাথের জন্ম। বাবা লোকনাথের মাথায় জল ঢালতে হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বাঁক কাঁধে ছুটছে। এখন বাঁক কাঁধে নেওয়ার লোক ভাড়া করা হয়। নগদ টাকা ছাড়া মেলে নতুন শাড়ী, কাপড়, বাঁক। লোকনাথের জন্মস্থান কচুয়া না চাকলা তা নিয়ে বিস্তর বিবাদ চলছে। 'বিচার আপনা আপনা'। তবে এই সুবাদে কচুয়া আর চাকেলার লোকনাথ প্রমোটারদের পোয়া বারো। কয়েক বছরে ২০০ টাকা বিঘা জমির দাম উঠেছে ৭০০০০ টাকা কাঠা। বিজ্ঞাপনের খরচ দিয়ে-থুয়েও লাভের অঙ্ক ফি-বছরই বহু কোটি টাকাতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। লাভের অঙ্ক যাই দাঁড়াক, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। আমাদের মাথা ব্যথার কারণ—দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এইসব ধূর্ত ব্যবসায়ীরা ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভয়ঙ্কর মিথ্যে ও বেআইনি প্রচার করে চলেছে। শহর কলকাতা থেকে মফস্বল সর্বত্র বিশাল বিশাল হোর্ডিং দাঁড়িয়ে আছে বেআইনি এক বিজ্ঞাপন নিয়ে—

"রণে, বনে, জলে জঙ্গলে
যখনই বিপদে পড়িবে
আমাকে স্মরণ করিও—
আমি রক্ষা করিব।"

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এই একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকাগুলোতে। কি বেয়াড়া, অবাস্তব, উদ্ভট দাবি একবার ভাবুন তো। সরকার যদি মনে করেন দাবির পিছনে যুক্তি আছে, ভালো। সরকার তার প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় বর্জন করুক। অন্যদেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার স্মরণ নিলেই চলবে। আর যদি এই দাবিকে মিথ্যা মনে করে থাকে, তবে কেন প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বন্ধে আন্তরিক হবে না? সরকার যদি মনে করে—বাস্তবিকই লোকনাথের স্মরণ নিলে যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে বেকার সমস্যার বিপদ

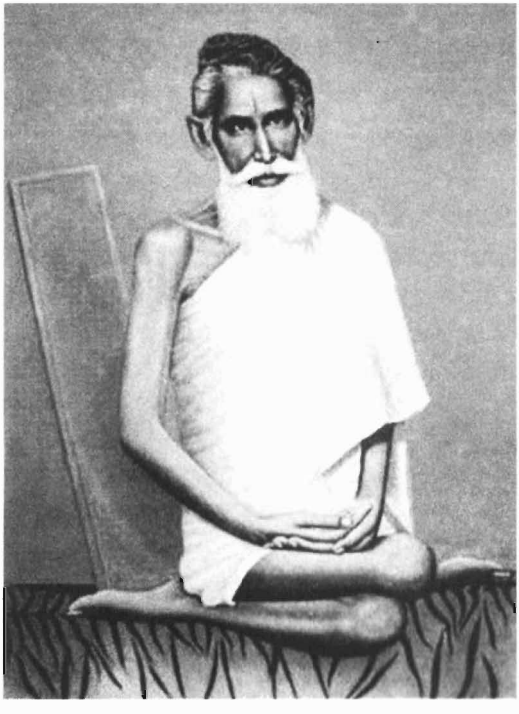

থেকে উদ্ধার পেতে কোনও অর্থবহুল পরিকল্পনা গ্রহণের ঝামেলায় না গিয়ে লোকনাথের স্মরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করুক। অর্থ সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, চিকিৎসা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, পানীয় সমস্যা, মাথার গোঁজার ঠাঁই সমস্যা, দুর্নীতি সমস্যা ইত্যাদির বহুতর সমস্যা নিয়ে দেশের গরিবগুর্বো মানুষগুলো যখন চরম বিপদগ্রস্ত, সরকার বিব্রত, তখন সরকার কেন সব বিপদের মুশকিল আসান করতে লোকনাথ বাবার স্মরণ নিচ্ছে না? বলিহারি লক্ষ-কোটি লোকনাথ বাবার ভক্তদের, যারা বাবার অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করে, অথচ বাবার অলৌকিক ক্ষমতায় একটুও ভরসা করেনা! তারা তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে বাবার স্মরণ যে কেন নেয় না, ভেবে অবাক হই! তাহলে তো দেশের সমস্যার অনেকটাই সমাধানের মুখ দেখত।

জাগতিক যাবতীয় বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো কোনো কিছুর অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীরা আজও জানেন না। (তাত্ত্বিক ভাবেই এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কারণ হিসেবে একটি মাত্র উদাহরণ আমরা আনছি। ধরুন রণে দু-পক্ষই লোকনাথের শরণ নিল। লোকনাথ কীভাবে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দুপক্ষকেই জয়ী করবেন?) অথচ কত সরল বিশ্বাসী মানুষ ছাপার হরফে বিশ্বাস করে বিভিন্ন বিপদে যা করণীয় ছিল, তা না করে লোকনাথের শরণ নিয়ে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন।

এই অবস্থা কি আমরণ চলতে দেব নীরব সমর্থন জানিয়ে? নাকি আমরা আন্তরিক দাবি তুলব—সরকার হয় আইনটিকে আইনের মর্যাদা দিক, নতুবা আইনটিকে বাতিল করুক। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে 'ড্রাগস ও ম্যাজিক রেমেডিস আইন'টিকে নপুংসক করে রাখাই হয়তো জাতিকে পুলিশ ও প্রশাসনের কলঙ্কিত উপহার। যে দেশে দুর্নীতি সর্বব্যাপী, যে দেশ ভ্রষ্টাচারে সারা বিশ্বে অগ্রগণ্য, সে দেশে আইন-রক্ষকদের জুতোর ঠোক্করে আইন গড়াগড়ি খাবে, এটাই স্বাভাবিক। আমরা প্রতিবাদে সরব না হলে এই ধরনের নপুংসক আইন ভারতীয় গণতন্ত্র আরও প্রসব করার ধৃষ্টতা দেখাবে।

বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?

সুধী বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক ও পুলিশের কাছে 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট'-এর প্রয়োগের পক্ষে আন্তরিকতার সঙ্গে দাবি তোলার সমস্যা হিমালয়ের চেয়ে ভারি। এখানে আইন ভঙ্গকারী কারা? 'ম্যাজিক রেমেডি'-র প্রচারক হিসেবে আইন ভঙ্গকারী সরকারি ও বেসরকারি মিডিয়া। কাদের বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে এঁরা সরব হবেন? কাদের হাতে পরাবেন হাতকড়ি? 'সর্বশক্তিমান' মিডিয়ার বিরোধিতার অর্থ—'সুইসাইডল স্কোয়াড'-এ নাম লেখানো। বুদ্ধিজীবীরা কলমের ডগায় বা ঠোঁটের আগায় যতখানি নীতিবাক্য আওড়ান, ততখানি জীবনে প্রয়োগ করার মতো আহাম্মকি দেখান না। বরং তাঁরা হত্যে দিয়ে পড়েন রেডিও, টিভি, কাগজে। তাঁদের প্রয়োগ করতে হচ্ছে পাবলিক রিলেশনস ও সেলসম্যানশিপের নানা প্রকরণ। তাঁরা এই সত্যটুকু বুঝে নিয়েছেন—জোনাকিকে নক্ষত্র ও নক্ষত্রকে জোনাকি করার প্রবল ক্ষমতা মিডিয়ার আছে। প্রশাসন ও পুলিশ দিব্বি বুঝে নিয়েছে মিডিয়ার সহযোগিতা বা বিরোধিতা তাদের কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। সেই মতো পার্টিগণিত মেনে বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, প্রশাসন ইঁদুর-চোর খেলার প্রহসনে যোগ দেয়। তাই মিডিয়া বা সরকার যখন আইন ভাঙে তখন সমস্যাটা দাঁড়ায়—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

মলাটবন্দি আইনকে মুক্ত করা খুব সহজ, খুব কঠিন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুখে এসে দেশের নাগরিক হিসেবে আইন দেখি, পঞ্চাশ বছর আগে ন্যায় বিচারের যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, তা আজ প্রকৃত অর্থে কোথায় দাঁড়িয়ে। 'ন্যায় বিচার' মানে—আইন আছে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে। আমরা আপাতত এই বিতর্কে ঢুকছি না যে, এই পুঁজিবাদী দেশে আইনগুলোই শোষকদের স্বার্থে তৈরি হতে বাধ্য কিনা? আমরা আপাতত দেখব, যে আইন আছে তার সঠিক প্রয়োগ কতটা হচ্ছে। আমরা আমজনতা দেখেছি—'আইন একটা তামাসা মাত্র। বড়লোকেরা পয়সা খরচ করে এই তামাসা দেখিতে পারে।' কিন্তু অর্থের সঙ্গে আইনের এই সম্পর্ক নিয়ে কূটকচালিতেও আমরা নামব না। আমরা সাদা-মাটা দৃষ্টিতে দেখব, এমন কোনো আইন আছে কি না, প্রবলভাবে অনুপস্থিত যে আইনের প্রয়োগ। আমাদের দেশের এমনই এক (একমাত্র নয়) মলাটবন্দি আইন—'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশন্যাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪'। আইনটিকে বলা হয়েছে—'ম্যাজিক রেমেডি' হিসেবে গ্রাহ্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু, মন্ত্র, কবচ বা যে কোনো
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ধরনের চমক যা অলৌকিক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এমন কোনো কিছুর বিজ্ঞাপন প্রচারে যে কোনোরকম অংশগ্রহণ'-এর শাস্তি প্রথমবারে অনধিক ছয় মাস জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই। পরবর্তী প্রতিবারে অনধিক এক বছরের জেল অথবা জরিমানা, অথবা উভয়ই।

অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য জ্যোতিষী-তান্ত্রিক-বিশ্বাসের কারবারী অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদাররা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী, তেমনই সম পরিমাণ অপরাধী এই বিজ্ঞাপনের মুদ্রক, প্রকাশক, প্রচারক হিসেবে রেডিও, টিভি, কাগজ ও হোর্ডিং কোম্পানিগুলোও। কোম্পানিগুলো তো আর মানুষ নয় যে জেল খাটবে। জেল খাটবেন আইন ভঙ্গকারী সংস্থার পাবলিশার, প্রিন্টার, ডিরেক্টর ইত্যাদি পদাধিকারী।

জ্যোতিষী, বিশ্বাসের কারবারি, বুজরুকদের বিরুদ্ধে যদিও বা কখনও-সখনও পুলিশ প্রশাসন একটু আধটু উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু মিডিয়ার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তা করার মতো গাড়লি-মূর্খতা একবারের জন্যেও দেখায়নি। অবশ্য এই নীরবতার পিছনে আরও কয়েকটি কারণ জড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন—আইনটির সঙ্গে পুলিশ, প্রশাসন, আইন ভঙ্গকারী ইত্যাদি অনেকের সঙ্গেই হয়তো বা প্রয়োজনীয় পরিচয়ের অভাব ছিল এবং আছে। ফলে সুদীর্ঘ সময় ধরে এই আইনটি লঙ্ঘনের কাজ মসৃণ ও গতিশীল রয়েছে। অথবা আইনটির সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করার বিষয়ে দুর্বলতার হদিশ পেয়ে ধর্মীয় মুখোশ পরে প্রতারণা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে—এক অদ্ভুত অবস্থা! আইন আছে, প্রকাশ্যে আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে, অথচ আইনের রক্ষকরা বৃহন্নলার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তার মানে এই নয় যে, মিডিয়ার এইসব বেআইনি কাজ-কর্ম বন্ধ করা অসম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ব্যতিক্রমী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রমী পরিকল্পনা গ্রহণ। সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে মলাট বন্দি আইনকে মুক্তি দিতে চাইলে পুলিশ ও প্রশাসনকে যা করতে হবে তার একটা খসড়া প্রস্তাব এখানে পেশ করা হল—

১) কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর লেখা নির্দেশ প্রতিটি প্রচার মাধ্যমকে পাঠাতে হবে। তাতে থাকবে—

(ক) দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট-এর পুরোটাই।

(খ) প্রচার মাধ্যমকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে—আপনার উচিত এদেশের আইনকে মর্যাদা দেওয়া।

(গ) প্রচার মাধ্যমগুলোকে জানাতে হবে—আপনার সংস্থা সম্ভবত দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিল না। ফলে হয়তো অজ্ঞতার কারণে আপনার সংস্থা ইতিপূর্বে এই আইনটি বিভিন্ন সময় লঙ্ঘন করেছে। আইনটি আপনার নজরে আনার পাশাপাশি জানাচ্ছি যে আগামী দিনে আপনার সংস্থা আইনটি লঙ্ঘন করলে সমস্ত রকম আইনি ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হব।

২) জ্যোতিষ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অলঙ্কার ব্যবসায়ীদের একই ধরনের লিখিত নির্দেশ পাঠাতে হবে।

৩) রেডিও, টিভি, পত্রিকার বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে আইনটির বিষয়ে জানাতে হবে, লাগাতার প্রচারে সচেতনতাবোধ গড়ে তুলতে হবে।

৪) জেলাশাসক থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেককে আইনটি বিষয়ে ও তার প্রয়োগ বিষয়ে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিতে হবে।

এই পদক্ষেপগুলো নেওয়ার পর যারাই এই আইন অমান্য করবে, তাদের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীনভাবে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করতে হবে। আইনটির সপক্ষে জনচেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনকারীকে আগাম নোটিস দিয়ে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করলে, মলাটবন্দি আইনকে মুক্ত করা আর অসম্ভব বা কঠিন হবে না। বরং তা হবে একটি খুবই সহজ আইনি প্রক্রিয়া। অবশ্য রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি ভাববাদকে পালন ও পুষ্ট করার পলিসির অঙ্গ হিসেবে আইনটিকে নির্বিষ করে রাখতে চায়, তাহলে ভিন্ন প্রসঙ্গ। তখন রাষ্ট্র ধর্মের দোহাই দেবে, মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত না দেওয়ার পক্ষে নানা অজুহাত খাড়া করবে। কিন্তু সে-ও একটা পর্যায় পর্যন্ত। কারণ ভাববাদকে পালন ও পুষ্ট করার আরও অনেক পথ ছেড়ে গণবোধোদয়ের বিরোধিতা করে আইন ভাঙা ভাববাদী গুরুদের স্পনসর করার মতো বোকামি নিশ্চয়ই করতে যাবে না।

আমাদের সমাবেশিত জনচেতনার সক্রিয় অংশগ্রহণই পারে মলাটবন্দি আইনকে মুক্তি দিতে। কারণ জনগণই শেষ কথা বলে।

Drugs And Cosmetics Act (1940) Amendment GSR 884 (E)

১৯ মার্চ ২০০৯ ভারতের প্রতিটি দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ জারি করল কেন্দ্রের 'স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর'। এবার থেকে শাস্তির পরিমান আজীবন কারাদণ্ড এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মানবতাবাদী

গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ও

ত্রিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কিছু কথা

আমি লেখক বলছি,

'যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা' প্রথম খণ্ড প্রকাশের পাঁচ বছর পরে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। সময়ের ব্যবধানটা বড়ো-ই দীর্ঘ। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে ক্ষমা চাইছি। চিঠিতে বা ফোনে যাঁরা দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্য তাগাদা দিয়েছেন, তাঁরাই এই বইটি লেখার প্রেরণা।

গত পাঁচ বছরে শ'দুয়েকের উপর তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার পিছনের আসল সত্য ফাঁস করেছি। দু'শো থেকেই দশটি ঘটনা এখানে তুলে এনেছি। বলতে পারেন 'টপ টেন'। কাহিনিগুলো একশো ভাগ সত্যি।

যুক্তিবাদী সমিতির বহু রকমের কাজের মধ্যে একটি হল তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা ফাঁস করা। এইসব 'অলৌকিক' ঘটনাগুলোকে আমরা দুটো শ্রেণিতে ভাগ করছি। এক শ্রেণির ঘটনার পিছনে অসাধারণ বুদ্ধি ও মুন্সিয়ানা থাকলেও ঘটনার পিছনের নায়ক-নায়িকারা অর্থ বলে বলীয়ান নয়। কিন্তু ওদের ফেরেববাজি ধরতে গেলে ঠোক্কর খেতে খেতে বুঝতে পারবেন, প্রতারণাকে কী শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে ওরা। এই যেমন ধরুন, ফুটপাথে যারা জলের রং পালটে দেবার ক্ষমতাওয়ালা পাথর বেচে। তাদের প্রতারণা ধরার তাত্ত্বিক জ্ঞান আপনার আছে। অর্থাৎ রং পালটাবার বিজ্ঞানটা আপনার জানা। তারপরও ধরতে গেলে দেখবেন, বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন। ফুটপাথের এই শিল্পী-প্রতারকরা হাতের কৌশলে বারবার আপনার চোখকে ফাঁকি দেবে।

অনেক অলৌকিক ঘটনার পিছনে থাকে ছোটোদের দুষ্টুবুদ্ধি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, ধরে ফেলাটা খুব সোজা। দমদমের সেই হাড়কাঁপানো কাচ-ভাঙা বাড়ির কথা মনে আছে? একটি কিশোর দিনের পর দিন ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল অনেক তাবড় নামী বিজ্ঞানীদের।

এদের ক্ষমতার হাত ছোটো। তাই এদের বুজরুকি ফাঁস করলে বিপদের সম্ভাবনা খুব-ই কম।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে লম্বা হাতের ধনকুবের অবতার-জ্যোতিষী ইত্যাদিরা। ধরুন সেই 'ইমামি' গ্রুপের কথা, যারা দাঁত দিয়ে গোটা একটা প্লেন টানাবে। কিংবা 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'র সহযোগিতা পাওয়া বিলিয়োনিয়ার হ্যারিস, যে নাকি স্পর্শ চিকিৎসায় সব রোগ সারিয়ে তুলবে। এদের মতো ক্ষমতাবানদের বুজরুকি বানচাল করলে তা হয়ে দাঁড়ায় সব রকমভাবেই অত্যন্ত ঝুঁকির।

ধরতে গেলে যা করতে হবে :

(১) কোনও গুণ শিখতে শত্রু-মিত্র বিচার করতে নেই। উদাহরণ (ক) জেমস বন্ডের সিনেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
থেকেও শেখা যায় মরার আগে মরতে নেই। (খ) আমেরিকা পেন্টাগন থেকে শেখা যায় 'মস্তিষ্ক যুদ্ধের' নানা কূট ও প্রয়োগ কৌশল; শত্রুদের মধ্যে মিত্র তৈরির পদ্ধতি।

(২) তথাকথিত অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আমি বা আমরা শেষ কথা বলার ক্ষমতা রাখি, এমনটা কখনই ভাবি না। প্রয়োজন মতো এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত নিই। এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ভূ-তত্ত্ববিদ, শারীরবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, প্রাণীবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ধাতুবিদ, চিকিৎসক, জাদুকর ইত্যাদিরা আছেন। আপনারাও তা-ই করুন। আখেরে লাভ হবে-ই।

(৩) সত্যানুসন্ধানে যাওয়ার আগে বিষয়টাকে নিয়ে দীর্ঘ বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতি পর্বকে বলব 'হোম ওয়ার্ক'। কিন্তু কোনও ভাবে-ই আগে থেকে একটা ধারণাকে মাথায় গুঁজে সত্যি খুঁজবেন না। তাতে 'সত্যি' অধরা থেকে যাবার সম্ভাবনা।

আগরপাড়ার একটা বাড়িতে যখন-তখন আগুন জ্বলে উঠছিল। আপনা-আপনি আগুন ধরে যাচ্ছিল বিছানায়, পরদায়, কাপড়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই এ'নিয়ে পত্রিকাগুলো বাজার গরম করে রেখেছিল। কাজে ব্যস্ত থাকায় ঘটনাস্থলে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারিনি। ইতিমধ্যে কিছু বিজ্ঞান সংগঠন কারণ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টাও চালিয়েছে। আমরা যে'দিন গেলাম, সেদিন আমাদের সঙ্গী ছিল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম।

সে'দিনই পুড়েছে, এমন কিছু নমুনা আলাদা আলাদা করে সংগ্রহ করলাম। কয়েকটা চিনেমাটির সাদা প্লেট নিলাম। একটি করে নমুনা প্লেটে রেখে সামান্য জল ঢেলে একটা কাঠি দিয়ে নাড়ছিলাম। জলের রং হালকা বেগুনি হল। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বললাম। শেষে বাড়ির-ই একটি বালক স্বীকার করল ঘটনাটি ঘটাচ্ছিল। বিছানায় বা পর্দায় সামান্য গ্লিসারিন ঢেলে দিচ্ছিল। ভারী তরল ধীরে ধীরে নিচে নামছিল। কিছুটা নিচে কাপড়ে বা পর্দাতেই ছড়িয়ে রাখছিল পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। গ্লিসারিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিলিত হলেই বিক্রিয়ায় প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হচ্ছে ও শেষে আগুন ধরে যাচ্ছে।

আমি বললেই লোকে তা মানবেন কেন? বাজার থেকে গ্লিসারিন ও পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আনালাম। একটা কাপড়ে একই পদ্ধতিতে আগুন লাগালাম। পোড়া নমুনা একটা প্লেটে রেখে জল ঢেলে দেখালাম, এই জলের রংও বেগুনি হয়ে গেল। পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট থাকার জন্যই বেগুনি হল।

জানালাম, যে স্কুল পড়ুয়া একটি বালক এমন কাণ্ডটি ঘটাচ্ছিল সে আমাকে কথা দিয়েছে, আর এমন দুষ্টুমি করবে না। অনেকের অনুরোধ সত্ত্বেও ছেলেটির নাম জানাইনি। ছেলেটিকে শোধরাবার সুযোগ দিতে-ই জানাইনি।

এই সত্যানুসন্ধানের কথা অনেক পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল। আর তারপরই ঘটতে লাগল মজার মজার কাণ্ডকারখানা। এর থেকেই দুটি উদাহরণ হাজির করছি।

এই ঘটনার পরে বরাহনগরে একটি বাড়িতে ভূতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়। রহস্যটা ধরতে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান সংগঠন হাজির হয়েছিল। উপদ্রুতদের কাছে শুনেছি, সংগঠনগুলোর মূল প্রশ্ন ছিল একটাই—এ বাড়িতে কোনও বালক বা বালিকা নেই? বালক-বালিকা ছিল না। অতএব তাদের আর ভূত ধরা সম্ভব হয়নি।

শিলিগুড়ির একটি বাড়িতে শুরু হল ভূতুড়ে-কাণ্ড। আপনা-আপনি হঠাৎ হঠাৎ জ্বলে উঠছে আগুন। একটি বিজ্ঞান সংগঠনের তরফ থেকে একজন আমাকে ফোন করলেন। জানালেন,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
"পোড়া নমুনা প্লেটে রেখে জল দিচ্ছি, কিন্তু জল তো বেগুনি হচ্ছে না।"

শুনে হাসব, না কাঁদব? যেন আগুন জ্বালার একমাত্র উপকরণ গ্লিসারিন আর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের মিশ্রণ।

(৪) স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে নিজেকে পালটাই। পালটে ফেলি 'বডিল্যাঙ্গুয়েজ'। কখনও বৃদ্ধরাম, কখনও বাচাল। আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলেই সব্বাই বুঝে যান—আমি ধারে কাটি না, ভারে কাটি। কখনও তরলমতি, তো কখনও ভয়াবহ। মোদ্দা কথায় কাজ উদ্ধারের জন্য যেখানে যেমন, সেখানে তেমন। কোথায় কেমন ভাবে নিজেকে হাজির করব, সেটা শিখেছি লড়তে লড়তে। আপনারাও আমার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে দেখতে পারেন।

(৫) চ্যালেঞ্জারের অশিক্ষিত-গরিব-বোকা বোকা কথা শুনে অথবা অল্প বয়স দেখে একটুও আত্মতুষ্ট থাকতে নেই। বিরুদ্ধ শক্তিকে আন্ডার-এস্টিমেট করাই পতনের কারণ হতে পারে। হয়ও।

(৬) কোনও চ্যালেঞ্জারকে নিজের তুলনায় বিশাল ভাবলে তা হবে আত্মহত্যার সামিল। হারার আগেই হেরে বসে থাকা। মনে রাখতে হবে—আমি কারও চেয়ে ছোটো নই। এই মনে রাখাটা প্রত্যয়ে পালটাতে হবে।

(৭) প্রতিটি চ্যালেঞ্জ নতুন লড়াই। কঠিন লড়াই। এটা মনে রেখে একশো ভাগ আন্তরিকতার সঙ্গে, নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে উজাড় করে না দিলে লাগাতার জয় ধরে রাখা অসম্ভব।

(৮) যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই যুক্তিবাদী নন। অনেকেই প্রগতিশীল সাজতে যুক্তিবাদী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু প্রত্যয়ের সঙ্গে মনে করেন না যে, ঈশ্বর-আত্মা-জ্যোতিষ এ'সবই মিথ্যে ; অলৌকিক বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। এমন দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে আর যা-ই হোক 'অলৌকিক' নিয়ে সত্যানুসন্ধান করা যায় না।

বছর কয়েক আগের ঘটনা। যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় শাখার ফিস্ট ঠাকুরনগরে। শ'খানেক সদস্য-সদস্যা হাজির। প্রথামতো সকাল থেকে গান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, ম্যাজিক নিয়ে ফিস্ট জমে গেছে। আশিস সমিতির কট্টর যুক্তিবাদী। আমাদের কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠানে ও হিরো। সোচ্চারে বলেন, "অলৌকিক" বলে কিছু নেই।" ফিস্টে আশিস অনেক বাক্স সাজিয়ে সহকারিণী নিয়ে গেছেন। ম্যাজিক দেখিয়েছেন। আমরা উপভোগ করেছি। কয়েকজন জ্যোতি মুখার্জিকে অনুরোধ করলেন ম্যাজিক দেখাতে। জ্যোতিদা শখে আমাদের একটু-আধটু ম্যাজিক দেখান। বয়স আর অসুস্থতায় কাবু। তাও সবার অনুরোধে উঠলেন। বললেন, একটাই ম্যাজিক দেখাবেন। দর্শকদের কাছ থেকে তিনটে কয়েন চেয়ে নিলেন। এক টাকা, পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সার। তিনটে কয়েনেই পেনসিল দিয়ে স্বাক্ষর করলেন তিন বিশিষ্ট দর্শক। জ্যোতিদা কয়েনগুলো একটা ছোট্ট গোল ধাতুর বাক্সে রাখলেন। একটু পরেই খুললেন। বাক্স উপুড় করে দেখালেন, কয়েনগুলো ভ্যানিস।

এতটা পর্যন্ত দেখানো সম্ভব। ম্যাজিকের এ বি সি ডি জানা প্রত্যেকেই এই ম্যাজিক জানেন। কিন্তু তারপর যা হল, সেটাই গল্পের আসল অংশ। সেটাই ম্যাজিকের বাইরে বাড়তি কিছু।

জ্যোতিদা বললেন, এই কয়েনগুলো কার পকেটে চালান করব—আপনারাই ঠিক করে দিন। সকলেই একজন বিশিষ্ট অতিথির পকেটে কয়েনগুলো চালান করতে অনুরোধ করলেন। জ্যোতিদা ডান হাতটা মুঠো করে বিশিষ্ট অতিথির দিকে অদৃশ্য কয়েনগুলো ছুড়ে দিলেন। বললেন, "দেখুন, আপনার পকেটে চলে গেছে।" ভদ্রলোক কোটের ডান পকেটে হাত ঢোকালেন, নেই। বাঁ পকেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হাত ঢুকিয়ে অবাক। তিনটে কয়েন। একটাকা, পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সা। যাঁরা কয়েনে স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁরা কয়েন দেখে বললেন, হ্যাঁ এ তাঁদেরই স্বাক্ষর। মুহূর্তে সব আলো টেনে নিলেন জ্যোতিদা।

আশিস ছাড়াও কয়েকজন ম্যাজিশিয়ান হাজির ছিলেন। ওঁরা প্রত্যেকেই অবাক। কারণ ম্যাজিকের ব্যাকরণ অনুসারে এমনটা ঘটান অসম্ভব। অর্থাৎ সোজা বাংলায় অলৌকিক।

এরপর আশিস জ্যোতিদার পিছনে চিটেগুড়ের মতো লেগে ছিলেন বছরের পর বছর। উদ্দেশ্য, জ্যোতিদার কাছ থেকে সেই তন্ত্র-মন্ত্র শেখা, যা দিয়ে এমনটা ঘটান সম্ভব। আশিসের এমন মানসিকতার কারণ, ওঁর মনে 'অলৌকিক' নিয়ে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। জ্যোতিদার ম্যাজিক দেখে তাই এর পিছনের সত্যিকে খুঁজতে আন্তরিক চেষ্টা করেননি। কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পেয়ে জ্যোতিদার কাছে ম্যাজিকের বিজ্ঞানটা জানতে চাননি আশিস। ঘটনাটা দেখলেন। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় কারণ খুঁজে পেলেন না। আর কারণ খোঁজার চেষ্টা করলেন না। ধরেই নিলেন ব্যাপারটা অলৌকিক।

আসলে এই পুরো ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল। তবে প্রথাগত ম্যাজিক ছিল না। ম্যাজিকের সঙ্গে একটু মনস্তত্ত্বের মজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দর্শকরা কাকে চিহ্নিত করবেন, আগাম বুঝে আমি এক সময় কয়েন তিনটে বিশিষ্ট মানুষটির পকেটে চালান করে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়েছিলাম। স্বাক্ষরিত কয়েনগুলো হাত ঘুরে আমার হাতে এসে গিয়েছিল—এটা নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারছেন।

এমন দ্বিধা থাকলে সত্যি খোঁজা যায় না।

(৯) কোনও ভূতুড়ে রহস্যের সত্যানুসন্ধানে নামলে প্রচুর প্রত্যক্ষদর্শী পাবেন। তাঁরা দেখেছেন, শূন্যে চেয়ার-টেবিল ভেসে বেড়াচ্ছে, সন্দেশ-রসগোল্লা ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। হাত থেকে চুড়ি আপনা-আপনি বেরিয়ে আসছে। অন্তর্বাস ছাড়তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ধারাল কিছু দিয়ে কাটা। অথচ পরার সময় ছিল গোটা। জিনিস-পত্তর নিজে থেকে আছড়ে পড়ছে, ইত্যাদি। ভূতের কাণ্ডকারখানা যত শুনতে চাইবেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা ততই শোনাবেন। এইসব প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে ৮ থেকে ৮০ সব বয়সের নারী-পুরুষ পাবেন। বিখ্যাত মানুষও পাবেন।

মনে রাখবেন, ওঁরা প্রত্যেকেই মিথ্যে বলছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়ার মানসিকতায় ওঁরা মিথ্যে বলেন। আজ পর্যন্ত পাওয়া কয়েক'শো ভূতুড়ে ঘটনার প্রতিটি সমাধান করে-ই এ'কথা বলছি।

বরং খুব মন দিয়ে মিথ্যেগুলোই শুনতে থাকুন। ওদের মিথ্যের ফাঁক দিয়েই সত্যির আলোর খোঁজ পেয়ে যাবেন।

(১০) অনেকে রহস্য ফাঁস করার মধ্যে শুধু উত্তেজনার আনন্দ অনুভব করেন। 'হিরো' হতে ভালোবাসেন। কিন্তু এইসব অলৌকিক ঘটনা ফাঁসের বড়ো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—সাধারণ মানুষের কাছে এই সত্যকে তুলে ধরা যে, অলৌকিক-আত্মা-জন্মান্তর-নিয়তিবাদ-অবতারবাদ মিথ্যে। এ'সবই রাজাদের স্বার্থে পুরোহিতদের তৈরি মিথ্যে। আমাদের কাজ বিজ্ঞানের সত্য খোঁজা, জনতাকে সত্যের খোঁজ দেওয়া। পরিবর্তে শুধু রহস্য ফাঁস করতে যাওয়া ভুল অ্যাপ্রোচ।

শত্রুর হাত যখন লম্বা

আমার নানা অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন বইয়ে লিখেছি। কিছু কিছু কাহিনি পড়লে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মনে হতে পারে, অ্যাডভেঞ্চার গপ্পো। স্বভাবতই কেউ কেউ মনে করতেই পারেন যে, কাহিনিকে আকর্ষক করতে, আকর্ষণীয় করতে কিছুটা রং চড়িয়েছি। বিশেষ করে প্রাক্তনেশী, সহকর্মী ও মধ্যবর্তী বাঙালিদের মধ্যে এমন ভাবার একটা প্রবণতা আমি লক্ষ্য করেছি।

এক দিনের ঘটনা। যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য সুপ্রিয়র অফিসে গিয়েছি। অনেকেই ঘিরে ধরলেন। অনেকের অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল। একজন ঠোঁটকাটা মানুষ জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, "অনেক সময় মনে হয়, হয়তো বা কাহিনিতে কিছুটা রং মিশেছে। কাহিনিকে আকর্ষণীয় করতে কি একটু রং চড়ান? নিশ্চয়ই পুরোপুরি সত্যিটুকু নিপাট তুলে ধরেন না?"

"সত্যি উত্তর দিয়েছিলাম, আংশিক সত্য লিখি। একটু রং কমিয়ে লিখি। যে'সব কীর্তিমান অবতার, জ্যোতিষী ও ফেরেববাজদের নাঙ্গা করে ছাড়ি, তাদের অনেকেই শতকোটি বা সহস্রকোটির মালিক। গলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে থাকে। এই পোড়া দেশে টাকা থাকলেই সব আছে। দুর্নীতিবাজ জানলেও পাবলিক আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। ধনী দেখলেই তাকে মাথায় তুলে রাখবে। স্বার্থের সম্পর্কে এইসব কুবেররা বেঁধে রাখে পাড়ার ক্লাব থেকে মাফিয়া ডন। পুলিশ থেকে প্রশাসনের বড়-মেজ কর্তারা কুবেরের আমন্ত্রণ পেলে বর্তে যান। হৃদ্যতা বজায় রাখতে তারকা রাজনীতিকরা হাঁকপাঁক করেন। এই একই ছবি সাঁইবাবা থেকে আম্মা সর্বত্র। এঁদের পিছনে লাগতে গেলে মৃত্যু নয়, মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

"এই ধরনের শক্তিধরদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামার আগে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির সীমাবদ্ধতা ভালোমতো বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। আক্রমণ সামলাবার ক্ষমতা থাকলে-ই নামানো উচিত।

"তারপর সত্যি যখন লড়াইটা হয়, তখন তার ভয়াবহতা পরিমাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এ'সব ডিটেলে লেখা আমাদের পক্ষেও নানা কারণে অনুচিত বা বোকামো।

"এই সত্যিটা তো মানবেন যে, পারমাণবিক শক্তিধর দেশের মস্তানি সামলাতে হলে নিজেরও পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা রাখতে হয়।"

কয়েক বছর আগে সুপ্রিয়র অফিসে শত্রুর লম্বা হাত নিয়ে যেসব কথা বলেছিলাম, বর্তমানে সেই অবস্থার গুণগত কিছু পার্থক্য হয়েছে। দেশ দুর্নীতিতে বহুগুণ এগিয়েছে। দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী—এ'কথা সাংবাদিকরা জানেন। ততটা না হলেও কিছুটা জানেন পত্রিকার পাঠক ও টিভি খবরের দর্শকরা। এখন অবতারমার্কা প্রতারকদের লম্বা হাত আরও লম্বা হয়েছে। তাদের খুল্লামখুল্লা স্পনসর করতে নেমে পড়েছে ভারতের বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী থেকে বিখ্যাত প্রসাধন নির্মাণকারী সংস্থা। এই তালিকাকে আরও দীর্ঘ করা যায়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তালিকা তৈরি নয়, উদাহরণ হাজির করা। বর্তমানে ক্ষমতাবান বুজরুকদের ধরা আরও বেশি বিপদ নিয়ে খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওদের বুজরুকি ফাঁস করলে ওরা প্রত্যাঘাত করবেই। প্রত্যাঘাত সামলাবার মতো ক্ষমতা না থাকলে চুপ থাকা ভালো। যদি মনে করে থাকেন, ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে বেরিয়ে যাবেন, তবে বলতেই হবে আপনি অতি বোকা।

ফাঁকা আস্ফালন যাদের বিরুদ্ধে করা, তারা কিন্তু ঠিক বুঝে ফেলে। ভয় করে না। উপেক্ষা করে। অথবা বাড়াবাড়ি দেখলে শেষ করে দেয়।

আবার কারও কারও কথায় অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। যাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বলা, তারা ঠিক বুঝে যায়—এ'বার থামতে হবে। পালটাতে হবে। নতুবা দিন শেষ।

অতি সম্প্রতি একটা ঘটনার দিকে তাকাই আসুন। ঘটনাস্থল বিহার, ঝাড়খণ্ড ও আশেপাশের এলাকা। এই এলাকার অরণ্যের গাছ রক্ষার জন্য রয়েছে বিশাল সশস্ত্র রক্ষী বাহিনী। তবু অরণ্য-মাফিয়াদের নেতৃত্বে গাছ কাটা হচ্ছে প্রতিদিন। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রক্ষীরা অবশ্য নীরব দর্শক নয়। ওরা হিসেব রাখে বিভিন্ন মাফিয়াদের কে কত গাছ কাটল। পাওনা কত হল। হিসেব কষে পাওনা আদায় করে। এই সব চোরাই গাছ প্রকাশ্যে বিভিন্ন হাটে বিক্রি হয়। সেখান থেকে লরিতে চেপে গাছগুলো যায় করাত কলে। চোরাই গাছের কল্যাণে করাত কলের সংখ্যাও রমরম করে বেড়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর মন্ত্রী-সচিব-পুলিশ-প্রশাসন-পরিবেশ দপ্তর সব্বাই এ'সব খবর সুদীর্ঘ বছর ধরে জানেন। রাজ্যের মানচিত্র পালটেছে, সরকার পালেটেছে, কিন্তু জঙ্গল মাফিয়া-রাজ পালটায়নি। ওয়াকিবহাল মহল বলে, এ'এক বিরাট চক্র, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ সব্বাই। প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকার কাঠ লুঠ হয়ে যাচ্ছে, করার কিচ্ছু নেই।

সম্প্রতি নকশালরা আদেশ জারি করেছে—বে-আইনিভাবে গাছ কেটে যারা অরণ্য উজাড় করছে, তাদের এবার কেটে উজাড় করা হবে। রেহাই পাবে না এঁদের সঙ্গে যুক্ত অরণ্যরক্ষী থেকে করাত মালিক কেউ-ই। ম্যাজিকের মতো কাজ হয়েছে। মাফিয়া-রক্ষী-কাঠ ব্যবসায়ীদের সুদীর্ঘকালের আঁতাত শিকেয় তুলে ত্রিমূর্তি এখন 'ধোয়া তুলসীপাতা'। গাছ কাটা, গাছের বাজার রাতারাতি বন্ধ।

মাফিয়া-রক্ষী-পুলিশ-প্রশাসকদের শক্তিশালী আঁতাতও বোঝে কোনটা ফাঁকা আওয়াজ, কোনটা সারগর্ভ।

আমাদের শত্রুরাও জেনে গেছে আমাদের 'পাস্ট রেকর্ড'। কোনও লড়াই হারার রেকর্ড আমাদের নেই। শত্রুর আক্রমণ মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের আছে। শত্রুদের মধ্যেও গোপন-বন্ধু আছে। তাই আক্রমণ নেমে আসার আগে খবর পেয়ে যাই। সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। এক কোটিপতি জ্যোতিষী তার একান্ত বিশ্বাসভাজনদের নিয়ে গোপন বৈঠক করল। আমাকে হত্যা করার 'সুপারি' নিল এক 'টপ' উত্তর কলকাতাবাসী। টেপ বাজিয়ে ষড়যন্ত্রীদের কথোপকথন আমাকে শুনিয়ে দিলেন ওই জ্যোতিষীরই এক 'বিশ্বস্ত' সঙ্গী। খবর পেলাম, কয়েক দিন পরেই টপকাবার দায়িত্ব নেওয়া মানুষটির জন্মদিন। জন্মদিনের উৎসবে হাজির হলাম। রাজনীতিক থেকে মস্তানদের হুল্লোড়ে মজলিস জমজমাট। আমাকে দেখেই তার 'টপ'-এর থেকে বোতল গেল পড়ে। চোখ ছানাবড়া। গলা দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। জড়িয়ে ধরে শুভেচ্ছা জানালাম। "আমাকে টপকালে যে বহুত ভোগান্তি আছে"—কানে কানে সে কথাটাও জানিয়ে দিলাম। তারপর ওর দিক থেকে সব ঠিক ঠিক।

আমরা গুরু পাকড়েছি আমেরিকাকে। আমাদের মতো সাম্যের সুন্দর স্বপ্ন দেখা মানুষগুলোর শত্রু আমেরিকাকে। আমেরিকাই প্রথম বুঝেছিল, অস্ত্রযুদ্ধের চেয়ে লক্ষগুণ কার্যকর মস্তিষ্কযুদ্ধ। মস্তিষ্ক যুদ্ধের প্রথম সফল প্রয়োগ করে সোভিয়েত রাশিয়ার উপর। একটিও বোমা বা গুলি খরচ না করেই কমিউনিস্ট দেশটাকে ধসিয়ে দিয়েছিল।

আমরা একই ভাবে মস্তিষ্ক যুদ্ধ জিতে শেষ জয় ছিনিয়ে আনি। আক্রমণ প্রতিহত করি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পাস নামাই। শেষ কাহিনিতে তার-ই একটা স্পষ্ট চিত্র পাবেন। সে এক অসম্ভব জোর ছাব।

টিনের তলোয়ার অথবা রেড কার্পেট

মাদারকে 'সেন্ট' বানাতে পোপের দরকার একটা 'মিরাকেল'-এর। গরিব আদিবাসী একটি মেয়েকে দিয়ে বলানো হল, তার পেটের বিশাল টিউমার রাতারাতি সারিয়ে দিয়েছে মাদার টেরিজার লকেটের ছবি। বিনিময়ে মেয়েটি পেলেন আর্থিক নিরাপত্তা।

শেষ পর্যন্ত মিথ্যে ফাঁস হল। যুক্তিবাদী সমিতি সত্য উদ্‌ঘাটন করল। লড়াইটায় আমরা কোনও বিজ্ঞান আন্দোলনকারী বা যুক্তিবাদী আন্দোলনে সামিল সংগঠনকে দেখতে পেলাম না। অথচ এই বঙ্গে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান সংস্থার তেমন অভাব নেই। শীতে বিজ্ঞান মেলা, মডেল প্রদর্শনী, ধূমহীন চুল্লি, অনেক কিছুতেই ওরা থাকে। কিন্তু পোপ ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বুজরুকির বিরুদ্ধে ওরা চুপ কেন? গোলমালটা কোথায়?

পশ্চিমবঙ্গে যে সব বিজ্ঞান সংগঠন আছে, তাদের অনেকেরই নানা সীমাবদ্ধতা আছে। সি পি আই (এম)-এর একটি শাখা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। এস ইউ সি আই-এর বিজ্ঞান সংগঠনের নাম 'ব্রেকথ্রু'। সি পি আই এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠন আছে। কাজে না থাকলেও সাইনবোর্ডে ওরা আছে।

ওরা রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠন। রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু নির্বাচন নির্ভর দল, সে'হেতু ভোটারদের খুশি রাখার কথা ভাবতে হয়। ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে গুরুত্ব দিতে হয়।

পোপের বুজরুকির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে বিপদ দু-দিক থেকে। এক তো খ্রিস্টান ভোটারদের ধর্মীয় আবেগকে আঘাত দেওয়া। দুই হল, মাদার-আবেগে গা ভাসানো বাঙালির নরম মনে দুঃখ দেগে দেওয়া।

পোড় খাওয়া মার্কসবাদী নেতৃত্ব এত বছর বাঙালি ঘেঁটে বুঝে নিয়েছেন, আমবাঙালি কোনও কিছুই তলিয়ে বুঝতে চায় না। না বুঝেই সব বোঝে। ওদের বোঝানো মুশকিল যে—মাদারের সঙ্গে একটা প্রকট মিথ্যেকে জড়িয়ে যে ভাবে 'সেন্ট' বানাবার চেষ্টা পোপ করছেন, সেটা মাদারকেই অপমান করা। পোপের বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রচারে নামলে সেটাকে 'মাদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন' বলে ধরে নেওয়ার মত বাঙালি মধ্যবিত্তরা সংখ্যায় যথেষ্ট ভারী। সুতরাং, এই বঙ্গের নির্বাচনে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে পোপ বিরোধিতায় নামাটা ছিল 'ঝুঁকি'র। ফলে তাদের বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর পক্ষে এমন একটা আন্দোলনে সামিল হওয়া ছিল অসম্ভব।

কিছু বিজ্ঞান সংস্থা আছে, যাদের ফান্ড আসে আমেরিকা, ব্রিটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানিগুলো থেকে। মালিকরা ধর্মে খ্রিস্টান। এইসব বিজ্ঞান সংস্থাগুলো জানে, খ্রিস্ট ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে পেটে হাত পড়তে পারে। তাই অস্তিত্ব রাখতে নীরব। 'জনগণের জন্য বিজ্ঞান' ইত্যাদি স্লোগান সম্বল করে ধনীর ধনে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে আর যা-ই করা যাক, পোপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা যায় না।

তান্ত্রিক-জ্যোতিষী-বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এন জি ও'র সহযোগিতায় চলছে আরও একটি তথাকথিত যুক্তিবাদী সংগঠন। ওদের জন্ম দেওয়া হয়েছিল যুক্তিবাদী সমিতি ভাঙতে; যুক্তিবাদী আন্দোলনের দুর্বার গতিতে স্তব্ধ করতে। সুতরাং ওদের কম্ম পোপ-ভ্যাটিকান-মিশনারিজ অফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চ্যারিটির ভণ্ডামির বিরোধিতা নয়। কর্তারা চায়নি, তাই পুতুলরা নাচেনি।

এইসব সংগঠনগুলোর সীমাবদ্ধতা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে ওদের নীরবতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

একই সঙ্গে এও সত্যি যে, এইসব সংগঠনে অনেক সদস্য আছেন যাঁরা লড়াকু, অকুতোভয়, সৎ। তাঁরাই ঠিক করতে পারেন সংগঠনের কর্ম-পদ্ধতি। সংগঠন টিনের তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের অভিনয় করবে, নাকি সত্যি লড়াইতে নামবে।

যাঁরা আপস করে আখের গোছানোকে জীবনের লক্ষ্য করেছেন,—তাঁদের চিনে নিন। জানবেন, আপস করে পাপোশ হওয়া যায়, বড়ো জোর রেড কার্পেট; কিন্তু যুক্তিবাদী হওয়া যায় না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনাদের সবাইকে আন্দোলনের সঙ্গী হতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সদস্য হতে বা কোনও প্রশ্নের উত্তর পেতে জবাবি খাম পাঠান। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য হন। আনন্দ পাবেন। আগামী প্রজন্মের জন্য কিছু করার আনন্দ।

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮, দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০ ০৭৪

আট জানুয়ারি
(মিরজাফর-বিজয় দিবস)
দু'হাজার চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক

খেজুরতলার মাটি সারায় সব রোগ

সময় ২০০২ সাল। খবরটা দিয়েছিল সুদীপ চক্রবর্তী। যুক্তিবাদী সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক। হাবড়া পারপাটনা থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে একটা খেজুর গাছের তলার মাটি খেতে নাকি প্রতিদিন কয়েক হাজার করে মানুষ আসছেন। শনি-মঙ্গলে ভিড় বাড়ে ব্যাপক। মাটি খেলে নাকি যে কোনও অসুখ সারে, তা সে ক্যানসার হোক, কী এডস।

প্রাথমিক সত্যানুসন্ধানের দায়িত্ব দিলাম সুদীপকে। পলাশ ও টিটু দুই যুক্তিবাদীকে নিয়ে সুদীপ অনুসন্ধান চালালেন। মছলন্দপুরের এক এস টি ডি বুথের মালিক তাপস রায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অনেক তথ্য জানালেন খেজুরতলা ও বুড়ি মা'র বিষয়ে। সুদীপ জানালেন, এখন প্রত্যেকদিন ভক্ত সমাগম হচ্ছে অন্তত ১৫ হাজার। শনি-মঙ্গলে ভিড়টা ৩০-৪০ হাজারে পৌঁছচ্ছে। খেজুরতলায় বুড়ি মা'র থানে পুজো দিয়ে বুড়ি মা'র দেখা পাওয়া ব্রজেন ব্রহ্মের ছোঁয়া মাটি খেলেই শুধু অসুখ নয়, সব সমস্যা-ই মিটে যায়। বুড়ি মা আসলে ব্যাঘ্র বাহিনী দুর্গা, নাকি বনবিবি—এই নিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে।

সবশুনে ঠিক করলাম 'খোঁজ খবর'-এর সঙ্গে কাজটা করব। সুদীপকে আমার পরিকল্পনাটা জানিয়ে বললাম ৪ জুন মঙ্গলবার সকাল ৮টার মধ্যে হাবড়ায় ২ নম্বর রেল গেটে পৌঁছে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে একটা কাজ সেরে ফেললাম। বেলঘরিয়ার আশিস মণ্ডল আশৈশব তোতলা। আশিসকে নিয়ে গেলাম কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের কাছে। তিনি পরীক্ষা করে নিজের ছাপানো প্যাডে লিখে দিলেন বর্তমানে ওর তোতলা হওয়ার কারণ জিভ ও আলজিভের বিশেষ গঠন বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যের কারণ লিখে দিলেন।

দমদমে আমার ফ্ল্যাটে খোঁজখবর-এর গাড়ি এল সকাল ৬টায়। সঙ্গী ফটোগ্রাফার দেবজ্যোতি ও আশিস। সকাল ৮টায় হাবড়া ২ নম্বর রেল গেটে পৌঁছে গেলাম। আমাদের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সুদীপ। সুদীপকে গাড়িতে তুললাম। ওঁর সঙ্গীদের বললাম, আমাদের অপরিচিত হিসেবে আমাদের কাছাকাছি থেকে খেজুরতলার দিকে এগোতে। কোন সিচুয়েশনে কী করতে হবে তাও বোঝালাম। এখান থেকেই ভ্যান রিকশা, সাইকেল আর অটোর বিশাল ভিড়। বাস, ট্রেকার, মোটরগাড়ি ও মোটর বাইকেরও দেখা মিলছে মাঝে-মাঝেই। ওদের গন্তব্যস্থল কুমড়ো কাশীপুরের মোড়।

হাওড়া-মগরা রোড ধরে ভিড় ঠেলে এগোলাম। এসে পৌঁছলাম কুমড়ো কাশীপুর মোড়ে। এখান থেকে সবাই ঢুকবে পিচ রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে। মোড়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। দেবজ্যোতিকে বললাম 'বুম' থেকে (যেটা বাগিয়ে ধরে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়) 'খোঁজখবর'-এর লোগো'টা খুলে নিতে। এখন থেকে আমাদের প্রত্যেককে ভুলে যেতে হবে—খোঁজখবরের হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছবি তোলা হচ্ছে। আমি আর দেবজ্যোতি ছাড়া সুদীপ আমাদের টিভি টিমের সঙ্গী হিসেবে পরিচয় দেবেন। তাপস রায় তিন সঙ্গী ও এক সঙ্গিনী এবং মা, বউদি-কে নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন ওখানে। তাঁদের প্রত্যেকের করণীয় বুঝিয়ে দিলাম।

মোড়ের ভিড় সামলাচ্ছে গাদাগুচ্ছের ভলেন্টিয়ার। ২৫-৩০ জন কিশোর থেকে যুবক ফেরি করছে খেজুর তলার বুড়ি মা'র পাঁচালি। ২০-২৫ জন লেখকের লেখা পাঁচালিগুলোর দাম ৫ টাকা থেকে ১০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ থেকে ১৬। খেজুরতলার হাতে আঁকা ছবির ছাপানো কপি বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকা করে। নকুলদানা-ধূপকাটি-ফুল-বেলপাতার প্যাকেট বিক্রি হচ্ছে ৫ টাকা, সবের-ই দেদার বিক্রি। চা-বিস্কুট-ওমলেট-পরোটা-ঘুগনি-আলুরদমের দোকানগুলোয় গিজগিজ করছে ভিড়। খেজুরতলার কল্যাণে ওদের শ্রী ফিরেছে।

দেবজ্যোতি কিছুক্ষণ ছবি তুলল। আমাদের গাড়ি এগোলো কাঁচা রাস্তা ধরে। কাঁচা রাস্তায় দু-চার দিন হল রাবিশ পড়েছে। হাজারে হাজারে মানুষ চলেছেন ভারতীনগর কলোনি। সেখান থেকে জলা পেরিয়ে যেতে হবে পারপাটনা গ্রামের খেজুরতলায়। খেজুরতলার কৃপায় বহু নতুন অটো পথে নেমেছে। অত্যন্ত ধীরগতিতে এগুচ্ছি। আগে-পিছু হেঁটে, ভ্যান রিকশায়, অটোয়, সাইকেলে, বাইকে, কারে ভক্তরা চলেছেন। হাজারে-হাজারে মানুষ ফিরছেনও। ভ্যান রিকশায় পঙ্গু, অশক্ত, শায়িত রোগী-রোগিনি বেশি। ওঁদের অনেকেই এসেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এমনকী বাংলাদেশের খুলনা থেকে। রাত কাটিয়েছেন হাবড়া স্টেশনে অথবা যশোর রোডের পাশে গজিয়ে ওঠা বুড়িমার যাত্রীনিবাসে। যাত্রীদের শতকরা ৯০ ভাগ-ই অত্যন্ত গরিব ও শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষ।

রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় যাত্রীদের সুবিধার জন্য বহু মজুর খাটছেন মাটির পথকে রাবিশ ঢেলে গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করতে।

দু কিলোমিটার গিয়ে আমাদের গাড়ি থামাতে হল। ভ্যান রিকশা থেকে মোটর বাইক—সবার যাত্রাপথ এখানেই শেষ। জায়গাটার নাম ভারতীনগর কলোনি। দু'দিন আগের অজ গাঁ, আশ্চর্য জাদুতে জমজমাট। গাড়ি জমা রাখতে হচ্ছে কলোনির কুঁড়েঘরগুলোর সামনে। টাকা আদায় করছেন বাড়ির মেয়ে-বউরা। দক্ষিণা সাইকেল থেকে গাড়ি—এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা। রাতারাতি প্রচুর দোকান গজিয়ে উঠেছে। দোকানে পাওয়া যাচ্ছে চা, বিস্কুট, ওমলেট, মুড়ি, ঘুগনি, ফুল-বাতাসা-ধূপ-বুড়িমা'র পাঁচালি, ছোটদের খেলনা-বেলুন, পান-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি।

আর কয়েক পা এগোলেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি। জলাভূমি পার হয়ে আবার তিন কিলোমিটারের মতো হাঁটলে খেজুরতলা, বুড়িমা'র থান। জলা পার হতে রয়েছে সাঁকো ও নৌকো। সাঁকোয় পার হতে এক টাকার টিকিট। নৌকোয় দু'টাকা।

ভারতীনগর কলোনিতে আমরা পা দিতেই খেজুরতলা মন্দির কমিটির নেতারা ও স্বেচ্ছাসেবকরা আমাদের গাড়ি ঘিরে ধরলেন। কোন টিভি কোম্পানির হয়ে আসছি, কীভাবে বিষয়টা দেখাতে চাই ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন তাঁদের। মন্দির কমিটির কেউই 'কাচ্চা খিলাড়ি' নন। তাঁরা রাজনীতি করেন। সি পি এম থেকে তৃণমূল—সবার শান্তিপূর্ণ সহবস্থান। মাইক ফুঁকে ভক্তদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে—কোনও অসুবিধে হলে তাঁরা মন্দির কমিটির অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল ও রঙিন কাপড়ে ঘেরা মন্দির কমিটির অফিস, মন্দির কমিটির অনুরোধে আমাদের চা ওমলেট খেতে হল। আমাদের উপর নজর রাখার জন্য তিনজন স্বেচ্ছাসেবী দিয়ে দিলেন। ওই তিনজন এখন গাইড।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নৌকোয় উঠলাম আমরা। যাত্রী আরও অনেকেই। গাইডদের কল্যাণে আমরা বিনে পয়সায় সওয়ার। লগি ঠেলে মিনিট পনেরো জল কেটে আমরা পারে পৌঁছলাম। ডাঙায় নামতেই জুতো সমেত পা আধ-হাঁটু জলের তলায়। আলপথ আর ধানখেত মিলে-মিশে একাকার লক্ষ মানুষের দাপা-দাপিতে। চ্যাট-চ্যাটে কাদা ভেঙে পতন সামলাতে সামলাতে এগোচ্ছি আমরা। হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে মানুষের মহামিছিল। একদল যাচ্ছেন। একদল ফিরছেন। দূরে দেখা যাচ্ছে সাঁকো পথে পিঁপড়ের সারির মতো মহামিছিল। এঁটেল মাটি থেকে পা তুলে তুলে পতন সামলাতে সামলাতে এগোনোর চেষ্টা আমাদের মত অনভিজ্ঞ শহরবাসীদের কাছে যে কী কষ্টকর—তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। তিন কিলোমিটার পথ পেরুতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগল।

একটা লম্বা খেজুর গাছ ঘিরে বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু টিনের শেড গড়ে উঠেছে। খেজুর গাছটার বৈশিষ্ট্য, সাধারণ খেজুর গাছের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা। উচ্চতায় ৪০-৪৫ ফুট হবে। আমাদের দেশের মানুষ অসাধারণ অনেক কিছুতেই দেবত্ব আরোপ করেন। যেমন জোড়া মানুষ, বাড়তি পা-ওয়ালা গরু ইত্যাদি। তেমন-ই ব্যাপারটা ঘটেছে খেজুরের এই গাছের বেলায়। তবে এমন লম্বা বা এর চেয়েও লম্বা খেজুর গাছ আমার যাযাবর জীবনে এর আগেও কয়েকবার দেখেছি।

খেজুরতলার গায়ে-ই মানিক পিরের মাজার। এই মাজার-ই বলতে গেলে এখন বুড়িমার থানে রূপান্তরিত হয়েছে।

যখন পৌঁছলাম, তখন খেজুর গাছ পুজো হচ্ছে। গাছ ঘিরে নতুন টিনের বিশাল হল গড়ে উঠেছে। গাছের তলায় ঘট পাতা। ঘটের উপর প্রচুর শাড়ি। খেজুর গাছেও প্রচুর শাড়ি জড়ানো। ঢাকের বাদ্যি, কাসর ঘণ্টার আওয়াজ, ধুনোর ধোঁয়া ও গন্ধ হাজার ভক্তের ভিড়। পুরোহিত ব্রজেন ব্রহ্ম। তাঁকে ঘিরে একগাদা নারী-পুরুষ। এঁরা পুরোহিতের সাহায্যকারী। এঁরা হাতে হাতে মাটির তাল এনে দিচ্ছেন ব্রজেন ব্রহ্মের কাছে। ব্রজেন ব্রহ্ম মাটির তাল খেজুর গাছে ছুঁইয়ে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন। তাল হাতে হাতে ফিরে এসে ছোট ছোট নাড়ু বা মোয়ার সাইজ হয়ে ভক্তদের হাতে যাচ্ছে। অনেকে ওখানেই পরম ভক্তির সঙ্গে কপ-কপ করে কামড়ে মাটি খেয়ে নিচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত গণউন্মাদনা। মন্দির কমিটির এজেন্টরা গোটা দশেক মাইকে ঘোষণা করে চলেছেন, আপনারা যাঁরা খেজুর তলার অলৌকিক মাটি সংগ্রহ করেছেন, তাঁরা বেরিয়ে আসুন ও বাইরে অপেক্ষারত হাজার হাজার ভক্তদের ঢোকবার সুযোগ করে দিন। টিনের শেডের তলায় অন্তত ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী। তাঁরা ভিতরের ভক্তদের বের করে দিয়ে বাইরের মানুষদের ঢুকতে সাহায্য করছেন। থেকে থেকে স্লোগান উঠছে 'জয় খেজুরতলার জয়', 'জয় বুড়িমা'র জয়'। স্লোগান দিচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা। সুর মেলাচ্ছেন ভেতর-বাইরের হাজার হাজার ভক্ত। গণহিস্টিরিয়া তৈরির সব প্রকরণ-ই তৈরি।

মাইকে যিনি ঘোষণা করছিলেন তাঁকে অনুরোধ করলাম, সাক্ষাৎকার নেবো ব্রজেন ব্রহ্মের, এইসময় ঢাক-কাঁসর আর জয়ধ্বনি যেন বন্ধ থাকে। মাইকে ঘোষণা করা হলো—কলকাতা থেকে টিভি টিম এসেছে। তাঁরা ব্রজেন ব্রহ্মের ইন্টারভিউ নেবেন। তাই ঢাক ও কাঁসর বাজানো বন্ধ রাখতে অনুরোধ করছি।

ব্রজেন ব্রহ্ম ওরফে ব্রজেন ব্রহ্মচারী স্বাস্থ্যবান লম্বায় ৫ ফুট ১০ থেকে ১১ ইঞ্চির মধ্যে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গায়ের রঙ কালো। পরনে লাল পাড় সাদা শাড়ি, খালি গা। সাক্ষাৎ দিলেন। শোনালেন বুড়ি মা'কে পাওয়ার কাহিনি।

শিক্ষার সুযোগ মেলেনি। পেশা—আশেপাশের গাঁ থেকে ডিম কিনে হাবড়া বাজারে বিক্রি করা। থাকেন মাঠপাড়ায়। ওপার বাংলার ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। গুছিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত।

জানালেন, মাসখানেকও হয়নি; গত ৮ জ্যৈষ্ঠ দুপুর বেলার ঘটনা। ডিমের ঝুড়ি নিয়ে খেজুরতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঠা-ঠা রোদ্দুর। হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল। ডিমের ঝুড়ি নামিয়ে পেট চেপে কাতরাতে থাকেন। ঠিক সেইসময় ওখানে আবির্ভূতা হলেন অসাধারণ সুন্দরী এক বৃদ্ধা। পরনে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। গোটা শরীর থেকে সূর্য-রশ্মির মত তেজ বেরচ্ছে। বুড়ি মা বললেন, ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে এই খেজুরতলার মাটি খা, তোর ব্যথা সেরে যাবে।

খেতে সত্যিই মুহূর্তে ব্যথা সেরে গেল। বুড়ি মা-কে গড় হয়ে প্রণাম করলেন ব্রজেন ব্রহ্ম। মা বললেন, "বাবা ব্রজেন, তুই এই কথা প্রচার কর, যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে খেজুরতলার মাটি খাবে, বুড়ি মা'র কৃপায় সে যে কোনও রোগ থেকে মুক্ত হবে।"

ব্রজেন ব্রহ্ম তারপর পারপাটনা গ্রামের কয়েকজনকে ঘটনার কথা বলেন। গ্রামের কার্তিক পাড়ুই, মাধব হাজরা আরও কিছু যুবকের নেতৃত্বে খেজুর গাছের আশে-পাশের জঙ্গল কেটে বুড়ি মা'র থান তৈরি করে। মা'য়ের কৃপায় দেখতে দেখতে এখন প্রত্যেকদিন হাজার তিরিশেকের মতো লোক হচ্ছে। শনি-মঙ্গলবার ৪০-৫০ হাজার। ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে এই খেজুর তলার মাটি খেয়ে এডস রোগী, ক্যানসার রোগীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। যে কোনও সমস্যা নিয়ে-ই আসুন, অলৌকিক মাটির গুণে সব সমস্যার-ই সমাধান হবে।

আশিস মণ্ডলকে এগিয়ে দিয়ে জানালাম, বেচারা তোতলা। ওকে মাটি খাইয়ে সারিয়ে তুলতে পারলে আমরা হাতে গরম প্রমাণ পেয়ে যাই।

ব্রজেনবাবু আশিসকে মাটি খাওয়ালেন। সে'সব ছবিও ডিজিটাল ক্যামেরায় তুললেন দেবজ্যোতি।

জিজ্ঞেস করলাম, মানিক পিরের মাজারকে আপনারা বুড়িমা'র থান বানিয়ে স্রেফ ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় মুসলিম ধর্মের মানুষরা। এখানে বনবিবির পুজো করতেন স্থানীয় মানুষরা। বনবিবিকে আপনারা বুড়ি মা বানিয়ে টাকা কামাচ্ছেন, লোক ঠকাচ্ছেন বলে ওঁদের অভিযোগ। আপনি কী বলেন?

ব্রজেন ব্রহ্ম এমন বেয়াড়া প্রশ্নের জন্য বোধহয় তৈরি ছিলেন না। তারপর হঠাৎ করে ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্দির কমিটির উপর। বললেন, যা প্রণামী পড়ে, ছবি, সাঁকো, নৌকো থেকে যা রোজগার, সবই নিয়ে নেয় মন্দির কমিটি। ব্রজেন ব্রহ্ম মাসে মাত্র দেড় হাজার টাকা পান। নৌকোর মাঝি থেকে স্বেচ্ছাসেবকরাও মাসে সামান্য টাকা মাইনে পান। এ'সবই দেয় মন্দির কমিটি। খেজুরতলা মন্দির কমিটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা-ই মোটা টাকা কামাচ্ছেন। আর তাইতে-ই রাগ গ্রামের মুসলিম মুরুব্বিদের। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য, চাপ দিয়ে মন্দির কমিটিতে ঢুকে পড়া। এই জমিটা ইউনিস বিশ্বাসদের। তারাও মন্দির কমিটিতে ঢুকতে চায়, টাকার গন্ধে।

—মন্দির কমিটিতে কারা আছেন?

—আশে-পাশের অঞ্চলের রাজনীতিকরা লোকগুলোই মন্দির কমিটির নেতা হয়ে বসেছেন। আমাকে ভাঙিয়ে খাচ্ছে, হাড়-ভাঙা খাটাচ্ছে, আমাকেই ঠকাচ্ছে। আপনারা একটু দেখুন।

বললাম, ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়ে মাটি খেয়ে নিজের সমস্যার সমাধান করছেন না কেন?
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কেন আমাদের সাহায্য চাইছেন? তার মানে, আপনি নিজে-ই খেজুরতলার মাটির অলৌকিক গুণে বিশ্বাস করেন না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

না। কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করলেন। জবাব দিতে পারলেন না।

গেলাম মন্দির কমিটির অফিসে। খেজুরতলা থেকে দশ গজের পথ। নতুন ঢেউখেলানো টিন দিয়ে সদ্য তৈরি একটা হল। কয়েকটা টেবল জোড়া দিয়ে বসানো হয়েছে হলের মাঝে। চার-পাশেই পাতা হয়েছে অনেকগুলো ফোলডিং চেয়ার।

মন্দির কমিটির অনেককেই পেয়ে গেলাম। সভাপতি কালীপদ বিশ্বাস পেশায় সাব-ইনস্পেকটর অফ স্কুল। যুগলচন্দ্র দাস সম্পাদক। এখানকার প্রভাবশালী সি পি এম রাজনীতিক। সুনীলকুমার বিশ্বাস কোষাধাক্ষ। পেশায় উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। ৩৭ জনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মন্দির

বর্তমানে খেজুরতলার বুড়িমা

কমিটি। কমিটিতে সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছেন।

আমাদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কালীপদ বিশ্বাস, যুগলচন্দ্র দাস, সুনীল বিশ্বাস ও কমিটির সদস্য কার্তিক দাস (স্থানীয় তৃণমূল নেতা)। টি ভি ক্যামেরার সামনে কথা বলতে হবে বুঝে-সমঝে। যে কোনও হিজিবিজি লোককে তো আর মুখপাত্র হিসেবে হাজির হতে দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
যায় না। মুখপাত্রদের হিসেব—দৈনিক গড়ে ৩০-৪০ হাজার লোক হচ্ছে। গত শনি-মঙ্গল হয়েছে ৬০ থেকে ৮০ হাজার। প্রণামী পড়ছে দু-পাঁচ টাকা থেকে হাজার টাকাও। বললাম, তাহলে গড়ে দৈনিক অন্তত লাখ দুয়েক টাকা আয় হচ্ছে? অনিচ্ছায় সে কথা স্বীকার করলেন কোষাধ্যক্ষ। ব্রজেনবাবুর অভিযোগের উত্তরে জানালেন, প্রণামীর টাকা জমা রাখছি মন্দির, ভক্তদের জন্য রাত্রিনিবাস, রাস্তা তৈরির জন্য খরচ করব বলে।

কোনও ব্যাঙ্কে নিশ্চয়-ই জমা রাখছেন? জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর না দিয়ে কোনও একটা কাজের কথা হঠাৎ করে মনে পড়ে যাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কথায় কথায় খেজুরতলা মন্দির কমিটির মুখপাত্ররা স্বীকার করলেন, (১) কয়েক দিন আগে একটা বিবাদ হয়েছিল। কিছু লোভী মানুষ তাদেরও মন্দির কমিটিতে ঢোকার দাবি তুলে ঘোঁট পাকিয়ে ছিল। (২) ঘোঁটটা একটু বড় আকার ধারণ করায় দেগঙ্গা থানাকে খবর দিতে হয়। (৩) থানার অফিসার ইনচার্জ—অরুণকুমার হাজরা নিজে-ই এসেছিলেন। গোলমাল মিটে গেছে। (৪) বুড়িমা আসলে ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা। স্থানীয় কিছু মুসলিম বদ মতলবে মা দুর্গাকে বনবিবি বলে চালাতে চাইছে। (৫) হ্যাঁ, এই খেজুরতলায় বনবিবির থান ছিল, তো কী হয়েছে? (৬) ডাকাত বাল্মীকি অবতার হয়েছিলেন। আবার ভক্ত রাবণ নারী লোভে সোনার লঙ্কা ছারখার করে দিলেন। ব্রজেন ব্রহ্ম'কে মা দুর্গা দেখা দিলেন, এরপরও লোকটা রাবণের মতো-ই লোভি হয়ে উঠছে বলতে হবে—যদি ওর ক্ষোভের কথা সত্যি হয়। (৭) পারপাটনার চাষী লক্ষ্মণ দাস একদিন রাতে জমিতে জলসেচ দিতে এলে দেখেন এক অপূর্ব সুন্দরী বৃদ্ধা বিশাল এক বাঘের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। (৮) ওই গ্রামের-ই আর এক চাষী জগদীশ দাস একদিন রাতে জমিতে জলসেচের জন্য পাম্প চালাতে এলে দেখেন, দুর্গা প্রতিমার মত রূপের এক বৃদ্ধা তিনটে বিশাল বাঘকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। (৯) তিন বোবার নাম ঠিকানা দিলেন যাঁরা মাটি খেয়ে কথা বলছেন। তাঁরা হলেন (ক) বোধ দাস, দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা (খ) দীপক ভট্টাচার্য, পারপাটনা, উত্তর ২৪ পরগনা (গ) প্রদ্যুৎ দাস, এ জি কলোনি, হাবড়া। দশ বছর ধরে প্যারালিসিস ছিলেন গাইঘাটার নিখিল দে। মা'য়ের অপার কৃপায় স্বাভাবিকভাবে হাটতে শুরু করেছেন মাটি খাওয়ার পরের দিন থেকেই। কুমড়ার (একটা জায়গার নাম) অনিল ঘোষের নাতি থ্যালাসেমিয়া রোগী। মাটি খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ। ধীরেন গোলদার। নিবাস কুমড়া, উত্তর ২৪ পরগণা। উন্মাদ পাগল। মা'য়ের কৃপায় এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এমনি মাটি খেয়ে রোগমুক্ত হওয়া মানুষের আরও ঠিকানা ওঁরা দিতে পারেন—যদি আমরা চাই। (১০) গঙ্গানগর থানার ওসি অরুণ হাজরা নিজেই মন্দির কমিটির সদস্য।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, সে তো আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁদের কেউই পাসপোর্ট বা ভিসা নিয়ে আসেননি। ~~এসেছেন দালাল ধরে~~; দু'পারের সীমান্তরক্ষিদের ঘুষ দিয়ে। সে'সব কথাও ক্যামেরার সামনেই ওঁদের অনেকেই বললেন। আরও একটা জরুরি তথ্য জানালেন, দেগঙ্গা থানার যে ক'জন পুলিশ এখানে ডিউটি করেন, তাঁরা নাকি ওদের ভাষা শুনে ঠিক ধরে ফেলেন। তারপর নাকি অবৈধভাবে প্রবেশের জন্য গ্রেপ্তার করে কোর্টে তোলার নাম করে যার কাছ থেকে যতটা পারেন লুটে নেন।

গঙ্গানগর থানার অফিসার ইনচার্জকে থানায় পেলাম। তাঁকে বে-আইনি অনুপ্রবেশ ও পুলিশি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
অত্যাচারের কথা জানালাম। এই অনুপ্রবেশকারীদের কেউ যদি পাকিস্তানের গুপ্তচর বা আলকায়দার সদস্য হয়? এত বড় জনসমাবেশে বিস্ফোরণ ঘটায়? তখন আপনার পুলিশকেই আমরা এর জন্য দায়ী করব।

ওসি অরুণকুমার হাজরা কাঁধ থেকে মাছি তাড়াবার মতো করেই বিষয়টা উড়িয়ে দিলেন—ধুর! এমন ঘটনা ঘটতে-ই পারে না। অনুপ্রবেশ ঘটলে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ খবর দিত।

ওসি'র সামনে রেকর্ড করা ক্যাসেট চালু করলেন দেবজ্যোতি। সব দেখেশুনে অরুণবাবু থতমত। শুধু বললেন, এসব জানতাম না। এখন জানলাম। যা ব্যবস্থা নেওয়ার নিচ্ছি। স্বীকার করলেন, বনবিবির থানকে বুড়ি মা'র মন্দির তৈরি করা নিয়ে একটা উত্তেজনা রয়েছে। দিন কয়েক আগে রায়টের মতো একটা পরিস্থিতি হয়েছিল। পুলিশবাহিনী নিয়ে ওখানকার পরিস্থিতি সামলাই। মন্দির কমিটিতে কয়েকজন মুসলিমকেও নিয়েছি। হ্যাঁ মন্দির কমিটিতে আমি আছি।

খেজুরতলার মাটি খেলে যে কোনও অসুখ সেরে যাবে বলে যে প্রচার মন্দির কমিটি চালাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ বে-আইনি। ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট থেকে ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে এমন অলৌকিক ওষুধ বিক্রির কম করে শাস্তি পাঁচ বছরের জেল। আপনার কি ড্রাগকন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টকে খেজুরতলার মাটি দিয়েছিলেন পরীক্ষা করতে? তাঁরা কি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এই মাটিতে যে কোনও অসুখ সারাবার ক্ষমতা রয়েছে। তাঁরা কি এই মাটি সব রোগের দাওয়াই হিসেবে রোগীদের হাতে তুলে দেবার জন্য লাইসেন্স দিয়েছেন? (এই আইন বিস্তৃতভাবে জানতে 'জ্যোতিষীর কফিনে শেষ পেরেক' পড়তে পারেন)।

—আমি জানি না। এ বিষয়ে কিছু জানতে হলে মন্দির কমিটিকে জিজ্ঞেস করুন। বললেন অরুণবাবু।

—আপনিও মন্দির কমিটির সদস্য। সুতরাং আপনাকেও এ'সব প্রশ্নের উত্তর জানতে-ই হবে। মাটি খেয়ে অনেকের অসুখ বেড়েছে কি না, খবর নিয়েছেন? বাড়লে বা নতুন অসুখ হলে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে প্রতারণার অভিযোগ আপনাদের বিরুদ্ধে আনা যায়। এ ধরনের গুজব ছড়ানোটা ক্রাইম। আপনি কী বলেন?

মন্দির কমিটি নিয়ে স্থানীয় মানুষদের আরও অভিযোগ আছে। মন্দির কমিটির বিশাল আয়, কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। অভিযোগ উঠেছে, প্রণামীর টাকা মন্দির কমিটির নেতারা-ই মেরে দিচ্ছেন। খরচ করছেন ছিটে-ফোঁটা। মন্দির কমিটির একজন হিসেবে অভিযোগের তিরটা আপনার দিকেও আছে।

অপ্রিয় প্রশ্নগুলো শোনার পর অরুণবাবুর মনে পড়ে গেল একটা জরুরি কাজের কথা। বললেন, এক্ষুণি বের হতে হবে। আপনারা বরং আর কিছু জানতে হলে সাব-ইনস্পেকটর অর্ঘ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলুন। মিস্টার চক্রবর্তী পাশের রুমে আছেন। আমি ওকে বলে দিচ্ছি আপনাদের সাহায্য করার জন্য।

অর্ঘ চক্রবর্তী টি ভি সিরিয়ালে অভিনয় করেন। ওসি'র কাছে করা কোনও প্রশ্নের-ই উত্তর দিলেন না বা দিতে পারলেন না। ও সি যে আমাদের এড়াতেই অর্ঘকে দেখিয়ে দিয়েছেন বুঝতে অসুবিধে হলো না।

একটা ঘটনা সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিল। অন্তত দশ জন জমির মালিক জানালেন, গত দু মাস আগে এখানে জমির দাম ছিল বিঘা ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। এখন বিঘা ৫ লাখে উঠেছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দাম আরও উঠবে ভেবে অনেক জমির মালিক এখন জমি ছাড়তে চাইছে না। গত মাসখানেক আগে যারা বিঘা ১৫-২০ হাজারে জমি বায়না নামায় সই করে অ্যাডভান্স নিয়েছেন, তারা এখন কপাল চাপড়াচ্ছেন।

কত জমি এমন বায়নানামায় বাঁধা পড়েছে?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে মন্দির কমিটির সভাপতি কালীপদ বিশ্বাস জানালেন শ'দুয়েক বিঘা তো হবে-ই। সম্পাদক যুগলচন্দ্র দাসের অনুমান তিন'শো বিঘার কম নয়। খেজুরতলার জমি যাদের, সেই বিশ্বাস পরিবারের ইউনিস ভাই বললেন, আমাদের জমি বিক্রি করার জন্য চাপ আসছে। খেজুরতলার লাগোয়া জমি। দাম অনেক উঠবে। তবে অনেকেই বায়না নামায় সই করে টাকা নিয়েছেন।

একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হল, সমস্ত জমি কেনার জন্য বায়না করেছেন একজন-ই। আবার সেই একজন-ই নাকি চাকলার বিস্তীর্ণ জমির মালিক ছিলেন। তিনিই সস্তায় প্রচুর জমি কিনে চাকলাকে লোকনাথের জন্মস্থান বলে প্রচার করতে শুরু করেন। চাকলায় বাঁকে জল নিয়ে মানুষের মিছিলের পরিকল্পনা নেন। সেই মতো লোকনাথ ভক্তদের জন্য পথের পাশে-পাশে শ'য়ে শ'য়ে অস্থায়ী বিশ্রামালয় তৈরি করে দেন। সেখানে বাঁকগুলো ঝুলিয়ে রেখে ভক্তরা জল- শরবত-ফল-বাতাসা-সন্দেশ খান, চেয়ারে বসে জিরিয়ে নিয়ে আবার পথ চলেন। ম্যারাপ বেঁধে, মাইকে লোকনাথের গান বাজিয়ে, হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের কাজে লাগিয়ে একটা পরিকল্পিত গণউন্মাদনা তৈরি করা হয়েছিল। ফল মিলেছিল হাতে হাতে। ৩-৪ হাজার টাকা বিঘায় কেনা জমি এখন ৫০ হাজার থেকে ৭৫ হাজার টাকা কাঠায় বিকোচ্ছে। অর্থাৎ ১৫০ টাকা কাঠায় কেনা জমি বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৭৫ হাজারে।

যে লোকনাথের নাম কোনও ঐতিহাসিকের জানা ছিল না, ইতিহাসে অনুল্লিখিত লোকনাথকে প্রচারে কিংবদন্তি করে দিল এক জমির প্রোমোটার! প্রোমোটার এখন কয়েকশো কোটি টাকার মালিক।

সে নাকি এ'বার খেজুরতলাকে তীর্থ বানাতে হাত বাড়িয়েছে।
সত্যিই বড় আশ্চর্য আধ্যাত্মবাদের দেশ এই ভারত?
এই এপিসোড দেখান হলো খোঁজ খবর-এ।

বিশিষ্ট রসায়নবিদ ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরীর হাতে তুলে দিলাম খেজুরতলার মাটি। কয়েকদিন সময় নিলাম মাটি পরীক্ষার দিতে। সাত দিন পরে রিপোর্ট মিলল। মাটিতে পাওয়া গেছে ক্রিমি, ক্রিমির ডিম ও নানা রোগ-জীবাণু।

সাত দিনেও আশিসের তোতলামোর একটুও উন্নতি দেখা গেল না। ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্য আশিসকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে জানালেন, আশিসের গলার অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তা-হলে?

আমরা খেজুরতলায় যা দেখেছি, যা পেয়েছি, সব-ই দেখানো হল খোঁজ খবর এ। তার পর দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটল। (১) একটি বিজ্ঞান সংগঠন কুমড়ো কাশীপুর বাজার মোড়ে খেজুর তলার বুজরুকির বিরুদ্ধে সভা করতে গিয়ে আক্রান্ত হল। (২) বিশাল এলাকা জুড়ে যুক্তিবাদী সমিতির পোস্টার পড়ল, বিষয়—খেজুরতলার বুজরুকি। (৩) স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দাবদাহ'-তে আমার সত্যানুসন্ধান-এর রিপোর্ট এবং খেজুরতলার বুজরুকির খবর প্রকাশিত হতে-ই দাবদাহ-এর সম্পাদক কালীকুমার চক্রবর্তী খুনের হুমকি দেওয়া কয়েকটা ফোন পেলেন। একদিন বাড়িতে চড়াও হয়ে কয়েকজন হুমকি দিয়ে গেল। দলে চাকলা'র কয়েকজন মস্তান, কুমড়ো কাশীপুরের মস্তান ও যুক্তিবাদী সমিতি থেকে বহিষ্কৃত দীপককে দেখা গেছে। অশোকনগর থানাকে বিষয়টি জানিয়েছেন কালীকুমার চক্রবর্তী। (৪) ভক্তের ভিড়ে স্পষ্টত-ই ভাটার টান দেখা দিয়েছে।

২৩ দিন পর আবার আমরা হাজির হলাম খেজুরতলায়। এ'বারও আমি আর দেবজ্যোতি। হাবড়া থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুদীপ চক্রবর্তী। কাছাকাছি অঞ্চলের যাঁরা রোগমুক্ত হতে মাটি খেয়েছেন, তাঁদের ঠিকানা গতবার-ই সংগ্রহ করা ছিল। সে'সব বাড়ি খুঁজে-খুঁজে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খবর নিলাম। উপেন-এর মোড়ের এক নিঃসন্তান মহিলা মাটি খেয়ে পেট ব্যথায় নার্সিংহোমে ছিলেন পাঁচ দিন। মাটি-খাওয়া মানুষগুলো ক্যামেরার সামনে প্রচণ্ড ক্ষোভ উগরে দিলেন—বিশাল কষ্ট করে খেজুরতলায় গিয়ে মাটি খেয়ে রোগ তো সারেইনি, বরং বেড়েছে। মন্দির কমিটির দেওয়া রোগমুক্তদের তালিকা খুঁজতে গিয়ে অবাক হলাম, ওঁদের বাস্তব অস্তিত্ব-ই নেই।

গঙ্গানগর থানার ইটভাটায় দাঁড়িয়ে থাকে ডজন'খানেক লরিতে মাটি বোঝাই হচ্ছে দেখে আমাদের গাড়ি থামল। মাটি কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করতেই আশ্চর্য উত্তর পেলাম। রাতে এইসব লরি যাবে খেজুরতলায়, মাটি ফেলতে। কমে যাওয়া মাটি ভরাট করার কী বিচিত্র কারচুপি?

কুমড়ো কাশীপুরের মোড়ে এলাম। এখানে আমাদের জন্য আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। সেই ভিড় কোথায়? লোক কোথায়? ভক্তরা ভ্যানিশ?

হায় প্রোমোটার! হায় মন্দির কমিটি! হায় বুড়ি মা'র খেজুরতলা! গুজবের ঢাউস গ্যাস বেলুনে পিন ফোটাতেই ফু-উ-স, চুপসে মাটিতে।

খোঁজ খবর-এর দ্বিতীয় এপিসোডে দেখানো হল রসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরীর মতামত, আশিস সম্বন্ধে ডা. অমিতাভ ভট্টাচার্যের মতামত, মাটি ফেলার কেচ্ছা, মাটি খেয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়া মানুষদের তীব্র ক্ষোভ ও সুপার গ্রুপ ভক্ত-সমাগম, অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে খেজুরতলায় ফেলার কাহিনি।

এখন মানুষ আর মাটি খেতে যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

পক্ষিতীর্থমের অমর পাখি

'পক্ষিতীর্থম' দক্ষিণ ভারতের একটি প্রখ্যাত ধর্মস্থান। মাদ্রাজ থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে থিরুকালিকণ্ডুম নামে একটা জায়গায় পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পক্ষিতীর্থ মন্দির। প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে বারোটা নাগাদ একটি বা দুটি পাখি উড়ে আসে পক্ষিতীর্থে। পুরোহিতের নিবেদন করা ভাত, ময়দা, ঘি ও চিনিতে তৈরি খাবার খেয়ে আবার ওরা উড়ে চলে যায়। পুরোহিত বলেন, প্রতিদিন এই পক্ষিদেবতা বা দেবতারা উড়ে আসেন সুদূর বারাণসী থেকে, নিবেদিত খাদ্য গ্রহণের পর আবার ফিরে যান বারাণসীতে। পুরোহিতেরা আরও বলেন, এই পক্ষিদেবতারা অমর। যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁরা এমনি করেই প্রতিদিন উড়ে এসে পুজো গ্রহণ করে আবার ফিরে যান। এরা নাকি পৌরাণিক যুগের পাখি। দীর্ঘকাল আগেই নাকি এই জাতীয় পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীব মাত্রেই মরণশীল—এই তত্ত্ব পক্ষিদেবতাদের বেলাতে খাটে না। পুরোহিতদের প্রতিটি কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নেওয়ার মতো ভক্তের অভাব নেই আমাদের দেশে। তারা পক্ষিতীর্থের পক্ষিদেবতার অলোকিকত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরম ভক্তির সঙ্গে পুজো দিতে যায়।

অনেক মানুষই অলৌকিক কোনও কিছুকে দেখতে আগ্রহী, অলৌকিকে বিশ্বাস করতে আগ্রহী। তাই, অস্বাভাবিক কোন কিছু দেখলেই অন্ধ বিশ্বাসে তাকেই অলৌকিক বলে ধরে নেয়।

পাখিদের ঠিক একই সময়ে উড়ে আসা এবং খাবার খাওয়ার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা থাকলেও অসম্ভব কিছু নয়। আপনার বাড়ির আশপাশের কাকদের নিয়ম করে কিছুদিন দিনের যে কোনও একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে থাকুন, কয়েকদিন পরেই দেখবেন, ঠিক খাবার দেওয়ার সময় কাকেরা এসে হাজির হচ্ছে।

আমার স্ত্রী এক সময় প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে একটা কাক ও একটা চড়ুইকে নিজের হাতে খাওয়াতো। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে পাখি দুটো এসে হাজির হত এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিত। বেশি চেঁচামেচি করলে আমার স্ত্রী ধমক দিত। ওরাও বকুনি খেলে দিব্যি বুঝদারের মতো চুপ করে যেত। পাখিদের এই ধরনের ব্যবহারের কারণ হলো অভ্যাস বা ট্রেনিং। এই পাখি দুটির ব্যবহার অন্য পাখিদের তুলনায় কিছুটা অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

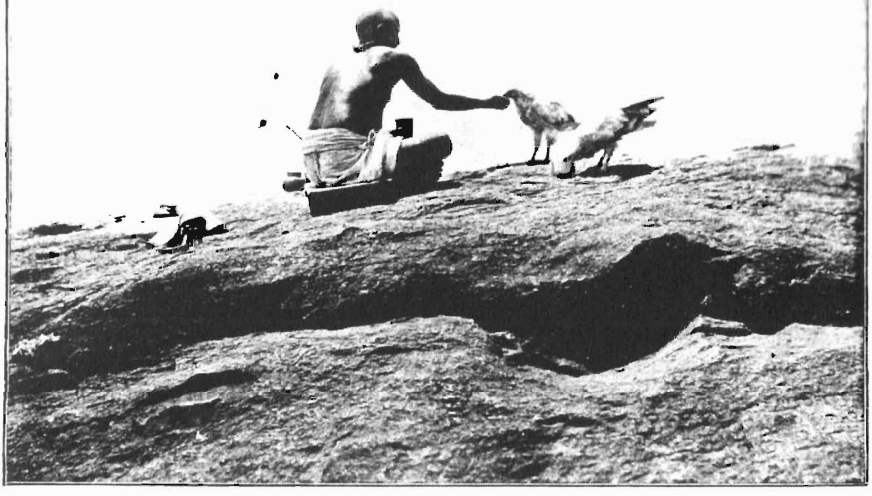

অনেকের মনে হতে পারে, খাবার খেতে শুধু দুটি মাত্র পাখি আসে কেন? কেন অন্য পাখিরাও আসে না?

আমার স্ত্রী সীমাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি চারদিকে খাবার ছিটিয়ে অনেক পাখিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা না করে, একটা বা দুটো পাখিকে আলাদা করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে শুধু তারাই খাবার দেবার নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়। আমি একবার প্রায় এক বছর ধরে সামনের বারান্দায় বসে সকালের চা খেতাম এবং আমার বিস্কুট থেকে একটা টুকরো একটা কাককে দিতাম। প্রতিদিনই কাকটা বিস্কুটের টুকরোর লোভে আমার সকালের চা খাওয়ার সময়ে এসে হাজির হতো।

তাহলে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, পক্ষিতীর্থের পাখিদের নির্দিষ্ট সময়ে খেতে আসার মধ্যে কোনও অলৌকিক নেই। এবার দেখা যাক, পাখি দুটো সত্যিই প্রতিদিন ১৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কাশী থেকে উড়ে আসে এবং তাদের নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করে আবার কাশীতেই ফিরে যায় কি না?

সত্যিই যদি কাশী থেকেও পাখিরা আসছে বলে ধরে নিই, তবুও তাকে অলৌকিক কিছু বলা যায় না, ১৩০০ কিলোমিটার কেন, কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে যাযাবর পাখিরা জায়গা চিনে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের নির্দিষ্ট কোনও চিড়িয়াখানায় বা জলাশয়ে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়।

কিন্তু পক্ষিবিশেষজ্ঞদের মনেও বিস্ময় জাগে, যখন শোনা যায় পক্ষিদেবতা প্রতিদিনই ১৩০০ কিলোমিটার পথ উড়ে আসে এবং ১৩০০ কিলোমিটার উড়ে ফিরে যায়।

সত্যিই যে ওরা বারাণসী (কাশী) থেকে আসে তার কোনও প্রমাণ নেই। অবশ্য কিছু পক্ষিবিশেষজ্ঞের মতে পাখি দুটি উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণের পর একটু দূরের একটা ছোট পাহাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তাদের বাসায় চলে যায়। আবার সেখান থেকে পরের দিন ফিরে আসে।

বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তি সোসাইটির গবেষকদের অনুসন্ধান চালাতে দেননি। ফলে, পক্ষিবিশেষজ্ঞদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখিরা সুদীর্ঘকাল ধরে এমনি করেই কিছুটা দূরের বাসা থেকে উড়ে এসে ভোগ খেয়ে যাচ্ছে। পাখিদের অমর বলে চালানোর জন্য প্রয়োজনমতো বৃদ্ধ বা আহত পাখি বদল করা হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, পাখি দুটি কোন জাতীয় পাখি? পুরোহিতদের কথামতো পাখি দুটি এতই প্রাচীন আমলের যে, এই জাতীয় পাখি বর্তমান বিশ্বে আর নেই। পৌরাণিক যুগের পাখি হলে অবশ্য বিলুপ্ত প্রাণী হওয়াই স্বাভাবিক। ওই জাতীয় পাখির বংশধরদের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আজ সম্পূর্ণভাবে অন্য জাতের পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ ভক্ত-দর্শকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন এ ধরনের পাখি আগে তাঁরা কখনও দেখেননি। তাঁদের কাছে এই অচেনা পাখির রহস্যময় চালচলন পুরোহিতদের কাহিনির প্রতি বিশ্বাস এনে দেয়।

সকলেই পক্ষিতত্ত্ববিদ নন। তাই বিরল শ্রেণির পাখি চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই বিষয়ে পক্ষিতত্ত্ববিদদের মতামতটা কী, তা একবার দেখা যাক।

প্রখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ শ্রী অজয় হোম ১৯৬৫ সালে পক্ষিতীর্থমে গিয়েছিলেন। তিনি বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট, প্রায় চিলের মতো দুটি পাখিকে উড়ে আসতে দেখেন। পাখিরা এসে নামল ভোগের থালা থেকে হাত পাঁচেক দূরে। তারপর অজয় হোমের ভাষায়, "ও হরি, এ যে আমার অত্যন্ত চেনা পাখি। গিরিডিতে হাটের পাশে ডাঁই করা জঞ্জালের উপরে, পাশে কত দেখেছি। এ তো গিন্নি শকুন (নিওফ্রন পেবক্‌নোপটেরাস) ইং, স্ক্যাভেঞ্জার ভালচার।" (আজকাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৮২ সাল)

তামিলনাড়ু সরকারের একটি রঙিন প্রচারপত্রে পক্ষিতীর্থমের পাখির ছবি ছাপা হয়েছে। সেই ছবি দেখে আরও পক্ষিতত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেছেন, এটা শ্বেত-শকুন (Neophron Vulture)। শ্বেত-শকুন বিরল হলেও আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এই জাতীয় শকুনের দেখা মেলে, অর্থাৎ এরা অবলুপ্ত নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন

স্বামী রামদেব : সন্ন্যাসী, সর্বযোগসিদ্ধ যোগী, যোগচিকিৎসক!

কে সবচেয়ে বড় যোগী? উত্তর সোজা—যার প্রচার সবচেয়ে বেশি। তুমুল প্রচার যে কোনও প্রোডাক্টকে-ই বিশাল জনপ্রিয়তা দিতে পারে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করে শুধুমাত্র ভাল জিনিস তৈরির উপর নির্ভর করলে লাক্স থেকে ক্যাডবেরি, স্যামসুং থেকে মারুতি—সবার-ই বিক্রি পড়বে।

'বিজ্ঞাপন'-এর শক্তি বিষয়ে খুব ভাল বোঝেন সন্ন্যাসী যোগী রামদেব। তিনি আধ্যাত্মিক

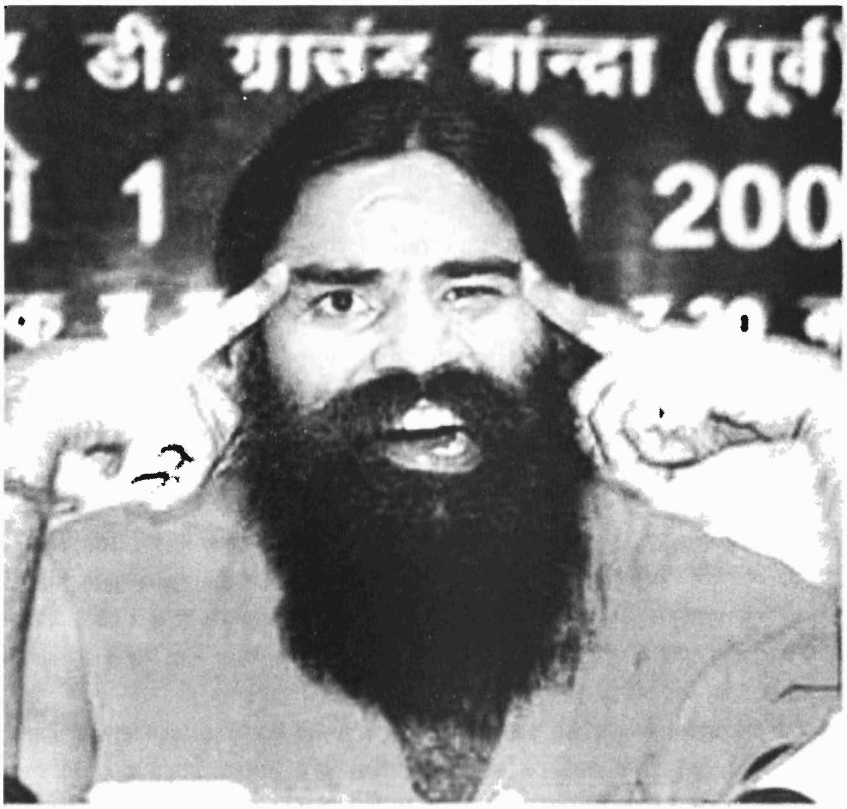

শক্তির আধার, জাগতিক বিষয়-আসয় থেকে দূরের মানুষ (যেহেতু সন্ন্যাসী)। আবার এক-ই সঙ্গে তুখোড় ব্যাবসায়িক বুদ্ধির অধিকারী। মাত্র কয়েক বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'দিব্য যোগ মন্দির ট্রাস্ট' ভারতের আঙুলে-গোনা ধনী ট্রাস্টগুলোর অন্যতম। আজকাল জ্যোতিষীরা পর্যন্ত ট্রাস্ট তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
শুরু করেছে। ট্রাস্টের মালিকানা আঙুলে গোনা আপনজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে টাকা আঙুলে গোনাদের হাতের মুঠোয় রইল, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদির বালাই নেই।

শুধুমাত্র ফলাহারী এই যোগী সন্ন্যাসী সর্বযোগ সিদ্ধ। অতএব স্বামী রামদেব অবশ্যই কোনও দিন-ই মারা যাবেন না। কারণ প্রাচীন যোগশাস্ত্রগুলোতে বলা আছে— খেচরী মুদ্রা যোগসাধনে পারদর্শী হলে তাঁর মৃত্যু নেই।

রামদেবের মৃত্যু হলে এটাই প্রমাণিত হবে—হয় রামদেবের দাবি মিথ্যে, নতুবা যোগের কার্যকারীতার কথা মিথ্যে। কিন্তু আরও একটা অপ্রিয় প্রশ্ন থেকে-ই যায়, **স্বামী রামদেব ফল আহার করেন কেন? খেচরী মুদ্রা আয়ত্বে থাকলে তাঁর তো খিদে, তেষ্টা পাওয়ার কথা নয়। তিনি কি জল পান করেন? যদি করেন, তবে প্রশ্নটা উঠে আসেই—খেচরী মুদ্রা জানা যোগীর তো খাওয়া ও পান করার প্রয়োজন থাকার কথা নয়! তবে?** এই 'তবে'র উত্তর তো রামদেবকেই দিতে হবে। সোজাসুজি জানতে হবে—সত্যিটা কী?

সন্ন্যাসী যোগী **স্বামী রামদেব 'হঠযোগ' সিদ্ধ** ; তার লিখিত গ্রন্থ এ'কথাই বলে। **হঠযোগে উড্ডীয়ানবন্ধঃ করে পাখির মতো শূন্যে ওড়া যায়।** বয়সে বৃদ্ধ হলেও 'তরুণবয়স্কবৎ' থাকেন। মৃত্যুঞ্জয়ী হন—এতে কোনও সন্দেহ নেই।

স্বামী রামদেব পরম করুণা করে আমাদের যদি উড়ে দেখান, তবে আমরা যুক্তিবাদী সমিতির সমস্ত সদস্যরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হই। স্বামীজী কি এই অভাজনদের প্রতি কৃপা করবেন? নাকি তিনি এড়িয়ে যাবেন—কারণ যা বলেন তা করার ক্ষমতা নেই বলে?

স্বামীজি, আমরা কিন্তু লক্ষ্য রাখছি, আপনাকে বার্ধক্য স্পর্শ করে কি না দেখব। (হঠযোগে কী আছে জানতে পড়তে পারেন, 'হঠযোগ-প্রদীপিকা', শ্রীমৎ স্বাত্মারামযোগীন্দ্র ; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট। কলকাতা-১২)

যোগের সংজ্ঞা কী দিলেন রামদেব?

রামদেব জানাচ্ছেন, "যোগ দর্শনের উপদেষ্টা মহর্ষি **পতঞ্জলী** যোগ শব্দের অর্থ করেছেন বৃত্তিনিরোধ।" 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ প্রবৃত্তি, স্বভাব। অর্থাৎ সহজাত-প্রবৃত্তি (instinct) নিরোধ।

কিন্তু গোলমালটা পাকালেন রামদেব। তিনি লিখলেন, 'পতাঞ্জলী'র মতে (এই বানানটাই রামদেব লেখেন) বৃত্তি বা প্রবৃত্তি পাঁচটি—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। বৈরাগ্যাদি সাধনা দ্বারা যখন এই পাঁচ প্রবৃত্তি মনে লয় প্রাপ্ত হয় তখন যোগ হয়।

অর্থাৎ রামদেবের কথা মতো, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অবদমিত করে রাখাই 'যোগ'। মনোবিদ্যা বলে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ অবদমিত করে রাখলে মানসিক রোগী হওয়া কে আটকায়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবদমন থেকে-ই তৈরি হয় 'সাইকো-সোমাটিক ডিসঅর্ডার' বা মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ।

সুন্দরী নারী ও সুন্দর পুরুষ দেখে বহু পুরুষ ও নারী স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তির কারণে উত্তেজিত হতে পারে। যারা ওই উত্তেজনা রুচিবোধ ও মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বলে কামুক। আবার অনেকেই আছেন, যাঁরা চেহারার সৌন্দর্যের চেয়ে মনের সৌন্দর্যে, মনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন বেশি। এও রুচিবোধ ও মূল্যবোধের ব্যাপার। কিন্তু যারা স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমনের উপদেশ দেন, তাঁরা অবশ্যই একটা সামাজিক অপরাধ করে চলেছেন।

স্বামী রামদেবের কথা অনুসারে **মহর্ষি ব্যাস** 'যোগ' বলতে সমাধিকে বুঝিয়েছিলেন। সংযমের সঙ্গে সাধনা করে আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করে সমাধির আনন্দে ডুবে যাওয়াই হলো যোগ।

অর্থাৎ 'যোগ'-এর অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বর বা পরমাত্মার অস্তিত্ব না থাকলে যোগও নেই। ঈশ্বরীক ক্ষমতা থাকার অর্থ ঈশ্বর আছেন। সন্ন্যাসী রামদেব কি প্রেসকনফারেন্সে আমাদের সামনে তাঁর ঈশ্বরীক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারবেন? জানি, পারবেন না। অজুহাত দিয়ে এড়াবেন।

গীতাতে **শ্রীকৃষ্ণ** বলেছেন, অনুকূলতা—প্রতিকূলতা, সিদ্ধি-অসিদ্ধি, সফলতা- বিফলতা, জয়-পরাজয়...এই সমস্ত অবস্থাকে আত্মস্থ করে এক-ই রকম থাকাকেই যোগ বলে। স্বামী রামদেব-ই তাঁর 'যোগ সাধনা...' গ্রন্থে একথা লিখেছেন।

রামদেব আমাদের তিনটি যোগ সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (এক) সহজাত প্রবৃত্তিকে লয় করাকে পতঞ্জলী যোগ বলেছেন। (দুই) মহর্ষি ব্যাসের মতে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যুক্ত হওয়া-ই যোগ। (তিন) জয়ের আনন্দে উচ্ছ্বসিত না হওয়া, পরাজয়ে ভেঙে না পড়া, প্রতিকূল ও অনুকূল পরিস্থিতিতে একই রকম স্থির থাকাই যোগ। এটা শ্রীকৃষ্ণের মত।

তিন মত তিন রকম। আমরা কোনটি গ্রহণ করব? রামদেব এবিষয়ে একদম চুপ।

যোগ কয় প্রকার

স্বামী রামদেব যখন তাঁর গ্রন্থে লিখছেন—'যোগের প্রকার', এখানেও শুধুই দ্বিধা। গ্রন্থে তিনটি পরস্পর বিরোধী মতামত তুলে দিয়েছেন। (১) যোগরাজ উপনিষদে বলা হয়েছে, যোগ চার প্রকার। মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ। (২) গীতায় তিন প্রকারের যোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ। আবার গীতায় পঞ্চম খণ্ডে আরও একটি যোগের কথা বলা হয়েছে। সন্ন্যাসযোগ। (৩) মহর্ষি পতঞ্জলী অষ্টাঙ্গ যোগ বা আট প্রকার যোগ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যেমন : যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি।

তার মানে—উপনিষদে, গীতায় ও পতঞ্জলীর কথায় যোগের প্রকার ভেদ নিয়ে রয়েছে বিস্তর ফারাক, আমরা কোন্ দুটি মতকে ভুল বলে বর্জন করবো, এবং কোন্‌টিকে ঠিক বলে গ্রহণ করবো? রামদেব কী বলেন?

না, কিছুই বলেন না। নানা মুনির নানা মত তুলে দিয়েই খালাস।

শরীরে যোগের প্রভাব এবং জীবনযাপনের কিছু বিধি

'যোগ সাধনা এবং চিকিৎসা রহস্য' গ্রন্থ থেকে সন্ন্যাসী স্বামী রামদেবের কিছু অমৃতবাণীর সারসংক্ষেপ তুলে দিচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

- জৈন মতে আত্মার সিদ্ধি ও মোক্ষ প্রাপ্তি হচ্ছে যোগ। আবার একইসঙ্গে জৈন মতে মন, বাণী এবং শরীরের বৃত্তিগুলোকে-ই বলে কর্মযোগ। (পৃষ্ঠা ১)
- সকালের খাবার গ্রহণের আদর্শ সময়, আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। খাদ্য হিসেবে ফল ও হালকা পানীয় গ্রহণ ভালো। (পৃষ্ঠা ৫)
- পঞ্চাশ বছরের বেশি বয়সের লোকদের সকালে না খাওয়া-ই ভালো।
- মধ্যাহ্নভোজের উত্তম সময় এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সময় মধ্যম। তারপর নিকৃষ্ট সময়।
- রাতের খাবার গ্রহণের উত্তম সময় সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত। আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত মধ্যম সময়। তারপর নিকৃষ্ট সময়।

(গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয়দের গড় আয়ু যেখানে ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি, আজকে তা পৌঁছেছে ৭০ বছরের কাছাকাছি। চিকিৎসা-বিজ্ঞান এগিয়েছে, লাইফ-স্টাইল পাল্টেছে, স্বাস্থ্য-রক্ষার পদ্ধতি পাল্টেছে, এখন বহু রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ৭০ বছর, ৮০ বছর অতিক্রম করেও সক্ষম চিন্তাশীল। এবং তাঁরা ব্রেক ফাস্ট নিচ্ছেন। তারপরও তাঁদের প্রবল উপস্থিতি প্রমাণ করে—সকালের খাবার খাওয়াটা আদৌ খারাপ নয়।

দুপুরের ও রাতের খাবার খাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে কোনও শারীর-বিজ্ঞানের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করলে ভুল হবে। গ্রামীণ সভ্যতার যুগে, প্রদীপ ও লম্প ছিল রাতের অন্ধকার কাটাবার বলতে গেলে একমাত্র সম্বল। অতএব তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়াই ছিল প্রথা। এখন মানুষের জীবন প্রচণ্ড-গতিশীল। দিন-রাতের পার্থক্য প্রায় ঘুচতে বসেছে। খাওয়া ও ঘুমের অভ্যেস গেছে পাল্টে। রাতের পর রাত স্যুটিং, বেলা পর্যন্ত ঘুম, জিম, সুষম খাওয়া। তারপরও দারুণ চেহারা নিয়ে বলিউডের নায়করা রামদেবের যোগতত্ত্বের 'মু-তোড়' জবাব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশ্চাত্যের মানুষরা অনেকেই সকালে হেভি ব্রেকফাস্ট নেন। তারপরও তাঁদের শরীর স্বাস্থ্য গড় ভারতীর তুলনায় অনেক বেশি ভালো, অনেক নীরোগ। এরপরও কি রামদেব কুয়োর ব্যাঙ হয়ে তাঁর কথাগুলোকেই আঁকড়ে থাকবেন?)

- খাওয়ার সময় মৌন থেকে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে করতে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। (পৃষ্ঠা ২২)

(বড় রাজনৈতিক নেতারা বা বড়-বড় শিল্পপতিরা' ডিনারে আমন্ত্রণ জানান অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্যেও। সৌজন্য-মূলক ডিনারেও ডাকা হয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে। সেখানে খাওয়ার চেয়ে আলোচনা অনেক সময় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। রামদেব বোধহয় মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্য এমন সব প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। উচ্চবিত্ত ও উচ্চমেধার মানুষরা সকলে মিলে রামদেবের উপদেশ মেনে ভগবান ভরসা করে চলতে গেলে পৃথিবী স্থবির হবে, তারপর পিছোতে থাকবে। ভগবান ভরসায় শিল্প-বাণিজ্য থেকে শিল্প-কলা কোনও কিছুই এক পা'ও এগোবে না।)

- এক গ্রাস খাবারকে কম করে কুড়ি বার চিবোন উচিত। ভাল করে চিবিয়ে খেলে মন থেকে হিংসার ভাব নিবৃত্ত হয়।

(হিংসা যে চিবিয়ে খেয়ে শেষ করা যায়, এটা কোনও মনোবিজ্ঞানীর জানা ছিল না। অবশ্যই নতুন তথ্য জানালেন যোগী সন্ন্যাসীর কৃপায়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

■ ভোজনের শুরুতে 'ওম্'-য়ের স্মরণ বা গায়ত্রী মন্ত্র জপের সাথে তিনবার আচমন করা উচিত। কেন? জানাননি রামদেব।

(পরমেশ্বর খাবারটা জুটিয়ে দিলেন, যাঁর কৃপাতে খাচ্ছি, তাঁকে স্মরণ ও নিবেদন করে খাবার গ্রহণ করা উচিত—এমন ভাবনা থেকে ধর্মগুরুরা এমন শেখান। তাঁরা মনে করেন, 'পরমেশ্বর ই সমস্ত কিছুর নিয়ন্তা। তাঁর ইচ্ছে ছাড়া গাছের একটা পাতা পর্যন্ত পড়ে না। যে মানুষ মনে করে, তার প্রয়াসে কোনও কিছু ঘটছে, সে মূর্খ। মানুষ যন্ত্র, পরমেশ্বর যন্ত্রী। তিনি যেমন বাজান, আমরা তেমন বাজি।

'মানুষের প্রয়াসের কোনও দাম নেই'—এমন বোকা-বোকা ভাবনার কথা যে সাধু-সন্ন্যাসীরা মানুষের মগজে ঢোকাবার চেষ্টা করে, তারা নিজেরা কিন্তু আখের গোছাবার সমস্ত রকম চেষ্টা চালিয়ে যায়।)

■ মাংস খেলে দয়া, করুণা, প্রেম ইত্যাদি গুণ ধ্বংস হয়। **মানব তখন দানব হয়ে ওঠে।** (পৃষ্ঠা ৫)

(গুজরাট দাঙ্গায় নিরামিষাশী মানবরা কী করে দানব হয়ে উঠে মুসলিম ধর্মের মানুষদের জ্যান্ত পোরালো, ধর্ষণ করলো, লুঠ করল? নিরামিষ বা আমিষ খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে মানবিকগুণের বিকাশ নির্ভর করে না। সুস্থ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা, জ্ঞান ইত্যাদি একজন মানুষকে মানবিকগুণে সমৃদ্ধ করে। রামদেবজি ভুল শিখিয়েছেন, একথা আমাদের বলতে-ই হবে।)

■ পেঁচা আর বাদুড় ছাড়া সব পাখিরা ব্রহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে পরমেশ্বরকে স্মরণ করে নিজের নিজের কাজে লেগে পড়ে। পাখিরা ভোরে ভগবানের স্তব গান গায়।

(এবার রামদেব বড়-ই কাঁচা কাজ করে ফেললেন। গল্পের গরুকে গাছে তোলার চেয়েও বড় মাপের গপ্পো ফেঁদেছেন। জীববিজ্ঞানী বা পক্ষিবিশারদরা এ গপ্পো শুনলে রামদেবের মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে-ই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে 'ধর্ম-ব্যবসায়ী' বিবেচনায় পাত্তা না দিয়ে নীরব থাকতে পারেন।)

■ রোগীকে বাদ দিয়ে ঠাণ্ডাজলে স্নান করা উচিত। গরম জলে স্নান করলে ক্ষুধামান্দ্য, দৃষ্টি-দুর্বলতা দেখা দেয়, চুল পড়ে, অকালে চুল পাকে, বীর্য-কমে যায়।

(শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীরা ঈষৎ গরম জলে স্নান করেন। তাঁরা সবাই ক্ষুধামন্দে ভোগেন, দৃষ্টি-দুর্বল, টেকো এবং বীর্য কম—এমন ভাবলে 'পাগল' বা মূর্খ বলতে-ই হয়। পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা শুধু নন, প্রাচীন সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গড়ে ওঠা দেশের অধিবাসীরা, চিন, জাপান, কোরিয়ার মতো শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীরা ঈষৎ গরম জলে স্নান করেও গড় ভারতীয় তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যবান, ক্ষুধামন্দ ভোগেন না, দৃষ্টিশক্তি ভালো এবং অবশ্যই অনেক বেশি বীর্যবান। অতএব রামদেবের এই গরমজলে স্নানের অপকারিতার তত্ত্ব সম্পূর্ণ বাজে কথা।)

■ শরীর খাদির তোয়ালে দিয়ে মোছা উচিত। এতে কান্তি বাড়ে। (পৃষ্ঠা-৭)

(সৌন্দর্য বৃদ্ধির এমন প্রেসক্রিপশন নিয়ে বলার কিছু নেই।)

যোগ নিয়ে আরও কিছু...

■ যোগ পথকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। (পৃষ্ঠা-৩)

■ বিনা ব্রহ্মচর্য-পালনে কেউ যোগী হতে পারে না। (পৃষ্ঠা-১৭)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

■ কমনা-বাসনাকে উত্তেজিত করে তোলে এমন কিছু দেখবে না, শুনবে না, খাবে না, শৃঙ্গার করবে না। সর্বদা বীর্য রক্ষা করবে।

(আর টিভি দেখা নয়। টিভিতে নাচ-গান-সিনেমা তো নয়-ই, এমনকী খেলা দেখতে দেখতে নিজের প্রিয় দলের জয় কামনা করাও চলবে না। বীর্য রক্ষাকে যারা ব্রত করতে চায়, তাদের বিয়ে করে আর একটা জীবন নষ্ট করার কোনও অধিকার নেই। ***রামদেবের মতো এমন জ্ঞানীদের দেওয়া জ্ঞানের চোটেই ভারতে মানসিক কারণে পুরুষত্বহীনের সংখ্যা প্রচুর।)***

■ ব্রহ্মচারী হতে গেলে আটটি বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হয়। যথা ঃ—খোলাধুলা, একান্তে খাওয়া, বিষয়-আসয় নিয়ে কথা বলা, ভাষণ, মৈথুন-বাসনার দৃষ্টিতে দেখা, স্পর্শ করা এবং মৈথুন করা। এগুলোকে আট প্রকার মৈথুন বলে বর্ণনা করেছেন রামদেব।

(সব্বাই পরমাত্মা পেতে খেলাধুলো ছেড়ে ব্রহ্মচর্য পালন করলে পৃথিবীর খেলার জগতের কী হবে—ভাবতেই শিউরে উঠছি। পৃথিবী তো মানব শূন্যে হলো বলে!)

■ কাম ও ক্রোধ অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের শরীরকে শক্তিহীন এবং কান্তিহীন করে দেয়।

(ঠিক কথা। এইজন্যেই সিনেমাস্টার ও মডেল পেশার ছেলে-মেয়েদের অমন বিশ্রী দেখতে, অমন কান্তিহীন! আর বক্সার থেকে রেসলার, প্রত্যেকেই ক্রোধের কারণে কী ভয়ংকর রকমের শক্তিহীন, ল্যাগব্যাগে প্যাকাটি, তা তো টিভির কল্যাণে কোলের শিশুটি পর্যন্ত জেনে গেছে।)

■ জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ঈশ্বর আরাধনা।

(রবীন্দ্রনাথ থেকে আইনস্টাইন, প্রত্যেক স্রষ্টাই সৃষ্টিকে সাধনার অঙ্গ করে ভুল করেছিলেন, বুঝলাম।)

■ মিথ্যা কখন বলবে, তার একটা সুনির্দিষ্ট নীতি আছে। কোনও ব্রাহ্মণ গরু ইত্যাদি রক্ষার জন্য মিথ্যা বলবে। এটা হলো 'জাতি পরক' মিথ্যা। হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থে বা গুরুকুলে, মঠে বা মন্দিরে, গুরুদ্বারে, মসজিদে এবং গীর্জায় সত্য বলবে। ব্যবসায়ী কাজে এবং আদালতের কাজে অসত্যও বলবে। (পৃষ্ঠা-১২)

(গুরু, তোমার নীতিবোধ—'লা-জবাব!')

■ মন, বুদ্ধি এবং আত্মার শুদ্ধির জন্য ঋষিদের বলা উপদেশ গ্রহণ করতেই হবে।

("গ্রহণ করতেই হবে" অর্থে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে হবে। স্বামী রামদেবের উপদেশবলী বা কথিত বাণীকেও যে মনের, বুদ্ধির ও আত্মার শুদ্ধির জন্য বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে হবে— ***সে কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন রামদেব।)***

■ ঈশ্বর সর্বদাই আমাদের প্রয়োজনের বেশি-ই রূপ, যৌবন, ধন, সমৃদ্ধি এবং সমস্ত বৈভব প্রদান করেন। (পৃষ্ঠা ১৩)

(ভারতের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি লোক গরিব। শতকরা ৩০ ভাগের বেশি আছেন দরিদ্রসীমার নীচে। এঁদের না আছে মাথা গোঁজার ঠাঁই, পানীয় জল, পরনের কাপড়, চিকিৎসার সুযোগ, শিক্ষালাভের সুযোগ এবং দু-বেলা ভাত-রুটির সংস্থান। অপুষ্টিতে ভোগা রুগ্ণ, রুক্ষ্ম মানুষগুলোকে ঈশ্বর তাদের প্রয়োজনের বেশি-ই দিয়েছেন যাঁরা বলেন, তাঁরা অবশ্যই সমাজের শত্রু।)

তপ বা তপস্যা

নিজের সৎ উদ্দেশ্যে সিদ্ধিতে যে কষ্ট, বাধা, প্রতিকূলতা আসবে, তাকে সহজ ও অবিচল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ভাবে গ্রহণ করাই 'তপ' বা 'তপস্যা'। এই সংজ্ঞা দিয়েছেন মহর্ষি ব্যাস।

মহাভারতেও 'তপ' বা 'তপস্যা'র সংজ্ঞা দেওয়া আছে। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'তপ' কী? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে সহ্য করে স্বধর্ম পালন-ই তপ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা-গরম, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান, স্তুতি-নিন্দা, জয়-পরাজয় ইত্যাদিকে যে সহজভাবে গ্রহণ করে নিরন্তন স্বধর্ম পালন করে, সেই প্রকৃত তপস্বী। এক পায়ে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকা বা শরীরকে কষ্ট দেওয়া তপস্যা নয়।

যোগীর সান্নিধ্যে সাপ, বাঘও হিংসা ভোলে

যোগী পুরুষ কখনই কারও প্রতি হিংসাভাব বা শত্রু ভাব বজায় রাখে না। সে সমস্ত প্রাণীর প্রতি-ই প্রেমময়। যোগী পুরুষের সান্নিধ্যে এলে শুধু মানুষ নয়, বিছে, সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীরাও হিংসা ত্যাগ করে।

সত্যাচরণ করা যোগী বাকসিদ্ধ হন

সত্যাচরণ করা যোগী বাকসিদ্ধ হন। যে ব্যক্তি সত্য বলে, সত্য আচরণ করে, তাঁর কথা অমোঘ হয়ে ওঠে। সত্যবাদী যোগীদের মধ্যে বিরাট বড় শক্তি হল এই যে, যা বলেন তা-ই ফলে, সত্যি হয়ে যায়।

প্রাণায়াম

আসনে সিদ্ধ হয়ে উঠলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণয়াম চার প্রকার। (১) বাহ্যবৃত্তি, (২) আভ্যন্তরবৃত্তি (৩) স্তম্ভবৃত্তি (৪) বাহ্যভ্যন্তর বিষয়াক্ষেপী।

বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়াম

আসনে বসে শ্বাস বের করে শ্বাসকে যথাশক্তি বাইরে আটকে রাখুন। প্রশ্বাস ভিতরে নিয়ে সেটাকে আটকে না রেখে বের করে দিন এবং আবার শ্বাসকে বাইরে আটকে রাখুন।

এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন। এতে মনের চঞ্চলতা দূর হয়। পেট ভাল থাকে। খিদে ভাল হয়। বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও তীব্র হয়।

আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়াম

আসনে বসে শ্বাসকে বাইরে বের করে আবার যতটা পারেন প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ু টেনে নিন। বুক ফুলে উঠবে এবং পেট ভেতরের দিকে সঙ্কুচিত থাকবে।
যতক্ষণ সম্ভব বায়ুকে ভেতরে আটকে রাখুন। ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন।

এতে ফুসফুসের সব রোগের আরোগ্য হয়। হাঁপানি ভালো হয়। শরীরের শক্তি, তেজ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

স্তম্ভবৃত্তি

শ্বাস নিয়ে কিছুক্ষণ আটকে রেখে তারপর বের করে দিন। এভাবে কয়েকবার করুন।

এই প্রাণায়ামে কী ফল লাভ করা যাবে, লেখেননি রামদেব।

বাহ্যভ্যন্তর বিষয়ক্ষেপী

যখন শ্বাস ভিতর থেকে বাইরে আসবে, তখন একটু একটু করে আটকে আটকে ছাড়ুন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আবার বায়ু যখন ভিতরে টানবেন, তখনও একটু একটু করে আটকে আটকে টানুন।

এতে বীর্যবৃদ্ধি হয়, পরাক্রমী ও জিতেন্দ্রিয় হয়। শাস্ত্র খুব কম সময়ের ভিতর বুঝতে পারে।

প্রাণায়ামের 'শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ' : বিরাট ধাপ্পা

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রিত করাকে 'প্রাণায়াম' বলে—এটা রামদেব থেকে সব যোগীদেবদের-ই কথা। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি হিসেবে রামদেব থেকে ব্যারামদেব প্রায় প্রত্যেকেই এক-ই পদ্ধতি শেখান। একটি নাসারন্ধ্র বা 'ন্যাসেল প্যাসেস' আঙুল চেপে বন্ধ করে খোলা নাসারন্ধ নিয়ে প্রশ্বাস নিন ও নিশ্বাস ছাড়ুন। এমন কিছুক্ষণ করার পর (মিনিট পাঁচেক) অন্য নাসারন্ধ্র আঙুল চেপে বন্ধ করুন এবং খোলা নাসারন্ধ দিয়ে প্রশ্বাস নিন, নিশ্বাস ছাড়ুন। এমনি চালান মিনিট পাঁচেক।

নিশ্বাস-প্রশ্বাসের এই নিয়ন্ত্রণ বা 'প্রাণায়াম' হলো 'সোনার পাথরবাটি'। কেন 'সোনার পাথরবাটি'? বুঝতে আমাদের 'অ্যানাটামি' বা মানবদেহের গঠনতন্ত্রকে বুঝতে হবে।

নাসিকা-পথ বা 'ন্যাসেল প্যাসেস' দিয়ে প্রশ্বাস শেষ পর্যন্ত শ্বাসনালী বা 'ল্যারিংক্স্'-এ যায়। শ্বাসনালী দিয়ে প্রশ্বাস যায় ফুসফুসে। এবং ফুসফুস থেকে 'ল্যারিংক্স্' হয়ে নিশ্বাস নাসিকাপথ দিয়ে বের হয়।

নাকের ফুটো বন্ধ করে শ্বাসনালী দিয়ে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এমন চিন্তা চূড়ান্ত মূর্খতা। কারণ দুটি নাসিকা-পথ এসে মিশেছে শ্বাসনালীতে। শ্বাসনালী একটা; দুটো নয়। সুতরাং কোনও নাসারন্ধ্র টিপে বন্ধ করে একদিকের শ্বাসনালী বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তার মধ্যে অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু-ই নেই।

শেষ পর্যন্ত প্রাণায়ামের 'শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ' এক বিরাট ধাপ্পা, যা বোকাদের বাজারে ভালো-ই বিকোচ্ছে।

ধ্যান

নাভিচক্রে, ভ্রূমধ্যে, হৃদয়ে ইত্যাদিতে প্রত্যয়ের সঙ্গে পরমেশ্বরকে ধারণা করাই 'ধ্যান'।

ধ্যানের আগে প্রাণায়াম অতি অবশ্যই করুন। কারণ প্রাণায়াম মনকে একাগ্র ও শান্ত করে।

প্রাণায়াম নিয়মমত করলে মূলাধার চক্রে ব্রহ্মের দিব্যশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে, ঊর্ধ্বগামী হয়, সমস্ত চক্র ও নাড়ির শোধন হয়। আজ্ঞাচক্রে মন অবস্থিত হতে থাকে।

ধ্যানের সময় শুভ কাজ গুরু সেবা এবং গরু সেবাতেও মন দেবেন না। ধ্যানের সময় মন দেবেন শুধু ঈশ্বর চিন্তায়।

ধ্যানের আগে মনে মনে এমন ভাবুন যে, ধন, ঐশ্বর্য, সম্পত্তি, ভার্যা, পুত্র, আত্মীয় ইত্যাদির রূপ নেই। আমার শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিত হয়েছে।

সাধকের মনে থাকবে বৈরাগ্য। শুভ কাজকে ভগবানের সেবা মনে করবে। ফলের প্রত্যাশা করবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাহ্য-সুখ হলো দুঃখরূপ। যতক্ষণ সংসার সুখে মগ্ন থাকবে, ততক্ষণ সমাধিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

সাধককে ঘুমোবার সময় ধ্যান করে ঘুমনো উচিত। এমন করলে নিদ্রাও যোগময় হয়ে ওঠে ; যাকে বলে যোগনিদ্রা।

প্রত্যেক সাধকের প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘন্টা জপ, ধ্যান এবং উপাসনা অবশ্যই করা উচিত।

সমাধি

পরমেশ্বরের ধ্যান করতে করতে সাধক ওম্‌কার ব্রহ্ম পরমেশ্বরের সঙ্গে তন্ময় হয়ে যান। ভুলে যান নিজের অস্তিত্ব। ডুবে যান দিব্য আনন্দের অনুভবে। এটাই স্বরূপ শূন্যতা। এটাই সমাধি।

প্রাচীন শবাসন + স্বসম্মোহন দ্বারা রিল্যাকসেশন = রামদেবের শবাসন।

যোগের আকর গ্রন্থগুলোতে 'শবাসনম্' বলতে যা বোঝায় তা এখানে তুলে দিলাম :

"উত্তানং শববদ্ ভূমৌ শয়নং তচ্ছবাসনম্।

শবাসনং শ্রান্তিহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারকম্॥" (শ্লোক ৩৫)॥

বঙ্গার্থ। ঊর্ধ্বমুখ (চিত) হইয়া শবের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিলেই শবাসন হয়। এই শবাসন দৈহিক যোগশ্রম হরণ করে এবং চিত্তের বিশ্রামসুখ জন্মায়॥ ৩৫॥

(হটযোগ-প্রদীপিকা)

এখানে **বঙ্গার্থ** যা তুলে দেওয়া আছে, তা 'হটযোগ-প্রদীপিকা' থেকে অর্থ স্পষ্ট। তাই 'শবাসন'-এর অংশটিকে টেনে বাড়াতে ভাবসম্প্রসারণে নামার একটুও ইচ্ছে হলো না।

কেউ কেউ যোগের 'শবাসন' শেখাতে গিয়ে তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের 'রিল্যাকসেশন' বা 'মেডিটেশন' পদ্ধতি জুড়ে দিতে চাইছেন। তবে ভুল ভাবে। এই যেমন বাবা রামদেব? তাঁর শেখান 'শবাসন' পদ্ধতি না প্রাচীন যোগের শবাসন পদ্ধতি না প্রাচীন যোগের শবাসন, না আধুনিক 'রিল্যাকসেশন'। দু'য়ে মিলে এক হাঁসজারু।

স্বামী রামদেবের যোগের বইটিতে প্রচুর বিচ্ছুতি আছে। 'চাপা ও ছাপা' মুন্সিয়ানায় হলদে সাংবাদিকতা মত বদ্-গন্ধ আছে। তবু আসুন দেখি রামদেব শবাসন বলতে কী বলেছেন।

রামদেবের শবাসন পদ্ধতি

মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। দু'পায়ের পাতার মাঝে এক ফুট ফাঁক রাখুন। হাত দুটো শরীরের সঙ্গে ছুঁইয়ে না রেখে একটু দূরে রাখুন। হাতের পাতা রাখবেন উপরের দিকে খুলে। চোখ বন্ধ করুন। ঘাড় সোজা রাখুন। গোটা শরীর শিথিল অবস্থায় থাকবে। এবার ধীরে-ধীরে লম্বা-লম্বা প্রশ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন।

মনে মনে চিন্তা করতে থাকুন আপনার দু'পায়ের বুড়ো আঙুলের কথা। ভাবতে থাকুন বুড়ো আঙুল দুটো শিথিল অবস্থায় পড়ে আছে। এরপর ভাবতে থাকুন পায়ের পাতা ও গোড়ালির কথা। অনুভব করতে থাকুন, পায়ের পাতা ও গোড়ালি দুটো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। একই ভাবে শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলে পরপর ভাবতে থাকুন পায়ের ডিম, পায়ের হাঁটু, উরু, কোমর, পেট, পিঠ, হৃদয়, ফুসফুস, বাহু, কনুই, কব্জি, দু'হাতের আঙুল। এবার ভাবুন নিজের মুখ নিয়ে। ভাবুন,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমার মুখে কোনও টেনশন নেই, নিরাশা নেই। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে প্রসন্নতা ও আনন্দের ভাব। আমি শুদ্ধ নির্মল, আনন্দময়, আমি অমৃত-পুত্র আত্মা। আমার আত্মা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছে।

এবার চিন্তা করুন, আপনার আত্মা শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আর শরীরটা শব হয়ে শুয়ে আছে। "**এজন্য এই স্থিতিকে শবাসন বলে।**"

আবার ভাবতে শুরু করুন, আত্মা শরীরে প্রবেশ করছে। শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে।

শবাসনে লাভ

১. মানসিক টেনশন, উচ্চ রক্তচাপ দূর হয়। অনিদ্রা দূর করতে সেরা আসন। হৃদরোগীদের পক্ষে ভালো।

২. ক্লান্তি ও স্নায়ু-দুর্বলতা দূর হয়।

৩. শরীর মন, মস্তিষ্ক, আত্মা পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে।

যোগ সাধনায় 'মুদ্রা' ও রোগমুক্তি

শাস্ত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে মুদ্রার সমান সফলতা প্রদানকারী আর কোনও কর্ম নেই।

১। জ্ঞান মুদ্রা বা ধ্যান মুদ্রা

এই মুদ্রায় একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বাড়ে। মস্তিষ্কের স্নায়ু মজবুত হয়। অনিদ্রা ও টেনশন দূর হয়। ক্রোধের নাশ ঘটে।

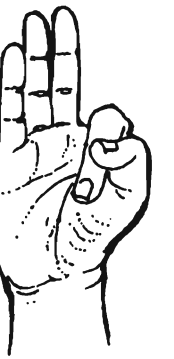

২। বায়ু মুদ্রা

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে গেঁটে বাত, সন্ধিবাত, আর্থারাইটিস, সাইটিকা, হাঁটুর যন্ত্রণা, পক্ষঘাত, ঘাড় এবং মেরুদণ্ডের যন্ত্রণা দূর হয়।

৩। শূন্য মুদ্রা

এই মুদ্রার কমপক্ষে এক বছর এক ঘন্টা করে করলে কানে কালা, কম শোনা, কানে যন্ত্রণা ইত্যাদি দূর হয়। অস্থিরতা, দুর্বলতা এবং হৃদয় রোগ ঠিক হয়। মাড়ি, গলা ও থাইরয়েড রোগে উপকার পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

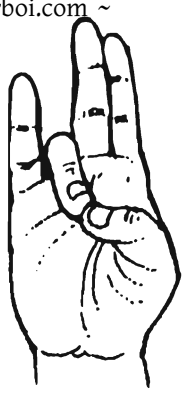

৪। **পৃথ্বী মুদ্রা**

এই মুদ্রার অভ্যাসে মেদবাহুল্য কমে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, শারীরিক দুর্বলতা দূর হয়।

৫। **প্রাণ মুদ্রা**

এই মুদ্রা দ্বারা চোখের রোগ ভালো হয়। নেত্র-জ্যোতি বাড়ায়।

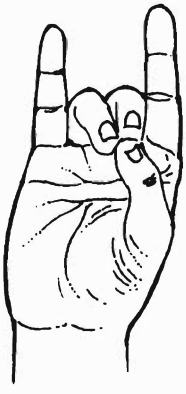

৬। **আপনি মুদ্রা**

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়াবেটিজ, কিডনির রোগ, অর্শ, দন্ত রোগ ভালো হয়।

৭। **আপনি বায়ু মুদ্রা**

হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রা করলে আরাম পাওয়া যায়। হার্টের রোগ, বাত রোগ, পেটে গ্যাস, উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, মাথা ব্যথা আরোগ্য করে।

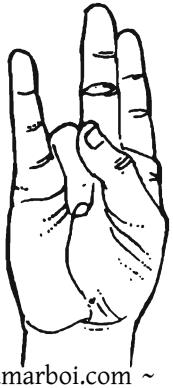

৮। **সূর্য মুদ্রা**

এতে টেনশন কমে, ওজন কমে, শরীরে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, হজম শক্তি বৃদ্ধি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

৯। **বরুণ মুদ্রা**

এই মুদ্রায় ত্বকের রুক্ষতা দূর হয়, চর্ম রোগ ভালো হয়।

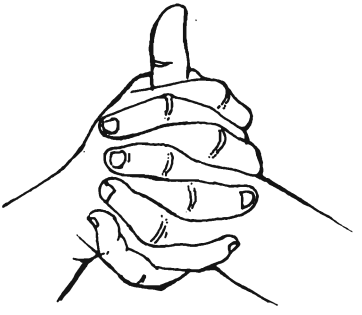

১০। **লিঙ্গ মুদ্রা**

এই মুদ্রা অভ্যাসে সর্দি, কাশি, সাইনাস, হাঁপানি, নিম্ন রক্তচাপ ও পক্ষাঘাত দূর হয়।

এই মুদ্রা অভ্যাস করলে জল, ফলের রস, দুধ, ঘি বেশি করে খেতে হয়।

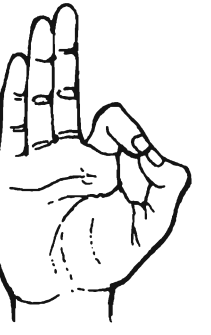

১১। **ধারণা শক্তি মুদ্রা**

রক্ত ও শরীর বেশি পরিমাণে শক্তি পায়।

স্বামী রামদেব কি সত্যি-ই যোগ-সমাধি-মুদ্রা ইত্যাদির কার্যকারিতায় বিশ্বাস করেন? তিনি নিজে যদি 'প্রাণ মুদ্রা' করে নিজের বাঁ চোখের অসুখ সারিয়ে তুলতেন, তবে তাঁর অন্ধভক্তরা স্বস্তি পেতেন।

দুষ্টু পাবলিকের তো অভাব নেই। তাঁরা বলছেন, যে সবার সব রোগ যোগে-মুদ্রায় সারিয়ে দেবে বলে দাবি করে, আর নিজেই রোগে ভোগে, তার কথায় কে বিশ্বাস করবে?

হাতের তালু, পায়ের তালু টিপে যে কোনও রোগ সারান

হ্যাঁ শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এমনটা-ই বলেছেন স্বামী রামদেব। তাঁর বইয়ে লেখা আছে, হাতের এবং পায়ের বিভিন্ন অংশ আসলে শরীরের ভিতরের লিভার, হার্ট, কিডনি, লাং, স্টমাক, নাক, কান, গলা, ঘাড়, চোখ, মস্তিষ্ক ইত্যাদির প্রতিনিধিত্ব করছে। রোগীর চোখ, কিডনি বা মস্তিক ইত্যাদি যে অংশে রোগ বিস্তার করেছে, সেই অংশের প্রতিনিধি বিন্দুগুলোতে ৩০ সেকেন্ড থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

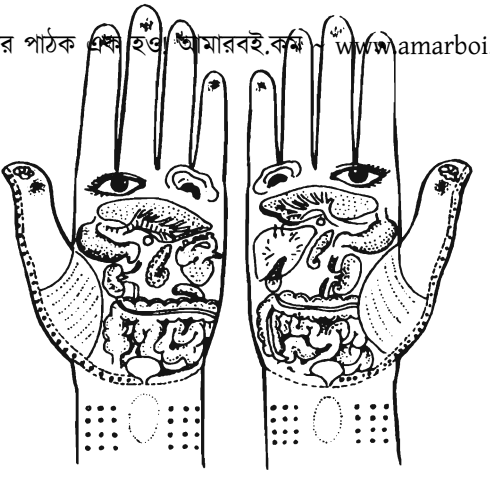

২ মিনিট পর্যন্ত চাপ দিতে হবে। চাপ এমনভাবে দিতে হবে যাতে রোগী চাপ অনুভব করবে, কিন্তু ব্যথা অনুভব করবে না।

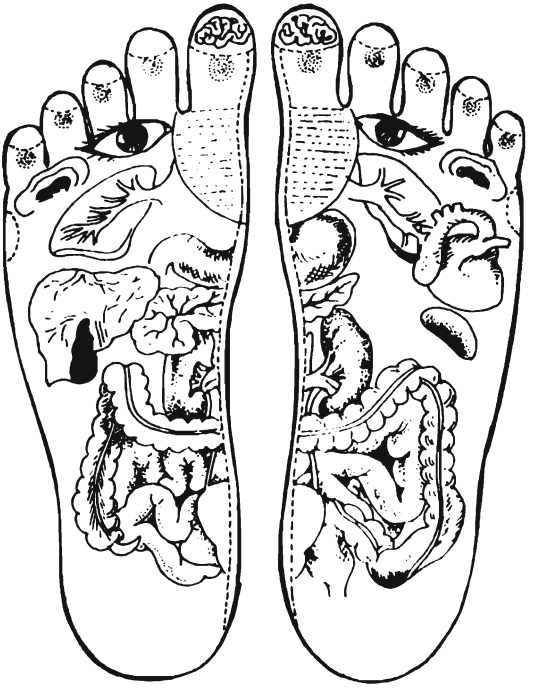

এ তো দেখি—'পায়ে মারলো লাথি, চোখ হল কানা' গল্পের মতো ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

NDTV ইন্ডিয়া-র 'মুকাবলা' অনুষ্ঠানে রামদেব ও আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

৭ জানুয়ারি ২০০৬, রাত ১০ টা থেকে ১১-৩০ পর্যন্ত পাক্কা দেড় ঘন্টা চললো 'মুকাবলা'। চ্যানেলের নাম— 'NDTV ইন্ডিয়া'। মুখ্য চরিত্রে বাবা রামদেব এবং আমি। আমাকে কয়েক ঘন্টার নোটিসে প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল NDTV ইন্ডিয়া। অনুষ্ঠানের আগের দিন সকাল থেকে অনুষ্ঠানের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত টিভি স্ক্রিনের তলায় বিজ্ঞাপন চলেছে 'মুকাবলা'র।

অনুষ্ঠানে শ'খানেক দর্শক। সঞ্চালক ছিলেন দেবাং। চার রাউন্ডের অনুষ্ঠান। আলোচক আমরা দু'জন ছাড়াও ছিলেন আরও ছ'জন। সঞ্চালক ছাড়া সব্বাই রামদেবের পক্ষে। আমার পক্ষে একজনকে পেলাম। তাও শুধু প্রথম রাউন্ডে। তিনি হলেন সুহেল শেঠ।

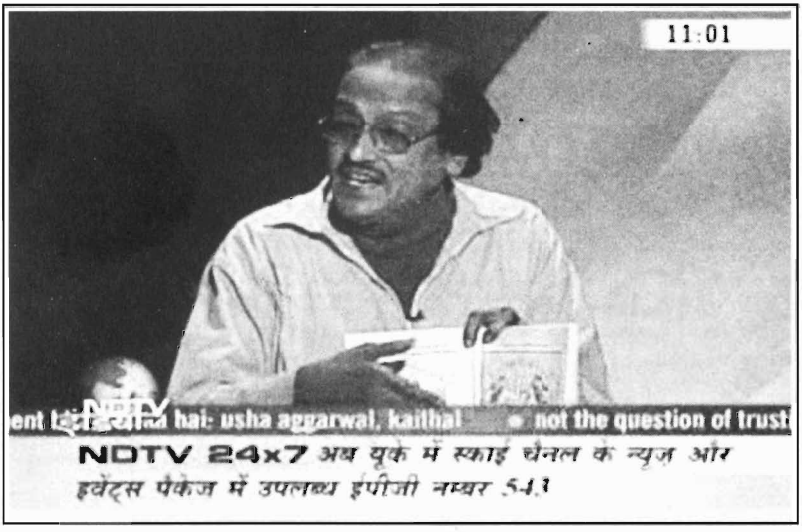

আমার আক্রমণ বা বক্তব্য ছিল যোগ'কে কেন্দ্র করে। রামদেবের লেখা বই 'যোগ সাধনা...' দেখিয়ে বলেছি, এটা আপনার লেখা, প্রকাশকও আপনি। এই বইতে বিভিন্ন আঙুলের মুদ্রার ছবি দেখিয়ে জানিয়েছেন, এইসব মুদ্রায় কী কী অসুখ সারে।

আপনি জানিয়েছিল, প্রাণ মুদ্রায় চোখের অসুখ সারে। আপনার বাঁ চোখের অসুখ কেন 'প্রাণ মুদ্রা' করে সারাচ্ছেন না?

হলের শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়লেন। আর রাগে ফেটে পড়লেন রামদেব। আমাকে চোখা-চোখা ভাষায় গাল-মন্দ-অপমান শুরু করলেন।

আমি বললাম, রামদেবজী, আপনি আপনার বইতেই লিখেছেন, সেই যোগী যে জয়-পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি, সফলতা-বিফলতা, আনন্দ-শোকে অচঞ্চল থাকে। আপনি যে ভাবে রেগে গেলেন, তাতে প্রমাণ হল, আপনি যোগী নন।

আলোচনা আর টেনে লম্বা করব না। শুধু বইটি থেকে দুটি হাত আর পায়ের ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, এটা কখনও হতে পারে যে, হার্টের অসুখে বা হার্ট স্ট্রোকে রোগীর পায়ের আঙুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গোড়া টিপলে রোগী ভাল হয়ে যাবে?

রামদেব বললেন, তাঁর কাছে নাকি দশ হাজার রোগীর তালিকা আছে, যাদের যোগে রোগ মুক্ত করেছেন। নখে নখ ঘষে টাকে চুল গজান যায়—ইত্যাদি।

এরপর একটা সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জ রাখি। একজন রোগী দেবো, যে মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভুগছে না। তাঁকে রামদেব নিজের আশ্রমে রেখে যোগে সারিয়ে দিন। আর দিল্লির একজন টেকো মানুষ ওঁর কাছে তুলে দেবো। ওর টাকে চুল গজিয়ে দিন গ্রাফটিং না করে।

সঞ্চালক দেবাং বার বার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে টেনে আনলেন আমার চ্যালেঞ্জ। বললেন, প্রবীরজি আপনার দেওয়া সংখ্যাতত্ত্বে সন্তুষ্ট নন। উনি বলছেন, তান্ত্রিক থেকে জ্যোতিষীরাও এমন হাজার হাজার রোগী সারাবার দাবি করেন। কথা না বাড়িয়ে বলুন, আপনি কি প্রবীরজির দেওয়া একজন রোগীকে আপনার আশ্রমে রেখে সারিয়ে তুলবেন? একজন টেকো লোকের মাথায় চুল গজিয়ে দেবেন?

না। কিছুতেই চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি হলেন না রামদেব।

পরের দিনও দুপুর ২-৩০ থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত 'মুকাবলা' আবার দেখানো হয়।

'আজতক' নিউজ চ্যানেলে আবার চ্যালেঞ্জ

৯ জানুয়ারি ২০০৬। 'আজতক' নিউজ চ্যানেল এক বিরাট বিস্ফোরণ ঘটাল। হাজির করল আমার চ্যালেঞ্জ। বিশিষ্ট্য যোগবিশেষজ্ঞ হিমাদ্রি সমাদ্দার আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, যোগাসন বা যোগব্যায়ামে শরীর সুস্থ থাকে; এই পর্যন্ত। কিন্তু কেউ যদি যোগে গ্যারান্টি দিয়ে যে কোনও রোগ সারিয়ে দেওয়ার কথা বলে থাকেন, তো বলব ঠিক কথা বলেননি। তারপর শুধু 'নৌলি' বা পেটের পেশীর যা সঞ্চালন করে দেখালেন হিমাদ্রি তা রামদেবের পক্ষে অসম্ভব।

বিশিষ্ট চিকিৎসক সুনীল ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলাম, রামদেব জানিয়েছেন, শুধুমাত্র বিভিন্ন হাতের মুদ্রায় নানা জটিল রোগ সারানো যায়, নখে নখ ঘষে টাকে চুল গজানো যায়, হাতের বা পায়ের তালুর বিভিন্ন অংশ টিপে যে কোনও রোগ সারানো যায়। আপনি কী বলেন?

ডাক্তার ঠাকুর রামদেবের এমন দাবিকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। আমার দেওয়া একজন রোগী একজন টেকোকে ঠিক করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল 'আজতক'। রামদেব একদম চুপ!

১০ জানুয়ারি খড়গপুর বইমেলায় যেতে-যেতেই শুনলাম, এই শহরে প্রায় সবাই নাকি রামদেবের যোগ দেখেন টিভি খুলে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই দর্শকদের বেশির ভাগই চাইলেন 'রামদেব কিস্‌সা' শুনতে।

মজা করে বলছিলাম। দেখলাম কী বিপুল ভাবে উল্লাস প্রকাশ করে আমাকে সমর্থন জানাচ্ছেন হাজার হাজার দর্শক।

বুঝলাম, এখনও মানুষ যুক্তির দিকেই ঝোঁকেন। আশার আলো দেখলাম, এখনও পাল্টা প্রোগ্রামিং করা যায় মানুষের মস্তিষ্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চার

নাকালির দৈব পুকুর : হুজুগের সুনামি

নাকালির দৈব পুকুর নিয়ে হুজুগের শুরু ২০১০-এর ১২ জানুয়ারি। নাকালি গ্রামের এক কৃষক পরিবার রাজ পরিবার। পরিবারের একটি ছোট্ট পুকুর আছে। এই কৃষক পরিবারের বলাই বছর চল্লিশের প্রবীণ মানুষ। ১২ জানুয়ারি গ্রামের লোকদের কাছে গল্প করে, ওর ক্যানসার হয়েছিল গলায়। কলকাতার হাসপাতালে অনেক চিকিৎসা করিয়েছে। ডাক্তাররা জবাব দিতে গ্রামে ফিরে আসে। তারপর স্বপ্নে মা মনসা দেখা দিয়ে বলেন, তোদের পুকুরেই তো আমি বিষহরি মা মনসা থাকি। ওই পুকুরে তিন দিন চান করলেই তোর রোগবালাই সেরে যাবে।

তারপর বিশ্বাস নিয়ে তিন দিন পুকুরে ডুব দিতেই কোথায় গলা ব্যথা, কোথায় কী! হাসপাতালে আবার দেখাতে যেতে ডাক্তার বললো— এ তো অবাক কাণ্ড! ক্যানসার নেই।

নাকালির মা মনসা মন্দির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বলাইয়ের দাদা তারিণী মা মনসার নামে দিব্বি গেলে বলল, বলাই-এর কথা ধ্রুব সত্য।

গুজবের গতি বাতাসের চেয়েও তীব্র মোবাইল ফোনের দৌলতে।

মাস ঘুরতে না ঘুরতেই পুকুর পাড়ে মা মনসার মাটির মূর্তি বসল চারটে খুঁটি আর টিনের ছাদের তলায়। মা মনসা পুজো কমিটি হল। ওই কমিটিই আবার 'দৈব পুকুর কমিটি'-ও।

কমিটিতে প্রাথমিক ভাবে রইল ১০ জন। (১) তারিণী রাজ, (২) দিবাকর রাজ, (৩) প্রভাত মান্না, (৪) নিমাই মান্না (৫) চন্দ্রকান্ত প্রামাণিক (৬) গৌতম মান্না (৭) প্রদীপ হালদার (৮) বিরাট মান্না, (৯) প্রবীর হালদার, (১০) প্রতুল মণ্ডল।

মার্চ মাসেই ভিড়ের সুনামি আছড়ে পড়ল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রাম নাকালি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল। মিডিয়ার প্রচারে আরও ভিড় বাড়তে লাগল।

শিয়লদা সাউথ স্টেশন থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশন। সেখান থেকে মোটর লাগানো ভ্যানরিক্সো দেড় ঘন্টা যেতে হবে। নাকালি যাব বললেই আর চিন্তা নেই। ভ্যানের ভাড়া মাথাপিছু ২০ টাকা।

তারপর মোটর ভ্যানরিক্সো বা বাস নামিয়ে দিলে হাঁটা পথ ছাড়া উপায় নেই। হেঁটে আধ ঘন্টা গেলে দেখা মিলবে দৈব পুকুরের। পুকুর না বলে হেজে যাওয়া ডোবা বলাই ভালো। এক-হাঁটু কাদা জল। তাতেই ডুব দেয় ভক্তরা। তিনবার ডুব দিতে হবে তিন দিনে। তাহলেই নিশ্চিত রোগমুক্তি। অবশ্য মা মনসার থানে ধূপ, মোম জ্বেলে দিতে হবে। পুজোয় দিতে হবে ফুল, কলা, দুধ, বাতাসা। পুজোর সব কিছুই মিলবে দোকানগুলোতে। ইতিমধ্যেই লাখো ভক্তের চাহিদা মেটাতে কয়েক'শ দোকান বসে আছে।

পুজোর জিনিসপত্তর থেকে মনসার ছবি, খেলনাপাতি থেকে খাবার-দাবারের দোকান সবই আছে। খাবারের দোকানে ঘুগনি, মুড়ি, পেটা পরোটাই প্রধান। গজা, গাঢ় রঙের দানাদার টাইপের মিষ্টিও মিলছে। পাওয়া যাচ্ছে 'ফটাফট্' জল।

দোকানগুলো সপ্তাহে শনি মঙ্গলবার বসে। ভাড়া দিতে হয় দৈনিক তিরিশ টাকা। ভাড়া আদায় করে এই অঞ্চলেরই কিছু যুবক। ওরা নাকি ভলেনটিয়র।

পুজোর প্রণামী পড়ে নাকি এক একদিনে দু-তিন লাখ টাকা। ভলেনটিয়ারদের দৈনিক ভাতা পাঁচশ টাকা। এই টাকা দেয় মন্দির কমিটি।

যুক্তিবাদী সমিতির মথুরাপুর শাখা শুরু থেকেই নাকালি দৈব পুকুরের ঘটনার ওপর নজরদারি করছিল। এই শাখার প্রণয়, মাধব, শুভঙ্কর এবং সঞ্জয় আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটিকে অনবরত রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল।

পরিকল্পনা মাফিক ১৩ মার্চ শনিবার রাত থেকে ব্যাপক পোস্টারিং শুরু করল মথুরাপুর, ক্যানিং, জয়নগর ও সোনারপুর শাখা। দক্ষিণের ডায়মন্ডহারবার থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর, কুলপি সর্বত্র ছেয়ে ফেলা হল পোস্টারে।

পোস্টারের তলায় যেহেতু আমার সেল ফোন নম্বর দেওয়া ছিল, তাই বহু ফোন পেতে লাগলাম।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
অনেকে জানতে চান গুজবটা কতটা সত্যি? অনেকেই জানালেন, আমরা চাই এই বুজরুকি বন্ধ হোক। আমরা আপনাদের পাশে আছি। এই পাশে থাকার অঙ্গীকার করা মানুষদের মধ্যে ডাক্তার,

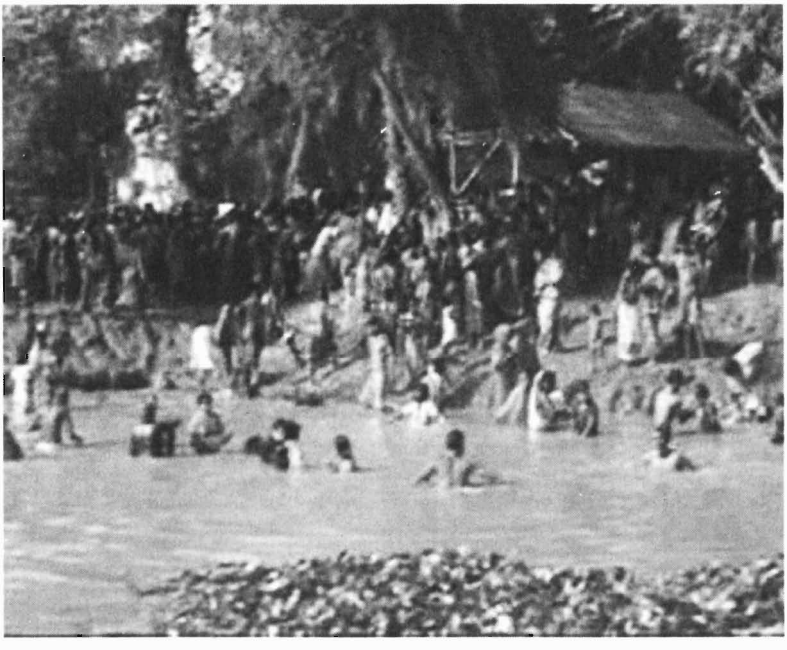

নাকালির পুকুর

শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী, সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমজীবী প্রত্যেক শ্রেণির মানুষই আছেন।

১৮ মার্চ এবং ২০ মার্চ দু'দিন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে সুমন, জয়ব্রত, শংকর, অভিজিৎ মানসী এবং মথুরাপুর শাখার সঞ্জয় ও প্রণয় নাকালি যান। সঞ্জয় ও প্রণয়ের ভূমিকা ছিল লোকালের গাইডের।

মানসী মুভিতে ছবি তোলেন দু'দিনই স্থানীয় কিছু মানুষের অভিযোগ ছিল কিছু বিষয়ে। এত বিশাল সংখ্যক মানুষ আসছেন, তারা যেখানে-সেখানে হাগু-মুতু করে একেবারে নরক করে যাচ্ছেন। কাদাগোলা পুকুরে চান করে অসুখ হলে কে দায়ি হবে? যত দুনিয়ার রোগীরা ওই কাদায় ডুব মারছে, এতে রোগ তো ছড়াবেই। আরও অভিযোগ, স্থানীয় মানুষদের শান্তি, কাজকর্ম মাথায় উঠেছে। পুলিশ-প্রশাসন সবাই দৈব পুকুর কমিটি থেকে হিস্সা পাচ্ছে, অতএব চুপচাপ।

লরি বা টাটা সুমোতে করে বহু মানুষ আসছেন। গাড়িগুলো হাঁটাপথ শুরু হবার আগেই দাঁড় করিয়ে রাখতে হচ্ছে। লরি পিছু ৫০ টাকা ও মোটর গাড়ি পিছু ২৫ টাকা করে তোলা আদায় করছে স্থানীয় কিছু ছেলেরা। সাইকেল পিছু ৫ টাকা।

ঢোলা থানায় ঢুকেছিলেন মানসী ও জয়ব্রত। থানার ওসি ফারুক সাহেব জানালেন, ক্যামেরা বন্ধ করুন। তারপর যে কোনও প্রশ্নের একটাই উত্তর, আমরা জানি না। যা বলবেন, সবই ওপরওয়ালা।

পঞ্চায়েত প্রধান রাইনা বিবি'র বাড়ি যেতেই তিনি মোবাইল ফোনে ডেকে পাঠালেন কাউকে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

BHARATIYA BIGYAN O YUKTIBADI SAMITI

(SCIENCE AND RATIONALISTS' ASSOCIATION OF INDIA)
Society Registration No S / 63498 of 1989-90
Regd. Office : 72/8 Debinibas Road, Kolkata-700 074
Phone : 2559 0435, 2521 6270, Fax : (091)(33) 2551 3635
Kolkata Office & Study Circle : 334 Creek Row, Kolkata-700 014, Ph : 2216 6405

The members of the Executive Committee are available at the study circle on Sat. between 2 PM to 5 PM

Visit our Websites : www.yuktibadi.tk/thefreethinker.tk/prabirghosh.com/srai.org prabirghosh.tk

To
The District Magistrate
South 24 parganas

Sir,

I, Suman Dan on behalf of "Science and Rationalists' Association of India", drawing your attention that there is a unscientific incident which is injurious to our society also, is going in Nakali (P.S- Dhola, Block- Kulpi). There is a pond where people are taking bath, drinking water believing that every disease will be cured which is nothing but a superstition. And for drinking muddy water some of them died, some are seriously ill. Also a business has developed centering the pond leaded by "Ma Kali Manasa Committee".

Any further death must indicate the administrative failure.

So, we request you to stop that immediately by taking a serious step against the owner of the pond and 'Ma Kali Manasa Committee.

Thanking you

Date : 24/03/2010

Suman Dan

Confidential Assistant to
District Magistrate
South 24 Pgs.

E:\Pm5\Sibudas Pm5 1921 70

- **ADVISERS**
  Avijit Roy
  Bratati Mukherjee
  Chandrasekhar Bhattacharya
  Dr. Debnath Chatterjee
  Dr. Sandip Pal
  Dr. Santosh Sarkar
  Dr. Saroj Ghosh
  Dr. Tapati Saha
  Dr. Uday Chatterjee
  Kanibhusan Ganguli
  Saibal Mitra
- **LEGAL ADVISERS**
  Bikash Ranjan Bhattacharya
  Debashis Banerjee
  Geetanath Ganguly
  Md. Gulam Rasul
  Nilava Banerjee
  Omprakash Sharma
  Pronab Pal
  Ramjit Ram
  Sanatan Mukherjee
  Tirnath Ganguly
- **PRESIDENT**
  Sumitra Padmanabhan
- **VICE PRESIDENTS**
  Pinaki Ghosh
  Shankar Bhar
  Sourav Dasgupta
  Souvik Sarkar
  Sudip Chakraborty
- **GENERAL SECRETARY**
  Prabir Ghosh
- **JOINT SECRETARIES**
  Anabil Sengupta
  Biplab Das
  Dipapada Baun
  Mrinal Koyal
  Navraj Gopal Chhetri
  Sanjay Karmakar
  Santosh Sharma
  Suman Dan
- **TREASURER**
  Arun Mukherjee

International Rationalists' Day 1 March

রাইনা বিবি দশাসই মধ্যবয়স্কা। যিনি এলেন, তাঁর বয়স বছর পঞ্চান্ন হবে। গ্রামের রাজনীতিতে চোস্ত। কিছুতেই নিজের পরিচয় দিলেন না। বললেন, আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। রাইনা বিবি ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে সাহায্য করতে আমার আসা। আমি যা বলব, তা সবই রাইনা বিবির কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

নাকালি গুজব শুধু বন্ধ নয়, দোষীদের শাস্তি চাই

— যুক্তিবাদী সমিতি

প্রবীর ঘোষ : ৯৩৩১১২১৯০০

প্রণয় মণ্ডল : ৯৩৩০০৪৯৩৩২

বিবিকে প্রশ্ন করেছিলেন শংকর ও জয়ব্রত। আপনি তো সিপিআইএম করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চেরও সদস্য বলে জানিয়েছেন। আপনার কি মনে হয় না দৈব পুকুর নিয়ে বুজরুকি চলছে?

বিবি-ই উত্তর দিলেন। এত লোক বিশ্বাস করে আসছে। আমরা তো কারো বিশ্বাসে হাত দিতে পারি না।

প্রশ্ন— স্থানীয় মানুষ অভিযোগ তুলেছেন, আপনারা অর্থাৎ প্রশাসন এবং পুলিশ দৈব পুকুর কমিটির কাছ থেকে টাকা পাচ্ছেন, তাই স্থানীয় মানুষদের কথা একটুও ভাবছেন না।

বিবির সহায়ক ছাগল দাড়ি তড়বড় করে উঠলেন, কোনও স্থানীয় লোককে আনুন তো, যে আমাদেরে বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করবে?

উত্তর— ভয়ে আপনাদের সামনে হয় তো মুখ খুলবে না। কিন্তু আমাদের ক্যামেরার সামনে অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ অনেক। ভক্তেরা হেগে-মুতে জায়গাটা নরক করে তুলছে, আপনারা কিচ্ছু করছেন না।

বিবির সহায়ক উত্তর দিলেন— আমরা তো দৈব পুকুর কমিটিকে বলেছি। ওরা যাত্রী-নিবাস করে দেবে। পায়খানা, বাথরুম সব করে দেবে।

—আপনারা তবে দৈব পুকুর কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছেন? আপনারা বিশ্বাস করেন যে বৈদ পুকুরে তিন বার ডুব দিলে যে কোনও অসুখ সেরে যাবে?

না, মানে... আমতা-আমতা করলেন বিবির সহায়ক। বিবির মুখেও কথা সরে না।

বলাই রাজের দাদা তারিণী ক্যামেরার সামনে উত্তর দিতে গিয়ে কথা হারিয়ে ফেললেন। প্রশ্ন ছিল, কলকাতার কোন হাসপাতালে ক্যানসারের চিকিৎসা করিয়ে ছিলেন। আপনার ভাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কবে থেকে কবে পর্যন্ত চিকিৎসা হয়ে ছিল? প্রেসক্রিপসনগুলো দেখান। বলাই যে পুকুরে স্নানের পরেও মারা গেছেন মানলেন।

তারিণী হাসপাতালের নাম ঠিক মনে করতে পারলেন না। সাল তারিখ মনে নেই। প্রেসক্রিপসন কোথায় রেখেছেন, খুঁজে দেখতে হবে বলে জানালেন। বলাই যে পুকুরে স্নানের পরেও মারা গেছেন মানলেন।

দৈব পুকুরের দোকানদার থেকে কাদা মাখামাখি ভক্ত অনেকরেই ইন্টারভিউ নেওয়া হল। ভক্তদের মধ্যে প্রায় সকলেই অশিক্ষিত মানুষ। গাড়িওয়ালারও বেশিরভাগই অশিক্ষিত ব্যবসায়ী। বুঝতে অসুবিধে হয় না, শিক্ষার অভাবেই অলৌকিক ব্যবসার এই রমরমা।

২৪ মার্চ দৈব পুকুরের বুজরুকি বন্ধ করতে যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে চিঠি দেওয়া হয় দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলাশাসককে।

১৬ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিডিও অফিসে জেলা শাসকের নেতৃত্বে মিটিং হয়। আলোচ্য বিষয় : নাকালি দৈব পুকুর নিয়ে আসা অভিযোগ ও গড়ে ওঠা ব্যাপক পোস্টারিং-এর মাধ্যমে গড়ে ওঠা আন্দোলন। মিটিং-এ হাজির ছিলেন জেলাশাসক ছাড়াও বিডিও, স্বাস্থ্যদপ্তরের জেলা অধিকর্তা, ঢোলা থানার অফিসার ইনচার্জ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ইত্যাদিরা।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় পুলিশ ও প্রশাসন দৈব পুকুরে স্নান বন্ধ করতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮ এপ্রিল যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে আবার একটি টিম যায়। এতে ছিলেন মানসী, জয়ব্রত, শংকর, প্রণয় এবং মাধব। বর্তমান পরিস্থিতি ক্যামেরাবন্দি করে নিয়ে আসে।

আমরা থানা, বিডিও এবং জেলাশাসকের কাছে জানতে চাই, হুজুগ ও বুজরুকি বন্ধ করতে ওরা কবে থেকে তৎপর হবেন?

ঠিক পরের দিন থেকেই পুলিশ ও প্রশাসনের তৎপরতা দেখা যায়। মাইক বাজিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘোষণা করা হয়— দৈব পুকুরে স্নান বে-আইনি। 'দৈব পুকুরে স্নান করলে অসুখ সারে'— কেউ গুজব ছড়ালে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

২০ তারিখ মঙ্গলবার ভোর থেকেই রাজ্য-পুলিশে ছয়লাপ লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে নাকালি পর্যন্ত। মটর ভ্যান ও বাসে ভক্ত বলে সন্দেহ করলেই চড়তে দেওয়া হচ্চে না। পাহারা এড়িয়ে যেতে পেরেছে শুধু কিছু সাইকেল ভক্তরা।

এ'দিন ভক্ত সংখ্যা গোনার দায়িত্বে ছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির প্রণয়, মাধব, সঞ্জয় ও শুভঙ্কর। এদিন দু'তিন লাখ ভক্তদের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় দু-তিন'শতে।

২০ তারিখ আমাকে ফোন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। বললেন, নাকালির কাণ্ড সব শুনেছেন তো? আগামী কাল রবিবার দুপুরে ঢোলা থানার সামনে একটা কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করব। আপনার বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। আপনার টিম নিয়ে চলে আসুন। একটা জমজমাটা অনুষ্ঠান করুন। মঞ্চে অনেক বুদ্ধিজীবীদের হাজির করব।

বললাম, আমার কাছে খবর আছে আজ থেকে নাকালি দৈব পুকুরের কাদা মাখা বন্ধ হয়ে গেছে। তিন লাখ ভক্ত সংখ্যা আজ দু-তিন'শ-তে নেমেছে। পরের দিন থেকে তাও থাকবে না। সুন্দরবনের মানুষের কাছের মানুষ কান্তি গাঙ্গুলির এই প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আজকের অবস্থার খবর নিন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন, কাল সভা করার প্রয়োজন আছে কিনা?

না। আর প্রয়োজন হয়নি। দৈব পুকুর দেহ রাখল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : পাঁচ

সায়েব যখন রেইকি করে রাঘব বোয়াল চামচা ঘোরে

'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ভারতের সবচেয়ে বড়ো পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক। ৩০ আগস্ট ২০০৩, শনিবার। টাইমস-এর কলকাতা সংস্করণে একটা বিস্ফোরক খবর প্রকাশিত হল। পত্রিকার পৃষ্ঠায় থাকে মোট আটটি কলাম। তার ছ'কলাম জুড়েই ক্লাইভ হ্যারিসের অলৌকিক ক্ষমতার 'আঁখো দেখা হাল'। সঙ্গে ছবি।

ক্লাইভ হ্যারিস একজন স্পর্শ চিকিৎসক। তবু পৃথিবীর তাবৎ স্পর্শ চিকিৎসকদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর চার থেকে দশ সেকেন্ড হাতের ছোঁয়ায় সম্পূর্ণ সেরে ওঠে লিউকোমিয়া থেকে ক্যানসার রোগী। শেষ অবস্থা না হলে এডস রোগীকেও সারিয়ে তোলেন। কতটুকু বয়স থেকে হাতের ছোঁয়ায় রোগী সারাচ্ছেন? মাত্র দু'বছরের শিশুকাল থেকে। যিশু থেকে কৃষ্ণ— কেউই দু'বছর বয়স থেকে মুহূর্তের স্পর্শে রোগীকে আরোগ্য করেছেন, এমন কাহিনি আমাদের জানা নেই। বাস্তব অনেক সময় কাহিনিকে ছাড়িয়ে যায়—এ'কথা কে যেন লিখে গেছেন। তাই টাইমস-এর কথাকে স্বীকার করলে এই সত্যকেও স্বীকার করতে হয় যে, ক্লাইভ হ্যারিসের 'অলৌকিক' ক্ষমতা অভূতপূর্ব। অর্থাৎ আগে কখনও ঘটেনি। রেইকি-সায়েব এখনও পর্যন্ত ১২ কোটি রোগীকে সারিয়ে তুলেছেন। ভাবা যায়?

মাদার টেরিজাকে 'সেন্টহুড' দিতে যাচ্ছেন পোপ। কারণ—মাদার নাকি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় একজন না দু-জনের অসুখ সারিয়েছিলেন। সে গল্পের দুধে অনেক জল। অথচ হাতের সামনে হ্যারিস থাকতে পোপ তাঁকে পাত্তাই দিচ্ছেন না। সাহেবদের কাছেও কী তবে 'ঘর কা মুরগী দাল বরাবর?' না কী মরা মানুষকে 'অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী' বলে ঘোষণা করায় অনেক সুবিধে আছে? দুষ্টু লোকেরা বলে, তা আছে। কারণ মরা মানুষকে অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে হয় না।

তিন মাসের ভারত সফরে এসেছেন হ্যারিস। ৩০ লক্ষ রোগী পাবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। মুম্বাইতে অসাধারণ সাফল্যের পর হ্যারিস কলকাতায় আসছেন ২ সেপ্টেম্বর ২০০৩, মঙ্গলবার।

আমরা, যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরা শনিবারই ঠিক করে ফেললাম, খোলা মনে হ্যারিসকে নেড়ে-চেড়ে দেখব। তাঁর ক্ষমতার কথা টাইমসের বানানো না হলে, আমরা হ্যারিসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য আন্দোলনে নামব। নোবেল পুরস্কার তাঁকে দিতেই হবে, তা সে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবদানের জন্য দেওয়া হোক, বা নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হোক। কিন্তু দিতে হবে।

পোল্যান্ডের মানুষ ক্লাইভ হ্যারিস। কানাডায় তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। দুটো দেশ হ্যারিসের নাম কেন যে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠাচ্ছে না কে জানে! দেশ দুটো কী তবে ভারতের চেয়েও দুর্নীতিতে এগিয়ে? তেমন হলে হ্যারিসকে ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দাবি জানাব আমরা। আধ্যাত্মিকতার দেশ ভারতে তিনি স্বাগত। ভারতীয় জনতা পার্টি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হ্যারিসকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে এক পায়ে খাড়া থাকবে আগাম ঘোষণা রাখছি। হ্যারিসের ব্যাপারে বিদেশি ছুঁত মার্গের কোনও ব্যাপার থাকতে পারে না। কারণ আমরা যে বিদেশি—এ'কথা মুরলীমনোহর যোশী থেকে প্রবীণ তোগাড়িয়া প্রত্যেকেই জানেন। সোনিয়া গান্ধিকে 'বিদেশিনী' বলে চেঁচানোটা অবশ্য একেবারেই অন্য ব্যাপার। প্রধান প্রতিপক্ষ সোনিয়াকে ক্ষমতার গদি থেকে দূরে রাখতে এই নখরাবাজি। হ্যারিসকে ভারতীয় বানাতে পারলে বিজেপি ও ভি এইচ পি'র লাভ-ই লাভ। লাভ এক : ভারতীয় নোবেল প্রাপ্তি। লাভ দুই : বৈদিক স্পর্শচিকিৎসাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার চেষ্টা। লাভ তিন : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্পর্শচিকিৎসাকে পাঠ্যভুক্ত করে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে উন্নত করা।

জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করার জোরালো চেষ্টা বিজেপি সরকারের তরফে ছিল। যুক্তিবাদী সমিতির চেষ্টায় জ্যোতিষী পেশাটাই-বেআইনি হয়ে যাওয়ায় বিজেপি সরকারের সে পরিকল্পনা ধাক্কা খেয়েছে। এখন ফেং শুই পড়াবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়ে দিয়েছে, ফেং শুই পড়াবে।

এর পরে আসবে রেইকি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের এক সচিব এ'কথা আমাকে বলেছিলেন। এখন মনে হচ্ছে খবরটায় 'দম' ছিল। তা'হলে হ্যারিসের পিছনে শুধু দেশের বৃহত্তম পত্রিকাগোষ্ঠী নেই। তারও পিছনে বি জে পি, ভি এইচ পি আছে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পত্রিকাগোষ্ঠীর গাঁটছড়ার ঐতিহ্য এদেশে অতি প্রাচীন।

হ্যারিসের আগমন-বার্তায় কলকাতার রেইকিওয়ালারা খুব খুশি। ধস নামা বাজার আবার উঠবে। কলকাতার প্রায় চ্যানেল-ই জ্যোতিষ, তন্ত্র, ফেং শুই ও রেইকি নির্ভর। ওদের টাকায় চ্যানেল মাজা সোজা রেখেছে। যুক্তিবাদীরা ওইসব বুজরুকদের একটা করে ধরে, অমনি মার্কেটে ধস নামে। চ্যানেলওয়ালাদের বুকে গুড়গুড়িয়ে ভয় নামে। হ্যারিসের খবরে ওরাও দারুণ উল্লসিত।

আরে বাবা, এতো আর এলেবেলে বাংলা পত্রিকার খবর নয়। এ'হল খোদ সাহেবদের ভাষায় লেখা জবরদস্ত পত্রিকার খবর। অতএব 'বুজরুকি' বলে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ইংরেজি খবরের কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা মানে, বাঙালি হীনম্মন্যতাবোধকে বে-আব্রু করা। কলকাতার সভ্রান্ত মানুষগুলো 'ছ্যা-ছ্যা' করবেন।

ক্লাইভ হ্যারিস বিষয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। হ্যারিস এলেবেলে নন। তাঁর নামে একটা বিশাল সংস্থা গড়ে উঠেছে। 'দ্য ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন'। ঠিকানা : বক্স ২৩। ৬৪-৪১০ সাইরাকো, পোল্যান্ড। ফাউন্ডেশনের সম্পত্তির পরিমাণ ৬০ হাজার কোটি স্টারলিং পাউন্ড। ভারতীয় টাকায় পরিমাণটা বুঝতে ৬০,০০০ কোটিকে ৭২ দিয়ে গুণ করতে হবে।

কী? মাথা ঘুরছে? আমাদের চিন্তার দৌড় টাটা, বিড়লা, আম্বানি পর্যন্ত। এদের সব্বাইকে বান্ডিল করলেও হ্যারিস ফাউন্ডেশনকে ছোঁয়া যাবে না। এমন ধনীর হাত বিশাল লম্বা হবে—এটা এখন শিশুও বোঝে। হ্যারিসের ভারত পর্যটনের পরিকল্পনার বিশালতা বুঝতে গেলে দু-একটি তথ্যই যথেষ্ট। ভারতের বিশাল পত্রিকাগোষ্ঠী হ্যারিসকে স্পনসর করতে এগিয়ে এসেছে। গড়ে উঠেছে একটি সংস্থা 'হ্যারিস এশিয়া ফাউন্ডেশন'। যোগাযোগের ঠিকানা : মেহতা মহল, ১৫ মাথ্যু রোড, অপেরা হাউজ, মুম্বাই। cliveharrisasia @ indiatimes.com হল e-mail যোগাযোগের ঠিকানা।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

THE TIMES OF INDIA

The Times of India, Kolkata Saturday, August 30, 2003

Healer cures diseases with a tender caress

By Sujata Dugar
TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: As a toddler, the caress of his tender fingers cured villagers of their illnesses. At 60, he finds curing cancer "easy". And this Tuesday, he is coming to town.

Clive Harris, a master of touch therapy, is arriving in Kolkata on a two-day visit on September 2. The Kenyan, who claims to have healed over 120 million people "since birth", wants to reach out to three million people in his three-month stay in India. And yes, he charges nothing from his patients.

TOUCH & CURE

"I want to reach out to all those who are suffering from any form of disease," said Harris, having completed a successful session in Mumbai.

"I decided to come to India only when I realised that I could devote enough time to reach out to the wide populace," said Harris.

A healer since the age of two, Harris reahost his unique ability when neighbours who came to see him "felt cured of their problems after a pat".

As the word spread, he began to be considered a panacea for all diseases and was approached by people from all parts of the country.

He has since travelled to Europe, Canada and Africa, and runs almost 19 organisations.

Harris's therapy is quite simple. He merely touches the affected part of the patient's body for four to 10 seconds and that apparently is cure enough.

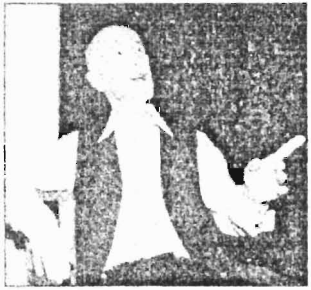

Master of touch therapy Clive Harris.

"I perceive every individual's body as a glowing object. All those areas that appear dark patches are removed by a simple touch," he said.

He resents the being termed Faith as a form of psychedelical cure.

He claims to have cured all kinds of "internal problems" and diseases, leukaemia, blood pressure, diabetes, mental and even cancer.

"It is easy to cure cancer as it is a bacterial growth and can be curtailed from turning malignant," he said. He claims that almost 90 per cent of the patients show instant results upon medical verification.

"He is quick to point out his inability though. "I cannot replace amputated body parts, cure blindness or an AIDS patient in his last stage," said Harris.

১৫ আগস্ট ২০০৩, এর দ্যা টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ায় ক্লাইভ হ্যারিসের বিশাল প্রচার, 'টাচ অ্যাণ্ড কিয়োর' নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
রোগী দেখতে হ্যারিস সাহেব কোনও ফি নেন না। তবে ডোনেশন দিতে হয় অন্তত দু'হাজার টাকা। মুম্বাইতে ৪০ হাজার রোগী দেখেছেন। অসাধারণ সাফল্য এসেছে। এমনটাই শুনেছি।

২ সেপ্টেম্বর ২০০৩। দক্ষিণ কলকাতায় সাদার্ন প্লাজায় আমন্ত্রিত সাংবাদিকদের এমনই সব তথ্য দিচ্ছিলেন 'হ্যারিস এশিয়া' ও 'ইন্ডিয়া টাইমস'-এর প্রতিনিধিরা। অসাধারণ টিমওয়ার্ক। যেসব সাংবাদিকরা ওঁদের কাছে 'পিওর ফর সিওর' নন, তাঁদের কাছে ওঁরা বিনয়ের সুখতলা। অনুরোধ—একটু দেখবেন। 'দেখা-দেখি'র হিসেবটা অনেক জায়গায় নাকি ব্রহ্মাস্ত্র। শুনছিলাম, দেখছিলাম, বোঝার চেষ্টা করছিলাম। আমার উপরও নজর ছিল সাংবাদিক বন্ধুদের। এমন পরিস্থিতিতে আমার হাজির থাকা মানেই খবর তৈরির সম্ভাবনা।

ভারতের বিজনেস ক্যাপিট্যাল মুম্বাইতে রেইকি সাহেব ৪০ হাজার রোগী দেখেছেন, আমরা জেনেছি। কিন্তু একজন 'আমআদমি' হিসেবে আরও কিছু জানার ইচ্ছে হচ্ছে। ইচ্ছে না বলে এটাকে আমাদের অধিকারও বলতে পারি। মুম্বাইতে কী ডোনেশনের সর্বনিম্ন পরিমাণ ২ হাজারে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল? মনে হয় না। ৫-১০ হাজার না করে কলকাতার লেভেলে নামিয়ে আনলে ওঁদের দস্তুর মতো অসম্মান করা হয়। যদি ধরে নিই মুম্বাইয়ের রোগীরা ২ হাজার টাকা করে দিয়েছেন, তা হলেও হ্যারিস সাহেব রোজগার করেছেন কম করে ৮ কোটি টাকা। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টকে একটি টাকাও ট্যাক্স না দিয়ে পুরোটাই পকেটে পুরেছেন। **ধূর্ততার সঙ্গে নিজের রোজগার 'দ্য ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন'-এর নামে দেখিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের পাওয়া ডোনেশন। অতএব আয়কর দেবার প্রশ্ন নেই। আমাদের দেশ থেকে এভাবে লুটে নিয়ে চলে যাবে, আর আমাদের দেশের সরকার নিদ্রা যাবে?** এইসব বুজরুক অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে কড়া আইন আছে—'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস (অবজেকশনাবেল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৫৪'। ব্যবস্থা নিতে পারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার। অলৌকিক চিকিৎসায় রোগী সুস্থ হয় কি না, এটা আদৌ আইনের বিবেচনার বিষয় নয়। কেউ এই ধরনের প্রচার করলে প্রচারক। প্রকাশক ও অলৌকিক চিকিৎসক দু-জনেই একই অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তি পাবে। আইন আছে, কিন্তু প্রয়োগ নেই। প্রয়োগ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রয়োগ করবে, এমন মাজার জোর কোনও সরকারের-ই নেই। এইসব মাজা ভাঙা খাজা সরকারকে মান্য করেই আমাদের চলতে হবে। আমাদের মানে—আপনার আমার মতো 'আমআদমি'কে।

২ সেপ্টেম্বর, ২০০৩, মঙ্গলবার, দুপুর ১১টা ৩০ মিনিট। আমরা এখন সাদার্ন প্লাজার চারতলায়। আঙুলে গোনা কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের মধ্যে একমাত্র ই টিভির টিম হাজির। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুরের এপিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কিছু ছাত্র আমাদের সমিতির সদস্য। প্রণব দত্তের নেতৃত্বে তাদের কয়েকজন ছদ্ম সাংবাদিক হিসেবে ঢুকে পড়েছিল। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল দুটি প্রধান ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের কাজকর্মের উপর নজর রাখা। আমার সঙ্গী দুজন। একজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র গৌতম রায়। গৌতম সাইনাসের রোগী। এক্সরের রিপোর্ট ও প্লেট, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন সবই সঙ্গে আছে। দ্বিতীয়জন রানাপ্রতাপ হাজরা। এপিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, সাত বছর বয়স থেকে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তোতলামিতে ভুগছে। ওর সঙ্গে আছে ই এন টি স্পেশালিস্টের প্রেসক্রিপশন ও রিপোর্ট।

আজকের অনুষ্ঠান-সূচি নিয়ে গতকাল রাত পর্যন্ত চলেছে অনেক চোর-পুলিশ খেলা। কয়েকটি প্রচারমাধ্যম শেষ মুহূর্তে জেনেছে রেইকি সাহেবের কর্মসূচি। মুম্বাইতে রেইকি সাহেব বসেছিলেন হেঁকে-ডেকে। মাফিয়ার স্বর্গরাজ্যে বুক ফুলিয়ে। কলকাতায় এমন চুপসে কেন? কোন্ জুজুর ভয়ে? সে জুজু যুক্তিবাদী সমিতি নয় তো? কলকাতায় আসার আগে প্রাথমিক হোম ওয়ার্কে বসলে এমন ভয় স্বাভাবিক। অন্তত যাঁদের ভরসায় আসা, তাঁরা কিন্তু আমাদের ভালোই চেনেন।

আমি চারতলায় পা দেওয়ার আগেই সেল ফোনে খবরটা পেয়েছি—আমার ছবিসহ ভিজিটিং কার্ড ব্যবস্থাপকদের এক প্রতিনিধির হাতে তুলে দিয়েছেন এক সাংবাদিক। বিষয়টা আমার কাছে আদৌ অপ্রত্যাশিত ছিল না। অথচ ওই সাংবাদিক-ই দু'দিনে বহুবার আমাকে ফোন করেছেন। জানতে চেয়েছেন, আমি যাচ্ছি কি না? কীভাবে অ্যাকশন করব? ইত্যাদি অনেক কিছু। এও জানিয়েছেন, আমি বললে তিনি একজন হাত ভাঙা রোগী নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর কথা শুনলে মনে হতে পারে, হ্যারিসের বুজরুকি ধরতে তিনি উত্তেজনায় ফুটছেন। সুদীর্ঘকাল ধরে মিডিয়ার সঙ্গে ঘর করছি। অভিজ্ঞতা অনেক কিছু শিখিয়েছে। বোধ বলল—এটা ফাঁদ হতেই পারে। সুস্থ মানুষের হাতে প্লাস্টার করিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ওই রোগীকে আমার স্বীকৃতি নিয়ে একবার হাজির করতে পারলেই কেল্লা ফতে। রেইকির পর হাতের এক্সরে করালে প্রমাণিত হবে, হাতের হাড় আর ভাঙা নেই। পরের দিনই প্রথম পৃষ্ঠার খবর হবে—"পৃথিবী কাঁপানো যুক্তিবাদী সমিতি হ্যারিসের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে হার মানল।"

সাংবাদিকদের খুশি করতে হ্যারিস ও ইন্ডিয়া টাইমস-এর তরফ থেকে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সাংবাদিকরা একজন করে রোগী আনতে পারবেন। নো ফি। নো ডোনেশন। হ্যারিসের সিডিউল এই—১১-৩০ থেকে ১২ পর্যন্ত সাংবাদিকদের রোগী দেখবেন। ১২টা থেকে সাংবাদিক সম্মেলন। ৩ তারিখ থেকে ৬ তারিখ গোর্কি সদনে রোগী দেখবেন।

দুই সাংবাদিক বন্ধুর সাহায্যে গৌতম রায় ও রানাপ্রতাপ হাজরার নাম রোগী হিসেবে নথিভুক্ত করিয়েছি। আমার নামও নথিভুক্ত করিয়েছি। রোগটা ব্লাডসুগার। কতকালই 'ব্লাড পি পি' করিয়েছি। রিপোর্ট আমার পকেটে।

আমার ছবিসহ ভিজিটিং কার্ড হ্যারিস অ্যান্ড কোম্পানির হাতে। আমি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে হাজির হলাম। হাত ভাঙা রোগী আনতে চাওয়া সাংবাদিক ছটফট করছেন। তিনি স্বভাব ছটফটে বলে ইতিপূর্বে কখনই আমার মনে হয়নি। তিনি এগোলেন এক ব্যবস্থাপকের সঙ্গে কথা বলতে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগোল কড়া নজর রাখা ছেলেটি। সাংবাদিক পিছোলেন। কারণ তিনি বোধহয় বুঝে গেছেন, নজর রাখা হয়েছে। তিনি মোবাইল খুললেন। কথা বলা হল না। পাশে কড়া মার্কিং। শেষে এটুকু বলি—আমার শরীরী ভাষা কাউন্টারের মানুষদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন, আমি যুক্তিবাদী প্রবীর নই। বিভ্রান্ত করার কৌশল ফাঁস করতে চাই না, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমার কাছের মানুষরা জানেন। এটা প্রয়োজন। এতেই খুশি।

বিশাল ফ্ল্যাটের দরজায় ও দেয়ালে নানা পোস্টার। কোনওটায় নীরব থাকার অনুরোধ, কোনওটায় মোবাইল ফোনের সুইচ অফ রাখার কঠোর নির্দেশ। ভিতর দিকের একটা হলে সাংবাদিক সম্মেলন হবে। সামনের হলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকরা। ইতিউতি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আজকাল

বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৬১ বুধবার ১৭ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

স্পর্শে জাদু চিকিৎসা! যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের সঙ্গে ক্লাইভ হ্যারিস। মঙ্গলবার। ছবি: রনি রায়

স্পর্শে নিরাময় : কানাডার ক্লাইভ রেগে আগুন যুক্তিবাদীর ওপর!

অমিতাভ সিরাজ: তাঁর পাঁচ আঙুলের ডগা তখন রোগীর গায়ে-মাথায় নাচছে। ক্রমোন্নতি নৌন স্বয়ং চিকিৎসক। কথা বললে চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটে তাঁর। কানাডার ক্লাইভ হ্যারিস। মাত্র চার সেকেন্ডে যাবতীয় রোগের নিরাময় তাঁর স্পর্শের জাদুতে! এমনই দাবি ক্লাইভের। শ্বেতকায় ঢ্যাঙা-চওড়া মানুষটি ঘুরিয়া ঘুরে এখন কলকাতায়। তাঁর সেই 'হিলিং টাচ' প্রথাৎ স্পর্শ-চিকিৎসা করতে গিয়ে সোমবার রীতিমত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন ক্লাইভ হ্যারিস। শেষমেশ। খেপেও গেলেন যুক্তিবাদীদের ওপর। দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন প্লাজার চারতলায় একটি ফ্ল্যাটে এ দিন ক্লাইভ হ্যারিস চিকিৎসা করবেন বলে আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। এসেছিলেন রোগীদের সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র গৌতম রায় এবং রানা প্রতাপ নামে আরও এক যুবক। ক্লাইভের দাবি, তাঁর স্পর্শ-চিকিৎসায় সুগার, ডায়াবেটিস থেকে যক্ষ্মা, এইডস, এমনকি ক্যান্সারও সেরে যাবে! ক্লাইভ ইতিমধ্যে মুম্বইয়ে ২০ হাজার রোগীর চিকিৎসা করেছেন এই পদ্ধতিতে। গোটা বিশ্বে তাঁর নিরাময় হওয়া রোগীর সংখ্যা ১২০ মিলিয়ন। ক্লাইভ হ্যারিস ফাউন্ডেশন এই তথ্য জোগালেও যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষেরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে স্বয়ং চিকিৎসককে বললেন, আমরা ১০ জন রোগীকে আনছি। আপনি প্রমাণ করুন সুস্থ হয়েছে। ২০ লাখ টাকা সাম্মানিক দেব। আমাদের সংগঠন ভেঙে দেব। না, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি ক্লাইভ হ্যারিস। উল্টে রেগে গিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে বললেন। কিন্তু ক্লাইভের চিকিৎসা-ফি কত? রোগী পিছু ২০০০ টাকা। অবশ্যই 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে। তার জন্য সময়ে 'মাস হিলিং'। তখন কি লাগে না। জানালেন মেহতা চ্যারিটি ট্রাস্টের এক প্রতিনিধি। তাঁর ফাউন্ডেশন ৬০০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ডের সম্পদের অধিকারী। পোল্যান্ডে জন্ম হলেও ক্লাইভ দীর্ঘদিন কানাডায় রয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাইভ নিজেই বললেন, সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে রোগ সেরেছে কি না বোঝা যাবে না। সব রোগের চিকিৎসা করি। আমি একশো ভাগ নিশ্চিত, সুস্থ হবেনই। কীভাবে? তার ব্যাখ্যা দিয়ে ক্লাইভ বোঝান, 'মানবশরীরে ১২০টি পয়েন্ট স্পর্শ করি। তাতেই ভাল হয়ে যায়।' যুক্তিবাদী নেতা প্রবীর ঘোষদের অভিযোগ, 'মানুষকে 'ওষুধ দিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। এত টাকা দিয়ে যাঁরা চিকিৎসা করাচ্ছেন, তাঁরা সবাই সুস্থ হয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ উনি দেখাতে পারেননি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ফিসফিস। একটা দরজা বন্ধ ঘরের সামনে উর্দি পরা স্মার্ট গার্ড। ও-ঘরেই আছেন হ্যারিস। 'মেহেতা টাইমস'-এর এক কর্মকর্তা ঠিক করে দিচ্ছিলেন, কার পর কে ও-ঘরে ঢুকবেন। গৌতমের সুযোগ মিলল। ঢুকতে ও বের হতে মিনিট দেড়-দুই বড় জোর। আমি আর রানাপ্রতাপই শেষ। আমার ডাক পড়তে রানাকেও ডেকে নিলাম। দুজনে একসঙ্গে ঢুকলাম। দুটো চেয়ার পাতা। ঘরে কোনও আসবাব নেই। আমি ও রানা বসলাম। আমি যে সাংবাদিক, সে কথা কর্মকর্তাটি জানিয়ে দিয়ে গেলেন হ্যারিসকে। আমার অনুরোধে রানাকে প্রথম শুরু করলেন। রোগটা কী জেনে নিলেন। 'তোতলামো' শোনার পর হ্যারিসের দু'হাতের আঙুল রানার গলা কপাল ও মাথায় নৃত্য করতে লাগল। রানাকে শেষ করে আমাকে ধরলেন। আমার পেট থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর আঙুলগুলো খেলা করে বেড়াতে লাগল। আমাকে সময় দিলেন এক মিনিটের বেশি। সাংবাদিক বলে হয়তো খাতিরটা বেশি।

হ্যারিসকে বললাম, "আমার একটা অনুরোধ। প্রচারের এমন সুযোগ ছাড়বেন না। আমাকে রেইকি করছেন, এটা আজকের টিভি আর কালকের পত্রিকায় বেরিয়ে গেলে ভালো প্রচার পাবেন। কারণ, আমি তো 'আমআদমি' নই। আমি সাংবাদিক।"

আমার কথাটা সাহেব ও কর্মকর্তার মাথায় ধরল। দু'জন এ নিয়ে কী করবেন যখন আলোচনা করছেন, তখন আবার মুখ খুললাম, "শুধু ফোটোগ্রাফারদের ডেকে আনছি।"

বেরিয়ে গেলাম। ডেকে নিলাম শুধু ফটোগ্রাফারদের। আমার অনুরোধে হ্যারিস প্রথমে রানাকে, পরে আমাকে রেইকি দিলেন। প্রচুর ছবি উঠল।

ফোটো সেশন শেষ করে হ্যারিস ঘর ছেড়ে বের হলেন। ঢুকলেন পাশের ছোট হল ঘরে। শুরু হল সাংবাদিক সম্মেলন, প্রশ্ন করলেন ই টি ভি-র পারিজাত। প্রায় একাই প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে হ্যারিস জানালেন, শতকরা ৮৭ ভাগ রোগীকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন। হ্যাঁ, তার মধ্যে ক্যানসার, লিউকোমিয়া, ম্যানিনজাইটিস ম্যালেরিয়া, এডস রোগীও আছেন। পারিজাতের আরও একটি প্রশ্ন ছিল, কত দিনের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন? হ্যারিসের দ্বিধাহীন উত্তর—কয়েক সেকেন্ড থেকে দু-এক মিনিটের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে যান।

গৌতমকে ডেকে হ্যারিসের পাশে দাঁড়াতে বললাম। গৌতমকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি যে সব সময় প্রবল মাথা ব্যথা অনুভব কর, সেটা কি এখন কিছুটা কমেছে?"

—"না। একই রকম আছে।"

গৌতমের এক্সরে ফিল্ম ও রিপোর্ট দেখিয়ে বললাম, "এটা দু-এক দিন আগের রিপোর্ট। আমরা আজই 'রায়-ত্রিবেদী' এবং 'সুরক্ষা' থেকে এক্সরে করাতে পারি। সেই রিপোর্ট আমাদের বুঝিয়ে দেবে রেইকির পর গৌতমের সাইনাস প্রবলেম একই আছে, না কমেছে, অথবা সেরে গেছে।"

"আসুন রানা।" রানাকে ডেকে নিলাম।

পারিজাত-ই রানাকে প্রশ্নটা করলেন, "আপনি কি সুস্থ হয়ে গেছেন?" রানা জানালেন, তিনি সামান্যতম উন্নতি অনুভব করছেন না। রানার কথাও সেটাই বুঝিয়ে দিল।

রানার 'হাতে গরম' উদাহরণ সাংবাদিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য এনে দিল। শুধু একটি পত্রিকার দুই সাংবাদিককে দেখা গেল 'প্যাঁচাপানা মুখখানা' করে শেষ পঙ্‌ক্তির দুটি চেয়ারে পাশাপাশি বসে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আগামীকাল আমার ব্লাড পি পি টেস্ট করাব। টেস্ট রিপোর্টই
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আজকাল

বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৭১ শনিবার ২৭ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩

প্রিয় সম্পাদক

বুজরুকবাবা!

রবি রায়

বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লার অসতর্কতায় ক্লাইভ বাংলায় ব্রিটিশ রাজ কায়েম করতে সমর্থ হলেও, তাঁর জাত ভাই নবতম ক্লাইভ কিন্তু এবার কলকাতা তথা বাংলায় বুজরুকি-রাজ কায়েম করতে ব্যর্থ হল। ইংল্যান্ড নয়, এবারের ক্লাইভ এসেছিল কানাডা থেকে। তার হাতের স্পর্শেই নাকি সব রোগ ছুটে পালায়! এই নব্য বুজরুকিবাবাকে চ্যালেঞ্জ করেন প্রবীর ঘোষ-সহ যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। যুক্তিবাদী হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ক্লাইভ হ্যারিস। ধরা পড়ে গেল স্পর্শ-বাবা। ধন্যবাদ জানাই যুক্তিবাদী কর্মীদের সচেতন প্রয়াসকে। কেন্দ্রীয় বি জে পি সরকার ও তার গৈরিক বাহিনী ভারত-সহ সারা বিশ্ব জুড়ে যে জ্যোতিষবিদ্যা ও গো-সংস্কৃতির প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে উৎসাহিত হয়ে ক্লাইভ হ্যারিসরা যে সুদূর কানাডা থেকে বুজরুকির ঝুড়ি নিয়ে ছুটে আসবে, এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে। ভবিষ্যতে শহর কলকাতায় এরা সবাই আসবে নবরূপে, নব-নব সাজে। যেমন কদিন আগেই এসেছিলেন জ্যোতিষ। তিনি শিক্ষায় জ্যোতিষবিদ্যার মাস্টারি হলেও, এসেছিলেন মন্ত্রীর বেশে। আনন্দবাজার-তেপান্তরিয়াবাও ত্রিশূল-ডমরু নিয়ে মাঝেমধ্যে অবতার-রূপে সব চাঁদা হন এখানে। লাভ হয় না। আসলে কলকাতা মাটি বুজরু মাটি, ওরা ভুলে যান। মহামতি গোখলে সাহেব বাংলাকে ঠিকই চিনেছিলেন। চিনতে পারেননি গেরুয়া নেতারা কিংবা ক্লাইভ হ্যারিসের মত বুজরুকিবাবারা। জাতটার মগজকে মন্দির-মসজিদের তলায় চাপা দেওয়া যায় না। জাতটার মেরুদণ্ডের বনিয়াদ অন্য। তাই তো বুজরুক ক্লাইভ কিংবা তথাগতবাবুরা বাংলার মাটিতে দাঁত বসাতে পারেন না। আমরা গর্বিত। আমরা সতর্ক।

বরমন কান্তি। তমলুক। পূর্ব মেদিনীপুর

'স্পর্শে নিরাময়'

(আজকাল সংবাদ, ৩ সেপ্টেম্বর)

রাষ্ট্র গণতন্ত্র কত দূর সহনীয় ও স্বাস্থ্যকর? সুদূর কানাডা থেকে ক্লাইভ হ্যারিস এখানে 'স্পর্শে বুজরুকির দিব্যি ব্যবসা (সংবাদ: স্পর্শে নিরাময়, ৩ সেপ্টেম্বর) খুলে ফেললেন এমনই গণতন্ত্রের প্রশ্রয়ে। করবেন না-ই বা কেন? এখানে জ্যোতিষ চলছে রমরমিয়ে। পাশব-মানুষিতে ভাল-বাম ভেদ নেই। নবরূপে তাই ঐশ্বরিক (এও স্পর্শ-টর্শ কিনা), কেননই (এর স্পর্শে গুহে এমাম আসেন) জাঁকিয়ে বসছে। মন্ত্রে-তন্ত্রে শুধু ভোটের তালিকায় অপেক্ষা। হ্যারিস-মতিলালরা কবে হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারবেন রাজনীতিবিদ্‌রা? মোটেই না। এদিকে ঘন্টার গান।

আসলে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা অনেক। আমাদের প্রশ্রয় না পেলে হ্যারিস/মেইলিরা কেনই বা আসবে? যুক্তিবাদীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। এই দুর্দিনে তাঁরা বিবিধ গণতান্ত্রিক নীতির প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ করবেন সাহসের সঙ্গে। আরও সাহস ও সহযোগিতার দরকার। এ-সব ব্যাপারে ডিরিং-সকেরা কেন এগিয়ে আসছেন না? আই এম এ-র বক্তব্য কী? এ-সব ব্যাপারে তো তাঁরা ভাল বোঝেন।

শুভাংশুকুমার রায়। ফটকগোড়া। চন্দননগর। হুগলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বলে দেবে। ক্লাইভ হ্যারিস ব্লাডসুগার আদৌ কমাতে পারেন কি না?"

পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে ক্লাইভ হ্যারিসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনুরোধ করলাম, "পড়ুন এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জানান। খুব খুশি হব যদি চিঠিটি জোরে জোরে পড়েন।"

হ্যারিস জোরে পড়া শুরু করলেন। প্রথম প্যারার পর-ই তার মুখে সাইলেন্সার। উত্তেজনায় টগবগে সাংবাদিকদের হাতে ধরিয়ে দিলাম চিঠির প্রতিলিপি। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে লেখা হয়েছে :—

To
Mr. Clive Haris

Dial (033)25590435
e-mail-prabir_rationalist@hotmail.com
Date : 2 Sep. 2003

Dear Sir,

As per your claim that you can cure diseases as critical as Cancer with the magic touch of your hand. We have also heard that you have cured many patients including the 1st stage AIDS patients belonging to many overseas countries.

Sir, we have a few patients suffering from critical or minor diseases. We therefore request you to kindly consider them and sort out their problems with your miraculous touch.

If you prove to be successful then our association will pay you an amount of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty lakhs) and free advertisment will be provided in favour of you by the members of our association.

It is expected that you will accept our challenge and prove yourself. And if you fail to do so then it will be proved that you are a fraud and misguiding the common people.

With Thanks,

(Prabir Ghosh)
General Secretary
(Science and Rationalists' Association of India)

সরল চিঠি। মিস্টার ক্লাইভ হ্যারিস। তোমার দাবি, তুমি কঠিন ক্যানসারও হাতের জাদু ছোঁয়ায় ঠিক করতে পার। শুনেছি, অনেক রোগীকে সুস্থ করেছ। প্রথম অবস্থায় এড্‌স রোগী এলেও সুস্থ করো। আমাদের কাছে কিছু রোগী আছে। অনুরোধ, তোমার অলৌকিক স্পর্শে তাদের সমস্যা মেটাও। তুমি কৃতকার্য হলে প্রণামী দেব ২০ লক্ষ টাকা। আমাদের সমিতির সদস্যরা তোমার হয়ে প্রচারে নামবে। আশা করছি তুমি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে ও তোমার ক্ষমতা প্রমাণ করবে। তোমার অক্ষমতা এটাই প্রমাণ করবে, তুমি একজন প্রতারক এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছ।

চিঠি পড়ে স্যারের রাগে কাঁপছেন। কাঁপারই কথা। যাঁর ঐশ্বর্যের কাছে দুনিয়া নতজানু, তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কাছে এক তুচ্ছ বঙ্গভাষী....সহ্য হবে কেন? 'হ্যারিস' ব্র্যান্ডের সঙ্গে নাম জড়াতে যখন ভারতের পত্রিকা জগতের সম্রাট ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন হ্যারিসের সঙ্গে টক্কর দিতে এলে সহ্য হবে কেন?

ই টি ভি'র লোগো লাগানো বুম'টা পারিজাত এগিয়ে দিলেন হ্যারিসের সামনে, "আপনি কি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন?"

"না। আমি বলিনি শতকরা একশো ভাগ রোগীকেই ঠিক করে দেব। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি না।"

বুম এবার আমার মুখের কাছে। বললাম, "১০ জন রোগী আনব। ৫ জনকে সুস্থ করে দিলেই হার মানব। ২০ লক্ষ টাকা দেব। কথা দিচ্ছি, হেরে গেলে যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।"

"মিস্টার হ্যারিস, আপনি তো শুনলেন। এ'বার গ্রহণ করছেন?" পারিজাতের প্রশ্ন।

জোর মাথা ঝাঁকালেন হ্যারিস। বুঝিয়ে দিলেন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে ব্যবস্থাপকদের একজন মোবাইলে কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার নাম?"

জানালাম, "প্রবীর ঘোষ।" ওই মহিলা মোবাইলে কাউকে জানালেন, প্রবীর ঘোষ এসে পড়েছে। এমন উত্তেজিত ভাবে বলছিলেন, যেন ডাকাত পড়েছে। ডাকাতের ঘরে ডাকাতি কি সত্যিই অপ্রত্যাশিত ছিল?

"প্রবীরবাবু, উনি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না। আপনি কিছু বলবেন?" পারিজাতের প্রশ্ন।

"১০ জন রোগীর মধ্যে ৪ জনকে সুস্থ করলেই হার স্বীকার করে নেব।"

"হ্যারিস এবার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সুবর্ণ সুযোগ আপনার কাছে।"

ধূর্ত হ্যারিস তাতেও রাজি নন। আমি ১০-এ ৩ এবং অবশেষে ২-এ পর্যন্ত নামলাম। অর্থাৎ ১০ জন রোগী দেব। ২ জনকে সুস্থ করে দিলেই হারবে যুক্তিবাদী সমিতি।

না, হ্যারিস তাতেও রাজি হলেন না। হ্যারিসকে উদ্ধার করতে ঝাঁপালেন ব্যবস্থাপকরা। এক মহিলা ও এক পুরুষ তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন—প্রমাণ চাইলে মুম্বাই থেকে রোগীদের চিঠি এনে দেখাতে পারেন। তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে ক্যানসার রোগীও হ্যারিসের স্পর্শ চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন।

ই টি ভি-র ক্যামেরা এ'সব উত্তেজিত চিৎকার তৎপরতার সঙ্গে ধরে রাখছিল। আমাকে বলতেই হল—অমন চিঠি দেখিয়ে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। সাজানো রোগীর চিঠি এনে দেখানো খুব সোজা। এই শহরটার নাম কলকাতা। এখানে এসে সব সাংবাদিকদের বোকা বানাবেন অথবা কিনে ফেলবেন ভাবলে ভুল করেছেন। সামান্য সততা থাকলে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন। রোগী ও তাঁদের চিকিৎসকদের হাজির করে দেব।

হ্যারিস তখন উঠে দাঁড়িয়ে গুটিগুটি পায়ে সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে বাইরে।

তলায় নামতেই অন্য সাংবাদিকদের সামনেই আক্রান্ত হলাম। আক্রমণটা খিস্তি-খেউড়ের। এক ইংরেজি পত্রিকার চিত্র-সাংবাদিক 'শ'কার 'ব'কার তুলে বললেন, হ্যারিস রোজগার করছে তো আমার কেন জ্বালা ধরছে? আমার হিম্মত নেই, তাই নাকি রোজগার করছি না। অবতার সাজার মতো ক্ষমতা থাকলে আমিও নাকি লোক ঠকাতে নামতাম।

এই খেউড়ের মধ্যেই তলায় নেমে এসেছেন ব্যবস্থাপকদের দুই কেন্দ্রীয় নেতা, এক নারী ও এক পুরুষ। নারীটি মুখ নর্দমা করলেন। পুরুষটি চিৎকার করে হুমকি দিলেন, এঁদের ক্ষমতার সম্বন্ধে নাকি কোনও অনুমানই আমার নেই। আমার পিছনে ইনকাম ট্যাক্স লাগিয়ে দিয়ে 'লাইফ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হেল' করে দেবেন। আমাকে জেলে পুরে ছাড়বেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'বড়'দের শত্রুতা কী ভয়ংকর রূপ নিতে পারে, তা আমি দীর্ঘ বছর ধরে দেখে আসছি। ওদের আঘাত হানলে ওরা নির্দয় প্রত্যাঘাত হানে। সে অতি ভয়ংকর নির্দয় প্রত্যাঘাত। বারবার চড়া মাশুল গুনতে হয়েছে আমাকে। তারপরও এইসব বুজরুকদের দেখলেই 'বোকা বুড়ো' বা 'পাগলা জগাই' হয়ে যাই। যত দিন আছি, এ'ভাবেই লড়ব। হয় মারব, নয় মরব। বোকা বলেই ফেললাম, "যা পারবেন, করবেন।"

সে দিন-ই 'ই টিভি বাংলা' তাদের খবরে হ্যারিস-কিস্‌সা দেখাল। তাও আবার দীর্ঘ ৪ মিনিট ধরে। খবরে ৩০ সেকেন্ডই যখন যথেষ্ট, তখন ৪ মিনিট! যা যা ক্যামেরায় ধরেছিলেন, তার সব কিছু নিয়ে একটা কোলাজ।

সে রাতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন পেলাম শ'খানেক। সবই অভিনন্দন জানিয়ে। আপ্লুত হলাম।

আমজনতাকে সাথী পাওয়ার আনন্দ ও তৃপ্তিই আলাদা।

পরের দিনের 'আজকাল' ও 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর ছবিসহ প্রতিবেদন আমাদের কাছে বয়ে আনল খুশির হাওয়া। দুই ইংরেজি পত্রিকা একদম চুপ। তাদের যে ভূমিকা দেখেছি, তাতে এটা প্রত্যাশিত ছিল। এখন ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে প্রত্যাঘাতের প্রত্যাশায় আছি। প্রত্যাঘাত এলে আপনাদের সঙ্গে পাব—এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের সবাইকে আগাম সেলাম জানাই।

কলকাতার রেইকি চিত্র

কলকাতার রেইকি সম্রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী মিত্রের মোবাইলে ফোনটা আমিই করেছিলাম। সময়টা হ্যারিস পদার্পণের বছরখানেক আগে। যাজ্ঞসেনী আমার নাম ও পরিচয় শুনে এত ঘাবড়ে যাবেন, ভাবিনি। তবে সেটা সাময়িক। আমার সঙ্গে মিনিট দু'য়েক কথা বলে বোধহয় বুঝে নিলেন—লোকটা গাঁইয়া ও সরল। ভয়ের কিছু নেই। বরং অজগরের মতো একটু একটু করে গিলে ফেলা যায়।

আমাকে উদার আমন্ত্রণ জানালেন—গড়িয়াহাট নার্সিংহোমে আজই বিকেল সাড়ে চারটেয় চলে আসুন। অপেক্ষায় থাকব। কলেজে পড়তে আপনার লেখার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তার পর থেকেই আপনি আমার হিরো। আপনার ফোন পেয়ে প্রথমটা খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

গেলাম। যাজ্ঞসেনী ও নার্সিংহোমের দুই পার্টনার তলা থেকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওপরে নিয়ে গেলেন। এই নার্সিংহোমে যাজ্ঞসেনী বসেন। রোগী দেখেন। যাজ্ঞসেনীর চেম্বারে বসেই কথা হচ্ছিল। আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, যাজ্ঞসেনী তাঁর নামের আগে যে 'ডাক্তার' লেখেন, তার আইনি বৈধতা কতটুকু? অ্যালোপ্যাথি নার্সিংহোমে তাঁকে দিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে, নার্সিংহোম কি আইন ভাঙছে না? আমার প্রশ্নগুলোতে এতটাই নরম ছোঁয়া দিয়েছিলাম, যাতে তিনজনই মনে করেন, আমি শত্রু নই, শুভানুধ্যায়ী। তবু এমন প্রশ্ন যে তিনজনকে যথেষ্ট নাড়া দিয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

যাজ্ঞসেনী নিজের আকর্ষণী ক্ষমতার উপর অগাধ আস্থা রাখেন। তিনিই অনুরোধ করলেন, তাঁর রেইকি ক্ষমতা একবার দেখে যেতে। আমার কোনও শারীরিক অসুবিধে আছে কি না, দেখতে একটা ফুল রেইকি দেবেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নিয়ে গেলেন অবজারভেশন চেম্বারে। ধবধবে বেড। আমাকে খাড় থেকে শার্ট টার্ট সব খুলে শুয়ে পড়তে বললেন। শরীরে কোনও বন্ধন থাকলে না কি রেইকি শক্তি পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। শুলাম। তবে ঘড়ি ও শার্ট খুলে, প্যান্টের কোমর ঢিলে করে।

মানব শরীরে মস্তিষ্ক থেকে মূলাধার চক্র পর্যন্ত নাকি সাতটি চক্র আছে। সাতটি চক্রের আবার একুশটি পয়েন্ট আছে। এই প্রতিটি পয়েন্ট যদি স্পর্শ করেন রেইকি বিশেষজ্ঞ, তবে তাকে বলে ফুল রেইকি। আমাকে ফুল রেইকি দিলেন কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট। তারপর জানালেন, আমার যৌনক্ষমতা খুবই দুর্বল। সবল করতে বার কয়েক সিটিং দিতে হবে।

এখানে যাজ্ঞসেনীর রেইকি বিদ্যে ডাহা ফেল। যাজ্ঞীসেনী ভাবতেই পারেননি, এমন অতিসক্ষম মানুষও থাকতে পারেন, যাঁর বিশেষ একজনের স্পর্শ ছাড়া ঘুম ভাঙে না। তবে এ'টা বুঝলাম, কিছু ম্যাসেজ পার্লারের মতোই রেইকি সেন্টারের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

রেইকির ক্রেজ চলছে

রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসার একটা 'ক্রেজ' চলছে। মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতের অনেক তারকাই রেইকি শিখছেন 'সেল্ফ রেইকি' করে অসুখ-বিসুখ ও বার্ধক্যকে দূরে রাখতে। মুম্বাই ও দিল্লির টপ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, টপ একজিকিউটিভরা 'সেল্ফ রেইকি'তে সময় দিচ্ছেন। এটা নাকি মেডিটেশনেরই এক উন্নত প্রয়োগ বিজ্ঞান। এতে নাকি মেন্টাল ও স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়। যাঁদের 'সেল্ফ রেইকি' শেখার মতো সময় নেই, তাঁরা রেইকি নিতে সেন্টার বা ইনস্টিটিউটগুলোতে ভিড় জমাচ্ছেন।

রেইকি মাস্টার, গ্রান্ড মাস্টাররা স্পর্শের দ্বারা তাঁদের নিয়ে যাচ্ছেন নতুন এক জগতে। আনন্দের জগতে। উত্তেজনার জগতে।

কলকাতায় রেইকি তেমনভাবে জাতে ওঠেনি। তবে কলকাতায় রেইকির হুজুগ শুরু হয়ে গেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় রেইকি শেখাবার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে প্রায়ই। পত্র-পত্রিকায় রেইকি নিয়ে ছবি-টবি সাজিয়ে প্রচার-সর্বস্ব বড়ো-বড়ো লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। 'ড্যাডি-মাম্মি'দের স্নেহচ্ছায়ায় রেইকি দ্রুত বাড়ছে।

রেইকি এল কোথা থেকে

কলকাতার অন্যতম রেইকি সুপারস্টার পারুল দত্তের কথায়, রেইকির উৎপত্তি এই ভারতবর্ষ। বশিষ্ঠ মুনি স্পর্শের মাধ্যমে অসুস্থদের সুস্থ করতেন। বুদ্ধদেবও স্পর্শ দ্বারা রোগ সারাতে পারতেন। এরপর রেইকি বিদ্যা বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। যিশু রেইকি জানতেন। তাঁর ছোঁয়ায় কুষ্ঠ রোগীরাও ভালো হয়েছে। তার পর যা হয় ; মানুষ চর্চার অভাবে রেইকি চিকিৎসা প্রায় ভুলতে বসেছিল। নতুন করে রেইকিকে আধুনিক মানুষদের কাছে তুলে আনলেন জাপানি অধ্যাপক মিকাও উসুই। ২১ দিন ধরে ধ্যানযোগে থাকার পর তিনি রেইকি নতুন করে আবিষ্কার করলেন। মিকাও-এর শিষ্য-শিষ্যাদের হাত ঘুরে রেইকি একসময় ভারতে এল। এখন রেইকি শেখাচ্ছেন অনেকেই। প্রায় সকলেই ফার্স্ট ডিগ্রি রেইকি শেখান এক বা দু'দিনে। তারপর চলে ২১ দিনের 'পিউরিফিকেশন পিরিয়ড'। তখন শিক্ষার্থীকে শুধু নিরামিষ খেতে হবে। মদ, সিগারেট এমনকী কফি পর্যন্ত চলবে না। তারপর আবার দু দিনের ডিগ্রি কোর্স। সঙ্গে শেখানো হয় কিছু মন্ত্র ও সিম্বল। রোগীকে ফুল বডি রেইকি দিতে লাগে ২১ মিনিট সময়। শরীরের সাতটি চক্রের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
২১ পয়েন্ট রেইকি দেওয়াকে বলে ফুল বডি রেইকি। আমাদের কাছে ২১ সংখ্যাটা খুব পবিত্র।

কলকাতায় আর এক রেইকি সুপারস্টার কে. মুরলিধরন। তাঁর গুরু হলেন মিকাও উসুই তাঁর গল্পটা একটু ডিটেলে বলি। মিকাও উসুই ছিলেন জাপানের কয়োটা শহরের এক ক্রিশ্চান ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট। এক রবিবার যিশুর প্রার্থনা শেষে এক ছাত্র মিকাও উসুইকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি সত্যি বাইবেলের প্রতিটি কথায় বিশ্বাস করেন? উসুই উত্তর দিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই। ছাত্রটি বলল, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে যিশু তাঁর হাতের ছোঁয়ায় রোগমুক্তি ঘটাতে পারতেন? উসুই বলেছিলেন, হ্যাঁ বিশ্বাস করি। ছাত্রটি বলেছিল, আপনি অন্ধভাবে যুক্তিহীন এ'সব কথায় বিশ্বাস করতেই পারেন। আপনার সে স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমরা প্রমাণহীন একটা গল্পকথায় কীভাবে বিশ্বাস করব?

উসুইয়ের কাছে এমন যুক্তির বিরুদ্ধে বলার মতো কোনও উত্তর ছিল না। উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দিয়ে পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। সেখানে শিকাগো ইউনিভার্সিটিতে গবেষণা শুরু করলেন। বিষয়—যিশু কীভাবে শুধুমাত্র স্পর্শ করে রোগ সারাতেন। কিন্তু সেই গবেষণা তাঁকে চূড়ান্ত প্রত্যয় দিতে পারল না। ফিরে এলেন জাপানে।

উসুই এবার বুদ্ধের উপর গবেষণার কাজে ঝুঁকলেন। কারণ বুদ্ধদেবও স্পর্শের দ্বারা রোগ সারাতে পারতেন। গবেষণার স্বার্থে চিনা ও সংস্কৃত ভাষা শিখলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিশ্রম সার্থক হল। বিভিন্ন পুঁথি থেকে নতুন করে আবিষ্কার কলেন স্পর্শ চিকিৎসার নানা সূত্র।

এসব সূত্রের প্রয়োগ শিখতে তিনি যোগ সাধনায় বসলেন। ২১ দিন যোগ সাধনার পর তাঁর বোধদয় হল। আকাশ থেকে নেমে এলো আলোর মালায় সাজানো সূত্র ব্যবহারের সংকেত। উসুই'য়ের স্পর্শ চিকিৎসার এই আবিষ্কারই অলৌকিকের অস্তিত্বের প্রমাণ। বলতে পারেন, রেইকি এক অলৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতি। রেইকি প্রয়োগে সব অসুখ সারে। ফ্রম কমন কোল্ড টু ক্যানসার—এনি ডিজিজ। নো সার্জারি। নো মেডিসিন। শুধু রেইকি-ই পারে প্রতিটি কঠিন রোগের ক্ষেত্রে এমন মিরাকেল ঘটাতে। পুরুষ ও নারীর ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে অসাধারণ কাজ করে রেইকি।

এই লেখকের মতোই যাঁরা মনে করেন অলৌকিক বলে কিছু নেই ; সবের পিছনেই রয়েছে লৌকিক কারণ—তাঁরা রেইকি মাস্টার গ্রান্ড মাস্টারদের নেড়ে চেড়ে দেখতে পারেন। খুলতে পারে রহস্যের ভাঁজ। আসলে রেইকি এলো অজ্ঞানতা থেকে অথবা ধূর্ততা থেকে।

রেইকি কী?

রেইকি শব্দটা জাপানি শব্দ যুগল। কথাটা আসলে 'রেই-কি'। ইংরেজি হরফে Rei-Ki লিখলে ঠিক হত। যদিও Reiki-ই আমাদের কাছে বহুল প্রচারিত। 'Rai' শব্দের অর্থ 'universal', বাংলায় বলতে পারি মহাজাগতিক। 'Ki' শব্দের অর্থ 'vital life force energy' অথবা 'cosmic energy', বাংলায় বলা যেতে পারে 'প্রধান জীবনীশক্তি' অথবা 'মহাজাগতিক শক্তি'।

রেইকিতে বিশ্বাসীরা মনে করে, আমাদের শরীরে রয়েছে প্রধান সাতটি শক্তিচক্র। এই শক্তিচক্রগুলো নিরন্তন cosmic energy বা মহাজাগতিক রশ্মি আহরণ বা শোষণ করে চলেছে। আমরা যে সুস্থ থাকি, শক্তিতে ভরপুর থাকি, তার কারণ সাতটা শক্তিচক্রে মহাজাগতিক রশ্মির নিরন্তন প্রবাহ বা continious flow of energy। যখনই কোনও শক্তিচক্রে রশ্মির প্রবাহ ঠিকমত ঢুকতে পারে না, তখনই সেই বিশেষ শক্তিচক্রের সঙ্গে যুক্ত গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি অকার্যকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হয়ে পড়ে। তার ফলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। যাঁরা রেইকি প্রয়োগ করতে জানেন, তাঁরা হাতের স্পর্শ দ্বারা রোগীর শক্তিচক্রে মহাজাগতিক রশ্মি প্রবাহ বাড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলেন।

এটা একটা ধারণা। এমন ধারণার পিছনে কোনও সত্য আছে কিনা, জানাটা অবশ্যই জরুরি। তা না হলে তো পাগলা দাশুর পাগলামোতেও বিশ্বাস রাখার মতো আহাম্মক হতে হয় আমাদের।

রেইকির কসমিক রে নিয়ে ধারণার সত্যাসত্য

'Cosmic energy' বা মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ে রেইকির জ্ঞানটাই আগাপাশতলা ভুলে ভরা। Cosmic energy মানুষের শরীরে শোষিত হয় না। Cosmic energy থাকে cosmic ray-র ভিতর। Cosmic ray হল একটা electro magnative wave। এই wave-এর উৎপত্তি universe বা মহাজগৎ। Cosmic ray আমাদের চারপাশেই রয়েছে। আমার যে চা পান করছি, সেই চায়ের পেয়ালাকেও ঘিরে রয়েছে Cosmic ray বা electro magnative wave। Cosmic ray-র কোনও রং নেই।

অতএব আমাদের শরীরে সাতটি শক্তিচক্রের যদি বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকত (এ বিষয়ে পরে আমরা আলোচনায় যাব), তবুও শরীরের সেই শক্তিচক্রের Cosmic ray শোষণ করার কোনও প্রশ্নই উঠত না। শুধু এই কারণেই আমরা রেইকি তত্ত্বকে স্রেফ 'আবর্জনা' বলে বাতিল করতে পারি।

রেইকি এবং হাতের অলৌকিক খেলা

রেইকি শাস্ত্র বিশ্বাস করে, হাতের তালু হচ্ছে হৃদয়েরই প্রসারিত অঙ্গ। মহাবিশ্বের থেকে আসা কসমিক রে আমাদের শরীরে শোষিত হয়ে হাতের তালুতে এবং আঙুলগুলোতে জমা হয়। সেই হাত যদি রোগীর শরীরের নানা শক্তিচক্রে আলতোভাবে রাখা যায় তাহলে হাতের তালু থেকে কসমিক রে সরাসরি শক্তিচক্রের মধ্যে দিয়ে রোগীর শরীরে ঢুকে পড়ে। এতে কসমিক রে বা কসমিক এনার্জির ফ্লো আবার ঠিকমতো হতে শুরু করে। ফলে রোগীও সুস্থ হয়ে ওঠে।

রেইকির আরো কয়েকটি জরুরি তত্ত্ব হল : (১) শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার একমাত্র কারণ শরীরের কোনও শক্তিচক্রে কসমিক এনার্জি প্রবাহের ঘাটতি, তা সে যে রোগই হোক না কেন। (২) কসমিক এনার্জি হাতের তালুতে এসে জমা হয়। (৩) রেইকি মাস্টাররা তাঁদের হাতের আঙুল রোগীর শক্তিচক্রে ছোঁয়ালে কসমিক এনার্জির ফ্লো রেইকি মাস্টারের হাত থেকে রোগীর শক্তিচক্রে সঞ্চারিত হয়।

ভেবে দেখি আসুন

একসময় ভাবা হত পাপ থেকেই রোগ। এখন এক নতুন ভাবনা এসেছে— রোগের কারণ ভাইরাস নয়। কারণ হল শক্তিচক্রে কসমিক এনার্জি প্রবাহের ঘাটতি, তা সে যে রোগ-ই হোক না কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কিন্তু কসমিক এনার্জির সঙ্গে রোগের সম্পর্ক কী? তাত্ত্বিকভাবে রেইকি শাস্ত্র তা যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে হাজির করতে পারেনি। কসমিক এনার্জির ফ্লোর ঘাটতিকে রোগের একমাত্র কারণ বলে ধরে নিলে জীবাণু থেকে অসুখ হয়, এই তত্ত্বকে বাতিল করতে হয়। রেইকিতে বিশ্বাস রাখলে 'অ্যানথ্রাকস জীবাণু ছড়ানো সম্ভব'—এমন সম্ভাবনাকে এক ফুঁ-য়ে বাতিল করতে হয়। বাতিল করতে হয় জীবাণু-যুদ্ধের তত্ত্বকে।

আরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে। রেইকির তত্ত্ব সত্যি হলে জীবাণু থেকে আদৌ কি রোগ হওয়া সম্ভব?

রেইকির শক্তিচক্র

"হিন্দুশাস্ত্রে বলে মানব শরীরে সাতটি চক্র আছে। এই সাতটি চক্র কোনও না কোনও গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সাতটি চক্র দিয়ে কসমিক এনার্জি শরীরে ঢোকে এবং প্রবাহিত হয়।"—এটা রেইকি সুপারস্টার পুতুল রায়ের কথা।

আরও দুই সুপারস্টার পারুল দত্ত, কে. মুরলীধরণ এবং স্টার রেইকি মাস্টার ডাঃ যাজ্ঞসেনী মিত্রের মূল বক্তব্য একই। ওঁরাও মনে করেন, হিন্দু যোগ দর্শনে মানবদেহের অ্যানাটমি বিশ্লেষণে শরীরে সাতটি চক্রের অবস্থান ও তাদের কাজকর্ম নিয়ে যা বলা হয়েছে, রেইকি সেই কথাই বলে।

রেইকির বিশ্বাস অনুসারে চক্রগুলো ও তার কাজকর্ম ঃ

(১) সহস্রচক্র (Crown chakra) : এটি মস্তিষ্কের উপরিভাগ, ডান চোখ ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি স্পিরিচুয়ালিটি বা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। অবস্থান : মস্তিষ্কে।

(২) আস্তাচক্র (Third Eye chakra) : নার্ভাস সিস্টেমকে পরিচালিত করে। ইনটিউসান পাওয়ার বা বিশেষ অনুমান ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কারক। অবস্থান : ভ্রু-যুগলের মধ্যে।

(৩) বিশুদ্ধ চক্র (Throat chakra) : গলা, ফুসফুস, থাইরয়েড গ্রন্থি ইত্যাদির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষমতা ও সেল্ফ এক্সপ্রেশনের নিয়ন্তা।
অবস্থান : কণ্ঠে।

(৪) অনাহত চক্র (Heart chakra) : হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃত, সার্কুলেটারি সিস্টেমকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদি চিন্তা হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। সুকোমল বিষয়গুলোকে এই চক্র পরিচালিত করে।
অবস্থান : বক্ষের মধ্যস্থলে।

(৫) মণিপুর চক্র (Solar Plexus chakra) : পাকস্থলী, যকৃত, গলব্লাডার ইত্যাদি পরিপাক তন্ত্রের কাজ দেখাশোনা করে। এটি ক্ষমতা ও জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ চক্র।
অবস্থান ঃ বক্ষ ও নাভির মাঝামাঝি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

(৬) অধিষ্ঠান চক্র (Sacral chakra) : এটি জননতন্ত্রের কাজ দেখাশোনা করে। নারী পুরুষের ইনফার্টিলিটি, মাসিক ঋতু, যৌন ক্ষমতা, যৌন অনুভূতি ও আবেগকে পরিচালিত করে।

অবস্থান : শরীরের যেখান থেকে যোনি ও লিঙ্গের উৎপত্তি হয়েছে।

(৭) মূলাধার চক্র (Root chakra) : এটি রেচনতন্ত্র অর্থাৎ কিডনি, ব্লাডার ও শিরদাঁড়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। এই চক্র সৃষ্টি, সৃজনশীলতা ও শারীরিক সক্ষমতার উৎস।

অবস্থান : গুহ্যে।

রেইকি, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের চক্র চিন্তায় মিল-অমিল

হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র বিশ্বাস করে, মানুষের শরীরের ভিতরে রয়েছে ছ'টা চক্র, মাথার খুলির নীচে রয়েছে সহস্রদল পদ্ম কুঁড়ি। আর রয়েছে একটা সাপ। এই চক্রগুলো ও সাপকে বাইরে থেকে

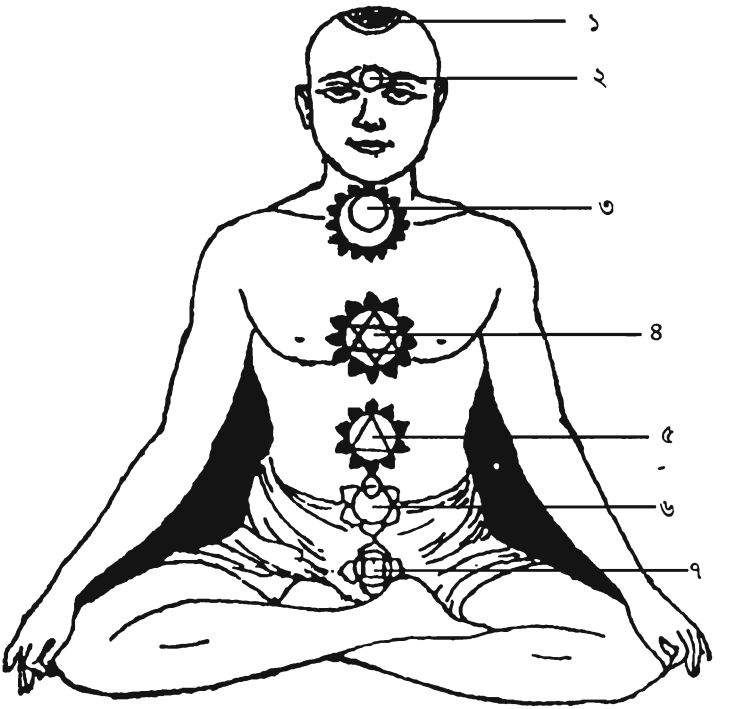

রেইকির শক্তিচক্র

দেখা যায় না। কুঁড়ির ওপর ফণা মেলে রয়েছে সাপ। ফণা মেলে থাকার জন্যই নাকি পদ্ম কুঁড়ি হাজার পাপড়ি মেলে ফুটে উঠতে পারছে না। অন্তত এমনটাই বিশ্বাস করে তন্ত্রশাস্ত্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
যোগশাস্ত্র। শরীরের ভিতরে অবস্থান করা এই সাপটির লেজ রয়েছে গুহ্যে।

যোগ সাধনা বা তন্ত্র সাধনা হল একটা প্রক্রিয়া, যার সাহায্যে চিন্তাকে একটু একটু করে তলার থেকে একটার পর একটা চক্র ভেদ করে ওপরে ওঠানো যায়। 'ষটচক্র' বা ছটি চক্র ভেদ করে মনকে সহস্রচক্রে নিয়ে যেতে পারলে সাপ তার ফণা গুটিয়ে নেয়। তারপর মস্তিষ্কের পদ্ম কুঁড়ি হাজারটা পাঁপড়ি মেলে ফুটে ওঠে। এই পদ্ম ফুটলে নাকি ঘটে ব্রহ্ম দর্শন, ঘটে যোগ সিদ্ধি। পতঞ্জলি তাঁর সূত্রে বলেছেন, এই সিদ্ধির ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর ভাষা-জ্ঞান লাভ করা যায়, আকাশে ভ্রমণ করা যায়, অন্যের দেহে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, ইষ্ট দেবতার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। তন্ত্রের বিশ্বাস ছটি চক্রে ও হাজার পাপড়ির পদ্মে অবস্থান করছেন নানা দেব-দেবী।

এমন বিজ্ঞান বিরোধী বোকা-বোকা কথায় কেউ যদি বিশ্বাস করে, করতেই পারে। তাদের আমরা 'বোকা' বলতেই পারি। অথবা একটু শোভন করে 'সহজ-সরল' বলতে পারি।

একটা সময় মানুষের কাছে মানুষের দেহ ছিল পরম বিস্ময়। এক অজানা বিস্ময়। তখন শব দাহ করার পর বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার পর শবদেহের সংস্পর্শে আসা মানব শরীরকে পবিত্র ও শুদ্ধ করার নানা পদ্ধতি, প্রকরণ, সংস্কার ছিল। এখনও যার তলানি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে বহমান। সে সময় শবদেহ দাহ করত অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষ। শবব্যবচ্ছেদ করে মানব শরীরের অ্যানাটমি বা শরীরের গঠনতন্ত্র জানার কথা মানুষ ভাবতে পারত না। মানবদেহের অ্যানাটমি বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঋষি ও যোগীরা। তাঁরা নাকি যোগ বলে মানব শরীরের ভিতরে ঢুকে অ্যানাটমি দেখে এসে, শরীরে চক্রগুলির অবস্থান ও সেই চক্রগুলির মধ্যে নানা দেবদেবীর অবস্থান, মাথার খুলির নীচে হাজার পাপড়ির পদ্মফুল ও মস্তিষ্ক থেকে গুহ্য পর্যন্ত একটা সাপের অবস্থান বর্ণনা করেছিলেন।

কেউ এই অ্যানাটমি বর্ণনার মধ্যে রূপক আবিষ্কারের চেষ্টা করলে তাকে আমরা অবশ্যই যোগের অ-আ-ক-খ না জানা মূর্খ বলে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ তন্ত্র শাস্ত্রের যে কোনও বই গভীরভাবে পড়লে দেখা যাবে, মানব শরীরে অ্যানাটমি বলে তাঁরা যা বলে গেছেন বা লিখেছিলেন, সেগুলো সত্যি বলেই বিশ্বাস করতেন এবং এখনও করেন। এর মধ্যে রূপক সৃষ্টির কোনও চেষ্টা আদৌ ছিল না। তাঁদের এই বিশ্বাস এসেছিল অজ্ঞতা থেকে। তাঁরা হয়তো বা কোনওভাবে মানুষের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ বা ঘিলু দেখে হাজার পাপড়ির পদ্মের 'অস্তিত্ব' খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা হয়তো মৃত মানুষের অন্ত্র নিয়ে কুকুর বা শিয়ালের টানাটানি দেখেছিলেন। অন্ত্রের সঙ্গে সাপের চেহারাগত মিল থাকায় মানবদেহে সাপের অবস্থান আছে—এমনটাই বিশ্বাস করেছিলেন। অথবা শিড়দাঁড়াকেই সাপ বলে মনে করেছিলেন।

'যোগ' দর্শনটাই দাঁড়িয়ে আছে মানবদেহের সম্পূর্ণ ভুল অ্যানাটমি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। নারী-পুরুষের দীর্ঘ দেহ মিলনের মধ্যে দিয়ে মোক্ষ বা সাধনসিদ্ধি ঘটার অদ্ভুতুড়ে কল্পনা তন্ত্রে আছে। তন্ত্র মানুষকে চূড়ান্ত যৌনভোগের নেশা ধরাতে পারে, কিন্তু কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করতে পারে না।

বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে সামান্যতম আলোচনার আগে বলে নেওয়া ভালো, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্ম দুটি ভাগে ভাগ হল। 'হীনযান' ও 'মহাযান'। হীনযানপন্থীরা বুদ্ধের পঞ্চশীল বা পাঁচটা নীতিতে বিশ্বাস নিয়ে রইলেন। 'মহাযান' হিন্দুতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। মহাযান-ই নিয়ে এলো
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সায়েব যখন রেইকি করে বামন বোয়াল [illegible]
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বৌদ্ধতন্ত্র। বৌদ্ধতন্ত্রে মানব শরীরে চক্রের অবস্থানের কথা আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে বিশ্বাস করে মানুষের শরীরের ভিতর তিনটি চক্র আছে। চক্রগুলো হল—নাভিমূলে 'নির্মাণচক্র', হৃৎপিণ্ডে 'ধর্মচক্র' ও গ্রীবার নীচে 'সম্ভোগচক্র'। খুলির নীচে রয়েছে উষ্ণীষকমল বা পদ্ম।

হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মহাযানপন্থীরাই ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে মানুষের শরীরে চক্রের ও সাপের উপস্থিতিতে বিশ্বাস করে। আর কোনও ধর্ম এমন অদ্ভুতুড়ে চিন্তাকে আমল দেয়নি। চক্র নিয়ে হিন্দু ও মহাযানপন্থীদের মধ্যে বিবাদও প্রবল।

হিন্দুরা মনে করে মানব শরীরে চক্রের মোট সংখ্যা সাত। বৌদ্ধরা মনে করে সংখ্যাটা অবশ্যই তিন। খুলির নীচের পদ্মকে চক্র মনে করে না।

রেইকি কেন হিন্দুদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করল? বৌদ্ধদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করল না কেন? শরীর বিজ্ঞানের অ্যানাটমির জ্ঞানকে গ্রহণ করল না কেন? উত্তর বোধহয়—"আমরা যা খুশি তাই ভাবব। তাতে কার কী বলার আছে?" বিজ্ঞান বিরোধী, সত্য বিরোধী কথা বলার মতো পাগল, অথবা কূটবুদ্ধির মানুষ যেমন আছে, তেমনই আছে এইসব আবোল-তাবোল কথায় বিশ্বাস করার মতো 'সহজ-সরল' মানুষ। শিক্ষিতদের মধ্যেও এমন 'সহজ-সরল' মানুষের খুব একটা অভাব নেই।

জড় পদার্থে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে পরে রেইকি

রেইকি মাস্টার থেকে গ্রান্ডমাস্টার অনেকেই রেইকির ক্ষমতা নিয়ে অদ্ভুত সব দাবি করেন। রেইকি শক্তির সাহায্যে তালা খোলা যায়, পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ার পরও শুধু রেইকি শক্তির জোরে গাড়ি চালানো যায়, খারাপ টেপ, খারাপ ট্রানজিস্টার চালু রাখা যায়, ব্যাটারিকে চার্জ করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কলকাতার রেইকি মাস্টারদের কেউ কেউ এইসব ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন।

এই দাবির বিরুদ্ধে একটা জোরালো পালটা দাবি রাখছি। ওপরে উল্লিখিত দাবির কোনও একটি প্রকাশ্যে আমার ও সাংবাদিকদের সামনে দেখাতে পারলে দেব ২০ লক্ষ টাকা।

আমজনতার কাছে একটি জরুরি অনুরোধ—আপনারা রেইকি-দিদিমণি ও দাদাদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে ওঁরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অথবা রেইকির পক্ষে মিথ্যে প্রচার বন্ধে বাধ্য হয়।

জড় পদার্থের ওপর শক্তি প্রয়োগ সম্ভব বলে মনে করে পরমনোবিদ্যা অর্থাৎ Parapshychology নামের একটি অদ্ভুত শাস্ত্র। স্পষ্ট বলে রাখা ভালো—পরামনোবিদ্যার সঙ্গে মনোবিদ্যার কোনও সম্পর্ক নেই; যেমনটি নেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্পর্ক। পরামনোবিদ্যা স্পষ্টই বিজ্ঞান বিরোধী নানা চিন্তার ডাস্টবিন।

পরামনোবিদ্যা নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের বলা হয় পরামনোবিজ্ঞানী বা Parasychologist. পরামনোবিজ্ঞানীদের কাজ হল লোককে বোকা বানানো, অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে আজেবাজে বোঝানো ও প্রতারিত করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পরামনোবিজ্ঞানীরা দাবি করে থাকে— জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব। তারা এই ধরনের শক্তি প্রয়োগের নাম দিয়েছে psycho-kinesis বা Pk।

চিন্তা হল মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ফল। চিন্তার ফলে রক্তচাপ বাড়তে পারে, ব্লাড সুগার বাড়তে পারে, স্ট্রোক হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, মাথা ধরতে পারে, মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ অর্থাৎ psycho-somaic disease হতে পারে। কিন্তু এই চিন্তা কোনও ভাবেই জড় কোনও কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানসিক শক্তি দিয়ে নিজের নিজের শরীর-মনের অনেক কিছুকে প্রভাবিত করতে পারলেও এই শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি, চুম্বক শক্তি বা শব্দ শক্তির মতো কোনও শক্তি নয়।

জড় পদার্থের উপর রেইকির শক্তি প্রয়োগের দাবি একেবারে অসার বা ডাহা মিথ্যে।

রেইকির থার্ড-আই ও সিক্সথ-সেন্স

রেইকি আরও অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক কিছুই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং দাবি করে। রেইকির সাহায্যে নাকি তৃতীয় চোখ বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতায় অনেক কিছুই দেখতে পায়, বুঝতে পারে। একজন মানুষকে দেখেই নাকি মানুষটির শরীরের বিভিন্ন অসুখ ও মানসিক স্বভাবের হদিশ পাওয়া যায়। বিখ্যাত একটি বাংলা পাক্ষিকের সাংবাদিক কলকাতার এক রেইকি স্টার ডাঃ মুরলিধরণ সম্পর্কে লিখেছেন, প্রথম দেখার পর মুরলিধরণ বললেন "আজ আপনাকে প্রথম দেখছি। আপনার নাম ছাড়া কিছুই আমি জানি না। তবু আপনার শরীরের ভিতরটায় কী অসুস্থতা আছে তার কিছুটা আমি জানি। যেমন, আপনার মাথার ডানদিকে একটা সমস্যা আছে। সম্ভবত মাইগ্রেন জাতীয় যন্ত্রণায় আপনি মাঝে-মধ্যেই কাতর হন। এ-ছাড়া আপনার প্রবলেম প্যানক্রিয়াস এবং লিভারে। একটা ব্যথা, মাঝেমধ্যেই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যায়। তাড়াতাড়ি সারিয়ে নিন। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুটোই ওষুধ খেলে সেরে যেতে পারে। যাইহোক, এবার বলুন ঠিক বললাম কি না? ভদ্রলোকের টানা কথায় আমি যেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। বললুম, প্রায় ঠিকই বলেছেন। এই দুটোই আমার সমস্যা।"

পরামনোবিদ্যার পরিভাষায় এই ধরনের ক্ষমতাকে বলে 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতি' (clairvoyance)। এমন ক্ষমতার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এ শুধুই কল্পনা নির্ভর এক অলীক চিন্তা। অথবা মিথ্যে প্রচারের মিথ। নিরপেক্ষভাবে ডাঃ মুরলিধরণের এই ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে আগ্রহী। মুরলিধরণ পরীক্ষায় মানতে রাজি আছেন কি?

ফোটো রেইকি

ফোটো সম্মোহনের দাবিদার তান্ত্রিক গৌতম ভারতী ও হাওড়ার জানবাড়ির পীর যেমন ফোটো সম্মোহনে ব্যর্থ প্রেমিক-প্রেমিকাদের মুশকিল আসানের স্বপ্ন ফেরি করত, তেমনই আর এক ধরনের স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রেইকি মাস্টাররা। ওঁরা দাবি করেন, দিল্লি, মুম্বাই বা লন্ডনে বসেও কলকাতার রোগীকে রেইকির সাহায্যে সারিয়ে তোলা সম্ভব। স্পর্শ ছাড়াই দূর থেকে কসমিক এনার্জি রোগীর শক্তিচক্রে ট্রান্সফার করার বিজ্ঞান নাকি রেইকির আয়ত্তে।

এ'সবই গল্পের গরু গাছে ওঠার মতো বোকা বোকা বিশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

রেইকি দিয়ে কি অসুখ সারানো যায় না?

রেইকিতে শুধুমাত্র সে'সব অসুখই সারতে পারে, যেগুলো মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ। আমাদের শরীরের অনেক অসুখই মানসিক কারণে হতে পারে। মানসিক কারণে যে সব অসুখ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে—ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, হাঁপানি, মাথায় যন্ত্রণা, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, বাত, শরীরের কোনও অংশে অবশতা, কামশীতলতা, পুরুষত্বহীনতা, পেটের গোলমাল, বুক ধড়ফড়, ক্লান্তি, অবসাদ, পেটের আলসার, গ্যাসট্রিকের অসুখ, কাশি, মাসিক ঋতু জনিত অসুস্থতা ইত্যাদি অনেক কিছুই। নামী ডাক্তার দ্বারা ঔষধি মূল্যহীন ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রয়োগে মানসিক কারণে শারীরিক অসুখের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই খুব ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ধরনের বিশ্বাস-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলে 'প্ল্যাসিবো' Placebo। কথার অর্থ হল, 'I will please'। বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি, 'আমি খুশি করব'। ভাবানুবাদ করলে হওয়া উচিত, 'আমি সেরে উঠব'। 'প্লাসিবো'তে সেরে ওঠার ক্ষেত্রে ডাক্তারের ওপর রোগীর বিশ্বাসই আসল কথা।

কোনও সাইকো-সোমাটিক ডিজিজের পেসেন্ট রেইকি, তেলপড়া বা জলপড়া ইত্যাদিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী হলে রেইকি, তেলপড়া বা জলপড়ায় ভালো হয়ে উঠতেই পারে। এই সুস্থ হয়ে ওঠার পিছনে কিন্তু রেইকি থেকে জলপড়ার মতো কোনও কিছুর অবদান একেবারে শূন্য। এখানে রোগীর বিশ্বাসই একমাত্র ফ্যাক্টর বা গুণ। রোগীর অন্ধ-বিশ্বাস না থাকলে রেইকির মতো অন্ধ-বিশ্বাস নির্ভর বুজরুকির সাধ্য নেই রোগমুক্তি ঘটায়। সাধ্য থাকলে ২০ লক্ষ টাকার ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দেব তিনজন রোগী। দেব ৬ মাস সময়। সারিয়ে তুলতেই পারলেই ২০ লক্ষ টাকা। না পারলে বা রোগীদের ওই রোগেই মৃত্যু হলে দায়িত্ব নিতে হবে রেইকি চিকিৎসককে। অথবা ইনফার্টিলিটি আছে এমন নারী তুলে দেব। তাঁকে ১ বছরে সন্তানসম্ভবা করতে পারলে হেরে যাব চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার হিম্মত দেখালে প্রমাণ করে দেবই—রেইকি বুজরুকি চিকিৎসা ছাড়া আরও কিছুই নয়। নেহাৎ আকাট বোকা না হলে এই চ্যালেঞ্জ ওদের পেশার কেউ গ্রহণ করবে না। কারণ ওঁরা খুব ভালোরকম জানেন— ভাইরাস ধ্বংস করার ক্ষমতা রেইকির নেই। তাই ভাইরাস থেকে হওয়া অসুখ সারাবার চ্যালেঞ্জ নেওয়া মানেই ভরাডুবি।

রেইকি ও সম্মোহনের মিল-অমিল

রেইকির সঙ্গে সম্মোহনের বা hypnotism-এর কিছুটা মিল আছে। আবার অমিলও আছে। সম্মোহনের বেলায় মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে ধারণা সঞ্চারিত করে অর্থাৎ suggestion পাঠিয়ে পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকেই প্রভাবিত করা যেতে পারে। রেইকি মাস্টাররাও আসলে রোগীর মস্তিষ্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
স্নায়ুকোষে কিছু ধারণা পাঠাতে থাকেন। যদিও তাঁরা মনে করেন, বা বলেন, স্পর্শের দ্বারা রোগীর চক্রগুলোতে কসমিক এনার্জি সঞ্চারিত করছেন।

রেইকি ও সম্মোহনের পরিবেশগত মিল

রেইকি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোর পরিবেশ রোগীকে আবিষ্ট করে রাখার মতো করেই তৈরি। হালকা আলো, মৃদু বাজনা, ধূপের গন্ধ। দুধসাদা ফরাস পাতা। মিকাও উসুই-এর ছবি আর কিছু রেইকি মুদ্রার নামে হিজিবিজি ছবি দেওয়ালে সুন্দরভাবে প্লেস করা। উসুই-এর ছবির তলায় পিতলের সুদৃশ্য প্রদীপ অথবা বিদেশি মোম। প্রদীপ বা মোমের শিখা নিষ্কম্প—এয়ার কন্ডিশনারের কল্যাণে।

এই পরিবেশ সম্মোহনের পক্ষে আদর্শ। রোগী ধবধবে সাদা ফরাসে শুয়ে পড়েন, মাথার তলায় সাদা ঢাকনা পরানো বালিশ। রেইকি মাস্টার এসে চোখের সামনে বসলেন। সফল রেইকি মাস্টার মানেই সৌম্যদর্শন পুরুষ বা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্না সুন্দরী। দু'চোখ বন্ধ করলেন। প্রণামের ভঙ্গিতে দু-হাত জড়ো করলেন নিজের বুকের সামনে। এইভাবেই থাকলেন দু-পাঁচ মিনিট। স্বপ্নময় পরিবেশে এ'সব দেখতে দেখতে রোগীর ঘোর লেগে যায়।

রেইকি মাস্টার তাঁর দশটা আঙুল ছোঁয়ালেন রোগীর কপালে। অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা। অদ্ভুত এক শান্তি। অথবা উত্তেজনার শান্তি। কিংবা নেশার বিস্ফোরণ।

এমন অবস্থায় রেইকি মাস্টার যদি suggestion দিতে থাকেন, "আমার আঙুল থেকে কসমিক এনার্জি আপনার চক্র দিয়ে শরীরে ঢুকছে। আমার হাতে স্পর্শ যেখানে রয়েছে, সেখানটা একটু একটু করে গরম হয়ে উঠছে...."। এমন সাজেশন শুনে রোগীর মনে হতেই পারে তালুর স্পর্শে শরীর উত্তপ্ত হচ্ছে। এটা শুধুই মনে হওয়া। রেইকি মানসিকভাবে একজন রোগীকে উদ্দীপিত করতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। কিন্তু তারপরও আমাদের দেশের চিকিৎসকরা নানা ল্যাব থেকে নানা রকমের পরীক্ষা করিয়েও কখনও-সখনও রোগটিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারেন না। এই অক্ষমতার পিছনে ল্যাব বা ডাক্তারের গাফিলতি বা অন্য বহুতর কারণ থাকতে পারে। এটা অ্যালাপ্যাথি চিকিৎসার একটা সমস্যা। কিন্তু এটা রেইকির কাছে কোনও সমস্যাই নয়।

যেখানে রোগ ঠিকমতো চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না, সেখানে রেইকি 'ফুল বডি ট্রিটমেন্ট' করে। 'ফুল বডি ট্রিটমেন্ট' মানে শরীরের সাতটি চক্রের ২১টি পয়েন্ট স্পর্শ করে রেইকির সাহায্যে কসমিক রে নাকি পাঠানো হয়। একে রেইকি চার্জও বলে।

কোনও কোনও রোগী বিশেষ চক্রের স্পর্শে চার্জড হতেই পারেন। স্পর্শকাতর চক্রগুলোর বিপরীত লিঙ্গের করস্পর্শে উত্তেজিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। এই বিশাল সম্ভাবনাই আয়ের একটা দিক খুলে দিতে পারে, যেটা অবশ্যই অন্ধকার একটা দিক।

সম্মোহন চিকিৎসা কখনও সব রোগ সারিয়ে তোলার দাবি করে না। মানসিক বা শারীরিক কারণে মানসিক রোগের ক্ষেত্রে সম্মোহনকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ডিসট্যান্ট হিলিং-এ অমিল

রেইকি মাস্টারদের দাবি—বহুদূর থেকেও রেইকি দেওয়া সম্ভব। এবং তাতে খুব ভালো কাজও হয়। রোগও সারে। এই ডিসট্যান্ট হিলিং-এর জন্য কোনও স্পর্শ বা ফোন জাতীয় কোনও মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কোনও বাচ্চা হয়তো লেখাপড়ায় ভালো। কিন্তু পরীক্ষা এলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে। সেই বাচ্চার মা যদি রেইকি শিখে নেন, তাতে তিনি বাড়িতে বসেই ডিসট্যান্ট হিলিং দিয়ে বাচ্চার নার্ভাসনেসকে কাটিয়ে তুলতে পারেন।

একজনের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষে suggestion বা ধারণা সঞ্চারিত করতে পারা না পারার উপর সম্মোহনের কার্যকারিতা বা ব্যর্থতা নির্ভর করে। চিন্তার বা brain-এ যেহেতু কোনও বা তরঙ্গ নেই, তাই এই suggestion বা ধারণা চিন্তাতরঙ্গের সাহায্যে একজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। বহু দূরে বসে সম্মোহন করতে হলে suggestion পাঠানোর জন্য একটা মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, সে মাধ্যম ফোন, রেডিও বা টেলিভিশন হতে পারে।

রেইকির 'ডিসট্যান্ট হিলিং' তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে চিন্তা তরঙ্গের থিওরির ওপর। শব্দ ও আলোক তরঙ্গের কথা বিজ্ঞান জানে। শব্দ ও আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও আলোক দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে।

যেহেতু চিন্তাতরঙ্গের অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, তাই এই চিন্তাতরঙ্গ ধরা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র। চিন্তা মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ফল। অতএব এ'কথা আমরা দ্বিধাহীন বলতে পারি যে, রেইকি চিন্তা শক্তির তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে থাকা 'ডিসট্যান্ট হিলিং' শেষ পর্যন্ত একটি বিজ্ঞান-বিরোধী তত্ত্ব।

উপসংহার

রেইকি নিয়ে এতক্ষণ আলোচনার পর আমরা নিশ্চিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই যে—রেইকি একটা হুজুগ। আগাপাশতলা বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার আজগুবি তত্ত্ব। আজগুবি অধ্যাত্মবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে লোককে আজেবাজে বোঝানোর কুচেষ্টা। রেইকির প্রচার ও প্রসার বন্ধ হওয়া উচিত। স্পর্শ দ্বারা রোগ সারাবার সোচ্চার দাবি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিটি প্রচার করার সঙ্গে রেইকি মাস্টার ও প্রচার মাধ্যমগুলো ভাঙছে The Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act. 1954.

সরকার আর কতদিন নীরব থেকে রেইকিওয়ালাদের মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেবে?

রেইকিওয়ালাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রক

২২ জুন ২০০৩ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়ে দিল—রেইকি বা স্পর্শ চিকিৎসা যাঁরা করেন, তাঁরা নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও সরকারি স্বীকৃতি নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রক স্পষ্ট করে এ'কথাও জানিয়েছে—ম্যাগনেটোথেরাপি, অ্যারোমা থেরাপি, জেম থেরাপি, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি তথাকথিত প্রতিটি চিকিৎসা পদ্ধতিই বে-আইনি এবং এইসব তথাকথিত চিকিৎসকরা কোনওভাবেই নামের আগে 'ডাক্তার' শব্দটি ব্যবহার করতে পারবেন না।

ভালো সিদ্ধান্ত। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আমরা প্রয়োগ দেখতে চাই। আমরা চাই, এইসব বে-আইনি ডাক্তার ও তাদের প্রচারের আলোয় তুলে ধরা চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকার কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : ছয়

লক্ষ্মীমূর্তি কালী হলেন আপন খেয়ালে

খবরটা পেলাম ২২ অক্টোবর ২০০২। খবরটা দিলেন ই টি ভি'র সাংবাদিক দীপালি মিত্র। "প্রবীর দা, শুনেছেন, চেতলা রোডে'র একটা বাড়ির মাটির লক্ষ্মীপ্রতিমা আপনা-আপনি কালী হয়ে গেছেন?"

"কালী হয়ে গেছেন মানে? প্যাঁচা কি শিব হয়ে গেছেন? আর লক্ষ্মী জিভ বের করে দিগম্বরী?"

"না তা নয়। তবে দুধে আলতা রং-এর লক্ষ্মীর মূর্তিটি না কী কালো হয়ে গেছে। আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু যেতে হবে।"

বললাম, "আজ তো যেতে পারছি না বোন। আজই আমি মালদায় রওনা হব। ওখান থেকে দিনাজপুর। অতএব মাপ করো।"

"কিছু অসুবিধে হবে না আপনার। আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছি।"

এড়াবার শেষ চেষ্টা করেও এড়াতে পারলাম না। তবু সময় যতটা সম্ভব বাঁচাতে বললাম, "আমি চান করেই রেডি হয়ে বেরোচ্ছি। আপনাদের দেবীনিবাস পর্যন্ত আসতে হবে না। লেকটাউন ভি আই পি রোডের মোড়ে আমার গাড়ি থাকবে।"

লেকটাউন থেকে ই টি ভি'র গাড়িতে সওয়ার হলাম। সাংবাদিক দীপালি পাঁচ ফুট ছ'ইঞ্চির ঝক্‌ঝকে চেহারার তরুণী। সঙ্গে তরুণ ক্যামেরাম্যান অরিৎ বোস ও একজন লাইটম্যান। দীপালি জানতে চাইছিলেন, ঘটনাটা শোনার পর আমার কী মনে হচ্ছে? কীভাবে লক্ষ্মীর দুধে-আলতা রং কালো হল? ওরা কি রাতারাতি মূর্তিকে কালো রং করে দিয়েছে?

বললাম, "দেখিইনি, অতএব আন্দাজে কী বলি বল? আগে যাই। দেখি, তারপর মতামত দেব।"

ছোট্ট করে 'হোমওয়ার্ক' সেরে নিলাম। ই টি ভি নিউজ টিম যাবে তাদের মতো। ওঁরা ছবি তোলা, ইন্টারভিউ নেওয়ার কাজ শুরু করে দেবেন। আমি ঢুকব মিনিট পাঁচ-দশ পরে।

চেতলা ব্রিজের কাছে 'লক্ষ্মী-কালী'র খবর জিজ্ঞেস করতেই রাস্তা বাতলে দিলেন স্থানীয় মানুষ। যত এগোচ্ছি, লোকের ভিড় বাড়ছে। প্রত্যেকেরই গন্তব্য পথই যে একই, বুঝতে অসুবিধে হল না। দ্রুত পায়ে চলা উত্তেজিত মানুষরাই আমাদের পথ চিনিয়ে দিচ্ছিলেন।

৮৫ নম্বর চেতলা রোড আর মিনিট চারেকের পথ—এটা শুনে গাড়ি থামিয়ে আমি নেমে পড়লাম। একা। আমার পরনে কালচে-নীল জিনসের পাঞ্জাবি। ঝুল প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে গোলা সিঁদুরের লম্বা টিপ। প্যান্টের রংও কালচে নীল। গাড়ি এগোল দীপালি, অরিৎদের নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
৮৫ নম্বর চেতলা রোডে যখন পৌঁছলাম তখন বাড়ির সামনে কয়েকশো নারী পুরুষের ভিড়। এলাকাটা ঘিঞ্জি, নিম্নবিত্তদের বাস। লাইন সামলাতে জনা কুড়ি-পঁচিশ কিশোর ও যুবক নেমে পড়েছে। অনেকের হাতে-ই ডান্ডা, মুখে চিৎকার। ওরা লাইন ছাড়া কাউকেই 'লক্ষ্মী-কালী'র বাসার দিকে এগোতে দিচ্ছে না।

কব্জিতে ১৪ ক্যারেট গোল্ডের রিস্টওয়াচ, গলায় ঝোলানো মোবাইল, চোখে গোল্ড-প্লেটেড চশমা পরিহিত 'তান্ত্রিক' আমি ভলেন্টিয়ারদের মুখোমুখি হলাম। আমার শরীরী ভাষা যা বোঝাতে চাইছিল, তা বোঝাতে পেরেছিল। আমাকে সসম্ভ্রমে লক্ষ্মী-কালীর কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেতে কাড়া-কাড়ি লেগে গিয়েছিল বললে একটুও বাড়াবাড়ি করা হবে না।

একটা দশ বাই দশ ঘর। ঘরে এক কোণে হাত-খানেক লম্বা লক্ষ্মী-মূর্তি। মুখের রঙ কালো। ঘট-ফুল-মালা-চাঁদমালা—ধানের শিষের ভিড় মায়ের অন্যান্য অঙ্গ ঢেকে রেখেছে। ঘর তো নয়, যেন অফিস টাইমের ট্রেন কম্পার্টমেন্ট। মা লক্ষ্মীর সামনে একটা বড় কাঁসার থালা। তাতে উপছে পড়ছে খুচরো কয়েন, পাঁচ থেকে একশো টাকার নোট।

রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেছে। সোমবার মূর্তির বিসর্জন দেবার কথা। অভাবনীয় কারণে বিসর্জন হয়নি। বরং আজও পুজো চলছে। রবিবারের পুরোহিত তানু চক্রবর্তী পুজো করছিলেন। তবে এখন লক্ষ্মীভাবে নয়, কালী হিসেবেই পুজো করছেন। ভিতরে ই টি ভি'র ক্যামেরা তখন ছবি তুলছে। শুনলাম, ঘণ্টা দু'য়েক আগে 'খাস খবর' ছবি তুলে গেছে। আলফা, আকাশবার্তাও নাকি এসেছিল। দৈনিক কাগজের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি কোনও পত্রিকাই নাকি বাকি নেই। সব্বাই ঘুরে গেছে।

দীপালির প্রশ্নের জবাবে গৃহকর্তা দীপ ঘোষ জানালেন, গত শুক্রবার বেহালার ১৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে মূর্তিটা কিনে এনেছেন। অনেক মূর্তিই ওখানে বিক্রি হয়েছিল। এই তল্লাটের মানুষরাই কিনেছেন। একই মাটি, একই রঙে তৈরি মূর্তি। কিন্তু আর কারও বাড়ির মূর্তি পুজোর পর, প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর নিজে থেকে কালী হয়ে গেছে—আমরা শুনিনি। আপনারা সাংবাদিক, আর কোথাও এমনটা ঘটলে নিশ্চয়ই খবর পেতেন। পেয়েছেন কি?"

দীপ সুন্দর গুছিয়ে কথা বলেন। হয় তো বেশ কিছু সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিতে দিতে বেশ তৈরি হয়ে গেছেন। দীপ রঙিন মাছের ব্যবসায়ী। পাশেই আর একটা আট বাই দশ ঘরে থাকেন দীপের দাদা সুদীপ। দু'জনেই জানালেন, এখন কালীমূর্তি হিসেবেই পুজো হচ্ছে। ঠাকুরের ইচ্ছে মেনেই হচ্ছে। পুরোহিত তানু চক্রবর্তীও মনে করেন—ঠাকুরের অপার লীলা। তিনি রং পালটে নির্দেশ দিয়েছেন কালীরূপে পুজো পেতে চান। প্রণামী ভালো-ই পড়ছে। প্রতি দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই থালা উপচে পড়ছে। থালা ফাঁকা করে আবার রাখছে মা'য়ের কাছে। পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে—জাগ্রত মা কালীকে বিসর্জন দেবেন না। প্রণামীর টাকাতেই মা'য়ের নিত্য সেবা হবে। মন্দির গড়ে তোলা হবে। পাড়ার ছেলেদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হবে ভক্তদের দেখাশোনার ভার। বিনিময়ে মা'র প্রণামী থেকে তাদের দেখভালের দায়িত্ব নেওয়া হবে।

স্বীকার করতেই হবে, পরিকল্পনায় মুনসিয়ানার ছাপ আছে তবে নতুনত্ব নেই। সব উপাসনা ধর্ম ব্যবসায়ীরা এভাবেই দিয়ে থুয়ে খায়। কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, চাক্‌লা থেকে কচুয়া—সর্বত্র একই নিয়ম। ও'সব জায়গায় হিস্‌সা বা তোলা নেন রাজনীতিকরাও। চেতলার দেবী লক্ষ্মী-কালী তীর্থক্ষেত্রেও এ'সবের কোনও ব্যতিক্রম হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পুরোহিত তানু চক্রবর্তীকে বললাম, "বাবা তোমার দ্বারা হবে না। মন এক জায়গায়, মন্ত্র এক জায়গায়। মন না লাগিয়ে তোতা পাখির মতো মন্ত্র আউড়ে কিছুই হবে না। সরে এসো। আমার মা'কে একটু দেখি।

আমার কথা শুনে তানু চক্রবর্তী মন্ত্র পড়া থামিয়ে দিয়ে সসংকোচে সরে বসলেন। আমি লক্ষ্মী মূর্তির কাছে বসলাম। মিনিটখানেক কি মিনিট দুয়েক মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর ফুলের মালা, ফুলের স্তূপ, চাঁদ মালার ঘেরাটোপ থেকে মা'কে উদ্ধার করলাম। লক্ষ্মী-কালীর মূর্তি থেকে এ'সব যখন সরাচ্ছিলাম, তখন দীপের মা আমাকে বাধা দিতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলেছিলাম, "আঃ চু-প।" উনি চুপ করে গিয়েছিলেন। এক ঘর দর্শক সব্বাই চুপ।

এখন লক্ষ্মী-কালীর গলা ও বাঁ হাত দেখা যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলাম। গলায় ও হাতে কেউ যেন তুলি দিয়ে কালচে রঙ বুলিয়ে দিয়েছে। গলা ও হাতের যে অংশে তুলির পোচ লাগেনি, সেই অংশগুলোর রঙ দুধে-আলতা। তবে কি গোটা ব্যাপারটাই মোটা দাগের কারচুপি? অত্যন্ত সহজ-সরল চুরি? কালো রঙ তুলিতে নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে? হতেই পারে! আর এ'দিকে সব মিডিয়া কঠিন কঠিন কারণের কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে—হতেই পারে?

ই টি ভি'র লাইটম্যানকে বললাম, "ভাই, আলোটা খুব কাছ থেকে মায়ের উপর ফোকাস করো। অরিৎকে বললাম, "আপনি মায়ের ছবি তুলতে থাকুন। পরে বুঝবেন, যা তুললেন, তা এক বিরল ঘটনা।"

আগে থেকেই আমার সঙ্গে ই টি ভি টিমের বোঝাপড়া ছিল, ঘরে ঢোকার পর আমার নির্দেশমতো কাজ করে যাবেন ওরা। অতএব লাইটম্যান মূর্তির ওপর আলো ফেলেই রইলেন। অরিৎ ছবি তুলতে লাগলেন।

আলোর ফোকাসিং আর ছবি তোলা শুরু হল। ছবি তোলা শুরু হবার ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে আমার ডান হাতের একটা আঙুল ঠাকুরের গালে রাখলাম। আমি যতক্ষণ না ছবি তোলা বন্ধ করতে বললাম, ততক্ষণ ছবি উঠছিল। মিনিট দশেক ছবি তোলার পর আমার মনে হল, মা লক্ষ্মী-কালী আরও গভীর কালো বর্ণ ধারণ করেছেন। অরিৎকে বললাম, "আমি মা'য়ের গাল থেকে এবার আঙুল সরাচ্ছি। ক্লোজ আপে ছবিটা তুলুন।"

আঙুলটা সরাতেই অবাক কাণ্ড! আঙুলের আড়ালে থাকা গালের অংশ হালকা কালো, বাকি গালে কে যেন আর এক পোচ গভীর কালি বুলিয়ে দিয়ে গেছে। আঙুলের আড়ালের কল্যাণে দু-অংশের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হাতের ও গলার কালো রং আরও কালো হয়েছে। গোলাপি অংশ গোলাপি-ই রয়ে গেছে।

আমার যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। এ'বার মুখ খোলার পালা। আমি ইশারা করতে দীপালি হাতের 'বুম'টা আমার মুখের কাছে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "সব দেখে আপনার কী মনে হল?"

পকেটের রুমাল দিয়ে কপালের গোলা সিঁদুর মুছে ফেলে বললাম, "মূর্তির গায়ে সিলভার নাইট্রেট কোটিং লাগানো হয়েছে। টিভি'র তীব্র আলো ও তাপ মূর্তির গায়ে ফেলতেই সিলভার নাইট্রেট বিজ্ঞানের নিয়ম মেনেই আরও বেশি করে কালো হয়েছে। সিলভার নাইট্রেট ব্যবহার করে এক ধরনের রোদ-চশমা তৈরি হয়। স্বচ্ছ কাচ রোদে কালো হয়ে যায়। তবে এই ধরনের রোদ চশমা তৈরির সময় আরও অনেক জটিল প্রক্রিয়া থাকে। যার দরুন রোদে না থাকলে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চশমার কাচ আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। ওই বিশেষ রোদ চশমার কাচে আড়াআড়ি তীব্র আলো ফেললে একই ভাবে কালো হয়।"

আমার চোখের চশমাটা খুলে চশমার এক দিকের কাচের সামান্য অংশ দু'আঙুলে চেপে লাইটম্যানকে চশমার উপর আলো ফেলতে বললাম। ফেললেন। মিনিট পাঁচেক পরে আঙুলের আড়াল সরাতেই দেখা গেল—সেই একই ম্যাজিক। কাচের ঢেকে রাখা অংশ স্বচ্ছ। বাকি কাচ কালো।

দীপালি প্রশ্ন করলেন, "আপনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন যে একটা গোলমাল আছে?"

বললাম, "আমাকে যা দেখছেন, আমি তা নই। আমি তান্ত্রিক নই। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী

লক্ষ্মীমূর্তিতেই হবে এবার কালীপুজো!

[illegible] প্রতিবছর [illegible] বলতে হয়ে যাওয়া লক্ষ্মীমূর্তিকে কালী রূপে পুজো করবেন চেতলা রোডের বাসিন্দা দীপ ঘোষ। লক্ষ্মীপুজো করার পর রবিবার ভোর থেকে নাকি কালো হয়ে ওঠেছিল মূর্তিটি। লক্ষ্মীর এই কালীরূপ ধারণের গুজব মুখে মুখে রটে যাওয়ায় এখন ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীর স্থান হয়ে উঠেছে চেতলা রোড এলাকার এই বাড়িটি। তবে উঠছে নানাজনের নানা। এদিকে গুজব ছড়িয়ে টাকা উপার্জনের এই ফিকিরের প্রতিবাদে মঙ্গলবার পথে নেমে সোচ্চার হয়েছেন যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ। তিনি এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে মূর্তিটিও পরীক্ষা করেন। এ ছাড়া মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী কেন্দ্রের সদস্যরাও এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে পথসভা করেন। বাড়ির মালিক ব্যবসায়ী দীপ ঘোষ, যাঁর বাড়িতে এই মূর্তির পুজো হয়েছিল, তিনি মঙ্গলবার জানান, শুক্রবার বেহালার ১৫ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের সামনে থেকে ২৪ টাকা দিয়ে মূর্তিটি তিনি কিনেছিলেন। স্থানীয় পুরোহিত তানু চক্রবর্তী বিধির সন্ধানে পুজো করেছিলেন ওই মূর্তির। ওই বছরই দীপ ঘোষ নাকি মূর্তিটিকে কালো হয়ে যেতে দেখেছেন। পরের দিন সকালে তিনি ডেকে পাঠান পুরোহিতকে। সোমবার সকালে আর একবার পুজো হয় মূর্তিটির। দুঃখে-আলতা বছের লক্ষ্মী প্রতিমার এই কালো হয়ে যাওয়ার গুজব নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। ভিড় জমতে শুরু করে ৮৫ চেতলা রোডের ওই বাড়ির সামনে। ভিড় সামলাতে নেমে পড়েন এলাকার বিশেষ-কুশলীরা। ভিড়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভরছে ঝুড়ে প্রণামীর থালা। আগামী কালী পুজো পর্যন্ত এই দর্শন চলবে। দীপবাবু জানান, ওই দিন তিনি কালী পুজো করবেন এই লক্ষ্মীমূর্তি দিয়েই। তারপর এক সপ্তাহের জন্য তুলে রাখবেন মূর্তিটিকে। এদিকে মঙ্গলবার মূর্তিটি পরীক্ষা করে যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ জানান, মূর্তিটির বাঁ হাত ও পায়ে কালো রঙের পোচ দেওয়ার দাগ রয়েছে। তাঁর মতে, সিঁদুরের নাইট্রেটের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে মূর্তিতে। তিনি মূর্তিটির কালো অংশ থেকে কিছুটা নমুনা নিয়ে সাসপেন্স টেস্ট হাউসে পরীক্ষা করানোর প্রস্তাব দেন। দীপ ঘোষ ও পাড়ার লোকজন প্রবীরবাবুর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী কেন্দ্রের সদস্যরাও এই কৃত্রিমতার প্রতিবাদে সভা করেন।

লক্ষ্মী-কালী। উপচে পড়ছে প্রণামীর থালা। চেতলা রোড।
শুক্রবার ২৩ অক্টোবর ২০০২, ছবি : শিখর কর্মকার

সমিতি, যার চালু নাম 'যুক্তিবাদী সমিতি', আমি তার সাধারণ সম্পাদক। এসেছিলাম খোলা মনে সত্যানুসন্ধানে। সত্য খুঁজে পেয়েছি। আপনাদের হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখালাম যে, লক্ষ্মীর গায়ের রং কালো হয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও ঈশ্বর মাহাত্ম্য নেই। হাজার হাজার মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসকে নিয়ে কোনও প্রতারক ছেলে-খেলা করছে। কিছু তরুণ সব কাজ ফেলে ভক্তদের ভিড় সামলানোর দায়িত্ব পালন করছিল—মহৎ কাজ ভেবে। এইসব ছেলেদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়ে তাদের ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। দীপবাবুর উচিত এই ধাপ্পা এখুনি বন্ধ করা। মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

পিন্ পড়লে তার শব্দ শোনা যায়, এমন অবস্থায় আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 'লক্ষ্মী কালী' নিয়ে যে প্রবল ধর্মীয় আবেগের হাওয়া উঠেছিল—তার অনেকটাই যে কেড়ে নিতে পেরেছি, বুঝতে অসুবিধে হল না। এও বুঝেছি আমার নামটা কারও কারও কাছে অপরিচিত নয়। দীপ ঘোষের কাছেও নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধতা ভেঙে জড়তা নিয়ে ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন দীপ ঘোষের মা। তিনি অগোছালো ভাবে যা বললেন, তার মোদ্দা অর্থ হল—আমার কথা মেনে ঠাকুর বিসর্জন দেবেন না। দীপ প্রতারণা করেনি। সারা রাত ধরে নিজের চোখে ঠাকুরের রং পালটাতে দেখেছেন। আমি যা বলেছি, তা দিয়ে ঠাকুরের রং পালটানো যায়—এ'কথায় অবিশ্বাস করছেন না। কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় যে রং পালটায়নি, এটা কি আমি প্রমাণ করতে পারব?

মা'র কথায় দীপ ও সুদীপ যেন কিছুটা জোর পেলেন। মা'র কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল তাঁদের মুখে।

আমি এবার সাফ জানালাম, "চেতলাতেই ন্যাশনাল টেস্ট হাউজ রয়েছে। মূর্তির গায়ের কালচে রং-এর একটু চেঁচে সেখানে আমরা দিয়ে আসি চলুন। আমি যাব, আপনাদের পরিবারের দু-একজন যাবেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের মধ্যে থেকে দু-তিনজন যাবেন। ই টি ভি-র টিম যাবে। সেখানে টেস্ট করতে দিলে আমাদের প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে—সত্যিটা কী? অথবা ফরেনসিক ল্যাবে পরীক্ষা করালেও আমরা সত্যিটা জানতে পারব।"

আমার প্রস্তাব ঘরে পা রাখা ও উঁকি-ঝুঁকি মারা কিশোর-যুবকদের খুবই মনে ধরল। দীপ পরিবার যেন আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান, তার জন্যে চাপ সৃষ্টি করল।

বুজরুকির সংকটে ঘোষ পরিবার এককাট্টা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। আলাদা আলাদা হাঁড়িকে এক করল অর্থলোভ।

ওঁদের তর্ক-বিতর্কের মধ্যেই আমি ও ই টি ভি'র টিম ঘর থেকে বের হলাম। স্থানীয় যুবকদের ইচ্ছেকে মর্যাদা দিতে ওই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে টি ভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম—দীপ ঘোষ পরিবার মূর্তির গায়ের রং পরীক্ষা করলে সিলভার নাইট্রেটের উপস্থিতি পাওয়া যাবে-ই।

সিলভার নাইট্রেট না পাওয়া গেলে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে দীপ ঘোষের পরিবারের হাতে তুলে দেব ২০ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব।

সে'দিন সন্ধে থেকেই ই টিভি নিউজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কয়েক বার প্রচার করল খবরটি। ধর্মের নামে বুজরুকির খবর চ্যালেঞ্জসহ সন্ধে থেকেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে ভাবে ই টি ভি নিউজে প্রচারিত হতে থাকে, তাতে নড়েচড়ে বসে নিউ আলিপুর থানা। সে রাতেই দীপ ঘোষকে ডেকে পাঠানো হয় থানায়। পরের দিন-ই বাসার দরজায় দীপ ঘোষ নোটিস টাঙিয়ে দেন—'দর্শন বন্ধ'।

একটা বুজরুকি ব্যাবসা শুরুতেই বন্ধ করা গিয়েছিল প্রচার মাধ্যম ও স্থানীয় সৎ মানুষদের সহযোগিতায়। অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খবরটি প্রচারিত হয়েছিল 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া', 'আজকাল'-সহ আরও কিছু দৈনিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সাত

পাথর যখন কথা বলে

ধাক্কাটা খেলাম তরুণী সাংবাদিক দীপালি মিত্রের কাছ থেকে। "এই যে আপনারা এত বাঘ-সিংহ জ্যোতিষীদের টিভি ক্যামেরার সামনে নাস্তানাবুদ করছেন; তারপরও কিন্তু আপনাদের একটুও পাত্তা না দিয়ে শিয়ালদা চত্বর থেকে মফসসল স্টেশন এলাকায় রমরমিয়ে চলেছে গ্রহরত্নের ব্যাবসা। পাবলিক আপনাদের কথাকে পাত্তা দেবে কেন, যখন নিজের চোখে দেখছে পাথরের অদ্ভুত ক্ষমতা?"

দীপালি একটানে আমাদের আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনলেন। দীপালি যে পাথর ব্যবসায়ীদের কথা বলছেন, তাদের জানি। পাথরগুলোর গুণের কথাও। কোন্ পাথরটা আপনার ধারণ করা উচিত, তা পাথর-ই বলে দেবে। ভাগ্য পালটাতে কোন্ পাথর পরবেন, তা বলে দিতে নেই কোনও জ্যোতিষীর। তাই জ্যোতিষীদের ভুলের প্রশ্ন নেই। সাত জ্যোতিষীর সাত রকম পাথর ধারণের প্রেসক্রিপশন নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রশ্ন নেই। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে পাথর কিনতে পারেন।

অসাধারণ এই পাথরগুলোর বৈশিষ্ট্য বড়ই বিচিত্র। হাতের তালুতে এক চামচ পরিমাণ জল নিন। তারপর শ'য়ে শ'য়ে পাথরের মধ্যে থেকে একটি পাথর বাছুন। পাথরটা তালুর জলে রাখুন। জলের রং কী বেগুনি হয়ে গেছে? না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছেমতো পাথর তুলুন ও গণ্ডুষে রাখতে থাকুন। আপনাকে সাহায্য করার জন্য পাথর সাজিয়ে বসা মানুষটি আছে। সেই চামচে করে জল নিয়ে আপনার গণ্ডুষ তৈরিতে সাহায্য করবে। জল চলকে পড়ে শেষ হয়ে গেলে আবার জল দেবে। আপনার নির্বাচিত পাথরটাই তুলে হাতে বসাবে। সেটা নামিয়ে রেখে আরও একটা পাথর বসাবে। যতক্ষণ না জলের রং বেগুনি হয়, এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে।

আপনি হয়তো ভাবছেন—এর পিছনে বুজরুকি আছে। ভাবতেই পারেন। চারদিকে এত বুজরুক, পাথরের জল রঙিন করার মধ্যে বুজরুকি থাকতেই পারে। হতে পারে পাথরটা জলে রাখলে জলের রং পাল্টে যায়। সন্দেহ মিটিয়ে ফেলাই ভালো। অন্য কারো গণ্ডুষে পাথরটা বসিয়ে দিন। দেখতে পাবেন, জল রং পাল্টায়নি।

আপনি হয়তো কারও কাছে ঠকে যাওয়াটা পছন্দ করেন না। কেউ আপনাকে ঠকিয়েছে—এটা সহ্য করতে পারেন না। আপনি সন্দেহ মেটাতে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন, আরও কয়েকজনের বেলায় পাথর জলের রং দিল পালটে। এমন দেখার পর পাথরটার জন্য ২০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত নিশ্চয়ই দিতে পারেন। আজ পকেটে পুরো টাকা না থাকলে কিছুটা অ্যাডভান্স দিয়ে পাথরটা বুক করে যেতে পারেন। না, ওরা ঠকায় না। বাকি টাকা মিটিয়ে দিলে ঠিক পাথরটি পেয়ে যাবেন। অ্যাডভান্স দিয়েছেন। কোনও রসিদ নেননি। তারপরও ঠকেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পাথরটা পকেটে পুরে আপনার মন খুশি খুশি। খুশি মনে সারাদিন কাজ করে রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার আগে সারাদিনের কাজ-কর্ম কেমন হল ফিরে দেখুন। অন্য দিনের চেয়েও যেন ভালো হয়েছে, তাই না? এ'সবের পর পাথরে অবিশ্বাস করাটাই বোকামি হয়ে যায়। নিকুচি করেছে প্রগতিশীল সাজতে জামার আড়ালে পাথর ঢাকতে। আপনি ভণ্ড নন, তাই পাথর দিয়ে আংটি করেন। আঙুলে পরেন।

এমন অদ্ভুত গুণের পাথর যারা বেচে, তারা কেন শহরের বুকে ঝক্‌ঝকে শো'রুম সাজিয়ে বসে না? ওদের-ই প্রশ্ন করুন। উত্তরটা কিন্তু শিয়ালদা থেকে বনগাঁ—সর্বত্র একই পাবেন। ওরা বলবে—আমাদের সে টাকা কই, যে বসব? বউবাজারে শোরুম করা মানে কোটি টাকার ব্যাপার। তার উপর রয়েছে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার খরচ, কর্মচারীদের মাইনে, এসি আর আলোর বন্যার জন্য বড় অংকের বিদ্যুৎ-বিল, ফোন-বিল, জ্যোতিষীদের পাথর বেচার কমিশন, আরও কত কী। যে পাথর এখন বেচি ১০০ টাকায়, তাই তখন বেচতে হবে ১০,০০০-এ। এই যে আপনাদের সেবায় লাগতে পারছি, আপনারা ভালো বাসছেন, এতেই খুশি। লোককে টুপি পরিয়ে বিরিয়ানি খাওয়ার চেয়ে, ইজ্জতের খুদও ভালো।

যে পাথর বিক্রেতা এত সুন্দর কথা বলেন, যে পাথরের এমন গুণ সে পাথর যে ঢেলে বিক্রি হবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ক্রেতাদের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাডভোকেট সবাই আছেন। এরপর এইসব গ্রহরত্নকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিলেই হল? যুক্তিবাদীরা প্রমাণ করুক না, ওদের বুজরুকিটা কোথায়?

স্বীকার করছি নিজেদের অক্ষমতা। ফুটের স্টোন-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারিনি। কেন পারোনি? উত্তর খুঁজতে আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন।

আমাদের এই অক্ষমতার কারণ—দম্ভ। যে অলৌকিক রহস্য ভেদ করতে পৃথিবীর সব্বাই ব্যর্থ, সেখানে আমরা সফল। একবারের জন্যেও ব্যর্থতা আমাদের কালিমালিপ্ত করেনি। আমাদের নিয়ে ছবি করেছে বি বি সি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, লন্ডনের চ্যানেল ফোর। আমাদের নিয়ে পৃথিবী সব মিডিয়াই প্রচুর হই-চই করে। নিউইয়র্ক টাইমস-এ কাউকে নিয়ে এক কলম লেখা প্রকাশিত হওয়া, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার শামিল — এমনটাই মনে করে তাবৎ পৃথিবীর মিডিয়াগুলো। আমাদের কাজকর্ম নিয়ে গোটা পৃষ্ঠা জুড়ে ছবিসহ খবর প্রকাশ করেছে ওরা। পৃথিবীর সবচেয়ে নামী ম্যাগাজিনের অন্যতম 'টাইম' আমাদের নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনি করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের, বিভিন্ন দেশের কয়েক হাজার পত্র-পত্রিকায় আমাদের সমিতির কর্মকাণ্ডের কথা প্রচারিত হয়েছে। এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শ'খানেক ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যাবে আমাদের নানা কথা, নানা ভেঞ্চার, নানা ভান্ডাফোড়ের কাহিনি। এইসব ওয়েবসাইটের অনেকগুলোই চালান পৃথিবীর বিভিন্ন নামী পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকরা।

এ'সব সত্যিই গর্বের কারণ। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথায়—"কারও কারও গর্ব মানায়।" আমাদের মানায় কি না—জানি না। তবে এটা জানি, গর্বের আর এক পিঠ দম্ভ। আমরা বাঘ সিংহ জ্যোতিষীদের প্রতারণা ধরব, তাদের গ্রেপ্তার করাব, আর ফুটপাথের এই নিয়তির কারবারিদের তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দূরে ঠেলে রাখব—এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোথাও গোলমাল আছে। আমাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওরা প্রতিদিন কত মানুষকে ভাগ্য-বিশ্বাসী করে তুলছে—কে জানে?
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দীপালি মিত্রকে ফোন করলাম। জানালাম, কাল আমরা পাথরের রহস্য ভেদ করতে যাব। শিয়ালদায় জনা চারেক বসে। আমাদের টার্গেট তাঁদেরই একজন। আপনি আসুন দেখটা নাগাদ। যুক্তিবাদী সমিতির ক্রিক রো অফিসের ঠিকানা দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com

২৬ এপ্রিল শনিবার, ২০০৩। দুপুর ১টা। ক্রিক রো'র অফিসে আমরা অনেকেই হাজির। সবাইকে নিয়েই একটা টিমওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে। কার কী ভূমিকা, তারও একটা রিহার্সাল হয়ে গেল।

কোনও চ্যালেঞ্জ জিততে হলে দুটি বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন। এক : প্রতিপক্ষকে কখনই হালকাভাবে দেখতে নেই। ছোট করে দেখতে নেই। **আত্মতুষ্টিতে ভুগতে নেই। বিশ্ব পর্যায়ের অ্যাথেলেটরাও দৌড় ফিনিস করার চূড়ান্ত সময়ে স্লো হয়ে যান। একে অ্যাথেলেটের পরিভাষায় বলে 'ডেঞ্জার টাইম'। ফুটবলের শেষ দেড়-দু মিনিট 'ডেঞ্জার টাইম'। এই সময় আত্মতুষ্ট থাকার দরুন জেতা গেম ড্র হয়। তেমনই দুর্বল প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধে আত্মতুষ্টি হল 'ডেঞ্জার সিচুয়েশন'** দুই : প্রতিপক্ষের তুলনায় নিজেকে কখনই ছোট বলে ভাবতে নেই। এমন ভাবনার অর্থ, লড়াইয়ের আগেই হেরে বসে থাকা।

ফুটবল টিম ময়দানে নামার আগে কোচ শেষবারের মতো পুরানো অনেক উপদেশ আবার নতুন করে প্লেয়ারদের মনে করিয়ে দেন, আমার মনে করিয়ে দেওয়াটা তেমনই কিছু। আজ পরিকল্পনা মতো আমি এই বুজরুকি ফাঁসে অংশ নেব না। আমার ভূমিকা হবে নেহাতই দর্শকের। সে'জন্য হয় তো কিছুটা আশঙ্কা ছিল। শকুন্তলার দুষ্মন্তগৃহে যাত্রার সময় পালক পিতা ঋষি কণ্ব যেমন প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় পীড়িত হচ্ছিলেন, আমার অবস্থা তেমনই।

আজ সমিতির যারা অ্যাকশনে যাবে, তারা প্রত্যেকেই জানে পাথর বিক্রেতা পাথর ছাড়া আরও একটি জিনিস নিয়ে বসে। সেটা রাখে ক্রেতার চোখের আড়ালে। জিনিসটা হল এক ধনের রাসায়নিক দ্রব্য। নাম, ফেনলফ্থ্যালিন (Phenolpthalein)। ফেনলফ্থ্যালিনের গুঁড়ো দেখতে সাদা পাউডারের মতো।

অনুমান করতে পারি, জল রঙিন করার এই কেমিক্যাল দর্শকদের নজর এড়িয়ে রাখতে কিছু কৌশল নেয় পাথরওয়ালা। কী সে কৌশল? নিশ্চিত ভাবে তা বলা সম্ভব নয়। তবে এমন হতে পারে— পোশাকের ভাঁজে, হাত ও পায়ের ভাঁজে, ঘাড়ে ফেলে রাখে ফেনলফ্থ্যালিন পাউডার।

বাটিতে থাকে জল। একটা চামচ দিয়ে জল তুলে দেওয়া হতে থাকে। ওই জল কিন্তু সাধারণ জল নয়। বিশেষত্ব আছে। জলটা চুন জল। জলে চুন ডুবিয়ে রাখলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চুন কাদা কাদা হয়ে যায়। কাদা চুন জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকে। ওপরে থাকে টলটলে জল।

পাথর বিক্রেতা যখন জলে রং বেগুনি করতে চায়, তখন আঙুলের ডগায় তুলে নেয় ফেনলফ্থ্যালিন। তারপর পাথরটা ক্রেতার হাতের তালুবন্দি জলে রাখার সময় ওই বিশেষ আঙুলটি জলে ছুঁইয়ে দেয়। ব্যস, কাজ শেষ। চুন জলে ফেলনফ্থ্যালিন মেশার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের রং হয়ে যায় বেগুনি। ওখান থেকে আপনি পাথর কিনে থাকলে একটা ছোট্ট পরীক্ষা করুন। গণ্ডুষে আপনার পাথরের আংটিটি রাখুন। দেখবেন জল রঙিন হচ্ছে না। গ্যারান্টি। কিন্তু কেনার সময় জল রঙিন হয়েছিল।

কোনও তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কটা জানা না থাকলে, ঘটনাটা দেখেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ধরে ফেলা খুবই কঠিন। আবার রহস্যের কারণটা জানলেই যে ধরাটা সোজা হবে- এমনটা ভাবলে ভুল হবে। গোটা অপারেশনের জন্য নেতা বাছা হয়েছে দীপক ব্যাপারীকে। ওকে সাহায্যের জন্য রইল রানা, অতীশ, বিশ্বজিৎ, মৃণাল, মুন্না, সঞ্জয়, জয়দেব, শৃঙ্খল ও আরও অনেকে।

দুপুর দেড়টা। দীপালি এসে পড়লেন ই টি ভি নিউজের গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে ফোটোগ্রাফার ও তাঁর সহকারী। দীপালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাদের টার্গেট শিয়ালদা ডেন্টাল কলেজের সামনে বসা পাথরওয়ালা। সমিতির ছেলেরা দু-চার মিনিট পর পর দু-একজন করে বেরিয়ে পড়তে লাগল। এই অপারেশনের জন্য ওদের প্রত্যেকেরই অঙ্গে শোভা পাচ্ছে তাগা-তাবিজ-আংটি। দীপালিও তাঁর টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শেষে শৃঙ্খল ও জয়দেব।

শৃঙ্খল ও জয়দেবকে দেখলেই বলে দেওয়া যায়—ব্যবসায়ী, জ্যোতিষে বিশ্বাসী, বর্তমানে কাঁচা পয়সা আছে। মধ্যবয়স্ক মানুষদুটোর লম্বা-চওড়া চেহারা ও ঝাঁ চক্‌চকে মোটরবাইক দেখে মনে হয় ব্যাবসাটা প্রোমোটিং। প্রমোটররা মোটরের চেয়ে বাইকে ঘোরাটাই পছন্দ করে।

আমি যখন স্পটে পৌঁছালাম, তখন বেশ বড়-সড় জটলা জমে গেছে। ই টিভি ছবি তুলছে, ভিড় তো জমবেই।

দীপালি সুন্দর ম্যানেজ করেছেন। পাথরওয়ালা খুশ-মেজাজে ছবি তুলতে দিচ্ছে। খুশি পাথরওলার দুই সঙ্গীও। দীপালিকে নিজের নাম জানাল পাথরওয়ালা। কৃষ্ণ দাস।

কৃষ্ণ দাস একটা পিঁড়িতে বসে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। জটলা কৃষ্ণকে ঘিরে। ওদের কেউ উবু হয়ে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে। পিঁড়ির আশে-পাশের কিছুটা ফুটপাথ জল দিয়ে ধুইয়ে পরিষ্কার করা। বাঁ পাশে একটা পিতলের বিশাল রেকাবিতে কয়েক কিলো নানা রং-এর কাচের টুকরো বা পাথর ডাঁই করা। ফুটের রেলিংয়ে ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িয়ে কালীঘাটের কালীর একটা বাঁধানো ছবি। ছবিতে জবা ও অপরাজিতার মালা পরানো। ছবির সামনে এক গোছা ধূপকাঠি জ্বলছে। ছবি ও ধূপদানি বসানো রয়েছে একটা লাল শালুর ওপর। তারও পাশে দুটো বড়ো বড়ো ব্যাগ। ব্যাগের পাশে নামানো রয়েছে দুটো দশ লিটারের ও একটা চার লিটারের কন্টেনার। কন্টেনারগুলোর গায়ে লেগে রয়েছে জল। আমি নিশ্চিন্ত। এর অন্তত একটায় চুন জল রয়েছে।

একজনের ভাগ্য পরীক্ষায় কৃষ্ণ তখন ব্যস্ত। তার হাতের তালুর জলে একের পর এক পাথর রাখছে। মুহূর্তে পাথরটা তুলে নিয়ে আবার একটা ছোট রেকাবিতে রাখছে। বড় রেকাবি থেকে তুলছে আবার একটা নতুন পাথর। গোটা দশেক পাথর বসানোর পর একটা পাথর হাতে রাখতেই জল বেগুনি। ফোটোগ্রাফার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রং পালটানো গণ্ডুষকে ক্যামেরাবন্দি করতে। বুঝতে পারলাম না, কখন কোথা থেকে ফেনলফ্‌থ্যালিন নিল কৃষ্ণ। সত্যিই কৃষ্ণ নাম সার্থক। উপাখ্যানের কৃষ্ণের মতোই নিখুঁত জাদুকর।

রানা আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রিক রো থেকে বেরিয়েছে। আমার ও সমিতির ছেলেদের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করবে ও। রানা ইতিমধ্যে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছে, এর আগে আরও তিন জনের হাতের জল রং পালটেছে। দীপকরা কী তাহলে এখনও ধরতে পারেনি, কোথা থেকে নিচ্ছে ফেনলফ্‌থ্যালিন? দীপক তো একা নয়। অনেকগুলো তৈরি চোখ নজর রাখছে। তাদের সব্বাইয়ের চোখকে ফাঁকি দিচ্ছে? কৃষ্ণর এলেম আছে, স্বীকার করতেই হচ্ছে।

ততক্ষণে শৃঙ্খলকে নিয়ে পড়েছে কৃষ্ণ। শৃঙ্খলের একটা পাথর রং পালটালো। ছবি উঠছে। শৃঙ্খল জানতে চাইলেন, পুজোর আগেই চার-চাকা হবে তো? ইনস্টলমেন্টে তো এখনই কিনতে পারি। ক্যাশে কিনতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
শৃঙ্খলের হাতের তালু মেলে ধরতে বলল কৃষ্ণ। হাতের রেখায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করল, "বাড়ি আছে?"

—হ্যাঁ, রিসেন্টলি ফ্ল্যাট কিনেছি।

—টাকা আসছে। রাখতে পারছেন না, খরচ হয়ে যাচ্ছে। শনি ভোগাচ্ছে। দাঁড়ান, একটা অ্যামিথিস্ট দিচ্ছি। লেগে গেলে ভাবতে হবে না। তিন মাসের মধ্যে গাড়ি হবেই।

শৃঙ্খলের হাতের তালুর ঘেরাটোপে এক চামচ জল ঢালল কৃষ্ণ। একটা নীল পাথর নিয়ে বসাতেই জল বেগুনি। হ্যাঁ বুঝেছি। দীপকদের অপেক্ষায় রইলাম। ওরাও কি বুঝেছে?

না। ধরা যাচ্ছে না। দীপকদের আরও সময় দিতে শৃঙ্খল আরও একটা পাথর কেনার ফাঁদ পাতলেন। আবার একটা পাথর। আবার জলের রঙিন হওয়া। তিনটে পাথরের মোট দাম ১৬০০ টাকা। শৃঙ্খল তো পাথর কিনতে আসেননি। তাই টেনে সময়কে বাড়াতে চাইছিলেন। "পাথর যে খাঁটি, তার গ্যারান্টি কোথায়? জি এস আই-কে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে যদি দেখি পাথরগুলো পাথরই নয়, কাচ তবে কী হবে?" ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন শৃঙ্খল। এই শেষ সুযোগ— মনে করে দীপকরা কয়েকজন কৃষ্ণর ঘাড়ে, হাতের ভাঁজে, পায়ের ভাঁজে আঙুল বুলিয়ে বাটির জলে আঙুল ডোবার খেলায় মেতেছে। না, কিচ্ছু হচ্ছে না। জল জলেই আছে।

কৃষ্ণ বিপদের গন্ধ পেয়েছে। সতর্ক ওর দুই সঙ্গী। শৃঙ্খলের হাতেই ছিল পাথর তিনটে। কৃষ্ণ এক ছোঁতে পাথর তিনটে তুলে নিল। বলল, "যান মশাই, আপনাকে পাথর বেচব না। এই সব গুটিয়ে ফেল তো।"

আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ। মুহূর্তে সাজানো দোকানপাট বেবাক ফক্কা। সব গুটনো হয়ে গেছে। অত্যন্ত নিরাশ দীপালিও গুটোতে শুরু করলেন। ক্যামেরা থেকে খোলা হয়ে গেছে বুমের কানেকশান।

আমি প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে ধমক দিলাম শৃঙ্খলকে। "আপনি ইয়ারকি পেয়েছেন? উনি ফুটপাথে পাথর বেচতে বসেছেন বলে কি ওঁকে কোনও মর্যাদা দেবেন না? পাথরগুলো নীলা, নাকি চুনী— তার গ্যারান্টি দিয়ে উনি আপনাকে পাথর গছাতে যাননি। জি এস আই-এর গ্যারান্টি দিচ্ছেন— এমন কথাও বলেননি। সুতরাং ফালতু কেন ও'সব কথা টানছেন? কেন তবে ওঁকে খাটালেন? ফুটপাথে বসেছেন বলে, তাই না?"

আমার দাপুটে কথার সামনে শৃঙ্খল তোতলাচ্ছিলেন। যাঁরা কৃষ্ণের ঘাড়ে, হাতের ভাঁজে হাত বোলাচ্ছিলেন, তাঁদেরও ধমক দিলাম "আপনাদের লজ্জা করে না, একজন খেটে খাওয়া মানুষের পেশা নিয়ে চ্যাংড়ামো করতে?"

দীপকরা কাঁচুমাচু। কৃষ্ণের প্রাণে বল। আমি প্রায় ধমকে উঠে দাঁড়ানো শৃঙ্খলকে আবার বসালাম। কৃষ্ণ আবার তার গুটনো কারবার খুলে বসল। টিভি ক্যামেরার সামনে হৃত গৌরব ফিরে পেতে চাইল। আমার অনুরোধে এক উবু দর্শক হাত এগিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তাঁর তালুতে জল দিল। জলে দিল শৃঙ্খলের হাতের পাথরটাই। শৃঙ্খলের হাতের জল যে পাথরকে রঙিন করছে, সে পাথর এখন চুপ মেরে আছে।

দীপালি বুঝে গেছেন—কিছু একটা ঘটতে চলেছে। ফোটোগ্রাফার এখন অতিমাত্রায় সপ্রতিভ। দীপালি অতি-তৎপর। দীপালি তাঁর হাতের বুম এগিয়ে ধরলেন কৃষ্ণের দিকে। প্রশ্ন, "এই যে একই পাথর কারও হাতের জল গোলাপী করছে, কারও বেলায় করছে না—এটা কী করে সম্ভব হচ্ছে? আপনি কী কোনও কেমিকেলের সাহায্য নিয়ে রং পাল্টে দিচ্ছেন? অর্থাৎ ম্যাজিক? তেমন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হলে তো আপনি লোক ঠকাচ্ছেন?"

—"না না। এ কোনও ম্যাজিক নয়। এসবই পাথরের গুণ। এ পাথর যার নসিব পালটাবে, শুধু তার হাতের জলই রঙিন করে।" কৃষ্ণ প্রচণ্ড প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে চলেছে।

—"কোন জায়গা থেকে এ পাথর আনেন?"

—"আজমির থেকে।"

—"আপনি কী বলতে চাইছেন, এর অলৌকিক ক্ষমতা আছে।"

—"যে পাথর জীবনের রং পালটে দেয়, যে পাথর ভাগ্য পালটে দেয়, তাকে আপনি যদি অলৌকিক পাথর বলতে চান, বলতে পারেন। কৃষ্ণ এখন ফুল ফর্মে। ও এখন আত্মতুষ্ট। এটাই ঠিক সময়।

আমার অনুরোধে শৃঙ্খলের হাত থেকে তুলে নেওয়া আরও একটা পাথর নিয়ে খেলা দেখাতে গেল কৃষ্ণ। আমার অনুরোধে ফোটোগ্রাফার ছবি তুলতে 'অতি যত্নবান' হলেন।

এবার আবার নতুন মানুষ। মানুষটির হাতের তালুতে প্রথমে জল, তারপর পাথর রাখল কৃষ্ণ। জল রং পালটালো না। আমি লোকটির হাত থেকে পাথর তুলতে যেতেই অবাক কাণ্ড! জলের রং বেগুনি।

এবার একজন উবু বসে থাকা মানুষের হাত টেনে নিলাম। এক চামচ জল দিলাম। একটা পাথর তুলে জলে রাখলাম। জল জলই আছে। জলে ভেজা ফুটপাতে একটা আঙুল ঠেকিয়ে পাথর রাখা জলে ছোঁয়াতেই জল বেগুনি। অর্থাৎ ফুটপাথে ফেনলফ্থ্যালিন আছে। তবে গুঁড়ো নয়। তরল, যা দিয়ে ধোয়ানো হয়েছে ফুটপাথ।

গোটা প্রক্রিয়াটাই খুব ধীরেসুস্থে করে দেখালাম, যাতে ফুটে জমে যাওয়া শ'খানেক মানুষ বুজরুকিটা কোথায়, তা বুঝতে পারেন। আমাদের সমিতির ছেলেরা মেতে উঠেছে সাধারণ মানুষকে বিষয়টা হাতেকলমে ঘটিয়ে দেখাতে। ব্যাখ্যা করতে। মানুষ বুঝছেন, মানুষ প্রতিবাদ করছেন। মানুষ ওদের মারতে যাচ্ছেন। পাবলিকের আড়ং ধোলাই থেকে বাঁচতে কৃষ্ণ তখন আমাদেরই হাতে-পায়ে ধরছে। অবস্থা সুবিধের নয় বুঝে পাশের পর্নোবই বিক্রেতা বইয়ের পসরা ফেলে হাওয়া।

মুচিপাড়া থানায় ফোন করলাম। থানা থেকে পুলিশ ভ্যান এল মিনিট দশেকের মধ্যেই। সব জিনিস-পত্তর সমেত কৃষ্ণকে ভ্যানে তুললেন পুলিশ অফিসার নীলাদ্রি রায়। শ্যামনগরের সুরজিৎ বড়ুয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। আই.পি.সি. ২৪০ ও ১২০বি ধারায় মামলা রুজু হল। পরের দিন রবিবার। সেদিনই কৃষ্ণকে হাজির করা হল ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। পুলিশ আরও ১০দিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের হেফাজতে রাখলেন।

এখন অক্টোবর। ৬টা মাস পেরিয়ে এসেছি। শিয়ালদা চষে ফেলেও অদ্ভুত পাথর ব্যবসায়ীদের দেখা পাইনি আমরা। আপনি?

যদি কোথাও পান, ওদের বুজরুকি ফাঁস করুন। থানায় ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন। একার বদলে অনেকে নিয়েই প্রতিরোধ গড়তে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারেন এককে দুই ও দুইকে বহু করতে।

আপনারা সবাই আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইতে না নামলে আমাদের মিশন অধরা থেকে যাবে। আপনাকে-আপনাদের তাই বড়-ই প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : আট

ফাঁদে পড়ে জ্যোতিষী শ্রীঘরে

আজ ২ মার্চ, ২০০২, শনিবার। প্রতি শনিবার দুপুর দুটো থেকে যদিও কলকাতার মৌলালির কাছে ক্রীক রো'তে আমাদের স্টাডি ক্লাস, তবু আমি ক্লাসে যেতে নাচার। সাড়ে তিনটের মধ্যে আমাকে পৌঁছাতে হবে হোটেল 'পিয়ারলেস ইন'এ। গাড়ি ঢুকতে যিনি গাড়ির দরজা খুলে দিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, বলবন্ত মহারাজজি'কে কোথায় পাব? বললেন—থার্ড ফ্লোরে উঠলেই মালুম হয়ে যাবে।

উঠতে সত্যিই মালুম হয়ে গেল। একটা স্যুটের সামনে দু-তিনজন অবাঙালি চোখে পড়ল। দরজার মুখেই একজন দাঁড়িয়ে। তবু লিফট থেকে বেরিয়ে উর্দি পরা পিয়ারলেসের যে রুম-সার্ভিস বয়কে পেলাম, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম, "বলবন্তজি?"

ইশারায় দেখিয়ে দিলেন সেই স্যুটটাই। দরজা আগলে দাঁড়ানো মানুষটি আমাকে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। বললাম, মেয়ের সমস্যা নিয়ে আসা। মেয়ে সোনালির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জানিয়ে দিলেন, তিনটে প্রশ্ন তিনশো টাকা। তিনের বেশি হলে এক হাজার। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। প্রবেশাধিকার মিলল।

দেয়াল ঢেকে দেওয়া হয়েছে বজরংবলীর বহুবর্ণের বিশাল বিশাল একগাছা পোস্টারে। অবাক হলাম এই ভেবে যে, একটা স্টার হোটেল এসব করতে দিয়েছে। আবার দু-চার দিন লেগে যাবে দেয়ালের রঙ ফেরাতে। স্বীকার করতেই হচ্ছে জ্যোতিষী তান্ত্রিক বলবন্ত মহারাজের ক্ষমতার হাতটা খুব-ই লম্বা।

ঘরে তখনও জনাদশেক কৃপাপ্রার্থী বসে। আমি আর সোনালি ছাড়া আর কেউ বাঙালি নন। ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা পত্রিকায় বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে গত মাস আড়াই-তিন ধরে। কলকাতার সব জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের মতোই একই নিয়ম এখানেও। প্রশ্ন করার মূল্য ঢুকেই জমা দিতে হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা খরচ। যার যেমন সমস্যা তার কাজ-কর্মের জন্য তেমন খরচ। দেখলাম, এগারো হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নির্বিকার-চিত্তে দাবি করছেন বলবন্তজি। আবার কেউ কেউ টাকার বান্ডিল বলবন্তজির পায়ের কাছে রেখে ভক্তি করে প্রণাম করে তাবিজ-কবচ নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের পালা আসতেই আমরা দু'জনে পালা-গান শুরু করলাম। বলবন্তজি একটা নিচু খাটে বসে। দু-পাশে তাকিয়া। পরনে চিনে সিল্কের লাল লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি। কুস্তিগিরের মতো চেহারা। বয়স পঁয়তাল্লিশ এপাশ-ও পাশ হবে। দু-জনেই বলবন্তজির পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। শুরু করলাম আমি।

"এই আমার একমাত্র সন্তান। নাম সোনালি, ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিলাম। ভালোবাসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বিয়ে। দুজনের গভীর ভালোবাসা ছিল। দু-বছর খুব ভালো ছিল। গত এক বছর হল আমার মেয়েকে জামাই দেখতে পারে না।"

সোনালিকেভালো করে আপাদ-মস্তক একবার জরিপ করলেন বলবন্তজি। এম টিভি'র অ্যাঙ্কার-মার্কা চেহারা। আর পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে, এটা আমাদের দেখে ওস্তাদজি বুঝেই নিয়েছিলেন। মারুতি থাউজেন্ডে এসেছি, সে খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমার হাতের হিরের আংটি, ১৪ ক্যারট সোনার ঘড়ি। পরনের দামি শেরওয়ানি-কুর্তা, গোল্ড ফ্রেমের চশমা—সব-ই আমার বিত্তের বিজ্ঞাপন। সোনালির কানের হিরে থেকে পাঁচ হাজারি শাড়ি, হাতের ঘড়ি থেকে পায়ের জুতো—সব-ই ঝক্কাস। পোশাক-হাতঘড়ি-জুতো থেকে একজনের আর্থিক সঙ্গতি অনুমান করাটা অন্যায় নয়। ট্রেনের যাত্রী হলে আমিও এক একজনকে দেখি, আর অনুমানের খেলায় মাতি। এতে অনুমান শক্তি বাড়ে। যে জ্যোতিষীর অনুমান শক্তি, অভিনয় ক্ষমতা ও বাকচাতুর্য যত বেশি, সে-ই তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দেওয়ার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী, অশিক্ষিত ব্যবসায়ী ও গলা অবধি কুসংস্কার পাঁকে ডুবে থাকা বিজ্ঞান-পেশার মানুষদের গাদা লাগিয়ে দেয়। এ'সব করতে প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। স্কুলের চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে থুবড়ে পড়া জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকরা মাস গেলে তিন লাখ থেকে তিরিশ লাখ—যা খুশি কামায়। এসব-ই তো চোখের সামনে দেখছি।

এই যে আমি বা সোনালি পোশাক-আশাকে জেল্লা দিয়েছি, এও তো নিজেদের ঠাঁট-বাট জাহির করতেই করা। এর ফলে তাবিজ-কবচের দাম যে বাড়তে পারে, জেনেও নিজেদের জাহির করার ব্যাপারটা সামলাতে পারলাম কই? তবে এও ঠিক, বলবন্তজি সুন্দর বলেন। বললেন, "জামাইয়ের ছবি এনেছেন?"

সোনালি ওর ব্যাগ থেকে কয়েকটা ছবি বের করে দিল। তার মধ্যে সোনালির বিয়ের ছবি গোটা পাঁচেক। একটা অন্যরকম ছবি। ছবিতে সোনালি, পাশে হিন্দি সিরিয়ালের এক নায়িকা, যিনি সম্প্রতি একটি বাংলা সিনেমায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। পাশে আমার জামাইবাবাজি। তার পাশে নায়িকার মা, যিনি উত্তম যুগের অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন পাশে আমি। প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখলেন। বেশি সময় দিলেন আমাদের গ্রুপ ছবিটা দেখতে।

উঠতি নায়িকার ছবিতে আঙুল ঠেকিয়ে জানতে চাইলেন, হিন্দি সিরিয়াল করেন না?

বললাম, হ্যাঁ।

পাশের জেনানা?

জানালাম, নায়িকার মা। উনিও এক সময় বাংলার জনপ্রিয় নায়িকা ছিলেন।

বলবন্তের এ'বার জিজ্ঞাসা, জামাই কী করে?

ব্যবসা করে। জানালাম।

বলবন্ত এবার জানতে চাইলেন, গ্রুপ ছবিতে নায়িকা ও তাঁর মা কেন? কীভাবে এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

এবার সোনালি মুখ খুলল। "আমার হাজবেন্ড এখন আবার ফিল্ম প্রডিউজ করতে নেমেছে। ওঁর ফিল্মে নায়িকা নিয়েছে এঁকে।"

—"হ্যাঁ, হাঁ, ছবি দেখেই বুঝেছি যে তোমার দেওয়ানা ছিল, এখন সে এই নতুন পঞ্ছির দিওয়ানা হয়েছে। তোমার হাজবেন্ড নয়া হিরোইনকে একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করেছে না?"

সোনালি ককিয়ে উঠল, "হ্যাঁ একটা মারুতি প্রেজেন্ট করেছে।"

—"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। একটা ফ্ল্যাট ভি প্রেজেন্ট করেছে?" বলবন্তজির এমন দিব্যদৃষ্টি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সোনালির কাটা-ঘায়ে নুন ছিটল। শোকে ডুকরে উঠল—ঠিক বলেছেন।

বলবন্তজি এবার শুধু বললেন—হুঃ। তারপর পাক্কা এক মিনিট চুপ করে রাজভোগ সাইজ চোখ করে তাকিয়ে রইলেন ছবির দিকে। সম্ভবত প্রাক্তন নায়িকার দিকে। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে জানিয়ে দিলেন, নায়িকার মা আমার জামাইকে বশীকরণ করেছেন।

সোনালি তো তাই শুনে কেঁদেই ফেলল, আমার অবস্থাও কাহিল। শত হলেও একমাত্র মেয়ের বাবা হিসেবে এত বড় আঘাত সহ্য করি কী করে?

বলবন্তজি সত্যিই হতবাক করার মত ক্ষমতার অধিকারী। কী অদ্ভুত ক্ষমতায়, অবলীলায় এ'সব বলে গেলেন। বলবন্তজি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা দু-জনেই জানিয়ে দিলাম, আপনি যা করার করুন। জামাইকে ফেরান।

বলবন্তজি বললেন, তিনি আজ রাতে বজরংবলির কাছ থেকে জেনে নেবেন জামাইয়ের ওপর কী ধরনের বশীকরণ করা হয়েছে। বশীকরণ দু'কিসিমের হয়। হিন্দুতন্ত্র মতে বশীকরণ, ইসলাম ধর্ম মতে বশীকরণ। হিন্দু মতে বশীকরণ করা হয়ে থাকলে, কাটাতে তাবিজ তৈরি করার খরচ পড়ে যাবে বিশ হাজার টাকা। ইসলাম ক্রিয়াকরমে বশীকরণ করা হয়ে থাকলে তা কাটাবার মতো ক্ষমতা রাখে এরকম তান্ত্রিকের খোঁজ পাওয়া মুশকিল।

আমরা দু'জন ভয় পেয়ে যাওয়া মানুষ। শেষ ভরসা হিসেবে বলবন্তজিকেই ধরে বসলাম, যা করার আপনাকেই করতে হবে।

আমাদের দু-জনের আকুতি আর চোখের জলে বলবন্তজি টললেন। বললেন, বহুত কঠিন ক্রিয়াকরম, হাঙ্গামাওয়ালা কাজ, বহুত খরচাভি হবে।

এখন আর খরচের কথা ভেবে লাভ নেই। জামাই খরচ হয়ে যাওয়ার চেয়ে, জামাইকে ফিরে পাওয়ার জন্য খরচ করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাই বলেই ফেললাম, খরচার জন্যে ভাববেন না। যা লাগবে দেব।

—ঠিক আছে। কাল সকালেই মেয়েকে নিয়ে চলে আসুন। নিজের হাতে তাবিজটা বেঁধে দেবো। তারপর দেখবেন, জামাই আপনার মেয়ের পায়ের চারপাশে কুকুরের মতো ঘুরঘুর করছে।

বলবন্তজির কথায় আমরা গলে গেলাম। আমরা হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ পেলাম। আমি তো সত্যি বলতে কী, যা কখন করি না, তাই করলাম। চাটুকারের মতো হাত কচলাতে লাগলাম।

এ'বার আমার সমস্যার কথাটা বলে ফেলা উচিত। লজ্জা না করে-ই বলে ফেলা উচিত। রামকৃষ্ণ না কে যেন বলে গেছেন—"লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়।" বলে-ই ফেললাম, "বিশ হাজার হলে কাল-ই চলে আসতে পারি। যদি আপনি কৃপা করেন তো কালই মেয়েকে নিয়ে চলে আসি?"

বলবন্তজি যা বললেন, তার পিছনেও জোরালো যুক্তি আছে। বললেন—কৃপা তো নিশ্চয়ই করব, কিন্তু খরচা কী পড়বে, তা বজরংবলির সঙ্গে কথা না বলে বলি কী করে।

বললাম, "দু'লাখ হলে পরশু ব্যাংক থেকে তুলতে হবে।"

বলবন্তজি বললেন, সোমবারই চলে আসুন। বেলা বারোটার আগে মেয়েকে নিয়ে আসবেন। তবে আপনার তাবিজ বিশ হাজারে হলে, এক আশি ফেরত নিয়ে যাবেন।

পিয়ারলেস ইন থেকে বেরিয়ে ঢুকলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিসে। সেখান থেকে তুললাম
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সাংবাদিক তন্ময় ঘোষকে। উদ্দেশ্য দেখা—সাধারণ মানুষ ধনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ কী ধরনের ব্যবহার করে। তালতলা থানায় ঢোকার আগেই আমার হিরের আংটি পকেটে। ঘড়ি গেছে পালটে। পালটে গেছে চশমা। সোনালির হিরের গয়না একই ভাবে ভ্যানিস। বন্ধুর মারুতি থাউজেন্ড ছেড়ে গিয়ে এখন আমরা মারুতি এইট হান্ড্রেড-এর সাওয়ার।

থানায় অফিসার ইনচার্জ মহঃ আক্রম-এর ঘর ফাঁকা। শুনলাম দোতলায় ওঁর কোয়াটারে 'রেস্ট করছেন'। উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন, অতএব আমরা ওঁর চেম্বারে বসতে পারি না। বসতে গিয়ে এ'কথা জানলাম। তিনজন এদিক-ওদিক ঘুরছি। একটু কথা বলার সুযোগ পেলাম অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর নন্দলাল পালের সঙ্গে। তাঁকে সংক্ষেপে জানালাম বলবন্তজির গপ্পোটা। বললাম, তাঁর বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন লজ করতে চাই। আমি ও আমার পুত্রবধূ কমপ্লেন কম্পিউটারে কমপোজ করে দুটো প্রিন্টআউট নিয়ে এসেছি। আমরা দুজনে সিগ্‌নেচার করে দিচ্ছি। এক কপি রিসিভ করে আর একটা কপিতে 'রিসিভড' লিখে থানার ছাপ মেরে আমাদের দিন।

নন্দলালবাবু আমার কথা শুনলেন, চিঠিটা পড়তে লাগলেন। এই সময় একগুচ্ছ রমণীকণ্ঠের কর্কশ চেঁচামেচি আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁদের বহু কণ্ঠের বক্তব্য একই—ধরে এনেছেন। যা টাকা নেবার নিয়ে ছেড়ে দিন। টাইমটা চলে গেলে আজ সন্ধেরাতের রোজগারটা মাঠে মারা যাবে।

সোনালি জিজ্ঞাসু ভুরু নাচাল তন্ময়কে উদ্দেশ করে।

"কলগার্ল হিসেবে ওদের ধরে এনেছে।" তন্ময় বললেন।

পড়া থামিয়ে নন্দদুলালবাবু তন্ময়ের দিকে তাকালেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

তন্ময় জানালেন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক। আমাদের পরিচিত হিসেবে তাঁর এখানে আসা।

ছোট্ট চিঠি। তাও দু-তিনবার পড়লেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ইতিমধ্যে রমণীকণ্ঠগুলো আর রমণীয় নেই। চেঁচামেচি আর খিস্তির বান ডেকেছে।

সম্ভবত তন্ময়ের পরিচয় পাওয়ার পর পুলিশের তোলা আদায়ের চিত্রকে ঢাকতে আমাদের তিনজনকে অফিসার ইনচার্জের চেম্বারে বসালেন। 'বড়বাবু' কে খবর দিতে নন্দদুলালবাবু নিজেই উদ্যোগী হলেন।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যে ও সি মহঃ আক্রম ঘরে ঢুকলেন। আমার কথা শুনলেন। আবেদনে চোখ বোলালেন। আমাকে বললেন—কমপ্লেনে অনেকেই অনেক কিছু লিখে ফেলেন। লিখে ফেলা সোজা। কিন্তু প্রমাণ করা খুব কঠিন। আপনারা দু-জনে যা যা লিখেছেন, তা তা প্রমাণ করতে পারবেন কী?

বললাম—তা পারবো। আমাদের পুরো কথা-বার্তাই ননস্টপ ধরা আছে অডিও ক্যাসেটে। ওঁর প্রতারণা ধরতেই পুত্রবধূকে মেয়ে সাজিয়ে ছিলাম। সাজিয়ে ছিলাম সমস্যার গপ্পোটা।

—ঠিক আছে, ক্যাসেটটা আর কোন্ কোন্ ছবি বলবন্ত মহারাজজিকে দেখিয়েছেন, দিন। তারপর কমপ্লেন আর তার কপিতে আপনারা দু'জনে সিগনেচার করুন,

—হ্যাঁ, সিগনেচার করছি। তবে ক্যাসেট বা ফটো এখুনি দিচ্ছি না। কপি করে আপনাকে দেব। এভিডেন্স হিসেবে কোর্টে যাতে এগুলো প্রডিউজ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। আশাকরি এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে বলবন্তকে অ্যারেস্ট করতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কিন্তু তার পরেও অসুবিধের কথা এল। আক্রম সায়েব জানালেন—তিনি একজন মুসলিম। এতবড় একজন হিন্দু সাধুকে অ্যারেস্ট করলে অনেক রং চড়তে পারে। অনেক গোলমাল হতে পারে।

আমার নাছোড়বান্দা অ্যাটিচুডে আক্রম সায়েব বললেন—ঠিক আছে, আপনাদের কমপ্লেন নিচ্ছি। দেখি কী করা যায়।

তালতলা পুলিশ স্টেশন থেকে বেরিয়ে তন্ময়কে ধন্যবাদ দিয়ে দৌড়লাম সমিতির ক্রীক রো'র অফিসে। আজ ওখানে স্টাডি ক্লাস চলছে। সঙ্গে চলছে আমার জন্যে গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা। অবশ্য ইতিমধ্যে বার তিনেক ফোন করে আমাদের অগ্রগতি জানিয়েছি। এখান থেকেও আমার মোবাইলে খবর এসেছে—তাড়াতাড়ি আসুন, আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি।

আমি নামলাম ক্রীক রোতে। সেখানে পুরো ঘটনার বিবরণ দিলাম। এবং এও বললাম, কমপ্লেন অবশ্য যুক্তিবাদী সমিতির প্যাডে করিনি। নিজের যে একটা বিশেষ পরিচয় আছে, তাও জানাইনি। আমজনতার একজন হিসেবে অভিযোগ দায়ের করা। সরকার তো গলা ফাটিয়ে প্রচার করছে, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। পুলিশ আপনার বন্ধু। পুলিশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।" আমাদের তরফ থেকে সবই করলাম। এবার দেখার পালা।

ফ্ল্যাটে পৌঁছেই সোনালির ফোন পেলাম "তালতলা থানা থেকে এখুনি ফোন করেছিল। বলেছেন, এখুনি আপনার শ্বশুরমশাইকে নিয়ে থানায় আসুন। সঙ্গে কমপ্লেনের রিসিভ কপি আনবেন। কমপ্লেন উইথড্র করতে হবে। এখুনি চলে আসুন। কোনও বুদ্ধি খাটাতে যাবেন না। মিডিয়া টিডিয়াকে জানাতে যাবেন না। বিপদে পড়ে যাবেন।"

সোনালির স্বরে উত্তেজনা ও ভয় স্পষ্ট।

কেউ কারও বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করতে গেলে বা অভিযোগ জানাতে গেলে থানা সেটা নিতে বাধ্য। আসামিকে পর্যন্ত থানা ভয় দেখাতে পারে না। ভয় দেখানোটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তালতলা থানা তো আবার অভিযোগকারীকেই ভয় দেখাচ্ছে। ওরা ঠিক-ই বলে—"মেরা ভারত মহান, শও মে নিরানব্বই বেইমান!"

জিজ্ঞেস করলাম, "কে ফোন করেছিলেন? নাম জিজ্ঞেস করেছিলি?"

—"বললেন তো তালতলা থানার ওসি বলছেন? মোস্ট আগলি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছিলেন। বললেন, 'আপনার শ্বশুর না হয় বুড়ো ভাম। আদর্শের খুজ্‌লি চুলকে উঠেছে। কিন্তু আপনি তো একজন মডার্ন মেয়ে। এই সমাজের হাল-হকিকত সব-ই জানেন। বুঝতে পারলাম না, আপনি কী করে ওই বুড়োর কথায় নাচলেন। জানেন কার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছেন? জানেন ওঁর রিচ কতদূর? আপনার বিপদ হলে কে সামলাবে? আপনার বুড়ো শ্বশুর?' আমি জানিয়ে দিয়েছি—আমরা যাচ্ছি।"

সোনালি ফোন দিল আমার ছেলে পিনাকীকে। সোনালিকে এমন একটা উটকো বিপদে ফেলায় বিরক্ত পিনাকী সরাসরি আমার উপর ক্ষোভ উগরে দিল। আমি বললাম, "যেতে হবে না। দেখছি।"

ও সি বা ওসি'র নাম করে থানা থেকে এমন ফোন আসতেই পারে। এর চেয়েও নোংরা ভাষায় খিস্তি দেওয়া ফোন আমি পেয়েছি দমদম থানা থেকে। ওসি'র নাম করে-ই বারবার ফোন এসেছিল মাত্র বছর কয়েক আগে। ওদের কথা না শুনলে আমার একমাত্র ছেলেকে গুলি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করে মারবে—এমন ফোন পেয়েছি, সে ফোনের টেপের কপি সে সময়কার পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীচিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত অভিযোগও টেপের সঙ্গে দিয়েছি। লিখিত অভিযোগ ও টেপের কপি দিয়েছি রাজ্যসভার সাংসদ ড: বিপ্লব দাশগুপ্ত, উত্তর ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার ও রাজ্যের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশকে। সেই ভয়ের দিনগুলো আমি অতিক্রম করেছি—যখন এঁদেরই কেউ কেউ আমাকে ভালোবেসে বলেছেন, আমি ও আমার ছেলে যেন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিই। কারণ—ও সি'র ক্ষমতা আছে যে কোনও সময় আমাকে গ্রেপ্তার করার। গ্রেপ্তার তো করবে, জামিন তো তারপর। গ্রেপ্তারের বদলে যদি এনকাউন্টারের গপ্পো ওসি বাজারে ছড়ায়? ছড়াতেই পারেন শুধু কয়েকটিদিন একটু গা ঢাকা দেওয়া। তাঁরা আশ্বস্ত করেছিলেন—বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছেন।

সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বিষয়টা দেখেছিলেন। তাই আমি আছি, আমার ছেলে আছে। কিন্তু সে' সময় আমাকেও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছে। এ'সবের ফল ছেলেকে সে'সময় ভোগ করতে হয়েছিল। ঘর পোড়াগরু। সিঁদুর মেঘ দেখলে ভয় পেতে-ই পারে। বারবার আমি ঘুঘুটি থানার বড়বাবুদের ধান খেয়ে যাব, তাঁরা বসে বসে বুড়ো আঙুল চুষবেন—এমন কথা ভাবা বোকামো। এক সময় ঘুঘুর পরান বধ হতেই পারে। রাজনৈতিক ও পুলিশদের গুণ্ডারাজ সমাজে জাঁকিয়ে বসে আছে। এই সামাজিক পরিবেশ ভুক্তভোগীকে ভীতু করতে পারে। আবার সাহসীও। ভীরুতা ও সাহসিকতা দুই-ই একটু একটু করে হয়ে ওঠার ব্যাপার। ভীরু মানুষ দেখতে দেখতে, তাদের সঙ্গে সকাল থেকে রাত মেলামেশা করতে করতে একজন মানুষ ভীতু হয়ে পড়বে—এটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম। সাহসী মানুষ দেখতে দেখতে মানুষ সাহসী হয়। এই যে একজন মানুষের চিন্তার দ্বারা একজন মানুষের প্রভাবিত হওয়া—একে আমরা আরও একটি নামে ডাকতে পারে—'গ্রুপ থেরাপি'। একটা দলের সঙ্গে মিশে তাদের মতো হয়ে যাওয়া।

এ জীবনে তো কম দেখা হল না? খ্যাতিমান তরুণের সুন্দরী স্ত্রী'কে ঠকিয়ে কোনও এক তান্ত্রিক নিয়েছেন প্রায় লাখখানেক টাকা। তন্ত্রসাধনা করলে অপ্সরা সুন্দরী প্রায় কুবেরের ঐশ্বর্য পাবেন বলে প্রলুব্ধ করেছেন। তারপর তন্ত্রক্রিয়ার নামে দেহ-মিলন ঘটিয়েছেন। অপ্সরা আমার কাছে এসব বলে আবেদন রেখেছেন—আমি যেন ভণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু করি। বলেছি, আপনি ওর বিরুদ্ধে থানায় কমপ্লেন লজ করুন। আপনার হয়ে মামলা স্টেট গভর্নমেন্ট করবে। আপনি এক কদম এগোলে আমরা আপনার জন্য দশ কদম এগোব। ভণ্ডদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু আপনার নয়, আমাদেরও।

না, তিনি এগোননি। সম্মান ও জীবন বাঁচাতে এগোননি। এমন উদাহরণ একটি নয়। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতেই এই সংখ্যা বহু শত। এঁরা প্রত্যেকেই আমাদের যুক্তিবাদী সমিতি ও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে খেলাটা শুরু করেন। গুটিয়ে আনেন সাহায্য প্রার্থনার আবেদন রেখে। ঝুঁকির সবটুকু আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চান। বাঙালি মধ্যবিত্ত চতুর মানুষদের এটাই মূলস্রোত। কথায় ও কাজে বিপরীত মেরুতে অবস্থান-ই মূলস্রোত। পিনাকীর ভীরুতা নিয়ে সোচ্চার হওয়ার মানুষ অনেক পাব, তাদেরকেই যখন অনুরোধ করব, একজন প্রভাবশালী ভণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে, তখন দেখব ময়দান ফাঁকা। আমাব অভিজ্ঞতা এ'কথাই বলে। এমন মুখে বাঘ-সিংহ মারা একশো জনের মধ্যে একজনের দেখা পাওয়াও ভার যিনি অকুতোভয়ে। বাঘ-সিংহের মুখোমুখি হতে রাজি। সৎ ও সাহসী মানুষদের জন্য যুক্তিবাদী
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সামিতি শ্রদ্ধার আসন পেতে বসে আছে, বসে থাকবে। ভণ্ডদের ভিড়ে সৎ ও প্রতিবাদী মানুষের খোঁজ পাওয়া খড়ের গাদায় সুচ পাওয়ার শামিল।

সোনালি ও পিনাকীর সঙ্গে কথা শেষ করে তালতলা থানা ধরলাম। ও সি' কে পেয়ে গেলাম। ও সি অবাক—এখনও আপনি বেরিয়ে না পড়ে বাড়ি থেকে আমাকে ফোন করছেন?

আমার ফোন পেয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এই। বললাম, আপনার আদেশ মানছি না। থানায় যাচ্ছি না। কমপ্লেন উইথড্র করার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। সোনালিও থানায় যাবে না। বারণ করেছি। আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু অসম্মানকর উক্তি করেছেন। তাতে আপনি আপনার রুচির পরিচয় দিয়েছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সোনালিকে ভয় দেখিয়ে ফোন করার ব্যাপারটা মানা যায় না। এটা গুরুতর অন্যায়। আইন অমান্য করা। আপনি যদি বলবন্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তার হয়ে দালালি করতে থাকেন, সোনালিকে ভয় দেখাতে থাকেন, তবে পুলিশ কমিশনারের কাছে আপনার বিরুদ্ধে আজই অভিযোগ জানাব ফ্যাক্সে। কপি-টু চিফ মিনিস্টার করে তাঁর কাছেও একটা ফ্যাক্স পাঠিয়ে দেব। আমি এর শেষ দেখতে চাই।

ও সি সাহেব কী বুঝলেন কে জানে, কিন্তু তাঁর হিটলারি মেজাজ পালটে মুহূর্তে সুরেলা লতা মঙ্গেশকর। প্রায় পুলিশ-ই বেড়াল। নরম মাটি পেলেই আছড়ে ফালা ফালা করে ছাড়ে।

এক ঘণ্টাও কাটেনি, তালতলা থেকে ফোন জানাল—বলবন্তকে ধরে আনা হয়েছে থানায়। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

আধ ঘণ্টা পরে আমি-ই ফোন করলাম—জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কাল-ই ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্রডিউস করব,

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ওঃ লড়াইয়ের একটা পর্যায় শেষ হল।

৩ মার্চ রবিবার। মনে হয়েছিল আজকের কোনও খবরের কাগজেই খবরটা প্রকাশিত হবে না। কারণ কাল বলবন্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাতে। তার আগেই পত্রিকাগুলো লালবাজারে ফোন করে বিভিন্ন থানা এলাকার ঘটনা-দুর্ঘটনার খবর সংগ্রহ করে নিয়েছে। শনিবার প্রায় সন্ধে রাতেই থানাগুলোর খবর সংগ্রহ হয়ে যায়। কারণ, রবিবারের কাগজ মানেই বিজ্ঞাপনে ঠাসা। খবরের চেয়ে বিজ্ঞাপন দামি। রবিবার খবর থাকে অন্যান্য দিনের অর্ধেক। অবাক হলাম 'আজকাল'-এ গোটা খবরটা প্রকাশিত হতে দেখে। শিরোনাম, 'জ্যোতিষী শ্রীঘরে'।

৩ মার্চ-ই একাধিক টি ভি চ্যানেল যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে খবরটা পরিবেশন করল। ৪ মার্চ সোমবার। কলকাতা থেকে প্রকাশিত যে ভাষার-ই দৈনিক খবরের কাগজ খুলি, তাতেই দেখি বিশাল করে খবরটা ছাপা হয়েছে। আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, প্রতিদিন, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান টাইমস—কে নেই? হিন্দি ও উর্দু পত্রিকাও পিছিয়ে নেই।

দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার 'কলকাতা টাইমস'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় রঙিন ছবি সহ বলবন্তের গ্রেপ্তারের খবরটা ছাপা হয়েছে ছ'কলাম জায়গা জুড়ে। এই কাগজটির উল্লেখ করার কারণ, এখানে অ্যাডিশনাল ইনসপেক্টর নন্দদুলাল পাল আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসারের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। বলবন্ত সম্পর্কে শ্রী পালের বক্তব্য হিসেবে পত্রিকায় বলা হয়েছে, ''He is a genuine Babaji. He's told me certain things which even my wife does not know.'' এরপর পত্রিকায় আরও কয়েকজনের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। "Pal was not the only one to be charmed by Babaji. other officers were also convinced that he was not a "fake sadhu". খুবই ইঙ্গিতবহ মতামত। তালতলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
থানার পুলিশ অফিসাররা একজন প্রতারক আসামিকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, "ও একজন খাঁটি বাবাজি", "ভণ্ড সাধু নয়" বলে। সত্যিই—"মেরা ভারত মহান..."

৩ মার্চ রবিবার বলবন্তকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বিচারক আশিস মৈত্রের এজলাশে তোলা হয়। বিচারক তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

খবরের মধ্যে খবর—বলবন্তকে গ্রেপ্তার করলেও গত ৩ মাস ধরে লোক ঠকিয়ে আসা টাকার কোনও হদিশ পুলিশ পায়নি। 'আজকাল' পত্রিকায় ৫ মার্চ ২০০২-এ এ'খবর প্রকাশিত হয়েছে।

টাকাগুলো কোন্ সাদা হাঙরে গিলল—কে জানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : নয়

বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী'র বিস্ময়কর পরাজয় এবং...

আপনি বেকার? সরকারি চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে? স্কুলের চৌকাঠ পেরুতে পারেননি? বিগত যৌবনা কলগার্ল বা রক্ষিতা? সামান্য পুঁজি বিনিয়োগ করে মাসে ৩ থেকে ৩০ লাখ টাকা রোজগার করুন।

জ্যোতিষী হবার কিছু টিপস্

(১) নিজের চেম্বার নিজে খুলুন। রত্ন-ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়বেন না। ওরা পাথর বিক্রির ওপর শুধু কমিশনটুকু ধরিয়ে আপনার হাড়-মাস চিবিয়ে খাবে। চেম্বার খুলুন কলকাতায়। কোনও কারণে সে স্বপ্ন সফল করতে না পারলে চেম্বারের জন্য বেছে নিন এইসব শহরের যে কোনও একটি। যথা—শিলিগুড়ি, মালদা, আসানসোল, বারাসত বা হাওড়া। কালো টাকা উড়ছে। ডন, স্মাগলার ও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা খলবল করছে। খেপলা জাল ফেলুন আর ধরুন। ওরা ঠকার জন্য, ধরা দেবার জন্যে হাঁকুপাঁকু করছে। একটু ঢপ দিলেই কালো টাকার কুমির বনে যাবেন।

(২) জ্যোতিষী বা তান্ত্রিক হওয়ার জন্যে কোনও বিদ্যের দরকার হয় না। একটু বুদ্ধি থাকলেই চলবে। ধূর্ত হলে চলবে কী মশাই, দৌড়বে।

প্রথমে কোনও জ্যোতিষ সংস্থা থেকে ইচ্ছেমতো ডিগ্রি, স্বর্ণপদক, পি. এইচ. ডি. বা উপাধি কিনুন। এসমস্ত কিনতে পাওয়া যায় নগদ দামে। এর জন্য ওইসব সংস্থায় পড়াশুনোর কোনও দরকার নেই।

(৩) কিছুই না শিখে জন্মছক বানাবেন কী করে—ভাবছেন? এরও ব্যবস্থা আছে। ৫০ থেকে ১০০ টাকায় ছক করে দেবার মতো লোকের অভাব নেই। তাদের কোথায় পাবেন? আপনার চেম্বারে তারাই আসবে কাজের খোঁজে। শুধু চেম্বার খোলার ওয়াস্তা।

(৪) অলৌকিক মাতা, তন্ত্রসিদ্ধ, কামাখ্যাসিদ্ধ, বাকসিদ্ধ, মামলাসিদ্ধ, বশীকরণসিদ্ধ, মহামৃত্যুঞ্জয়সিদ্ধ, গজলক্ষ্মীসিদ্ধ, নীলসরস্বতীসিদ্ধ কোনটায় স্পেশালিস্ট হতে চান? আজকাল স্পেশালিস্টদের যুগ। স্পেশালিস্টদের পিছনে ছুটছে পাবলিক। আপনার পিছনে পাবলিককে দৌড় করাতে হলে আপনাকে স্পেশালিস্ট হতেই হবে। আপনিই ঠিক করুন কোনটায় স্পেশালিস্ট হতে চান।

এ'বিষয়ে আমার একটা পরামর্শ আছে। শিলিগুড়ি হল স্মাগলার, ড্রাগ মাফিয়া ও আর্মস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মাফিয়াদের মুক্তাঞ্চল। আসানসোল, রানিগঞ্জে কোল মাফিয়াদের রাজ। হাওড়ায় লোহার ছাঁট নিয়ে ডনদের আকচা-আকচি। ভারত-বাংলাদেশ চোরাকারবারিদের মিলনক্ষেত্র হল বারাসাত। এইসব জায়গায় মহামৃত্যুঞ্জয় কবচের হেভি ডিমান্ড। পুলিশ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের সঙ্গে মাফিয়াদের বন্দোবস্ত করা আছে। ঝাড়টা আসে পাল্টা মাফিয়া গ্রুপের কাছ থেকে। লড়াইটা এলাকা দখলে রাখা নিয়ে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ করলে অপঘাতে মৃত্যু নেই জানলে হিরের দামে কবচ কিনবে। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওইসব এলাকায় বসলে মাসে দশ-বিশ লাখ আয় বাঁধা।

সরস্বতী কবচের মার্কেট সিজিনাল। পরীক্ষার সময় চাহিদা বাড়ে।

বশীকরণ কবচের চাহিদা শহর কলকাতায় দারুণ। বৃদ্ধ বস থেকে হরিপদ কেরানি, অভিনেতা থেকে মডেল গার্ল, কলকাতায় কলেজ পড়ুয়া থেকে প্রফেসার, তিন সন্তানের মা থেকে মন্ত্রী সবাই আসেন বশীকরণ কবচের টানে। এঁদের কেউ 'অন্ধপ্রেম'এ মশগুল, কেউ বা বশ করে ক্যারিয়ার গোছাতে চান।

অলৌকিক মাতাজি হয়ে বসতে পারলে দশ হাতে লুটে-পুটে খাওয়া যায়। মন্ত্রী থেকে মস্তান, ডাক্তার থেকে ফিল্মস্টার সবাই আপনার শ্রীচরণের স্পর্শ পেলে ধন্য হয়ে যাবে। এই শর্মা একটুও মিথ্যে বলছে না।

অনেক জ্যোতিষী বড়োবাজার থেকে গ্রোস দরে হোয়াইট মেটাল বা অ্যালুমেনিয়ামের তাবিজ-কবচ কেনে। আপনি প্লিজ একটু খরচা করুন। সোনা-রুপোর ছোট দোকান থেকে মাল কিনুন, কর্মচারীকে দিয়ে বেলপাতা বা জবাফুল ঠাসুন। মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করুন। মোট খরচ ২০ থেকে ৩০ টাকা। নেবেন ২ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা। চিন্তা করবেন না। পাবলিক দেবেও।

স্পেশালিস্ট হতে আপনার ইচ্ছেই শেষ কথা। এই অধমের পরামর্শ—আপনি কোন্ শহরে বসবেন, সেটা মাথায় রেখে ইচ্ছেটা ঠিক করুন। তারপর ঢেলে বিজ্ঞাপন দিন। পত্র-পত্রিকায়, চ্যানেলে, পোস্টারে, ব্যানারে, হোর্ডিং-এ, সিনেমায় সর্বত্র বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ করে দিন। প্রচারের বান ডাকলেই দেখবেন, চেম্বারের বাইরে কাঙালি ভোজনের ভিড়।

(৫) ঝড় তোলা বিজ্ঞাপন কী করে লিখবেন ভাবছেন? লিখতে গেলে কলম ভাঙে? এতো প্রায় সব জ্যোতিষীদেরই সমস্যা। প্রায় সব্বাই স্কুলের চৌকাঠে হোঁচট খাওয়া। জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন লেখার বিশেষজ্ঞ লোক আছে। আপনাকে তোল্লাই দিয়ে এমন লিখবে যে পড়ে লজ্জা পেয়ে যাবেন। বিজ্ঞাপনে আপনার কাছে উপকার পাওয়া মানুষের বিরাট তালিকা দেখে আপনার চোখ কপালে উঠতেই পারে। ভাবছেন এরা কারা? এরা কেউ নয়। অস্তিত্বহীন। প্রথম প্রথম আগাপাশতলা মিথ্যে প্রচার দেখে একটু লজ্জা পেতেই পারেন। পরে দেখবেন চোখের চামড়া পুরু হয়ে গেছে। "ইসি কা নাম জিন্দেগী।"

(৬) টিভিতে নিজের ঢাক পেটাতে চান? হবে। নিজের গ্যাঁটের টাকায় কোনও চ্যানেল থেকে টাইম-স্লট কিনতে হবে। নিজের টাকায় স্যুটিং করতে হবে। চ্যানেলে ক্যাসেট পৌঁছে দিতে হবে।

ভাবছেন টিভি চ্যানেলে সময় কিনতে চাইলেই পাবেন কি না? আলবাৎ পাবেন। একটায় না পান আর একটায় পাবেন। একগাদা টিভি চ্যানেল বেশ্যা মাগির মতো দরজা খুলেই বসে আছে। ওদের নীতি—"ফেল কড়ি, মাখ তেল। কেউ কি আমার পর?" একবার চেম্বারের শাটার খুলুন, দেখবেন বিভিন্ন চ্যানেলের দালালরা আপনাকে জপাতে হাজির হয়ে গেছে। (তাইতো ভালো প্রোগ্রামের এত আকাল। বিজ্ঞান-প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে পটাতে হলে খুলতে হবে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
'ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক', 'ডিসকাভারি'র মতো বিদেশি চ্যানেল।)

সরাসরি ফোন লাইনে প্রোগ্রাম করতে চান? চ্যানেল আপনাকে এক ঘণ্টা সময় দেবে। সঙ্গে গ্যারান্টি দেবে, উল্টো-পাল্টা ফোন এলে কেটে দেবার। আপনি 'বাকসিদ্ধ' হতে চান। তা বানাবার ব্যবস্থাও রেখেছে চ্যানেল। তবে খরচা বেশি পড়বে। চ্যানেলের স্টুডিওর পাশের ঘরেই হাজির রাখবে একগাদা নারী-পুরুষ। তারাই পাশের ঘর থেকে ইন্টারকমে আপনাকে ধরবে। শোনাবে, আপনার নিখুঁত ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে কতটা অভিভূত—তার ফিরিস্তি। ব্যাস, আর দেখতে হবে না। রাতারাতি পসার জমে কুলপি।

(৭) আপনার টিভি প্রোগ্রাম তৈরি করতে ডিরেক্টর চাই? পাবেন। তারাই আপনার চেম্বারে এসে অতি বিনয়ের সঙ্গে কথা বলবে। আপনি 'জল উঁচু' বললে ওরাও বলবে, 'জল উঁচু'। 'জল নিচু' বললে বলবে, 'জল নিচু'। ওরা জানে ডিরেক্টর, হওয়ার প্রথম শর্তই হল—প্রডিউসরের চামচা হতে হবে।

(৮) আপনার প্রোগ্রামের সঞ্চালক বা অ্যাঙ্কার কাকে করা যায়, এই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন? চেম্বারে বসার আগে এ'নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ডিরেক্টরই অ্যাঙ্কার যোগাড় করে দেবেন। দেখবেন আবৃত্তি জগতের কত রথি-মহারথি লাইনে দাঁড়িয়ে।

(৯) এত কিছুই যখন না ভেবেই হয়ে গেল, তখন ব্যাক গ্রাউন্ড মিউজিক নিয়েও ভাবনার কিছু নেই। হই-চই ফেলে দেওয়া গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে কাকে চাইছেন—শুধু ঠিক করুন। বাকিটা টাকা ঠিক করে দেবে।

(১০) স্থানীয় থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা ভালো। আজকাল যুক্তিবাদীরা বড্ড বেড়েছে। কিছু পাবলিক ওদের কথা খাচ্ছেও ভাল। তাই তো অনেক চ্যানেল প্রায়ই জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের লড়িয়ে দিচ্ছে। যুক্তিবাদীদের নাম শুনলেই প্রোগ্রাম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখবেন, যতই চ্যানেল সাধাসাধি করুক না কেন। কিন্তু তাতেই যে যুক্তিবাদীদের আক্রমণ এড়াতে পারবেন, এই গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। কখন যে আপনাকে ৪২০ বলে প্রমাণ করে পুলিশের হাতে তুলে দেবে, আর মিডিয়া তা দেখাবে, বুঝতেই পারবেন না। বাঁচতে থানা ও স্থানীয় ক্লাবকে 'দেখুন'। বিপদে ওরাও দেখবে।

(১১) 'বিফলে মূল্য ফেরত পাবেন'—বিজ্ঞাপনে এমন চমক দিন। দেখবেন, পাবলিক দারুণ খাবে। হয় ফল পাব, নতুবা টাকা খরচ হবে না—এমন ভাবনা-ই খদ্দেরদের রান্নাঘর থেকেও টেনে আনবে।

ওই স্লোগান শুধু কথার কথা। আপনাকে কোনও মূল্যই ফেরত দিতে হবে না। যারা দাম ফেরত চাইতে আসবে, তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাট্টু বানিয়ে দিন। একসময় ঘোরা থামিয়ে কাত হয়ে পড়বে। পার্টি একটু টেঁটিয়া হলে ভিজিয়ে কথা বলুন। জিজ্ঞেস করুন, 'যন্ত্রম ধারণের পর তিন দিন আমিষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খেয়েছিলেন তো?' অথবা পরনারী/পরপুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেছিলেন তো? এই ধরনের প্রশ্নেই রয়েছে বাজিমাত করার সব মশলা। আমিষের স্পর্শ বাঁচাবেন কী করে? বাজার থেকে চাল-ডাল-আনাজ আনবার সময় কোনও মাংস বা মাছের ব্যাগের ছোঁয়া লাগেনি—এর গ্যারান্টি কোথায়? না, এর কোনও গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না। শহরে বা মফস্‌সলে থেকে ছেলে-মেয়ে বেছে স্পর্শ বাঁচিয়ে বাসে-ট্রেনে-রাস্তায় চলা বিলকুল না-মুনকিম। অতএব আপনার মূল্য ফেরতের গ্যারান্টি রক্ষা পেল। প্রয়োজনে এমনি আরও অজুহাত বানান।

টাকা ফেরত না পেলে দেখে নেবে বলে শাসাচ্ছে? থানায় ফোন করুন, ক্লাবকে খবর দিন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আপনার ওইসব আপনজনরাই অবস্থা সামলে দেবে।

হ্যাঁ, এই শর্মার একটি উপদেশ মনে রাখবেন। বড় মাপের পুলিশ-কর্তাদের ফোন মাঝে-মধ্যে পাবেন। আত্মীয়র কাজ হয়নি। টাকা ফেরত চাই, এই হল ফোনের মোদ্দা কথা। টাকা ফেরত দিতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

(১২) 'বিনা রত্নে স্থায়ী প্রতিকার' স্লোগানটা খুব জমেছে। অনেকেই দিচ্ছে। কামাচ্ছেও দারুণ। গ্রহরত্নের পরিবর্তে যা খুশি দিন। কেজি দরে কড়ি কিনে ফুটো করিয়ে নিন। কড়ি পিছু খরচ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সা। 'ধনদা কবচ', 'মহালক্ষ্মী' কবচ বলে কড়িগুলো তিন থেকে দশ হাজারে বেচুন। রুপোর কবচ বানিয়ে তার উপর কতকগুলো যা খুশি জ্যামিতিক চিহ্ন আঁকিয়ে নিন। তারপর ওগুলোকে তারা যন্ত্রম, সরস্বতী যন্ত্রম ইত্যাদি বলে বেচে দিন। সবাই এখন cult সংস্কৃতি নিয়ে মেতেছে। এই তো সুযোগ!

(১৩) বিখ্যাত জ্যোতিষী হতে ভালো ভবিষ্যৎ বক্তা হওয়ার প্রয়োজন হয় না। জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই ভবিষ্যৎ বলতে পারে না। আপনাকে বিখ্যাত করতে পারে শুধু প্রচার। প্রচারের আলো নিজের উপর ফেলুন। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যাবেন।

(১৪) বিজ্ঞাপনে দেখবেন কেউ ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর কথা আগাম ঘোষণা করেছিলেন। কেউ বা রাজীব গান্ধির। আপনিও এমনি বাজার গরম করা বিজ্ঞাপন ছাড়তে পারেন। এর জন্য আপনাকে একটা ছোট ম্যাগাজিনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। সম্পাদককে করতে হবে আপনার দাস। তারপর সব কিছু সহজ সরল। এই ধরুন, সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী সরকারের পতন ঘটল। ঘটনা ঘটার পর শুরু হবে আপনার খেলা।

লিটিল ম্যাগাজিন যখন, তখন নিশ্চয়ই বছরে দু-চারটের বেশি সংখ্যা প্রকাশিত হয় না এবং সময়েও প্রকাশিত হয় না। আর পাঁচটা ছোট পত্রিকার মতো এই পত্রিকাটির একই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যই এবার আপনার কাজে লাগবে মায়াবতী সরকার পড়ে যাওয়ার পর বের করুন জুলাই বা আগস্ট সংখ্যা। তাতে লিখে ফেলুন—সেপ্টেম্বরের গোড়াতে মায়াবতী সরকারের পতন ঘটবে।

সব ভবিষ্যৎ বক্তাই এমন করে। আপনিও করুন। পসার আরও বাড়বে।

(১৫) পসার জমে গেলে নিজেও একটা জ্যোতিষ শিক্ষাকেন্দ্র খুলে ফেলুন। আপনাকে কিছুই শেখাতে হবে না। এখান থেকে শুধু সোনার চেয়ে বেশি দামে 'স্বর্ণপদক', নানা উপাধি ইত্যাদি বিক্রি করা হবে। স্টেডি ব্যবসা। ভালো টাকা।

(১৬) গত মাস ছ'য়েকের জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে লক্ষ রেখেছেন? নিশ্চয়ই ভালো করে লক্ষ রাখেননি। দৈনিক পত্রিকাগুলোর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় জ্যোতিষীদের বিজ্ঞাপন তলানিতে নেমেছে। প্রায় সবাই রাতারাতি 'তান্ত্রিক' বনে গেছে। জ্যোতিষীরাই গোত্রান্তর ঘটিয়ে তান্ত্রিক হয়েছে। কেন জানেন না? জেনে নিন। জ্যোতিষীদের পেশাটা বে-আইনি। তাই জ্যোতিষচর্চাকে পেশা দেখিয়ে 'বৃত্তিকর' দিতে গেলে সরকার নিচ্ছে না। এই পুরো গোলমালটাই ঘটিয়েছে যুক্তিবাদী সমিতি। সুতরাং আইন বাঁচিয়ে পকেট কাটতে আপনিও তান্ত্রিক হয়ে বসে জ্যোতিষীর কাজকর্ম চালিয়ে যান।

(১৭) তান্ত্রিকদেরও ধরে ধরে যেভাবে যুক্তিবাদীরা গ্রেপ্তার করাচ্ছে, তাতে একটু ভয়ের তো কারণ আছেই। কিন্তু চুরি করব অথচ গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নেব না—এ হয় নাকি? তাই ভালো ক্রিমিনাল ল্যাইয়ারের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

(১৮) তান্ত্রিক হয়ে বসে নিজের রক্ত জল করে মাসে মাত্র দশ বিশ লাখ রোজগার করলেন, তাতেই থাবা মারবে ইনকাম ট্যাক্স। অবশ্য ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ারও ফুল প্রুফ ব্যবস্থা আছে। আপনার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে একটা ধর্মীয় ট্রাস্ট তৈরি করে ফেলুন। আপনি থাকুন নৈবেদ্যের চূড়োয় কলার মতো, সবার উপরে। ট্রাস্টের নিয়ম-কানুন এমনভাবে তৈরি করবেন, যাতে ট্রাস্টের টাকা যথেচ্ছ খরচ করার পুরো অধিকার আপনার থাকে। ট্রাস্টই আপনার স্কচের বোতল থেকে বিদেশে মৌজ-মস্তির খরচ জোগাবে। এই চালে চলছে অনেক মিশন থেকে আশ্রম। অধুনা এই চালে পা মিলিয়েছে কিছু তান্ত্রিক। ইনকাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে একেবারে কিস্তি মাত চাল।

(১৯) রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার চেষ্টা করুন। সুযোগ আসবেই। অনেক রাজনীতিকই আপনার কাছে আসবে। ডান, বাম বাছবিচার না করে সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করুন। আখেরে লাভ হবে। অথবা নিজেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। এটাই এখন সর্বাধুনিক হাওয়া। শুধু গেরুয়া হাওয়া নয়, লাল হাওয়াও।

FULL REFUND ON FAILURE

For rapid success in business use
MAHASHAKTI SHIDDHI YANTRAM

Special Treatment for
DIABETES, ASTHMA & ARTHRITIS

Permanent Solutions Without Stones
For any problem :

Marriage • Business • Service • Education • Family • Legal matters in LIFE

Internationally Famous

Dr. Shrabani Debnath

"Jyotish Shiromony", "Jyotish Bharati", "Jyotish Mahavidyarnava" (Gold Medalist)

KOLKATA • DELHI • CHENNAI

* BF 199, Salt Lake, Tel : 2359 5726
Mon & Sat 9am-2pm, Tue-Thur 4-8pm,
Sun 1-5pm
* G6, Gariahat Market, Tel:2440 1475
Mon & Sat 3-8pm, Wed 12-3pm

A6, Saharan Market, Baguihati
Tel : 2576 7278
Tue & Thur 10am-2pm
5B, Raja Rajnarayan Street, Kolkata-9,
Tel: 2350 3734
Fri 10am-2pm, Sun 10am-12pm

Chennai : 2825 2803 Delhi : 2648 3279/2622 8968

দেশ যখন চরম বেকার সমস্যায় ধুঁকছে, তখন বেশ্যাবৃত্তি, জ্যোতিষবৃত্তি, ও তন্ত্রপেশার মতো স্বনির্ভর পেশাকে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে। এই সুরে সমাজবিজ্ঞানীদের দিয়ে বলাতে হবে। মন্ত্রীরা শুধু জ্যোতিষ সম্মেলন উদ্‌বোধন করেই তাঁদের দায়িত্ব খালাস করতে পারেন না। জ্যোতিষ পেশাকে স্বনির্ভর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব তাঁরা এড়াতে পারেন না। জ্যোতিষীদের আজ বড় দুঃসময়। এই সময় রাজনীতিকদের সঙ্গে গা ঘষাঘষি করার বড়োই প্রয়োজন। যুক্তিবাদীদের দাবিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিষীদের দেখভালে-রাজনীতিকরা

অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা। রাতদুপুরে একটি ফোন এলো। ফোন করলেন এই বঙ্গের গব্বর সিং। তিনি বামফ্রন্টের মহাক্ষমতাবান এক মন্ত্রীর শক্তির উৎস। নো ধানাই-পানাই। সরাসরি জানিয়ে দিলেন, ওমুক জ্যোতিষী মন্ত্রী মহোদয়ের খুব কাছের লোক। আমি যেন দেখি। ওইটুকু বলেই লাইন কেটে দিলেন। বুঝলাম জ্যোতিষীর সঙ্গে মন্ত্রীর লাইন ভালোই আছে।

যে ভাবে মাঝে-মধ্যে জ্যোতিষী, তান্ত্রিকদের পুলিশ ধড়পাকড় করছে, মিডিয়া টিভিতে দেখাচ্ছে, তাতে মন্ত্রী আশ্রিত জ্যোতিষী ভয় পেয়েছেন, বুঝলাম। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে নির্লজ্জ দালালিতে নামবেন মার্কসবাদী মন্ত্রী ও তাঁর মস্তান? এই মার্কস বাদ দেওয়া মার্কসবাদীদের সত্যিই বুঝি না।

জ্যোতিষী ও অবতারদের পিছনে লেগে থাকাটা আমাদের সমিতির চরম কোনও লক্ষ্য নয়। জ্যোতিষী ও অবতারদের ক্ষমতার গল্পটা যে পুরোপুরি গল্প—এই সত্যটা মানুষ বুঝতে শিখুক, এটা আমরা চাই। চাই—কারণ আজও বেশির ভাগ ভারতীয় মনে করে, মানুষের বঞ্চনার কারণ ভাগ্য, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, ঈশ্বরের কৃপা না পাওয়া, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি। অথচ এই ধারণা আদৌ সত্যি নয়। সত্যি হল—এই সমাজ কাঠামো এ'ভাবেই তৈরি, যেখানে বেশির ভাগ মানুষকে বঞ্চিত না করলে কিছু মানুষ স্যুইস ব্যাংকে টাকা জমাতে পারে না।

জ্যোতিষী ও অবতারদের 'মিথ' ভাঙতে ওদের বুজরুকি ফাঁসের একটা প্রক্রিয়া আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সমিতির কাজ এই নয় যে, সব বুজরুকদের নাঙ্গা করতে হবে। কারণ কুসংস্কার মুক্তি আমাদের লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। লক্ষ্য কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে যে অসাম্যের সমাজ ব্যবস্থা টিকে আছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে আঘাত করা।

পিলু ভট্টাচার্য পেশায় গায়ক। সমাজসেবার পাগলামি আছে। একটি গরিব মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে টাকার অভাবে। শুনে নিজে মেয়েটির গয়নার খরচ যুগিয়েছেন। বন্ধুদের কাছ থেকে গাড়ি, বরের পোশাক, আসবাব ইত্যাদি জোগাড় করেছেন। তার পরও পড়ে আছে অনেক খরচ। সমস্যা শুনে পিলুর এক বন্ধু পিলুকে নিয়ে গেলেন হবু বউয়ের ফ্ল্যাটে। হবু বউ নামী জ্যোতিষী। মাস গেলে রোজগার নাকি পনেরো থেকে পঁচিশ লাখ।

পিলু অবশ্য সাহায্য পাননি। কিন্তু নতুন একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিলেন। মহিলা পিলুকে নাকি বলেছিলেন, রক্ত জল করে আয় করতে হয়। এ'টাকা যাকে খুশি দান-খয়রাতের জন্য নয়। আরও নাকি বলেছিলেন—আপনার বন্ধুকে পরের ধনে পোদ্দারি করতে বারণ করবেন। যাওয়ার আগে জেনে যান, আমি ভিক্ষে দিই না।

পিলু রাজনীতি করা মানুষ। সুতরাং এমন অপমান সহ্য হবে কেন? একটু গরম হয়েছিলেন। মহিলা তাঁর পাশে দাঁড়ানো একজনকে দেখিয়ে নাকি বলেছিলেন—একে চেনেন?

না চেনার কোনও কারণ ছিল না। একই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত দু-জনেই। ভদ্রলোক প্রাক্তন এম এল এ। কিন্তু এবার পিলুকে যা শুনতে হল, তার জন্য বেচারা আদৌ তৈরি ছিল না। মহিলা না কি বলেছিলেন—গরম দেখাবেন না। আমি একবার বললে উনি আপনার গরম ভেঙে দেবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
প্রাক্তন এম এল এ'র শরীরী ভাষা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমি ওর পাশে আছি।

মার্কসবাদী মন্ত্রীরা আগে প্রকাশ্যেই জ্যোতিষ সম্মেলনে যেতেন। প্রশংসা করতেন এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসকে। কোনও কারণে যেতে না পারলে সরকারি প্যাডে গদগদ ভাষায় চিঠি কম্পোজ করে পাঠাতেন। অমূল্য ও'সব দলিল জ্যোতিষ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সম্মেলনের স্মারক গ্রন্থে ছাপতেন।

যুক্তিবাদীদের চেল্লামিল্লিতে মার্কসবাদী মন্ত্রীরা এখন প্রকাশ্য ছেড়ে নেপথ্যে গেছেন। কিন্তু জ্যোতিষীদের সঙ্গে রাজনীতিকদের ফেবিকলের জোড় অটুট রয়েছে।

হ্যাঁ, একটা সাবস্টোরি মনে পড়ে গেল। পিলুর সঙ্গী ছিলেন জ্যোতিষীর হতে যাওয়া বর—সে কথা তো আগেই বলেছি। যা বলিনি তা হল—জ্যোতিষী আবার প্রজাপতিসিদ্ধ। অর্থাৎ বিয়ে দেওয়ায় স্পেশালিস্ট। পিলুকে অপমানিত করার হপ্তা তিনেক আগের একটা ঘটনা। রাত ১১টা। পিলু এলেন। আবদার—ওঁর একটি অনুরোধ রাখতে হবে। না শুনে কথা দিই কী করে। শেষ পর্যন্ত অনুরোধ শুনলাম। ওঁর এক বন্ধু বিয়ে করতে যাচ্ছেন এক জ্যোতিষীকে। আমি যেন বন্ধু পত্নীর পিছনে না লাগি। জ্যোতিষীর নাম শুনলাম। শুনে কথা দিলাম, "ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি। যত দিন জ্যোতিষীটি তোমার বন্ধুপত্নী থাকবে, ততদিন পিছনে লাগব না। খুশি তো? ওই মাস ছয়েক আমি না হয় ওকে ছেড়ে অন্য দিকে নজর দেব?

পিলু রসে টইটম্বুর ছেলে। বড় বড় চোখ করে বললেন, "কী বলতে চাইছো গুরু? ওদের বিয়ে ছ'মাসের বেশি টিকবে না?"

"আর ধু-র। ছ'মাস টিকে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। এর আগের দুটো বিয়ে তিন মাসও টেকেনি।"

পিলুর বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার আগেই সম্পর্ক সম্ভাবনা ভেঙে যায়।

এই জ্যোতিষী সম্পর্কে তাঁরই বান্ধবী রেইকি সম্রাজ্ঞী যাজ্ঞসেনী বলেছিলেন—ও বাবা, ও তো বিয়েপাগলি হয়ে গেছে। নিজের একটা স্টেডি হাসবেন্ড জোগাড় করতে পারছে না, অন্যদের প্রজাপতি কবচ দিচ্ছে?

জ্যোতিষীদের ধসাতে ফাঁদ চাই ফাঁদ

একবার পরীক্ষায় নামাতে পারলে পর জ্যোতিষীদের নাক ঘষে দেওয়া খুব সোজা। নামানোটা অবশ্য একটু কঠিন। 'বাংলা এখন' চ্যানেল 'নারদ নারদ' একটা অনুষ্ঠান করতে চায়। এক ঘণ্টার 'লাইভ' প্রোগ্রাম। আমি তো রাজি হলাম। কিন্তু সমস্যাটা হল আমার বিরুদ্ধে বসাবার মতো জ্যোতিষী পাওয়া নিয়ে। জ্যোতিষীর যেন আকাল পড়েছে। শেষে একজন পাওয়া গেল। প্রিয়াংকা। তাঁর আবার এক বায়নাক্কা আছে। আগে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। তারপর জানাবেন নারদ নারদে অংশ নেবেন কি না।

আমাকে ফোন করলেন। অনেকক্ষণ কথা বললেন। ভালোমতোই বুঝে গেলেন আমার দৌড়। অতএব ফুরফুরে মেজাজে রাজি হয়ে গেলেন।

ওই সরলতায় ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

যাঁরা আমার নাম শুনেই জানিয়ে দেন—"আমি নেই", তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু যাঁরা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমার বিরুদ্ধে তাল ঠোকার আগে আমাকে একবার মেপে নিতে চান তাঁরা প্রত্যেকেই আমাকে দ্রুত পড়ে নেন। বুঝে ফেলেন আমার 'দৌড়'। অতএব দুর্বল মাটিতে আঁচড়াবার লোভ সামলাতে পারেন না। আমার 'দৌড়' বোঝানোটা সেই ফাঁদ।

টিভি অনুষ্ঠানে হার স্বীকার করার মূল্য হিসেবে আমি কত টাকা চাই—এই মোদ্দা কথাটা কোনও জ্যোতিষী সোজাসাপটা জিজ্ঞেস করেছেন, কেউ জিজ্ঞেস করেছেন দালাল মারফত। এক ভারী মহিলা জ্যোতিষী আমার সঙ্গে কথা-টথা বলে একটা টিভি অনুষ্ঠান করতে রাজি হলেন। অনুষ্ঠানের শ্যুটিং ডেটের দিন দুয়েক আগে আমাকে একটা আংটি উপহার দিলেন পরম ভালোবেসে। সোনার ওপর চুনী বসানো আংটি। কে জানে, কী ছিল মনে। হয়তো বা আশা করেছিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে আমি হেরে যাব। যে তিন জনের হাত দেখিয়ে প্রশ্ন করব, তাদের উত্তরগুলো জানিয়ে দেব, এমন প্রত্যাশা হয়তো ছিল। রেকর্ডিং শেষে যখন বুঝলেন 'হেরে ভূত কিম্ভূত', তখন তাঁর সে কী রাগ? রাগ হবার-ই কথা। ব্যাটা আংটি নেবে, আবার হারিয়েও দেবে? আমাকে ফোন করেও এই ক্ষোভ জানালেন ভারী জ্যোতিষী। বলেছি—কী মুশকিল আপনি আমাকে বলবেন তো, 'আমি আপনাকে আংটি দিলাম, বিনিময়ে আপনি আমাকে জয় দেবেন।' তাহলেই ল্যাঠা চুকে যেত। আপনাকে আর এমন মনকষ্ট নিয়ে থাকতে হত না। আংটি নিতাম না। আংটি নেওয়াটা ছিল জ্যোতিষী ধরার ফাঁদ।

আর এক জ্যোতিষী অনুষ্ঠান রেকর্ডিং-এর দিন কয়েক আগে আমার সঙ্গে কিছুটা আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। অফারটা ভালোই—একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করতে করতে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা। আমি আবার পরের পয়সায় মদ খাই না। সুযোগ পেলেই বিনেপয়সায় আকণ্ঠ মদ্যপানের মধ্যবিত্তসুলভ আচরণ আমার অসহ্য ঠেকে। আমি রাজি না হওয়ায় ঘাবড়ে গিয়ে তিনি আমার বিপরীতে টিভিতে নামলেন-ই না। তিনি বোধহয় ধরে নিয়েছিলেন, আমি ঘুষ নিলাম না। স্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

আজ অবধি ১৬০ জনের উপর জ্যোতিষীদের মুখোমুখি হয়েছি। মুখোমুখি হয়েছি রেডিওতে, টিভিতে, মঞ্চে। সব জায়গায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে—জ্যোতিষশাস্ত্র আসলে স্রেফ বুজরুকি। পকেট কাটার মতো, প্রতারণা শিল্পের মতোই একটা শিল্প। এদের থাকার সঠিক জায়গা হল জেলখানা।

চ্যালেঞ্জগুলোতে জ্যোতিষীদের সামনে হাজির করেছি দু-চারজন লোক—যাদের হাত দেখে অতীত জীবন নিয়ে কিছু বলতে হবে। এইসব জ্যোতিষীদের জ্ঞানের বহর আমজনতার কাছে তুলে ধরতে চ্যালেঞ্জ করেছি অত্যন্ত সহজ শর্তে। কাঁটায় কাঁটায় কিছুই মেলাতে হবে না। বিয়ের বয়স বলতে গিয়ে পাঁচ বছর কম, বা পাঁচ বছর বেশি বললেও হারব। আয়ের বেলায় পাঁচ হাজার টাকা কম বা বেশি বললেও হার হবে আমার। এত সুবিধে পাওয়ার পরও কোনও জ্যোতিষী আজ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ জিততে পারেনি। কারণ, জ্যোতিষীরা যে সাধারণ জ্ঞান থেকে মানুষের সম্বন্ধে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে, তা আমি জানি। জানি এসব বলতে কোনও শাস্ত্র লাগে না। ওদের ভুল করাতে আমি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সাধারণ জ্ঞানকেই কাজে লাগিয়েছি। আর মুখোমুখি বসাতে পেতেছি ফাঁদ।

নাকে খত দেওয়া এইসব জ্যোতিষীরা আমার মুখোমুখি হওয়ার আগে নিশ্চয়ই যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন, দ্বিধায় ভুগেছেন। লোকটার বিরুদ্ধে নামব কি? জিততে পারলে অচিন্ত্যনীয় লাভ। সব জ্যোতিষীদের টেক্কা মেরে এক লাফে কুবের। এই ধরনের চিন্তা থেকে আমার সঙ্গে একটু
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কথা বলে আমাকে কিছুটা বুঝতে চেয়েছেন। তারপর, ফোন করেছেন। একাধিকবার অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা হয়েছে। তারপর অবাক হয়ে ভেবেছেন এই ব্যাটার কাছে কী করে যে জ্যোতিষীরা হেরেছেন, ভগবান জানেন? এর কাছে তো হারাই কঠিন। জয় সম্পর্কে একটাই নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমার বিরুদ্ধে টিভি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হয়েছেন।

এই রাজি করানোটাই কঠিন। রাজি করানোর স্বার্থে নিজের অহমিকার গলা টিপে কিছুক্ষণের জন্য বোকা হয়ে যান। পারবেন।

বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার ঝঞ্ঝাট

যুক্তিবাদী আন্দোলন আমার প্রথম প্রেম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। জ্যোতিষী, বুজরুক বাবাজি-মাতাজিদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছি। নামলেই বাঘ আমাকে খাবে। যতক্ষণ জিতব, ততক্ষণ বাঁচব। হারলেই একগাদা লোক আমার পিছন পিছন কালি ছিটোতে ছিটোতে যাবে। বলবে, ঘুষ খেয়েছি। যুক্তিবাদী আন্দোলনকে শেষ করতে হামলে পড়ার মতো স্বার্থান্বেষী, হুজুগে, কানপাতলা, ঈর্ষাকাতর কাঁকড়ার অভাব নেই।

এ'সব লিখতে গিয়ে একটা ভয়ংকর স্মৃতি ভেসে উঠল। ২১ এপ্রিল ১৯৮৯ সাল। আনন্দবাজার ও আজকাল পত্রিকায় ছবিসহ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল। ছবিটি আমার ও এক তান্ত্রিক শ্রীশ্রীগৌতম ভারতী'র। 'আজকাল' পত্রিকা থেকে বিজ্ঞাপনের কথাগুলো তুলে দিচ্ছি।

> **পরাজিত প্রবীর ঘোষ**
>
> এক শোচনীয় ও মর্মান্তিক পরাজয়। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ লেকটাউনস্থিত শ্রীশ্রীশিবকালী আশ্রম—৯৯ডি/১, লেকটাউন, কলকাতা ৮৯-এর অধ্যক্ষ মাতৃসাধক আচার্য্য শ্রীমদ্ গৌতম ভক্তি সিদ্ধান্ত ভারতী ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণে মাথা নত করতে ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে বাধ্য হন।
>
> ইতি—
>
> **শ্যামাপদ ঘোষ**

একটা বিজ্ঞাপন, আগাপাশতলা মিথ্যে বিজ্ঞাপন। আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সেদিন টাইফুন হয়ে আছড়ে পড়েছিল। একটি স্ববিজ্ঞাপিত 'যুক্তিবাদী সমাজসচেতন' মাসিক পত্রিকার কাছের মানুষরা প্রচারে নেমে পড়ল—প্রবীর ঘোষ ২০ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে পরাজয় মেনে নিয়েছে। ঘুষ-খোর প্রবীর ঘোষ বিজ্ঞান আন্দোলনের শত্রু। ফোনে ফোনে গুজবের আগুন ছড়িয়েছে দ্রুত। হুজুগপ্রিয় মানুষ। তথাকথিত যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীরা এক যোগে আক্রমণ হেনেছে আমাদের প্রতিটি শাখায়। বনগাঁ থেকে ক্যানিং, জলপাইগুড়ি থেকে পুরুলিয়া—কোথায় নয়। আমাদের সমিতির সদস্য-সদস্যাদের উপর মারধোর, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা, সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলা, দেওয়াল লিখনে আলকাতরা লেপে দেওয়া, লিফলেট ছিঁড়ে ফেলা—সবরকম হামলা চালানো হয়েছে। আমাদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার যে আক্রমণ নেমে এসেছিল, তাতে আন্দোলন বিপন্ন বোধ করেছিল।

এই বিপদ থেকে বাঁচতে সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক অভীক সরকার ও আজকাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পত্রিকার সম্পাদক অশোক দাশগুপ্তের সঙ্গে কথা বলেছি। সত্যকে তুলে ধরার অনুরোধ রেখেছি। দু-জনেই অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন। ভণ্ডামি ফাঁস করতে শ্রীগৌতম ভারতীর প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন বে-আব্রু করেছে দুটি পত্রিকাই। শ্রীগৌতম ভারতী নিজের পেটে ভাঙা কাচের বোতল ঢুকিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। সে'খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

আমি প্রত্যয় রাখি—কখনই হারব না। সব তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার রহস্য ফাঁস করব। এমন প্রত্যেয়ের পিছনে রয়েছে, বহু বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞানের উপর আস্থা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সহযোগিতা পাবার প্রত্যাশা। কিন্তু এমন অনেক কারণ থাকতে পারে, যার একটিই আমার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অন্তর্ঘাত, দলগত সংহতির অভাব, একজনের কর্তব্যে গাফিলতি যুক্তিবাদী সমিতির লাগাতার জয়ের ধারাকে ধসিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও অন্য ধরনের কারণে ব্যর্থতা আসতে পারে। হয়তো কোনও কারণে পুরোপুরি মনোসংযোগ করতে পারছি না, হয় তো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় পুরো তথ্য হাতে আসেনি, যে সব বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা পাওয়াটা জরুরি ছিল, কোনও কারণে তা পাইনি। বিশেষজ্ঞ বাইরে, বিশেষজ্ঞ অসুস্থ অথবা সহযোগিতা করতে গিয়ে বিপদে পড়ার সম্ভাবনার কথা ভেবে ব্যাকফুটে—এমন অজস্র কারণ থাকতে পারে। আর এমন একটি কারণই আমাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার জল ঢেলে দিতে পারে। এমন কী এও হতে পারে—ব্যর্থতার কাহিনি নেহাতই গুজব। যদি ব্যর্থ-ই হই, তাতে কী প্রমাণিত হয়? আমার ব্যর্থতা শুধু এটাই প্রমাণ করে যে, আমি পারিনি। এটা প্রমাণ করে না যে, আমি ঘুষ খেয়েছি। এমন কী এটাও প্রমাণিত হয় না যে, অলৌকিক বলে সত্যিই কিছু আছে অথবা জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান।

আমার না পারাটাই চূড়ান্ত এবং শেষ সত্য নয়। আমার পরবর্তী প্রজন্ম নিশ্চয়ই সেই ব্যর্থতা ঢেকে দিয়ে নিয়ে আসবে সাফল্য। আমার এই প্রত্যয় কোনও আবেগ থেকে নয়। নতুন প্রজন্মের উত্তরণ আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

কিছু কিছু চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা হয় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। দু-তরফ থেকেই মিডিয়াদের আমন্ত্রণ করা হয়। লক্ষ করেছি, এই সময় অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিপক্ষ আমার কাছের মানুষদের মধ্যে থেকে দু-একজনকে কেনার চেষ্টা করে। দশজনকে পায় না তো দু'জনকে পায়। আমাদের আন্দোলন একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। একটা চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকেও বিশ্বাসঘাতক তৈরি হচ্ছে কী করে? তবে কি আমাদের প্রক্রিয়ার মধ্যেই গোলমাল আছে?

এই প্রসঙ্গটি বোঝাতে একটু অন্যদিকে নজর দিই আসুন। বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগঠন পৃথিবীর বেশ কিছু দেশেই আছে। তাদের কাজকর্মের উপর সে'সব দেশের সরকার নজরদারি করে। সে'জন্য বিশাল অঙ্কের ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এর একটা বড় অংশ খরচ হয় ইনফরমারদের পিছনে। আন্দোলনকারীদের মধ্যে, বিপ্লবীদের নেতাদের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে রাষ্ট্রের দালাল বা ইনফরমার। কারা সন্ত্রাসবাদী, কারা স্বাধীনতা সংগ্রামী, এই আলোচনায় আমি এখন ঢুকছি না। কিন্তু যাঁরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রামে নেমেছেন, তাঁদের আন্তরিকতায় নিষ্ঠায় আমরা শ্রদ্ধা রাখতেই পারি। হতে পারে, তাদের আদর্শে কোথাও ভুল আছে। কিন্তু তাদের আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারে যাঁরা আঘাত হেনেছিলেন, তাঁরা আদর্শচালিত বলে নিজেদের মনে করতেন। সেটা ভুল আদর্শ কী ঠিক, সেই তর্কে যাচ্ছি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
না। কিন্তু তাঁদের কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সততা, আত্মত্যাগ প্রবণতা সন্দেহাতীত। এদের মধ্যে থেকেই ইনফরমার জোগাড় করে এদের শত্রুরা। ইনফরমার পাওয়া যায় বলেই বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাবার আগেই অনেক আগাম খবর মেলে। যারা কাশ্মীরকে আজাদ করতে লড়ছে, তাদের হামলার বহু খবর চলে আসে আমাদের দেশের গোয়েন্দাদের হাতে। পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের সাত বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাত নেতার গোপন বৈঠকের খুঁটিনাটি সব খবর পেয়ে যায় ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর। সাত নেতার কেউ ভারত সরকারের ইনফরকার না হলে এটা অসম্ভব।

ইনফরমার নিয়ে সাত-সতেরো লেখার কারণ এই সত্যটা তুলে ধরা যে, প্রক্রিয়া অনেক সময় লোভের কাছে হার মানে।

সি আই এ থেকে কে জি বি-র এজেন্টদের অনেক গল্প, অনেক গুজব আমরা শুনেছি। একটা সময় ছিল যখন এদেশের প্রতিটি নামী-দামি লেখক ও শিল্পীদের সি আই এ বা কে জি বি-র দালাল বলে চিহ্নিত করত আমজনতা। যেন আমজনতাকে সাক্ষী রেখে ওদের দালালির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপর এও সত্যি, এক সময়কার পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা দপ্তর সি আই এ এবং কে জি বি সারা পৃথিবীতেই বিপুল সংখ্যক ইনফরমার রেখেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন আমেরিকা বুঝে গিয়েছে অত বিপুল সংখ্যক ইনফরমারের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু একেবারেই প্রয়োজন নেই—এমনটা মনে করে না।

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রই শাসক ও শোষকদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দেশের ভিতরে ও প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর গোয়েন্দাগিরি করে। এই জন্য দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, রাষ্ট্রের ভণ্ডামির খোলনলচে প্রকাশে উদ্যোগী সংগঠনের মধ্যে নিজেদের দালাল খুঁজে নেয়। একইভাবে প্রতিবেশী দেশের সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে, তাদের গোয়েন্দা দপ্তরে ও সেনা দপ্তরে দালাল নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। এবং সে চেষ্টা অনেক সময়ই সফল হয়।

প্রতিটি বিপ্লবী সংগঠনেরও নিজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর থাকা জরুরি। প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে নিজেদের 'আপন লোক' খুঁজে নেওয়াটা জরুরি। এই আপন লোকরাই সরবরাহ করবে শত্রুদের নানা তথ্য।

আমরা একটা কুঁচো সংগঠন। তবু আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে অনেক জায়গায় 'আপন লোক' খুঁজে নিতে হয়েছে। তাঁরা আছেন বলেই আমাদের জয় সহজ হয়েছে। তাঁরাই খবর দিয়েছেন আমাদের সমিতির কে কোন্ জ্যোতিষীর এজেন্ট, কে কোন্ অবতারের। কে কী ভয়ংকর কাজ সংগঠিত করতে যাচ্ছে। আমাদের সমিতির সেই ছেলেদের টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখা কণ্ঠস্বর শুনেছি। শুধু অবতার ও জ্যোতিষীদের মধ্যে নয়, অনেক প্রয়োজনীয় দপ্তরে, বিভাগে, সংগঠনে আমাদের 'আপন লোক' এখন অনেক।

বাঘের পিঠে সওয়ার হলে এ'সব করতেই হয়।

জ্যোতিষীরা যে ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হন

একটি বিনীত অনুরোধ। এক সন্ধ্যায় টিভিটি খুলুন। একটু রিমোটে আঙুল নিয়ে খেলা করুন। একগাদা চ্যানেলে বিচিত্র সাজের নানা জ্যোতিষীদের পেয়ে যাবেন। 'এখন ফোনে' মার্কা জীবন্ত অনুষ্ঠানও পাবেন। তাতে ফোনে জ্যোতিষীদের কাছে কী ধরনের প্রশ্ন আসে আর কী ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
উত্তর যায়, তার একটা হদিশ পেয়ে যাবেন। মিলিয়ে দেখবেন, তলায় যা লিখছি প্রশ্নোত্তরগুলো সেই ধরনের।

প্রশ্নকর্ত্রী—আমি বেলঘরিয়া থেকে মিনতি পাল ফোন করছি। আপনার জ্যোতিষের অনুষ্ঠান প্রত্যেক সপ্তায় দেখি। খুব ভালো লাগে। আপনাকে আমার প্রণাম।

জ্যোতিষী—হ্যাঁ। আপনার প্রশ্নটা কী? কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমার ছেলের সম্বন্ধে জানতে চাইছি।

সঞ্চালক—আপনার ছেলের জন্ম সাল ও সময়টা বলুন।

প্রশ্নকর্ত্রী—জন্ম ১৯৮০ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধে ৬টা ৩৫ মিনিটে বেলঘরিয়ায়।

জ্যোতিষী—ছেলের সম্বন্ধে কী জানতে চান?

প্রশ্নকর্ত্রী—ওর বিদ্যাস্থান আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানতে চাইছিলাম।

জ্যোতিষী—কী পড়ছে?

প্রশ্নকর্ত্রী—ক্লাস ইলেভেনে পড়ে।

জ্যোতিষী—ওর বিদ্যাস্থানে অশুভ গ্রহ বসে আছে। পড়াশুনোয় বাধা। পড়ায় মন দিতে পারে না। মন অস্থির। (কুড়ি বছরে ইলেভেনে পড়লে পড়ায় ভালো নয়—বোঝাই যাচ্ছে) ওর স্বাস্থ্যও মাঝে মাঝে ডিসটার্ব করছে।

প্রশ্নকর্ত্রী—হ্যাঁ। খুব অসুখে ভোগে। এক বছর তো শরীর খারাপের জন্য পরীক্ষায় বসতেই পারেনি।

জ্যোতিষী—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই তো বললাম, স্বাস্থ্য ডিসটার্ব করছে পড়াশুনায়। বিদ্যাস্থান আর স্বাস্থ্যস্থানকে ঠিক করতে হবে। আপনি আমার সঙ্গে পরে চেম্বারে যোগাযোগ করবেন, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেব।

সঞ্চালক—আরও একটা ফোন আসছে। কে বলছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমি দমদম ক্যানটনমেন্ট থেকে বলছি। আমার নাম গোপা পোদ্দার। আপনার প্রোগ্রাম দারুণ ভালো লাগে। আমার প্রণাম নেবেন।

জ্যোতিষী—নিলাম বোন। এবার বলুন কার সম্বন্ধে জানতে চাইছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—আমার বড় মেয়ের বিয়ে নিয়ে জানতে চাইছি।

সঞ্চালক—আপনার মেয়ের জন্ম সময়টা বলুন।

প্রশ্নকর্ত্রী—১৯৭৩ এর ৯ এপ্রিল। দুপুর ১২ টা ৬ মিনিটে।

সঞ্চালক—ঠিক আছে। শুনতে থাকুন।

জ্যোতিষী—আপনার মেয়ের সম্বন্ধ তো বেশ কিছু দিন ধরে দেখছেন। কিন্তু কোনওটাই হচ্ছে না।

প্রশ্নকর্ত্রী—হ্যাঁ একদম ঠিক বলছেন।

জ্যোতিষী—অ্যাসট্রোলজি হল খাঁটি অঙ্ক। ঠিক তো হতেই হবে।

(দমদম ক্যানটনমেন্ট মানে সাধারণভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের বাস। বাংলাদেশ বর্ডার থেকে প্রতিদিনই প্রচুর চোরাইমাল নামিয়ে দেওয়া হয়। চোরাইমালের ক্যারিয়াররাও গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে। সুতরাং মেয়েদের চেহারায় অপুষ্টি ও দারিদ্র স্পষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক। জায়গার নাম শুনে চেহারার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মফস্‌সলের চেহারা, উত্তর কলকাতার চেহারা, দক্ষিণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কলকাতার চেহারার মধ্যে কিছু স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। বৈশিষ্ট্য থাকে সাজপোশাকে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে।

দমদম ক্যানটনমেন্টের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা ৩০ এর অনেক আগেই শুরু হয়। মেয়ের বয়স ৩০ বছর। বিয়ের অনেক ব্যর্থ-চেষ্টার পর নিশ্চয় এই ফোন।)

প্রশ্নকর্ত্রী—কবে নাগাদ বিয়ে হবে?

জ্যোতিষী—এখানে এতই সময়ের অভাব যে, ডিটেইলে ক্যালকুলেশন করে বলা সম্ভব নয় বোন। আপনি আমার চেম্বারে আসুন। বলে দেব। প্রয়োজন হলে গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করব, যাতে ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়।

কোনও ফোন হয়তো জানাল, হ্যাজবেন্ডের সম্বন্ধে জানতে চাইছি। জ্যোতিষীর পরবর্তী প্রশ্ন—সমস্যাটা কী?

প্রশ্নকর্ত্রী—ও তো আগে ভালোই ব্যবসা করত। এখন বছর দেড়েক ধরে হল ব্যবসাটা ভালো চলছে না, কবে থেকে আবার ভালো চলবে?

জ্যোতিষী—কীসের ব্যবসা?

প্রশ্নকর্ত্রী—ট্যাক্সির।

জ্যোতিষী—আগে তো দেখছি ব্যবসা ভালোই চালাতেন। ট্যাক্সিও বাড়িয়ে ছিলেন। এখন কী দু-একটা ট্যাক্সি বিক্রি করেছেন?

প্রশ্নকর্ত্রী—একদম বাক্‌সিদ্ধের মতো বলেছেন। পাঁচটা ট্যাক্সি ছিল। দুটো বিক্রি করে দিয়েছে।

জ্যোতিষী—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এখন কিছু দিন হল আপনার হ্যাজব্যান্ডের মন-মেজাজ ভালো নেই।

প্রশ্নকর্ত্রী—একদম ঠিক বলেছেন। এখন খুব খিটখিটে হয়ে গেছে। বাড়িতে ঝগড়া-ঝাটি করছে।

জ্যোতিষী—এখন ড্রিঙ্ক করার মাত্রা খুব বাড়িয়েছেন? (ট্রান্সপোর্ট বিজনেসম্যানদের মদ্যপান হল স্বাভাবিক অভ্যেস। মন খারাপ বা মন ভালো থাকলে একটু বেশি পান করবেন—এটাও স্বাভাবিক। এটা বলার জন্য সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট।)

প্রশ্নকর্ত্রী—সত্যিই আপনি ধন্বন্তরি জ্যোতিষী। একদম ঠিক বলেছেন।

এরপর সেই এক পুরানো কাসুন্দি, "এ'সব তো এত চট্ করে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। অনেক কিছু বিচার করে ব্যবস্থা করতে হবে। চলে আসুন আমার চেম্বারে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসবেন। আমার চেম্বারের ফোন আর মোবাইল নম্বর লিখে নিন।"

টিভি স্ক্রিনে ফুটে উঠলো দুটো ফোন নম্বর। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্ত্রী বা প্রশ্নকর্তারাই জ্যোতিষীদের এমন সব তথ্য জুগিয়ে দেন, তাতে নিরেট গাধা না হলে প্রত্যেকেই এক একজন 'ধন্বন্তরি' বা 'বাক্‌সিদ্ধ'।

সলিড মাথাওয়ালা মানুষগুলোই রং-টং চড়িয়ে এইসব জ্যোতিষীদের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প ফেঁদে বসেন যত্র-তত্র।

এ'রাজ্যে পাঁঠার কোনও অভাব নেই। ওরা হাড়িকাঠে গলা দেবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। আপনি ওদের পকেট থেকে যত বেশি করে সাফ করবেন, ওরা ততই প্রশান্তি ও নির্ভরশীল বিশ্বাস খুঁজে পাবে। অতএব মা ভৈ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যে বোঝাই তিন জ্যোতিষী ও এক যুক্তিবাদী

১৯৯৯ সাল। আলফা বাংলার একটি অনুষ্ঠান 'অন্য ভুবন'। সঞ্চালক চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ। গৌতম ফোনে জানালেন, জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের হাজির করে একটা জমজমাট অনুষ্ঠান করতে চান। এতে আলোচনার পাশাপাশি জ্যোতিষীদের হাত দেখিয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পাব আমি। আলোচনায় আমার সঙ্গী থাকবেন অভিনেতা শুভেন্দু চ্যাটার্জি। শুভেন্দু চ্যাটার্জি আমাদের আন্দোলনের সাথী। ওর নাম শুনে খুশি হলাম। জ্যোতিষী কারা থাকছেন? শুনলাম, হাতিবাগান টোলের দুই জ্যোতিষী থাকছেন। এও জানলাম, আমাকেই একজন লোক আনতে হবে। তাঁর হাত দেখেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন জ্যোতিষীরা।

আমি যে থাকছি, এটা কি জানেন জ্যোতিষীরা? জিজ্ঞেস করেছিলাম গৌতম ঘোষকে।

উত্তরে গৌতম জানালেন—পাগল! আপনার নাম শুনেই অনেক জ্যোতিষী কেটে পড়েছেন। এঁরাও জানতে চেয়েছিলেন, আলোচনায় আপনি থাকছেন কি না। আপনি থাকছেন না শুনে রাজি হয়েছেন। রেকর্ড আগামীকাল, বিকেল তিনটেয়, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে।

পরের দিন আড়াইটের মধ্যে হাজির স্থান-নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। গৌতম যখন শুনলেন, কয়েক ঘণ্টার নোটিসে কাউকেই হাজির করতে পারিনি, তখন নিরাশ হলেন। হাত দেখানোর পর্যায়টা থাকলে দর্শকরা দেখতে পেতেন জ্যোতিষীরা পারছেন, কি পারছেন না?

জ্যোতি মুখার্জি

বললাম, আমিই হাত দেখাব।

এতো হারিকিরি করার মতো ব্যাপার। আপনাকে প্রত্যেক জ্যোতিষী চেনেন। নিদেনপক্ষে আপনার প্রচুর ছবি জ্যোতিষীরা দেখেন বই, পত্রিকা ও টিভি'র কল্যাণে। আপনার নাড়িনক্ষত্রের খবর ওঁদের জানা। সেখানে এই ধরনের ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানেই নয় না—আমাকে বললেন গৌতম।

গৌতম ঘোষের কথায় যুক্তি আছে। অস্বীকার করছি না, ঝুঁকি আছে। কিন্তু কী করি। এত কম সময়ে এমন একজনকেও পেলাম না, যাকে দেখে জ্যোতিষীরা বেবাক বুরবক বনে যাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
একটা মানুষ দেখে সাধারণ বুদ্ধিতেই অনেক কিছু প্রায় ঠিকঠাক বলে দেওয়া সম্ভব। আর চর্চায় সেটা শিল্পে পৌঁছায়। এমন খেলা আমরা ট্রেন যাত্রায় প্রচুর খেলি। যারা এই খেলা নিয়ে ব্যবসা করে তাদের সঙ্গে খেলতে মজা পাই। থেবড়ে গোবরে বসিয়ে দেওয়ার মজা। এ'খেলায় আমাকে জিততে হলে এমন একটা লোককে হাজির করতে হবে, যাকে দেখে আন্দাজ করা সম্ভব নয়।

তেমন লোক যখন পেলাম না, তখন নিজের হাত দেখাবার ঝুঁকি নিতেই হল। এর জন্য প্রথমেই যেটা প্রয়োজন, সেটা হল, আমাকে 'আমি নই' করে হাজির করা।

গৌতম ঘোষকে একটি অনুরোধ করলাম, প্রোগ্রামে আপনি আমাকে প্রবীর ঘোষ বলে পরিচয় করাবেন না। গৌতম নিশ্চিন্ত করলেন—ঠিক আছে। সমাজবিজ্ঞানী শ্রীঘোষ বলে পরিচয় করাব।

স্টুডিওর মেকাপ রুমেই পরিচয় হল জ্যোতিষীদের সঙ্গে। আসার কথা ছিল দু-জনের। কিন্তু এসেছেন তিনজন। তৃতীয়জন পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। এখন নেশা জ্যোতিষ চর্চা। (চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর জ্যোতিষী করে 'টু পাইস' এলে মন্দ নয়। স্বেচ্ছা-অবসর নেওয়া অকর্মণ্যরা ঘরে বসে পিঠ না চুলকে এমন ব্যবসায় মন দিতে পারেন। এতে সময় কাটবে, প্রভাব বাড়বে, টাকা আসবে।) পাক্কা ঘণ্টাখানেক আড্ডা মারার পর জ্যোতিষীরা নিশ্চিন্ত হলেন, আমি আমি নই। অন্তত আমার তেমনটাই মনে হল। প্রমাণ মিলবে আমার অতীত নিয়ে প্রশ্নের ওঁরা কী উত্তর দেন তাঁর উপর।

এখানে তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গ টানছি না। আনছি আমার হাত দেখে কী উত্তর ওরা দিলেন সেই প্রসঙ্গে। গৌতম ঘোষ আমাকে বললেন, এই অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনার হাত আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী জ্যোতিষীদের দেখিয়েছেন। এ'বার ওঁদের কাছে আপনার প্রশ্নগুলো রাখুন। তবে প্রশ্নগুলো রাখবেন আপনার অতীত জীবন নিয়ে। যাতে আমরা মিলিয়ে দেখার সুযোগ পাই, উত্তরগুলো ঠিক হল, কী ভুল?

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কত বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল দেখলেন।

উত্তর পেলাম, চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ।

—ছেলে মেয়ে ক'টি?

—দুটি মেয়ে।

—কর্মক্ষেত্র?

—দু-চার বছরের বেশি কোনও জায়গায় লেগে থাকতে পারেননি।

জ্যোতিষীরা তাঁদের দেওয়া উত্তরে সহমত। কিন্তু আমার মতটা কী? ক'টা মিলল? গৌতম অনুরোধ করলেন, সঠিক উত্তরগুলো দর্শকদের জানাতে।

সঠিক উত্তর—বিয়ে করেছি তেইশে। চৌতিরিশ, পঁয়তিরিশে নয়। একটি সন্তান। ছেলে। একটাই চাকরি করতাম। স্টেট ব্যাংকে। চাকরি ছেড়েছি সম্প্রতি।

সেদিন জানাবার কোনও সুযোগ ছিল না, কেন ওদের একটা উত্তরও কাছাকাছি দিয়ে যেতে পারেনি। আজ আপনাদের সেই কাহিনি শোনাচ্ছি।

নিউ থিয়েটার স্টুডিওর্স এক টেকনিশিয়ান বন্ধু সেদিন আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। তাইতেই জয়। তিনি শুধু আমাদের মেকাপ রুমের আড্ডায় ঢুকে বললেন, "ঘোষ'দা তোমার গলা শুনে ঢুকে পড়লাম। ছোটমেয়ে তো গ্র্যাজুয়েট হয়ে গেল। কবে খাওয়াচ্ছ বলো।"
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ওঁর ওই ছোট্ট ডায়লগই জয়কে নিশ্চিত করেছিল। জ্যোতিষীরা ওই এক ডায়লগ থেকে যে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, সেগুলো হল :—

(১) আমার সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলে জ্যোতিষীরা মনে করেছিলেন, প্রবীর ঘোষের সঙ্গে চেহারার যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি সম্ভবত প্রবীর ঘোষ নই। কিন্তু স্টুডিওরই একজন টেকনিশিয়ানের কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছিলেন—আমি প্রবীর ঘোষ নই। কারণ জ্যোতিষীরা জানেন, আমার এক ছেলে। 'অলৌকিক নয় লৌকিক' প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ডে সে কথা লেখা আছে।

(২) হাত দেখার সময় আমার জন্ম সাল জেনেছিলেন। ছোট মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে শুনে ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ছোটর বয়স বছর কুড়ি হবে। বড়র বয়স একুশ-বাইশ হবে। আমার যা বয়েস, তাতে আমার সময়ে প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তানের বয়সের পার্থক্য দু-এক বছরের বেশি হত না। আমার বিয়েটা তার মানে বছর বাইশ, আগে হয়েছে। এখন বয়েস ছাপ্পান্ন। অর্থাৎ বিয়ে হয়েছে চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশে। সোজা হিসেব।

(৩) আমার স্টুডিওর বন্ধুটি যে'হেতু 'আপনার মেয়ে' না বলে 'ছোট মেয়ে' শব্দটি বলেছিলেন, তাইতেই ওঁদের হিসেবে গোলমাল হয়েছে। ওঁরা ধরে নিয়েছিলেন, বড়োটি ছেলে হলে 'ছোট মেয়ে' না বলে 'মেয়ে' শব্দটি বলতেন। এরই সঙ্গে আমার শিক্ষা ও আর্থিক স্ট্যাটাস অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, আমার দু'য়ের বেশি সন্তান হওয়াটা স্বাভাবিক নয়।

(৪) গিয়েছি 'প্রেস' লেখা গাড়িতে। গাড়ি দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি সাংবাদিক। কোথায় যুক্ত আছি, জানতে চেয়েছেন। জানিয়েছি। এর আগে কোথায় কোথায় যুক্ত ছিলাম, তাও জানতে চেয়েছেন। মিডিয়াগুলোর নাম বলেছি। আমি কোনও সংবাদমাধ্যমে কখনও চাকরি করিনি বটে, কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরেই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম—এ'ও সত্যি। আমার কথা শুনেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ঘন ঘন চাকরি বদল করেছি।

জ্যোতিষীদের ক্ষমতার দৌড় আমি জানি। জানি, ওরা হাত বা ছক দেখে কোনও কিছুই বলে না। বলে যে হাত বা জন্ম ছক দেখাতে এসেছে তার কথার সূত্র ধরে (সূত্র ধরে জ্যোতিষীরা কীভাবে বলে, তার একটা জীবন্ত ছবি একটু আগেই তুলে ধরেছি 'এখন ফোনে' ধরনের অনুষ্ঠান থেকে)। পোশাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, রুচি, ঘড়ি, জুতো, গাড়ি কী বাসযাত্রী ইত্যাদি বুঝে নিয়ে অতীত বলে, ভবিষ্যৎ বলে। যে'সব দেখে-শুনে ওরা বলে, সে'সব একটু উলটে-পালটে দিলেই সব ওলট-পালট। আমি শুধু তাই করেছিলাম। এবং জিতেছিলাম।

বিশ্বের বিস্ময় ও অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলীর বিস্ময়কর পরাজয়

জয়া গাঙ্গুলী হেভি-ওয়েট জ্যোতিষী। নিজেকে 'অলৌকিক মাতা' 'অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারিণী' বলে বিজ্ঞাপন দেন। একবার পাথর দিয়ে অসুখ সারান বলে দাবি করে আইন-আদালতের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। জামিন পর্যন্ত নিতে হয়েছিল। এখন আর অসুখ সারাবার মত ভয়ংকর এবং প্রতারণামূলক দাবি করেন না। কারণ—নেড়া একবার বেলতলায় যায়।

এক সময় অনেক জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক এমন ভয়াবহ দাবি করত বোধহয় বেশি কামাবার লোভে। গাদাগাদা দুরারোগ্য ব্যাধির ক্লায়েন্টদের জীবন দানের আশ্বাস দিয়ে শুষে ছিবড়ে করার নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করতে, আমরা যুক্তিবাদী সমিতিই মামলা দায়ের করেছিলাম।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এই মুহূর্তে সবচেয়ে দামি ও নামী জ্যোতিষী বোধহয় জয়া গাঙ্গুলী। অবশ্য তিনিও এখন নিজেকে শুধু 'জ্যোতিষী' বলে পরিচয় দেন না। লেখেন 'জ্যোতিষ ও তন্ত্র সম্রাজ্ঞী'। এমনই এক মহার্ঘ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারিণী, বিশ্বের বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মতো এক আম আদমির একটি টিভি অনুষ্ঠানের আংশিক বিবরণ এখানে তুলে দিচ্ছি।

'ATN WORLD' এবং 'ATN BANGLA' তখন স্যাটেলাইট চ্যানেল। রমরমিয়ে চলছে। RPG নেটওয়ার্কে কেবল চ্যানেল বলতে তখন শুধু 'CCCN'। এই তিনটি চ্যানেলে এক সময় একটা অনুষ্ঠান হত, 'দেখা না দেখা'। পরিচালক ছিলেন শর্মিলা চ্যাটার্জি। সহপরিচালক

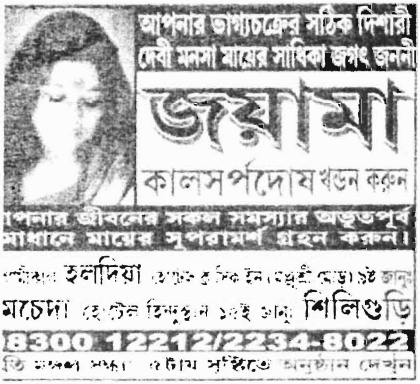

সুজিত চ্যাটার্জি। এই 'দেখা না দেখা' আমাকে ও জয়া গাঙ্গুলীকে চারটে এপিসোডে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছিল। দুটো এপিসোডে ছিল তাত্ত্বিক আলোচনার নামে হিজিবিজি বোকা তর্ক, গেঁড়ে তর্ক। যেমন—দশ রতি নীলা নিয়ে হাঁটতে পারবেন? পারবেন না। উত্তরে যখন বললাম—দিন। পরে হাঁটব তো বটেই। বেঁচে থাকব বছরের পর বছর। জয়া চুপ মেরে গেলেন। টেনে আনলেন রোগ সারাবার কথায়। মা মনসা নাকি ওঁকে দেখা দেন! চর্মচক্ষে দেখতে পান? জিজ্ঞেস করতেই, জয়া আমতা-আমতা। আরও একটু চেপে ধরতেই বললেন, তিনি অনুভব করেন।

মা মনসার কথা মতোই তিনি নাকি অসুখ সারান। কী ধরনের অসুখ? চোখের রোগ থেকে ক্যানসার স-অ-ব।

আমি রোগী দেব—সারাবেন? এমন বেয়াড়া প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই আবার অন্য প্রসঙ্গ টানলেন।

'সূর্য রশ্মি ব্লাডসারকুলেশনে মিশে যায়'—এমন উদ্ভট অশিক্ষা উদ্ভূত কথা বলতে তাঁর জিভ যেভাবে সপ্রতিভ দেখলাম, তাতে এ'নিয়ে আলোচনা দীর্ঘায়িত করার প্রবৃত্তি থাকে না।

তৃতীয় ও চতুর্থ এপিসোডে লড়াইটা জমবে, প্রত্যাশিত ছিল। তৃতীয় এপিসোডে আমি অলৌকিক জ্যোতিষী জয়ার সামনে হাজির করব তিনজনকে। তাঁদের সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখব। বিশ্বের বিস্ময় অলৌকিক মাতা জয়া গাঙ্গুলী উত্তর দেবেন। চতুর্থ এপিসোডে দেখা হবে উত্তর ঠিক, না ভুল। উত্তর ঠিক দিলে আমি যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব। যাঁদের হাজির করব তাঁদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নাম-ঠিকানা দিতে বাধ্য থাকব। তাঁদের উত্তর হিসেবে যেগুলো আমার হাজির করা মানুষগুলো বলবে, তার একটিও মিথ্যে হলে আমি সমিতি ভেঙে দিতে বাধ্য থাকব। জয়া উত্তর ভুল দিলে কী জয়া-জ্যোতিষ পেশা বন্ধ করে দেবেন? সুজিত চ্যাটার্জির প্রশ্নের উত্তরে জয়া জানালেন, না তিনি তাঁর পেশা বন্ধ করবেন না।

যে তিনজন সম্বন্ধে জয়া বলবেন, অনুষ্ঠান রেকর্ডিংয়ের আগে তাঁদের এক একজনের হাত দেখলেন দীর্ঘ সময় ধরে। কার কার সম্বন্ধে কী কী প্রশ্ন রাখব, তাও জানিয়ে দিয়েছিলাম। জয়া হয়তো ধরে নিয়েছিলেন—আমাকে আংটি উপহার দেওয়ার বিনিময়ে আমি সহজ সরল প্রশ্ন হাজির করেছি।

প্রথমে আনা হল জ্যোতি মুখার্জিকে। ঠিকানা দেখানো হল টিভি'তে। ১০৩ এ কবি সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৭০০০৮৫। বয়স পঁয়ষট্টির এপাশ-ওপাশ।

জ্যোতি মুখার্জি সম্পর্কে জয়া জানালেন, চাকরি করতেন, রিটায়ার করেছেন।

—বিয়ে কবে নাগাদ?

উত্তরে জয়া জানালেন, অনেক বছর আগেই বিয়ে হয়েছে। অর্থাৎ পঁচিশ-তিরিশ-পঁয়তিরিশ বা যা খুশি হতে পারে। একেই বলে অলৌকিক মাতা'র নিখুঁত গণনা!

—ক'টি সন্তান?

জয়ার কথায় তিনটি। তবে মিসক্যারেজ হতে পারে। অর্থাৎ সন্তান সংখ্যা একটি বা দুটি হলেও মিসক্যারেজের দোহাই দিয়ে পার পাওয়ার রাস্তা খোলা রাখা হল।

জ্যোতি মুখার্জি নিজেই জানতে চাইলেন, তাঁর স্ত্রী বেঁচে আছেন কি না?

জয়া জানালেন, স্ত্রী'র সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।

দ্বিতীয় জন সাধন মজুমদার। ঠিকানা ২/৩৮ রামকৃষ্ণ পল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৮৩। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি।

জয়া জানালেন, আয় ভীষণ কম। এক-দেড়-দু' হাজারের মধ্যে। ছোট-খাট ব্যবসা করেন।

—ব্যবসার ধরনটা কী? জিজ্ঞেস করায় জানালেন লিকুইড কোনও কিছুর ব্যবসা করেন। তেল-জল-চা এই ধরনের জলীয় কিছুর ব্যবসা করেন।

তেল মানে কী কেরোসিন? জলীয় মানে কী তাড়ি? চা মানে ফুটে ভাঁড়ের চা? সাধন মজুমদার নিজে যেন চলমান জীবিকার বিজ্ঞাপন। ওঁকে দেখে এইসব কথা বলে ফেলা যায় সহজে। ভক্‌ভক্ করে যে'ভাবে তাড়ির গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে তাড়ি-ব্যবসায়ী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

তৃতীয় জন বলু ঘোষ দস্তিদার। ঠিকানা ১১২ এ, কবি সুকান্ত সরণি, কলকাতা ৭০০০৮৫। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ হবে।

বলুর সম্বন্ধে জয়া জানালেন, চাকরি করেন। মাসিক আয় পাঁচ হাজার থেকে ছ' হাজার টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্রাজুয়েটের কাছাকাছি।

চতুর্থ পর্বে দর্শকদের মধ্যে ছিল টানটান উত্তেজনা। অলৌকিক মাতাজি ১০০% মেলাতে পারলেন কি না—জানতে আগ্রহী বহু মানুষ। এই অনুষ্ঠানটি যে বিপুল সাড়া ফেলেছে—পরিচালক শর্মিলা অনুষ্ঠানের শুরুতেই সে কথা জানালেন দর্শকদের।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
টিভি-তে আমি, জয়া গাঙ্গুলী ও সঞ্চালক সুজিত চ্যাটার্জি। আমরাও উত্তর জানার অপেক্ষায়। সুজিতের আহ্বানে জ্যোতি মুখার্জি এলেন। রোগা, ফর্সা, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁত কামানো। পারপাটি আঁচড়ানো চুল। পরনের সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি। বনেদি ঐতিহ্যের ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। যদিও এখন ছাপ থাকলেও বৈভবের চিহ্ন নেই। সহজ কিন্তু রুচিপূর্ণ পোশাক-আশাক।

চেহারা দেখলে ব্যবসায়ী মনে হয় না। অতএব পেশা হিসেবে পড়ে থাকে চাকরি। বয়স দেখে বোঝা যায় অবসর নেবার সময় পেরিয়ে এসেছেন। সুতরাং চাকরি করতেন, অবসর নিয়েছেন—এ'সব বলার জন্যে হাত দেখার প্রয়োজন হয় না।

আমার কথা শুনে কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন। আমাকে মনে করতে পারেন—বাঙালি কাঁকড়া। চ্যালেঞ্জ জানাবে। আর হেরে গেলে হারকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করবে।

কে কী মনে করল, বলল—ও'সব গায়ে মাখতে নেই। যা নেই, তাতে আমিও নেই। অতএব চলুন, সোজা যাই জ্যোতি মুখার্জির কথা শুনতে।

জ্যোতি মুখার্জির কথায়—অবসর নেননি। অ্যাক্সিডেন্টে পা ভাঙে। কাজে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজে যেতে না পারার ফলে চাকরি চলে যায়। বিয়েই করেননি। সুতরাং তিন সন্তান, মিসক্যারেজ এ'সবই ভুল। বউয়ের সাংঘাতিক বিপদ ঘটার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এমন সব উত্তর শুনে জয়ার বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস রাখা মানুষদের কেউ অবাক, কেউ শোকাহত, কেউ বা জয়াকে গাল পেড়েছেন—আমরা অনুমান করতে পারি। কিন্তু লাগাতার বিজ্ঞাপনের দৌলতে গড়ে তোলা এমন ইমেজের গ্যাস বেলুন যে ফুটো হতে চলেছে তা জ্যোতিষী জয়া বুঝতেই পারেননি। নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে ডাহা ফেল করে জয়া তখন বেজায় নার্ভাস। রুমাল দিয়ে যে ভাবে ঘন ঘন মুখ মুছছিলেন, তাতে এমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এ'বার এলেন সাধন মজুমদার। সোফায় বসলেন। আগের এপিসোডের সেই ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। সুজিতের অনুরোধে ক্যামেরার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত জোড়া করে দর্শকদের নমস্কার জানালেন। সাধনবাবুর উচ্চতা পাঁচ ফুট চারের মধ্যে। খস্‌খসে কালো চামড়া। উড়োখুড়ো তেলের ছোঁয়া না পড়া চুল। দু-দিন না কাটা খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। না, চশমা পরেন না। চেহারা দেখে মনে হয় পড়াশুনোই করেন না। তাই হয়তো চশমার পিছনে বাজে খরচের বিলাসিতায় রাজি নন। গলায় একটা মোটা কালো সুতো বাঁধা। তাতে ঝুলছে একটা রুপো বা হোয়াইট মেটালের কবচের মতো কিছু। কবচে আরবি ভাষায় কিছু লেখা। পরনে টেরিকটনের হাফ হাতা সার্ট। এত পুরোনো যে অনেক জায়গায় জ্যালজ্যালে হয়ে গেছে। কুঁচকোনো আধ ময়লা। কয়েক জায়গায় সেলাই করা টেরিকটনের ময়লা প্যান্ট। পায়ের হাওয়াই চপ্পলের সোল ক্ষয়ে প্রায় মেঝেতে মিশেছে। এর মধ্যেই বাবু সাধনচন্দ্র যে দু-এক পাঁইট দিশি চড়িয়েছেন, গন্ধে আমাদের তা মালুম দিচ্ছে। চেহারা-পোশাক-গন্ধ সোজা বুঝিয়ে দেয় চোলাইয়ের কারবার করেন সাধনবাবু। এ'বুঝতে হাত দেখার দরকার হয় না।

সাধনবাবু সুজিতকে যা যা জানালেন, তা সত্যিই অবাক করা। চাকরি করেন ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের ভবানীপুর শাখায়। পে স্লিপ দেখালেন। মাইনে বারো হাজারের বেশি।

তাহলে 'ভুল, সবই ভুল'। কোথায় বা এক-দেড়-দুই হাজার, কোথায় বারো হাজারের বেশি! কোথায় তরল-তাড়ি; কোথায় সি ই এস সি! এই না কি 'বিশ্বের বিস্ময়'! এই না কি 'অলৌকিক মাতা'র কেরামতি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জানতাম, জ্যোতিষশাস্ত্রের দৌড়। জানি জ্যোতিষীদের নিখুঁত ভবিষ্যৎ বলার গোপন কৌশল। আর এ'সব জানি বলেই সাধন মজুমদারকে বলেছিলাম, শ্যুটিং ওমুক তারিখে। তার পাঁচদিন আগে থেকে শরীরে তেল ছোঁয়াবেন না। তিন দিন দাড়ি-গোঁফ কামাবেন না। গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম ধুক্‌ধুকিটা। চোখ থেকে খুলে নিয়েছিলাম চশমা, হাত থেকে হাতঘড়ি। সার্ট-প্যান্ট-হাওয়াই সাধনবাবুই জোগাড় করেছিলেন। সাধনবাবুর গায়ে তাড়ি ছেটানোর কাজটা করেছিলাম আমি।

হাত দেখার অভিনয় করে, কথা শুনে, পোশাক দেখে, গন্ধ শুঁকে জ্যোতিষীরা যে 'বাকসিদ্ধ' সাজতে চায়, সেটাই বে-আব্রু হল আজ।

বলু ঘোষ দস্তিদার জানালেন, জয়া গাঙ্গুলী তো সবই ভুল বললেন। চাকরি করেননি একদিনের জন্যেও। করেন ব্যবসা। অতএব পেশা বলতে জয়া পুরোপুরি ব্যর্থ।

আয় বলেছেন, মাসিক পাঁচ-ছয় হাজার। এটাও ভুল। রোজগার মাসে হাজার পনেরো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে গিয়ে বলেছেন—গ্র্যাজুয়েটের কাছাকাছি। আসলে পড়াশুনো সিক্স অবধি।

বলুকে কোনও বাড়তি মেকাপ দিতে হয়নি। স্মার্ট লোক। সমিতির পুরোনো সদস্য। এর আগেও অনেক বুজরুকের ভান্ডাফোড় করেছেন বলু ও তাঁর বউ জয়া। ওদের কী করতে হবে বুঝিয়ে দিলে ঠিকঠাক বের করে আনবে।

বলুর শরীরী ভাষা যা বুঝিয়েছে, জয়া গাঙ্গুলী তাই বলেছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হল এই যে—বিশ্বের বিস্ময় মাতাকে বলুর মতো একজন অকিঞ্চিৎকর মানুষ ইচ্ছে মতো চালিয়েছে!

সব হল। কিন্তু জ্যোতি মুখার্জির ব্যাপারটা কী হল? ওখানেও কি কিছু কারিকুরি করা হয়েছিল?

হ্যাঁ হয়েছিল। তবে সেটা ছিল একটা ছোট্ট এবং সূক্ষ্ম চাল।

আমাদের সমিতির সদস্যা প্রিয়াংকা। তখন প্রিয়াংকা ক্লাস টুয়েলভ-এ পড়ে। তাকে দিয়েই চালটা দেওয়া হয়েছিল। অলৌকিক মাতা জ্যোতি মুখার্জির হাত দেখছেন। সঙ্গে কথাও বলছেন প্রচুর। সম্ভবত কথা বলে মানুষটিকে বোঝার চেষ্টা করছেন। মিনিট তিরিশ কেটে গেল। উঠে দাঁড়াল প্রিয়াংকা। পরনে স্কার্ট। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। জ্যোতিদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা পাঁচশো এম এল জলের বোতল বের করল। বোতলটার ঢাকনি খুলে জ্যোতিদার হাতে ধরিয়ে দিল। জ্যোতি মুখার্জি ধরলেন। এবার প্রিয়াংকা একটা ওষুধ বের করে এগিয়ে দিল জ্যোতি মুখার্জির দিকে। সঙ্গে একটা ছোট্ট ডায়লগ, "এই নাও। খেয়ে নাও।"

জ্যোতিদা গলায় জল ঢাললেন। ট্যাবলেটটা মুখে ফেললেন। গিললেন। প্রিয়াংকাকে জলের বোতলটা ফেরত দিলেন। প্রিয়াংকা ফিরে এসে আবার বসল।

এইতেই যা চাইছিলাম, তাই হল। যেমনটা চাইছিলাম, জয়া তেমনটাই বললেন। কারণ জয়া এমন স্বাভাবিক অভিনয় দেখে ক্লিন বোল্ড। ধরেই নিয়েছিলেন প্রিয়াংকা নির্ঘাত জ্যোতি মুখার্জির মেয়ে। তারপর যা হবার তাই হল।

একে আমরা কী বলব? বিস্ময়কর মাতা'র বিস্ময়কর পরাজয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দশ

আই আই টি'তে টেলিপ্যাথি দেখালেন দীপক রাও

দীপক রাওয়ের খবরটা প্রথম পাই মে ২০০১-এ। দীপক রাওয়ের নাকি অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাও আবার এক রকম নয়। দু'রকম। এক : জড় পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। দুই : 'টেলিপ্যাথি' করার ও ধরার ক্ষমতা আছে। "এ সবই দীপকের ফাঁকা দাবি"—এমন বলে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। কারণ দীপক ইতিমধ্যেই তাঁর শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তাও আবার যে সে জায়গায় নয়। আই আই টি বোম্বাই (মুম্বাই নয়)

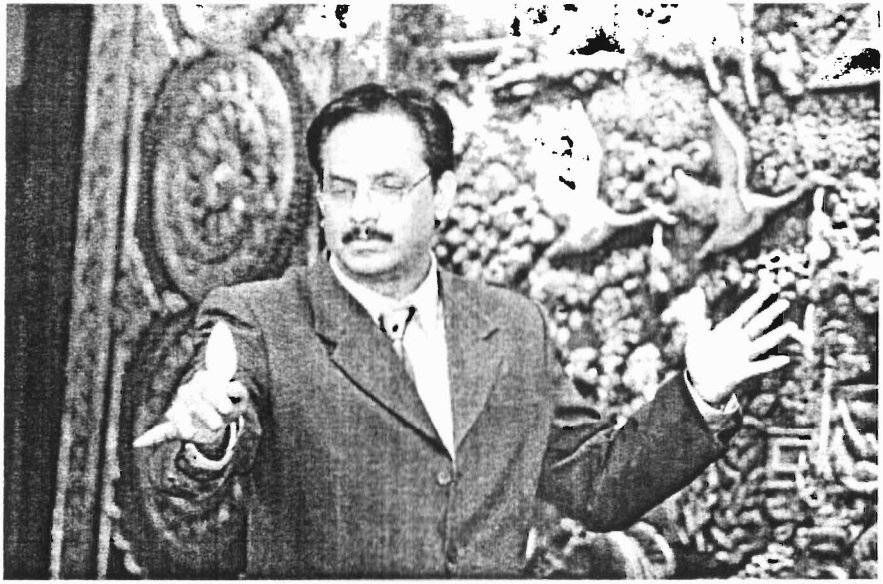

ও আই আই টি খড়্গপুরে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন-গবেষণার ক্রিম দুটি জায়গায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মীরা। চোখের সামনে যা দেখেছেন, তাতে তাঁরা অভিভূত হয়েছেন, আপ্লুত হয়েছেন। দরাজ মনে উল্লসিত প্রশংসা করছেন।

কী কী অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন—পরে আসছি। তার আগে বরং দীপক-এ আসি। দীপক মুম্বাইবাসী। অত্যন্ত স্মার্ট, ফর্সা, টিপটপ। দীপকের নিজস্ব একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা আছে। দীপকের কাজে সহযোগিতা করেন স্ত্রী। ছোটো-খাটো, ফর্সা, সুন্দরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দীপকের স্পষ্ট দাবি, তিনি যা দেখান, তা কোনও 'জাদু কা খেল' নয়। নির্ভেজাল অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ। ই.এস.পি বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব যে সত্যিই আছে— এটা প্রমাণ করার ঠিক জায়গা মনে করেই তাঁর আই আই টি পরিভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। কিছু পেশাদার অবিশ্বাসীরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান ই.এস.পি-র (Extra-sensory perception) মতো বিষয়কে। এইসব পেশাদার অবিশ্বাসীরা আবার নিজেদের পরিচয় দেন 'যুক্তিবাদী' বলে। কিন্তু মজার কথা হল সাইকোলজির-ই একটি শাখা প্যারাসাইকোলজির চর্চার বিষয়ই হল ই.এস.পি।

এমন কথা শুধু যে দীপক রাও বলেন, তা কিন্তু নয়।

সম্প্রতি দূরদর্শন কলকাতা কেন্দ্রের 'যুক্তি-তক্কো' অনুষ্ঠানে 'ভূত আছে কী না নেই' এই বিতর্কে জনৈকা নীলাঞ্জনা সান্যাল চিবিয়ে চিবিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে আমাদের শোনালেন সাইকোলজির একটা শাখা প্যারাসাইকোলজি। যেখানে ই এস পি নিয়ে গবেষণা চলছে। ভূতের অস্তিত্বকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। অবাক কাণ্ড—এখন সব অদ্ভুতুড়ে বিজ্ঞান বিরোধী কথা বলার পরও তিনি বিজ্ঞানের পক্ষে আলোচক হিসেবে বার-বার ডাক পান। জানি না এর পিছনে দূরদর্শনের বোধের অভাব কাজ করে, না কী দুর্নীতি?

Anybody can bend a key with one's fingers

Deepak Rao from Mumbai claims to have supernatural powers. Recently, he proved his mettle at the IITs of Mumbai and Kharagpur. The teachers and the students were witness to the whole incident. What did Rao do? He took a key from a member among the spectators to on that day. And this is an open challenge to Mr. Rao, from my side.

The first thing that one has to remember is the material of the key. Let me mention that a key made of lead is very easy to bend with one's hand. The reason's because lead is a very soft metal.

অন্ধ বিশ্বাসী না হলে এবং সাইকোলজি ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে—প্যারাসাইকোলজি না সাইকোলজির শাখা, না বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনও ভাবে সম্পর্কিত। বরং এটা বললে ঠিক হয় যে— প্যারাসাইকোলজির তত্ত্বগুলো স্পষ্টতই বিজ্ঞান-বিরোধী। 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' বিজ্ঞানের শাখা, আর 'জ্যোতিষশাস্ত্র' বিজ্ঞান-বিরোধী। দু'য়ের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত মিল আছে। এই উচ্চারণগত মিলকেই প্রতারকরা ভাঙিয়ে খাচ্ছে। 'সাইকোলজি' আর 'প্যারাসাইকোলজি'র মিল-অমিলটাও একই ধরনের। তারপরও কিছু অবোধ বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকা জ্যোতিষ ও প্যারাসাইকোলজির পক্ষে ওকালতি করেন। তা করুন। তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বিজ্ঞানের 'সত্য'-কে 'মিথ্যে' করা যাবে না।

প্যারাসাইকোলজির অন্যতম মূল তত্ত্ব হল, Extra-sensory perception (সংক্ষেপে E.S.P.)-এর অস্তিত্ব, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অস্তিত্ব আছে। E.S.P -কে সাধারণভাবে চারটিভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। (১) Telepathy (দূরচিন্তা) (২) Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) (৩) Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি) (৪) Psycho-Kinesis বা Pk (জড়-পদার্থের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ)।

দীপক রাও সাইকো-কাইনেসিস ও টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। ঠিক কী কী ঘটিয়েছিলেন, আমি দেখিনি। তবে শুনেছি। আই আই টি খড়্গপুরের কম্পিউটর সাইন্স-এর ছাত্র বিকাশ-এর কাছে ঘটনার বর্ণনা শুনেছি। বিকাশ আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। তবে ওর বর্ণনাতে কিছু ফাঁক ছিল। অভিজ্ঞতার অভাবে এই ফাঁক। এও ঠিক—অভিজ্ঞতা নিয়ে কেউ জন্মায় না। অলৌকিক বিষয়ে সত্যানুন্ধানের ক্ষেত্রে বিকাশের বিশালভাবে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা রয়েছে—আমার বোধ এ'কথাই বলে।

•

দীপক জিজ্ঞেস করলেন, কারও সঙ্গে কি চাবি আছে? একাধিক হাত চাবির গোছা বের করে দিলেন। "দরকার শুধু একটি চাবির।" দীপক বললেন। তারপর একজন স্টাফের হাত থেকে নিলেন বড়ো-সড় একটা চাবির গোছা। গোছা থেকে একটা লোহার চাবি খুলে হাতে তালুতে রাখলেন। তালুটা মুঠোবন্দি করলেন। মুঠো খুলতেই অবাক কাণ্ড! চাবিটা বেঁকে গেছে। মিস্টার ইউনিভার্সের পক্ষে যা অসম্ভব, তাই সম্ভব করলেন মিস্টার রাও।

বিকাশের কাছ থেকে ঘটনার যে বর্ণনা পেয়েছি, তাতে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, কী কৌশলের সাহায্যে দীপক রাও চাবি বাঁকিয়েছেন। তবে সম্ভাব্য একাধিক কৌশল এখানে তুলে ধরছি, যার সাহায্যে চাবি বাঁকানো যায়। সেইসঙ্গে এটুকু নিশ্চিত করছি যে, শ্রীরাও কোনও অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে চাবি বাঁকাননি। কারণ অতীন্দ্রিয় শক্তি, অলৌকিক ঘটনা অর্থাৎ কার্য-কারণহীন ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

এই বিষয়ে 'দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া' ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় ২৮ মে ২০০১ এই লেখকের সাপ্তাহিক কলম 'দ্য সার্কেল অফ রিজন'-এ খোলা চ্যালেঞ্জ রাখি মিস্টার রাও-এর সামনে। শ্রীরাও-এর ই-মেলে পৌঁছে দেওয়া হয় সেই চ্যালেঞ্জ। কিন্তু চতুর বুজরুকের মতোই শ্রীরাও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হারার চেয়ে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন। অতএব চুপ মেরে ডুব দিয়েছেন।

চাবি বাঁকানোর সম্ভাব্য কৌশল তুলে ধরছি।

❑ **কৌশল এক** : ধরুন, আমি চাবি বাঁকনোর খেলায় নেমেছি। আমি এমন একজনের কাছ থেকে চাবির গোছা নেবো, যার সঙ্গে আগে থাকতেই একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছি। নতুন জায়গায় গিয়ে 'নিজের লোক' তৈরি করে নেন যে কোনও পেশাদার জাদুকর। এইসব 'নিজের লোক' অনেক সময় না জেনেই জাদুকরকে অসাধারণ জাদু সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। অনেক সময় জেনে-বুঝে।

চাবি রিং তাঁর কাছ থেকেই নেব, যাঁর সঙ্গে একটা সুন্দর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে পেরেছি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তিনি [illegible] চাবির গোছা [illegible] তার ভিতর থাকবে আমারই দেওয়া একটা সীসার তৈরি চাবি। [illegible] গোছা থেকে সীসার তৈরি চাবিটাই আমার হাতে তুলে দিতে পারেন। বিখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় [illegible] কে নিজের সহযোগী হিসেবে কাজে লাগানো কোনও অসম্ভব ব্যাপার নয়। অনেক জাদুকর-ই আকচার এই ধরনের বিশিষ্টদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

সীসার চাবি হাতের মুঠোর চাপে বাঁকিয়ে ফেলা কোনও ব্যাপারই নয়। কারণ সীসা নরম ধাতু অথচ দেখতে লোহার মতো।

❑ **কৌশল দুই** : আগে থেকেই এমন একজনের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলব, যাঁর কাছে কোনও একটা ডিপার্টমেন্টের চাবির গোছা থাকে। চাবির গোছায় অবশ্যই থাকতে হবে অন্তত একটি লোহার চাবি। কোনওভাবে তাঁর চাবির গোছা থেকে কোনও একটা লোহার চাবির ছাঁচ নরম সাবানে চাপ দিয়ে তুলে নেব। যে'হেতু চাবি বাঁকানো আমার পেশা, তাই ছাঁচ পেলে সীসা গরম করে ছাঁচে ঢেলে নকল বানিয়ে ফেলব। তারপর ওই বিশেষ মানুষটিকেই মঞ্চে ডেকে নেব, যার চাবির নকল আছে আমার কাছে। রিং থেকে আসল চাবিটি খুলব। হাতের কৌশলে আসলটি লুকোব, নকলটি বের করব। হাত সাফাইয়ের এই কৌশলকে ম্যাজিকের পরিভাষায় বলে 'পামিং'। নকলটি দেখিয়ে মুঠোবন্দি করা ও বেঁকিয়ে দেওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। কতটা সময় আগডুম-বাগডুম বকে দর্শকদের বেশি করে প্রভাবিত করব— সেটা আমার ব্যাপার। সেটা দীপক রাওয়ের ব্যাপার।

দীপক রাও ও শ্রীমতী রাওয়ের টেলিপ্যাথি

শ্রী ও শ্রীমতী রাও আই আই টি ক্যাম্পাসে যে টেলিপ্যাথি করে দেখিয়েছিলেন, তা দেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমি শুনেছি। এও শুনেছি—শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের প্রোগ্রামের ভিডিও ফোটো তোলা হয়েছিল। তুলেছিল আই আই টি কর্তৃপক্ষ। শ্রীরাও যাওয়ার সময় ভিডিও ক্যাসেটটা নিয়ে যান। বলেন—কপি করে পাঠিয়ে দেবেন। আজ পর্যন্ত পাঠাননি। সম্ভবত বার-বার ক্যাসেটটি দেখে আই আই টি'র কেউ শ্রীরাওয়ের আসল রহস্য ধরে ফেলতে পারেন, এই ভয়ে ক্যাসেট পাঠাননি।

স্টেজে ছিলেন শ্রীমতী রাও। মুখ দর্শকদের দিকে ফেরানো। চোখ বাঁধা। এক হাতে রাইটিং প্যাড, অন্য হাতে পেনসিল।

দর্শকদের মধ্যে একজনকে এগিয়ে আসতে বললেন শ্রীরাও। একজন এলেন। তাঁর হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললেন, ১ থেকে ৯৯-এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা কাগজটায় লিখুন। দেখবেন, আর কেউ যেন না দেখেন।

এগিয়ে আসা দর্শকটি সংখ্যা লিখলেন। শ্রীরাওয়ের নির্দেশ মত কাগজটা ভাঁজ করলেন। টেবিলের ওপর রাখলেন। টেবিলটা ছিল স্টেজের এক কোণে।

শ্রীরাও এবার অনুরোধ করলেন, আপনি যে সংখ্যাটা লিখেছেন, সেটা ভাবতে থাকুন। আমি আপনার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করব। আমার চিন্তার তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করবেন আমার স্ত্রী। আলো এবং শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, তেমন-ই চিন্তারও তরঙ্গ আছে। এই চিন্তা তরঙ্গকে ধরার নামই 'টেলিপ্যাথি'। আপনারা এখন দেখবেন টেলিপ্যাথির প্র্যাকটিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন।

দু-তিন মিনিট পার হতেই দেখা গেল শ্রীমতী রাও তাঁর রাইটিং প্যাডে খস্‌খস্‌ করে সংখ্যাটা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
লিখে পেনসিলটা হাত থেকে মঞ্চে ফেলে দিলেন। পেনসিল পড়ার আওয়াজ পেলে শ্রীরাও চম্‌কালেন। একজন দর্শককে ডাকলেন। অনুরোধ করলেন, মঞ্চের টেবিলে রাখা কাগজটা তুলে সংখ্যাটা উচ্চকণ্ঠে পড়তে। সংখ্যাটা পড়লেন। দর্শকরা শুনলেন।

"এই সংখ্যাটাই লিখেছিলেন তো? নাকি কাগজ পালটে গেছে?" শ্রীরাও জিজ্ঞেস করলেন। যিনি লিখেছিলেন তিনি জানালেন, এই সংখ্যাটিই লিখেছিলেন।

THE CIRCLE OF REASON

Prabir Ghosh

HAVE A MIRACLE TO BUST? Write in to THE CIRCLE OF REASON and send it over to CALCUTTA TIMES, c/o The Times of India, 10B/7A, S N Banerjee Road, Kolkata 14. You can also e-mail to: rationalist_prabir@hotmail.com

tators, whom he called on stage, and in front of the rest, asked for a key from the person. Subsequently, with the least physical effort he was able to bend the key. Everybody present was naturally impressed. This is surely the result of some kind of supernatural power, they thought. Even a Mr. Universe will not be be able to achieve this feat.

Mr. Rao is a smart, good looking man, who owns an advertising agency in Mumbai. His wife, who is also his assistant is a pretty looking woman. Rao claims that whatever he does has no relation with magic. It's simply an expression of a particular supernatural power that he possesses.

Parapsychologists believe that it is possible to

Deepak Rao of Mumbai left students and the faculties of IIT Mumbai and Kharagpur dumfounded when he bent a key in front of them, with his fingers. He claimed it was the result of a supernatural power. What exactly happened? Here's the rationale

• TRICK 1:

I have first go around on an identification hunt. I have to identify a person who would be a member of the audience and find out a) if he/she carries a key bunch, b)if there is a lead key in the bunch and c)make sure that the person carries that bunch to the show and seat among the spectators. And I surely have to build a perfect understanding with him/her. So when this second person hands me the bunch of keys, I know very well that there is a lead key in it. The only thing that I have to do is to identify the lead key and then bend it. Of course, one of my qualities has to be of befriending people, even mature and famous people. And the rapport that I have to maintain with such people need

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

dictate an inert matter with one's mental force. In parapsychological terms, Mr. Rao's power will be called psycho-kinesis. In short, PK. It's worth mentioning here that parapsychoiogy has no relation with psychology or science.

I have not seen Mr. Rao in action. I have never met him too. Whatever I have related over here is from a third person, a student of IIT-Kharagpur, Bikash Barai.He is a member of our association and was present at the time when Mr. Rao did his tricks.I have to admit that there have been quite a few loose strings in Bikash's description, for which I hold his inexperience in observation, responsible.

Naturally, I am not in a position to predict exactly what kind of trick Rao used to impress his spectators. But that it was a trick, is something I am absolutely sure of. I list below the kinds of tricks that he may have taken recourse to be enormous, since they will ultimately turn out to be my confidants.

•Trick 2:

I have to go on the same identification hunt. And get hold of a person who generally carries a bunch of keys. I have to be a lot attentive now. I have to manage to smuggle a key from the bunch and get its impression on a bar of soap. Later on I have to make a lead key from this impression. Armed with this key, I enter the auditorium, ask the same person for the bunch of keys, choose the one whose duplicate I already have, shuffle it with my piece and then show the people gathered a sample of my supernatural power.

The author is the General Secretary, Science and Rationalists' Association of India.

যিনি উচ্চকণ্ঠে কাগজের সংখ্যাটি পড়েছিলেন তাঁকে শ্রীরাও অনুরোধ করলেন, "কাইন্ডলি দেখুন তো মিসেস রাও কত লিখেছেন?"

ভদ্রলোক গেলেন। শ্রীমতী রাওয়ের হাত থেকে রাইটিং প্যাডটি নিলেন। সংখ্যাটি জোরে পড়লেন। অবাক কাণ্ড! এই সংখ্যাটিই আমন্ত্রিত দর্শক লিখেছিলেন।

"প্যাডের অন্য পৃষ্ঠাগুলো কাইন্ডলি দেখুন। সেখানে আবার আরও নানা সংখ্যা লেখা নেই তো?" শ্রীরাও বললেন।

"না। আর কিছুই লেখা নেই। সব পৃষ্ঠাই সাদা।"

উ-ফ্ কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো? ভাবা যায়? শ্রীরাওকে কাজে লাগিয়ে পাক প্রেসিডেন্ট মুশারফের সব চিন্তা ধরে নেবার সুযোগ কী বোকার মতো ছেড়ে দেবেন আডবানি? চলচ্চিত্র উৎসবে অপ্সরাদের দেখে আমাদের সংস্কৃতিবান মন্ত্রীরা কতটা হিজিবিজি নীল-চিন্তায় ব্যস্ত—সে'সব চিন্তা ধরে লিখলে ছাপার জন্য অনেক বিদেশি ট্যাবলয়েট পত্রিকা পাঁচ-দশ লাখ ডলার, ইউরো বা পাউন্ড অ্যাডভান্স ধরাবার জন্য হুড়োহুড়ি ফেলে দেবে—গ্যারান্টি। রাতা-রাতি টেলিপ্যাথির প্রতিষ্ঠা—ভাবা যায়? শ্রীরাও কেন যে এত কিছু ভেবেও এ'সব ব্যাপার নিয়ে ভাবেননি, সত্যিই অবাক কাণ্ড! তার টেলিপ্যাথির এমন বিশাল প্রতিভা শতরূপে প্রস্ফুটিত হোক।

জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতাকেও দারুণভাবে ভাঙানো যায়। শত্রুপক্ষের সফেস্টিকেটেড যুদ্ধাস্ত্রগুলো অকেজো করতে তাদের কম্পিউটার ব্যবস্থায় গোলমাল পাকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে। ভাবা যায়—কী অসাধারণ অস্ত্র আমাদের ভারতীয়দের হাতে আছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
শুধু কাশ্মীর কেন, গোটা পৃথিবীকে দখল করার মতো ক্ষমতা আমাদের আছে। অথচ আমরা তা কাজে লাগাচ্ছি না।

যাঁরা সাইকোকাইনেসিস (জড় পর্দাথের উপর মানসিক শক্তি প্রয়োগ) ও টেলিপ্যাথির পক্ষে গল্প বানায়, তাঁরাও কিন্তু কখনই এইসব হিজিবিজিতে বিশ্বাস করেন না। করলে এ'সব শক্তিকে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কেন সোচ্চার নন?

যাক গে ও'সব ঢপের বিশ্বাসের কথা। আসুন আমরা যুক্তির আলোয় বিষয়টিকে ফিরে দেখি।

'থট্ ওয়েভ' বা চিন্তার তরঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। সুতরাং থট্ ওয়েভ ধরা বা টেলিপ্যাথি ব্যাপারটাই স্রেফ টুপি পরানো ব্যাপার। প্রশ্ন উঠতেই পারে—টেলিপ্যাথি যদি লোকঠকানো ব্যাপার-ই হয়, তবে ঘটনাটা ঘটল কী করে?

❑ কৌশল : আমি নিজের চোখে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের ওই টেলিপ্যাথি দেখিনি। বিকাশ বাড়ুইয়ের কাছে যা শুনেছি, তাতে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কৌশলটি বলতে পারছি না। তবে সম্ভাব্য কৌশল এখানে তুলে দিচ্ছি। এ'ভাবে অবশ্যই একই ঘটনা ঘটানো যাবে।

শ্রীমতী রাও যে হাতে রাইটিং প্যাড ধরেছিলেন, সেই হাতের বুড়ো আঙুলের নখের খাঁজে আটকানো ছিল একটা 'নেইল-রাইটার'। জাদুর সাজ-সরঞ্জাম যাঁরা বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে খোঁজ করলেই 'নেইল-রাইটার' পাবেন। নখের খাঁজে ঢুকিয়ে দিলে সুন্দরভাবে আটকে থাকে। বাইরে দেখা দেখা যায় না। 'নেইল-রাইটার'-এ থাকে একটা ছোট্ট হোল্ডার। দৈর্ঘে দু থেকে তিন মিলিমিটার। হোল্ডারে গুঁজে দিতে হয় সরু পেনসিল-সীস। এই সীস 'নেইল-রাইটার'-এর সঙ্গে পাওয়া যায়। আলাদা কিনতে চাইলে তাও মিলবে।

শ্রীমতী রাও প্যাডে পেনসিল দিয়ে লেখার ভান করেছিলেন। আসলে কিছুই লেখেননি। তারপর পেনসিলটা ফেলে দিলেন। দর্শকরা ভাবলেন—উনি লিখলেন এবং তারপর পেনসিল ফেলে দিলেন। সংখ্যাটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হওয়ার পর বাঁ হাতে ধরা রাইটিং প্যাডের পৃষ্ঠায় বাঁ হাতের আঙুল নাড়িয়ে লিখে ফেললেন সংখ্যাটি। বুড়ো আঙুলের খাঁজের 'নেইল-রাইটার' দিয়েই যে লিখলেন, এটা এতক্ষণ আপনারা সব্বাই বুঝে গেছেন।

শেষে শ্রী ও শ্রীমতী রাওয়ের কাছে একটি বিনীত চ্যালেঞ্জ—আমার মুখোমুখি হবেন নাকি আপনাদের টেলিপ্যাথি ক্ষমতা নিয়ে?

ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যাল-কে বিনীত অনুরোধ—প্যারাসাইকোলজির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে আমার ও আমাদের সমিতির চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন। হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়ার সুযোগ থাকতে 'মুখে' কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এগারো

জন্ডিস সারাবার পীঠস্থান ইছাপুর

ইছাপুর শিয়ালদহ থেকে মিনিট তিরিশের পথ। স্টেশনে নেমে জানতে পারলাম, একজন নয়, পুরো হাফ-ডজন সুপারম্যান এখানে বসেছেন। এঁরা অলৌকিক উপায়ে জন্ডিস রোগীদের সারিয়ে তুলছেন। এঁদের অলৌকিক ক্ষমতা চাক্ষুষ করা যায়। নিজের চোখে অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা দেখার পর একগাদা প্রশ্ন তুলে অবিশ্বাস জাহির করার মতো 'বোকা' কম-ই আছে।

অবশ্য শুধু ইছাপুরের গুণগান করলে তা হবে পক্ষপাতিত্ব। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় জেলাতেই নিজস্ব ঢঙয়ে জন্ডিস সারাবার ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন কিছু বাবাজি-মাতাজিরা। এঁরা কেউ মন্ত্র-পড়া মালা দেন। রোগীর গলায় ধারণ করার পর এই মালা আপনা থেকেই বাড়তে থাকে। কেউ বা রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার জলে সেই হাত ধুতেই দেখা যায় জলের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে। এ'ভাবে জন্ডিস ধুইয়ে দিলে জলের রং যত হলুদ হতে থাকবে, ততই যে হলুদ-বর্ণের রোগী স্বাভাবিক রং ফিরে পেতে থাকবে—এটা বুঝতে তেমন মাথা খাটাতে হয় না।

'জন্ডিস রোগটা কী'

জন্ডিস গ্রীষ্মের 'কমন ডিজিজ'। বাংলায় এর অনেক নাম। ন্যাবা, কাম্‌লা, পাণ্ডুর ইত্যাদি। সাধারণভাবে জীবাণুবাহিত রোগ। রোগজীবাণুর সংক্রমণ ঘটে অপরিচ্ছন্ন জল, খাবার, কাটাফল ইত্যাদি থেকে। জন্ডিসে লিভার বা যকৃত থেকে নিঃসৃত পাচকরস বা পিত্তরস রক্তে সঞ্চারিত হয়। ফলে দেহের চামড়া, চোখের সাদা অংশ, জিভ, নখ হলদে হয়ে যায়। বমি বমি ভাব থাকে। মল সাদা ও প্রস্রাব হলদে হয়। রক্তে সঞ্চারিত পিত্তরস বা বিলিরুবিনের মাত্রা পরীক্ষা করলে যদি দেখা যায় বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, তাহলে বুঝতে হবে জন্ডিস হয়েছে। স্বাভাবিকের পরিমাণ ০.১ থেকে ১ মিলিগ্রাম। ক্যানসার, টিউমার, গলব্লাডার বা পিত্তথলিতে পাথর ইত্যাদি কারণেও জন্ডিস হতে পারে।

ডুব দে মন ইছাপুরে

ফিরি ইছাপুরে। ৬ মে ২০০১ গিয়েছিলাম ইছাপুরে। সঙ্গী ছিলেন আশিস ও বিপ্লব। স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ ব্রাহ্মণ পাড়া। এখানেই তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশাল দোতলা বাড়ি। লাগোয়া মন্দির। মা কালীর বিশাল মূর্তি, ছোটো আকারের আরও অনেক দেব-দেবী-ই ছড়িয়ে রয়েছেন মন্দির জুড়ে। তারকবাবুকে অবশ্য এ'তল্লাটে ঠাকুরদাস নামে-ই লোকেরা চেনেন। আসল নামটা হারিয়ে গেছে ঠাকুরদাসের জনপ্রিয়তার আড়ালে। গাড়ি-বাড়ি সব-ই হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জন্ডিস ধুইয়ে দেবার ক্ষমতার দৌলতে। রক্তে ছড়িয়ে যাওয়া পিত্তরস ধুইয়ে বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসেন। যাঁরা তাঁর এই আলৌকিক ক্ষমতা দেখেছেন, তাঁরাই প্রচারক। মুখে মুখে প্রচার এতটাই ছড়িয়েছে যে বহু দূর দূর থেকেও রোগীরা আসেন। গাড়ির ভিড়ও থাকে। প্রণামী ১০০ টাকা থেকে শুরু।

ইছাপুরের শীতল শীল-এর বেশ নাম-ডাক। থাকেন আনন্দমঠ, সি ব্লকে। শীতলবাবুর দাবি কয়েক হাজার রোগীকে ধুইয়ে, সারিয়ে তুলেছেন। অলৌকিক ক্ষমতার দৌলতে তাঁরও অবস্থা ফিরেছে।

একই পাড়ার বাসিন্দা রবীন চক্রবর্তী। পরিচয় দেওয়ার সময় 'এক্স মিলিটারি-ম্যান' বলতে ভোলেন না। তিনিও অলৌকিক ক্ষমতার রোগী সারাবার দাবি রাখেন।

ঠাকুরদাসের কাছে আশিস রোগী। শীতল শীলের কাছে বিপ্লব।

হাওড়ার লিলুয়া স্টেশনে নেমে অটোতে মিনিট আটেকের পথ ভট্টনগর। সেখান থেকে হেঁটে ঘুঘুপাড়া। এখানে থাকেন স্বর্ণবালা মণ্ডল। বৃদ্ধা। রোগীকে ধুইয়ে সুস্থ করেন। প্রণামী ১০০ টাকা থেকে শুরু। রোগ প্রবল হলে বেশি ধোয়াতে হয়, প্রণামী বাড়ে। এখানে রোগী ছিলেন লিলুয়ার গৌতম।

জন্ডিস ধোওয়ানোর পদ্ধতি কলকাতা থেকে গ্রাম বাংলা সর্বত্রই কম-বেশি এক-ই রকম। রোগীকে বসানো হয় পিঁড়িতে। সামনে রাখা হয় এক বাটি পরিষ্কার জল। মন্ত্র পড়তে পড়তে রোগীর শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। একে বলে 'ঝাড়া'। কিছুক্ষণ ঝাড়ার পর হাতটা বাটির জলে ধুয়ে নেন। অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা। জলের রং হলুদ হয়ে যায়। যিনি ঝাড়লেন, তাঁর হাতও হলুদ। হলুদ রঙ এলো কোথা থেকে? হাত যে আগে থেকে হলুদ ছিল না—এ'কথা হলফ করে বলা যায়। সত্যি কথা বলতে হাতে কিছুই ছিল না। তারপরও যা হল, তা দেখে অনেক যুক্তিবাদী ও মার্কসবাদীদেরও মুণ্ডু হেট হবে—এটাই স্বাভাবিক। কার্য-কারণ সম্পর্ক খোঁজার মতো জিজ্ঞাসু মন না থাকলে এটাই স্বাভাবিক। মনের গভীরে অলৌকিকে বিশ্বাস ও মুখে নাস্তিক, মার্কসবাদী, যুক্তিবাদী ইত্যাদি বুক্‌নি আওড়ালে এটাই স্বাভাবিক। আমরা মধ্যবিত্ত অহংসর্বস্ব মানুষগুলো 'জানি না' বলতে-ই জানি না। জানার ভান করার মতো বোকামিতে ওস্তাদ। নিজে ভুল বুঝেছি—এটা স্বীকার করতেই শিখিনি। তারচেয়ে নিজের ভুল ভাবনাকে অন্যের মধ্যে ঢোকাতে গপ্পো ফাঁদতে আমরা 'বেঁড়ে ওস্তাদ'। এইসব সবজান্তা ওস্তাদদের ওস্তাদির ফলে বাবাজি-মাতাজিরা দিব্বি করে-কম্মে খাচ্ছেন।

ধোয়ানোর রহস্য

জন্ডিস ধোয়ানোর আসল রহস্য মন্ত্রে নেই। আছে অন্য জায়গায়। বাটির জল সাধারণ জল নয়। চুন জল। জলে চুন ডুবিয়ে রাখলে চুনের ডেলাগুলো ভিজে কাদা-কাদা হয়ে জলের তলায় থিতিয়ে যায়। ওপর থেকে জল তুলে নিলে তা দেখে সাধারণ জল ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় থাকে না। যিনি রোগীকে ধোয়ান, তাঁর হাতে লাগান থাকে আমগাছের রস। আমগাছের রস চুনজলের সংস্পর্শে এলে জল হলুদ হয়। এই সাধারণ রসায়ন বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা চলছে। ভবিষ্যতেও চলবে কিনা, তা আমাদের সচেতনতার উপর নির্ভর করে।

ইচ্ছাপুরের ঠাকুরদা, শীতল শীল ও লিলুয়ার স্বর্ণবালা যথাক্রমে আশিস, বিপ্লব ও গৌতমের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জন্ডিস ধুইয়েছে। পরমভক্ত সেজে আমরা অপেক্ষা করেছি পরবর্তী রোগীর জন্য। রোগীকে ধোয়ানোর আগে তিন বাবাজি, মাতাজির হাতের তালুতে চুন জল ঢেলে দিতেই হাত গড়িয়ে হলুদ-জল। সবার সামনে তুলে ধরেছি তিন জনের ব্লাড রিপোর্ট। বিলিরুবিন নরমাল। তারপরও জন্ডিস ধোয়ানো?

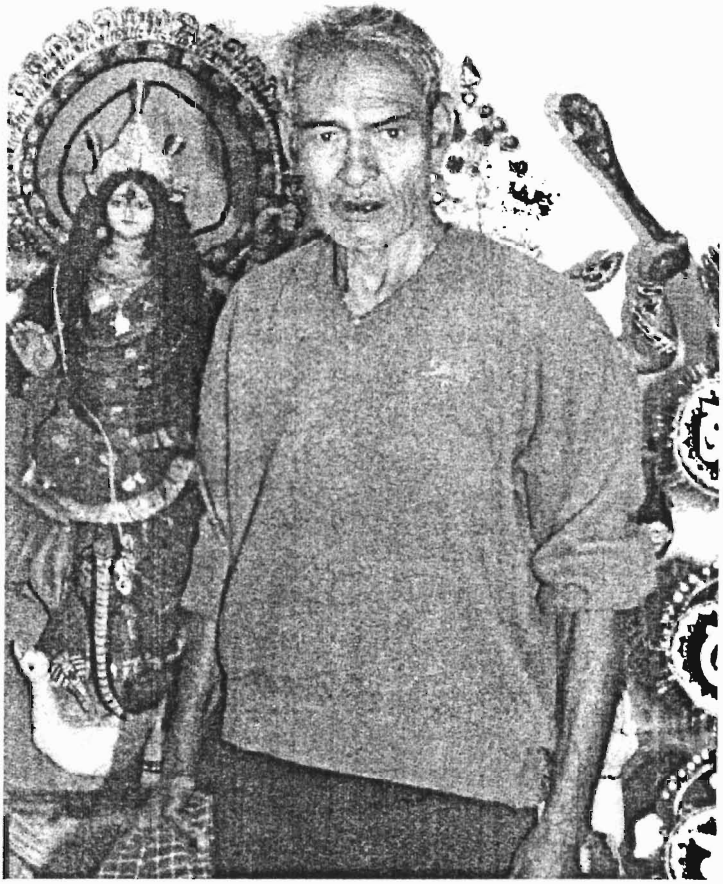

জন্ডিসবাবা ঠাকুরদাস

জন্ডিসের মালা

জন্ডিস সারাবার আরও একটি 'লোকচিকিৎসা' হল, জন্ডিসের মালা পরা। এই লোকচিকিৎসা বা অলৌকিক-চিকিৎসা শহর থেকে গ্রামে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই দারুণ জনপ্রিয়। মন্ত্র পড়ে তৈরি কাঠির মালা রোগীর গলায় পরাতে হয়। তারপর মন্ত্র গুণে মালা একটু একটু বাড়তে থাকে। রোগও একটু একটু করে সারতে থাকে। দু-এক সপ্তাহ পরে সাধারণত দেখা যায়, সত্যিই জন্ডিস সেরে গেছে। কলকাতার হাটখোলা মিত্তির বাড়ি থেকে এই অলৌকিক জন্ডিস মালা দেওয়ার
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঐতিহ্য নাকি শতাব্দী প্রাচীন। শনিবার শনিবার জন্ডিসের মালা পাওয়া যায় এখান থেকে।

বেলঘরিয়ার রবীন্দ্রকানন নিবাসী শংকর আচার্যও মালা দেন। এই মালা তৈরি ও তাঁর মন্ত্র নাকি কয়েক পুরুষ ধরে বংশ পরম্পরায় আচার্য পরিবার ধরে রেখেছেন।

তন্ত্রভৈরব বশিষ্ঠানন্দের স্ত্রী শিখা চক্রবর্তী মালা তৈরি করেন। তিনি এই অলৌকিক বিদ্যা শিখেছেন তাঁর মায়ের কাছ থেকে।

এইসব মালার জনপ্রিয়তা একবিংশ শতাব্দীতেও বিশাল। শহর কলকাতার অধ্যাপক থেকে ইঞ্জিনিয়র জন্ডিসের মালা পরে রোগ সারার অপেক্ষায় থাকেন—এও দেখি। ২০০৩-এর জুনে আমার জন্ডিস হয়েছিল। আমার প্রতিবেশী এক ইঞ্জিনিয়র খুব-ই আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে বললেন, "আপনারা তো অনেক কিছু বিশ্বাস-ই করতে চান না। যদি আমার একটা অনুরোধ রাখেন তো আপনার জন্য একটা মালা এনে দেব। ঠাকুরনগরের এক মহিলা মালাটা তৈরি করেন। শনি-মঙ্গলবার পরলে দেখবেন সাত-দশ দিনের মধ্যে বিলিরুবিন কোথায় নেমে গেছে।"

জন্ডিস অমনি অমনি সারে

যাঁরা জন্ডিস ধোয়ান বা জন্ডিসের মালা দেন, তাঁরা সঙ্গে কয়েকটি বিধি নিষেধের কথা জানিয়ে দেন। দু'সপ্তাহ তেল-মশলার খাবার একদম নয়। বড় মাছ চলবে না। খাবেন আখের রস, বাতাবি লেবুর রস, ছোট মাছ, ছানা ইত্যাদি। দু'সপ্তাহ বাড়িতে বিশ্রাম। বিশ্বাসের সঙ্গে অলৌকিক-চিকিৎসা নিলে, এর নিয়ম মেনে চললে নাকি জন্ডিস সারবে-ই। বুক ঠুকে এ'দাবি করেন অনেক ধেড়ে শিশুরাই।

যাঁরা জন্ডিস জীবাণু জনিত যকৃত প্রদাহের রোগী, তারা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিলে, গ্লুকোজ খেলে (যা আখের রসে আছে) সাধারণত দু-এক সপ্তাহের মধ্যে আপনা-আপনি সুস্থ হয়ে ওঠে।

অলৌকিক চিকিৎসা বা আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য না নিলেও সারে। ক্যানসার, টিউমার বা পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার জন্য যদি জন্ডিস হয়, তা হলে ধুইয়ে বা মালা পরিয়ে সারবে না। যদিও ধোয়ালে জল ঝকাস হলুদ হবে, মালাও ধেই-ধেই করে বাড়বে। তবু জন্ডিস সারবে না। আগে সারাতে হবে জন্ডিসের কারণ।

মালা-রহস্য

মালা বাড়ে কাঠির গুণে ও বাঁধার কৌশলে। মালাগুলো তৈরি হয় সবুজ কাঠিতে বাঁধন দিয়ে। এক একটা কাঠিকে আড়াআড়ি ধরে ফাঁস দিয়ে বাঁধা। এই বাঁধার পদ্ধতির ইংরেজি কেতাবি নাম 'শিফর্স নট'(shiffer's knot) অথবা 'সেইলর্স নট' (Sailor's knot), কাঠিগুলো বাঁধা হয় গা ঘোঁষাঘোষি করে।

সাধারণভাবে যে সব গাছের ডাল মালা গাঁথার কাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর চলতি বাংলা নাম হল—বামনহাটি, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ। এইসব গাছের ডালের জলীয়ভাব খুবই বেশি। মাটি থেকে জল টানতে না পারায় মালা তৈরির পর কাঠিগুলো দ্রুত শুকোতে থাকে। যতই শুকোয়, ততই সুতোর পাক ঢিলে হতে থাকে। দু'কাঠির মধ্যেকার ফাঁক বাড়ে। মালা বাড়ে।

কপাল কেটে জন্ডিস চিকিৎসা

মেদিনীপুর ও আশেপাশের অঞ্চলের মানুষদের কাছে একটা বহুল প্রচলিত অলৌকিক
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চিকিৎসা হল 'কপাল কাটানো'। এ'ও এক দৈব-চিকিৎসা পদ্ধতি। অর্থাৎ দেবতার দেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি।

স্থান—মেদিনীপুর শহরের বুকে পাটনাবাজার। গরমকালে এখানে জন্ডিসবাবার কাছে রোগীদের কাতার লেগে যায়। ১৯৯৪-এর ফেব্রুয়ারিতে জন্ডিসবাবার ডেরায় হানা দিলেন যুক্তিবাদী সমিতির খড়গপুর শাখার তিনজন—অসিত কাণ্ডার, মৃদুল মহাপাত্র ও সমর চক্রবর্তী। অসিত তুখোড় ছেলে। জন্ডিসবাবার কথা, "কপালের দোষে জন্ডিস হয়। তাই জন্ডিস কাটান দিতে কপাল কাটতে হয়। কপাল কাটার পর শ্বেতচিত্তা গাছের শিকড় বাটা সেখানে লাগাতে হয়। ওই শিকড়ের রস রক্তের হলুদ রং শুষে নেয়।"

"তাহলে বলছেন, শ্বেতাচিত্তার শিকড় রক্তে মিশে গেলে-ই জন্ডিস সেরে যায়। তবে তো কপাল না কেটে শরীরের যে কোনও অংশ কেটে ওই শিকড় বাটা লাগালেই জন্ডিস সেরে যাবার কথা, এখানে আপনার কৃতিত্ব কোথায়?" প্রশ্নটা করেছিলেন অসিত।

"এটা হল দৈব ব্যপার। মন্ত্র পড়ে না লাগালে তো কাজ-ই হবে না।" বাবাজির উত্তর।

—"প্রণামী কত পান?"

—"যে যা দেন।"

—"আজ তো বিশাল ভিড়। কত রোগী সাধারণত আসেন?"

—"আজ যেমন রবিবার, শ'পাঁচেক রোগী তো কম করে দেখতেই হবে।"

এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাবাজি কথা বলার সময় দিয়েছিলেন, কারণ, সমর চক্রবর্তী খড়্গপুরের একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্পাদক। এবং সেই পরিচয়ের সুবাদেই একটা সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিলেন।

—"এই যে একটা ছুরি দিয়ে এত লোকের কপাল কেটে চলেছেন, যদি জীবাণু সংক্রমণে কেউ মারা যান, আপনি-ই তো দায়ী হবেন। তাই নয় কী?" প্রশ্নটা অসিতের।

"এমন ঘটবেই না। গ্যারান্টি আমার।" বাবাজি বুক চাপড়ে বলেন।

সমর চক্রবর্তী এবার বলেন, "আপনাকে একটা খবর দিই। খড়্গপুরের ইন্দা'র ২১ বছরের যুবক চুনা রানা এসেছিলেন আপনার কাছে। আপনি ওঁর কপাল কেটে ছিলেন। ওই কাটা সংক্রামিত হয়। যুবকটি জন্ডিস থেকে বাঁচতে গিয়ে সংক্রমণে মারা যান। যুবকটি বিয়ে করেছিলেন। আপনার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হবে। পারবেন তো ঠেকাতে?"

এতক্ষণ প্রকাশ্যেই টেপ রেকর্ডারে সাক্ষাৎকার দিচ্ছিলেন বাবাজী। বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে ধাঁ করে খেপে গেলেন। চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন। ভক্তদের খেপিয়ে তোলার চেষ্টায় মেতে গেলেন। প্রাণ-বাঁচতে বাবাজির ডেরা ছেড়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনও পথ খোলা ছিল না অসিতদের।

বেরিয়ে এসে মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারদের কাছে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করেন তিনজন। অভিযোগ আনবার কথা স্বার্থান্বেষী মহল কি পৌঁছে দিয়েছিল জন্ডিসবাবার কানে? এর মধ্যে কোনও হিস্‌সার গল্প নেই তো? তা না হলে বাবাজি সে'দিনই ভ্যানিস হলেন কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : বারো

মালপাড়ার পেশা দাঁতের পোকা বের করা

শহর কলকাতা গত তিন দশকে অনেক পালটে গেছে। এককালের জমজমাট শ্যামবাজার এখন একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে। এক সময় সন্ধে হলে যে উল্টোডাঙায় শেয়ালের ডাক শোনা যেত। সেখানে এখন মাঝরাতেও দিনের আলো, গাড়ির হুল্লোড়। এখন ভীম নাগ বা দ্বারিক ঘোষের দোকানের 'জলভরা তালশাঁসে' সেই গোলাপের গন্ধ মেলে না। অনাদি কেবিন, বসন্ত কেবিনের নাম আর মুখেমুখে ঘোরে না। চিনে খাবারের রেস্তোরাঁ ওইসব কেবিনগুলোকে কফিনে পাঠিয়েছে। মিষ্টির দোকান ছাপিয়ে এখন ভুজিয়াওয়ালাদের রাজ। প্যারামাউন্টের আম শরবত থেকে আনারস শরবত সবই পিছু হটেছে পেপসি-কোকের সঙ্গে টাকার টক্করে। এক সময় যে প্রেসিডেন্সির দামাল ছেলে-মেয়েরা প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে শহর-গ্রাম চষে ফেলেছিল, এখন সেই প্রেসিডেন্সির ছেলে-মেয়েরা কেরিয়ার গুছনোকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে টক্কর দিয়ে লড়া মেয়েদের সাহস অবাক করত, আজও করে আমার মত প্রাচীনকে। বাজারি পত্রিকা উনিশ-কুড়িদের জানাচ্ছে, নগ্নতা ও যৌনতার আর এক নাম 'সাহসী মেয়ে'।

আবার পালটায়নি অনেক কিছুই। একই রকম আছে কালীঘাটের পাণ্ডাদের গুণ্ডামি, ধনীদের গুরু পোষার রেওয়াজ, দক্ষিণের কেপমারিদের পুজোয় কলকাতায় আগমন, রেললাইনের পাশের ঝুপড়িগুলোতে গাঁজার বিকিকিনি, কলকাতার ফুটপাতে পর্ণোবইয়ের ঢালাও বিক্রি, পুলিশের প্রকাশ্যে ঘুষ নেওয়া, মধ্যবিত্তদের বিনেপয়সায় মদ খাওয়ার হ্যাংলামো, দক্ষিণ-ভারতীয়দের বসতি এলাকায় সন্ধে হলে ফুল বিক্রির ধুম, মুসলিম এলাকায় সুরমা, আতর, কান পরিষ্কার ও দাঁতের পোকা বের করার ব্যবসা।

দাঁতের পোকা বের করা যাদের পেশা, তারা সব আসে দক্ষিণ শহরতলি থেকে। কেউ পার্কসার্কাস স্টেশনে নেমে ছড়িয়ে পড়ে, কেউ নামে শিয়ালদহে।

দাঁতের পোকা বের করা এখনও একটা গ্রামের অধিবাসীদের একমাত্র জীবিকা। গ্রামের নাম— মালপাড়া। শিয়ালদহ সাউথ স্টেশন থেকে ট্রেন মিলবে জয়নগর যাওয়ার। জয়নগর স্টেশন থেকে মালপাড়া দু'কিলোমিটারের পথ। অটো ও ভ্যান রিকশা পাওয়া যাবে স্টেশনেই।

জয়নগর যেমন বাঙালিদের কাছে 'মোয়া'র জন্য বিখ্যাত, তেমনই কলকাতার অবাঙালি মুসলিমদের কাছে বিখ্যাত মালপাড়ার জন্য। মালপাড়াবাসীরা শুধু দাঁত থেকে পোকা বের করে না, কান থেকেও বের করে। কান কট্‌কট্ করছে? ওদের কাছে বসে পড়লে যত্ন করে কান পরিষ্কার করে, কান থেকে পোকা বের করে দেয়। তারপর বিধান দেবে দু-বেলা দু'ফোঁটা করে সরষের তেল কানে দিতে।

২০০০-এর আগস্টে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' চ্যানেলের হয়ে ডিরেক্টর প্যাট্রিক মার্ক এলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
'ইন্ডিয়া'জ ডাইরি' শিরোনামে একটা সিরিজ তুলতে। ওঁরা ভারতের নানা অদ্ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা তুলতে চান। ধরে রাখতে চান বাবাজি-মাতাজিদের তথাকথিত নানা ব্যাপার-স্যাপার। দেখতে চান যুক্তিবাদী সমিতি এ'সবের কী ব্যাখ্যা দেয়, কীভাবে বুজরুকি ফাঁস করে। তালিকা তৈরির দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তালো।

পোকা তুলছে মালপাড়ার এক বৃদ্ধা

আমরা ঠিক করলাম তালিকায় মালপাড়া রাখব। টিভি টিম নিয়ে হাজির ইসলাম মালপাড়া গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম। গোটা পনেরো পরিবারের বাস। ধর্মে ইসলাম। পারিবারিক সূত্রে এরা নাকি পেয়েছে 'দোয়া-কল্‌মা'র বিশেষ পদ্ধতি। এই দোয়ার শক্তিতে আল্লার দয়ায় দাঁতে বা কানে পোকা থাকলে ঝুরঝুরিয়ে বেরিয়ে আসে। নগদ দামে 'দোয়া-কল্‌মা' শিখতে চাইলাম। জানলাম— এ বিদ্যে টাকা দিলেই শেখা যায় না। আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এই গ্রামের কোনও
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে। তবেই শেখানো হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। দাঁত ও কানের পোকা বের করে মানবসেবায় আমি নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করলে আল্লা নিশ্চয়ই দানা-পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। কারণ এ হল চরম সত্য যে, প্রতিটি খাবারের দানায় আল্লা লিখে নেন খানেওয়ালার নাম। অর্থাৎ পোকা বের করে মানবসেবাই হবে আমার একমাত্র জীবিকা। অন্য কোনও জীবিকা রাখতে পারব না।

বেলা গড়ালেই সকালে পান্তা পেটে দিয়ে সমর্থ পুরুষরা বেরিয়ে পড়ে সেবা ও রোজগারের ধান্ধায়। পাড়ায় থাকে নারী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। দূর দূর গ্রাম থেকে বেশ কিছু রোগী হাজির হয় মালপাড়ায়। বাড়িতে বসেই নারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা অলৌকিক-চিকিৎসা করেন।

আয়নাল মাল, বয়স পঞ্চান্ন। বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করেন। আয়নালের বাড়ির সামনে প্রশস্ত উঠোন। একপাশে টিউবওয়েল। উঠোনে বসে আয়নাল। তাঁর সামনে একটা বছর দশেকের বাচ্চা বসে। ওর দাঁতে ব্যথা। ছেলেটির নাম হারু মণ্ডল। বাবা তারাপদ মণ্ডল। থাকেন ধামুয়ায়। মুদির দোকান আছে। এসেছেন ছেলের দাঁতের ব্যথা সারাতে। তারাপদ জানালেন, "ডাক্তার দেখাতে গেলে এককাড়ি খরচা। এখানে পনেরো টাকাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। এখুনি দেখবেন, দাঁত থেকে কেমন ঝুপ্‌ঝুপ্ করে পোকা পড়বে।"

বললাম, "দাঁতে তো পোকা হয় না। দাঁতের ফাঁকে বা মুখে জীবাণু থাকলেও তা তো আপনি খালি চোখে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে পড়তে দেখবেন না।"

"পড়ে কি না, এ নিয়ে তক্কের দরকার নেই। এখুনি দেখতে পাবেন।" এ'কথা যিনি বললেন, তিনিও এসেছেন বালিকা কন্যাকে নিয়ে। এসেছেন ডায়মন্ডহারবার থেকে। নাম হরিপদ হালদার। মেয়ে লক্ষ্মীর কানে ব্যথা কয়েক দিন ধরে।

তর্কে গেলে যে জন্যে আসা তা-ই পণ্ড হতে পারে। অতএব বে-ফাঁস কথা শুধরে বললাম, "সত্যি, কত কম-ই না জানি আমরা।"

এখানে আসার আগেই আমরা একটা হোমওয়ার্ক করে নিয়েছিলাম। জয়নগরের শম্ভু দাশ ও সমীর হালদার এই অঞ্চলে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ওঁরা দু'জনই আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন একটা বিষয়ে—এলাকা ধর্মান্ধ মুসলিমদের। আশেপাশের গাঁয়ের মুসলিমরাও মালপাড়ার গ্রামবাসীদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। ওদের বিশ্বাসে আঘাত লাগলে বা কোনও ভাবে গোলমালে জড়িয়ে পড়লে এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ'সব শোনার পর আমরা আলোচনা করে ঠিক করেছিলাম, যদি পোকা বের করার কৌশল ধরতেও পারি, তবু পরিস্থিতি প্রতিকূল মনে হলে ওখানেই রহস্য বে-আব্রু করার ঝুঁকি নেব না। কাছাকাছি অন্য কোথাও ক্যামেরার সামনে রহস্য উন্মোচন করে দেখাব। অবশ্য কোটি টাকার প্রশ্ন হল এটাই যে—রহস্যের গোপন কারণটা ধরতে পারব তো? বাস্তবে না নেমে 'পারব' বলা যতটা সোজা, বাস্তবে নেমে ধরা ততটাই কঠিন। এবং এটাই কঠিন বাস্তব।

শম্ভু ও সমীর ছাড়া আমার সঙ্গী ছিলেন সৌরভ দাশগুপ্ত ও গোপাল রায়। সৌরভের ভূমিকা দোভাষীর। গোপালের দায়িত্ব ম্যানেজারের। বলতে পারেন প্রোডাকশন ম্যানেজারের। সব কিছুর ওপর নজর রাখার।

'দাঁতে পোকা হয় না'—আমাদের এমন নিশ্চিত বক্তব্যে অনেকেই বিরক্ত হতে পারেন। কারণ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছোটোবেলা থেকেই আমরা 'দাঁতে পোকার গল্প' শুনে আসছি। টিভির বিজ্ঞাপনে দেখছি। আজ হঠাৎ উল্টো কথা শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন হতে-ই পারে। আর দাঁতের পোকা তোলা নিজের চোখে দেখলে তো কথাই নেই। দাঁতের যন্ত্রণা, দাঁতের গভীর ক্ষয়—এ'সব হলে এখনও বেশিরভাগ ভারতীয় বলেন, "দাঁতে পোকা ধরেছে"।

আসলে দাঁতে পোকা ধরে না। দাঁতের ক্ষয় হয়। একেই চলতি কথায় বা ভুল ভাবনা থেকে আমরা 'পোকায় ধরা' বলি। দাঁত এই যে ঝক্‌ঝকে সাদা, এর কারণ দাঁতে রয়েছে 'এনামেল' (enamel) 'কোটিং'। দাঁতের ভিতরে সূক্ষ্ম স্নায়ু রয়েছে। দাঁতের বাইরের অংশে কোনও স্নায়ু বা রক্তবাহী শিরা নেই। ফলে দাঁতের নিজস্ব কোনও ব্যথা অনুভবের ব্যাপার নেই।

আমরা যখন খাবার খাই, তখন দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা ঢুকে থাকে। এই খাদ্যকণায় পচন ধরে, জীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। চিনি, চকোলেট, লজেন্স, মিষ্টি এ'সব বেশি খেলে এবং খাবার পর ঠিক মতো দাঁত পরিষ্কার না করলে জীবাণু শর্করা খাদ্যকণার সাহায্যে দ্রুত নানা ধরনের অ্যাসিড তৈরি করে। যেমন, ল্যাকটিক অ্যাসিড, বুটারিক অ্যাসিড, পাইরুভিক অ্যাসিড ইত্যাদি। এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে দাঁতের এনামেল ক্ষয়ে যেতে থাকে। দাঁতের ক্ষয় ঘটলে দাঁতে ছিদ্র তৈরি হয়। ছিদ্র পথ দিয়ে ঠান্ডা জল বা মিষ্টির রস ইত্যাদি দাঁতের ভিতরের স্নায়ুকে স্পর্শ করে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়। যন্ত্রণা হতে থাকে। মনে রাখতে হবে, দাঁতের জীবাণু আকারে এতই ছোট্ট যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। সুতরাং খালি চোখে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে দাঁতের পোকা বেরুতে থাকলে বুঝতেই হবে, দাঁতের ক্ষয় নিয়ে সাধারণের অজ্ঞতাকে মূলধন করে লোক-ঠকানোর ব্যবসা চলছে। দাঁতে পোকা হয় না—এই মূল বিষয়টা বুঝে নিলে প্রত্যয়ের সঙ্গে বুজরুকি ধরার চেষ্টায় নামা যায়। সব জায়গায় একই নিয়ম।

যে বিষয় নিয়ে সত্যানুসন্ধানে নামা, সে বিষয়ে পরিষ্কার একটা ধারণা গড়ে তোলা জরুরি। নতুবা 'হতেও পারে, নাও হতে পারে'— এই ধরনের দ্বিধা থেকেই যাবে। প্রত্যয় থাকাটা জরুরি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এরপর লাগে প্রতারণা ধরার মেধা।

'দাঁত থেকে পোকা বের হতে পারে না'—এই প্রত্যয় থাকলে কীভাবে পোকাগুলো বের করা হচ্ছে, ধরতে পারব—এমনটা নয়। কোনও আপাত-ব্যাখ্যাতীত ঘটনার কারণ খুঁজে বের করাটা অনেক সময় খুবই কঠিন কাজ হতে পারে। আমরা কেউ-ই সব কিছু জেনে বসে নেই। প্রয়োজনে কোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হয়। নিইও। এই বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ, রসায়নবিদ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, শরীর-বিজ্ঞানী, পরিবেশ-বিজ্ঞানী, মনোবিদ, জাদুকর বা অন্য কেউ হতে পারেন। এ'ভাবেই ধাপে ধাপে আমরা এগোই। আমাদের বোধ, আমাদের অভিজ্ঞতা, বুজরুকি ফাঁস করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

আয়নাল ও হারু মুখোমুখি উবু হয়ে বসে। দু-জনের মাঝখানে রয়েছে একটা স্টিলের বাটিতে টিউবকলের পরিষ্কার টলটলে জল। আয়নালের হাতে একটা ছোট মেডিকেটেড তুলোর প্যাকেট। ওষুধের দোকান থেকে কেনা। নীল রং-এর শক্ত কাগজে মোড়া প্যাকেটটার মাথার দিকটা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমাদের সামনেই ছিঁড়লেন আয়নাল। প্যাকেটে জড়ানো তুলো থেকে একটু ছিঁড়ে হারুর দাঁতে চেপে ধরলেন। বিড়বিড় করে যাচ্ছিলেন আয়নাল। বোধহয় 'দোয়া' পড়ছিলেন। মিনিট দু তিন পরে দাঁতে চেপে রাখা তুলোটা বের করলেন। বাটির পরিষ্কার জলে তুলোটা ডুবিয়ে নাড়তে লাগলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, আধ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা সাদা রং-এর চার-পাঁচটা পোকা জলে নড়ে-চড়ে বেড়োচ্ছে। পোকাগুলো দেখতে অনেকটা পুরনো চালের পোকার মতো।

আয়নাল তারাপদ'র দিকে ফিরে বললেন, "যান, আপনার ছেলেকে নিশ্চিন্তে নিয়ে যান। সব পোকা বেরিয়ে গেছে।"

আয়নালের ছবি তোলা হচ্ছে। ওঁকে টিভি'তে দেখা যাবে, এটা আয়নাল এবং তাঁর পরিবারের লোকদের বোধহয় ভালোই লাগছিল। আয়নালের ছবি তোলা হচ্ছে নানা অ্যাঙ্গেল থেকে। আমি-ই ওঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসাচ্ছি। বাটির পোকার ছবি উঠছে। ওঁর বাঁ-হাতে ধরা তুলোর প্যাকেটটা ডান হাতে ধরিয়ে দিলাম। বাঁ হাতে ধরালাম জলের বাটি। ছবি উঠছে। এ'সব করতে করতে আয়নালের হাতের তুলোর একটু অংশ যে আমার হাতে এসে গেছে, সেটা আয়নালের জানা ছিল না।

আপাতত ছবি তোলায় সাময়িক বিরতি। লাঞ্চ ব্রেক। কাছেই শম্ভু মাস্টারের বাড়ি। ওখানেই লাঞ্চ প্যাকেট রয়েছে। তারাপদ মণ্ডল আর হারুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই এলাম শম্ভুর বাড়ি। এক বাটি জল এলো। আয়নালের কাছ থেকে লুকিয়ে আনা টুকরোটা জলে নাড়তে লাগলাম। কোথায় কী? শুধু জল আর ভেজা তুলো। তুলোটা এবার টেনে কিছুটা ছড়িয়ে দিয়ে নাড়তেই গোটা তিনেক সেই বিশেষ সাদা পোকা কিলবিল করতে লাগল। শম্ভুর স্ত্রী রানু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওমা? এ তো দেখছি সজনে ডালের পোকা। দাঁড়ান এক্ষুনি এনে দেখাচ্ছি।"

দৌড়ে একটা সজনে ডাল নিয়ে এলেন উঠোনের কোনের স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা থেকে। দিন কয়েক আগে সজনে ডাল কাটা হয়েছিল। ভেজা জায়গায় থাকার জন্য ডালের ছালগুলো ফুলে উঠেছে। শম্ভু ছালের একটা অংশ টানতেই হাতে উঠে এলো। ডালের সাদা অংশটা দৃশ্যমান হল। সাদা ডালে কিলবিল করছে একগাদা সাদা পোকা, যে ধরনের পোকা দাঁত থেকে বেরিয়েছিল।

রানু জানালেন, তেপোলতে গাছের ডাল কেটে ভিজে জায়গায় ফেলে রাখলেও এই পোকা হয়।

লাঞ্চ ব্রেকের পর আবার আমরা মালপাড়ায় হাজির হলাম। এ'বার আমাদের ক্যামেরা ধরল ময়না মাল ও তাঁর মেয়ে জেসমিন মালকে। দু'জনেই দাঁতের ও কানের পোকা তোলেন। পদ্ধতি আয়নালের মতই। ময়নার বয়স পঞ্চান্ন-ষাট। জেসমিন পঁয়তিরিশ-চল্লিশ। এখানেও বাটিতে জল, দাঁতে তুলো চেপে ধরা, জলে পোকা বেরিয়ে আসা—সব একই ছবি। ছবিটা এ'বার একটু পাল্টাল। জেসমিনের হাতের তুলোর প্যাকেট থেকে একটু তুলো ছিঁড়ে নিয়ে জলে নাড়তেই পোকা বেরিয়ে এলো।

শুটিং দেখতে ভিড় বেড়েছে। দর্শকদের অনেকেই জয়নগরের মানুষ। ভিড় করছে যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরাও। সব্বার সামনে এমন ভাণ্ডাফোড় হতে দেখে ময়না ও জেসমিন যদিও বা ফুঁসে উঠেছিলেন, কিন্তু জনগণে তীব্র ক্ষোভ দেখে তাঁরা গুটিয়ে গেলেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্যাট্রিক মার্কের একটা প্রশ্ন ছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্যাক করা কটনের ভিতর ওরা পোকা ঢোকাচ্ছে কী করে? এটা তুমি ব্যাখ্যা করতে না পারলে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না যে, ওরা প্রতারণা করছে।"

ময়নার কাছে আরও একটি তুলোর প্যাকেট ছিল। সেটা ঝট্ করে তুলে নিলাম। ক্যামেরার সামনে দেখালাম, আপাতভাবে মনে হচ্ছে নিখুঁত প্যাকেট করাই রয়েছে। কিন্তু এই প্যাকেটের দু'প্রান্তের আঠায় জোড়া অংশই প্রথমে খোলা হয়েছে, তুলোয় পোকা ঢুকিয়ে ডেনড্রাইট, কুইকফিক্স ইত্যাদি জাতীয় কোনও আঠা দিয়ে আবার জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর প্যাকেট খুলে তুলো বের করে দাঁতে চেপে পোকা বের করার কেরামতি দেখিয়ে চলেছে মালপাড়া।

ইতিমধ্যে অন্তত বার পনেরো মালপাড়ার বুজরুকি ফাঁসের কাহিনি দেখিয়েছে 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' চ্যানেল। কিন্তু দাঁতে যে পোকা হয় না, এ'বিষয়ে আমরা কি সচেতন হয়েছি। আমরা 'শিক্ষিতরা'?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তেরো

নিমপীঠের গুগি মা

মুখবন্ধ

এই কাহিনির একটি মুখবন্ধ লেখার ইচ্ছে হচ্ছে। লেখা না বলে টোকা বলতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংস্কারের যে রূপরেখাটি তৈরি করেছেন, তার মুখবন্ধ থেকেই কিছুটা পুরোপুরি টুকে দিলাম।

"১৮২০ বা ১৮৩০ সালে নবজাগরণের ধারক 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর চিন্তা ভাবনা বা জীবনচর্যার যে বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি, তাতে মূল সুরটিই ছিল নাস্তিকতা। পশ্চিমী সংস্কৃতির ঝোড়ো বাতাসে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল প্রাচ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক ঐতিহ্য। পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণই সেই সময়কার অভিজাত সমাজের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বর-ই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অভিজাত বাঙালি বিধবা রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নতুন পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের প্রাণপুরুষ। তিনি ও তাঁর ভুবনজয়ী শিষ্য বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতকে পথ দেখাল। চিন্তার জগতে যে আলোড়নের সূত্রপাত দক্ষিণেশ্বর চত্বরে, পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামও তা থেকে পুষ্টিলাভ করে।"

এই বাংলার ভোটারদের মধ্যে একটা ধারণা বাসা বেঁধে ছিল—মার্কসবাদীরা নাস্তিক। মার্কস সাহেব নাস্তিক ছিলেন বলেই এমন ভুল ধারণা গড়ে উঠেছিল।

মুখবন্ধে যা লেখা হয়েছে, তাতে কিছু 'সত্যি' কিন্তু সত্যিই আছে। অলৌকিক, জ্যোতিষ, ভূত, ভগবানে এ'দেশের আমজনতা একদা গভীর বিশ্বাস রাখত। এটা সত্যি। ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিক্যচিন্তা সেই বিশ্বাসে সূক্ষ্ম চিড় ধরিয়েছিল। এও সত্যি। ১৯৮৫ সালে ভূমিষ্ঠ যুক্তিবাদী আন্দোলন বছর পাঁচেকের মধ্যেই সূক্ষ্ম চিড়কে বৃহৎ ফাটলে পরিণত করেছিল। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি, কংগ্রেস ও মার্কসবাদী পার্টি — সবাই চেষ্টা করছে ফাটল মেরামতের। নইলে সমাজ কাঠামোর বাঁধই যে ভেঙে পড়বে। স্বার্থ থেকে এই ঐক্য যতটা, অনৈক্যও ততটাই। প্রত্যেকেই চাইছে অন্যকে পিছনে ফেলে গদি দখল করতে। এই হল মহান ভারতের 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'।

এ দেশের হিন্দু নাগরিকদের সাধু বা অবতার হওয়ার অধিকার তার জন্মগত অধিকার। 'সাধু' হতে খ্রিস্টান জগতের মতো পোপের পায়ে তেল লাগাতে হয় না। 'ভারত' নামের এ দেশে নিজেকে 'অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী' বলে বিজ্ঞাপন দিলেই অবতার হওয়া যায়। পাবলিক পাগলের মতো দৌড়াতে থাকে অবতারের দিকে। ছিদ্রান্বেষী যুক্তিবাদীরাও ছুটতে থাকে। তবে অন্য কারণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

'নেই'-এর জগতে আছেন শুধু 'গুগি মা'

কলকাতার কাছেই নিমপীঠ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে নেমে নিমপীঠে যাওয়ার ভ্যান রিকশা মিলবে। নিমপীঠ-এ আপনাদের নিয়ে যেতে চাই, কারণ এই পীঠ দুই প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গমস্থল। একদিকে আধাত্মিক ঐতিহ্যময় রামকৃষ্ণ মিশন। আর একদিকে 'গুগি মার থান'।

রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। ইতিমধ্যেই অনেক কিছু বলে ফেলেছি। বরং অনেক কিছু বলার আছে গুগি মা'র থান নিয়ে। বড় প্রচার মাধ্যমগুলোর এখনও নজরে পড়েনি। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগণার হতদরিদ্র রোগগ্রস্ত মানুষগুলোর কাছে গুগি মা'র থান-ই শেষ ভরসাস্থল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় শতকরা অন্তত নব্বই ভাগ মানুষই গরিব। এই অঞ্চলের বাচ্চা-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে এক বেলা ভাত জোটাবার তাগিদে। সকাল থেকে সন্ধে চিংড়ির পোনা ধরতে বুক দিয়ে জল ঠেলে এগুতে হয়। একটা পোনা কুড়ি পয়সা। বারো ঘণ্টা খাটলে মেলে দশ থেকে কুড়ি টাকা। জলে আছে কুমির-কামোট-জলদস্যু। ডাঙায় বাঘ-সাপ-রাজনৈতিক খুনোখুনি। চিংড়ির পোনা ধরতে গিয়ে কুমির ধরে, হাজায় ধরে। তারপরও পেট ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে। পানীয় জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, রাস্তা নেই, চিকিৎসার বালাই নেই। এই 'নেই'-এর জগতে গুগি মা'র মতো অলৌকিক চিকিৎসাই শেষ ভরসা।

গুগি থানে আমরা ক'জন

গুগি মা'র গল্প অনেক শুনেছি। অনেকে শুনিয়েছেন। এরা কেউ নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন গুগি মা'র অলৌকিক ক্ষমতা। কেউ বা মা'য়ের রোমহর্ষক শক্তির কথা শুনেছেন আত্মীয়ের মুখে।

৯ সেপ্টেম্বর ২০০০। সকাল ন'টার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেছি গুগি মা'র থানে। আমরা মানে শম্ভু দাস, সমীর হালদার, কল্যাণী ও যুক্তিবাদী সমিতির স্থানীয় জনাদশেক কিশোর-কিশোরী। সঙ্গে রয়েছেন ফোটোগ্রাফার ফান্টা।

সাতসকালেই বিশাল লাইন পড়েছে। লাইনের সবাই রোগী। খালি পেটে আসতে হয় বলে ভোর থেকেই রোগীদের ভিড় শুরু হয়ে যায়। আমি আর ফান্টা ছাড়া আমাদের সঙ্গীরা সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে। ওরা এসেছে বিভিন্ন সময়ে, রোগী সেজে।

টিভি'র জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। দেখতে আর মুখ দেখাতে আশে-পাশের বাড়ির বউ-বাচ্চা, কিশোর-কিশোরীরা ভিড় জমিয়েছে। সব মিলিয়ে জমজমাট পরিবেশ।

'গুগি মা' একজন বোবা বউ। 'গুগি' মানে বোবা। গুগি মা'র বাবা রবীন্দ্রনাথ পুরোকাইতের সঙ্গে কথা হল। পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে সংসার। এক সময় এই সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরত। গুগি জন্ম বোবা। তাই ওকে ছোট্টবেলা থেকেই গুগি বলে ডাকত সবাই। সে নামটাই থেকে গেছে। গুগির বিয়েও দিলাম। স্বামী ছিলেন কালী-ভক্ত। তান্ত্রিক। আমার গুগি দেখতে খারাপ ছিল না। জানেন তো, তন্ত্রে আছে—সুন্দরী ছাড়া ভৈরবী করা যায় না। মা, মেয়ে, বোন, বউ যে কেউ ভৈরবী হতে পারে। কিন্তু তাকে সুন্দরী হতে হবে। গুগি ছিল একই সঙ্গে স্ত্রী আর ভৈরবী। তারপর হঠাৎ করে ওর বরটা মারা গেল। বিধবা গুগি ফিরে এলো এ বাড়িতে। তাও বছর ১৩-১৪ হল। আসার পর মা'কালী ওকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সংসার থেকে রোগ-ভোগ দূর করার ক্ষমতা দিল। লোকে বলে অলৌকিক ক্ষমতা আছে গুগি মা'র। সত্যিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তা আছে। এই ১৩-১৪ বছরে হাজার হাজার রোগী এসেছে। প্রত্যেকেই ঠিক হয়ে গেছে। গুগি মা'র হাত দিয়ে ভক্তরোগীদের সেবা করে চলেছে স্বয়ং মা কালী। এসেছেন যখন নিজের চোখেই দেখতে পাবেন মা'র ক্ষমতা। মা'র থান মাহাত্ম্য।"

ছবি তুলছেন ফান্টা। গুগি মা'র থানের ছবি। আগে প্রকট দারিদ্র্য থাকলেও এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। বিঘাখানেক জমির চৌহদ্দি ঘিরে 'এল' প্যাটার্নের পাকা বাড়ি। অনেক ঘর। বেড়ায় ঘেরা বাগান। গুগি মা'র থানে ঢুকতে হয় বেড়ার গেট পেরিয়ে। ঢুকলেই ডাইনে মন্দির। মন্দিরে

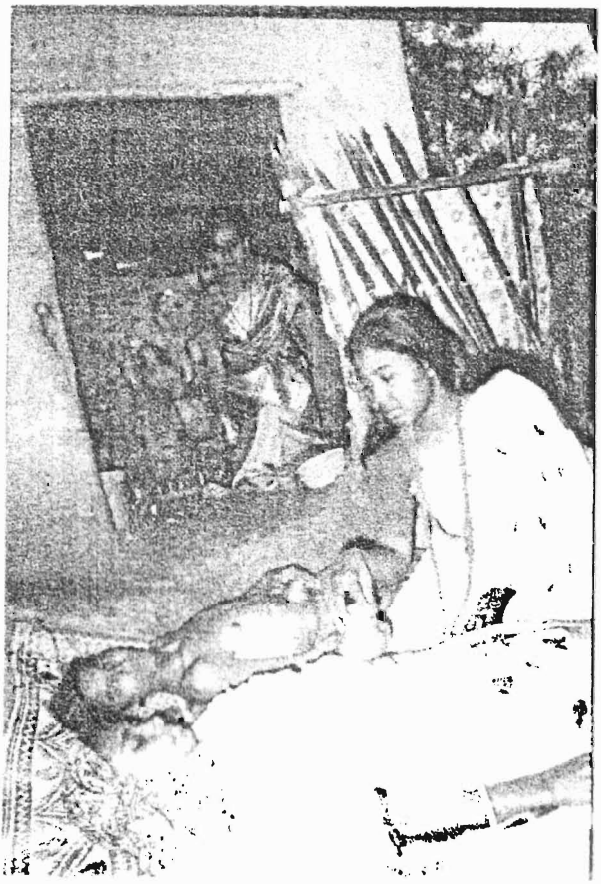

গুগি মা

মা কালীর মাটির বড় মূর্তি। সামনে গোলা সিঁদুর লেপা ঘট। ঘটের উপর শুকনো আমের পল্লব, ডাব আর রাশি রাশি ফুল। ফুলগুলো টাটকা। সকালেই এক দফা মা'য়ের পুজো হয়ে গেছে। জ্বলছে বড়ো একটা প্রদীপ, একগুচ্ছ ধূপকাঠি। মূর্তির গলায় জবা ও অপরাজিতার মালা। রোগ মুক্ত হয়ে কেউ কেউ মানত রাখতে সোনা-রুপোর অলংকার দিয়ে গেছে ঠাকুরকে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাগানে রয়েছে পেয়ারা, আম, জবা, টগর, করবি, অপরাজিতা গাছ। মাচা বেয়ে উঠেছে লাউয়ের লতা। গুগি মা'র থানের কল্যাণে যৌথ পরিবার আঁটো-সাঁটো। পাঁচ ছেলে সংসার পেতেছে। তাদের পরিবারের সবাই এখন গুগি মা'র সেবায়ত। দুই মেয়েও মা'য়ের সেবাকেই জীবনের লক্ষ্য করেছে। মা'য়ের সেবা নিজ-সেবা সব একাকার।

লাইনে দাঁড়ানো রোগীদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরা প্রায় সকলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। অনেকেই এসেছেন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। দেখে মনে হচ্ছিল মহিলাদের বেশিরভাগই অপুষ্টিতে ভুগছেন। ওদের অসুখ বলতে পেট খারাপ, মাথায় যন্ত্রণা, বুক ধড়ফড়, অম্বলের জ্বালা, হাজা, মাথায় ব্যথা, হাত বা পায়ের অবশতা ইত্যাদি। হয়তো বা ওরা গ্যাসট্রিক, ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, পেটের আলসার বা স্পন্ডেলাইটিস রোগী। কিন্তু ওরা তা জানে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্র কই, যে জানবে? ওইসব রোগের উপসর্গ যেমন পেটের অসুখ, মাথা যন্ত্রণা, দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় ইত্যাদিকে মূল রোগ বলে মনে করে ওরা। আবার এমনও হতে পারে, দারিদ্র্যের চাপ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা থেকে মানসিক কারণে নানা অসুখ দেখা দিয়েছে ওদের শরীরে।

মানসিক কারণেও শারীরিক অসুখ হয়। আমাদের অসুখের শতকরা ৪০ থেকে ৪৫ ভাগেরই কারণ মানসিক। এই ধরনের অসুখকে Psycho-Somatic Disease বলে। মানসিক কারণে অসুখের মূলে রয়েছে—দারিদ্র, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, ভয়, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। আর এমন মানসিক অবস্থা থেকে অনেক রোগই হতে পারে। যেমন—শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা, বুক ফড়ফড়, পেটের গোলমাল, পেটের আলসার, ব্লাডপ্রেসার, কাশি, স্পন্ডেলাইটিস, হাঁপানি, ক্লান্তি ইত্যাদি। মানসিক কারণে তৈরি হওয়া রোগ আবার মানসিক কারণে সেরেও যায়। এই ধরনের রোগী যদি গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে মাদুলি-তাবিজ-রত্ন-জলপড়া বা ওষধি-মূল্যহীন ট্যাবলেট ইত্যাদি গ্রহণ করে, তাহলেও তার রোগ সারতে পারে। বিশ্বাস-নির্ভর এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে Placebo চিকিৎসা পদ্ধতি।

মানলাম গুগি মা'র কাছে যারা আসে তাদের মোটামুটি অর্ধেক রোগী ভালো হয়ে যায়। এও মানলাম গরিব মানুষরা, বিশেষত দরিদ্রশ্রেণির নারীরা শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগই মানসিক কারণে শারীরিক অসুখে ভোগে। অতএব আসল রোগীদের কেউ-ই গুগি মা'র ক্ষমতার জোরে আরোগ্যলাভ করে না। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়—গুগিমা এমন কী দেখান, যা দেখে মানুষরা গভীরে বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে?

গুগি মা'র চমৎকার

গুগি মা যা দেখাচ্ছিলেন, তাকে আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ছাড়া আর কী-ই বা বলি? একজন করে রোগীর ডাক পড়ছে। তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা ছোট্ট পিতলের ঘট। মা'র সাহায্যকারী বলে দিচ্ছে, সামনে পুকুর থেকে ঘট ভরে জল আনতে। জল আনার পর তাকে মন্দিরের সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে শুয়ে পড়তে বলছে। শোবার আগে গুগি মা ঘটটা রোগীর হাত থেকে নিজের হাতে নিচ্ছেন। শোবার পর রোগীর পেটে বসিয়ে দিচ্ছেন ঘট।

গুগি মা'র যৌথ পরিবারের সকলেই মা'য়ের সেবায় লেগে পড়েছে। ঘটটা পেটে বসানোর পর মা'র সহকারী একজন রোগীকে বলছে, ডান হাতের তালু দিয়ে ঘটের মাথাটা চেপে ধরতে। এ'বার শুরু হচ্ছে গুগি মা'র ঠোঁট নাড়ানো। মা নাকি মনে মনে মন্ত্র পড়ছেন। মনে মনে ভাবতে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঠোঁট নাড়াতে হয় নাকি? বোবা ঠোঁট নাড়লে মন্ত্র উচ্চারিত হয় কীভাবে?—এ'সব কূট প্রশ্নে আদৌ যাচ্ছি না। যা শুনেছি, যা দেখেছি, তাই লিখছি।

মিনিট তিনেকে মন্ত্র পড়া শেষ। মা'র সহকারী রোগীকে বলছে—ঘটিটা এবার হাতে নিয়ে উঠে পড়ুন। সাবধানে উঠবেন, যাতে ঘটির জল না পড়ে যায়।

রোগী বা রোগিণী উঠে দাঁড়াবার পর বলা হচ্ছে ঘটের জল চাতালের একপ্রান্তে ঢালতে। জল ঢালতেই অবাক কাণ্ড! জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে গাছের শিকড় বা ছোট্ট একদলা ময়লা। মায়ের সেবাইত মুখস্ত আওড়ে চলেছে—"আপনাকে কেউ তুক করেছিল। তুক করে যা খাইয়েছিল, মায়ের কৃপায় তা সবই বেরিয়ে গেল। যান, ভালো হয়ে যাবেন। ভালো হয়ে যাবার পনেরো দিনের মধ্যে যে কোনো সন্ধের সময় পুজো দিয়ে যাবেন।"

প্রণামীর পনেরো টাকা মা'কালীর সামনের রেকাবিতে রেখে বিস্মিত রোগী বা রোগিণী গুগি মা আর মা কালীকে প্রণাম করে নেমে যাচ্ছে।

মন্দিরের ঘরের দরজা খোলা। খালি ঘট চলে যাচ্ছে মন্দিরের ভিতরে। মা'য়ের মৃণ্ময়ী মূর্তির পায়ে খালি ঘট তলায় নামিয়ে রাখছেন মা'র পরিবারের একজন। দশ বাই বারো সাইজে মন্দিরের তিন ফুট চওড়া দরজা। দরজা দিয়ে ঘরের পুরোটা নজরে আসে না। এই সুযোগ নিয়ে খালি ঘটে কিছু ফেলে দেওয়া হচ্ছে না তো?

পুকুরে জল ভরতে যাবার আগে চারজন রোগীর ঘটের ছবি তোলালাম। আসলে ছবি তোলা অজুহাতে ঘটের ভিতর আলো ফেলে একবার দেখে নেওয়া। না, কোনও কারচুপি নেই। আমি কিছু পাইনি বুঝে, আমাদের সমিতির অনেকেই বোধহয় একটু দমেই গেল। শত হলেও তারা আমাদের জয় দেখতে অভ্যস্ত। আমাদের জয় দেখতে চায়। এই অবস্থায় এ কী বিপত্তি?

ডাক পড়লো লাইনে দাঁড়ানো কল্যাণীর। আমাদের সমিতির মেয়ে। উচ্চ-মাধ্যমিক ছাত্রী। চট্‌পটে। কিছুটা ছটফটেও। ওর হাতে একটা পিতলের ঘট দিয়ে গুগি মা'র এক ভাই বললো, "যাও পুকুর থেকে জল ভরে আন।" ঘটে জল ভরে মন্দিরের বারান্দায় উঠলো কল্যাণী। নির্দেশ মতো শুয়ে পড়ল। ওর পরনে সালোয়ার কামিজ। কামিজটা পেটের উপর তুলে পেটে ঘটটা বসিয়ে দিয়ে হাতটা সবে তুলেছেন গুগি মা, ওমনি কল্যাণী চেঁচিয়ে উঠলো, "আমার ঘটের ভিতর কী সব রয়েছে দেখছি।" কল্যাণীর হাতের আঙুল ঘটের ভিতরে।

মুহূর্তে হুলুস্থুল বেঁধে গেল। গুগি মা'র পরিবারের লোকেরা কল্যাণীর হাত থেকে ঘটটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে। কল্যাণীও নাছোড়। কল্যাণী মেয়ে বলে বে-কায়দায় পড়ে গেছে গুগি শিবির। আমাদের ছেলে-মেয়েরা কল্যাণীর পক্ষ নিয়েছে। ওরা দেখতে চায়, মন্ত্র পড়ার আগেই ঘটের জলে কিছু রাখা হয়েছিল কি না? ঘটের জল ঢাললে শিকড়-টিকড় কিছু বেরিয়ে এলে এটাই প্রমাণ হবে যে—মন্ত্র শক্তিতে পেট থেকে শিকড় বের হয়নি। মন্ত্র পড়ার আগেই ঘটের জলে শিকড় বা নোংরা ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমিই হস্তক্ষেপ করলাম। আমার কথায় দু-পক্ষই কিছুটা থামলো। তবে উত্তেজনা যে সবার মধ্যেই ছাড়িয়েছে, বুঝলাম। আমার কথা মতো কল্যাণী সিমেন্টের চাতালে ঘটের জল উপুড় করে দিল। আমাদের সবার অবাক হওয়ার পালা। জলের সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা শিকড়ের টুকরো ও একদলা ময়লা।

"এটা কী করে হল? আপনারা তবে কী আগে থেকেই ঘটের ভিতর শিকড় ও ময়লা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম গুগি মা'কে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গুগি মা তো নিজের বোবা রোগ সারাতে পারেননি, তাই তাঁর হয়ে এক বোন ঝাঁঝিয়ে উঠল, "ওই মেয়েটাই ও'সব ফেলেছে। আমাদের বদনাম দিতে চাইছে। ফাঁকা ঘটে রোগীরাই জল ভরে আনছে। ঘটে নোংরা ফেলার সুযোগ কোথায় আমাদের?

কথাগুলো উড়িয়ে দেবার মতো নয়। কথায় দম আছে। সত্যি-ই সুযোগ কোথায় ওই জল আনার পর ঘট স্পর্শ করছেন মাত্র একজন। গুগি মা। তাহলে তাঁকেই ও'সব ফেলতে হয়। আমি কড়া নজর রেখেছি। তার মধ্যেই কী গুগি মার হাতের কৌশল আমার নজরকে বারবার ফাঁকি দিয়েছেন? তত্ত্বগতভাবে যদি ধরে নিই যে, প্রতিবারই আমার নজরকে ফাঁকি দিয়েছেন, তবু প্রশ্ন থেকে যায়। তিনি এ'সব শিকড়-নোংরা কোথা থেকে হাতে নিচ্ছেন? পরনে শাড়ি ব্লাউজ। কোমরের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখেননি। আমি নিশ্চিত। কারণ তাহলে তাঁকে কোমরে মাঝে মাঝেই হাত নিয়ে যেতে হবে। না, তা তিনি নিয়ে যাননি। অতএব? অন্তত আরও একটিবার গোটা ব্যাপারটা দেখার সুযোগ আমাকে নিতেই হবে।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলাম। "আমরা এই মুহূর্তে একটা বিতর্কের মুখোমুখি। তোমার নাম কী?" জিজ্ঞেস করলাম কল্যাণীকে।

"কল্যাণী"।

আবার ক্যামেরার দিকে ঘুরলাম। কল্যাণী দাবি করছে, শিকড় ও ময়লা আগে থেকেই ঘটে ছিল। আমরা দেখেছি, গুগি মা মন্ত্র শুরু করার আগেই কল্যাণী জানিয়েছে—ঘটে কিছু আছে। ঘটে জল ঢালার পর জলের সঙ্গে আমরা শিকড় ও ময়লা পড়তে দেখেছি। অর্থাৎ সত্যিই ঘটে আগে থেকেই শিকড়-ময়লা ছিল। কিন্তু কে রেখেছিল? কল্যাণী? নাকি গুগি মা? গুগি মা'র বোন আঙুল তুলেছেন কল্যাণীর দিকে। কল্যাণী সে'ভাবে সরাসরি কারও দিকে আঙুল তোলেনি। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে, গুগি মা বা তার পরিবারের কেউ এই কাজটি করেছেন। কল্যাণীর অভিযোগ সত্যি হলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে গুগি মা ও তাঁর পরিবারের লোকজন প্রতারণা চালিয়ে আসছেন। অভিযোগ ও পালটা অভিযোগের চক্করে পড়ে থাকলে আমরা কখনই সত্যতে পৌঁছতে পারব না। সত্যতে পৌঁছতে আমরা একটা কাজ করব। আরও একজন রোগীকে এখন ডেকে নেবো। তার পেট থেকে মন্ত্র পড়ে শিকড় তুলে দিলেই প্রমাণ হয়ে যাবে, মেয়েটির অভিযোগ মিথ্যে। গুগি মা সত্যি।'

জনতার দিকে তাকিয়ে হেঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কী বলেন?"

জবাবে জনা পঞ্চাশেক রোগীর প্রায় সকলেই সায় দিল। লাইনে এখন যিনি প্রথমে দাঁড়িয়ে তাঁকেই ডেকে নিলাম। মধ্যবয়স্কা রোগিণী এগিয়ে এলেন চাতালের কাছে। চেহারায় অপুষ্টির ছাপ। জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কী?"

—"ফতেমা বিবি।'

—"থাকেন কোথায়?"

—"লক্ষ্মীকান্তপুরে।"

—"কী অসুখ?"

—"বুক জ্বালা করে।"

—"ডাক্তার দেখিয়েছেন?"

—"না।"

—"কার সঙ্গে এলেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

"মেজ ছেলের সঙ্গে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

"ওর হাতে একটা ঘট দাও বোন।" গুগি মা'র বোনকে বললাম। মন্দিরের ভিতর থেকে একটা ঘট এগিয়ে দিল একটি মেয়ে। গুগি মা'র ভাই ঘটটা রোগিণীর হাতে তুলে দিল।

রোগিণীকে বললাম, 'ঘটটা একটু দেবেন বোন, দেখবো।"

গুগি মা'র বোন চিৎকার করে উঠলো, "দেখুন, ভালো করে দেখুন।

বললাম, "তুমি একটুও রাগবে না। রাগ দেখালে লোকে ভাববে—বুজরুকি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে রাগ করছ। আমি ঘটের ভিতরটা দেখলে তোমাদের উপরই লোকের বিশ্বাস বাড়বে।"

ঘটের ভিতর নজর দিলাম। ঘটটা উপুড় করলাম। কিছুই নেই। এ'বার সবার দৃষ্টির সামনে আমার ডান হাতের তালুর দিকটা মেলে ধরলাম। আঙুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিলাম। বোঝাতে চাইলাম হাতে কিছুই লুকিয়ে রাখিনি। তালুর দিকটা এবার ফেরালাম আমার দিকে। জনতা বুঝে গেছেন আমি কী বোঝাতে চাইছি।

কয়েকজন চেঁচালো—ঠিক আছে। ঠিক আছে।

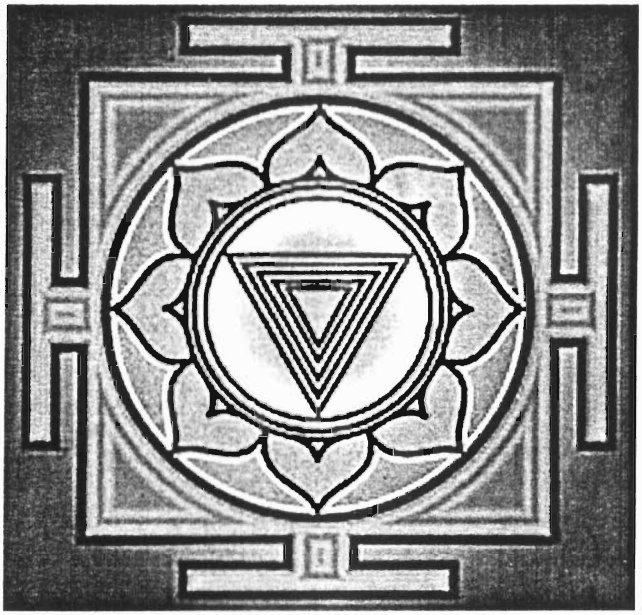

ঘরের ভিতর যন্ত্রম-এর ছবি

এ'বার ডান হাতের মধ্যমা আঙুলটি ঘটের ভিতরের দিকে ঘাড়ের কাছে ঘোরাতেই, আঙুলের ডগায় আঠালো কী যে একটা ঠেকলো। সামান্য চেষ্টাতেই সেটা বেরিয়ে এলো আঙুলের ডগায়। কালো রং-এর ছোট্ট একটা মাখা আটার দলা। সঙ্গে একটা শিকড়। ক্যামেরা আর একগাদা উৎসুক মানুষের নজর এ'দিকে। হাত তুলে দেখালাম। বললাম, 'এই মাখা আটার টুকরো দিয়ে ঘটের ভিতরে চেপে বসান ছিল শিকড়টা। ঘটের ভিতরে গলার নীচে আটকে রাখায় আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঘটটা পেটে বসাবার সময় গুগি মা'র একটা আঙুল আটার দলাটা খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দিচ্ছিল। ফলে শিকড় ও কালো ময়লা আটার দলা জলে পড়ে যাচ্ছিল। এ'বার আমরা দেখবো, অন্য ঘটগুলোতেও একই রকম কারচুপি করা আছে কি না?"

আমার কথা শেষ হতেই ফান্টা ক্যামেরা কাঁধে এক লাফে বারান্দায়। আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়েছি। মন্দিরের চাতালে উঠে পড়তে শুরু করেছে রোগী, পড়শি ও যুক্তিবাদী সমিতির ছেলে-মেয়েরা। চার-পাঁচটা ঘট বের করে জনতা আর ক্যামেরার সামনে রাখলাম। একে একে প্রতিটি ঘটে আঙুল ঢোকালাম। প্রতিটি ঘট থেকেই বের হলো কালো আটার দলায় আটকানো শিকড়। মন্দিরের ভিতর কালো রং মিশিয়ে টাটকা মাখা আটাও মিললো একটা রেকাবিতে।

গুগি মা'র বিরুদ্ধে জনতার তীব্র ক্ষোভ সামাল দিতে হল আমাদেরই। নইলে গণপ্রহারে হত্যার হ্যাপা সামলাতে হত আমাদের।

পরিশেষে বাড়ছি আমরাই

সবজান্তা মধ্যবিত্ত-মানসিকতার লোকগুলোর অস্বীকৃতিকে একটুও পাত্তা না দিয়ে আমরা যুক্তিবাদীরা সংখ্যায় বাড়ছি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে বাড়ছি। আঠেরো-কুড়ি বছর আগে বিশ্বে যুক্তিবাদী-মানবতাবাদী-নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা ছিল শতকরা দু'ভাগেরও কম। আজ আমরা শতকরা কুড়ি ভাগেরই বেশি। খ্রিস্টান ও মুসলিমদের পরেই আমরা সংখ্যাধিক্য। হিন্দুদের চেয়েও আমরা সংখ্যায় বেশি।

সবজান্তারা মানুক বা না মানুক এ'কথা মানে 'ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক, '২০০২' যাকে মান্যতা দেয় ইউ এন ও' থেকে 'মনোরমা ইয়ারবুক'।

শেষ পর্যন্ত আমরা বাড়ছি, বাড়ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রণয় মণ্ডল
অভিজিৎ সাধুখাঁ
দ্বিজপদ বাউরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কিছু কথা

ভূত-ভগবানের ভর বা অলৌকিক ঘটনার খোঁজ পেলে আজকাল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর ততটা অবাক হয় না। বরং কিছুটা অবিশ্বাসের চোখে দেখে। 'জুজু'র ভয় দেখায়। জুজু একটাই—'যুক্তিবাদী সমিতি'।

একটা নির্ভেজাল ঘটনা। ১৯৬৬ সাল থেকে সপ্তাহে দু-তিন দিন অফিস ফেরতা এসপ্ল্যানেডে যাওয়া ছিল রুটিন ব্যাপার। সেখান থেকে তিন বন্ধু আমি, তপন, গোরা হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যেতাম আড্ডা দিতে। এসপ্ল্যানেডে এখন যেখানে লেনিন মূর্তি তার কাছেই মাদারি খেলওয়ালারা আসর জমিয়ে বসত। নানা রকম হাতের কলা-কৌশল দেখাত, যাকে হাত-সাফাই না বলে 'শিল্প' বললে ওদের ঠিক মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু যে হাতের কৌশলকে শিল্পে পরিণত করেছিল, তা নয়। লোক-ঠকানোকেও শিল্প পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

ওরা ভেলকি দেখাতে বসত ধর্মের ভড়ং সাজিয়ে। একটা বাক্সের উপর সিরদির সাঁইয়ের ছবি, ছাগলের শিং, কয়েকটা পাতিলেবু, কোনও জন্তুর খুলি, হাড়, ছুরি ইত্যাদি সাজিয়ে হাতসাফাইয়ের অসাধারণ নৈপুণ্যে ভিড় জমিয়ে দিত। এক সময় দর্শকের কাছে টাকা চাইত। চাওয়ার ধরনটাকে বাংলা করলে এমনটা দাঁড়ায়—যাদের কাছে টাকা আছে তারা একটাকা, দু'টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা দিয়ে যান। থাকতেও কিছু না দিয়ে গেলে সিরদির সাঁইয়ের কসম, আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।

সবাই সমান নয়। কেউ একজন বে-পরোয়া ডাকাবুকো মানুষ সরবে বলত, "যত্তো সব বুজরুকি।" তারপর কিছু না দিয়ে ভিড় থেকে বেরিয়ে যেত। লোকটা 'বুজরুকি' বলে গেল? মাদারি মুহূর্তে খেপে উঠত। রোগা-সোগা লুঙ্গি পরা লোকটা কয়েকবার মাথা ঝাঁকাত আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারপর বাক্সের উপর থেকে একটা লেবু ও ছুরিটা তুলে নিত। লেবুটাকে দু'টুকরো করে একটা টুকরো চেপে ধরত ধুলোমাটিতে। ফ-ট্ করে একটা আওয়াজ হল। মাটিতে ঠেসে ধরা লেবুর তলা থেকে ছিটকে বের হল আগুনের ঝলকানি।

আর ঠিক সেই সময় টাকা না দিয়ে অপমান ছুড়ে দেওয়া মানুষটা কাটা পাঁঠার মতো ধড়ফড় করতে করতে এসে পড়ল ভিড়ের মাঝে, মুখে বীভৎস গোঙানির আওয়াজ। একটু পরেই মুখের দুপাশে দিয়ে গড়িয়ে পড়ত রক্ত।

এমন ভয়ংকর নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে ভয়ে সবাই কাঁটা। যারা এতক্ষণ পকেটে হাত দিচ্ছিল না, তাদের পকেট থেকেও বের হতে লাগল টাকা। অনেকেই অনুরোধ করত অবিশ্বাসী লোকটিকে ক্ষমা করে দিতে। শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করে দিত মাদারি ভাই।

একই ঘটনা একই জায়গায় ঘটত। পাল্টে যেত শুধু অবিশ্বাসী লোকটা। এই পাল্টে যাওয়া প্রতিটি লোকই মাদারির দলের। যা করত তার পুরোটাই অভিনয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আমরা কয়েক বন্ধুকে নিয়ে এসপ্ল্যানেড অঞ্চলেই ফি শনিবার শুরু করলাম পথনাটিকা। নাম ছিল 'ভাণ্ডাফোড়'। এই নাটকে লেবু কেটে মাটিতে চেপে ধরে আগুনের ঝলকানি তৈরি করতাম। অবিশ্বাসী লোক আমাদের বুজরুক বলার পর কখনও তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ত, যন্ত্রণায় সে ছটফট করত। কখনও লোকটার দুহাত যেত জুড়ে। টানাটানি করেও ছাড়াতে পারত না। যখন বিষয়টা ব্যাখ্যা করতাম, তখন হইহই পড়ে যেত। মাটিতে এক টুকরো মেটালিক সোডিয়াম ফেলে রাখলে কাঁকরের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেত যে আলাদা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। মেটালিক সোডিয়ামে জল বা লেবুর রস পড়লে আগুন জ্বলে উঠত ধপ করে। লেবু চেপে রাখায় লেবুর চারপাশ দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া ছিটকে বের হত। লাল বোঁদে তৈরির রঙ মুখে রেখে থুতু বের করে দিলে রক্ত ছাড়া অন্য কিছুই ভাবার উপায় ছিল না। হাত জোড়া লেগে গেছে, ছাড়াতে পাচ্ছে না, এ তো স্রেফ অভিনয়।

'ভাণ্ডাফোড়' দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের মধ্যে এমন একটা ভাবাবেগ কাজ করত, যাকে মিনি মাস হিস্টিরিয়া বলাই বোধহয় ঠিক হবে। আমাদের মতো বড় একটা দলের সঙ্গে টক্কর দেওয়া বা আক্রমণ চালাবার চেয়ে সরে যাওয়াটাই মাদারিয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে ধরে নিয়েছিল।

একদল মাদারি 'চমৎকার' অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতায় শূন্যে ভেসে দেখাত খোলা ময়দানে। 'ভাণ্ডাফোড়'-এ আমরা তাও করে দেখাতে লাগলাম। শূন্যে ভাসা-ওয়ালারা সরে যেতে বাধ্য হল।

১৯৮৫-র ১ মার্চ 'যুক্তিবাদী সমিতি' তৈরি হল। তারপর যেখানেই ধর্মের নামে বুজরুকি চলেছে সেখানেই ভাণ্ডাফোড় করেছি আমরা। যুক্তিবাদী সমিতির নাম দ্রুত দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৯৩ সাল। বিবিসি আমাদের উপর ছবি তোলার প্রস্তাব দিল। ডিরেকটর রবার্ট ঈগল ও তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি অ্যানা সাইমন এলেন। ওঁরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি মাদারি সম্প্রদায়ের হাতসাফাই জাদুর ছবি তুলে রাখতে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু গোটা পশ্চিমবঙ্গে ওদের খোঁজ পেলাম না। যুক্তিবাদী সমিতির আগ্রাসনের সাথে সাথে মাদারি সম্প্রদায়ের পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। এরই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে হারিয়ে গেছে 'লোকজাদু'। মাদারিদের অনেক জাদুই আজ কিংবদন্তি। শিশু মাদারিরা যা হাতসাফাই দেখাত তা বড় বড় পেশাদার জাদুকরদের প্রায় কেউই দেখাতে পারবেন না—একথা হলফ করে বলতে পারি। আজকালকার তাবড় ভারতীয় জাদুকরদের জাদু দেখে কোনও আনন্দ পাই না। জাদুকররা টাকা দিয়ে জাদুসামগ্রী বিক্রেতাদের কাছ থেকে 'আইটেম' কেনেন। বিক্রেতা ও নির্মাতারা সব কিছুই শিখিয়ে দেন। তারপর শুধু 'এটা টিপলে সেটা হবে'। সেই মাদারিরা নেই, সেই জাদুর সুবর্ণযুগও নেই।

মাদারিরা যদি বিশুদ্ধ জাদু দেখাতেন, তবে আমরা তাদের বিরোধিতা না করে প্রশংসাই করতাম। সেলাম জানাতাম। ওরা জাদুকে অলৌকিক ক্ষমতা বলে লোক ঠকালে আমাদের সঙ্গে বিরোধ তো অনিবার্য।

গত শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত ভূতুড়ে কাণ্ড জমিয়ে বসেছিল কলকাতা ও শহরতলিতে। সঙ্গে ছিল অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদার বাবাজি-মাতাজিদের দাপাদাপি। একটার পর একটা রহস্যময় ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানায় নাক গলিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কোনও ভূত যখন তখন বিছানায়, শাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, কোনও ভূতের কাচে অ্যালার্জি, বাড়িতে কাচের কিছু রাখলেই ভেঙে ফেলে, কোনও সেক্সি-ভূত অন্তর্বাস কেটে আনন্দ পায়, আবার কেউবা জলে-জলে ভাসিয়ে দেয় ঘর থেকে মানুষ। হাত থেকে চুড়ি খুলে নিচ্ছে, থাপ্পড় মারছে, হারমোনিয়ম বাজাচ্ছে, দস্তুরমতো শ্লীলতাহানি করছে, এমন অনেক বেয়াড়া ভূতের খবর পেয়েছি। যখন ভূতের খবর এসেছে, দৌড়েছি। সব সময় সত্যিটা বের করেছি। দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে প্রতিটি কাহিনি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বাড়ি ভূতুড়ে কাণ্ডের শিকার, সে বাড়ির কোনও মানুষই এমন সব কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে। এরা কখনও দুষ্টু বালক-বালিকা। মা-বাবার কড়া শাসনে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে মা-বাবাকে টাইট দিতে ভূতের আমদানি করেছে। কেউ বা কিশোরী বা যুবতী, অবদমিত যৌন আবেগ থেকে ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে।

এক সময় ভূতদের শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে একাধিক জ্যান্ত ভূতকে পুলিশের হাতে তুলে দিলাম। তাদের গ্রেপ্তারের কাহিনি ছবি সমেত প্রকাশিত হতেই ভূতের উপদ্রব বন্ধ। কোনও প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ভূতের খবর দিয়েছেন গাঁয়ের মানুষরা, আমরা যাব শুনেই ভূতের সমস্যা ভ্যানিস। একইভাবে জ্যান্ত অবতারদের ও জ্যোতিষীদের বুজরুকি ফাঁস করে গ্রেপ্তার করতেই অবতারদের 'প্রপাইটারশিপ বিজনেস' লাটে উঠল।

এখন বুজরুকি নতুন নতুন নামে, নতুন নতুন রূপে হাজির হয়েছে। এরা কখনও তান্ত্রিক। মদ্য-মাংস-মৈথুন সহযোগে তন্ত্র শিক্ষা দেয়। শিক্ষার্থীরা ধনী ও অত্যন্ত প্রভাবশালী। কখনও যোগ শিক্ষার নামে বিজ্ঞান বিরোধী কুশিক্ষা দিয়ে চলেছে যোগীবাবারা। প্রচারে মস্তিষ্ক বিকিয়ে দেওয়া মানুষগুলো আধুনিক চিকিৎসা দূরে সরিয়ে নিজের ও পরিবারের সর্বনাশে মেতে উঠেছেন। এরা মধ্যবিত্ত বা অশিক্ষিত ধনী। এইসব যোগীবাবারা একটা করে বাবা নয়, একটা করে 'সিন্ডিকেট'। এক একটা বড় যোগীবাবা মানেই মন্ত্রী-নেতা-পুলিশ-প্রশাসন-সেলিব্রিটি, মাফিয়াদের নিয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট। রেইকির ক্লাইভ হ্যারিসকে স্পনসর করতে এগিয়ে আসে Times of India ও Hindustan Times-এর মতো বিশাল পত্রিকা গোষ্ঠী। তাদের স্পনসর হিসেবে উপস্থিতি মানেই রাজনীতিক পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা। রাজনীতিক ও পুলিশের সহযোগিতা মানেই এক ইশারায় মাফিয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রু নিধনে। কী চমৎকার এই চক্র, যার আধুনিক নাম 'সিন্ডিকেট'।

'মেমারিম্যান' স্মৃতিধর মানুষ। লিমকা রেকর্ড বুকে নাকি বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার চোখ বুলিয়ে নাকি গোটা ডিকশনারির সব শব্দ মুখস্ত করে ফেলে। কিন্তু সেই মেমারিম্যানই আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া ১৭টি শব্দের তালিকা স্মৃতিতে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। বুজরুকি ধরতে গিয়ে জানলাম—ওর চক্রে বাড়তি আছেন কয়েকজন বাঘ-সিংহ সাংবাদিক।

এখন লড়াইটা অনেক কঠিন হয়েছে। তার পরও কিন্তু এই প্রত্যেকটা লড়াইয়ে 'দুষ্টু সিন্ডিকেট' পরাজিত হয়েছে যুক্তিবাদী সমিতির কাছে।

এই জয় এনে দেওয়ার জন্য যে সাহস, শক্তি, জ্ঞান প্রয়োজন—তার সবই যুক্তিবাদী সমিতির আছে। কারণ যুক্তিবাদী সমিতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে রয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে পণ্ডিত সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

যুক্তিবাদী সমিতি' আজ একটা আন্দোলনের নাম। সমস্ত রকম দুর্নীতি অন্যায় অত্যাচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের নাম 'যুক্তিবাদ'। স্বয়ম্ভর গ্রাম ও গোষ্ঠী নির্মাণের আর এক নাম 'যুক্তিবাদ' ও 'মানবতাবাদ'।

ভারত কতটা দুর্নীতিতে ডুবে আছে, এই নেতিবাচক আলোচনায় নৈরাশ্যপীড়িত হবেন না। বরং প্রত্যয়ী থাকুন—**ষাট বছরে একটু একটু করে দেশের মানুষরা যদি দুর্নীতিতে ডুবে যেতে পারে, তবে একটু একটু করে সুনীতিতেও ভাসিয়ে তোলা সম্ভব।**

এই কাজে পাঠক-পাঠিকা, আপনাদের চাই, আপনাদের সঙ্গী চাই।

৮ জানুয়ারি, ২০০৮

প্রবীর ঘোষ
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড
কলকাতা ৭০০০৭৪

e-mail : Prabir_rationalist@hotmail.com
www.srai.org • www.humanistassociation.org
www. thefreethinker. tk

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক

ওঝার ঝাড়-ফুঁক আর টেরিজার লকেটে মণিকার রোগমুক্তি : কুসংস্কারের দু'পিঠ

হার মানলেন পোপ

পোপ চেয়েছিলেন মাদার টেরিজাকে ১৯ অক্টোবর ২০০৩-এ সরাসরি 'সেন্ট টেরিজা' হিসেবে ঘোষণা করতে। কিন্তু পারলেন না। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিমান ধর্মগুরুর সর্বাত্মক চেষ্টা ও একান্ত ইচ্ছে-আগুনে জল ঢেলে দিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

ক্যাথলিকদের কাছে জীবিত অবস্থায় কেউই সাধু, সন্ত বা সেন্ট নন। মৃত্যুর পরে কতকগুলো

পদক্ষেপের শেষে পোপ অনেক কিছু দেখে-শুনে কাউকে 'সেন্ট' উপাধি দিলে তবেই তিনি 'সেন্ট' বলে পরিচিত হবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সেন্ট হওয়ার পূর্ব পদক্ষেপগুলো এইরকম

* 'ক্যানান ল' বা ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের অনুশাসন অনুযায়ী 'ব্লেসেড' বা 'ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা' ঘোষণার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হবে প্রার্থীর মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে।

* স্থানীয় বিশপরা প্রার্থীর জীবনচর্চা বিষয়ে অনুসন্ধান করে তাঁদের মতামত পোপের কাছে পাঠাবেন।

* 'ভ্যাটিকান' বা পোপের শাসনকর্তৃত্বের পরিকাঠামো এই মতামত পাঠাবে প্যানেলভুক্ত ক্যার্ডিনালদের (রোমান ক্যাথলিকদের সর্বোচ্চ পদাধিকারীধর্মযাজক-গোষ্ঠী) কাছে। তারা এই মতামত গ্রহণ করলে মৃত প্রার্থীরা নামের আগে 'ভেনারেবল' বা 'সার্ভেন্ট অফ গড' উপাধি ব্যবহারের জন্য প্রদান করবেন পোপ।

* পরবর্তী পদক্ষেপ 'বিয়েটিফিকেশন' বা স্বর্গীয় মহিমা প্রদান অনুষ্ঠান। এই পর্যায়ে পৌঁছাতে গেলে লাগবে প্রার্থীর অলৌকিক ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ। এখানেও আবার বিশেষত্ব আছে। প্রার্থীর মৃত্যুর পর তাঁর অমর আত্মাকে ঘটাতে হবে কোনও একটি অলৌকিক ঘটনা।

এরপর আসে 'সেন্ট' উপাধি দানের সর্বশেষ পর্যায়। এর জন্য দরকার হয় আত্মার আরও একটি অলৌকিক ক্ষমতার খাঁটি প্রমাণ।

(CNN. com–mother Teresa on road to santhood–Oct 1.2000 থেকে 'Steps to sainthood' অংশ অনুবাদ করা হল।)

'সেন্ট' হওয়ার এই যে রীতি, এ'হল 'ক্যানান ল'-এর অংশ। মাদার টেরিজার বেলায় 'ক্যানান ল' ভাঙলেন স্বয়ং পোপ দ্বিতীয় জন পল। টেরিজার মৃত্যুর (১৯৯৭) দু'বছরের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তাঁকে 'সেন্ট' টেরিজা করার প্রস্তুতি। অথচ 'ক্যানান ল' অনুসারে এই প্রস্তুতিটুকু শুরু করার জন্যেই অপেক্ষা করা উচিত ছিল আরও তিন তিনটি বছর। কেন এই তাড়াহুড়ো? কেন এই আইন ভাঙার খেলা? পোপের সময় কী ফুরিয়ে যাচ্ছে? জীবনদীপ নিভুনিভু, তাই 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' বলে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়া?

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'র সুপিরিয়র জেনারেল নির্মলাও মাদারকে পণ্য করে নেমে পড়লেন আখের গোছাতে। মাদারকে সেন্ট বানাতে দরকার একটা মিরাকেলের, একজন রোগীর। রোগীটি শুধু বলবে, আমার কঠিন অসুখ সেরেছে মাদারের অলৌকিক কৃপায়। খুঁজে-পেতে পাওয়া গেল একজন অজ পাড়া-গাঁ'র সাঁওতাল গৃহবধূ। কঠিন অসুখে ভুগছিলেন। সোনার দামে তাকে কিনে নিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে হাজির করা হল। নাম—মণিকা বেসরা। একজন ডাক্তারের নামও শোনা গেল। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য। তিনি দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, মণিকার পেটে টিউমার হয়েছিল। যে টিউমারটা আসলে ক্যানসার। আধুনিক চিকিৎসায় এ ক্যানসার সারানো অসম্ভব ব্যাপার। আর এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে মাদারের মিরাকেলে। ১৯৯৮-এর ৫ সেপ্টেম্বর মাদারের জন্ম-তিথিতে মাদারের ছবি থেকে একটা জ্যোতি এসে মণিকার টিউমারে পড়তেই মুহূর্তে টিউমার ভ্যানিস।

এবার দরকার স্থানীয় বিশপের তদন্ত রিপোর্ট। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার 'ক্যাথলিক ডায়োসেস অফ বারুইপুর'-এর বিশপ সালভাদোর লোবো'র নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি তৈরি হল। তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করল, চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার পর মণিকা মাদারের মিরাকেলে রোগ মুক্ত হয়েছেন। মণিকার চিকিৎসকদের মতামতকে একটুও পাত্তা না দিয়ে কী সত্য প্রতিষ্ঠা করলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তদন্ত কমিটি? ধর্মব্যবসায়ীরা অসাধু হয়—এই সত্য?

বিশপের মিথ্যে ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট নিয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আবেদন জানাল ভ্যাটিকানের কাছে, বিয়েটিফিকেশনের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে মাদার টেরিজাকে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা করা হোক।

ব্যাপারটা আবেদন অনুসারে হওয়ার সব আয়োজনই ছিল। কিন্তু বিষম রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াল যুক্তিবাদী সমিতি। পরে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। এখন আসুন লাইনচ্যুত না হয়ে আলোচনা চালিয়ে যাই।

তোমার কর্ম তুমি কর....লোকে বলে করি আমি

পোপের ইচ্ছে-সুতোয় মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নেচে ছিল কি না, এ'বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলার মতো প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়, এ'কথা জজও মানেন। আমরা প্রাসঙ্গিক পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণ থেকে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি কি না আসুন দেখি।

(১) ১৯ অক্টোবর, ২০০৩, ছিল পোপ দ্বিতীয় জন পলের অভিষেকের ২৫ বছর পূর্তির দিন। পোপ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দিতে চেয়েছিলেন এই দিনটিতেই। তাঁর এই ইচ্ছা-পূরণে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, লক্ষ্যে পৌছতে 'ক্যানান ল' অগ্রাহ্য করা, ছল গ্রহণ করা—কোনও কিছুতেই পিছ-পা ছিলেন না। আরও কিছু তথ্য এ লেখায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আসবে, যা পড়ার পর আশা রাখি আপনিও এ' বিষয়ে সহমত পোষণ করবেন।

(২) মণিকা বেসরার টিউমার যে দুরারোগ্য ক্যানসার ছিল না, এটা পোপ জানতেন। ক্যানসারের বায়পসি রিপোর্ট পোপের কাছে ছিল না। থাকলে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে কখনই চুপ করে কিল হজম করতেন না। রিপোর্ট হাজির করতেন-ই।

(৩) ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য-ই একমাত্র ডাক্তার, যিনি দাবি করেছিলেন, মণিকার ক্যানসার মাদারের অলৌকিক ক্ষমতায় রাতারাতি সেরে গেছে। এরপর প্রত্যাশিত ছিল যে, ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা ডাক্তার ভট্টাচার্যকে বারবার প্রচার মাধ্যমের সামনে হাজির করবে। বাস্তবে হল উল্টোটা। ডাঃ ভট্টাচার্য কোনও এক রহস্যময় কারণে ভ্যানিস হয়ে গেলেন। কোনও প্রচার-মাধ্যমই তাঁর খোঁজ পেল না। কেন তাঁকে লুকিয়ে ফেলা হল? মিথ্যে ফাঁস হওয়ার ভয়ে? বিয়েটিফিকেশনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে মণিকা ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না ডাঃ ভট্টাচার্য। অবাক করার মতো ব্যাপার। যাঁর সার্টিফিকেটের জোরে আজকের এই অনুষ্ঠান তিনি-ই নেই!

(৪) ভ্যাটিকান একটি দলকে পাঠিয়েছিল মণিকার আরোগ্য নিয়ে সত্যানুসন্ধানের জন্য। অসুস্থ মণিকার চিকিৎসকদের মতামত তাঁরা কেন গ্রহণ করলেন না? চিকিৎসকদের বক্তব্য, মণিকার কোনও ক্যানসার ছিলই না। হয়েছিল যক্ষ্মা। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে পেটে টিউমার হয়েছিল। ওষুধ খেয়েছে। ন'মাসে পাঁচ রকম ওষুধের কোর্স নিয়েছে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়েছে। যক্ষ্মা সারাতে, টিউমারও সেরেছে। এরমধ্যে অলৌকিক গপ্পের কোনও স্থান নেই।

মণিকার চিকিৎসকদের এমন মতামত গ্রহণ করলে মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার প্রক্রিয়াই যে থম্‌কে যায়। আবার নতুন করে খোঁজা-খুঁজি শুরু করলে বোধহয় বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। পোপের অভিষেকের রজতজয়ন্তীতে তো 'সেন্ট' দেওয়া হবেই না। পোপের জীবিতকালে হবে এমন সম্ভাবনাও কম।

মণিকার চিকিৎসা হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। হাসপাতালের সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফ থেকে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। চাপ দিয়ে বলাবার চেষ্টা হয়েছিল—চিকিৎসায় মণিকার অসুখ সারেনি। অসুখ সেরেছে মাদারের ছবির মিরাকেলে।

ডাঃ মুর্শেদের এই বিস্ফোরক সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যে 'খোঁজ-খবর' নামের অনুসন্ধান-মূলক জনপ্রিয় টিভি অনুষ্ঠানে দেখানো হয়েছে।

ডাঃ মুর্শেদ আমাকে এও জানিয়েছেন, ভ্যাটিকানের প্রতিনিধিকে নিয়ে কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার এক সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁদের তরফ থেকেও নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মণিকার চিকিৎসকদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া, মণিকা সুস্থ হয়েছেন মাদার টেরিজার ছবির অলৌকিক ক্ষমতায়।

একজনকে 'সাধু' বানাবার এমন অসাধু প্রচেষ্টা বিশ্বের কাছে বেফাঁস হলে বিতর্কের ঝড় উঠতে বাধ্য। প্রত্যাশামতোই সেই ভয়ংকর ঝড় উঠেছিল। তাইতেই হাইটেক সাজানো পরিকল্পনা তছনছ। এ'কথা তো ভুললে চলবে না, "সত্য ততটাই প্রকাশিত হয়, যতটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই।" আমাদের আমজনতার সক্রিয় উদ্যোগ, আমাদের নির্লোভ সাহস এবং মেধাও বহুক্ষেত্রে হার মানে বলেই অনেক সত্য চাপা পড়ে যায় মিথ্যের ভারী অন্ধকারে।

(৫) ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি কেন মণিকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বললেন না? বললে জানতে পারতেন, মণিকার পেটের টিউমার রাতারাতি ভ্যানিস হওয়ার গপ্পোটা নেহাতই গপ্পো।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নাকি কথা বলেছিলেন, কিন্তু মনপসন্দ না হওয়ায় চেপে গেছেন? ভ্যাটিকানের স্বার্থ বিরোধী কথা বলেই চেপে গেছেন?

পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'মিরাকেল' হাজির করার সময় বাংলার যুক্তিবাদীদের আন্ডার এস্টিমেট করেছিলেন ওঁরা। লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর' থেকে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর দীর্ঘ পরিক্রমায় আমাদের কিন্তু গ্যালিভার হিসেবেই হাজির করা হয়েছে। তারপরও আমাদের বিরুদ্ধে ওদের অতি আত্মতুষ্টির কারণ নিশ্চয়ই আছে। পশ্চিমী শক্তির মনে হতেই পারে, সাম্যের স্বপ্ন দেখা দেশগুলোকেই স্রেফ মগজ খাটিয়ে ধসিয়ে দিলাম, যুক্তিবাদী সমিতি সেই তুলনায় নেহাতই 'হরিদাস পাল'।

ভ্যাটিকানের সত্যানুসন্ধানীরা যাঁদের এড়িয়ে গেছেন, আমরা তাঁদের কথাই ক্যামেরা বন্দি করেছি। মণিকার প্রতিবেশীদের সে'সব কথা দেখেছেন-শুনেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। দেখানো হয়েছে 'খোঁজ-খবর' অনুষ্ঠানে।

ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি সম্ভবত শুধু এই সত্যটুকু জেনে উৎসাহিত হয়ে এসেছিলেন যে, ভারত দুর্নীতিতে প্রথম সারির দেশ। এটা জেনে আসেননি, সংখ্যায় অতি নগণ্য হলেও রুখে দাঁড়াবার মতো সোজা-মেরুদণ্ডী ও জয় ছিনিয়ে আনার মতো উচ্চ-মেধার মানুষ এ'দেশে এখনও আছেন।

(৬) পোপ যখন মাদার টেরিজার ছবির অলৌকিক বিকিরণে মুগ্ধ ও প্রত্যয়ী, তখন পোপ কেন মাদারের ছবি লকেট করে গলায় ঝুলিয়ে নিজেকে সুস্থ করে তুলছেন না? তাহলে তো যারা তাঁর ও মিশনারিজ-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে, তাদের মুখের মতো জবাব দেওয়া যেত! পাশাপাশি আরও একটা কাজ হয়ে যেত—দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা খোঁজার আর দরকারই হত না। দুনিয়ার নিরীশ্বরবাদীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে খ্রিস্টধর্মের জয়ধ্বজা ওড়াবার এমন সুযোগ কেন হারালেন? একে কী বলব—ভ্যাটিকনের বোকামি? নাকি ভ্যাটিকানের ধূর্ততা?

আমরা টিভিতে দেখলাম অসুস্থ পোপকে। হাঁটতে পারেন না। কথা বলতে পারেন না। জবুথবু অসহায় মানুষটিকে দেখে অনেকেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। অনেকেরই মাথায় একটা প্রশ্ন এসেছে—মাদারের ছবিওয়ালা লকেট পরে পোপ কেন তাঁর দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে নিচ্ছেন না? পোপ কী তবে জানেন, এ'ভাবে রোগ মুক্তি অসম্ভব? নামের মোহে, ক্ষমতার লোভে জেনে বুঝেই কী পোপ মানুষদের প্রতারিত করলেন?

(৭) "প্রথম সহস্রাব্দে ইউরোপ জয় করেছি। দ্বিতীয় সহস্রাব্দে আমেরিকা। তৃতীয় সহস্রাব্দে জয় করব এশিয়া।"—এ পোপের-ই কথা। এশিয়া জয়ের প্রথম ধাপ হিসেবেই কী ভারতীয় মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানানোটা জরুরি ছিল? ১১০ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতের বিশাল বাজার ধরতে ভারতীয় নারীদের বিশ্বসুন্দরী বানাবার খেলায় নেমেছে বহুজাতিক প্রসাধনী সংস্থাগুলো। পানীয় থেকে গাড়ি উৎপাদনকারী বহুজাতিক সংস্থাগুলো তাদের পণ্যের ভারতীয় বাজার ধরতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মডেল বেছেছে। ফলে ক্রিকেট র‍্যাংকিং-এ সাত নম্বর দেশ ভারতের ক্রিকেটাররা রোজগারে এক নম্বর। প্রচারের দৌলতে ভারতীয়রা ক্রিকেট খাচ্ছে ভালো। কোক-পেপসি থেকে ফোর্ড সব্বাই বাজার পাচ্ছে ভালো। ভারতের বাজারে খ্রিস্টধর্ম বিক্রি করতে মাদার টেরিজাকে আদর্শ মডেল জেনে তাঁকে সেন্ট বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হতেই পারে। টেরিজার চেয়ে আদর্শ ভারতীয় খ্রিস্টান মডেল আর একজনও নেই।

অতএব, টেরিজার সঙ্গে অলৌকিক রোগ আরোগ্যের আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুঃখের কথা, টেরিজা কোনও দিন এসব হিজিবিজি অলৌকিক চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন না। নিজের অসুখ হলে বারবারই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন। জীবিতকালে কাউকে ঝাঁড়-ফুঁক করে, অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার দাবি করেননি।

সেই মাদার টেরিজাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী বলে চালাবার নোংরা চেষ্টায় নামলেন পোপ, নামলো ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

পৃথিবীতে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা মুসলিমদের প্রায় দু'গুণ, হিন্দুদের আড়াই গুণ, (তথ্য সূত্র : ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক, ২০০২ এবং মনোরমা ইয়ারবুক, ২০০৩)। খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশগুলোই অর্থে ও অস্ত্রে আর সবার চেয়ে বড় বেশি রকম এগিয়ে। ওরা চায় পৃথিবীর সব্বাইকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে ছাড়তে। তেমনটা হলে খ্রিস্টান ভ্রাতৃত্ববোধে সুড়সুড়ি দিয়ে সব বেয়াদপদের পায়ের তলায় রাখা যাবে। এখনও কিছু বেয়াদপ সাম্যের স্বপ্ন দেখে। এই স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে ভ্রাতৃত্ববোধের আহ্বানই যথেষ্ট। এরচেয়ে বড় অহিংস প্রতিবিপ্লবী অস্ত্র আর নেই। এই চিন্তা থেকেই পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টানধর্মীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা আমেরিকার মস্তিষ্কপ্রসূত অসাধারণ কার্যকর অহিংস অস্ত্র 'ব্রেনওয়ার' বা 'মস্তিষ্কযুদ্ধ'-এর অঙ্গ।

'ব্রেনওয়ার' বা মস্তিষ্কযুদ্ধেরই পরিকল্পনা অনুসারে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অঢেল অর্থসাহায্য দিয়ে দিকে দিকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এটা জেনেই গড়ে তোলা হয়েছে যে, সংস্থাগুলোর পালের গোদারা সাহায্যের বড় অংশটাই চুরি করে নিজেদের পেট ভরাবে। 'তা ভরাক, তবু আমাদের উদ্দেশ্য তো সফল হবে'—এই ভেবেই সাহায্যকারীরা চুপ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো ধনী দেশগুলোর 'দালাল' হিসাবে নানা তথ্য জোগাবে, গোয়েন্দাগিরি করবে, প্রয়োজনে নির্দেশ পালন করবে।

মস্তিষ্কযুদ্ধের পরিকল্পনারই অঙ্গ পৃথিবী জুড়ে খ্রিস্টধর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে মিশনারিজদের পাঠানো, তাদের পালন ও বৃদ্ধি ঘটানো। এ'জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার, স্টার্লিং পাউন্ড ও ইউরো আসছে মিশনারিজদের হাতে। তবে এ'সব সাহায্য সাধারণত সোজাসুজি আসে না। আসে একটু ঘুর পথে।

ভারতে কী ভাবে সাহায্য আসছে, একটু ফিরে দেখি আসুন। এ'থেকেই বিশ্বের চিত্রটা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হবে না। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের দেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন মিশনারি প্রতিষ্ঠানে দান হিসেবে আসছে গুঁড়ো দুধ, ভোজ্য তেল, গম ইত্যাদি নানা ভোজ্যসামগ্রী। এইসব সামগ্রী খোলা বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রি করে দেয় মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো। বিনিময়ে পায় ভারতীয় টাকা। বাঁশের খুঁটির ওপর টিনের চাল দিয়ে এরা শুরু করে। দু-চার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বিশ পঞ্চাশ বিঘা জমি নিয়ে গড়ে তোলে ফার্ম-হাউস, স্কুল, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চার্চ অফিস ঘর ইত্যাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ভারতে শিকড় গাড়া চার্চ ও মিশনগুলো কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে না। তবে খ্রিস্টধর্ম নিলে বিনে পয়সায় রেশন মেলে, চিকিৎসা মেলে, শিক্ষা মেলে, হাতের কাজ শেখা যায়, এমন কী কাজও মেলে।

ফলে ধর্মান্তরের রাজনীতি চার্চ ও মিশনগুলো দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। ওরা নিঃস্বার্থ সেবার ব্রত নিয়ে আসেনি। ওদের নীতি, 'এক হাতে নাও, এক হাতে দাও'। সেবা বিলোবার মতোই যিশুর মাহাত্ম্য প্রচারের ব্যাপারটাও গৌণ। মুখ্য হল—বিশ্ব জুড়ে খ্রিস্টধর্মীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি। খ্রিস্টধর্মীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা। ধর্মীয় শ্রেণি চেতনা জাগিয়ে তোলা। এই শ্রেণি চেতনাই ধর্ম-ভাইদের স্বার্থ দেখবে।

একটি উদাহরণ আনলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৮৪ সালে ভুপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ভারতের সর্বকালের ভয়ংকরতম দুর্ঘটনা। মারা গেলেন ১৬ হাজারের বেশি মানুষ। শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে গেলেন ৫ লক্ষের বেশি মানুষ। এই বিপর্যয়ে মানবতার পূজারী চার্চ ও মিশনারিজরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে, ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াননি। তাঁদের এই নীরবতাই প্রমাণ করে দিল, খ্রিস্টধর্মীয় মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো হাঁটুর জোর নেই। পরিকল্পনার রূপকারদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

এ'সবের পরে মনে হতেই পারে ভারতের মতো বিশাল জনসমষ্টির দেশে ধর্মান্তরের জোয়ার আনতেই মাদার টেরিজাকে পণ্য করা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের পক্ষে হুজুগের ঝড় তুলতেই মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার ষড়যন্ত্র। আর এই মনে হওয়ার পিছনে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি আছে।

(৮) ভ্যাটিকানের ইচ্ছেয় প্রায় দু-হাজার সাল পর্যন্ত সূর্য চক্কর কেটেছে পৃথিবীকে। ভ্যাটিকানের সুতোর টানে নাচে অনেক নট-নটী। ভ্যাটিকানরূপী খ্রিস্টধর্মকে নিজেদের স্বার্থে বাঁচিয়ে রেখেছে পশ্চিমী ধনকুবের গোষ্ঠী। পৃথিবী জুড়ে শোষণ প্রক্রিয়াকে মসৃণ রাখতেই খ্রিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনে ভ্যাটিকানের রমরমা বেড়েই চলেছে। তবে কতদিন চলবে, কবে ভাঙবে, সময় বলে দেবে। পশ্চিমী ধনকুবেররা শুধু চার্চ, মিশনারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উপর ভরসা করে নেই। তারা বিপুল অর্থের জাল ছড়িয়ে 'বন্ধু' গড়ে তোলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, প্রচার মাধ্যমের নামীদামি সাংবাদিক, রাজনীতিকদের সঙ্গে প্রথমে সম্পর্ক স্থাপন এবং পরবর্তীতে 'দিবে ও নিবে' মার্কা একটা পেশাদারী সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। তারই ফলে যখন কোক-পেপসির বিরুদ্ধে জেহাদের দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠেছিল ভারতে, তখন সে আগুনে জল ঢালার কাজে ওরা নামাতে পেরেছিল 'বন্ধু' সাংবাদিক ও রাজনীতিকদের। এই বন্ধুদেরই কেউ কেউ 'সাপ হয়ে কাটে, ওঝা হয়ে ঝাড়ে'।

ছাপা-চাপার আলো আঁধার

২০০২-এর অক্টোবরে প্রাথমিক আঘাতের তীব্রতায় কেঁপে উঠেছিল ভ্যাটিকান। ভ্যাটিকান যেই মণিকার গপ্পো বাজারে ছাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতি ভ্যাটিকানের বুজরুকি ফাঁস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করল তথ্য-প্রমাণ হাজির করে। বিশ্বের তামাম বিখ্যাত মিডিয়া যুক্তিবাদী সমিতির তুলে ধরা তথ্য-প্রমাণ এতটাই গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করলো, যা কল্পনার অতীত। রয়টার, এ এফ পি, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, পি টি আই, ইউ এন আই-এর মতো সংবাদ বিক্রিকারী সংস্থাগুলো মারফত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিও আমাদের সত্য উন্মোচনের খবর জানল ও প্রচার করল। প্রচারিত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাই কয়েক লক্ষ। ভ্যাটিকানের কাছে, পশ্চিমীদের কাছে এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। মস্তিষ্কযুদ্ধের শুরুর কাল থেকে জয়ের পর জয়-ই শুধু এসেছে। এ পরাজয় কখনই মানা যায় না। এ'তো সমুদ্র পাড়ি দিয়ে খালে এসে ডোবা?

ফলে অবশ্যই তৈরি হল একটা 'মাস্টার প্ল্যান'। আমাদের বিরুদ্ধে পালটা বৌদ্ধিক আক্রমণ শুরু হল। আক্রমণ বিশ্লেষণ করে বুঝতে অসুবিধা হল না পরিকল্পনার চরিত্র। যুক্তিবাদী সমিতির কাজকর্ম যতই প্রভাব সৃষ্টিকারী হোক না কেন, শিকড় কলকাতায়। অতএব কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলো যদি যুক্তিবাদী সমিতিকে টেরিজা ইস্যুতে 'ব্ল্যাক আউট' করে, তবে মানুষ ওদের কথা জানতেই পারবে না। ওরা যে খাতে মানুষের ভাবনাকে নিয়ে যেতে চাইছে, তা পারবে না। 'দিবে আর নিবে' মার্কা বন্ধুদের কাজে লাগাও। প্রতিটি মিডিয়ার সহযোগিতা পেতে যে কোনও মূল্যে রাজি হয়ে যাও।

সায়েবদের মাথা থেকে বেরিয়ে আসা পরিকল্পনা যে এমনটাই ছিল, পারিপার্শ্বিক ঘটনা তেমনই ইঙ্গিত করে। সারা বিশ্ব যখন ভ্যাটিকানের বুজরুকি ফাঁস নিয়ে তুমুল ভাবে আলোড়িত, যুক্তিবাদী সমিতির ক্রেজ তুঙ্গে, তখন কলকাতার পত্র-পত্রিকা বদ্ধ জলাশয়ের মতই নিস্তরঙ্গ। ব্যতিক্রমী দু-একটি পত্রিকা ছাড়া সবাই তখন 'ছাপা ও চাপা'র খেলায় ব্যস্ত।

৮ অক্টোবর ২০০৩। এক নম্বর বাংলা দৈনিকের এগারো নম্বর পৃষ্ঠায় একটি খবর প্রকাশিত হল। প্রায় এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠাজোড়া খবর, 'সন্তের সরণীতে টেরিজা : ব্রিটিশ ক্যামেরায়'। বড়-সড় একটা ফোটোগ্রাফও ছাপা হয়েছে সঙ্গে। ছবির তলায় শিরোনাম, 'কলকাতায় 'মেকিং অফ এ মডার্ন সেন্ট'-এর শ্যুটিং। ক্যামেরার লুক-থ্রু করছেন পরিচালক ডেভিড মেলোন।' শ্যুটিং চলছিল আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির একটি পথ সভায়। পূর্ব কলকাতার রাসমণি বাজারে পথ সভা করেছিলাম, মাদারকে যেভাবে সেন্ট বানাবার নামে প্রহসন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে। সেই পথসভার ছবি ছাপা হয়েছে।

সেদিন শ্যুটিং চলাকালীন প্রচুর ছবি তুলেছিলেন পত্রিকার আলোকচিত্রী। গোটা খবরে কোথাও উল্লেখ নেই—কাদের নিয়ে শ্যুটিং হচ্ছিল। কেন নেই? ভুল? নাকি ব্ল্যাক আউট?

পরিচালক ডেভিড মেলোন পথসভার আগে আমারই ফ্ল্যাটে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। ডকুমেন্টারিতে তার অত্যন্ত গুরুত্ব থাকলেও পত্রিকাটির প্রকাশিত খবরে তার কোনও উল্লেখ ছিল না। এখানেও কী সেই ব্ল্যাক আউট?

বিষয়টা আমার বা যুক্তিবাদী সমিতির স্বার্থের সঙ্গে শুধু জড়িয়ে নেই। বিষয়টা নীতির। জানি, একটা পত্রিকায় কী ছাপা হবে, কী চাপা হবে তা ঠিক করার আইনি অধিকার পত্রিকা মালিকের বা মালিকের ঠিক করে দেওয়া কর্মচারীর। **পত্রিকার পাঠক হিসেবে আমরা ততটুকুই জানতে পারি, যতটা পত্রিকা আমাদের জানায়। কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা তাদের ছাপা ও চাপা ক্ষমতাকে জায়গা মতো বিক্রি করে।** আমাদের ব্ল্যাক আউট করার আইনি অধিকার এক নম্বর পত্রিকাটির আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই—বিষয়টা নৈতিক ছিল কী? নাকি এ হল বিজ্ঞাপনদাতা জ্যোতিষী-তান্ত্রিক রেইকি বিশারদ ও ফেংশুই বিশেষজ্ঞদের বিরুদ্ধে আমাদের পিছনে লাগার বদলা? নাকি এ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
[illegible] বাঙালি কাঁকড়ার পুরনো গল্প [illegible] যে উঠছে, তাকে টেনে নামাও। অথবা পত্রিকাগোষ্ঠীর সুরে সুর না মেলানো, কালো কে 'কালো,' সাদাকে 'সাদা' বলা মানুষটির 'ঔদ্ধত্য' আহত করেছে কোনও পত্রিকার ইগোকে—এ তারই প্রতিফলন?

ব্ল্যাক আউট করার কারণ এক বা একাধিক হতে পারে, তবে কারণ ছিল।

আমাদের ব্ল্যাকআউট করার ঠিক কারণটা কী? জানি না। তবে এটা জানি— এইসব পত্রিকা পড়ে অনেক কিছুই শেখা যায়। শেখা যায়— লজ্জার মাথা খেয়ে কীভাবে খবর চাপতে হয়। ছাপা ও চাপার রাজনীতি শিখতে এ'সব পত্রিকা পড়তেই হয়, নতুবা পিছিয়ে পড়তে হয়।

উদাহরণ একটা টেনেছি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রায় সকলেই আমাদের অনন্য এই লড়াইয়ের খবর চাপার ব্যাপারে একই রকমের ভূমিকা পালন করেছে। এ'দেশের এবং পৃথিবীর অন্যান্য মিডিয়া যখন আমাদের আন্দোলনের খবর প্রচার করে ভ্যাটিকানের গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন কলকাত্তাইয়া পত্র-পত্রিকার ভূমিকা বিস্ময়জনক। এই বিস্ময় চেপে রাখেননি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া-ব্যক্তিত্ব। তাঁদের মনেও নানা প্রশ্ন— খেলাটা কী? কে খেলাচ্ছে? গন্ধটা সন্দেহজনক? ইত্যাদি।

সত্য ততটাই এগোয়, যতটা এগিয়ে নিয়ে যাই

'যো জিতা ওহি সিকন্দর।' এত কিছুর পরেও আমরা জিতেছি। যুক্তিবাদী সমিতি জিতেছে। যুক্তিবাদী মানুষরা জিতেছে। এদেশের ও বিদেশের সৎ সাংবাদিকদের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে। কলকাতা যখন ব্ল্যাক আউটের জ্বরে কাঁপছে, তখন ভ্যাটিকানে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে বিশ্বের তাবড় সংবাদ সংস্থা, পত্র-পত্রিকা, বৈদ্যুতিন প্রচারমাধ্যমগুলো। এই অনন্য জয়ে তাদের যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি, তার জন্য হাজারো কুর্নিশ জানাই। কুর্নিশ জানাই এইসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকদের যাঁদের বন্ধুত্ব, উপদেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এ'জয় সম্ভব ছিল না। এঁদের সম্মিলিত সহযোগিতার ফলেই কলকাতার আট-দশটা পত্রিকা যখন আমাদের বয়কট করে চলেছে, তখন পৃথিবী জুড়ে কয়েক লক্ষ পত্রিকায় আমরা জ্বল-জ্বল করছি। ওয়েবসাইট খুলে 'মাদার টেরিজা' বা 'র‍্যাশনালিস্ট প্রবীর' টিপলেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দেওয়া খবর। যুক্তিবাদীদের উদ্দীপ্ত করার মতো খবর।

১৯ অক্টোবর ২০০৩। এই দিন টেরিজাকে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা করা হবে, সব ঠিকঠাক। 'বিয়েটিফিকেশন' বা 'স্বর্গীয় মহিমা প্রদান' অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে সরাসরি 'সেন্ট' বা 'সন্ত' ঘোষণা করা হবে এমনই সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই মতো ব্যাপক বর্ণময় পরিকল্পনা গ্রহণ করল ভ্যাটিকান। টেরিজার ছবি সহ বৈচিত্রময় নানা স্মারকের আয়োজন ছিল। ছিল দুনিয়া জুড়ে বিশাল প্রচার। এই প্রত্যয়ী প্রচারকে যে দ্রুততার সঙ্গে তুঙ্গে নিয়ে গেল, তা শুধু ভ্যাটিকানকেই মানায়। পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা খ্রিস্টধর্মীয়দের একমাত্র ধর্মগুরু পোপ। জনসংখ্যা বিচারে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষই খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। এই অবস্থায় বর্তমান পোপের ক্ষমতা পূর্বসূরিদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই তো তিনিই পারেন ইচ্ছে মতো খ্রিস্টধর্মের অচলায়তন 'ক্যানান ল'কে খেয়াল খুশিতে ভাঙতে। মাদার টেরিজার জীবিতকালের সব ভালো কাজকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিলেন পোপ। টেরিজা যখন ছবি হয়ে গেলেন, তখন ছবি নিয়ে অসত্য
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিকের গল্প চালাতে চাইছেন পোপ। প্রতিবাদ প্রত্যাশিত ছিল প্রোটেস্টান্টদের কাছ থেকে। ওদের কাছ থেকে তেমন প্রতিবাদ এল না বলে হয়তো অনেকেই অবাক। কিন্তু সবাই নন, যাঁরা জানেন, খ্রিস্টসমাজে ব্রাত্য প্রোটেস্টান্টরা যখন কোণঠাসা, তখন এই পোপই তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে হাজির হয়েছেন। ফলে অতিমাত্রায় সংখ্যালঘু প্রোটেস্টান্ট ক্যাথলিকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতায় গলে-মলে একশা। কৃতজ্ঞ মানুষগুলো এখন প্রতিবাদী হবে? পাগল?

পোপের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে খ্রিস্টধর্মীদের স্পর্শকাতরতা, জাত্যভিমান জন্মগতভাবে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী, কিন্তু বর্তমানে নিরীশ্বরবাদী, এমন মানুষদেরও অনেকে জাত্যাভিমানের প্রতীক হিসেবে পোপকে দেখেন। এমনই এক কঠিন পরিস্থিতিতে পোপকে তাঁর লক্ষ্য থেকে পিছু হটতে বাধ্য করা ছিল অসম্ভবেরও কিছু বেশি।

অলৌকিক ক্ষমতার জন্য টেরিজাকে 'সেন্ট' ঘোষণা করতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত পোপ পারেননি। কিন্তু এই জয় তুচ্ছ হয়ে যায়, যখন দেখি **'সেন্ট' ঘোষণার সঙ্গে আলৌকিকতাকে জুড়ে দেবার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে। আর সেই জনমত গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকাকে দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে BBC News (বিবিসি নিউজ)** ১৮.১০.২০০৩ এর বিবিসি নিউজ/ওয়ার্ল্ড/সাউথ এশিয়ার দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী ওয়েবসাইট থেকে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার সামান্য একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"Prabir Ghosh, secretary of the Calcutta-based Indian Rationalists Association, openly questions the miracle.

"Mother Teresa was a great soul and I think it is an insult to her legacy to make her sainthood dependent on bogus miracles. It should be linked to her great work among the poor," says Mr. Ghosh.

He says Mother Teresa herself went to the best hospitals– and the best doctors– in the city when she fell ill.

Most agree with him that Mother Teresa does not need miracles to be declared a saint."

এই একই মূল সুর যুক্তিবাদী সমিতি রেখেছে বিভিন্ন সংবাদ বিক্রিকারী সংস্থা থেকে শুরু করে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, জার্মান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, ডেইলি টেলিগ্রাফ, দ্যা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, টাইম, নিউইয়র্ক টাইমস, লেমন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের কাছে। মাদার গরিবদের জন্য অনেক কিছুই করেছেন। তিনি পথশিশুকে যেমন বুকে টেনেছেন, তেমনই কুষ্ঠ রোগীর শুশ্রূষা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম রায়টে অগ্নিগর্ভ কলকাতার বস্তি এলাকায় তিনিই ছুটে গেছেন সবার আগে। তাঁর এই মমতাময়ী রূপের জন্যে 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' পেয়েছেন। সেই একই কারণে তাঁকে 'সেন্ট' উপাধি দিতে অসুবিধে কোথায়? তিনি যখন ছবি হয়ে গেলেন তখন তাঁর ছবি অলৌকিক ক্ষমতা পেল, তাই তিনি 'সেন্ট' হবার উপযুক্ত হয়ে উঠলেন—এমন যাঁরা বলেন, তাঁরা মাদারকে অপমান করেন, সত্যকে অপমান করেন। ভারতীয় ও কলকাতাবাসী হিসেবে আমরাও অপমানিত বোধ করি।

আমাদের দেশে আর যারই অভাব থাক, অলৌকিক বাবাজি-মাতাজিদের কোনও অভাব নেই। পত্রিকাগুলোর দু'য়ের পাতার বিজ্ঞাপন সে কথাই বলে। তারপরও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে রয়েছে কত লক্ষ ওঝা-গুনিন। এদের অলৌকিক শক্তির কথা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গাঁয়ের মানুষরা মফস্‌সলের মানুষরা এমনিই জানেন। এরপরও রয়েছেন সাঁই, সারদাশঙ্কর, নির্মলা, আম্মার মতো কয়েক হাজার হাইটেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ মোদ্দা কথা হিন্দুদের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ।

এরা কেউই খ্রিস্টজগতের পোপের মতো সুসংগঠিত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে না। সব্বাই অসংগঠিত। এদের কারও পিছনেই সমস্ত হিন্দুত্ববাদীরা নেই। চার শঙ্করাচার্যের মধ্যে ক্ষমতার আঁকচা-আঁকচি, কামড়া-কামড়ি দেখার পর বুঝতে অসুবিধে হয় না লক্ষ গুরুর লক্ষ হাঁড়ি।

এইসব অসংগঠিত 'অলৌকিক ক্ষমতাধর'দের বুজরুকি ফাঁস করা অনেক সহজ। অসম্ভব রকমের কঠিন হল জাত্যভিমানী, সব কিছুতে শক্তির তুঙ্গে অবস্থানকারী একটি সুসংগঠিত রিলিজিয়ন গোষ্ঠীর প্রতীক পোপের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয় হাসিল করা। সুসংগঠিত গোষ্ঠীর মধ্যে সরাসরি বিভাজন সৃষ্টি করা। পোপ ও ভ্যাটিকানের ওই 'ক্যানান ল'র বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা।

এরপরও পোপ আজ বাদে কাল আরও একটি সাজানো অলৌকিক ঘটনা হাজির করে টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দিতেই পারেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতারণার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আঙুল তুলবে খ্রিস্টধর্মীয়রাই। এই অবস্থা তৈরি করা গেছে।

এই যে একটা গুণগত অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে খ্রিস্টান সমাজে— এটাই যুক্তিবাদীদের সবচেয়ে বড় জয়, পোপ, আপনি বিয়েটিফিকেশনের পরও হেরে গেলেন। আপনার ভক্তরাই আপনার ফাঁকি ধরে ফেলেছেন।

এমন এক অভাবনীয় জয়ের পর বলতেই হচ্ছে, এটাই আমার জীবনের ও সমিতিকালের সবচেয়ে কঠিন ও বড় জয়।

* **বি.দ্র.** বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার হয়, যদি বলি— কোনও ধর্মগুরু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ওটাই সবচেয়ে বড় জয়। এভাবে বলার কারণ, যুক্তিবাদী সমিতি ও তার সিস্টার কনসার্ন 'হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'র কাজ শুধু তো অলৌকিক রহস্য উন্মোচন করা নয়, তারচেয়ে অনেক ব্যাপক। সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে, মুক্তমনের লক্ষ্যে, যুক্তিমনস্ক মানুষ গড়ার লক্ষ্যে, শোষণের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের লড়াই। আমরা এদেশে বেশ্যাবৃত্তিকে আইনি করার চেষ্টাকে রুখেছি, রিলিজিয়ান কলমে 'মানবতা' লেখার আইনি লড়াই জিতেছি, 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্র থাকবে ধর্ম বর্জিত'—আমাদের এই সংজ্ঞা ভারতের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই গ্রহণ করেছে। এমন জয় অনেক আছে। তার পরও নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের সর্বকালীন সেরা জয়—কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর মত পরিবর্তনে সক্ষম হওয়া। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের কট্টর অবস্থানকে পালটে আমরাই প্রথম বললাম—কাশ্মীর কাশ্মীরিদের। ভারত-পাকিস্তান যখন ব্রিটিশ শক্তির অধীন, তখনও কাশ্মীর স্বাধীন ছিল। ভারত ও পাকিস্তান ছলে-বলে-কৌশলে কাশ্মীরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
উপর দখলদারি কায়েম রেখেছে। কাশ্মীর সমস্যা কখনই ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয় হতে পারে না। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আলোচনায় কাশ্মীরিদের রাখতেই হবে। তাদের মতামতকেই সহানুভূতির সঙ্গে মর্যাদা দিতে হবে। নতুবা 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বা 'সন্ত্রাসবাদ' যাই বলুন না কেন, তা কখনই বন্ধ হবে না।

এই মতের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা ও রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। ঝুটা জাতীয়তাবাদের আবেগে ভারত-পাক জনগণ যখন গা ভাসিয়েছে, কার্গিল নিয়ে দু'দেশ যখন উত্তপ্ত, তখন এই ধরনের পালটা স্রোতে সাঁতার কাটা যে কত কঠিন তা আমরা অনুভব করেছি অনেক মূল্যে। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করে রাষ্ট্র আমাকে শেষ করতে চাইবেই—জানতাম। রাষ্ট্র যন্ত্রের দুর্নীতি ও হিংস্রতা সাধারণের চিন্তারও বাইরে। রাষ্ট্র যেমনটি চাইবে তেমনটিই প্রচার করবে প্রচারমাধ্যমগুলো। কারণ প্রচারমাধ্যমের মালিকরা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রেরই সহায়ক। অতএব আমাকে গুলিতে ঝাঁজরা করে অনেক গোলাবারুদ পাওয়ার গল্প ফাঁদলে মানুষ তাও খাবে চেটে-পুটে।

এমনই এক কঠিন সময়ে এই লড়াইয়ে সর্বাত্মকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে ব্যাংকের বাঁধা আয়ের চাকরি ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনে পা রেখেছি। টাডায় গ্রেপ্তারের সমস্ত রকম ঝুঁকি নিয়ে লিখলাম একটি পুস্তিকা, 'কাশ্মীর সমস্যা : একটি ঐতিহাসিক দলিল'।

বইটি ভারতে প্রকাশিত হলে আমার এ সমিতির উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নেমে আসবে ধরেই নিয়েছিলাম। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকেই এমনটা ধরে নিয়েছিলাম। ফলে বইটির প্রথম প্রকাশ ঘটল লন্ডন থেকে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় সাড়া পাই। ইংলন্ড, ইউরোপ, আমেরিকার সাংবাদিকদের মধ্যে একটা বিরাট আলোড়ন তুলেছিল পুস্তিকাটি। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ও 'টাইম'-এর মতো বিশ্বখ্যাত দৈনিক ও ম্যাগাজিনের সাংবাদিক সশরীরে হাজির হয়েছেন আমাদের কথা শুনতে।

ভারত থেকে বইটির প্রকাশক পাওয়া তখন অসম্ভব ব্যাপার। হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনকে প্রকাশক হিসেবে খাড়া করলাম। বইটি পড়েই গ্রেপ্তার হওয়ার শঙ্কায় অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ডাকাবুকো ডাক্তার পদত্যাগ করলেন। এদেশ থেকে বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে চলল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল লেখাটি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হল গোটা পুস্তিকাটি। ফলে সমাজনীতি ও রাজনীতি সচেতন মানুষ এবং আমজনতার একাংশ আমাদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হলেন, কাশ্মীরের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হলেন। গড়ে উঠল আমাদের মতামতের পক্ষে রাজনৈতিক মত ও জনমত। আমাদের সমিতি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করতে লাগলেন। খোলা ময়দানের সেমিনারগুলোয় অবাক করা ভিড়। ফল হিসেবে ভারত-পাক রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গিই গেল আমূল পালটে। কাশ্মীর কাশ্মীরিদের—এই মত এখন যে পৃথিবী জুড়েই স্বীকৃতি পেয়েছে, এ'খবর সচেতন মানুষদের সবারই জানা। কেন্দ্রে ক্ষমতার গদিতে কট্টর হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারাও বুঝে গেছে কাশ্মীর আর ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক বিষয় নেই। কাশ্মীরিদের সঙ্গে আলোচনায় বসাটা যে অনিবার্য, তা বুঝে নিয়েছে।

পরিস্থিতি বিচার করে পুস্তিকাটি আরও বিস্তৃত ও গভীর ভাবে লেখায় হাত দিই। ২০০০-এর জানুয়ারিতে 'স্বাধীনতার পরে, ভারতের জ্বলন্ত সমস্যা' গ্রন্থে লেখাটি গ্রথিত হল। প্রকাশ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করার হিম্মত দেখালো দে'জ পাবলিশিং। 'কাশ্মীরে আজাদির লড়াই' প্রকাশিত হল ২০১০ সালে সর্বশেষ পরিস্থিতি এখানে আছে।

মানবতার পক্ষে, গভীর অন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থা পালটে দেবার এই লড়াই আমার জীবনের ও সমিতিকালের কঠিনতম লড়াই, কঠিনতম চ্যালেঞ্জ জেতা।

'সেন্ট' করা হোক কাজের জন্যে

মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' করার আমরা বিরোধী নই। আমরা মানে যুক্তিবাদীরা। বিরোধী তাঁকে 'সেন্ট' বানাবার পদ্ধতি নিয়ে। টেরিজা কী এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য তাঁকে সম্মানিত করা যেত? যেমনটা করেছিল নোবেল পুরস্কার কমিটি। 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' দেওয়ার জন্য টেরিজার সঙ্গে কোনও অলীক কাহিনি জুড়তে হয়নি সেদিন। নোবেল পাওয়ার দু'যুগ পরে মানুষ এগোল, না পিছোল? প্রশ্ন জাগে, যখন দেখি টেরিজাকে সম্মান জানাতে হাতড়ে, মিথ্যের পাঁক খুঁজে বের করে আনতে হয় মণিকা-কাহিনিকে। এতে ক্যাথলিক খ্রিস্ট সম্প্রদায় মাদারকে সম্মানের বদলে অসম্মানের পাঁকেই পুঁতে দিলেন। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা পশ্চিমী খ্রিস্টানরা

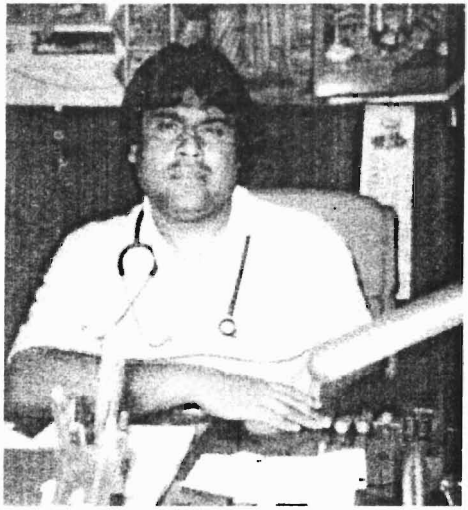

ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি, মণিকার চিকিৎসক

'সেন্ট হুড'-এর নামে এ কোন্ সমষ্টিগত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছেন? **বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম কায়েম করতে তাঁরা কি কঠোর ইসলামপন্থীদের ও হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন? আলজিরিয়া থেকে ইরান, উগান্ডা থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিশুদ্ধ ইসলাম চিন্তায় যে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের স্পষ্ট ছায়া, ভারতকে ওঝা-গুণিন-পুরোহিততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী প্রয়াস, তাদের সঙ্গে চিন্তা-পার্থক্যের রেখা মুছে ফেলার খেলায় নামাটা কী পশ্চিমী খ্রিস্টানদের কাছে গর্বের?** আমাদের কাছে কিন্তু শঙ্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পশ্চিমী খ্রিস্টানদের কাছে কিছু প্রত্যাশা আছে বলেই শঙ্কায়। ভ্যাটিকানের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও প্রেম যদি বিশ্ব জুড়ে সম্প্রসারণবাদী নীতিকে আড়াল করার কৌশল হয়, তবে সম্প্রসারণবাদের শিকার হিসেবে আমরা দেশবাসীদের সচেতন করতে পারি মাত্র। কিন্তু তারপরও একটা প্রশ্ন উঠে আসে—তৃতীয় সহস্রাব্দে পা দিয়েও ধর্মীয় মৌলবাদকে ভাঙিয়ে সম্প্রসারণকে কেন টিকিয়ে রাখতে হবে 'মস্তিষ্ক যোদ্ধাদের'? একই সঙ্গে বিশ্বায়ন ও মধ্যযুগীয় অবস্থায় অবস্থানের মধ্যে স্ববিরোধিতা কী স্পষ্ট নয়? পশ্চিমীদের বেশিরভাগই নিরীশ্বরবাদী। তারপরও পোপকে নিয়ে এত হই-চই করছেন কারা? মেকি জাত্যাভিমান উস্কে দিয়ে পোপকে পশ্চিমী ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরার এত দিনকার ধারাবাহিকতা বড়ো রকমের ধাক্কা খেয়েছে। ধাক্কা দিলেন কারা? এই প্রজন্মে পশ্চিমী দেশগুলোতে এমন মানুষই সংখ্যায় বেশি, যাঁরা জন্মগতভাবে খ্রিস্টান, তাই খ্রিস্টান পদবি বয়ে চলেছেন মাত্র। বিশ্বাসে নিরীশ্বরবাদী। এঁদের সঙ্গে খিস্টধর্মে অন্ধ-বিশ্বাসীদের একটা চিন্তার দ্বন্দ্ব আছে। মাদার'কে 'সেন্ট' বানাবার ইস্যুতে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। তারই ফলস্বরূপ আমার ও আমাদের সমিতির বক্তব্য পশ্চিমী তা'বড় প্রচার মাধ্যমগুলো অসামান্য গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে। এদের অনেক সাংবাদিকই প্রায় প্রতিদিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। ভ্যাটিকানের খুঁটিনাটি নানা জরুরি খবর পৌঁছে দিয়েছেন। ভ্যাটিকান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছে ১৯ অক্টোবর-ই মাদারকে 'সেন্ট' ঘোষণা করতে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের আন্তরিক সহযোগিতায়। সহযোগীদের বেশির ভাগই কিন্তু জন্মগতভাবে খ্রিস্টান। তাঁরা স্পষ্টতই চাইছিলেন, মাদার ইস্যুকে কেন্দ্র করে 'ক্যানান ল' নামের কুসংস্কারের অন্তিম-যাত্রার সূচনা হোক। তাঁরা কেউই মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' উপাধি দেওয়ার বিরোধী ছিলেন না। চেয়েছিলেন, তাঁকে 'সেন্ট' দেওয়া হোক সারা জীবন গরিবদের জন্য যা করেছেন, তারই ভিত্তিতে। 'সেন্ট' বলে সম্মানিত করার জন্য মিথ্যে অলৌকিক কাহিনি গুঁজে দেবার কুপ্রথা বন্ধ হোক।

মজার কথা হল, এই প্রতিবাদীরা কেউই জন্মগতভাবে প্রোটেস্টান্ট নন, সবাই ক্যাথলিক। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের একটা ছোট্ট নমুনা হাজির করছি। ২ অক্টোবর ২০০৩। ভোরে আমার ঘুম ভাঙালেন বিবিসি'র এক সাংবাদিক। জানালেন, তাঁদের রোমের প্রতিনিধি ঘণ্টা কয়েক আগে ফোনে একটা ভয়ংকর খবর দিয়েছেন। যে দু'জন ডাক্তার জানিয়েছিলেন মণিকা বেসরা তাঁদের চিকিৎসায় ভালো হয়েছে, তাঁদের নামে রোমে অ্যাকমডেশন বুক করা হয়েছে। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আজ অ্যাকমডেশনের যে লিস্ট দিয়েছে তাঁতে ওঁদের নাম আছে। ওঁদের তো আর এই বলতে আনা হচ্ছে না যে, মণিকা চিকিৎসায় সেরেছে; তবে কেন আনছে? ডাক্তার কি তবে ডিগবাজি খাবেন? বিষয়টা এখুনি দেখুন।

এক ঘণ্টা পরে একই বক্তব্য রাখলেন আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের সাংবাদিক। অনুরোধ একই। তারই ভিত্তিতে আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সুবিধে হয়েছে।

এমনই বহু সহযোগিতা আমাদের কঠিনতম লড়াইকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করছে। সত্যি বলতে কী, আমরা যুক্তিবাদীরা শিখতে শিখতে পালটাই। পালটাতে পালটাতে শিখি। 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' আমেরিকার কাছ থেকে শিখেছি। ভ্যাটিক্যানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় আমেরিকাকে আমাদের গুরুদক্ষিণা।

মাদার টেরিজা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক ও প্রসারক। রাস্তার মরণাপন্ন রোগীকে তুলে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
[illegible] সাত্য। এও সাত্য, চার্চটির বিনিময়ে তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন। খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মাদার যা করেছেন, সে জন্যই ক্যাথলিক ধর্মের তরফ থেকে পোপ তাঁকে সম্মানিত করতেই পারতেন। মিথ্যে কাহিনিকে টেনে আনার মতো দুর্নীতির দায়ে যুক্ত না হয়েই পারতেন। সেন্ট ঘোষণা করার জন্য প্রার্থীর অলৌকিক ক্ষমতার আষাঢ়ে গল্প হাজির করতেই হবে—এমন বোকা বোকা বিশ্বাসকে ঝেড়ে ফেললেই পারতেন। তৃতীয় [illegible] থেকে স্বাগত জানাত, যদি বলতেন—আমাদের ভুল ছিল।

[illegible] পোপ ই কয়েক বছর আগে ঘোষণা করেছিলেন—আমাদের ভুল ছিল। সূর্য পৃথিবীকে [illegible] পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এই ভুল স্বীকারের মধ্য দিয়ে মুক্তমনের ভ্যাটিকান ই উদ্ভাসিত হয়েছে। তাদের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে।

পোপ যদি 'ক্যানান ল'র মধ্যযুগীয় অলৌকিক বিশ্বাসকে ছেঁটে ফেলে মাদারকে তাঁর কাজের জন্যে 'সেন্ট' ঘোষণা করতেন, তাতে পোপের সম্মান বৃদ্ধি পেত। কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে ভ্যাটিকানকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পোপের নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকত। মধ্যযুগীয় এই 'ক্যানান ল'-কে রমরমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখার মধ্যে কোনও গৌরব নেই। আছে [illegible]। যারা এ'ধরনের খ্রিস্টান মৌলবাদী চিন্তার মধ্যে গৌরব খুঁজে পায়, তাদের সঙ্গে মুসলিম [illegible] হিন্দু মৌলবাদীদের পার্থক্য কোথায়? এরা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম [illegible] ও হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন, বোকা-বোকা কিছু ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ধর্মের নামে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মকে যুগোপযোগী করে তুলতে এরা অক্ষম।

অ্যাগনেস থেকে মাদার টেরিজা

[illegible] টি মানুষেরই গুণের সঙ্গে কিছু দোষ থাকে। আবার দোষের সঙ্গে কিছু গুণও। আমরা শুধুমাত্র [illegible] অথবা দোষ নিয়ে বিচারে বসলে সে বিচার হবে একটি সম্পূর্ণ মানুষের বদলে খণ্ডিত মানুষের বিচার। অর্থাৎ, ভুল বিচার। মাদারের মতো কিংবদন্তি চরিত্রের বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন আবেগে আপ্লুত না হয়ে মুক্তমনে বিচার করা। বিচার-বিশ্লেষণের আগে মাদার টেরিজার জীবনচর্যাকে জেনে নেওয়া খুবই জরুরি। আসুন সেই প্রাথমিক কাজটা সেরে নিই।

- আগেকার নাম অ্যাগনেস। পুরো নাম অ্যাগনেস গোনঝা বোজাঝিউ। জন্মগতভাবে ক্যাথলিক খ্রিস্টান।
- জন্ম ২৬ আগস্ট ১৯১০ সালে, যুগোস্লাভিয়ার আলবেনিয়া রাজ্যের স্কোপিয়ে শহরে। ছোট্ট শহর। এক দিদি, এক দাদা, অ্যাগনেস সবার ছোট।
- বাবা নিকোলাস ছিলেন বাড়ি তৈরির ঠিকাদার। অনিশ্চিত আয়। তীব্র দারিদ্র ছিল নিত্যসঙ্গী। দিদি ও মা রোজগারের চেষ্টা করতেন।
- ১৯১৭-তে বাবা খুন হলেন।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দারিদ্র আরও তীব্র আকার ধারণ করে। আলবেনিয়ার মুসলিম সম্প্রদায় খ্রিস্টান বিরোধী। খ্রিস্টান যেন তাদের জাতশত্রু। ফলে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের সব সময় নানা অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হত। চার্চই ছিল খ্রিস্টানদের একমাত্র ভরসাস্থল। অ্যাগনেস তাঁর বারো বছর বয়সেই জানিয়ে দেন, তাঁরা লক্ষ্য 'নান'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বা খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনী হওয়া। ক্যাথলিক চার্চে যাওয়ার সুবাদে তিনি ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও কলকাতার কথা অনেক শুনেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন হয়ে ওঠে, এই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে ভারতে পা দেওয়া।

- ২৯ নভেম্বর, ১৯২৮ ভারতে আসতে ডাবলিন থেকে জাহাজে ওঠেন। কলকাতায় নামেন ৬ জানুয়ারি, ১৯২৯।

- উঠলেন লরেটো কনভেন্টে। মিশনারিদের পরিচালিত এই স্কুল ছিল কলকাতার অভিজাত স্কুল। স্কোপিয়ে শহরের সেক্রেড হার্ট চার্চ-এর পরিচয়পত্রের সুবাদে তিনি এই স্কুলে একই সঙ্গে শিক্ষাজীবন ও শিক্ষিকা জীবন শুরু করেন।
- ১৯৩১ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত কলকাতার সেন্ট মেরিজ স্কুলে পড়িয়েছেন। সানডে স্কুলেও পড়াতেন। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়াতেন। ১৯৩৭-এ অধ্যক্ষা হন। তখন তিনি সিস্টার টেরিজা থেকে মাদার টেরিজা নামে পরিচিত হন।
- ১৯৪৬-এ টেরিজা ঠিক করলেন, তিনি গরিব, অনাথদের চ্যারিটি ও ক্যাথলিক ধর্মান্তরের কাজকে জীবনের লক্ষ্য করবেন।
- ১৯৫০-এর এপ্রিলে ভ্যাটিকানের 'কার্ডিনাল'-এর **ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার বিভাগ** টেরিজার আবেদনপত্র পেলেন। সঙ্গে কলকাতার আর্চবিশপের প্রশংসাপত্র।
- ১৯৫০-এর ৭ অক্টোবর পোপ 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'কে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ভ্যাটিকানের নিয়ম অনুসারে সঙ্গে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করার বিধান দেন।
- ১৯৬৫-তে ভ্যাটিকান সিটি এই সংস্থাটিকে পুরোপুরি নিজেদের আইন ও অনুশাসনের অঙ্গ করে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

- ১৯৫০ তে ৫৪এ লোয়ার সারকুলার রোডে একটা বাড়ি কিনে নিলেন আর্চবিশপ। এই বাড়ির নাম দেওয়া হল 'মাদার হাউস'। এটাই মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মূলকেন্দ্র। এখানেই থাকেন সিস্টাররা ও শিক্ষার্থীরা।
- শিক্ষার্থীনীদের বেশির ভাগই আসেন আদিবাসী পরিবার থেকে। পরিবারের অভাব এবং এই সংস্থায় এলে খাওয়া-পরা-থাকার নিশ্চিত আশ্বাস—এটাই আদিবাসী মহিলাদের এখানে ভিড় জমানোর প্রধান কারণ। শিক্ষাপর্ব পাঁচ বছরের।
- প্রথম বছরে শেখানো হয় ক্যাথলিক ধর্মের অ-আ-ক-খ। বাকি বছরগুলো শেখানো হয় প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রাথমিক শিক্ষাদান ও হাতের কাজ শেখানোর পদ্ধতি, রোগী, গরিব ও পথশিশুদের সেবা পদ্ধতি এবং ধর্ম প্রচার ও ধর্ম প্রসার পদ্ধতি। পাঁচ বছর পর শিক্ষার্থীরা খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সেবা ধর্ম পালনের শপথ নেন।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩। এদিন টেরিজা ১৪ ক্রিক লেনের একটি বাড়িতে থেকে প্রথম জয়যাত্রা শুরু করেন।
- ১৯৪৮, বাঙালিদের মন জয় করতে স্কার্ট ছেড়ে শাড়ি পরলেন।
- ১৯৫২, ২২ আগস্ট। কলকাতা পুরসভা কালীঘাট মন্দিরের লাগোয়া বাড়ি দিলেন টেরিজাকে। এখানে গড়ে উঠল '**নির্মল হৃদয়**'। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, মরণাপন্ন নিরাশ্রয়দের আশ্রয়স্থল এটি।
- ১৯৬০ সালে আর্চবিশপের অনুমতি নিয়ে টেরিজা তাঁর চ্যারিটি, ধর্মপ্রচার ও ধর্মান্তরের কর্মসূচিকে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে দেবার অনুমতি দিলেন।
- ১৯৬১-তে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির নতুন বাড়ি হল আগ্রা, ঝাঁসি, মুম্বাই, গোয়া, পাটনা, আম্বালা, দার্জিলিং, ভাগলপুর অমরাবতীতে।
- ১৯৬১-তে আসানসোলের কাছে শান্তিনগরে চৌত্রিশ একর জমি এক টাকা ভাড়ায় মাদারকে লিজ দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেখানে মাদার গড়ে তুললেন কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।

  মিশনারিজ অব চ্যারিটি ভারতে পঞ্চান্নটি কুষ্ঠ হাসপাতাল চালায়। পৃথিবীর বিভিন্ন গরিব দেশে আরও গোটা তিরিশেক কুষ্ঠাশ্রম চালায়।
- ১৯৬৫-তে প্রথম বিদেশে ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার ও সেবার জন্য কেন্দ্র স্থাপিত হল ভেনেজুয়েলায়। পরে ভেনেজুয়েলায় আরও দুটি বাড়ি গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে আরও দুটি কেন্দ্র। এ'ছাড়াও এক বা একাধিক মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র গড়ে তুলেছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আলবেনিয়া, ব্রাজিল, পানামা, গাজা, ইথিওপিয়া, সিসিলি, ফিলিপিনস, পাপুয়া, নিউগিনি, বুরুন্ডি, বাংলাদেশ প্রভৃতি ১৩৩টি দেশে। কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৬০০।
- মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কেন্দ্র আছে ভ্যাটিকান সিটিতে। কারণ মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ভ্যাটিকান অনুমোদিত এবং সরাসরি ভ্যাটিকানের নির্দেশ মতো চলা একটি সংস্থা। পোপের হুকুম-ই শেষ কথা। মাদার টেরিজা পোপের প্রতিনিধি মাত্র।
- ১৯৭৩-এ শিয়ালদহ এলাকার এন্টালিতে গড়ে তোলা হল '**নির্মলা শিশুভবন**'। এটি হল পথশিশুদের নৈশাবাস। এখান থেকে কাজের বিনিময়ে খাবার দেওয়া হয়। ১০০টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ডাবের খোলা কুড়িয়ে এনে নৈশাবাসে জমা দিলে ১৬টা বিস্কুট অথবা এক পাউণ্ড রুটি মেলে। আট থেকে দশ বছরের প্রায় আটশো শিশু রাতে এখানে থাকে।

- ১৯৭৩-এ তিলজলায় গড়ে তোলা হয় 'প্রেমদান' কেন্দ্র। নির্মলা শিশুভবনে সংগৃহীত ডাবের খোলা লরিতে তুলে আনা হয় এই কেন্দ্রে। এখানে ডাব শুকিয়ে ছোবড়া তৈরি করা হয়। ছোবড়া দিয়ে তৈরি করা হয় দড়ি, মাদুর, জাজিম, গদি ইত্যাদি। বিকলাঙ্গ প্রায় শ'তিনেক মানুষ এখানে কাজ করে। বাড়িটি আই. সি. আই-এর দান।
- ১৯৯১-এর মধ্যে ভারতে তৈরি হল ১৬৮টি বাড়ি। সেগুলোতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র।
- মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কারও কাছ থেকেই কোনও চাঁদা গ্রহণ করে না। দান গ্রহণ করে মাত্র। এই দাতাদের তালিকায় কুখ্যাত একনায়কতন্ত্রী অনেক শাসকই আছে। আছে আন্তর্জাতিক কুখ্যাতির অধিকারী অনেক মাফিয়া ও প্রতারক। মাদার এইসব একনায়কদের দরাজ হাতে 'সার্টিফিকেট' দিয়েছেন। হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত কিটিং টেরিজাকে দান করায় টেরিজা কিটিং-এর পক্ষে মার্কিন বিচারব্যবস্থার কাছে আবেদন রেখেছিলেন।
- ১৯৬২-তে পেলেন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার।
- ১৯৭১-এ পেলেন 'পোপ জন ত্রয়োবিংশ শান্তি পুরস্কার'।
- ১৯৭২-এ পেলেন 'জওহরলাল নেহেরু অ্যাওয়ার্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং
- ১৯৭৫-এ পান 'অ্যালবার্ট শোয়াইৎজার আন্তর্জাতিক পুরস্কার।
- ১৯৭৯-তে পেলেন শান্তির জন্য 'নোবেল পুরস্কার'।
- ১৯৮০-তে পেলেন 'ভারতরত্ন'।
- ১৯৮৩-তে ইংলন্ড দিল 'অর্ডার অফ মেরিট'।
- ২০০৩-এ পেলেন 'ব্লেসেড'। দিলেন পোপ দ্বিতীয় জন পল।
- বিখ্যাত আটটি সম্মানের মধ্যে ছটিই পেয়েছেন খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠির কাছ থেকে।
- মৃত্যু, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭।

'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি' ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ভ্যাটিকানের-ই সিস্টার কনসার্ন পোপের প্রতিনিধি হিসেবে মাদার এই সংস্থার দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই মাদার বিশুদ্ধ, কঠোর ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষেই প্রচার চালাতে চেয়েছেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ধর্মের আদর্শ কায়েম করতে চেয়েছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারক যিনি, ধর্মান্তরকরণ যাঁর লক্ষ্য, তাঁর চিন্তার সঙ্গে সমাজ সচেতন মানুষদের চিন্তার বিরোধ থাকতে বাধ্য। সমাজ সচেতন মানুষের চোখে যা মাদারের সীমাবদ্ধতা, তাই মাদারের চোখে লক্ষ্যপূরণ। মাদারের 'সীমাবদ্ধতাগুলো' এই ধরনের :

❑ মাদার ছিলেন গর্ভপাতের কট্টর বিরোধী গর্ভপাতের পিছনে মা বা বাবার ইচ্ছের কোনও দাম-ই নেই মাদারের কাছে। এমন কী গর্ভপাতের পিছনে শারীরিক, আর্থিক বা সামাজিক— যে প্রতিবন্ধকতাই থাক না কেন, মাদার তাকে একটুও পাত্তা দিতে রাজি ছিলেন না।

মাদারের এমন মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণ, তিনি স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারী ছিলেন না। ১৯৬৫ সালে মাদার নিজেই এই পরাধীনতার শিকল পরেছিলেন। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে ভ্যাটিকান যখন তাদের আইন ও অনুশাসনের অঙ্গ করে নেয়, তখন থেকে সংগঠনটি সরাসরি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চলে যায় পোপের হুকুমের আওতায়। ফলে গর্ভপাত বিষয় পোপের মতামতের সুরে সুর না মিলিয়ে কোনও উপায়-ই ছিল না মাদারের।

❑ অনেকেই অভিযোগ করেন মৃত্যুপথযাত্রীদের নিয়েও মাদার ধর্মের রাজনীতি করেছিলেন। তিনি মুমূর্ষ মানুষদের সেবার বিনিময়ে, চ্যারিটির বিনিময়ে ধর্মান্তরিত করে-ই গেছেন। লাগাতার ভাবে করে গেছেন।

কিছু পত্রিকায়, কিছু ম্যাগাজিনে (যার মধ্যে 'আমরা যুক্তিবাদী'ও আছে), কিছু বইতে এইসব অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ কী জন্যে? নীতিহীনতার? ক্যাথালিক উপাসনা ধর্মের প্রচার ও প্রসার পোপ ও ভ্যাটিকানের আদর্শ। ভ্যাটিকানের প্রতিনিধি মাদার এই আদর্শের পরিপন্থী কাজ করবেন—এমনটা যাঁরা প্রত্যাশা করেন, তাঁদের দলে আমরা যুক্তিবাদীরা নেই। আমরা যদি ভাবতে থাকি, বাঘ নিরামিষ খাবার খাবে, শোষকরা সাম্য চাইবে—সেটা আমাদের বোকামি। আমাদের বুঝতে হবে, ধর্ম প্রচারক ও প্রসারকামী মাদার তাঁর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য-ই পালন করে চলেছেন।

এটা ভালো, কী খারাপ? আপনার আমার গড়ে ওঠা বোধ-ই তা তা বলে দেবে। সে বোধ ভ্যাটিকানের সঙ্গে না মিলতেই পারে।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটি নিঃস্বার্থ ভাবে চ্যারিটি করে না—এই অভিযোগ অনেকেরই। সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়ে বাঁদর নাচন নাচিয়ে যাওয়া ক'টা দল নিঃস্বার্থভাবে গরিবের কথা ভাবে? নেতারা পার্টির ভোট বাক্স আর নিজের তহবিল বাড়াতেই ব্যস্ত। এবং এটাই বাস্তব চিত্র।

এইসব রাজনৈতিক দল ও রাজনীতিকদের তুলনায় ওরা অনেক সৎ। সাম্যের স্বপ্ন দেখায় না। সোজা-সাপটা বলে, আমাদের সাহায্যের দোকান খুলেছি। রেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা, কাজ সব-ই মিলবে। টাকাও দিতে হবে না। খ্রিস্টধর্ম নিলে সব বিনামূল্যে। নিলে নাও। পছন্দ না হয়, নিও না। কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।

ওরা গরিবদের বন্ধু সেজে বিরোধী ধর্মের মানুষদের ধর্ষণ করে না, বাড়ি জ্বালায় না, মুন্ডু কাটে না। অনেক রাজনৈতিক দলের তুলনায় ওরা অনেক ভালো। দলের ছত্রছায়ায় সমাজবিরোধী পোষে না। সমাজসেবী পোষে। হ্যাঁ পোষে। তবে এই সমাজসেবীরা অনেক গরিবেরই বন্ধু, অনেক অনাথের-ই নাথ। এইসব অনাথ, মুমূর্ষরা জানে-ই না ধর্ম খায়, না মাথায় মাখে। যে ধর্ম ওদের বাঁচায়, সে ধর্ম ওরা নেবে, বেশ করবে।

ভ্যাটিকানের ধর্মের রাজনীতি থেকে ভারতের যে রাজনৈতিক দল শিক্ষা নিয়েছে, তাদের নাম সংঘ পরিবার। সংঘ পরিবার মানে, ভারতীয় জনতা পার্টি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যৌথ পরিবার। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ভারতের হাজার হাজার গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষা, হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার কর্মসূচি নিয়েছে। ওরাও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এবং চার্চগুলোর মতোই সেবার ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্ম প্রচারের রাজনীতি করছে।

সংঘ পরিবারের এই হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বামপন্থী, কংগ্রেসের মতো দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা। 'গেল গেল' রব তুলেছেন। উপসনা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির বিরুদ্ধে সরবতা নিশ্চয়ই ভালো। কিন্তু এই প্রতিবাদ যদি স্রেফ ভন্ডামি হয়, তাহালে দুঃখের, ক্ষোভের। দেশে শুধু খ্রিস্টান ধর্মান্তরের কাজ চলছে, তা কিন্তু নয়। ইসলাম ধর্মান্তকরণের জন্য ভারতে বিপুল পরিমাণে পেট্রো-ডলার ঢুকছে। খ্রিস্টধর্ম এবং মুসলিম ধর্ম নিয়ে যে সেবার রাজনীতি চলছে সে বিষয়ে সব জেনে-শুনে হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন? এই নীরবতাও তো ঘৃণ্য রাজনীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সেবার রাজনীতি করতে দেখে বিজেপি একই ভাবে সেবার রাজনীতিতে নেমেছে। মানলাম। তেমন সেবার রাজনীতি করতে ক্যাডারদের হতদরিদ্র গ্রামগুলোতে পাঠাতে অসুবিধে কোথায়? ওরাও গ্রামে গ্রামে পড়ে থেকে শিক্ষা, চিকিৎসা, হাতের কাজ শিখিয়ে গ্রামবাসীদের স্বনির্ভর করে তুলুন। অসুবিধে কোথায়? ওরা গ্রামবাসীদের মন জয় করে নিলে সাম্যের শিক্ষা নিশ্চয়ই নেবে।

গ্রামে সেবার ব্রত নিয়ে যাবার মতো ক্যাডার মিলবে না ভেবেই কী এ'ধরনের প্রোগ্রাম নিতে বেজায় অসুবিধে আছে? হতে পারে, এমনটা হতে পারে। যে'দিন দেখব তোলাবাজ-মস্তান-প্রোমোটার-ক্যাডার-হাফলিডাররা তাদের এমন সাজানো 'ব্যবসা' ছেড়ে গ্রামে-গঞ্জে সেবার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের নীতি শেখাচ্ছে, সেদিন তো বেড়ালরাও মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে। মার্কসবাদী নেতারা এই সত্যিটা ভালো রকম জানেন বলেই সংঘ পরিবারকে গালাগাল দিয়েই দায়িত্ব সেরেছেন? ওঁরা কী জেনে গেছেন ক্যাডার—হাফলিডারদের মনের কথা—"আরে বাবা সেবার রাজনীতির মতো ছুতোরের টুক্‌টাকের দরকার কী? কামারের এক ঘা'য়ে ইলেকশন তো আমরাই উতরে দিই। তারপর আবার আমাদের গ্রামে পাঠাবার ন্যাকামো কেন? আমাদের দিয়ে ইলেকশন জিতবেন, গদিতে বসবেন, মূল্য দেবেন না?"

গ্রামে যে সব ক্যাডার ও হাফলিডার স্থায়ী বাসিন্দা, তারা মাদার টেরিজার চেয়ে দুর্যোধনের ভূমিকায় নামতে বেশি আগ্রহী। নিরুত্তেজক সেবার চেয়ে 'বস্ত্রহরণ' ও 'জতুগৃহ' পালায় উত্তেজনার মজাই আলাদা। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাজ-কর্মকে টাইট দিতে আমরা ক্যাডাররা এ'সব দুষ্টুমি একটু-আধটু করব। কখনও-সখনও বাড়াবাড়ি হলে দেখ-ভালের দায়িত্ব পার্টিকে তো নিতেই হবে। কাজ করাবে মূল্য হিসেবে প্রোটেকশনটুকু দেবে না, এ হয় নাকি! গ্রাম থেকে চা বাগান, সর্বত্র সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে নেতাদের মূল্য দিতেই হবে। মূল্য—প্রোটেকশন।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এই মূল্যই নিচ্ছে, তবে মস্তানি করে নয়।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেন, ওরা গরিবি হটাতে চায় না। এই যে বিপুল অর্থ ওরা সাহায্য হিসেবে পাচ্ছে, তা দিয়ে গোটা দেশে লক্ষ লক্ষ কুটির শিল্প গড়ে তুলতে পারত, পারত কোটি কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু তা ওরা করে না।

এইসব দুর্মুখেরা বোঝে না যে—দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে দরিদ্র মানুষের জোগান জরুরি। তার-ই জন্যে জরুরি দারিদ্রকে টিকিয়ে রাখা। গরিব মানুষগুলো গরিবি থেকে মুক্তি পেলে, বাঁচার শর্তে খ্রিস্টান হবে কে? ভ্যাটিকান কোনও দেশের গরিবি হটাবার ঠিকে নেয়নি। ঠিকে নিয়েছ খ্রিস্টধর্ম প্রসারের।

দুর্মুখদের মুখ বন্ধ করা সোজা। ব্ল্যাক আউট কর। সঙ্গে কর মাদারের গুণকীর্তন প্রচার। 'ফেল কড়ি, মাখ তেল' মার্কা বন্ধুরাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, দেবে।

❑ মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ অনেক আছে যে, তাদের কেন্দ্রগুলোতে ডিসপেনসারি আছে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তার নেই। নান বা সন্ন্যাসীরাই রোগীর কাছ থেকে শুনে বড়ি-টড়ি দিয়ে দেন। সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ দেবার মতো কোনও হাসপাতাল-ই মাদার তৈরি করার চেষ্টা করেননি, প্রতুল অর্থ থাকার পরও। মাদার নিজের চিকিৎসা করাতে ভর্তি হয়েছেন অত্যন্ত নামী-দামি বে-সরকারি হাসপাতালে। নিজের গড়ে তোলা হাসপাতালকে চিকিৎসার দায়িত্ব দেননি। জানতেন, সামান্য ভরসা করার মতো পরিকাঠামো তাঁর হাসপাতালগুলোতে নেই।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
গরিব, আতুর, মৃত্যুপথযাত্রীরা চিকিৎসা পেয়েছেন মাদারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে। মাদার নিজের চিকিৎসার জন্যে কিন্তু ভুলেও পা রাখেননি নিজের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে। আপন-পর জ্ঞানটুকু প্রয়োজনের সময় টন্‌টনে ছিল—অন্তত চিকিৎসার ব্যাপারে। নীল পাড় সাদা খোলের সুতির শাড়ি পরে আর ভাঙা বাংলা বলেই বাজার মাত করে গেছেন মাদার। মাদার রাজনীতিকদের ভরসা জোগান। শিখিয়েছেন, কীভাবে কথায় ও কাজে দুই পৃথিবীতে থেকেও কোটি কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধা আদায় করা যায়।

কিন্তু, চিরকালের জন্য যায় কি? সময় উত্তর দেবে। অথবা উত্তর দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

মাদারকে নিয়ে এতটা আলোচনার পর মনে হতে পারে এ সব-ই মাদারের সীমাবদ্ধতা। আবার কেউ যদি বলেন, না এসব কোনও সীমাবদ্ধতার প্রকাশ নয়। এ'সবই ভ্যাটিকানের প্রতি মাদারের দায়বদ্ধতার বিভিন্ন রূপ। আমরা কি এক কথায় এই বক্তব্যকে উড়িয়ে দিতে পারব?

কেউ কেউ মনে করতেই পারেন, একজন সেন্ট এর এমন আচরণ সাজে না। কিন্তু ধর্মের প্রচার ও প্রসার যাঁর লক্ষ্য, তাঁর খুব সাজে।

ভ্যাটিকান মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' করুক তাঁর কাজের জন্যে। খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনন্য অবদানের জন্যে। এতে আমাদের প্রতিবাদ জানাবার কোনও অবকাশই থাকে না। প্লিজ, 'সেন্ট' বানাতে অলৌকিক গপ্পো ফাঁদবেন না।

মাননীয় পোপ, দরিদ্র ভারতবাসীদের প্রতি করুণার তলানি আপনার মনের তলায় পড়ে থাকলে এমন ভয়ংকর খেলা খেলবেন না। আপনার এই খেলায় ধর্মান্তরে জোয়ার আসতেই পারে। কিন্তু শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষগুলোকে আধুনিক চিকিৎসা থেকে অলৌকিক চিকিৎসার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অমানবিক, অপরাধ। মাননীয় পোপ, আপনার এ'খেলার পরিণতিতে অলৌকিক-চিকিৎসার দিকে ধাবিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।

ভারতকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যুগে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য, লক্ষ-কোটি মানুষের মৃত্যুর জন্য ইতিহাস একদিন আপনাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেই। এই সত্যটুকুও বোঝার ক্ষমতা কি কেড়ে নিয়েছে আপনার অসুস্থতা?

মিরাকেলের রোজ নামচা

২৫ সেপ্টেম্বর বুধবার ২০০২। গাজোল থেকে সুবোধ সূত্রধর ফোন করলেন। সুবোধ আমাদের সমিতির সদস্য। গাজোল মালদা জেলার ছোট শহর। সুবোধ জানালেন, "মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানাবার জন্য আমাদেরই কাছের গ্রাম নাকোড়ের একটি গরিব আদিবাসী বউকে হাজির করা হচ্ছে। নাম মণিকা বেসরা। দীর্ঘ বছর ধরেই ওদের পরিবারকে চিনি। নাকোড় মেহেন্দিপাড়া চার্চ এলাকার অন্তর্গত। মেহেন্দিপাড়া চার্চ থেকে নাকি গুজব ছড়ানো হচ্ছে, মণিকা বেসরার পেটে টিউমার হয়েছিল। বায়পসি করে নাকি দেখা গেছে ক্যানসার। এই ক্যানসার
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নাকি, রাতারাতি সেরে গেছে। সারিয়ে দিয়েছে মাদারের ছবি। এ' ব্যাপারে আমরা কিছু করতে পারি না?"

২৯ সেপ্টেম্বর, রবিবার, ২০০২। দারুণ অগ্রগতির খবর দিলেন সুবোধ। একটা টিম গড়ে কাজে নেমেছিলেন। টিমে সুবোধের সঙ্গী ছিলেন ডাঃ নিরঞ্জন মণ্ডল ও ডাঃ মদনমোহন বিশ্বাস। ১৯৯৮-এ মণিকা বেসরা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। অসুখটা টিবি। পেটে একটা মাংসপিণ্ড ধরা পরেছিল আলট্রাসোনোগ্রাফিতে। টিবি'র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এই মাংসের দলা বা মাংসপিণ্ডের উৎপত্তি। চিকিৎসা করেছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে ডাঃ আশিস বিশ্বাস। তিনি ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির কাছে মণিকাকে পাঠান। রঞ্জন মুস্তাফি চিকিৎসা করেন। পরবর্তী সময়ে মণিকা শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। সেখানেও একই কথা বলা হয়—রোগটা টিবি। মণিকার স্বামী সেলকু মুর্মুর কথা অনুসারে, হাসপাতাল থেকে ৯ মাস খাওয়ার জন্য অনেক রকম ওষুধ দিয়েছিল। মণিকা ওষুধ খেত। মণিকা ওষুধেই সেরেছে। এক দিনে টিউমার সেরেছে, এমন কিছু দেখিনি।

বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার ১১ মাস পরে মণিকা আবার বালুরঘাট হাসপাতালে যান। সেখানে দ্বিতীয়বার মণিকার আলট্রাসোনোগ্রাফি হয়। টিউমারের অস্তিত্ব ধরা পড়েনি। মণিকার ডাক্তারদের মত, টিবি আজকাল অতি সাধারণ রোগ। ওষুধ খেয়েছেন, সেরেছেন। টিবি'র উপসর্গ টিউমারও সেরে গেছে। এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই।

২০০০ সালে সে সময়কার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন পার্থ দে। তিনি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ মুর্শেদের কাছে মণিকার চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠাতে অনুরোধ করেন। ডাঃ মুর্শেদ মণিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত ডকুমেন্টের কপি পার্থ দে'র কাছে পাঠিয়েছেন।

সুবোধ আরও জানালেন, মণিকা এখন বলছেন, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮-এর রাতে হঠাৎ করে তাঁর বিশাল সাইজের টিউমারটা ভ্যানিস হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পতিরাম কেন্দ্রে। সে রাতে পেটে অসহ্য ব্যথা হচ্ছিল। মণিকা যখন ব্যথায় ছটফট করছেন, তখন মাদারের ছবি থেকে একটা আলো বেরিয়ে এসে মণিকার পেটে পড়ল। ওমনি ব্যথা চলে গেল। অবাক মণিকা পেটে হাত বুলিয়ে দেখেন, বিশাল টিউমারের কোনও চিহ্নই নেই। সে'রাতেই মণিকা নাকি ঘটনাটি জানান সিস্টার বার্থলোমিয়াকে। সিস্টার জানান কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার নির্মলাকে।

রাজ্যের এত রোগী থাকতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেন মণিকার রিপোর্ট তলব করলেন? এটা কোটি টাকার প্রশ্ন। মণিকা তো মারা যাননি। চিকিৎসা বিভ্রাট নিয়ে কোনও বিতর্কও ওঠেনি। তবে? সিস্টার নির্মলা কি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট আদায় করতে চাইছিলেন, যাতে লেখা থাকবে—মণিকা দুরারোগ্য অসুখে ভুগছিলেন, তারপর ঠিক কী করে যে সেরে উঠলেন? সত্যিই আশ্চর্য!

সিস্টার নির্মলা শেষ পর্যন্ত একজন ধর্ম প্রচারক। ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনে 'কালো' কে 'সাদা' বলবেন—এটাই স্বাভাবিক। ধর্মের রাজনীতিতে এটা স্বাভাবিক।

সুবোধ এও জানালেন, এখন হঠাৎ করে মিশনের সেন্টারগুলো থেকে জোর প্রচার চালানো
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হয়েছে, মণিকার টিউমারটা আসলে ছিল ক্যানসারের প্রতিক্রিয়া। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য নাকি খুব নামী ডাক্তার। তিনিই নাকি জানিয়েছিলেন, মণিকার এই ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসায় সারানো সম্ভব নয়। সেলকু জানিয়েছেন, ডাঃ ভট্টাচার্যের নাম-ই শোনেননি।

৩০ সেপ্টেম্বর, সোমবার, ২০০২। ফোনে ধরলাম প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ দে'কে। জানতে চাইলাম, মণিকার মেডিকেল রিপোর্ট চাওয়ার ইনসাইড স্টোরি। জানলাম, সিস্টার নির্মলা পার্থ-দে'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মণিকা বেসরা নামের এক মহিলার টিউমার না ক্যানসার হয়েছিল। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ডাক্তাররা নাকি জানিয়েছিলেন—এ' অসুখ সারার নয়। তারপর মাদার টেরিজার একটা লকেট নিয়ে প্রার্থনা করায় রাতারাতি নাকি অসুখটা সেরে যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে পার্থ দে কথাগুলো লিখে দিলে পোপের কাছে সেই সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মাদার সেন্টহুড পাবেন কি না, সেটা নাকি তার সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করছে।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপারের কাছে তিনি বিষয়টি জানতে চান। সুপার তাঁকে সব ডকুমেন্টের কপি পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে এ বিষয়ে নিজের মন্তব্য লিখে পাঠান। সব পড়ে তিনি সিস্টার নির্মলাকে জানিয়ে দেন যে—মণিকার সুস্থ হওয়ার মধ্যে মিরাকেল কিছুই নেই। আধুনিক চিকিৎসাতেই তিনি সুস্থ হয়েছেন।

রাতে 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকা গোষ্ঠীর সাংবাদিক সুমন চক্রবর্তীর ফোন পেলাম। জানালেন, আগামী ৪ অক্টোবর ভ্যাটিকান মাদারকে সেন্টহুড দেওয়া নিয়ে একটা ঘোষণা রাখবে।

৪ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০২। বিবিসি'র ভারতের প্রতিনিধি সুবীর ভৌমিক ফোন করলেন। আজ ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে, মাদারের অলৌকিক মহিমার প্রমাণ মিলেছে। পশ্চিমবঙ্গের এক আদিবাসী মহিলার জরায়ুতে টিউমার হয়েছিল যা আসলে ক্যানসারের ফলে কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। বহু চিকিৎসার পর ডাক্তাররা জানিয়ে ছিলেন, আধুনিক চিকিৎসায় এ রোগ সারিয়ে তোলা অসম্ভব। এমন অসম্ভবই সম্ভব করেছে মাদার টেরিজার একটি লকেট। ১৯৯৮-এর ৫ সেপ্টেম্বর রাতে মাদারের মিরাকেলে মুহূর্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন মহিলা।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ভ্যাটিকানের কাছে এই দাবি জানাবার পর কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বারুইপুরের বিশপ সালভাদোর লোবোর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি সত্যানুসন্ধান করেন। ডাঃ আর এন ভট্টাচার্য তদন্ত কমিটির কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে জানান, মণিকা বেসরা একজন ক্যানসার রোগী ছিলেন, তাঁর জরায়ুর ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে তোলা ছিল অসম্ভব। বিশপ লোবোর তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর ভ্যাটিকান ঘটনাটিকে নির্ভেজাল মিরাকেল বলে ধরে নিয়ে সেন্ট ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

শ্রীভৌমিক জানালেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য রেকর্ড করতে চান, বিবিসি-তে প্রচারের জন্যে।

বি বি সি'র স্টুডিওতে পৌঁছলাম ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবেই বক্তব্য রাখলাম। বলা ভালো—প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জবাব। প্রশ্ন ছিল, মাদার টেরিজার মিরাকেল পাওয়ারের পরিচয় পেয়েছে বলে আজ ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে। ঘোষণার বলা হয়েছে, পশ্চিম দিনাজপুরের এক আদিবাসী মহিলার পেটে ক্যানসার হয়েছিল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মাদার টেরিজার ছবি থেকে জ্যোতি এসে পড়ে মহিলার পেটে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যানসার সেরে যায়। মাদারের এই মিরাকেলকে ভ্যাটিকান স্বীকৃতি দিয়েছে। এই স্বীকৃতি মাদারের 'সেন্টহুড' পাওয়ার ব্যাপারটা শক্ত করল। এ-বিষয়ে আপনি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কী বলছেন, কী ভাবছেন।

উত্তরে মণিকা বেসরাকে নিয়ে আমাদের সমিতির গাজোল ও মশালদিঘি শাখার তিন সদস্য সুবোধ সূত্রধরের নেতৃত্বে যে তদন্ত চালিয়েছিল, বলেছিল তাঁরা কী পেয়েছেন, কী দেখেছেন, তাও বলেছি। জানিয়েছি আমাদের সমিতির স্ট্যান্ড। মাদারকে গরিবদের সেবা এবং ধর্ম প্রচার ও প্রসারের কাজকর্মের জন্য ভ্যাটিকান তাঁকে সম্মান জানিয়ে 'সেন্ট' উপাধি দিতেই পারত। কিন্তু ভ্যাটিকান এটা কী করল? 'সেন্ট' বানাতে 'মিরাকেল'-এর মিথ্যে দাবি হাজির করে কিংবদন্তি মাদারকে তো অপমান-ই করল। আমরা মণিকার ডাক্তার ও স্বামী সেলকুর সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা কিন্তু জানিয়েছেন, মণিকা ওষুধ খেয়েই সুস্থ হয়েছে। সেলকু কিন্তু নিজেই বিশ্বাস করেন না যে, মণিকা মিরাকেলে রাতারাতি সুস্থ হয়েছেন। এরপরও মিথ্যেকে 'সত্যি' বলে চালাবার এই অপচেষ্টা অবশ্যই নিন্দনীয়।

এমন মিথ্যে প্রচারে আমাদের মতন গরিব দেশের বিশাল ক্ষতি হবে। শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, গরিব, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন গ্রামের মানুষ এই ধরনের প্রচারে বিভ্রান্ত হবে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের বদলে 'মিরাকেল' চিকিৎসার দিকে ঝুঁকবে। ফলে মিথ্যে চিকিৎসায় মৃত্যু বাড়বে। এমন এক সর্বনাশ মিথ্যাচারিতার জন্য মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে সমস্ত রকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দাবি রাখছি। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে এবং তাদের প্রধান সিস্টার নির্মলাকে প্রতারণা করার জন্য ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের ৪২০ ধারায় অভিযুক্ত করা উচিত। এছাড়া ওদের 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ' (অবজেকশনেবল অ্যাডভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪ ধারা লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করা উচিত। এই ধারা মতে কেউ যদি অলৌকিক উপায়ে রোগ সারাবার পক্ষে কোনও ধরনের বক্তব্য রাখেন বা প্রচার করেন, তবে তিনি শাস্তিযোগ্য অপরাধী, মাদারের অলৌকিক ক্ষমতা বিশ শতকের 'সেরা বুজরুকি'।

বক্তব্য শেষ করি একটা সোজাসাপটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। আমাদের হাজির করা একজন অন্ধকে ভ্যাটিকান বা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারবে? পারলে আমাদের সমিতি অলৌকিক বিরোধী সমস্ত রকম প্রচার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। প্রণামী হিসেবে তুলে দেবে কুড়ি লক্ষ টাকা।

বিবিসি এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মতামত চায়। ওরা বলে, এ'বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। ভ্যাটিকানও চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে নীরবতা পালন করে।

এই সাক্ষাৎকার বিবিসি সারা দিন ধরে প্রচার করেছে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষায়। খবরটা গোটা পৃথিবীকে তোলপাড় করে দেয়। সংবাদসার বিসিসি-র ওয়েবসাইটে 'টপ টেন'-এ জায়গা দখল করে রেখেছিল বেশ কয়েক দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
BBC NEWS | World | South Asia | Mother Teresa's 'miracle' challanged

Friday, 4 October, 2002, 11:59 GMT 12:59 UK

Mother Teresa's 'miracle' Challenged

By Subir Bhaumik

BBC correspondent in Calcutta

A miracle attributed to Mother Teresa has been Challenged in the Indian state of West Bengal.

A rationalist group in the state says a woman reportedly cured of **cancer** by placing a photograph of the nun on her stomach had subsequently received treatment in government hospitals.

Doctors who treated the woman, Monica Besra, say she was in pain several yeares after Mother Teresa died.

Vatican Officials earlier this week approved the miracle, and said this would strengthen her case for sainthood.

For several years Prabir Ghosh, general secretary of the Indian Rationalist and Scientific Thinking Association, has challenged Hindu "godmen" and exposed their miracles as what he describes as cheap hypnotic tricks better performed by magicians.

Now he is challenging the claim of the Missionaries of Charity, who say a photograph of their founder, Mother Teresa, when placed over the stomach of 30-years-old Monical Besra, cured her of a tumour.

Undue Publicity

Mr Ghosh described the claim as bogus and typical of the process of cult building in all religious orders.

He says Mother Teresa could be considered for sainthood for her services to the poor, adding that it was an insult to her lagacy to bestow her sainthood on false claims of miracles.

Mr Ghosh says several doctors have reported to the west Bengal government that Ms Besra continued to receive treatment long after Mother Teresa died.

He said Ms Besra was admitted to hospital with chronic headaches and severe abdominal pain at least a year after Mother Teresa's death.

The doctors say that story of the miracle gets what they describle as undue publicity; illiterate and poor villagers may stop taking medical treatment for their maladies and seek miracle cures.

Mr. Ghosh says his association, which seeks to promote rational and scientific thinking in India, would expect the West Bengal Government to take legal action against the Missionaries of Charity.

When contacted, the Missionaries of Charity did not react to the charge.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ইংরেজি করা হয়েছে 'Indian Rationals and Scientific Thinking Association'। আবার অনেকে আমাদের সমিতি ইংরেজিতে নাম দিয়েছেন, 'Science and Rationalists' Association of India'। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় বাংলা অর্থ বজায় রেখে অন্য নাম দেওয়া হচ্ছে। তা হোক। 'গোলাপ'-কে যে নামেই ডাকুক, সে 'গোলাপ'ই।

৫ অক্টোবর, শনিবার, ২০০২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত মিঠুন চক্রবর্তীর দৈনিক পত্রিকা 'খবরের কাগজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল একটি বড়ো লেখা। শিরোনাম :—

কাউকে কোনওভাবে ছোট করা বা আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু মাদারের সেন্টহুডকে কেন্দ্র করে বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিবেদন। একবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক শক্তি বনাম বিজ্ঞানের যুক্তির লড়াই যদি আবার জমে ওঠে মন্দ কি? তবুও আবার বলে রাখি, এই বিতর্কের উদ্দেশ্য শুধু সঠিক কারণ অনুসন্ধান। কোনওমতেই কাউকে আঘাত করা নয়।

যুক্তিবাদীর কলমে

ভিত্তিহীন প্রচার করে সেন্টহুডে লাভ কী?

প্রবীর ঘোষ

মাদার টেরিজার কোনও অলৌকিক শক্তি ছিল না। সুতরাং সেই 'অলৌকিক' শক্তি দিয়ে রোগ সারানোর কোনও প্রশ্নই নেই। এখন সেন্টহুড দেবার জন্য মাদারের নামে যেসব প্রচার চলছে তা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত, অবৈজ্ঞানিক এবং ভিত্তিহীন। আমরা বিজ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে কড়াভাবে এর মোকাবিলা করেছি। যে মহিলার টিউমার মাদার সারিয়ে দিয়েছেন বলে খবর হয়েছিল সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যে। এরকম কোনও ঘটনাই বাস্তবে ঘটেনি। বালুরঘাট হাসপাতালে এখনও ভর্তি রয়েছেন মণিকা বেসরা। মণিকার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনই রয়েছেন। আর সবচেয়ে অবাক লাগছে কাউকে সেন্ট করার জন্য অলৌকিক ক্ষমতায় পরিচয় দিতে হবে কেন? ব্যাপারটা একেবারে বোকা বোকা। কারণ অলৌকিক বলে কিছু নেই। তাই সেন্টহুড দেবার ক্ষেত্রে অলৌকিক মানদণ্ড একেবারেই ভিত্তিহীন। আমরা ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে শুক্রবার বি বি সি-র মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি পোপকে। মণিকা বেসরার ঘটনাটি জানাজানি হবার পর বিবিসি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। আমরা পোপের উদ্দেশে বলেছি, আপনি কী একজন অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দিতে পারবেন? বা মাদারের ছবি কোনও অন্ধ মানুষের চোখে বসিয়ে দৃষ্টি ফেরাতে পারবেন? যদি তা পারেন তবে সমিতির তরফ থেকে নগদ ২০ লক্ষ টাকা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

ইতিমধ্যেই বালুরঘাট হাসপাতাল থেকে সমস্ত বর্ণনা সবিস্তারে জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে। আমাদের প্রশ্ন স্বাস্থ্যদপ্তরকে, যারা এই ষড়যন্ত্র করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন। ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেবল অ্যাটভার্টাইসমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪-তে বলা হয়েছে, কেউ যদি অলৌকিক ভাবে রোগ সারানোর কথা ঘোষণা করেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিন মাসের জেল হবে। আমাদের ইতিমধ্যেই আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ কথা চলছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাদের শিলিগুড়ি শাখাকেও তথ্যাবলী দেবার জন্যে। তাই মিশনারিজ অব চ্যারিটি-র বিরুদ্ধে আমরা কড়া শাস্তির দাবি তুলেছি। কারণ এইরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, ভিত্তিহীন খবর বারবার প্রকাশ পেলে সাধারণ মানুষ ডাক্তারদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেবে।

মাদার টেরিজাকে, কেউ যদি সেন্টহুড দিতে চায় আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অযথা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে খবর চালাবার চেষ্টা করলে আমরা ছেড়ে দেব না। যেখানে বিজ্ঞানের কোনও অস্তিত্ব নেই তা আমরা মানি না। সবচেয়ে বড় কথা, মানবতার কারণে আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে। মিথ্যে, আজগুবি, কল্পকাহিনি রটিয়ে কাউকে মহান বানানোর চেষ্টা করলে যুক্তিবাদী সমিতি ছেড়ে কথা বলবে না। এই প্রতিবেদন পড়ে অনেকেই হয়তো ভাববেন আমরা মাদারের সম্মানহানি করতে চাইছি। কিন্তু আদৌ ব্যাপারটা তা নয়। মাদার টেরিজা আমাদের শত্রু নন। কিন্তু তাঁর অলৌকিক কাহিনির কথা বলে যখন কোটি কোটি মানুষকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা চলছে তখন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব না। আবারও বলেছি, গোটা বিশ্বে অলৌকিক বলে কিছু ছিল না, নেই এবং আগামী দিনেও থাকবে না। মুমূর্ষু রোগীদের প্রতি তাই আমাদের আবেদন, এখনও সময় আছে। ডাক্তার দেখান। সুচিকিৎসা করান, রোগ সেরে যাবে। মাদারের 'অলৌকিক' হাতের ছোঁয়ার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজের অকালমৃত্যু ডেকে আনবেন না।

৬ অক্টোবর, রবিবার, ২০০২। 'খবরের কাগজ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হলো ঃ

মাদার হাউস
সতর্ক
থমথমে

সিগনাস নিউজ ব্যুরো : মাদার টেরিজার অলৌকিক প্রসঙ্গে বিতর্ক জমে ওঠায় অত্যন্ত সতর্কতা রক্ষা করে চলছে মিশনারিজ অব চ্যারিটি। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আপাতত অনেকটাই রক্ষণাত্মক সিস্টাররা। তাঁরা এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা বজায় রেখে চলেছেন। পাশাপাশি ভ্যাটিকান সিটির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। শনিবার সকালে মাদার হাউসে গিয়ে দেখা যায় সেখানকার প্রায় সবকটি দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পরিচয় খতিয়ে দেখার পর তাঁদের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। আপাতত সিস্টার নির্মলা চারদিন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। কারণ তিনি বিশেষ প্রার্থনায় মগ্ন রয়েছেন। অন্য এক সিস্টার এগিয়ে এসে জানালেন যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জের জবাব তাঁরা দেবেন। তাঁর
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Vol. 1 Issue 114 Monday 7 October 2002 Pages 4 Rs 2

Today
> get with it
The Capital's Afternoon Newspaper

AYESHAAAAA!

Our party girl turns a model

>p.16

not savvy
INTERNET ACCESS BY
TATA TELESERVICES

Shah reign continues

>p.13

Ronaldo scores in 50 seconds

>p.10

MOTHER'S MIRACLE CHALLENGED

Mother Teresa is one step closer to becoming a saint after the Vatican recognised that a woman was cured of a tumour by Mother's miracle. Rationalists say it was medicine not miracle.

Suman K. Chakrabarti

KOLKATA. The [illegible] took Mother Teresa [illegible] unofficial but [illegible] challenge the [illegible] well known rationalist groups.

[illegible] Hindu 'syndrome' and exposing their miracles as the sleight of [illegible] tricks better performed by magicians. Today [illegible] has challenged the [illegible]

EXCLUSIVE

[illegible] Indian Rationalists Association. Dabholkar, who [illegible] Mother's miracle, also [illegible] Mother's miracle [illegible] Mother's miracle [illegible] Mother's miracle

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কথায়, বিশ্বাসে কী না হয়। মাদারের মধ্যে যে অলৌকিকত্ব ছিল তা তাঁরা বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসকে নষ্ট করার যাবতীয় চেষ্টাকে প্রতিরোধ করা হবে বলে ওই সিস্টার জানান।

৭ অক্টোবর, সোমবার, ২০০২। দিল্লির দৈনিক পত্রিকা 'Today'-র প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু একটাই খবর, 'Mothers Miracle Challenged' লাল বক্স করে লেখা 'Exclusive' India Today গোষ্ঠীর দৈনিক 'Today'। রাজধানী দিল্লিতে বোম ফাটল। Today-ওয়েব সাইটেও খবরটা বিরাট গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হল।

৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০২। স্টার নিউজ চ্যানেলে সারাদিন আমরা। কাশ্মীরে ভোট আর তা নিয়ে ব্যাপক হিংসা ও গন্ডগোল যখন প্রায় পুরো সময় খেয়ে নিচ্ছে, তখন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়ে উঠেছে, মাদার টেরিজাকে সেন্ট বানাবার জন্য ভ্যাটিকানের মিথ্যচারিতার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির তীব্র প্রতিবাদ।

একই দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুটি সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা এ এফ পি এবং রয়টার খবরটা ছাড়ল। ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মিথ্যাচারিতা বে-আব্রু করার খবর। তাদের বিরুদ্ধে ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি—সবই ওদের সরবরাহ করা খবরে স্থান পেল। এ এফ পি এবং রয়টার আরও জানাল, মাদারের মিরাকেল বিষয়ে যুক্তিবাদী সমিতির তদন্ত রিপোর্ট এবং চ্যালেঞ্জের খবর পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কাছে। ওরা সব শোনার পর এ বিষয় কোনও মন্তব্য করতে বা বক্তব্য রাখতে রাজি হয়নি।

রাতে সুবোধ সূত্রধরের সঙ্গে কথা হল। সুবোধ জানালেন মণিকা বেসরার দিদি কাঞ্চনের সঙ্গে আজই কথা হল, কাঞ্চন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির গঙ্গারামপুর হোলি ক্রস হাসপাতালের নার্স ছিলেন। কাঞ্চন-ই মণিকাকে বালুরঘাট হাসপাতালে ও শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ করে কাঞ্চনের হোলি ক্রসের নার্সের চাকরিটা গেছে। আপাতত কাঞ্চন থাকেন বুনিয়াদপুরের কামারডাঙায়। একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কাজটা মিশনারিজদের-ই দেওয়া। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি থেকে কয়েকজন এসেছিলেন দিন কয়েক আগে। কাঞ্চনকে পই-পই করে পাখি পড়াবার মতো পড়িয়ে গেছেন, হঠাৎ কোনও সাংবাদিক ওঁর বাড়িতে এসে পড়লে কী বলতে হবে। বলতে হবে— মাদারের লকেট পেটে রেখে মণিকা প্রার্থনা করছিল একটা রাতে। সেই রাতে হঠাৎই টিউমারটা অদৃশ্য হয়ে যায়। কাঞ্চন একথাও বলেছেন, যাঁরা মণিকার চিকিৎসা করেছিলেন, সেই ডাক্তাররা কেউই বলতে রাজি হচ্ছেন না যে মাদারের আশীর্বাদে রোগ সেরেছে। তাই মিশনারিজের সিস্টার ও নানরা ডাক্তারদের ওপর রেগে আছেন। কাঞ্চন যদি উলটোপালটা কিছু বলে ফেলেন, তাই তাঁকে নার্সের চাকরি থেকে সরিয়ে সাংবাদিকের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইছেন, বলে মণিকাও মনে করেন। মণিকা এ'সবই সুবোধকে বলেছেন দীর্ঘ-বছরের পরিচয়ের সুবাদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

৯ অক্টোবর, বুধবার ২০০২। পত্রিকার নাম আনন্দবাজার। প্রথম পৃষ্ঠার খবর

'টেরিজার মহিমা, নাকি ওষুধ, মণিকা নিরাময় কীসে'।

খবরটির একাংশে বলা হয়েছে, "মণিকার দিদি আপাতত থাকেন বুনিয়াদপুরের কামারডাঙার বাড়িতে। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষিকা কাঞ্চন জানিয়েছেন, চিকিৎসার পরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। **পাতিরাম মিশনারিজ অফ চ্যারিটি থেকে তাঁকে জানানো হয়েছিল, মাদারের লকেট ছুঁইয়ে প্রার্থনার সময় অলৌকিক ভাবে মণিকার পেটের টিউমার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এবং মাদারের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে যেন তাঁরা মনে রাখেন।"**

এ'দিনের সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক **'দ্য এশিয়ান এজ'** পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল একটি খবর **'যুক্তিবাদীদের বিদ্রুপের লক্ষ্য মাদারের মিরাকেল'**। খবরটি : এক জায়গায় বলা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পার্থ-দে মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে ২০০০ সালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রীমতী বেসরা সুস্থ হয়েছেন মেডিকেল ট্রিটমেন্টে।

খবরটির আর এক জায়গায় বলা হয়েছে, : মিস্টার ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, যে ডাঃ ভট্টাচার্য সার্টিফাই করেছেন মণিকা বেসরা এমন অসুখে ভুগছিলেন যা সারা সম্ভব নয় এবং তিনি সুস্থ হয়েছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা—সেই ডাঃ ভট্টাচার্যের খোঁজ এখন মিডিয়াগুলো পাচ্ছে না কেন?

অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু খ্রিস্টানব্রাদারহুডের বিশ্বায়নের পরিকল্পনার কারিগররা তো আর ভারতীয় আঁতেল মার্কা জোকার নন, সত্যিই মেধা-বুদ্ধির মিশ্রণ। ওরা কেন ডাঃ ভট্টাচার্যকে নিউজ মিডিয়ার সামনে হাজির করবে? এতো সূর্য-চন্দ্রের অস্তিত্বের মতোই সত্যি যে, তোতাপাখি ডাক্তারবাবুটিকে নিউজ মিডিয়া হাতের সামনে পেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন এসে আছড়ে পড়তে থাকবে—কবে প্রথম মণিকা আপনার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য গিয়েছিলেন? কোথায় মণিকা আপনাকে দেখান? শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ হাসপাতালে? না, কোনও চেম্বারে? আপনি কী করে নিশ্চিত হলেন মণিকার জরায়ুতে যে টিউমার হয়েছে, তা ক্যানসার, অর্থাৎ কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি? নিশ্চয়ই বায়পসি টেস্ট করাবার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন? কোন্ প্যাথলজিকাল ল্যাব থেকে বায়পসি টেস্ট করা হয়েছিল? একটাই ল্যাব থেকে টেস্ট করা হয়েছিল? নাকি একাধিক ল্যাব থেকে? সেই বায়প্সি রিপোর্ট কোথায়? প্যাথলজিকাল ল্যাবের রিপোর্টগুলো সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবের রেজিস্টারেও তোলা হয়েছিল তো? তোলা না হয়ে থাকলে রিপোর্টের সত্যতা নিয়ে সংশয় থাকবেই। এইসব তথ্য-প্রমাণ দেখাতে পারবেন তো? তথ্য-প্রমাণের সত্যতা পরীক্ষা করতে চাইলে পরীক্ষা করা যাবে তো? ক্যানসার তো এখন বহু ক্ষেত্রেই সারে, এ সত্য ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অরগানাইজেশন থেকে ক্যানসারের চিকিৎসকরা মানেন। আপনার কেন মনে হল, মণিকার ক্যানসার আধুনিক চিকিৎসায় সেরে ওঠা সম্ভব নয়? এই মত কী কোনও ক্যানসার বিশেষজ্ঞের? সেই বিশেষজ্ঞের নাম ঠিকানা কী? মণিকার কি কেমোথেরাপি চলছিল? কোন্ হসপিটালে কেমো চলছিল? আপনি কি কেমো নিতে কোনও ডাক্তারের কাছে মণিকাকে রেফার করেছিলেন? না করে থাকলে কেন করেননি? আপনি কী জানতেন যে, কেমোর প্রয়োজন নেই, মাদারের মিরাকেলেই মণিকা সেরে উঠবেন? যে ডাক্তাররা মণিকার চিকিৎসা করেছেন, আপনি কি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? মণিকার কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

THE ASIAN AGE

EDIT PAGE

Intellectual shop-lifting

By H.Y. Sharada Prasad

14th Asian Games BUSAN 2002

GOLD RUSH

US sniper strikes again, injures boy, 13

Vol 7 No 128 Kolkata Wednesday 9 October 2002 16 Pages Rs 2.50

Rationalists target Mother's miracle

BY PARWEZ HAFIZ

Kolkata, Oct. 8: The "miraculous" cure of an abdominal tumour of a woman, on the basis of which the Vatican is poised to accord sainthood to Mother Teresa, has been challenged by some doctors, a rationalist and a former state health minister.

SPOTLIGHT

The contention of the sceptics is that Munica Besra, a resident of Nakur village in south Dinjapur district who was suffering from tubercular meningitis, was cured following prolonged treatment at several hospitals, including Balurghat District Hospital, Malda Hospital and the North Bengal Medical College and Hospital. She was cured by the doctors of these hospitals. Calling her cure a miracle of Mother Teresa, whose photograph is supposed to have healed her, is a hoax and seeking sainthood for her on the basis of this so-called miracle is a fraud," Prabir Ghosh of the Science and Rationalist Association of India said on Tuesday.

Mr Ghosh clarified that he held Mother Teresa in high esteem. "I have no problem if she is called a saint for her selfless service to the wretched and destitute of the world. But I feel that her canonisation on a fraudulent miracle will be a disservice to the great soul," he said.

Giving details of Ms Besra's malady and its treatment, Mr Ghosh said she had been suffering from a curable disease

■ Turn to Page 2

Mother's miracle

■ Continued from Page 1

"The doctors at the Balurghat hospital — Dr Tarun Biswas, Dr Ranjan Mustafi and Dr Ashish Chakraborty — who treated Ms Besra gave her anti-tubercular therapy to cure the ovarian tumour. She was released from the hospital in June 1998," he said.

Later she also received treatment at the North Bengal Medical College and Hospital. Nine months later another ultrasonagraph showed that her tumour had vanished. This was possible because of the prolonged treatment, Dr Mustafi is reported to have said. Former state health minister Partha De echoed Dr Mustafi's statement.

In fact, Mr De had informed the Missionaries of Charity in 2000 that Ms Besra was cured by medical treatment. Mr Ghosh has also questioned the bona fides of Dr Bhattacharya, who is reported to have certified that Ms Besra was suffering from an incurable disease and that she was healed by a miracle. "Why were the views of the doctors who treated Ms Besra not taken into consideration? Who is this Dr Bhattacharya and why is he not available to the media?" Mr Ghosh asked.

Even Ms Besra is persistently refusing to talk to the media.

When contacted for its version, the Missionaries of Charity refused comment. When it was pointed out that its association was hurting the sentiments of thousands of Mother Teresa's admirers by trying to question the authenticity of her miraculous power, Mr Ghosh retorted that he was receiving support from many people who also thought that her greatness did not depend on whether she was declared a saint or not.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
টিবি হয়েছিল? টিবি-র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে জরায়ুতে এমন একটা দলা হওয়া কি সম্ভব? টিবি সারলে কি দলাও সেরে যেতে পারে? কী কী কারণে আপনার মনে হল, মণিকা ক্যানসারে ভুগছেন?

এমনই হাজারো জরুরি প্রশ্নের ঝড়ে ডাঃ ভট্টাচার্যথেক মুখ থুবড়ে পড়বেন-ই—এটা বুঝেই কী ভ্যাটিকানের এই লুকোচুরি?

আবারও একটা কথা মনে করিয়ে দিই—শুরুতে ভ্যাটিকান জানিয়ে ছিল মণিকা ক্যানসার রোগী। ২০ অক্টোবর ২০০২-এর রোজনামচায় সেই প্রসঙ্গে আসব।

'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র খবরে এবার আমরা। সর্বভারতীয় খবরে দিনভর আমরা। অনেকটা সময় ধরে। আমাদের প্রতিবাদ, আমাদের চ্যালেঞ্জ ভাষা পেল। ছাপার অক্ষর ছেড়ে এবার শব্দ হয়ে। পানের দোকান থেকে রান্নাঘর, খেত থেকে বস্তি সর্বত্র ভাসছে আমাদের কথা। মণিকার বেসরার অসুখ যে মাদারের মিরাকেলে সারেনি সে কথা। খবরের কাগজ থেকে দূরে থাকা কোটি কোটি মানুষ জানলেন, ভ্যাটিকানের শতাব্দীসেরা প্রতারণার কথা, আমাদের চ্যালেঞ্জের কথা।

১৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০২। বিশ্বের অন্যতম নামী ও সম্ভ্রান্ত সাপ্তাহিক 'টাইম' (TIME)। আজ 'টাইম' প্রকাশিত হয়েছে। প্রচ্ছদ কাহিনি—মাদার টেরিজার মিরাকেল বিতর্ক। একই সঙ্গে 'টাইম'-এর ওয়েবসাইটে জ্বলজ্বল করছে 'সেন্ট' বিতর্ক। উপ-শিরোনামে লেখা আছে "Monica says she is proof of a miracle by the late nun; her husband begs to differ"। বাংলা করলে দাঁড়ায়, "মণিকা বলেছেন তিনি মৃত নানের (মাদারের) অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ; ওঁর স্বামীর ভিন্ন মত"।

ভিতরে রয়েছে মণিকার স্বামী সেলকুর কথা, "My wife was cured by the doctors and not by any miracle"; অর্থাৎ "আমার স্ত্রীকে সুস্থ করে তুলেছেন ডাক্তাররা, অলৌকিক নয়।" সেলকুর বক্তব্য হিসেবে আরও লেখা আছে, "This miracle is a hoax." অর্থাৎ এই মিরাকেল একটা ধোঁকা।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর এই কথাই জানিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য সুবোধ। কিন্তু তারপর দ্রুত পালটে গেছে গোটা পরিস্থিতিটা। এখন ভ্যাটিকান, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি, খ্রিস্টান ব্রাদারহুডের পৃষ্ঠপোষকরা নিশ্চয়ই মণিকা, সেলকুর কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়েছে। ৪ অক্টোবর বিবিসি যে বোমা ফাটিয়েছে; তারপর সেলকুর মুখে এমন কথা! সেলকুর এই সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই আমার সাক্ষাৎকার প্রচারের দু-এক দিনের মধ্যেই নেওয়া। মিশনারিজদের ব্যবস্থা গ্রহণের আগেই নেওয়া।

বিবিসি, এ এফ পি, রয়টার, টাইম এবং আরও সব নিউজ মিডিয়াগুলো এ কী আরম্ভ করেছে? সব্বাই মিলে যুক্তিবাদী সমিতির অনুসন্ধান রিপোর্ট, প্রশ্ন, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে ভ্যাটিকানকে লক্ষ্য করে। ভ্যাটিকানের অবস্থা এখন বোমা-বিধ্বস্ত পার্ল হারবার-এর মতো।

TIME-এর খবরের অনেকটা জুড়েই আমরা আছি। হ্যাঁ খবরের অনেকটা জুড়েই আমরা আছি। টাইম-এর ওয়েব সাইট থেকে একটু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"The vacuum created by that silence is being filled by conspiracy theorists

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Informed Insightful In-Depth
Start Your FREE Trial To TIME!

FROM THE MAGAZINE

October 21, 2002 / VOL. 160 NO. 15
LETTER FROM CALCUTTA

What's Mother Teresa Got to Do with It?

Monica says she's proof of a miracle by the late nun; her husband begs to differ

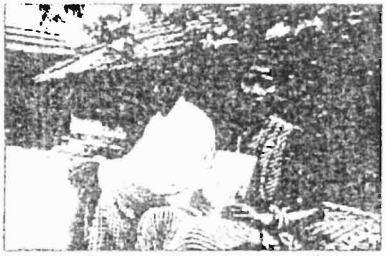

Seiku Murmu and Monica Besra, with a portrait of the prospective saint

Print E-Mail
> Subscribe to TIME

Domestic bliss has fled the household of Seiku Murmu and his wife Monica Besra—and it's all Mother Teresa's fault. Monica is a celebrity in the small village of Dangram, 460 miles northeast of Calcutta, because she is the beneficiary of what many Catholics believe is the first posthumous miracle of Mother Teresa, founder of the Missionaries of Charity. On Sept. 5, 1998, the first anniversary of the nun's death, Monica was suffering abdominal pain caused, she believed, by a tumor. But the purported tumor vanished when Monica applied a medallion with an image of the late Albanian nun to the site of her pain. In August 2001, Monica's miracle was supplied to the Vatican as part of the fast-tracking of Mother Teresa's canonization. Two weeks ago, the Vatican recognized the 1998 miracle, beginning the process of Mother Teresa's beatification, a major step toward sainthood.

All this irritates Monica's husband Seiku. "It is much ado about nothing," he says. "My wife was cured by the doctors and not by any miracle." He is peeved at his wife's fame, in part because the press is constantly at his doorstep. "I want to stop this jamboree, people coming with cameras every few hours or so." He concedes that the locket is part of the story of Monica's ordeal but says no one should suppose there was a cause-and-effect relationship between it and the cure. "My wife did feel less pain one night when she used the locket, but her pain had been coming and going. Then she went to the doctors, and they cured her." Monica still believes in the miracle but admits that she did go to see doctors at the state-run

CLICK HERE

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
who see the Missionaries of Charity overeagerly producing proof that their founder is within the gates of heaven. That chorus is amplified by vociferous debunkers, among them Prabir Ghosh, head of the Science and Rationalist Association of India. Ghosh, who is based in Calcutta, has deflated the claims of many of India's self-proclaimed Hindu holy men and holds that no miracle should be exempt from scrutiny. He says he has no complaint "if she is declared a saint for all the great work she had done among poor people, But, adds, "she is not capable of any miracle. It is indeed an insult to Mother Teresa to make her sainthood dependent on some stupid miracles. "Ghosh tells Time that he will shut down his association and turn over its 2 million rupees ($40,000) to the Catholic order if the sisters will put the medallion to test and have it cure another tumor."

এরপর একটা মজার ছত্রিশ-ভাজা মার্কা গপ্পো শোনাই। 'টাইম' ম্যাগাজিনের এই লেখাটির রেফারেন্স টেনেছে অনেক ভারতীয় পত্রিকা-ই। স্বভাবতই তারা আমাদের সমিতির বক্তব্যের উল্লেখ করেছে। টাইম ম্যাগাজিনকে 'কোট' করেও যুক্তিবাদী সমিতির নামটা বেমালুম ভুলে থেকেছে শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলো।

বিবিসি, এ এফ পি, রয়টার, টাইম ইত্যাদি মহাশক্তিধর নিউজ মিডিয়াগুলো যখন মাদারের মিরাকেল নিয়ে যুক্তিবাদী সমিতিকে হাতিয়ার করে প্রশ্নের মেরুঝড় তুলেছে, তখন শহর কলকাতার পত্রিকাগুলো আশ্চর্য রকম নিস্তরঙ্গ। এমন অদ্ভুত আচরণে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের কেউ অবাক কেউ বা মজার খোরাক পেলেন, কেউ বা বললেন—'গন্ধটা খুব সন্দেহজনক'।

১৮ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০২। কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'আজকাল'-এর এডিটরিয়ল পেজে ছাপা হল আমার একটি লেখা—'সফেদ ঝুট এবং কিছু কথা'। সেখানে গোড়া থেকেই 'গত শতকের সেরা বুজরুকি' চিহ্নিত করেই মাদার-মিরাকেলের নেপথ্য কাহিনি হাজির করেছি।

২০ অক্টোবর, রবিবার, ২০০২। পত্রিকার নাম-আনন্দবাজার। চার কলাম জুড়ে খবর, 'এখনই টেরিজা-মহিমায় আচ্ছন্ন ভ্যাটিকান'। ভ্যাটিকান থেকে খবর পাঠিয়েছেন শ্রাবণী বসু। তাঁর কথায়, **"ভ্যাটিকান সরকারি ভাবে তাঁকে সন্ত ঘোষণা করবে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়। তার আগে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার পূর্ববর্তী পর্যায়ের শেষ ধাপ (বিয়েটিফিকেশন) সম্পন্ন হবে আগামী বসন্তে, ভ্যাটিকানের তরফে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ এখনও পাঁচ-ছ'মাস দেরি।"**

আনন্দবাজার ভ্যাটিকানকে কোট করে জানাচ্ছে, ২০০৩-এর মার্চ-এপ্রিলে বিয়েটিফিকেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেন্টহুড দেওয়া হবে ২০০৩-এর মাঝামাঝি নাগাদ।

তাহলে ঝুলি থেকে শেষ পর্যন্ত বেড়াল বেরুল ২০০৩-এর অক্টোবরে। সেন্টহুড দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আঁট-ঘাট বেঁধেই নেমেছিলেন পোপ। **২০ অক্টোবর ২০০২-এর আনন্দবাজার বলছে, "....এখনও পাঁচ-ছ'মাস দেরি। কিন্তু ভ্যাটিকান জুড়ে এখন থেকেই টেরিজাকে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করার অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।"** এত কিছুর পর কেন পিছোলেন পোপ?

আনন্দবাজার ২০ অক্টোবর ২০০৩। ঠিক একটি বছর পরের আনন্দবাজার প্রথম পৃষ্ঠায় বলছে, "পোপ নিজে চেয়েছিলেন টেরিজাকে সরাসরি সন্ত পদে আসীন করতে। কিন্তু তাঁর
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কার্ডিনালদের পরামর্শে বিয়েটিফিকেশনের জরুরি পর্বটি পালন করাই সাব্যস্ত হয়।''

আনন্দবাজার ২০০২ এবং ২০০৩ সালের ২০ অক্টোবর সংখ্যা দুটি থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বুঝতে কোনও অসুবিধেই হয় না যে, ২০০২-এর শেষ দিকে মাদার টেরিজাকে সেন্ট বানাবার প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে 'বিয়েটিফিকেশন'-এর মধ্যেই নিজেদের আটকে রাখতে হয়েছে।

আটকে গেছে বিশ্ব মিডিয়ার প্রচণ্ড চাপে। আর এই চাপ সৃষ্টিতে মিডিয়াদের একমাত্র হাতিয়ার 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'। না, আর কোনও সংগঠনের নাম বিশ্বের কোনও নিউজ মিডিয়াই উল্লেখ করেনি।

আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো—আজ চাপে পড়ে মণিকাকে টিউমার রোগী বলা হচ্ছে। এক বছর আগে ভ্যাটিকান প্রচার রেখেছিল, মণিকা ছিল ক্যানসার রোগী। এখন প্রচণ্ড চাপে পড়ে, ব্যাক ফুটে খেলছেন।

২০ অক্টোবর, রবিবার ২০০২। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি শ্রাবণী বসু ভ্যাটিকান সিটি থেকে রিপোর্ট দিচ্ছেন ''পেটে টেরিজার মাদুলি ঝুলিয়ে রেখে যাঁর পাকস্থলীর ক্যানসার সেরে গিয়েছে বলে মেনে নিয়েছে ভ্যাটিকান, 'যুক্তিবাদীদের' সন্দেহ ও অবিশ্বাস সত্ত্বেও।''

২০০২-এর ৪ অক্টোবর ভ্যাটিকানের বুজরুকির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীরা প্রচার-প্রতিবাদ চ্যালেঞ্জ জানানো সত্ত্বেও কয়েকটা দিন ব্যাপারটাকে পাত্তাই দেয়নি ভ্যাটিকান। তারপর চাপ বাড়তেই ডিগবাজি। ক্যানসার হল টিউমার।

তাহলে টিউমারের কোনও বায়পসি রিপোর্ট না দেখেই বালখিল্যের মতো ''ক্যানসার সেরেছে, ক্যানসার সেরেছে'' বলে শোরগোল তুলেছিলেন কেন পোপ? এ তো দেখছি, 'ছিল বিড়াল, হলো রুমাল'-এর গল্প।'

এই ভ্যাটিকানি ডিগবাজি শুধু ডিগবাজি নয়। যুক্তিবাদী সমিতির জয়। যুক্তিবাদীদের জয়।

২৩ অক্টোবর বুধবার ২০০২। ভোরে ট্রেনে মালদায় পৌঁছলাম 'খোঁজখবর'- এর প্রতিনিধি হিসেবে। সঙ্গী খোঁজখবর-এর ফোটোগ্রাফার নন্দন। খোঁজখবর বাংলা ভাষার জনপ্রিয় অনুসন্ধানমূলক টিভি অনুষ্ঠান। এখানে আসার উদ্দেশ্য মণিকাকে নিয়ে সত্যানুসন্ধান চালানো এবং বিষয়টি ক্যামেরা বন্দি করা।

একটা ইন্টারেসটিং তথ্য পেশ করছি। গতকাল পর্যন্ত কোনও দেশি-বিদেশি টিভি কোম্পানি-ই দেখাতে পারেনি মণিকা, সেলকু এবং মণিকার ডাক্তারদের সাক্ষাৎকার। দেখাতে পারেনি এমন কোনও' এক্সক্লুসিভ ইনসাইড স্টোরি' যাতে একটা ঋজু সত্য উঠে আসে। কথাটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। বিভিন্ন টিভি নিউজের সাংবাদিকরাই আমাকে বলেছেন, একাধিক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেষ্টা করেও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। এ বিষয়ে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল হাত ছিল, এমন ভাবনা আসাটা অস্বাভাবিক নয়।

এমনই এক বিশ্রি পরিস্থিতিতে ছবি তুলে দেবার আমন্ত্রণ এল। তাও আমন্ত্রণ এল এতই দেরিতে, যখন মণিকা চলে গেছেন লৌহ যবনিকার অন্তরালে। মিশনারিজ অফ চ্যারিটি মণিকাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেলেছে, হাজার মাথা খুঁড়েও নিউজ মিডিয়াগুলো তার হদিশ পাচ্ছে না।

ভ্যাটিকান কোথায় বুক চিতিয়ে মণিকা-সেলকু-ডাক্তার ভট্টাচার্যকে নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে বিতর্কের আগুনে জল ঢেলে দেবে, তা নয়, গোড়া থেকেই লুকোচুরি। ভ্যাটিকানের এই
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
'চুপ-গুপ' ব্যবহারই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে—'ডালমে কুছ কালা হ্যায়।'

মালদা স্টেশনে আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির মশালদিঘি শাখার দুই তরুণ চিকিৎসক নিরঞ্জন মণ্ডল ও মদনমোহন বিশ্বাস এবং গাজোল শাখার সুবোধ সূত্রধর।

গাড়ি নিয়ে প্রথমেই গেলাম ফুলের বাজারে। কয়েকটা সেরা ফুলের তোড়া কিনলাম। দৌড়লাম আলমপুর চার্চে। খবর আছে, এখানেই মণিকাকে গত ৪ অক্টোবর থেকে গোপনে রাখা হয়েছে।

বিশাল এলাকা নিয়ে আলমপুর চার্চ। বিশাল বাগানে আনাজপাতির চাষ। ছোট্ট একটা ডিসপেনশরি। গ্রামের মানুষরা লাইন দিয়ে ওষুধ নিচ্ছেন। ডাক্তার নেই চার্চের সিস্টাররাই রোগী দেখছেন, ওষুধ দিচ্ছেন।

ইনচার্জ সিস্টারের দেখা মিলল। রোগী দেখছিলেন। একটি ফুলের তোড়া হাতে আমি ওঁর দিকে এগোলাম। আমার পোশাক ও শরীরী ভাষা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমি ধর্মে খ্রিস্টান। গলায় ক্রস। মাথায় একটা টুপি মাথা ঝুঁকিয়ে হাসি ঝুলিয়ে একটা ফুলের তোড়া তুলে দিলাম সিস্টারের হাতে। অনেক কথা হল। অনেক ছবি তোলা হল। জানালাম, এসবই ক্যাসেট বন্দি করে রাখছি মাদারকে সেন্টহুড দেবার সময় দেখাবার পরিকল্পনা মাথায় রেখে।

সিস্টারের চোখে ও কথায় যে সতর্কতা শুরুতে দেখেছিলাম, তা কিছুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে আমার ব্যবহারে। দ্বিতীয় একটি ফুলের তোড়া আমার হাতেই ছিল। সেটা সিস্টারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, একটা অনুগ্রহ করে মণিকা বেসরা-র কাছে পৌঁছে দেবেন। বলবেন, পুলক গোমস দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত সিস্টারের কাছ থেকে খবরটা পাওয়া গেল। গত পরশু মণিকা তাঁর গ্রামের বাড়ি নাকোড়-এ গেছেন। এ-খবরও মিলল, এতটা গোপনীয়তার কারণ 'র‍্যাশনালিস্ট প্রবীর ঘোষ'।

বাসস্টপ দানগ্রাম। বাস আর ম্যাক্সি ট্যাক্সি দাঁড়ায়। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক, সব-ই এখানে আছে। ছোট্ট আধা-শহর। দশ-বিশটা গ্রামের মানুষ দানগ্রামেই বাজার করতে আসেন। নাকোড়বাসীদের দোকান-বাজার করতে এখানেই আসতে হয়। দীর্ঘ বছর ধরে মণিকা পরিবারের জন্য দোকান-বাজার করতে এখানেই আসেন। তবে গত মাসখানেক হল দানগ্রামে মণিকাকে কেউ দেখেননি। রাতারাতি ভ্যানিস।

দানগ্রামের প্রচুর মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। ওঁদের অনেকে নাকোড় গ্রামের মানুষ। নাকোড়। এখান থেকে দু'কিলোমিটারের পথ। ওঁদের সাক্ষাৎকার থেকে যে কয়েকটি কথা বা 'পয়েন্ট' উঠে এসেছে, সেগুলো হলো : (১) মণিকার বর সেলকু 'জন' খাটত। (২) যেটুকু চাষযোগ্য জমি ছিল, তা-ও মণিকার চিকিৎসার খরচ জোগাতে বন্ধক দিতে হয়েছে। (৩) মণিকার দিদি কাঞ্চন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন। (৪) মণিকার রোগের দায়িত্ব কাঞ্চনের উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন মণিকা ও সেলকু। (৫) কাঞ্চন-ই মণিকাকে নিয়ে যান বালুরঘাট হাসপাতাল ও শিলিগুড়ি হাসপাতালে। (৬) এর বছর খানেক পর কাঞ্চনের সঙ্গ ধরে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির গাড়ি নাকোড়ে ঢুকল। (৭) গরীব মণিকাদের বাড়ি ঘন ঘন মিশনারিজদের গাড়ি আসতে লাগলো। সে এক রহস্যময় আনাগোনা। গাড়ি থেকে সিস্টাররা নেমে সোজা ঢুকে যেতেন মণিকাদের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঘরে। ঘণ্টাখানেক থেকে বেরিয়ে আসতেন। (৮) ওদের আনাগোনার সঙ্গে সঙ্গে মণিকাদের অবস্থা ফিরে গেল। (৯) তারপর মণিকা, সেলকু খ্রিস্ট ধর্ম নিলেন। (১০) মণিকারা এখন আর হতদরিদ্র নন। যথেষ্ট অবস্থা ফিরেছে।

দানগ্রাম বাসস্টপে একটি জামা কাপড়ের দোকান 'আজকাল'। আজকালের মালিক নাকোড়ের বাসিন্দা। মণিকার আত্মীয়ও। তাঁর কথায়—মণিকারা ভূমিহীন কৃষক। খুব গরিব। বর সেলকু 'জন' খাটত। এখন তাড়ি গিলে পড়ে থাকেন। কাজ করেন না। কাজ করার দরকার হয় না। সংসারে এখন কোনও অভাব নেই মিশনারিজের কৃপায়। প্রতি মাসেই আলমপুর চার্চ থেকে গাড়ি আসে মণিকার বাড়িতে। মণিকাদের পরিবার 'আজকাল' থেকে ইচ্ছেমতো শাড়ি, ধুতি, জামা, কাপড় নিয়ে যায় ধারে। এই ধার মিটিয়ে দেয় আলমপুর চার্চ। মণিকার পরনের শাড়ি অবশ্য আলমপুর চার্চের সিস্টার নিজে পছন্দ করে কিনে দেন। কিনে দেন ব্লাউজের কাপড় বা ব্লাউজ। ও কী ব্যাগ নেবে তা পর্যন্ত ঠিক করে দেন সিস্টার। বছর দুয়েক আগেও মণিকা দু-পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটেই পাড়ি দিতেন। এখন ম্যাক্সি-ট্যাক্সিতে যাতায়াত করেন। মণিকার ছেলে-মেয়েরা আগে ঘরে বসে থাকত। এখন চারজনই মিশনারিজদের স্কুলে পড়ে, ওদের হোস্টেলে থাকে। সবই বিনে পয়সায়।

দানগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের মানুষগুলো একটি বিষয়ে একমত, টেরিজার মিরাকেলে মণিকার রোগ সারাটা ডাহা মিথ্যে, টাকার বিনিময়ে মণিকাদের দিয়ে মিথ্যে বলানো হয়েছে।

নাকোড়েও দেখা মিলল না মণিকার। দেখা পেলাম সেলকুর। সেলকুর অতি পরিচিত সুবোধ আমাদের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও সেলকু ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে বিলকুল নারাজ। ক্যামেরায় ছবি হচ্ছে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলকু সতর্কতার সঙ্গে কিছু কিছু করে মুখ খুলতে লাগলেন। সেলকু স্বীকার করলেন কয়েকটি কথা। (১) মণিকার টিবি হয়েছিল। (২) পাঁচ রকমের ওষুধ দিয়েছিলেন হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা। (৩) ৯-১০ মাস ওষুধ খেয়েছিলেন মণিকা। (৪) পেটে এত বড় একটা টিউমার হয়েছিল যে, কুঁজো হয়ে হাটতেন মণিকা। (৫) দেখলে মনে হত ১০ মাসের পোয়াতি। (৬) মাদারের চার্চ-ই সংসার চালাচ্ছে। (৭) মাদারের কৃপাতেই মণিকার রোগ সেরেছে। মাদারের ছবি থেকে হঠাৎ একটা আলো এসে পেটে পড়তেই টিউমার ভ্যানিস। (৮) সেলকুর বন্ধক রাখা জমি ছাড়াতে আমার (এই লেখকের) আর্থিক দান গ্রহণ করতে এখনই অসুবিধে আছে। মাদারের চার্চের অনুমতি নিতে হবে। চার্চের এমনই নির্দেশ। (৯) মণিকা এখন আছেন পতিরাম চার্চে। (১০) সেলকু, তাঁর ইচ্ছেমতো মণিকার সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। ফোনে চার্চের অনুমতি নিতে হয়। (১১) এখন গোলমাল চলছে, মাদারের অলৌকিক ক্ষমতার একমাত্র প্রমাণ মণিকা। কলকাতার যুক্তিবাদীরা পিছনে লেগেছে, তাই চার্চ মণিকাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

নাকোড় গ্রামের প্রচুর মানুষ কথা বলেছেন ক্যামেরার সামনে। মণিকার পেটে বিশাল টিউমার থাকায় গর্ভবতী মনে হত—একথা কেউ-ই মানলেন না।

নাকোড় থেকে সোজা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে গেলাম। দেখা পেলাম হাসপাতালের সুপার ডাঃ মঞ্জুর মুর্শেল ও ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির। ডাঃ মুস্তাফি মণিকার চিকিৎসা করেছিলেন। সুপার ডাঃ মুর্শেদ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, টি ভি ক্যামেরার সামনে মুখ খুলবেন না তাঁরা। যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষের সামনেই শুধু মুখ খুলবেন। কারণ—সময়টা খুব খারাপ। এই সময় যুক্তিবাদী প্রবীর
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঘোষ একমাত্র নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য মানুষ। শুনে একই সঙ্গে লজ্জিত ও গর্বিত হচ্ছিলাম। আমার পরিচয় পেয়ে, খুশি দু'জনেই জানালেন, (১) মণিকার হয়েছিল টিবি। এতে অনেক সময় শরীরে 'একস্ট্রা গ্রোথ' হয়, যাকে বলতে পারি টিউমার সঙ্গে ছিল যক্ষ্মা সংক্রামণজনিত মস্তিষ্কের প্রদাহ। সব মিলিয়ে রোগটাকে বলতে পারি, টিউবার কুলার মেনিনজাইটিস। (২) টিবি সারতে থাকলে টিবি রোগের উপসর্গ টিউমার সারতে থাকে। (৩) মণিকা ৫ রকম ওষুধের ৯ মাসের একটা কোর্স নিয়েছিলেন। টিবি সারাবার ওষুধ। (৪) এতে সেরেছে। টিউমার বা মাংসের দলা সেরেছে। টিবি এখন খুবই সাধারণ অসুখ। (৫) টিউমারটা বা দলাটা ছিল একটা লেবুর আকারের। (৬) ভ্যাটিকান, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এবং আমেরিকার টিভি সি এন এন প্রচার করছে—কোনও এক ডাঃ ভট্টাচার্য নাকি জানিয়েছেন, মণিকার পেটে ক্যানসার হয়েছিল। এমন ক্যানসার যা আধুনিক চিকিৎসায় সারানো সম্ভব নয়। এটা ডাহা মিথ্যা, কুরুচিকর মিথ্যা। (৭) সরকারের উচিত এইসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে ৪২০ ধারায় মামলা করা। (৮) সরকারের উচিত সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিস অ্যাক্ট' অনুসারে মামলা করা। (৯) ভ্যাটিকান সিটি থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁকে এনেছিলেন কলকাতার এক বিখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক। উদ্দেশ্য ছিল মণিকা ক্যানসারে ভুগছিল—এটা আমাদের দিয়ে বলিয়ে নেওয়া।

সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ আরও জানালেন, (ক) মিশনারিজ, অফ চ্যারিটির তরফ থেকে সুপারকে অনুরোধ করা হয়েছিল, মণিকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত নথি যেন তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। (খ) ডাঃ মুর্শেদ তা দেননি। কারণ ইতিপূর্বেই মিশনারিজরা নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছিল, যেন মণিকার রোগটাকে ক্যানসার বলে ডাক্তাররা মত প্রকাশ করেন। এরপর আসল নথি ওদের হাতে তুলে দিলে ভবিষ্যতে কেউ প্রমাণই করতে পারবে না—মণিকা আসলে কী রোগে ভুগছিলেন। তখন মিশনারিজদের মিথ্যে প্রচারটাই সত্যি হয়ে যাবে। (গ) সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন পার্থ দে। মিশনারিজ অব চ্যারিটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিষয়টি ডাঃ মুর্শেদের কাছে বিস্তৃতভাবে জানতে চান। (ঘ) শ্রীদে'র কাছে সব নথি পাঠিয়ে দিই। সেইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম মণিকার রোগ বিষয়ে বিশ্লেষণ ও আমার মন্তব্য। (ঙ) মিশনারিজ অফ চ্যারিটি রায়গঞ্জে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। মণিকার যাঁরা চিকিৎসা করেছিলেন, তাঁদের আমন্ত্রণ জানায়। আলোচ্য বিষয় ছিল—গ্রামীণ স্বাস্থ্য, সঙ্গে 'মণিকার রোগ ও আরোগ্য'। অদ্ভুত বিষয়। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। মণিকার রোগ ও আরোগ্য নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা। ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি ও ডাঃ তরুণ বিশ্বাসকে ওই সেমিনারে যোগদানের অনুমতি দেয়নি। ডাঃ বিশ্বাসের কাছেই মণিকা প্রথমে গিয়েছিলেন। তিনিই ডাঃ মুস্তাফির কাছে কেসটা রেফার করেছিলেন। আমি নিজেও ওই আলোচনা সভায় যাইনি। (ছ) অতিরিক্ত জেলাশাসক গৌতম ঘোষের নির্দেশে মণিকার রোগমুক্তি নিয়ে তদন্ত করেছেন হরিরামপুরের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণ সরকার। শুনেছি অরুণবাবুর কাছে মিশনারিজদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, আমরা মণিকার অরিজিনাল প্রেসক্রিপশন ও অন্যান্য নথি মণিকাকে ফেরত দিইনি। (ছ) মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে জানল যে মণিকার টিউমার ছিল ফুটবল সাইজের; টিউমারটা আসলে ক্যানসার? এইসব উলটোপালটা মিথ্যে কথা যারা বলে তারা তো অরিজিনাল ডকুমেন্ট পেলেই হাওয়া করে দেবে। হাওয়ায় আরও জোরালো গুজব ছুড়ে দেবে। (জ) ডকুমেন্ট দেখতে হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা কোনও ডকুমেন্ট হাওয়া করে দিইনি। বরং রক্ষা করে চলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এবার গেলাম পতিরাম চার্চে। বালুরঘাট থেকে ফেরার পথে রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে দু'দিকেই মিশনারি অফ চ্যারিটির বিশাল সাম্রাজ্য। ডান দিকের চার্চে আমাদের গাড়ি ঢুকল। কিছু বালক ও কিশোর মাঠে খেলছিল। একজনই যুবক। জানলাম, ওই আদিবাসী যুবকটি এই চার্চের কেয়ারটেকার। 'প্রেস' স্টিকার মারা গাড়ি দেখে সতর্ক। নাম জানতে চাওয়ায় এড়িয়ে গেল। মণিকা বেসরার সঙ্গে দেখা করতে চাই—শুনে বলল, কে মণিকা বেসরা? ভাবটা এমন, যেন নামটা এই প্রথম শুনল।

মণিকার নাম শুনে ইতিমধ্যে ছোটদের খেলা গেছে থেমে। ওরাও শুনতে চাইছে কথা।

মণিকা কে? তাও বোঝাতে হল। এও বললাম, মণিকার স্বামী সেলকুই জানিয়েছেন—মণিকা এখানে আছেন।

এত কিছু শোনার পরও যুবকটির মুখে একই কথা—না, মণিকা নামের কেউ তো এখানে থাকে না। থাকলে আমি তো জানতে পারতাম।

খেলা থামানো ছেলেদের মধ্যে একজন জানাল, মণিকা বেসরা এখানেই থাকে। এই হল মণিকার ছেলে।

একটি ছেলেকে দেখিয়ে দিল। মণিকার ছোট ছেলে। নাম—আনারস। আনারস জানাল, মা এই চার্চেরই রাস্তার ওপাশে থাকেন। যুবকটি যত ধামাচাপা দিতে চায়, ততই ধামা খুলে দেয় আনারস।

ওপারে গিয়েও একপ্রস্থ নাটক। সিস্টার ভ্রূ কুঁচকে বললেন, মণিকা এখানে থাকে কে বলল?

বললাম, সেলকুই বলল। সিস্টার জোরালভাবে জানিয়ে দিলেন মণিকা এখানে থাকেন না।

নাটকটা এখান থেকেই শুরু করেছিলাম। দশ-পনের মিনিটের নাটক। নাটক শেষে সিস্টার আমার একান্ত বন্ধু হয়ে গেলেন। ফুলের তোড়া নিলেন খুশি মনে। জানালেন, এত গোপনীয়তার কারণ প্রবীর ঘোষ ও যুক্তিবাদী সমিতি। আমাকে ফিসফিস করে জানালেন, মণিকা গেছেন গঙ্গারামপুরের 'হোলিক্রস মিশন হসপিটাল'-এ। ওখানে একটা এক্সরে হবে ওর। এখনও মণিকা পুরোপুরি সুস্থ নন।

আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। পতিরামে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করার মতো সময় নেই। গঙ্গারামপুরে পৌঁছবার আগে মণিকার গাড়ি যদি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ে? গাড়ির মডেল, রং, রেজিস্ট্রেশন নম্বর—অত্যন্ত গোপন খবরগুলো প্রায় কানে কানে বলে দিলেন সিস্টার।

ছুটলাম গঙ্গারামপুরের হোলিক্রস হসপিটালে। দেওয়াল ঘেরা বিশাল কম্পাউন্ড। গেটের বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মণিকার গাড়ি। এখানেও একই সমস্যা। মণিকাকে নিয়ে মিথ্যের সাতকাহন। ডাক্তার, নার্স যাঁদেরই মণিকার কথা জিজ্ঞেস করি, তাঁরাই যেন আকাশ থেকে পড়েন। মণিকার নাম-ই শোনেননি। আমার হাতে ফুলের তোড়া। নন্দনের হাতে পুঁচকে ক্যামেরা। আমরা চক্কর কাটলাম অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত এই খোঁজটুকু পেলাম, ভি আই পি রোগী কোন কেবিনে থাকেন। ভি আই পি কেবিন থেকে একজন নার্সকে বের হতে দেখে তাঁর কাছে মণিকার খোঁজ করলাম। নার্সের মুখে একই ক্যাসেট বাজল, কে মণিকা? না, মণিকা তো এখানে আসেনি। এখানে ঢুকেছেন পারমিশান আছে? আপনারা এখান থেকে চলে যান।

নার্সকে দেখিয়ে আমাদের বাইরের দিকে হাঁটা শুরু হল। নার্স চোখের আড়াল হতেই আমরা দ্রুত পায়ে ভি আই পি কেবিনে হানা দিলাম। পর্দা সরাতেই মণিকা। আরোগ্য কামনা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
একটা ফুলের তোড়া এগিয়ে দিলাম। ফুলের তোড়া নিতেও মণিকা সাহস পেলেন না। তাঁর অনেক প্রশ্ন—কোথা থেকে আসছেন? এখানে আছি, কে খবর দিল? ফুলের তোড়া দেবার অনুমতি হোলিক্রসের সিস্টারের কাছ থেকে নিয়েছি কি না? আমি অসুস্থ, এ খবর কে দিল? আমার সঙ্গে দেখা করতে সিস্টার নির্মলার অনুমতি নিয়েছি কি না?

প্রশ্নের হার্ডল রেস একের পর এক অতিক্রম করার পর মণিকা ফুলের তোড়া নিলেন। ছবি তুলতে দিলেন।

এই মণিকা বছর দুয়েক আগের গরিব, অপুষ্টিতে শীর্ণ, শতছিন্ন পোশাকের মণিকা নন। পরনে দামি সিল্কের শাড়ি, শিল্কের ব্লাউজ, কাঁধে দামি চামড়ার ব্যাগ। মণিকা এখন আর আর খালি পায়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পথ হাঁটেন না। এখন তাঁর যাতায়াতের জন্য গাড়ি থাকে। মণিকা এখন খুব দামি মানুষ। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কৃপায় দামি মানুষ। অথবা এও হতে পারে—মণিকা-ই 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'কে খ্রিস্টজগতের কাছে দামি করে তোলার তুরুপের তাস।

২৫ অক্টোবর, শুক্রবার ২০০২। রাত ১০টা। 'আকাশবার্তা' চ্যানেল 'খোঁজখবর' অনুষ্ঠানে বে-আব্রু করা হল ভ্যাটিকানের বুজরুকি। অনুষ্ঠানটি আবারও দেখানো হল ২৬ অক্টোবর সকাল ৮-৫৫ মিনিটে, ২৭ অক্টোবর রাত ১০টায়, ২৮ অক্টোবর সকাল ৮-৫৫ মিনিটে। পরপর টানা চারদিন একই অনুষ্ঠান—খুবই ব্যতিক্রমী ব্যাপার। অবশ্য এর পরও অনেকবার অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়েছে।

হ্যাঁ, একটা জরুরি খবর—২০০২-এ 'খোঁজ খবর' ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও চ্যানেল মণিকার ডাক্তারদের, সেলকুর ও মণিকার সাক্ষাৎকার দেখাতে সক্ষম হয়নি। এটা আমাদের গর্ব, খোঁজখবর ও যুক্তিবাদী সমিতির গর্ব।

অনেকেই মনে করতে পারেন—সব্বাই যখন ব্যর্থ, তখন কী করে সব কিছুরই ক্যাসেট বন্দি করতে পারলাম? কেন-ই বা সিস্টাররা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন? উত্তর—কাজ উদ্ধার করেছি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন দুষ্টুবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে। এর চেয়ে বেশি—না, মুখ খুলছি না।

রোজনামচা দুই : একটি বছর পরে

২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০০৩। মাত্র দিন কয়েক আগে ভ্যাটিকান ঘোষণা করেছে ১৯ অক্টোবর ২০০৩ মাদার টেরিজাকে 'ব্লেসেড' উপাধি দেওয়া হবে 'বিয়েটিফিকেশন' অনুষ্ঠানে। গত কয়েক দিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নিউজ মিডিয়াগুলো থেকে ফোনে অভিনন্দন পেয়েছি। ১৯ অক্টোবর 'সেন্টহুড' দেবার পরিকল্পনা ভ্যাটিকান বাতিল করে 'ব্লেসেড' দিচ্ছে—তাই অভিনন্দন। এইসব অভিনন্দন গ্রহণ করার পাশাপাশি নতুন করে সাক্ষাৎকার দিতে হয়েছে। আমেরিকান ব্রডকাসটিং কর্পোরেশন আগামী ১৯ অক্টোবরের 'গুডমর্নিং আমেরিকা' অনুষ্ঠানের জন্য দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ক্যামেরা-বন্দি করেছে দিন চারেক আগে।

কিন্তু আজ সকাল থেকে যেসব খবর পেয়েছি, তাতে মনে হয়েছে, সেন্ট প্রক্রিয়া বিরোধীদের বিভ্রান্ত করে ১৯ অক্টোবরই 'সেন্ট' দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সকাল ছ'টা তিরিশ। ফোনের ও প্রান্তে সুবীর ভৌমিক। বিবিসি'র প্রতিনিধি। জানালেন, একটু আগে বিবিসি'র রোম প্রতিনিধি একটা বিস্ফোরক খবর দিয়েছেন। ভ্যাটিকানের অতিথি হিসেবে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় আসবেন। অতিথিরা কে, কোথায় থাকবেন, তার একটা লিস্ট আজ প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় দুটি আশ্চর্য নাম রয়েছে। একজন ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি। অন্যজন ডাঃ তরুণ বিশ্বাস। দু'জনই বালুরঘাট হাসপাতালের ডাক্তার। ডাক্তার বিশ্বাসের কাছেই মণিকা প্রথম যান। তিনি-ই মণিকাকে ডাক্তার মুস্তাফির কাছে রেফার করেন। দুই ডাক্তার-ই ইতিমধ্যে জানিয়েছেন—মণিকা চিকিৎসাতেই ভালো হয়েছে। কোনও অলৌকিক ক্ষমতায় নয়। এরপরও তাঁদের কেন অতিথি হিসেবে রোমে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যাটিকান? তবে কি ডাক্তার দুজন ডিগবাজি খাবেন? শেষ মুহূর্তে এমন অকাট্য প্রমাণ পেয়ে যাওয়ায় উৎসবের রং-ই যাবে পাল্টে। বিয়েটিফিকেশনের উৎসব হঠাৎ করে পাল্টে যাবে সেন্টহুডের উৎসবে। রোমে ডাক্তারদের নামের তালিকা বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রকাশিত হওয়াটা এমন সংকেত-ই বহন করে।

সুবীর ভৌমিক বললেন, এত লড়লেন, কিন্তু শেষ হাসিটা কি পোপ-ই হাসবেন? ব্যাপারটা ভালো করে দেখুন। ডাক্তার দু'জনের যাওয়াটা আটকাবার চেষ্টা করুন।

এক ধর্মগুরু তাঁর শিষ্যাকে 'ব্লেসেড' করলেন কি 'সেন্ট', তাতে আমাদের যুক্তিবাদীদের কিছুই এসে যায় না। কিন্তু লাগাতার প্রচারে আমরা অবশ্যই একটা বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে পেরেছি, এই ধরনের মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে একজনকে সেন্ট বানাবার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে।

সকাল সাতটা কুড়ি। আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে ফোন করলেন। সুবীর ভৌমিকের কথাই যেন শোনালেন। ফোন করার উদ্দেশ্যটাও এক-ই। সকাল সাতটা পঁয়তিরিশ। 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' থেকে ফোন। বক্তব্য ও উদ্দেশ্য একই। সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ। ফোনে ইন্দো-এশিয়ান নিউস সার্ভিস-এর করোপডেনন্ট কৃত্তিবাস মুখার্জি। একই বক্তব্য। একই প্রত্যাশা।

সকাল আটটা দশ। ফোনে ধরলাম পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীসূর্যকান্ত মিশ্রকে। চুম্বকে বললাম, মাদার টেরিজা-সেন্টহুড-মণিকা-ডাঃ মুস্তাফি-ডাঃ বিশ্বাস-ডাঃ মুর্শেদ সেলকু-নাকোড় গ্রামের মানুষদের কথা। জানালাম, একটু আগেই ফোন পেয়েছি বিবিসি, আমেরিকান ব্রডকাসটিং কর্পোরেশন ও কয়েকটা নিউজ এজেন্সি থেকে। তাঁরা খবর দিলেন—ডাঃ বিশ্বাস ও ডাঃ মুস্তাফির নামে রোমে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এই লিস্ট প্রকাশ করেছেন সিস্টার নির্মলা। দুই ডাক্তারের থাকার ব্যবস্থা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি করায় মনে হচ্ছে ডাক্তার দু'জন রোমে যাচ্ছেন। ওঁরা রোমে গেলে নিশ্চিন্তে ধরে নেওয়া যায় যে, ওঁরা ডিগবাজি খাবেন।

জানতে চাইলাম, ডাক্তার দু'জন কি রোমে যাওয়ার অনুমতি নিয়েছেন আপনার কাছে? আমার মনে হয়, ওঁরা সরাসরি রোম যাওয়ার অনুমতি চাননি। কারণ, ১৯ অক্টোবরের কাছাকাছি একটা দিনে ওঁরা রোমে যাচ্ছেন, এটার প্রচার ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটি (এম. ও. সি) নিশ্চয় চাইবে না। গোটা ব্যাপারটা যথাসম্ভব গোপনীয়তার সঙ্গেই সারবে। সুতরাং ডাক্তার দু-জন বিদেশের অন্য কোনও শহরে যাবার অনুমতি চেয়েছেন, এমনটা ঘটা সম্ভব।

আপনার অনুমতি না নিয়েও পোপের বিশাল ক্ষমতার উপর আস্থা রেখে বিদেশে যেতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পারেন। ভাবতেই পারেন, পশ্চিমী দুনিয়া শেষ পর্যন্ত বিষয়টা ম্যানেজ করে দেবে। আমরা চাই, এবিষয়ে আপনার কিন ইমেজের মর্যাদা রেখে আপনি বিষয়টি দেখবেন। আপনার অনুমতি ছাড়া বিদেশে গেলে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেবেন। রোমে গিয়ে ডাক্তাররা যদি ঘোষণা রাখেন যে মণিকার রোগ সেরেছে মাদারের মিরাকেলে, তাহলে ওঁদের বিরুদ্ধে 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকশনেবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৫৪' অনুসারে আপনি যাতে ব্যবস্থা নেন, তার আনুষ্ঠানিক অনুরোধ রাখব আপনার কাছে। যে ডাক্তার অলৌকিক উপায়ে রোগ মুক্তির পক্ষে প্রচার রাখেন, সেই ডাক্তারের চিকিৎসা করার নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না। ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী সূর্যকান্ত মিশ্র অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে গোটা বিষয়টি শুনলেন। জানালেন, এখন পুজোর ছুটি চলছে। সাত তারিখ রাইটার্স খুলবে। সেদিন একবার আমাকে রাইটার্সে ফোন করুন। দুই ডাক্তার বিদেশ যাওয়ার অনুমতি চেয়েছেন কি না, সেক্রেটারির কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব। বিনা অনুমতিতে গেলে, বিভাগীয় শাস্তি ওঁদের নিশ্চয়ই পেতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীবলাই রায়। তিনি আরও একটি নতুন তথ্য জানিয়েছেন। লকেট, মাদুলি, তাবিজ, কবচ দিয়ে অসুখ সারাবার দাবি কেউ কেউ করে। এইসব লকেট বা কবচের অসুখ সারানোর যে ক্ষমতা আছে সেটা ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের সামনে প্রমাণ করে ড্রাগ লাইসেন্স নিতে হয়। ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে লকেট, কবচ এইসব পরে রোগ সেরেছে প্রচার করলে লোকে এইসব কিনবে। এমন মিরাকেল লকেট, কবচ বিক্রি বে-আইনি। এদের বিরুদ্ধে একটা আইন আছে 'ড্রাগস অ্যাণ্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট'। এই আইন ভাঙলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেলের বিধান রয়েছে।

দুপুর দেড়টা নাগাদ নিউদিল্লি থেকে ফোন করলেন চন্দন নন্দী। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর সাংবাদিক। জানালেন, যেসব ভি আই পি ভারতীয় ১৯ অক্টোবরের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভ্যাটিকানে আসছেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থার তালিকা আজ প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি ও ডাঃ তরুণ বিশ্বাসের নাম আছে। আপনারা এ বিষয়ে কিছু করছেন?

বললাম, খবরটা সাত সকালেই পেয়েছি। কথা বলেছি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মন্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন ও অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত জানালাম।

বিবিসি, আমেরিকান ব্রডকাসটিং কর্পোরেশন ও হিন্দুস্থান টাইমস প্রতিনিধিদের প্রত্যেকেই একটি বিষয়ে সমমত। ১৯ অক্টোবর 'বিয়েটিফিকেশন'-এর দিনটি 'সেন্টহুড' উৎসবের দিন হয়ে উঠতে পারে।

৩ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০৩। 'দ্য হিন্দুস্থান টাইমস'-এ খবরটা প্রকাশিত হল। গতকাল আমার সঙ্গে চন্দন নন্দীর কথোপকথন গুরুত্বের সঙ্গেই প্রকাশিত হল।

এদিনের 'হিন্দুস্থান টাইমস'-এর ওয়েবসাইটেও খবরটা এল।

Row over Mother's sainthood continues [03/10/2003] HindustanTimes. com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Row over Mother's sainthood continues

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Chandan Nandy

(New Delhi, October 2)

The visit to the vatican by two of the three West Bengal government doctors who treated Monica Besra, a tribal woman, has sparked off a fresh round of controversy over Mother Teresa's sainthood. The Missionaries of Charity (MoC) had earlier claimed that Besra was cured of an ailment by the Mother's miracle.

Rationalists in Kolkata suspect that the doctors' proposed visit to the papal city has been arranged by the Catholic Church and the MoC and that they might change their initial stand of having medically treated and cured the woman. The communication sent by the MoC to the Vatican includes the names of Dr Ranjan Mustafi, Dr Tarun Biswas and Besra who are scheduled to leave for Rome on October 7.

Sister Nirmala, head of MoC, reached the Vatican last Saturday. Sister Nirmala and some other MoC nuns are in the papal city to attend a crucial meeting on October 19 to decide on conferring sainthood on the Mother.

Speaking to the Hindustan Times over phone from Kolkata, Science and Rationalists' Association of India general secretary Prabir Ghosh said that the doctors' Vatican visit smacked of a possible "somersault" on their stand of having medically cured Besra.

"The doctors' visit to the Vatican could not have taken place without some kind of Inducement. If they now say it was a miracle, they should be booked under the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954," Ghosh said.

He has also spoken to West Bengal Health Minister Surya Kanta Mishra and apprised him of the doctors' visit abroad. He demanded to know whether they had taken due permission from the state government to go on a foreign visit. Ghosh said he has also spoken to state Advocate General Bolai Roy and sought advice to proceed legally against Dr Mustafi and Dr Biswas.

The doctors' Vatican visit has raised other questions as well. As state government employees, did they seek prior permission of the authorities? "I can't say whether they have sought permission. Normally, we do not object to foreign visits," West Bengal Health Secretary Asim Barman said.

D7r Manzur Murshed, the third doctor, had alleged that some persons claiming to be associated with the Catholic Church and the MoC were pressuring him to pass of the cure as a miracle.

In 1998, gynaecologist Dr Mustafi and Dr Biswas had treated Besra, now

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
30, for ovarian tumour and tubercular meningitis. She received nine months of anti-tubercular treatment under them. After being discharged from the Balurghat hospital. Besra's treatment at the North Bengal Medical College and Hospital was successful with a last ultra-sound investigation showing that her tumour had disappeared.

According to the Vatican's "proof", on October 5, 1998 Besra prayed to Mother Teresa at MoC, Kolkata. Her pain vanished the same night.

('হিন্দুস্থান টাইমস'-এর ওয়েবসাইট)

দপ্তরের এক সচিবের বিনা অনুমতিতে বিদেশ ভ্রমণ।

শুনলাম, ডাক্তার রঞ্জন মুস্তাফি একথাও বলেছেন, তাঁর পাসপোর্ট-ই নেই। অতএব বিদেশ যাবেন কী করে?

আমার অভিজ্ঞতা বলে, এক বা দু-দিনে পাসপোর্ট বের করা সম্ভব। খুব সম্ভব। আমাদের সমিতির এক সদস্যের খুব তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট বের করা জরুরি ছিল। ২৪ ঘন্টায় বেরিয়ে ছিল। আর এখানে তো ভ্যাটিকান খুঁটি। বিশাল ব্যাপার।

ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফিকে ফোনে ধরলাম। জানতে চাইলাম ঘটনাটা। ডাঃ মুস্তাফি জানালেন, রোমে যাওয়ার কোনও আমন্ত্রণ-ই পাননি। নিজের পাসপোর্ট নেই। গোটা ঘটনাই ভিত্তিহীন। সঙ্গে এও জানালেন, গতকাল ও আজ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ না স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে কয়েকজন এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেছেন। তাঁরা জানতে চাইছিলেন, রোমে কবে যাচ্ছি। যাওয়ার ডিপার্টমেন্টাল অনুমতি আছে কি না? ভ্যাটিকান কেন দুই ডাক্তারের নামে অ্যাকমডেশন অ্যালট করেছে? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন। সঙ্গে প্রচ্ছন্ন হুমকি, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি ছাড়া যেন বিদেশে পাড়ি না দিই। মিশনারিজ অফ চ্যারিটির হয়ে যেন ডিগবাজি না খাই—ইত্যাদি।

ডাঃ মুস্তাফি শেষ কথা জানালেন, আগামী ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত বালুরঘাটের বাইরে পা রাখবেন না, ঠিক করেছেন।

ডাঃ মুস্তাফিকে এক বছর আগের বক্তব্যে অটল থাকায় অভিনন্দন জানালাম।

৫ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। আজ দুর্গাপুজোর দশমী। 'চ্যানেল ভিশন'-এর লাইভ টক শো 'ভিশন টাইম' জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। রাত ৯টা ১৫ থেকে ১০টা পর্যন্ত। ফোনে প্রশ্ন করা যায়। এই অনুষ্ঠানে আমি আজ অতিথি বা আলোচক। সঞ্চালক—সাংবাদিক কুনাল ঘোষ।

কুণাল আমার সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রোতা-দর্শকদের তারপরই খবরটা দিলেন, আগামী ১৯ অক্টোবর মাদারকে 'সেন্ট' বানাবার ভ্যাটিকানি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন মাদারকে সেন্টহুডের পরিবর্তে 'ব্লেসেড' দেওয়া হবে।

টি ভি ক্যামেরার সামনে কুণাল আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই যে মাদারকে সেন্টহুড দেওয়াটা আটকে দিলেন, আপনার কেমন লাগছে?

উত্তরে যা বলেছিলাম, তাকে ছোট্ট করে বললে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াতে পারে— (১) ১৯ অক্টোবর সেন্টহুড দেওয়া বন্ধ করে দিতে পেরেছি। এখনই দৃঢ়তার সঙ্গে এমনটা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু বলতে পারছি না। (২) এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তিতে বলতে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পারি, ভ্যাটিকান বিষয়টিকে যেভাবে একটা ভয়ংকর 'মস্তিষ্ক যুদ্ধ' হিসেবে নিয়েছে, তাতে ছলে-বলে-কৌশলে আবার যুদ্ধ জেতার চেষ্টা করবেই। (৩) গত এক বছরে ভ্যাটিকান অনেক খেলা খেলেছে। প্রথমে বলেছে ২০০৩-এ মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' দেওয়া হবে। ২০০৩-এ জানলাম মিডিয়ার চাপের কাছে পিছু হটেছে। সেন্ডহুডের বদলে ব্লেসেড দেওয়া হবে। তিন দিন আগে জানলাম মণিকার দুই চিকিৎসককে রোমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিশেষ অতিথি করে। অনেক বিশ্বখ্যাত নিউজ মিডিয়ার স্পষ্ট ধারণা, ১৯ অক্টোবর শেষ মুহূর্তে মাদারকে 'সেন্ট' উপাধি দিয়ে বাজিমাত করার ছক নিয়েই ডাক্তার দু'জনকে শেষ মুহূর্তে রোমে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনাটা ভেস্তে গেছে। শেষ পর্যন্ত বালুরঘাটের ডাক্তাররা রোমে যাচ্ছেন না। (৪) এর পরও আবার কবে নতুন কোনও রোগী ও মাদারের মিরাকেলের পক্ষে সার্টিফাই করার মতো ডাক্তারকে রোমে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই পারে ভ্যাটিকান।

'ভিশন টাইম'-এ একথাও বলেছি, পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এই সত্যটা ভ্যাটিকান মানল মাত্র বছর কয়েক আগে।

আধুনিক বিজ্ঞান বুঝে গেছে 'অলৌকিক' বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব বাস্তবে সম্ভব নয়। ভ্যাটিকান বোঝেনি। এ বিষয়ে তাদের অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোর সঙ্গে একই পংক্তিতে। এই মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ভ্যাটিকানের আর কত বছর লাগবে কে জানে?

তবে পোপের দিকে পশ্চিমি খ্রিস্টান সমাজের আঙুল তোলার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে পশ্চিমি নিউজ মিডিয়াগুলোর কর্মধারায়।

পশ্চিমী মিডিয়াগুলো 'ক্যানান ল' ও পোপের মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে যে লাগাতারভাবে তুলে ধরেছে, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ওরাও চায় খ্রিস্টধর্মের নামে এই মিথ্যাচারিতা বন্ধ হোক।

নিউজ মিডিয়াগুলোর লাগাতার প্রচারের প্রভাব পশ্চিমি খ্রিস্টান জগতে পড়তে বাধ্য। পশ্চিমি খ্রিস্টান জগতের জাত্যভিমান পোপের দিকেই আঙুল তুলবে। পোপের মৃত্যুর পর তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন অনেক আর্চবিশপ-ই, আমার সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে এ খবরও পেয়েছি। ইতিমধ্যেই পোপের মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে, বোকা-বোকা ক্যানান ল'র বিরুদ্ধে এবং যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে তাঁদের অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

তৃতীয় সহস্রাব্দে পশ্চিমি জগতে ধর্মীয় দীক্ষাগুরু হিসেবে পোপের অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। খ্রিস্টান ব্রাদারহুডের লক্ষ্য পূরণের জন্যে হলেও অসম্ভব। **উপাসনা ধর্মকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার না করলে তা এগিয়ে থাকা চেতনার মানুষরা বর্জন করবেই।** তাই তো পশ্চিমি জগতে ঈশ্বর বিশ্বাসীর তুলনায় নিরীশ্বরবাদীরা সংখ্যাগুরু।

৬ অক্টোবর, সোমবার, ২০০৩। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনেকগুলো রাষ্ট্রীয় ও বিদেশি মিডিয়াকে সাক্ষাৎকার দিয়েছি। কিছুটা একই কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নতুন একটা ঘটনা ঘটল। ফ্রান্সের নামী পত্রিকা 'ল্য মন্ড্' (Le Monde)-এর দক্ষিণ এশিয়ার করেস্পন্ডেন্ট ফ্রাঁসোয়া শিপো (Francoise Chipaux) এলেন সাক্ষাৎকার নিতে। ফ্রাঁসোয়া উত্তর পঞ্চাশের মহিলা। সম্ভ্রান্ত চেহারা। মনে হল অহংবোধ একটু বেশিই।

কথা এগোচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বিষয় পরিষ্কার হচ্ছিল। ফ্রাঁসোয়া দৃঢ় প্রত্যয়ী—বালুরঘাটের দুই ডাক্তার রোম যাচ্ছেন-ই। ওদের যাওয়া ঠেকাতে পারব না। যদি শেষ পর্যন্ত অসম্ভব সম্ভবও করতে পারি, তবুও আগামি ১৯ অক্টোবর মাদারকে সেন্টহুড দেওয়া হবেই। কলকাতারই এক বিখ্যাত ডাক্তার রোমে হাজির থাকবেন। তিনিই দেবেন মাদারের আরও এক অলৌকিক ঘটনার প্রমাণ।

ফ্রাঁসোয়ার ইগোই শেষ পর্যন্ত আমাকে জানিয়ে দিল ডাক্তারের নাম। ডাঃ সুনীল ঠাকুর। ভারতের নামী অস্থি বিশেষজ্ঞ কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ।

ডাঃ সুনীল ঠাকুরকে মোবাইলে পেলাম। শেষ পর্যন্ত শোনালেন, মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কলকাতার এক সিস্টারের মাদারের মিরাকেলে ভালো হয়ে ওঠার গল্প। সিস্টারের কলার বোনে একটা প্রবলেম ছিল। ডাঃ ঠাকুর রোগিণীকে দেখেছিলেন। জানিয়ে ছিলেন অপারেশন করা ছাড়া গতি নেই। মাদার টেরিজা তখন বেঁচে। তিনি কাঁধে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। অবাক কাণ্ড! মাসখানেকের মধ্যে রোগিণী একদম সুস্থ। এই ঘটনাকে মিরাকেল ছাড়া আর কী বলব?

ল্য মন্ড্ পত্রিকার ফ্রাঁসোয়া শিপো'র কথায় এলাম। উনি প্রথমে প্রসঙ্গ এড়াবার চেষ্টা করলেন। শেষে স্বীকার করলেন ফ্রাঁসোয়া এসেছিলেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজই।

ফ্রাঁসোয়ার কাছেই শুনলাম, আপনি রোমে যাচ্ছেন। ১৯শে অক্টোবরের উৎসবে হাজির থাকবেন। আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি।

আমার এসব কথা শুনে ডাঃ ঠাকুর কিছুটা গুটিয়ে গেলেন বলে মনে হলো। বললেন, হ্যাঁ যাব তো ভাবছি। আসলে মিশনারিজ অফ চ্যারিটি আমন্ত্রণ করেছে। মাদারও আমাকে খুব ভালোবাসতেন। জানো তো মাদারকে নিয়ে আমি বই লিখেছি। ওই বইতে সিস্টারের ওই কলার বোন ঠিক হয়ে যাওয়ার কথাও লেখা আছে।

বললাম, বইটা তো পড়িনি। এখন শুনলাম মাদার হাত বুলিয়ে একজনের কাঁধের হাড়ের অসুখ সারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাদারকে সেন্ট বানাতে এই ঘটনাটা কোনও কাজেই লাগবে না। মাদারের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা অলৌকিক উপায়ে কাউকে সুস্থ করছেন, এমন প্রমাণ চাই।

আপনি নামী ডাক্তার। আপনার তো জানা, এমন অনেক অসুখ আছে যা আমাদের শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য নিজে থেকেই সেরে যায়। মানসিক কারণে অনেক শারীরিক অসুখ হয়। আবার এসব মানসিক কারণে সেরেও যায়। কিন্তু ক্যানসার বা টিউমার মাদারের লকেটে ছুঁইয়ে রাতারাতি সেরে গেছে, এমন গুল-গপ্পো কে বিশ্বাস করবে বলুন? কোনও এক ডাক্তার ভট্টাচার্য নাকি জানিয়েছেন, মণিকা ক্যানসারের রোগী ছিলেন। মাদারের লকেটের কল্যাণে রাতারাতি মণিকা ভালো হয়ে গেছেন। কে এই ডাক্তার ভট্টাচার্য? মিশনারিজ অফ চ্যারিটিই মণিকার চিকিৎসক হিসেবে হাজির করেছিল ডাক্তার ভট্টাচার্যের নাম। কিন্তু এখন মিডিয়ার সামনে ডাঃ ভট্টাচার্যকে হাজির করছে না। জানি না, সত্যিই ডাঃ আর. এন. ভট্টাচার্য নামে কেউ আছেন কিনা? নাকি, জেরার মুখে প্রতারণা ধরা পড়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকায় ডাঃ ভট্টাচার্যকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে? মণিকা ক্যানসার রোগী ছিলেন বলে যে নথির কথা ভ্যাটিকান প্রথম দিকে বলে আসছিল,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সে নাথি পাল্টে এখন টিউমার রোগী বানান হয়ে থাকলে একটুও অবাক হব না।

শেষে একটু অনুরোধ রাখলাম, মিশনারিজদের ফাঁদে পড়ে রোমে পা বাড়াতে যাবেন না। ওদের মিথ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে যাবেন না।

না। ডাঃ সুনীল ঠাকুর শেষ পর্যন্ত ওদের মিথ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। রোমে যাননি। ফ্রাঁসোয়া-র প্রত্যয়ের আগুনে জল ঢেলে দিয়েছেন। ডাঃ ঠাকুরের এই সহযোগিতা আমাদের লড়াইয়ের পাথেয়। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন।

৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০৩। ভোর ৪টে ৩০ মিনিট। দেবীনিবাসের ফ্ল্যাট থেকে আমাকে তুললেন সঞ্জীব শ্রীবাস্তব ও রবি লেখি। সঞ্জীব বিবিসি নিউজ-এর ইন্ডিয়া করেসপন্ডেন্ট। লেখি ফোটোগ্রাফার।

বিবিসি নিউজ টিমের সঙ্গে আমি ওদের গাইড। লক্ষ্য বালুরঘাট ও নাকোড় গ্রাম।

দুপুর ১টা নাগাদ পৌঁছলাম গাজোল-এ। গাড়ি থামল। যুক্তিবাদী সমিতির পথসভা হচ্ছে। গাজোল শাখা ও মশালদিঘি শাখার প্রচুর সদস্য হাজির। তাদের হাতে হাতে পোস্টার। মাদারের নামে বুজরুকি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে মূলত পোস্টার। পথসভায় প্রচুর মানুষের ভিড়। এখানে আমরা মিনিট কুড়ির জন্য দাঁড়ালাম। তারই মধ্যে সুবোধ সূত্রধরের একটা সাক্ষাৎকার ক্যামেরা-বন্দি করলেন রবি লেখি।

আবার দৌড়। দৌড় থামল বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। তখন বেলা ৩টে। ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফি রোগিণী দেখছিলেন। ভালো ভিড়। চেম্বারের দেয়াল ঢেকে গেছে 'অবতার' ও ঠাকুরের নানা ছবিতে।

ডাঃ মুস্তাফি বিবিসি নিউজকে সাক্ষাৎকার দিলেন। এক বছর আগে আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেরই পুনরাবৃত্তি। ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে সেই চ্যালেঞ্জ ঠোকা তীক্ষ্ণ কথা।

সাক্ষাৎকার শেষে ডাঃ মুস্তাফি আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন। জানালেন, ৩ অক্টোবর হিন্দুস্থান টাইমস-এ ওঁর রোম যাওয়া নিয়ে যে খবর বেরিয়েছে, তা ভুল। আজ পর্যন্ত রোমে যাওয়ার জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাননি। পাসপোর্ট নেই। কেন বালুরঘাটের দুই ডাক্তারের নাম অতিথি হিসেবে মিশনারিজরা প্রকাশ করলেন, বুঝতে পারছি না। তার ওপর যেদিন হিন্দুস্থান টাইমস-এ খবরটা বের হল, সেদিন থেকে গোয়েন্দারা এসে জেরা করতে লাগল। যাচ্ছি না, তবু না যাওয়ার জন্য অদ্ভুত চাপ সৃষ্টি।

অদ্ভুত দিয়ে যে ঘটনার শুরু, তার বিস্তৃতিতে আরও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটবে—এটাই স্বাভাবিক।

৮ অক্টোবর, বুধবার, ২০০৩। কাল রাত ভোর বৃষ্টি হয়েছে। আজও বৃষ্টি চলছেই। কাল ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ সব-ই বিস্কুট চিবিয়ে সারতে হয়েছে। রাতে মালদার 'কলিঙ্গ' হোটেলে উঠেছি। স্নান করে, ডিনার সেরে রিসেপশনে ভোর পাঁচটায় ডেকে দিতে বলে টিভিতে খবর দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ রিসেপশনের ফোন বাজার আগেই ঘুম ভেঙেছে। সাড়ে পাঁচটায় আমরা বেরিয়ে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পড়লাম। গাজোলে সুবোধ অপেক্ষা করছিলেন। ওঁকে তুলে বৃষ্টি পিছল পথে দানগ্রাম। নাকোড়ের রাস্তায় ঢুকতেই এক বছর আগের পথের সঙ্গে আজকের পথের পার্থক্য চোখে পড়ল। পথ আর কাঁচা নেই। দু'কিলোমিটার পথ-ই ইট পেতে তৈরি হয়েছে।

মণিকার স্বামী সেলকুর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। এক বছর আগের সাক্ষাৎকারের উল্টো কথা বাজিয়ে গেলেন সেলকু। এবারের কথাগুলো এরকম—(১) মণিকার টিউমার দেখে মনে হত ন'মাসের পোয়াতি। (২) ডাক্তাররা বলে দিয়েছিলেন, এ অসুখ সারবে না। মণিকা মরবে। (৩) ১৯৯৮-এ রাতারাতি মণিকার টিউমার ভ্যানিস হয়ে যায়। (৪) কেউ অর্থ সাহায্য দিলে সেলকু নিতে রাজি। এক বছর আগে সেলকুকে জমি ছাড়াতে টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন, সিস্টার নির্মলার অনুমতি ছাড়া কোনও অর্থ সাহায্য নেওয়ার উপায় নেই তাঁর। (৫) অনেকটা জমি নিয়ে যে বড় একতলা বাড়িতে মণিকা-সেলকু পরিবার থাকেন, তাতে বিভিন্ন ভাইদেরও ভাগ আছে। গত বছর সেলকু কিন্তু বলেছিলেন, বাড়িটা তাঁর।

বুঝলাম, এক বছরে সেলকুকে ভালোই শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া হয়েছে।

১২ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। জার্মান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন থেকে মাদার টেরিজার সেন্টহুড দেওয়া নিয়ে আমার বক্তব্য রেকর্ড করে নিয়ে গেলেন। বক্তব্য না বলে সাক্ষাৎকার বললে ঠিক বলা হয়। প্রচার করা হবে ১৯ অক্টোবর।

১৫ অক্টোবর, বুধবার, ২০০৩। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংবাদ সরবরাহকারী সংস্থা এ এফ পি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও নিউজ মিডিয়াকে খবর পাঠাল, "ভারতের যুক্তিবাদী দল মাদার টেরিজার অলৌকিক ক্ষমতার প্রতিবাদ করেছে।" বড় খবর। ভিতরে আছে—মাদারের নামে মিথ্যাচারিতা করার বিরুদ্ধে আমরা যে বিক্ষোভ সমাবেশ করতে চলেছি, সে খবর।

খবরে আরও বলা হয়েছে, বুধবার সাইন্স অ্যান্ড র‍্যাশানালিস্টস অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ জানান, "আমরা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার নির্মলা যোশীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি, তিনি প্রমাণ করুন মণিকা বেসরা সুস্থ হয়েছে ওষুধে নয়, মাদারের আশীর্বাদে। তিনি এখন পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ-এ সাড়া দেননি।"

"আগামী শুক্রবার আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা নিয়েছি, মিথ্যে প্রমাণ হাজির করে মাদারকে সেন্টহুড দেওয়ার বিরুদ্ধে।" তিনি (প্রবীর ঘোষ) বলেছেন।

"আমি মিশনারিজ অফ চ্যারিটির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি খ্রিস্টান সমাজকে প্রতারিত করার জন্য।" তিনি বলেছেন।

ঘোষ বলেছেন, বেসরা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চলের দু'টি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন।

"তিনি (মণিকা) দীর্ঘ চিকিৎসার ফলেই সুস্থ হয়েছেন।" ঘোষ বলেছেন।

"মাদার টেরিজাকে গরিবের প্রতি তাঁর কাজের নিরিখেই সেন্টহুড দেওয়া যেত। এর জন্য মিথ্যে প্রচারের কোনও প্রয়োজন ছিল না।" তিনি বলেছেন—

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কলকাতার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সিস্টার যুক্তিবাদীদের এই দাবিগুলো শুনে উদাসীনতার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকিয়েছেন। বলেছেন, "আমাদের সম্বন্ধে আনা অভিযোগ ও প্রতিবাদ প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার নেই।"
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

YAHOO! News News Home - Yahoo! - Help

FREE SHIPPING 5 DVDs for 4 CLICK TO JOIN

Welcome, Guest
Yahoo! News Personalize News
Search News Stories

News Home
Top Stories
U.S. National
Business
World
Middle East
Europe
Latin America
Africa
Asia
Canada
Australia/Antarctica
Most Popular
Entertainment
Sports
Technology
Politics
Science
Health
Oddly Enough
Op-Ed
Lifestyle
Local
Photos
News Photos
Most Popular
Weather
Audio/Video
Full Coverage
Crosswords

News Resources
Providers
AP
Reuters India
AFP Asia
AFP South Asia
News Alerts
Pope John Paul
Vatican
Services
Mobile Services
Free News Alerts
Yahoo! News via RSS

South Asia - AFP

Indian rationalist group to protest Mother Teresa's 'miracle'

Wed Oct 15, 7:50 AM ET

CALCUTTA, India (AFP) - A Calcutta rationalist group said it planned to demonstrate against a "false" miracle being cited as the reason for the beatification this weekend of Mother Teresa.

AFP Photo

The Science and Rationalist Association of India disputes claims by the Missionaries of Charity (MoC) founded by Mother Teresa in 1950 that she cured a stomach tumour afflicting Indian tribal woman Monica Besra.

Mother Teresa, of Albanian origin, died in 1997 and is to be beatified by Pope John Paul (news - web sites) on Sunday at a ceremony at the Vatican (news - web sites). Besra is a direct consequence of the 1998 "miracle" cure of Besra.

"We have challenged Sister Nirmala Joshi, superior general of the Missionaries of Charity, to prove her claim that it was not medicines but the blessings of Mother Teresa that cured Monica Besra," said association general secretary Prabir Ghosh on Wednesday.

"She has not responded to our challenge as yet," he told AFP.

"We are planning to hold a demonstration on Friday to protest against the 'false' miracle attributed to Mother Teresa paving her way to sainthood," he said.

"I am also going to file a complaint with the police against the Missionaries of Charity for misleading the Christian community."

Ghosh said Besra had been treated at two government hospitals in northern West Bengal state.

"She continued to receive medical treatment long after Mother Teresa died. It was prolonged treatment that cured her," Ghosh said.

"Mother Teresa should be considered for sainthood for her services to the poor, not on false propaganda," he said.

Sister Christie of the Missionaries of Charity headquarters in Calcutta shrugged off the rationalists' claims.

"We have nothing to say against the charges and the protest demonstration," she said.

Ghosh said his association, founded in 1985, seeks to promote scientific and rational thinking in India.

"We have in the past decade exposed the miracles of more than 700 Hindu 'godmen' which were nothing but hypnotic tricks," he said.

Email Story Email Read Mags Print Story

Ratings: Would you recommend this story?

Avg Rating: 1.00 1 vote

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
"ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর সংগঠন ১৯৮৫-তে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী চিন্তার পক্ষে ভারতে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।"

"আমরা অতীতে ৭০০ হিন্দু তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাধরদের ভাণ্ডাফোড় করেছি....." তিনি বলেছেন।

১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০০৩। যুক্তিবাদী সমিতির কলকাতা অফিসে (৩৩ এ, ক্রীক রো, কলকাতা-৭০০ ০১৪) যুদ্ধকালীন তৎপরতা। আগামী কাল মধ্য কলকাতার বেলেঘাটা জোড়া মন্দিরের সামনে প্রতিবাদী পথসভা। বিকেল ৪টেতে শুরু হবে। পথসভা আয়োজনের দায়িত্ব পূর্ব কলকাতা শাখার উপর। বর্ণময় শ'খানেক পোস্টার তৈরির দায়িত্ব পূর্ব কলকাতা ও উত্তর কলকাতা শাখার ওপর। পোস্টারে কী লেখা হবে, কী আঁকা হবে, কী প্রচারপত্র ছাড়া হবে, কে কী দায়িত্ব পালন করবে—এসব নিয়েই কেটে গেল দিনটা।

রাত ন'টায় 'অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে ফোনে ধরলেন আমাকে। ফোনেই একটা ইন্টারভিউ নেবেন। ঠিক রাত দশটায় ফোন করবেন।

প্রশ্নোত্তরে সাক্ষাৎকার ভালোই উতরোল বলে মনে হল। জানালেন ১৯ অক্টোবর প্রচার করবেন। সেদিনের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।

১৭ অক্টোবর, শুক্রবার, ২০০৩। আজ ইংরেজি দৈনিক 'দ্য এশিয়ান এজ' এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটা খবর প্রকাশিত হয়েছে—Rationalist forum on protest path'।

সকাল ৯টা। আমি, সুমিত্রা ও অরিন্দম হাজির হলাম দিলীপ গুপ্তের সল্টলেকের বাড়িতে। দিলীপ গুপ্ত গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘের সাধারণ সম্পাদক।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কর্ণধার সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ দায়ের করব? কার কাছে অভিযোগ দায়ের করব? অভিযোগের ভাষা কী হবে? এসব বিষয়ে পরামর্শ নিতেই আমাদের সমিতির শুভানুধ্যায়ী দিলীপ গুপ্তের কাছে আসা।

আলোচনা ও মুসাবিদা শেষে ফিরলাম আমার ফ্ল্যাটে। কম্পিউটারে কমপ্লেন ড্রাফ্‌ট করা হল। ফ্যাক্সে অভিযোগ দায়ের করলাম কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুজয় কুমার চক্রবর্তী ও পশ্চিমবঙ্গের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ডি সি বাজপেয়ীর কাছে।

আজ এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। খ্রিস্টান সমাজে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার বীজ পোঁতা হল। ভ্যাটিকানের সিস্টার কনসার্ন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির কর্ণধারের বিরুদ্ধে প্রতারণাসহ আরও দুটি আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ দায়ের করা হল পুলিশের কাছে। তৃতীয় বিশ্বের পিছিয়ে থাকা শোষিত মানুষগুলো পশ্চিমি খ্রিস্টানদের প্রতীক ভ্যাটিকানের বুজরুকিফিকেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল।

দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হল নিউজ মিডিয়াগুলোকে খবর দেবার পালা। দুটো ফোনে আমি ও অরিন্দম খবর পৌঁছে দিতে লাগলাম।

বিকেল তিনটে দশ। বেলেঘাটা জোড়া মন্দিরে পৌঁছে চোখ ট্যারা। আমরা বলেছি, বিকেল চারটেতে প্রতিবাদী পথসভা। কিন্তু এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে অনেক নিউজ মিডিয়া। ঢাউস ঢাউস টিভি ক্যামেরা হাজির।

সাড়ে তিনটের আগেই টি ভি ক্যামেরার সামনে সাক্ষাৎকার দেওয়া শুরু করতেই হল।

বিক্ষোভ সভায় সাংবাদিকদের অনেক প্রশ্ন ছিল। আমাদের উত্তর ছিল। উত্তর দেবার দায়িত্ব
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

DO NOT RIDICULE MOTHER TERESA'S LOVE & DEDICATED ACT BY FALSE CLAIMS

WE DEMAND FROM THE STATE AND CENTRAL GOVT. A STRONG LEGAL ACTION AGAINST SISTER NIRMALA FOR VIOLATING INDIAN LAWS:

1. IPC 420
2. DRUGS & MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENT) ACT 1954
3. DRUGS & COSMETICS ACT 1940

BY MAKING A PROPAGANDA OF FALSE MIRACLE CURE.

To

1. Mr. D C Vajpai,
   D G of Police, West Bengal (HQ)
   Writers' Buildings, Kolkata 700 001
   Fax: 2214 5486

2. Mr. Sujoy Kr. Chakraborty,
   Comissioner of Police,Kolkata
   Lalbazar, Kolkata 700 001
   Fax: 2214 5424

For your perusal and consideration for necessary action.
(All necessary documents can be submitted whenever required.)

Prabir Ghosh

Prabir Ghosh
General Secretary,
Bharatiya Bigyan O Yuktibadi Samity
(Science & Rationalists' Association of India)
72/8 Debinibash Road, Kolkata 700 074
Ph: (033)2559 0435, 2529 5111, 98311 21900

Date: 17 October 2003

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছিল আমার ও সুমিত্রার উপর। সুমিত্রা 'হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়া'র জেনারেল সেক্রেটারি। হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন যুক্তিবাদী সমিতির উইং।

ইংরেজিভাষী বিদেশি মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংরেজি-চোস্ত এদেশী মিডিয়ার বাঙালি সাংবাদিকদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা আসমান-জমিন ফারাক আছে। বিদেশি মিডিয়ার সাংবাদিকরা রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে বেশিমাত্রায় নিরপেক্ষ জিজ্ঞাসু ও নির্লিপ্ত। কোনও পক্ষ অবলম্বন করে বা কোনও ঘটনার সঙ্গে নিজেকে লিপ্ত করে সংবাদের বিকৃতি ঘটাতে সচেষ্ট হয় না। লন্ডনের দৈনিক 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট'-এর সাংবাদিক ফিলিপ রীভ থেকে ইন্টারন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি এ এফ পি'র শৈলেন্দ্র এন শীল—সবাই এই ছাঁচে গড়া। মিডিয়াগুলো তাদের সাংবাদিকদের এই ছাঁচে গড়ে। ফলে পাশ্চাত্যের নিউজ মিডিয়াগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি।

ইংরেজি ভাষার ভারতীয় নিউজ চ্যানেলগুলোর বাঙালি সাংবাদিকরা সাধারণভাবে তুলনায় অনেক বেশি ঝক্‌ঝকে, বাক্‌চতুর, তারুণ্যের ঝাঁঝে ভরপুর। পার্থক্য গড়ে দিয়েছে এঁদের মানসিকতা। এঁদের মধ্যে আকাদেমিক নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ত মানসিকতার বড়-ই অভাব। জানার আগ্রহের চেয়ে আক্রমণ চালাবার প্রবণতা বেশি। নিরপেক্ষভাবে একটি খবর পরিবেশন করার চেয়ে, ঘটনার মধ্যে ইনভলভড হয়ে নিজের মতের পক্ষে খবরটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এটাই এই বঙ্গের ইংরেজি-চোস্ত সাংবাদিকদের মূলস্রোত। মনে হয় তাঁরা আগে থেকে ঠিক করেই আসেন কোন দিকে টেনে লিখবেন বা দেখাবেন।

আজ দেশি-বিদেশি নিউজ মিডিয়াগুলোর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এই সত্যটাই বার বার প্রকট হয়ে উঠছিল। বিদেশি মাধ্যমের প্রতিনিধিরা যখন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছেন—আমাদের বক্তব্য কী? বক্তব্যের পিছনে কী যুক্তি আমরা হাজির করছি? তখনই এদেশি নিউজ মিডিয়ার ঝক্‌ঝকে বাঙালি তরুণীরা চোস্ত ইংরেজিতে মাছের বাজার বসিয়ে ফেলেছেন। এঁরা সব্বাই একসঙ্গে আঙুল তুলে চেঁচাচ্ছেন—আপনারা সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কমপ্লেন লজ করলেন কোন যুক্তিতে? মণিকার সঙ্গে মিশনারিজ অব চ্যারিটি বা সিস্টার নির্মলা কোনওভাবেই জড়িত নন। মণিকার ব্যাপারে এনকোয়ারি করেছে ভ্যাটিকানের টিম। এরপরও আপনারা কেন সিস্টারের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক ভাবে কমপ্লেন করলেন।

না। উত্তর শোনার মতো ধৈর্য ও দায় তাঁদের ছিল না।

এরই মাঝে অনেক মুখ থেকে একই প্রশ্ন ছুটে এল—আপনারা 'ক্যানান ল'কে অস্বীকার করছেন? 'ক্যানান ল' পাল্টাতে চাইছেন? আপনারা জানেন 'ক্যানান ল' কী?

বুঝুন প্রশ্নের ধরন?

ক্যানান ল'র অস্তিত্ব যে আছে, তার জবরদস্ত প্রমাণ পোপের সাম্রাজ্য ভ্যাটিকানের উপস্থিতি। এরপর কেন বলতে যাব যে—'ক্যানান ল নেই।' আমরা ক্যানান ল পাল্টাতে চাইছি। কারণ, একজনের ভুল ধারণা, ভুল বিশ্বাস সমাজকে প্রভাবিত করে। সামাজিক পরিবেশ যেমন মানুষকে প্রভাবিত করে, তেমনই মানুষও সমাজকে প্রভাবিত করে। ব্যক্তি মানুষের চেয়ে সংগঠনের প্রভাব আরও বেশি। সংগঠন শক্তিশালী হলে তার ভুল চিন্তাধারার প্রচারে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ প্রভাবিত হয়। সমাজবিজ্ঞানের এই সত্যকে মাথায় রেখেই আমরা ক্যানান ল পাল্টাতে চাইছি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আমরা জানি ক্যানান ল'র সুরের সঙ্গে মৌলবী ও টিকিধারীদের সুর প্রায়শই মেলে। জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এরা একই সুরে চেঁচায়। কন্ডোমের বিরুদ্ধে এরা উচ্চকণ্ঠ। ভ্যাটিকানের পরিবার সংক্রান্তমন্ত্রী লোপেজ টুজিল্লো বি বি সি'র অনুষ্ঠানে ক্যানান ল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সন্তান কামনা ছাড়া পতি-পত্নীর দেহমিলন অনৈতিক। কন্ডোম কাম-সুখের রাস্তা দেখায়, ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত করে।

ভ্যাটিকানের শেষ আবিষ্কার—কন্ডোম কখনই এড্‌স প্রতিরোধ করে না। বরং কন্ডোম ব্যবহারের জন্যই এড্‌স বাড়ছে।

দেহ-মিলন মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে চেপে রাখতে গেলে অস্বাভাবিক মানসিকতা বাড়বে। মানসিক রোগ বাড়বে। মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ বাড়বে। জানি না শারীর-বিজ্ঞানের এই সত্যকে ভ্যাটিকান কবে বুঝবে? জানি না দেশি সাহেব সাংবাদিকরা ক্যানন ল বিষয়ে কতটা জানেন, ক্যানান ল'কে কতটা স্বীকার করেন। সন্তান কামনা ছাড়া দেহ-মিলন উচিত নয়—এমন নীতিকথায় বিশ্বাস করার মতো কোনও সাংবাদিক বিক্ষোভ সভায় ছিলেন কিনা জানি না। কন্ডোম ব্যবহার উচিত নয় অথবা পৃথিবী জুড়ে এড্‌স ছড়াবার কারণ কন্ডোম ব্যবহার—এমন বিজ্ঞানবিরোধী সর্বনাশা বিশ্বাসে সহমত কোনও সাংবাদিক ওখানে হাজির ছিলেন, ভাবলেই আতঙ্কে শিউরে উঠছি। তবে আশার কথা এই যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা এখনও কথায় ও কাজে এক নয়।

এঁরা 'ক্যানান ল'কে চিরন্তণ ও অভ্রান্ত মনে করতে চান, করুন। এঁদের অনেকে গ্রহরত্ন ধারণ করেন, আমাদের বলার কিছুই থাকতে পারে না। এঁদের অনেকে জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকদের কাছে যান। এঁরা জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের 'বখ্‌রা' হলে আপনার আমার কী? এইসব ইংরেজি বলিয়ে-কইয়ে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের সঙ্গে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া আনপড় কুসংস্কারে ডুব দেওয়া মানুষগুলোর কোনও পার্থক্য আছে কি?

তা আছে। শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া গ্রামের মানুষগুলোর মধ্যে জিজ্ঞাসার আগুন আছে। উসকে দিলেই জ্বলে ওঠে। ওদের নিয়েই যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলি। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। ইংরেজি বলতে কইতে পারে মধ্য-মেধার, মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার মানুষদের মধ্যে অহং ও ভণ্ডামি বড়-ই বেশি। এঁরা শিখতে চান না। স-ব জানেন। শিখে বড় হওয়ার চেয়ে, অন্যকে ছোট করে বড় সাজার প্রবণতা বড়-ই বেশি।

আমরা 'ক্যানান ল'র বিরোধিতা করছি। খ্রিস্টান সমাজকে বিরোধিতা করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সেন্ট-এর সংজ্ঞা পালটাতে চাইছি। মাদার'কে পণ্য বানিয়ে, তাঁর নাম করে মানুষকে প্রতারিত করে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা মাদারকেই অপমান করছেন। এই প্রতারণা বন্ধ না করলে প্রচারের দৌলতে আমজনতা অলৌকিক চিকিৎসার দিকে দৌড়বে। অলৌকিক চিকিৎসার ভয়াবহ পরিণতির জন্য কে দায়ী হবে? পোপ? ভ্যাটিকান? মিশনারিজ অফ চ্যারিটি? সিস্টার নির্মলা? ভ্যাটিকানের সুরে সুর মেলান নিউজ মিডিয়া? নাকি এরা প্রত্যেকেই দায়ী? আপনারা নিজেদের যুক্তি দিয়ে বিচার করুন। উত্তর পাবেন-ই। এই ছিল আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশের 'থিম'।

যে দেশি সাহেব সাংবাদিকরা আমাদের 'ক্যানান ল' পাল্টাবার চেষ্টাকে দুঃসাহসিক বা বোকামো মনে করেন, তাঁদের প্রত্যেকে প্রতিদিন 'ওয়েবসাইট সার্চ' করেন কিনা জানি না। যাঁরা করেন, তাঁরা পরের দিনের 'বিবিসি নিউজ' ওয়েবসাইট দেখে নিশ্চয়ই লজ্জায় মাটিতে মিশেছেন। ওখানে বলা হয়েছে—"মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' দেওয়ার প্রশ্নে বেশির ভাগ মানুষই প্রবীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঘোষের পক্ষে একমত। তাঁরাও মনে করেন, সেন্টহুড দেওয়ার জন্য মিরাকেল'কে যুক্ত করার কোনও প্রয়োজন নেই।"

খাঁটি ব্রিটিশ নিউজ মিডিয়ার এমন জোরালো বক্তব্যকে মেনে নেবার মতো মুক্ত মনের পরিচয় কি এঁরা দিতে পারবেন? নাকি ইংরেজি শেখা বাঙালি কাঁকড়া হয়ে থাকবেন?

আজ সারা ভারতের টিভি চ্যানেলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করেছে সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ দায়ের করার খবর। দেখানো হয়েছে আমাদের বিক্ষোভ পথসভা। শোনানো হয়েছে আমাদের বক্তব্য।

১৮ অক্টোবর, শনিবার, ২০০৩। বিবিসি রেডিও আজ সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে আমার একটা সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে বাংলায়।

সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটা। নতুনত্ব অবশ্য একটু আছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান সমাজের কাছে আবেদন রেখেছি—ক্যানান ল'র অবৈজ্ঞানিক দিকগুলো পাল্টে দিতে সোচ্চার হোন।

আজ শুধুমাত্র আসমুদ্র হিমাচল নয়, বিশ্ব জুড়ে পত্র-পত্রিকায় নানা ওয়েবসাইটে বিশাল সাড়া ফেলে আমরা, যুক্তিবাদী সমিতি। সমিতির রাণা হাজরা দিন-ভোর ওয়েবসাইট সার্চ করে শ'খানেক কপি তুলেছে।

এ এফ পি তাদের ওয়েবসাইটে জানাচ্ছে —

Indian rationalists call Mother Teresa's miracle hocus-pocus
48 minutes ago

CALCUTTA, India (AFP) – Members of an Indian rationalist group demanded the arrest of the head of Mother Teresa's order, arguing she fudged

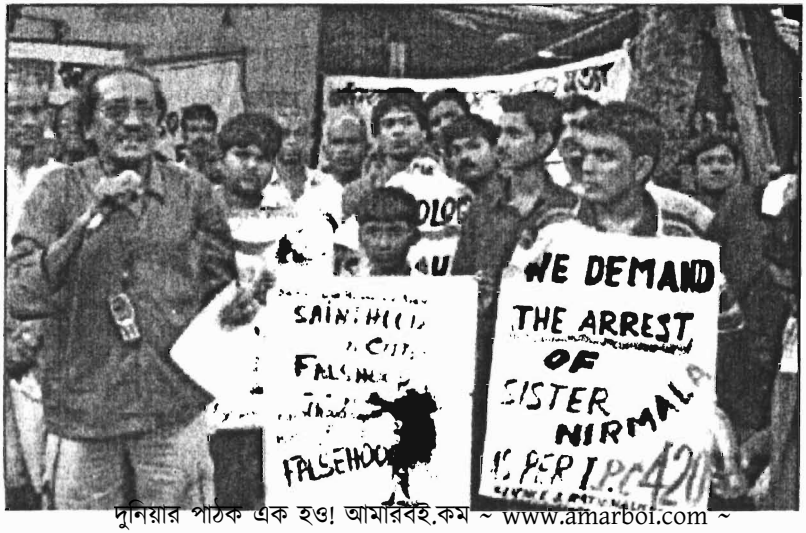

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
facts to claim a miracle to secure sainthood for the Roman Catholic nun.

"Sainthood Means Falsehood," said a poster carried by one of the approximately 100 protesters in the Indian city of Calcuta, where Mother Teresa's Missionaries of Charity (MoC) order is headquartered.

The Nobel lauteate's sainthood stems from the claims of 35-year-old Indian tribal woman, Monica Basra, who insists that she was cured of stomach cancer by Mother Teresa.

Friday's protesters said it was a fraud perpetrated by the MoC and Mother Teresa's successor, sister Nirmala.

Prabir Ghosh, Chief of Science and Rationalists' Association of India, said the forum registered fraud cases with the police against Sister Nirmala.

Hot breath : An Indian activist of the Science and Rationalists' Associaton of India performs a fire-breathing act as she demonstrates against claims that Mother Teresa performed a miracle in Calcutta.

(AFP/Deshakalyan Chowdhury).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Lip Service
Lip Service brings you the quotes of the week from and about southern and South Africa.

News24 on DStv
News24.com and DStv have launched southern Africa's first interactive news television channel, channel 59 of the DSv bouquet.`

Make News 24 my home page /FAQ

SIGN ME IN

News sections WORLD : NEWS

Updated : 18/10/2003
08:48 - (SA)

Looking for some HOT weekend entertainment?

Homepage
World
Iraqi Dossier
News
South Africa
Sport
Africa
Sci-Tech
Enertainment
Finance
Health
Backpage
Special Focus
Assist24
Auctions24
Finance24
Food24
Property24
Health24
Subscribe24
Women2
Wheels24
Lotery
Letters
Weather
Horoscopes

'Medicine was the miracle'
15/10/203 1 : 47 - (SA)

Calcutta, India - A Calcutta rationalist group said on Wednesday it planned to demonstrate against a "false" miracle being cited as the reason for the beatification this weekend of Mother Teresa.

The Science and Rationalist Association of India disputes claims by the Missionaries of Charity (MoC) founded by Mother Teresa in 1950 that she cured a stomach tumour afflicting Indian tribal woman Monica Besra.

Mother Teresa, of Albanian orgin, died in 1997 and is to be beatified by Pope John Paul II on Sunday at a ceremony at the Vatican as a direct consequence of the 1998
"miracle" cure of Besra.
"We have challenged Sister Nirmala Joshi, superior general of the Missionaries of Charity, to prove her claim that it was not medicines but the blessings of Moher Teresa that cured Monica Besra, "said association

Print article * email story

Related Articles

* Mother Teresa, the musical
* My convent runneth over
* Saintly relics on way to Rome
* Waiting for second miracle
* Mother Teresa to be beatified
* Mother Teresa miracle real

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

general secretary Prabir Ghosh.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

"She has not responded to our challenge as yet," he told reporters.

'False' miracle

"We ac planning to hold a demonstration on Friday to protest against the 'false' miracle attributed to Mother Teresa paving her way to sainthood," he said.

"I am also going to file a complaint with the police against the Missionaries of Charity for misleading the Christian community."

Ghosh said Besra had been treated at two government hospitals in northern West Bengal state.

"She continued to receive medical treatment long after Mother Teresa died. It was prolonged treatment that cured her," Ghosh said.

"Mother Teresa should be considered for sainthood for her services to the poor, not on false propaganda," he said.

Sister Christie of the Missionaries of Charity headquarters in Calcuta shrugged of the rationalists' claims.

We have nothing to say against the charges and the protest **, she said.

Ghosh said his association, founded in 1985, seeks to promote scientific and rational thinking in India.

"We have in the past decade exposed the miracles of more than 700 Hindu 'godmen' which were nothing but hypnotic tricks," he said.

Discussion Forums - Have your say about this article

View or various picture galleries

You can now get the latest news from News 24 via interactive TV-simply switch to channel 59 on

.... Top stories in this category

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

AFP

ভারতের বৃহত্তম নিউজ এজেন্সি পি টি আই ১৮ অক্টোবর ২০০৩-এর ওয়েবসাইটে জানাল —

News

Commentary Diary Elections Interviews Specials The Staes information You Can Use Newsletters

Home > News > PTI

Kolkata gears up for Mother's beatification

Last Updated : October 18, 2003 03:30 1ST.

Mother Teresa does have her critics.

Stoking the controversy surrounding the 'miraculous cure' of Monica Besra that pushed Moher Teresa to beatification, rationalists on Friday demanded 'strong legal action' against her successor Siser Nirmala for 'propagating a false claim'.

Their demand is based on the testimony of two government doctors, who treated the tribal woman, that she was cured solely by medical intervention.

"We demand from the West Bengal and central governments strong legal action against Sister Nirmala for violating Indian laws as laid down by Section 420 of the Indian Penal Code, besides the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act 1954 and the Drugs and Cosmetics Act, 1940," Prabir Ghosh, general secretary of the Science and Rationalists Association of India, told PTI.

Ghosh, who submitted the demand to the Director-General Police Dinesh Bajpai and Kolkata Police Commissioner Sujay Chakravorty said that Sister Nirmala, currently at the Vatican for Sunday's beatification ceremony, had made false claims about the miraculous cure, besides propagating acting magic remedies.

"I have inerviewed the doctors who treated Monica and I am fully satisfied that she was cured as a result of medical intervention," Ghosh said questioning whether Pope John.

Breaking News on Mobile SMS : NEWS to 7333.

Article Tools
Email this Article
Printer-Friendly Format
Letter to the Editor

Today in News

Mortuaries of Science

Education Programmes at NID

'Today's hawks can become dovers'

Kashmir hostage crisis ends Book on the sari

Woman gang-raped twice in Bihar

Telgi called up cops from jail Power from tap water

Indian Muslims do not need help Magician ends 44-day drama

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
Paul II or Sister Nirmala would take the responsibility upon themselves if anybody felt encouraged to seek similar remedies for their illness and died in the process."

এ'দিনের বি বি সি ওয়েবসাইট বলল —

"Prabir Ghosh, secretary of the Calcutta-based Indian Rationalists Association, openly questions the miracle.

"Mother Teresa was a great soul and I think it is an insult to her legacy to make her sainthood dependent on bogus miracles. It should be linked to her great work among the poor," says Mr. Ghosh.

He says Mother Teresa herself went to the best hospitals – and the best doctors – in the city when she fell ill.

Most agree with him that Mother Teresa does not need miracles to be declared a saint."

Hindustan Times.Com লিখল —

Rationalists say Mother Teresa's miracle claim is 'bunkum'

Kittivas Mukherjee, Indo-Asian News Service
Kolkata, October 17

A group of rationalists on Friday demonstrated against a miracle attributed to Mother Teresa that is being cited by the Vatican for her beatification.

The rationalists also lodged a complaint with the police, urging action to stop "propaganda" about the miracle and "take action" against Sister Nirmala, who heads the Missionaries of Charity order set up by Mother Teresa.

"We ask the church not to sully the image of Mother Teresa by attributing to her false claims of miracles," Prabir Ghosh, general secretary of Science and Rationalists' Association of India, said at a street side meeting.

The rationalists have described as "bunkum" the claim that an Indian tribal woman was cured of a tubercular tumour after she prayed to the revered nun in 1998.

The Pope has approved the miracle of Moher Teresa and is set to beatify her on sunday in rome, taking her a step closer to sainthood.

The rationalists distributed pamphlets to passers-by in a congested easern Kolkata locality.

"Do not ridicule Mother Teresa's love and dedicated acts by false claims," read he single-page leaflet in english signed by Ghosh.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
"We demand from the state and central governments strong legal action against Sister Nirmala for violating Indian laws," it also said.

The volunteers held aloft placards that read : "Don't mock Mother Teresa", "Moher did not bargain for sainthood", Is good work not enough?" and "Why resort to fraud."

Ghosh alleged that Sister Nirmala had "turned this sainthood thing into a business."

Ghosh said if the authorities did not take action, the rationalists would sue Nirmala.

He said the rationalists had no objection to Mother Teresa being made a saint, "but why take recourse to falsehood for a religious cause."

The rationalists contend that if supposed miracles were passed off as medical cure, poor Indians would run to 'shamans' and 'godmen' for treating illness instead of going to doctors.

Even doctors who treated the 35-year-old tribal woman, Monica Besra, claim that she had been cured with nine months of anti-tubercular medication.

Zinos.Com-এর Dhamaka News আমাদের সমিতিকে নিয়েই ধামাকা ঘটাল।

Rationalists question Mother Teresa's 'miracle'

A controversy is brewing on the miracle attributed to Mother Teresa on the basis of which the Vatican has put her on the fast track to sainthood *(Inspirational)*)

A controversy is brewing on the miracle attributed to Mother Teresa, on the basis of which the Vatican has put her on the fast track to sainthood.

A Kolkata-based group called the Rationalists Association of India has questioned the auhenticity of the miracle. And now West Bengal's former Health Minister, Partha De, has confirmed that the Missionaries of Charity was told two years ago that what was being viewed as a miracle was in fact a medical cure.

Ever since the Vatican approved the miracle that Mother Teresa's posthumous intervention had cured Monica Besra of a tumour in the stomach – She has consistently refused to speak about it. "I will not say anything. What I had to say, I said in Kolkata. I will not speak again," Monica insisted.

Prabir Ghosh of the Rationalist Association of India, which was formed in 1985 to debunk tall claims, insisted, "It was a very ordinary disease

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
and it was curable by treatment. Treatment was given and she was cured. Where is the miracle in that?"

The Association's claim is based on investigations at the state government hospital at Balurghat in North Bengal where Monica Besra was treated for tuberculoid meningitis in 1998.

In February 2000, the Missionaries of Charity approached the then health minister. They wanted a government doctor from Balurghat to testify in a religious court.

"Apparently they desired that he (doctor) will depose that there was a miracle in treating Monica Besra, a patient who was treated at the hospital. We told them that was not possible, but that they could put their queries to the government. Indeed, they did put their queries and then we held an enquiry. It revealed that Monica had some ailment, she was treated in the hospital, she was cured and then she was released," Partha De elaborated.

The Missionaries of Charity refused to comment on what is emerging as a conflict between religious faith and medical science. But the Rationalists Association is looking for the doctor who certified that Besra's cure was a miracle.

Contributed by :
M H Ahsan
(C) Dhamaka News
Email : editor@dhamakanews.net
Website : Dhamaka News
Do you have comments on this?

Zinos.Com-ই শুধু এই 'ধামাকা নিউজ' দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়নি। কালকে যুক্তিবাদী সমিতির ভূমিকা বিশ্ব জুড়েই 'বিগ ধামাকা' বা 'ধামাকা নিউজ'। এবং কলকাতার প্রায় পত্র-পত্রিকাতেই 'বিগ ব্ল্যাক আউট'।

'খ্রিস্ট ভ্রাতৃত্ববোধ' বিশ্বব্যাপী গড়ে তোলার পরিকল্পনা যাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, সেই বহুজাতিক সংস্থাগুলো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনীতি থেকে সংস্কৃতি সব-ই নিয়ন্ত্রণ করে। এমত অবস্থায় আমাদের সমিতির কর্মস্থলের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা শহরে আমাদের ব্ল্যাক আউট করার পরিকল্পনা ভ্রাতৃত্ববোধের পালকরা গ্রহণ করলে তা কার্যকর হবেই। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু অবাক হই, যখন দেখি এত কিছুর পরও খ্রিস্টান-জনমত আমাদের-ই পাশে এসে দাঁড়ায়।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সবের-ই ব্যতিক্রম আছে। শহর কলকাতা থেকে প্রকাশিত আঙুলে গোনা ব্যাতিক্রমী দৈনিক ছিল। তার মধ্যে প্রথমেই যে নামটি করতে হয়, সে নামটি হলো 'The Asian Age'।

'এক নজর' হিন্দি টিভি নিউজ বুলেটিন। প্রচারিত হয় 'এ টি এন কলকাতা' চ্যানেলে রাত সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা। মাদারকে মিরাকেলের সঙ্গে যুক্ত করে সেন্টহুড দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে আমার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হল। নতুন কথা যা বলেছি তা হল, বিশ্ব জুড়ে হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দেওয়া হোক। গড়ে তোলা হোক মাদার টেরিজার লকেট তৈরির ফ্যাক্টরি। সিস্টার নির্মলা, আপনাদের প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ করে দিন। পরিবর্তে রোগীদের সারিয়ে তুলতে মাদারের লকেট বিতরণ করুন। সিস্টাররা এরপর থেকে তাঁদের অসুখের জন্য ডাক্তারদের সাহায্য নেওয়া বন্ধ করুন। লকেট ঝুলিয়ে রোগ সারান।

এমন আচরণ না করলে মানুষ আপনাদের দিকে আঙুল তুলে বলবে—'স্ববিরোধী', 'ভণ্ড' বলে।

সঙ্গে একটি আবেদন ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। আগামী ৯ নভেম্বর কলকাতায় মাদারের 'ব্লেসেড' হওয়া নিয়ে উৎসব হবে। সেই উৎসবের আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করেছেন শুনেছি। একজন মার্কসবাদী হিসেবে অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস রাখলে জনমানসে তার প্রভাব হবে ভয়াবহ। আমাদের সমিতি একই সঙ্গে অনুরোধ ও দাবি রাখছে—আপনি ওই অনুষ্ঠানে যাবেন না।

এন ডি টিভির লাইভ প্রোগাম বরখা দত্তের 'বিগ স্টোরি'। সময় রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা। ইংরেজি এই অনুষ্ঠানে বরখা সঞ্চালক। আলোচক যুক্তিবাদী সমিতির সৌরভ দাশগুপ্ত ও নিউ দিল্লির এক বিশপ।

বরখা দাপুটে সঞ্চালক। তাঁর মধ্যে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতার লেশ মাত্র নেই। আকাদেমিক নিরপেক্ষতা আছে। আছে নির্লিপ্ত থাকার গুণ। সুতরাং, অনুষ্ঠান জমজমাট।

বরখার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সৌরভ আমাদের সমিতির বক্তব্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, উল্লেখ করেছেন, হাসপাতালের ঝাঁপ বন্ধ করে মাদারের লকেট তৈরির ফ্যাক্টরির কথা।

'খোঁজখবর' আজও দেখিয়েছে গত বছর আমার তুলে আনা মণিকা-সেলকু-ডাক্তারদের নিয়ে ভ্যাটিকানকে ভয়ংকর রকম বে-আব্রু করা অনুষ্ঠান। 'আকাশ বার্তা' চ্যানেলে অনুষ্ঠানটি দেখানো হল রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টা।

'মাদার টেরিজা' নামের বেলুনটি সবচেয়ে বেশি ফুলিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মিডিয়া। যুক্তিবাদী সমিতির ভূমিকা ছিল বিবেকের। আজ নিজেকে হালকা লাগছে। বুঝতে পারছি, চূড়ান্ত জয়ের দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। এ জয় প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষের জয়। পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গের অপরিণামদর্শী মিডিয়াগুলো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরবে। অন্যস্বরে কথা বলবে।

১৯ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৩। ভ্যাটিকান সিটি থেকে বিভিন্ন মিডিয়া খবর পাঠাল—পোপ দ্বিতীয় জন পল মাদার টেরেজাকে 'ব্লেসেড' অর্থাৎ 'ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা' বলে ঘোষণা করলেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

না। মাদারকে শেষ পর্যন্ত 'সেন্ট' ঘোষণা করা হয়নি। কার্ডিনালদের পরামর্শে সরাসরি 'সেন্ট' ঘোষণা থেকে পিছিয়ে যান পোপ। এটাই খবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সকাল থেকেই পৃথিবীর টিভি চ্যানেল, রেডিও এবং দৈনিক পত্রিকায় মাদারের মিরাকেলের পাশাপাশি অনিবার্যভাবেই যুক্তিবাদী সমিতিও উঠে এসেছে। মাদার টেরিজা নিয়ে যে কোনও ওয়েবসাইট ক্লিক করলেই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে যুক্তিবাদী সমিতির তোলা মণিকা বিতর্ক।

'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস' পৃথিবীর সবচেয়ে নামি দৈনিক পত্রিকা। সকালে হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের লেকটাউনের অফিসে পত্রিকাটিকে একটা সাক্ষাৎকার দিলাম আমি ও সুমিত্রা। মূল প্রসঙ্গ অবশ্যই মাদার টেরিজাকে সেন্ট দেওয়া নিয়ে বিতর্ক।

আজকাল

বর্ষ ২২ সংখ্যা ২০৪ শুক্রবার ৩১ আশ্বিন ১৪০৯ বঙ্গাব্দ ১৮ অক্টোবর ২০০২

সফেদ ঝুট এবং কিছু কথা

প্রবীর ঘোষ

আমাদের সাধ্যি কার একজন অন্তত ভ্যাটিকান বা মিশনারিজ অফ চ্যারিটি কী দৃষ্টিভঙ্গি কিনিয়ে দিতে পারবে? পারলে আমাদের সমিতি অলৌকিক বিরোধী সমকুকরণ প্রচার চিরতরে বন্ধ করে দেবে। প্রমাণী হিসেবে তুলে দেবে কুড়ি লক্ষ টাকা। বি বি সি এই চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির মতামত চায়। ওরা বলে, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে তারা নারাজ।

বিবিসি রেডিও'র লন্ডন থেকে ফোন করলেন সাকিল আনোয়ার। আজই ভারতীয় সময় রাত দশটায় আমার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে।

সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, সমস্ত মানুষেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। মাদার টেরিজারও ছিল। তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার, কন্ডোমের ও গর্ভপাতের বিরোধী ছিলেন। এসব বিষয়ে তাঁর চিন্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছিল মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তহবিল বাড়াতে অর্থ সাহায্য নিয়েছেন একনায়ক শাসক থেকে কুখ্যাত মাফিয়ার কাছ থেকেও।

মাদার টেরিজা আতুরজনের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ ছিলেন। এ যেমন সত্য, তার চেয়েও বড় সত্য মাদার ছিলেন ধর্ম প্রচারক। ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে সেবাধর্মের চেয়ে শক্তিশালী কোনও অস্ত্র নেই—এটা ভ্যাটিকান জানে। মাদারও জেনেছিলেন। তাইতেই আমরা দেখেছি, সেবার আড়ালে তিনি ধর্মান্তকরণের কাজ চালিয়ে গেছেন।

এইসব সীমাবদ্ধতার পরও তাঁকে শুধুমাত্র সেবাকর্মের জন্য 'সেন্ট' দিতে পারতেন পোপ। এমন সেবাধর্মের জন্য মাদার টেরিজা নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা কলকাতাবাসী হিসেবে গর্বিত হয়েছি।

কিন্তু মাদার টেরিজাকে 'সেন্ট' বানাতে যে নগ্ন মিথ্যাচারিতার পথে ভ্যাটিকান নেমেছে তা শুধু দুঃখজনক নয়, ভয়ংকরও।

আমাদের মতো কুসংস্কারে ডুবে থাকা দেশের মানুষ প্রচারের দৌলতে অলৌকিক- চিকিৎসার দিকে দৌড়লে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। এই প্রতিটি মৃত্যুর দায় আমরা আগাম চাপিয়ে দিচ্ছি পোপ-ভ্যাটিকান-সিস্টার নির্মলা-মিশনারিজ অফ চ্যারিটির উপর।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে যুক্ত লোকজন অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসা না করিয়ে মাদারের লকেট ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এটা আমরা দেখতে চাই। আমরা চাই কথায় ও কাজে ভ্যাটিকান ও মিশনারিজরা এক হোন। নতুবা ইতিহাস এদের ভণ্ড বলেই চিহ্নিত করবে।

মিশনাজির অফ চ্যারিটির তরফ থেকে জানানো হয়েছে রোম থেকে ফিরে আগামী ৯ নভেম্বর কলকাতায় উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওই উৎসবে যোগ দিয়ে একটা অন্য মাত্রা যুক্ত করবেন। ১৯ অক্টোবর সময়াভাবে বুদ্ধদেববাবু নাকি রোমে হাজির থাকতে পারছেন না। তাই এই ব্যবস্থা। মার্কসবাদী বুদ্ধদেববাবু মিশনারিজ অফ চ্যারিটির ওই উৎসবে যোগাদান করলে তা হবে স্পষ্টতই স্ববিরোধিতা। মার্কসবাদ ও ধর্মে থাকার স্ববিরোধিতা।

বড় গাছ পড়লে জমি তো কাঁপবেই

● মাদার টেরিজাকে 'ব্লেসেড' দেওয়ার পরও মিডিয়ায় এ'নিয়ে বিতর্কের ঝড় কমেনি।

● কলকাতার আঙুলে গোনা ব্যতিক্রমী পত্রিকা যারা আমাদের এই লড়াইয়ের খবর তুলে ধরেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম সান্ধ্য দৈনিক 'সত্যযুগ'। ২১ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে এক পৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হল একটা প্রতিবেদন। শিরোনাম **'বুজরুকিফিকেশন?'** প্রতিবেদনে মাদারের মিরাকেল-মণিকা বিতর্ক উস্কে দেওয়া হয়েছে। স্বভাবতই উঠে এল আমাদের কথা। লেখা হল,

"ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ বলেন, 'মাদার ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু এবং তাকে সেন্টহুড প্রদান করার মাপকাঠি তো এটাই হওয়া উচিত। কিন্তু এই যে অলৌকিকতার দাবি করা হচ্ছে, এটা তো সবটাই একটা ধাপ্পা। কোনো প্রমাণ নেই। কোনোভাবেই চিকিৎসাশাস্ত্রের পরীক্ষিত নয়। পুরোটাই বুজরুকি।' সেই সঙ্গে যুক্তি দিয়ে তাঁর বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকারের উচিত 'তথাকথিত অলৌকিক' এই ঘটনাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা। প্রবীরবাবু প্রশ্ন তুলেছেন মণিকার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ আর এন ভট্টাচার্যের উধাও হয়ে যাওয়া নিয়েও। প্রবীরবাবু ওই ঘটনার পর বিষয়টি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নিয়ে খোঁজখবর করতে বালুরঘাট জেনারেল হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানকার দুই ডাক্তার রঞ্জন মুস্তাফি ও মঞ্জুল মুর্শেদের সঙ্গে দেখা করতে। বস্তুত এঁরা দুজনই মণিকার টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিসের চিকিৎসা করেছিলেন ওই হাসপাতালে। 'ওঁরা বললেন, মণিকার শরীরে ৯ মাস ধরে অ্যান্টি-টিউবারকিউলোসিস চিকিৎসা চালানো হয়েছিল।' মণিকার গ্রামেরও প্রায় পঞ্চাশেক প্রতিবেশীর বক্তব্য নেওয়া হয়েছিল। তাঁরাও সবাই বলেছিলেন, 'একটা কমলালেবু আকারের টিউমার ধীরে ধীরে মণিকার শরীর থেকে সেই সময়েই ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল'—প্রবীরবাবু জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, মণিকার স্বামীও একথা স্বীকার করেন।

কিন্তু বিবিসি এ মাসের প্রথম দিকে যেই না গ্রামে গিয়ে তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে উল্টো সুর। প্রবীরবাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান, 'বিবিসি-র সাংবাদিকের কাছে মণিকার স্বামী বলেন, কলকাতায় গিয়ে একরাতেই নাকি তাঁর স্ত্রী অলৌকিকভাবে সেরে গিয়েছেন। অবাক কাণ্ড, গ্রামের লোকজনের মুখেও তখন কুলুপ!'

টানটান সতেজ যুক্তিতে দৃঢ় প্রবীরবাবু ও তাঁর সমিতির সহকর্মীরা। তাঁরা এখন মনে করেন, মিশনারিজ অব চ্যারিটির সিস্টার নির্মলার বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার দায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ নম্বর ধারায় মামলা করা উচিত। প্রবীরবাবুর বক্তব্য, 'ড্রাগ্‌স অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেকশনেব্‌ল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাক্ট) ১৯৫৪ এবং 'ড্রাগ্‌স অ্যান্ড কসমেটিক্‌স অ্যাক্ট ১৯৪০'—এই দুই আইন লঙ্ঘন করে সিস্টার নির্মলা মিথ্যে প্রচারের আশ্রয় নিয়ে মাদারের মহত্ত্বকে অবমাননা করেছেন। এই বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের চর্চা কখনওই এভাবে চলতে দেখা যায় না।"

'সত্যযুগ' এ'কথাও লিখল,

"....মাদারকে মহিমা প্রদানে যে অলৌকিকতার শক্তি স্বীকার করা হল, তা আসলে মাদারকেই অসম্মান করা নয় কি? তিনিই যখন ছবি হয়ে গিয়ে কল্পিত বিভূতি ছড়ানোর উপাদান হয়ে গেলেন, তখনই তিনি আরও বড় হলেন?..."

যুক্তিবাদী সমিতির সুরে সুর মিলে যাওয়া কথা।

● 'তথ্যকেন্দ্র' বাংলা ভাষার সাহিত্য মাসিক। নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হল ঃ—

"মাদারকে সন্ত বানানোর চেষ্টা তো তাঁর সেবাধর্মকেই আঘাত করা। তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতি অবমাননা। রক্তমাংসের মানবীকে অবৈজ্ঞানিক রজ্জুতে, অলৌকিক ও অসত্যের মোড়কে মুড়ে ফেলা। প্রতিবাদে ক-জন বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ কণ্ঠ মেলাবেন, সেটাই এখন দেখার।"

"ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করতে কলকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ হাজির হয়েছিলেন বালুরঘাট জোনারেল হাসপাতালে। চিকিৎসক রঞ্জন মুস্তাফি ও মঞ্জুল মুর্শেদের সঙ্গে কথা বলতে, যাঁরা ওই হাসপাতালে মণিকার টিউবারকুলার
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মেনিনজাইটিসের চিকিৎসা করেছিলেন। ডাক্তারদের বক্তব্য, মণিকার শরীরে প্রায় ৯ মাস অ্যান্টি-টিউবারকুলোসিস চিকিৎসা চালানো হয়েছিল। এই চিকিৎসার ফলেই মণিকার টিউমারটি নষ্ট হয়েছে। মণিকার নাকোড় গ্রামের জনা পঞ্চাশেক প্রতিবেশী প্রবীরবাবুকে একবাক্যে জানিয়েছিলেন, একটা কমলালেবু আকারের টিউমার ধীরে ধীরে মণিকার শরীর থেকে ক্রমশ ছোটো হয়ে মিলিয়ে গেছে। মণিকার স্বামীও তখন এ কথা স্বীকার করেছিলেন। মোটামুটি এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। জলে দুধ মিশল, মণিকার গ্রামে বি বি সি চ্যানেলের খোঁজখবর করতে যাওয়ার ঘটনায়।

গিরগিটিকেও লজ্জা দিয়ে মণিকার স্বামী বি বি সি-র সাংবাদিকদের জানালেন, মাত্র একটি রাতের মধ্যেই তাঁর স্ত্রী অলৌকিকভাবে সেরে গিয়েছেন। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি তাঁর প্রতিবেশীরাও। তারা যেন মুখে কুলুপ ঝুলিয়ে ছিলেন।"

"ধর্ম যাজকের সর্বোচ্চ আসনে থেকে গত ২৫ বছর ধরে পোপ এই নিয়ে কিন্তু হাজারেরও বেশি 'ব্লেসেড' বানিয়েছেন। আর তাঁর 'সন্ত' তৈরির কারখানা থেকে বেরিয়েছেন ৪৭৭ জন। প্রাচ্যের দেশ বিশেষ করে ভারতবর্ষ না হয় জাদুমন্ত্র ভূত-পেত্নি-রাক্ষস-খোক্ষসদের দেশ, কিন্তু বেয়াড়া যুক্তিবাদী পাশ্চাত্যের এই হাল কেন? প্রথম বিশ্বের প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কি এমন প্রশ্ন করা উচিত?"

"মাদারকে সন্ত বানানোর চেষ্টা তো তাঁর সেবাধর্মকেই আঘাত করা। তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের প্রতি অবমাননা। রক্তমাংসের মানবীকে অবৈজ্ঞানিক রজ্জুতে, অলৌকিক ও অসত্যের মোড়কে মুড়ে ফেলা। **প্রতিবাদে যুক্তিবাদী সংস্থাগুলি যদি পথে নামেন তাহলে বাংলার ক-জন বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ কণ্ঠ মেলাবেন, সেটাই এখন দেখার।"**

কলকাতার যে'সব মিডিয়া এতদিন ভ্যাটিকানের পক্ষে নির্লজ্জ দালালি করেছে, জয় বন্দনা করেছে, মাদারের মিরাকলের পক্ষে উদ্বাহু উল্লাস প্রকাশ করেছে, তারাই এখন নির্মমভাবে মাদার ও ভ্যাটিকানের কেচ্ছাকাহিনি তুলে ধরে এক নম্বরেই থাকতে চাইছে। ২৩ অক্টোবর ২০০৩ থেকে এমন-ই 'ডিগবাজি' লেখা ছাপা শুরু করল কলকাতার 'সিকান্দার' দৈনিক পত্রিকা। ১৯ অক্টোবর বিবিসি'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারের কথাই যেন উঠে এসেছে।

'আজকাল' কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা। ৮ নভেম্বর, ২০০৩, 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে একটি চিঠি প্রকাশিত হল। চিঠিটি ইঙ্গিতবহ ও উদ্দীপ্ত করার মতো।

সিস্টার নির্মলা প্রতারণার দায়ে?

আমি আজকালের পাঠক। বয়সে প্রবীণ। আপনাদের কাছে প্রত্যাশা অনেক।

গত ১৭ অক্টোবর বাংলা ও ইংরেজি-সহ বহু চ্যানেলে দেখলাম, মাদার টেরিজাকে নিয়ে সিস্টার নির্মলা মানুষকে প্রতারিত করছেন। কারণ মণিকা বেসরা ৯ মাস চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয়েছে। এক রাতে মাদার-মিরাকলে নয়। নির্মলার এই মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

যুক্তিবাদী সমিতির এই সৎ লড়াইয়ে আপনাদের সামিল দেখতে চাই।

সাধন মজুমদার। রামকৃষ্ণ পল্লী।

বেলঘরিয়া। কলকাতা-৮৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সব প্রগতিশীল প্রগতিশীল নয়

মাদার টেরিজার নামে, ভ্যাটিকানের নামে, ভয়ংকর রকমের বুজরুকি হল, যার উৎপত্তিস্থল কলকাতা। অবাক বিস্ময়ে বিশ্বের মিডিয়াগুলোর সঙ্গে আমরাও দেখলাম, কলকাতার প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীরা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা একদম চুপ।

কেন চুপ? তাঁদের কি তবে টিকি বাঁধা আছে সেই সব মিডিয়া বা প্রতিষ্ঠানের কাছে, যারা অন্য সুরে গাইছে? অথবা নীরব?

রম্যাঁ রলাঁ ১৯৩৩ সালে তাঁর এক বন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, বুদ্ধিজীবীরা হল 'সরকারের চেনে বাঁধা কুকুর', যাঁরা আসলে 'ক্ষমতার দাস'।

'তথ্যকেন্দ্র' নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে এই একটা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল শেষ পংক্তিতে।

অনেক বিজ্ঞান সংগঠন ও যুক্তিবাদী সংগঠন পশ্চিমবঙ্গে আছে। কারও কারও বার্ষিক বাজেট এতই বড় অঙ্কের যে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু এরা কেন অদ্ভুত রকম নীরবতা পালন করল?

নির্বাচন নির্ভর রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে গড়ে ওঠা বিজ্ঞান সংগঠন বা যুক্তিবাদী সংগঠনের পক্ষে খ্রিস্টান ভোটারদের তুষ্ট রাখার বিষয়টি মাথায় রাখতেই হয়। তাইতেই ভ্যাটিকানের বিরোধিতা করা 'হঠকারী' কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

মাদারকে 'সেন্ট' করা নিয়ে কলকাতার বড় মিডিয়াগুলো বড় বেশি নাচানাচি করেছে। ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভোটাররা মাদার-আবেগে গা ভাসিয়েছে। এই অবস্থায় পোপের মিথ্যাচারিতার বিরোধিতা করতে গেলে বিপদ আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি সেন্টিমেন্ট ধরে নিতেই পারে, এটা মাদারকেই অপমান। অতএব এ নিয়ে মুখ না খোলাই নিরাপদ। রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞান সংগঠনগুলো এমন ভাবনা থেকেই চুপ ছিলেন, এমন সম্ভাবনা প্রবল।

'খ্রিস্টান ভ্রাতৃত্ববোধ'-এর পুষ্টি চাওয়া মাথাগুলো আবার একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলন ও যুক্তিবাদী আন্দোলনকারী কিছু সংগঠনেরও 'গডফাদার'। গডফাদারদের রাগালে রমরমা বন্ধ। অতএব ভ্যাটিকানের বিরুদ্ধে তারা 'স্পিকটি নট'।

কলকাতার মিডিয়াগুলো এদের কারও কারও উপর আলো ফেলার চেষ্টা করেছে।

একটা আলোয় কি ক্রিকেট মাঠ আলোকিত করা যায়?

মিডিয়ার আলোয় আলোকিত সব প্রগতিশীল যে প্রগতিশীল নন, কেউ কেউ প্রগতিশীল—ভ্যাটিকানের বুজরুকি তা আবার প্রমাণ করল।

সুপার ফ্লপ শো

প্রচার ছিল ৯ নভেম্বর, ২০০৩, কলকাতার সব রাস্তা যাবে মাদারের 'ব্লেসেড' পাওয়ার উৎসবে। উৎসবের মধ্যমণি হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

সব-ই তো ঠিক-ঠাকই ছিল। সেন্ট পিটার্স গির্জায় 'বিয়েটিফিকেশন' অনুষ্ঠানের পর থেকে মাদার হলেন 'ব্লেসেড' অফ কলকাতা'। কিন্তু তারপর যতই দিন গড়াতে লাগল, ততই 'ব্লেসেড' বিতর্ক ভ্যাটিকান ও মিশনারিজ অফ চ্যারিটিকে কোণঠাসা করে চলল। বন্ধু মিডিয়াগুলোর ভূমিকাও বিস্ময়করভাবে পালটে গেল। যারা এতদিন বাহবা দিয়েছে, একবারও মনে করিয়ে দেয়নি যে, এত মিথ্যে ভালো নয়, তারাই আজ নানা অভিযোগ খুঁচিয়ে তুলে বিশ্বাসযোগ্যতার হারানো জমি ফিরে পেতে চাইছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
যে হাত এতদিন সেলাম ঠুকেছে, সে হাত-ই এখন পিছন থেকে ছোরা মারতে তৈরি।

পশ্চিমবঙ্গের আর্চবিশপদের হাবভাবও তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না। ওঁরাও পোপের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন বলে গোপন সূত্রে খবর মিলেছে।

সব মিলিয়ে বড় রকমের ছন্দপতন।

৯ নভেম্বরে অনুষ্ঠান 'নমো নমো' করে-ই সারা ছাড়া উপায় ছিল না। একমাত্র ভরসা, মুখ্যমন্ত্রী এসে যদি মুখ-রক্ষা করেন।

শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীও এলেন না।

একে কী বলব, 'সুপার ফ্লপ শো' ছাড়া?

পোপের বিরুদ্ধে 'ক্যানান ল'র বিচারক

পোপের উপর একটা ডকুমেন্টারি রিপোর্ট তৈরি হয়ে আছে। পোপের স্বাস্থ্যের অবনতি দেখে জরুরি ভিত্তিতে তৈরি। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিবিসি রেডিও ওটা বাজাবে। শুনবে পৃথিবীর ১০০ কোটির উপর মানুষ। ডকুমেন্টারি রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব ছিল বিবিসি'র রেডিও করেসপন্ডেন্ট কল্পনা প্রধানের উপর। ডকুমেন্টারি তৈরির সময়টা খুব-ই তাৎপর্যপূর্ণ।

২০০৩-এর অক্টোবর দ্বিতীয় পর্যায়ে পোপ-মাদার-মণিকা-যুক্তিবাদী সমিতি বিতর্ক তীব্র আকার নিয়েছে। মিডিয়া ও খ্রিস্টান সমাজ তোলপাড় হচ্ছে। এমন-ই একটা সময়ে ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা পোপের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন। পোপের বিরুদ্ধে এনেছেন ভয়ংকর সব অভিযোগ, যার আর এক নাম 'দুর্নীতি'। মণিকা বেসরার এ'সবই ধরা আছে ওই ডকুমেন্টারি রিপোর্টে।

৫ ডিসেম্বর, ২০০৩। পোপ নিয়ে ডকুমেন্টারি রিপোর্ট যাঁর তৈরি, সেই কল্পনা প্রধানের এক সাক্ষাৎকার নিই। তাতে কী বলেছিলেন কল্পনা?

কল্পনা : মাদারকে 'সেন্টহুড' বা 'ব্লেসেড' অর্থাৎ 'সাধ্বী' বা 'ধন্যা' ঘোষণার আগে আমাকে কিছু কাজ করতে হয়েছিল বিবিসি'র জন্য। বিবিসি'র সাংবাদিক হিসেবে কয়েকজনের সঙ্গে মিট করি, যাঁরা 'ক্যাথলিক মণ্ডলী'র উচ্চপদে আছেন। যেমন ধরুন, 'আইন মণ্ডলী' বা 'ক্যানান ল'র বিচারক এ সি জোসেফ।

তো মিস্টার জোসেফ আমাকে বলেছিলেন যে, মাদারকে যে ভাবে 'ব্লেসেড' বা 'সেন্টহুড' ঘোষণা করার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। অনেক কিছু নিয়েই বড় বেশি তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। যেমন 'ক্যানান ল' অনুসারে ক্যান্ডিডেটের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর থেকে 'সেন্ট' প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই পদ্ধতি, এই ঐতিহ্য না মেনে মাদারের বেলায় যে ভাবে তাড়াতাড়ি করে সব কিছু করার চেষ্টা হচ্ছে, তাতে কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে প্রশ্ন উঠতে পারে। যাঁরা ক্যাথলিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছেন, ঈশ্বরতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেন, তাঁরা এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, মাদার টেরিজার 'সাধ্বী' ঘোষণার প্রক্রিয়া এত তাড়াতাড়ি হল কেন?

তিনি আরও বলেছেন, মাদারের কাজের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই চান না যে, এ'রকম কোনও বিতর্কের সঙ্গে মাদারের নামটা জড়িত হোক।

তারপরও আবার উনি বলেন, এটা তো কোনও ক্রিমিনাল প্রসেস নয় বা কোনও জুডিসিয়াল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
প্রসেস নয়। তা হলে কেন এতো তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন হল?

তিনি বলেছেন, প্রথমে 'সার্ভেন্ট অফ গড', তারপর 'ব্লেসেড' এবং শেষে 'সেন্টহুড' দেওয়ার প্রতিটি ধাপে যথেষ্ট সময় দিতে হয়।

মণিকা বেসরার অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, হয় তো ভবিষ্যতে লোকে বলবে যে, এই অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট তদন্ত হয়নি। এই প্রশ্ন যে ভবিষ্যতে উঠতে পারে, এ নিয়ে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন।

তারপরও মিস্টার জোসেফ বলেছেন যে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, আরও বেশি সময় ধরে আরও গভীরভাবে ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন ছিল। এবং সেই ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার দরকার ছিল। সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে কী বক্তব্য, কী প্রতিক্রিয়া, সেটা তাঁদের জানার দরকার ছিল। 'তাঁদের', মানে 'ক্যাথলিক মণ্ডলী' ও 'ক্যাথলিক আইন সভা'র লোকজনদের। সাধারণ মানুষের কাছে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য না হলে অর্থাৎ মিথ্যে মনে হলে, সেটাকে 'সত্যি অলৌকিক ঘটনা' বলে জোর করে চালাবার চেষ্টা করা ঠিক পদ্ধতি নয়। সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের পরে মাদারের অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে ঘোষণা করতে পারতেন। অস্বস্তিকর বিতর্ক এড়াতে পারতেন।

আমি মিট করেছিলাম ক্যাথিলিক ফাদার রবিন গোমসের সঙ্গে। তিনিও প্রায় একই কথা বলেছেন। মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যে মাদারকে 'ধন্যা' শ্রেণিভুক্তির কাজ হয়েছে, যা নিয়ে গোটা পৃথিবী আলোড়িত হয়েছে। তার একটা বড় কারণ, মাদারকে তাড়াহুড়ো করে 'সেন্ট' বানাবার চেষ্টা হয়েছে। ব্যাপারটা 'ক্যানান ল' মেনে হয়নি, ভ্যাটিকানের ঐতিহ্য মেনে হয়নি।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর যে ইতিহাস, তাতে পোপ যাঁকে 'ব্লেসেড' বা 'সেন্টহুড' শ্রেণিভুক্তিকরণ করতে চেয়েছেন, সেখানে দেখা গেছে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাদারের ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর মাত্র চোদ্দ মাস পর থেকেই ভ্যাটিকান সেন্টহুড ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে নিজেদের উদ্যোগে। এটা একটা ব্যতিক্রম।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য কথা তিনি বলেছেন যে, যাঁরা খ্রিস্টধর্মীয় ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্, তাঁদের কাছে ঘটনাটা অবশ্যই ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছে। কেন পোপ গোটা প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনমতো সময় দিলেন না? কেন পোপ ইনভেস্টিগেশন থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করলেন? এগুলোও ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্‌দের থেকে উঠে আসা প্রশ্ন। তো ফাদার রবিন গোমস্ নিজেই একজন বিশিষ্ট ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্।

গোলমাল হ্যায় ভাই সব গোলমাল হ্যায়

কল্পনা : মণিকা বেসরার অলৌকিক ঘটনা নিয়ে যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম তখন যেটা হচ্ছিল, প্রথমে বিবিসি টেলিভিশনের জন্য নেওয়া হচ্ছিল; তারপরে আমি বিবিসি রেডিওর জন্য নিচ্ছিলাম। টেলিভিশন নিউজের জন্য খুব কম সময় বরাদ্দ। রেডিওর ডকুমেন্টারি রিপোর্টের জন্য অনেক লম্বা ইন্টারভিউ নিয়েছি। টেলিভিশন ও রেডিওর জন্য মণিকা বাংলাতেই কথা বলেছে। টেলিভিশনের জন্য ওকে সংক্ষেপে বলতে বলেছে। ওকে আমি বারবার বলছি, তুমি ছোটো করে বল। কিন্তু দেখছিলাম, ওকে কোনও প্রশ্ন করলে তার উত্তর না দিয়ে ও ডাক্তার থেকে শুরু করে, হসপিটাল থেকে শুরু করে পুরো ঘটনাটাই বারংবার বলে যাচ্ছিল। সব প্রশ্নের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
উত্তরেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা মুখস্তের মতো বলে যাচ্ছিল। ঠিক যেন টেপ চালিয়ে আর রিওয়াইন্ড করে একই কথা শুনে যাচ্ছি। আমার অবাক লাগছিল। মনে হচ্ছিল, ওকে এমনভাবে মুখস্ত করানো হয়েছে যে, মাঝখান থেকে কোনও প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে না।

আমি এও দেখেছি, বিভিন্ন মিডিয়াকে আলাদা আলাদা করে দেওয়া মণিকার ইন্টারভিউতে একটি শব্দ বা বাক্য একটুও এদিক-ওদিক হচ্ছিল না। অথচ প্রত্যেকটি মানুষের বেলায় একই প্রশ্নের উত্তরে শব্দ বা বাক্য গঠনের কিছু এদিক-ওদিক হয়। মণিকার বেলায় কিন্তু তেমনটা হচ্ছিল না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে সেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যেন একই টেপ শুনছি। আমার খট্‌কা লেগেছে।

মণিকাকে এতদিন প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। রোমে যাওয়ার আগের দিন, এই একটা দিন-ই প্রেসের সামনে মণিকাকে হাজির করা হয়েছিল। এক একটা প্রেস আলাদা আলাদাভাবে মণিকার সঙ্গে মিট করেছিল। প্রথমে এপি নিয়েছে। তারপর আমরা বিবিসি। বিদেশি টেলিভিশনগুলোকে এক এক করে মণিকার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমি কিছুটা খট্‌কা মেটাতে অনেক মিডিয়াকে মণিকার দেওয়া ইন্টারভিউ শুনছিলাম। ওকে প্রশ্নগুলো বাংলা করে দেওয়া হচ্ছিল। বাংলাতেই উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরেই সেই গোড়া থেকে মুখস্ত বলে যাওয়া। আমার মনে হচ্ছিল ওকে সব মুখস্ত করানো হয়েছিল হয়তো বা। প্রবীর আপনার কী মনে হচ্ছে?

প্রবীর : আমারও মনে হয়েছে মণিকা ও সেলকু শেখানো কথা মুখস্ত বলে যাচ্ছেন। আমি এক বছর আগে সেলকুর সঙ্গে কথা বলেছি। সেলকু যা বলেছিলেন আমরা তা টিভি'তে দেখিয়েছি। সেলকু বলেছিলেন, মণিকা হাসপাতালের দেওয়া ওষুধ খেয়েছে, ভালো হয়েছে। রাতারাতি সেরে ওঠাটা মিছে কথা। এক বছর পরে বিবিসি নিউজ টিমের সঙ্গে যখন গেলাম, তখন সেলকু জানালেন, মণিকা মাদারের দয়ায় রাতারাতি সেরে গেছেন।

মণিকার চিকিৎসা করাতে সেলকু জমি বন্ধক দিয়ে ধার নিয়েছিলেন। জমি ছাড়াতে পারেননি শুনে এক বছর আগে আমি ওকে টাকাটা দিতে চেয়েছিলাম। সেলকু জানিয়েছিলেন, নির্মলার অনুমতি ছাড়া তিনি টাকা নিতে পারবেন না। কারণ সিস্টার নির্মলাই তাঁর পরিবারের সব খরচ জোগাচ্ছেন, ছেলে-মেয়েদের হোস্টেলে রেখে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন।

অথচ গত মাসে যখন বিবিসি টিমের সঙ্গে গেলাম, তখন ক্যামেরার সামনে সঞ্জীব শ্রীবাস্তবের প্রশ্নের উত্তরে সেলকু জানালেন, কেউ অর্থ সাহায্য করতে চাইলে নিশ্চয়ই নেব।

গত বছর দেয়াল ঘেরা বাড়ির চৌহদ্দি দেখিয়ে সেলকু বলেছিলেন, এটা তাঁর একার। এ'বছর সে বাড়ি হয়ে গেছে অনেকের।

গোটা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনই স্বাভাবিক যে, মিশনারিজ অফ চ্যারিটি ওঁদের যে ভাবে বলাচ্ছে, ওঁরা সে'ভাবেই বলছেন।

কল্পনা : আমি মণিকা বেসরার ইন্টারভিউ নিয়েছি। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, মাদারের কৃপায় তোমার রোগ সেরেছে, এমন ঘটনা প্রচার পাওয়ার পর তোমার পরিবারের লোকজন বিষয়টা কেমনভাবে নিয়েছে? তারা খুশি?

উত্তরে ও খুব হেসে বলেছিল, হ্যাঁ খুব খুশি। আগে আমাদের খুব অভাব ছিল, খুব অশান্তি ছিল। এখন আমরা খুব ভালো আছি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রবীর : সেই ডাঃ ভট্টাচার্যের কোনও খোঁজ আপনারা কলকাতার পেয়েছিলেন?

কল্পনা : না, না, না।

প্রবীর : সুবীর ভৌমিক আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন ডাঃ ভট্টাচার্যকে ধরতে। খোঁজ পাননি। কোনও মিডিয়াই খোঁজ পায়নি। অথচ সি এন এন টিভির সামনে নাকি ডাঃ ভট্টাচার্যকে হাজির করেছিলেন নির্মলা। কিন্তু তার পরই ডাঃ ভট্টাচার্য ভ্যানিস। অথচ তিনিই সার্টিফাই করেছিলেন, মণিকা ক্যানসার রোগী।

কল্পনা : আপনি জানিয়েছিলেন যে, বালুরঘাট হসপিটালের সুপার ডাঃ মঞ্জুল মুর্শেদ এখন বর্ধমান হসপিটালে আছেন। এই খোঁজ পাওয়ার পর এইডসের ওপর একটা কাজ নিয়ে বর্ধমান হসপিটালে গিয়েছিলাম। এই কাজের পরিচয়ের সূত্র ধরে মণিকার চিকিৎসা বিষয়ে ডাঃ মুর্শেদের একটা ইন্টারভিউ নিতে ফোন করি। দেখলাম, উনি ফোন ধরছেন না। মোবাইল বন্ধ করে রেখেছেন। ডাঃ মুর্শেদের এক অ্যাসিস্ট্যান্টকে ধরলাম। এইডসের কাজের সময় পরিচয় হয়েছিল। অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, ডাঃ মুর্শেদের কিছু বলার নেই। উনি তিনজন ডাক্তারের নাম দিয়ে বললেন, ওরা মণিকার ট্রিটমেন্ট করেছিলেন। এখন ওঁরা বালুরঘাটে নেই। অমুক অমুক জায়গায় পোস্টিং আছেন। একজন হাওড়ায় আছেন। একজন কলকাতার আই ডি হসপিটালে আছেন। তিনটে জায়গাতেই চেজ করলাম। সেই ডাক্তারকে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ চিনলেন-ই না। ওঁদের কোনও ট্রেস পাইনি।

প্রবীর : দুজন ডাক্তার মণিকাকে দেখেন। একজন ডাঃ তরুণ বিশ্বাস। যিনি মণিকাকে পরীক্ষা করে ডাঃ রঞ্জন মুস্তাফির কাছে রেফার করেন। আমরা গত মাসে বালুরঘাটে গিয়ে রঞ্জন মুস্তাফিকে সেখানেই পেলাম। কোথাও ট্রান্সফার হননি।

কল্পনা : হ্যাঁ সেটাই অবাক কাণ্ড। ফোর্থ ডিসেম্বর আপনার কাছেই শুনলাম ডাঃ মুস্তাফি কোথাও ট্রান্সফার হননি। ফোন নম্বরও দিলেন। অথচ ডাঃ মুস্তাফি সঞ্জীবকে (বিবিসি নিউজ-এর করেসপন্ডেন্ট) বলেছিলেন, দেখা করব না। সঞ্জীব তো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ডাঃ মুস্তাফি তো বলছিলেন, হেলথ সেক্রেটারি বা হেলথ মিনিস্টারের একটা চিঠি নিয়ে এসো, হ্যান-ত্যান, অনেক কিছু বলছিলেন।

প্রবীর : আমি ৬ তারিখ রাতে ডাঃ মুস্তাফির সঙ্গে ফোনে কথা বলি। জানাই বিবিসি নিউজ টিম নিয়ে কালই ওর কাছে যাচ্ছি।

আমরা পৌঁছতেই সঞ্জীব ও লেখির (ফোটোগ্রাফার) সামনে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন ডাঃ মুস্তাফি। সঞ্জীবকে বললেন, প্রবীরদা'ই প্রথম এসেছিলেন আমার ইন্টারভিউ নিতে। আমি কিন্তু আমার মতো চেঞ্জ করিনি। ডিগবাজি খাচ্ছি না। হ্যাঁ, মিডিয়াগুলোকে এড়িয়ে চলছি। স্বীকার করছি। কারণ, মিডিয়াগুলো কে যে কেমন মতিগতি নিয়ে চলে, বোঝা মুশকিল। সব মিডিয়াকে এড়ালেও প্রবীরদা'কে কিন্তু এড়াইনি।

একটা কথা বড় সত্যি যে, আমার নেওয়া বা আমার সামনে দেওয়া ডাক্তারদের ইন্টারভিউই বিশ্বের তাবড় নিউজ মিডিয়া, নিউজ এজেন্সি প্রচার করেছে। আর সেখান থেকে লাখখানেক মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। উৎস একটাই। বিস্ময়কর হলেও এটাই সত্যি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

শেষ কথা

পোপ-ভ্যাটিকান-মাদার-মণিকা-খ্রিস্টভাতৃত্ববোধ ইত্যাদি মিলিয়ে যে ছবিটা ফুটে ওঠে, তা এ'দেশের ওঝা-ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র-জ্যোতিষীর আর-এক পিঠ।

এর-ই পাশাপাশি আরও এক সত্য হল—মাদারের লকেটে ক্যানসার সেরে ওঠার প্রচারে সাদা চামড়ার গোলামি করা মানসিকতার ভারতবাসী আরও বেশি করে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের দিকে ধাবিত হবে।

এমন-ই এক সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, সুসংগঠিত ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন করতে এক অসম্ভব জয়ের প্রয়োজন ছিল। মানুষের অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল।

এমন-ই এক অসম্ভব ও অনন্য স্বপ্নজয়ের কাহিনি এটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

‘মেমারিম্যান’ বিশ্বরূপ-এর একটি বিশুদ্ধ প্রতারণা

২ জুন, বুধবার, ২০০৪-এ আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা সাড়া ফেলে দেওয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল। ছাত্র-ছাত্রীদের পাগল করে দেওয়ার মতোই বিজ্ঞাপন।

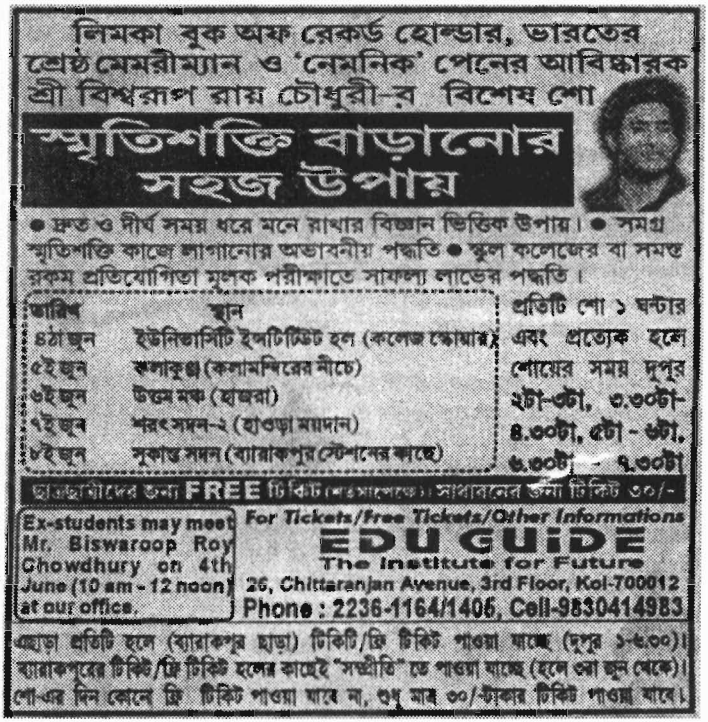

সকাল থেকে গাদা গাদা ফোন আসতেই লাগল। এই বিষয়ে আমার বক্তব্য কী—জানতে চান অনেকেই। মানুষের স্মৃতি বাড়িয়ে দেবে ‘ম্যাজিক’ করে?

সত্যিই এ যেন গ্যারান্টি দিয়ে ফটো সম্মোহনের বিজ্ঞাপন পড়ছি। ‘নেমনিক’ পেন আবিষ্কার করেছেন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী। সেটা কী? স্মৃতি বৃদ্ধির যন্ত্র? হাজার বছরের ক্যালেন্ডারের মতো কোনও কলম—যা প্রতি বছরই বিক্রি করতে দেখি কলকাতা বইমেলায়?

এসবের উত্তর পেতে ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট হলে একবার হাজির হওয়াটা জরুরি। ঠিক করলাম আমরা যাব দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চ্যালেঞ্জ জানাতে নয়। নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা নিতে হাজির হব আমরা। 'লিমকা বুক অফ রেকর্ড হোল্ডার' হওয়ার অর্থ এই নয় যে সত্যিই পরীক্ষাটা হয়েছিল নিখুঁত। এর আগে দাঁত দিয়ে প্লেন টানার এমনই কোনও এক 'বুক অফ রেকর্ড হোল্ডার'-এর বুজরুকি ফাঁস করেছিলাম। সে আর এক গল্প, আর এক সময় বলা যাবে। টেলিপ্যাথি ক্ষমতা দেখিয়ে দীপক রাও আই আই টি খড়্গপুরে আলোড়ন তুলে, ক্লিনচিট পেয়েছিল। তার বুজরুকিও যুক্তিবাদী সমিতি ফাঁস করেছে (*অলৌকিক নয়, লৌকিক, ১ খণ্ডে* পাবেন)। রুশ সায়েন্স আকাদেমি মাদাম কুলাগিনাকে টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করার পর সেই একই ধরনের তথাকথিত টেলিপ্যাথি ক্ষমতার প্রদর্শন করেছিলাম আমি ও পিনাকী (আমার ছেলে)। ব্যবস্থাপক ছিল 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন। সময়টা ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সাল। গোটা টেলিপ্যাথি অনুষ্ঠানই করেছিলাম লৌকিক কৌশলে। ওই প্রদর্শনীর শেষে জানিয়ে ছিলাম লৌকিক কৌশলটা। এমন ঘটনা বহু আছে। আমরা জানি, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু আচার্য গৌরাঙ্গ ভারতীকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী বলে সার্টিফিকেট দিলেও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার প্রমাণ হয় না। 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডর্স' কাউকে বিশ্বসেরা স্মৃতিধর বললেই তা সত্যি হয়ে যায় না।

যুক্তিবাদীরা প্রশ্ন তোলেন, দ্বিমত হন। কে বললেন, সেটা বিচারে আনেন না। কী বললেন—সেটাই বিচার্য।

মনে রাখার সহজ-সরল কিছু পদ্ধতি আপনি-আমি ছোটবেলায় শিখেছি। যেমন—অঙ্কের জন্য শুভঙ্করের ছড়া। রামধনুর সাতটি রঙ মনে রাখতে 'বেনীআসহকলা'। শব্দগুলোকে ভাঙলে পাব—বে = বেগুনি, নী = নীল, আ = আকাশি, স = সবুজ, হ = হলদে, ক = কমলা, লা = লাল।

রামধনুর রঙ মনে রাখার আরও একটি শব্দ হল VIBGYOR—'ভিব্‌জিওর'। কথাটা মনে রাখলেই রামধনুর সাতটা রঙ পরপর মনে পড়ে যাবে।

V — Violet = বেগুনি
I — Indigo = ঘন নীল
B — Blue = আকাশি
G — Green = সবুজ
Y — Yellow = হলুদ
O — Orange = কমলা
R — Red = লাল

সরল অঙ্ক করার ধাপগুলো মনে রাখার সরল উপায় BODMAS — 'বদমাশ' শব্দটি মনে রাখা।

B — ব্রাকেট
O — অফ
D — ডিভিশন
M — মাল্টিপ্লিকেশন
A — অ্যাডিশন
S — সাবট্রাকশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এইসব মনে রাখার পদ্ধতি আদৌ সামগ্রিকভাবে স্মৃতিশক্তির পরিচয় নয়। মনে রাখার জন্য নতুন নতুন নানা পদ্ধতি বা ফরমুলা তৈরি করা চলছে। এর কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। ধরুন, আপনাকে বেশ কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে হবে। প্রত্যেকটা জিনিসকে মনে মনে দেখুন। তারপর কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পরের জিনিসকে মনে মনে দেখে আগের জিনিসটার সঙ্গে যুক্ত করুন। উদাহরণ দিলে সুবিধে হবে। যেমন, বউ বললেন, ইলেকট্রিক বিলটা অবশ্যই আজই দিও। লাস্ট ডেট। মাটন আনবে, লন্ড্রি থেকে শাল-ব্লেজারগুলো এনো। আর হ্যাঁ 'মেডিকাসে' ওষুধের লিস্টটা দিয়ে এস।

আসুন এবার দেখুন, কীভাবে মনে মনে দেখব বা 'ভিস্যুয়ালাইজ' করব, তারপর কল্পনা বা ইমাজিনেশনের সাহায্য নেব। শেষে একটার সঙ্গে আর একটাকে যুক্ত করব বা অ্যাসোসিয়েশনের কাজটা সমাধা করব।

প্রথমে **ইলেকট্রিক বিল**। ভাবতে থাকুন, টিভি খুলেছেন। টিভিটায় দেখা যাচ্ছে একটা লোকের মুখ থেকে বিশাল একটা বিলের লিস্ট বেরিয়েই চলেছে। এবার **মাটন**। বিলগুলো খেতে শুরু করল কয়েকটা ছাগল ও ভেড়া। **লন্ড্রি**। ভেড়াগুলোর লোম কেটে নিচ্ছে কয়েকজন। লোমগুলো মেশিনে দিতেই শাল ও ব্লেজার তৈরি হয়ে বের হচ্ছে। **ওষুধ**। লোমের গুঁড়ো নাকে যেতেই অ্যালার্জির কাশি শুরু হল। ওষুধ না খেলে কাশি চলবেই।

এটা একটা পদ্ধতি। কিন্তু একমাত্র পদ্ধতি নয়। আপনি **ইলেকট্রিক, মাংস, লন্ড্রি, ওষুধ** চারটে শব্দকে আরও বিচিত্র ও সুন্দর করে দৃশ্যে আনতে পারবেন। তারপর কল্পনার সাহায্যে পরের শব্দের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। কিন্তু এরও একটা লিমিটেশন আছে। এভাবে একটা গোটা অক্সফোর্ড ডিক্শনারি একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলার দাবি করলে আমাদের বিদ্যেবুদ্ধিতে হোঁচট খেতেই হয়। বিশ্বরূপের নাকি দাবি, একবার শুনেই একটা গোটা ডিক্শনারি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন।

আসুন বিশ্বরূপ দর্শনের আগে স্মৃতি নিয়ে একটু আলোচনা সেরে নিই।

বিস্ময়কর স্মৃতি নিয়ে দু-চার কথা :

বেদ রচিত হয়েছিল ১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বে। সে-যুগের ঋষিরা বেদকে লিপিবদ্ধ না করে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। বিপুল সংখ্যক শ্লোকগুলো তাঁরা যে অসাধারণ স্মৃতির মাধ্যমে বিশুদ্ধ উচ্চারণে, সুর ও ছন্দ বজায় রেখে কণ্ঠস্থ রেখেছিলেন, তা বাস্তবিকই অতি-বিস্ময়কর। সুর ও ছন্দ মনে রাখতে সাহায্য করে।

প্রাচীন যুগে স্মৃতির সাহায্যেই গুরু শিক্ষাদান করতেন। শিষ্যরাও তা স্মৃতিতেই ধরে রাখতেন এবং পরবর্তীকালে স্মৃতিকে কাজে লাগিয়েই শিক্ষা দিতেন। স্বভাবতই সে যুগের পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুদের স্মৃতিচর্চার মধ্যে দিয়ে হয়ে উঠেছিল অসাধারণ। তাঁদেরই কিছু কিছু প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (recessive) জিন বিবর্তন পরম্পরায় বাহিত হয়ে বহু প্রজন্ম পরে কোনও ব্যক্তির মধ্যে এসে থাকতে পারে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জিন ঋষিরা পেয়েছিলেন কোন্ পূর্বপুরুষের থেকে? আসলে **ওঁরা শ্লোকগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখতে তীব্রভাবে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রয়োজনে স্মৃতিতে ধরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।**

এত দীর্ঘ সময় কি জিন প্রচ্ছন্নভাবে নিজ বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে সক্ষম? এই প্রশ্নের উত্তরে এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা উদাহরণ হাজির করেন—অনেক শিশু জন্মায় মনুষ্যেতর প্রাণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
অঙ্গ নিয়ে—যেমন ছোট্ট 'লেজ'। এটি একটি দৃষ্টান্ত। তাঁদের মতে মনুষ্যেতর যে প্রাণীটি অতীতে ছিল, তারই প্রচ্ছন্ন জিনের বর্তমান উপস্থিতিই এর জন্য দায়ী।

একান্ত প্রয়োজনে ঋষিরা বা গুরুরা শাস্ত্রকে স্মৃতিতে ধরে রাখতেন ; তেমন উদাহরণ এ যুগে আমাদের দেশে বিরল হলেও অসম্ভব নয়। বিদেশে প্রচুর উদাহরণ তো আছেই। গত শতকের আটের দশকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলেন কর্নাটকের যুবক রাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন। অঙ্ক শাস্ত্রে 'পাই' (π) এর অর্থ বৃত্তের পরিধিকে ব্যাস দ্বারা ভাগের ফল। এই ফল প্রায় ২২÷৭ এবং মোটামুটি ধরে নেওয়া হয় সংখ্যাটি ৩.১৪। কারণ দশমিকের পর সংখ্যার শেষ নেই। ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫ ..... এভাবে চলতেই থাকবে। রাজন ১৯৮১ সালে ৫ জুলাই গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড-এর নেওয়া পরীক্ষায় দশমিকের পর ৩১,৮১১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একের পর এক বলে গেছেন নির্ভুলভাবে স্মৃতি থেকে। সময় লেগেছিল ৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট। প্রতি মিনিটে রাজন বলেছিল গড়ে ১৫৬.৭টি করে সংখ্যা। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে বলেছিল, ভাবতে অবাক হতে হয়। এখানেই রাজনের বিস্ময়কর স্মৃতির শেষ নয়, ও উল্টো দিক থেকেও 'পাই' বলে যেতে পারেন।

রাজেন শ্রীনিভাসন মহাদেবন

রাজন-বিস্ময় এখানেও শেষ নয়। 'গীতা' রাজনের মুখস্থ। স্মৃতি থেকে বলে যেতে পারেন ব্র্যাডমানের লেখা 'ফেয়ারওয়েল টু ক্রকেট' বইটির প্রতিটি লাইন, ভারতীয় রেলওয়ের 'টাইম টেবিল' ওঁর কণ্ঠস্থ। দূরত্ব, ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য সবই স্মৃতি থেকে যখন তখন আহরণ করতে পারেন।

বিদেশের প্রচুর উদাহরণ থেকে একটি দিই। জাপানের হিদেয়াকি টোমোওরি ১৯৮৭ সালে রাজনের গিনিস রেকর্ড ভেঙে বলেছেন দশমিকের পর ৪০ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু ছাড়িয়ে বিশ্বরূপ দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়কর স্মৃতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে যেসব উদাহরণ টেনে এনেছি, সে-সবেরও একটা পদ্ধতি আছে। বেদের যুগ থেকে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত ছন্দ বা গানের মধ্য দিয়ে কাহিনি, নীতিজ্ঞান ইত্যাদি স্মৃতিতে ধরে রাখা হত। সুর-ছন্দ কোনও বিষয়কে স্মৃতিতে ধরে রাখার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা নেয়। এ ছাড়াও কিছুটা করে অংশ মুখস্থ করতে করতে এক সময় পুরোটাই মুখস্থ করে ফেলা সম্ভব। তবে তার জন্য চাই মুখস্থ করার প্রতি আগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্ঠা। কিন্তু কেউ যদি দাবি করে, একবার শুনেই আশি হাজার শব্দ মুখস্থ করতে পারেন, তবে সন্দেহের চোখে দেখুন। নিশ্ছিদ্রভাবে, নিরপেক্ষতার সঙ্গে দাবিদারের পরীক্ষা নিন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, দুর্বল স্মৃতির মানুষও কি চেষ্টা করলে অনেক কিছুই মুখস্থ করতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে 'স্মৃতি' নিয়ে আলোচনা জরুরি।

'স্মৃতি' বিষয়টা কী?—এ নিয়ে একটু আলোচনা করে নিলে বিশ্বরূপকে বুঝতেও সুবিধে হবে।

'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই, ঘাটতি শুধু স্মরণে

একটা কথা বলি। অনেকের কাছেই হয়ত অদ্ভুত শোনাবে—স্বাভাবিক মস্তিষ্ক কোষের অধিকারী মানুষদের ক্ষেত্রে 'দুর্বল স্মৃতি' বলে কিছু নেই। আমাদের স্মৃতি-শক্তির একটা পর্যায় 'সংরক্ষণ' (Retention)। শেষ পর্যায়ে আছে স্মরণ (Recall)। যা দেখি, যা শুনি সেসব সংরক্ষণের বিষয়ে আমাদের কারও কোনও ঘাটতি নেই। স্মরণের ক্ষেত্রেই দেখা যায় আমাদের নানা ধরনের ত্রুটি।

আমার কর্মক্ষেত্রে একটি ছেলে ঘুরে ঘুরে আমাদের চা দিত। নাম নির্মল। প্রতিদিন দেড়শো মানুষকে চা খাওয়াত। কেউ নিতেন এক কাপ, কেউ দু'কাপ, কেউ অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে নিতেন পাঁচ কাপ। প্রতিদিনই প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই হিসেবেরও তারতম্য হত। কাল যিনি এক কাপ নিয়েছিলেন, আজ তিনি হয় তো নিয়েছেন তিন কাপ। 'টি-বয়' ছেলেটি প্রত্যেকের হিসেব স্মৃতিতে ধরে রাখত এবং প্রয়োজনের সময় স্মরণ করতে পারত। এমনকী সে পাঁচ কাপের হিসেব দিলে যদি কেউ অভ্যাগতের কথা ভুলে তিন কাপ নিয়েছেন বলে জানাতেন, 'টি বয়' 'ছেলেটিই মনে করিয়ে দিত—'এগারোটা নাগাদ নীলশার্ট সাদা প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোককে এক কাপ চা খাওয়ালেন, দুটো তিরিশ নাগাদ একটা ঝাঁকড়া চুলো ইয়ং ছেলেকে খাওয়ালেন এক কাপ।' এমন অসাধারণ স্মৃতির অধিকারী ছেলেটির দৃঢ় ধারণা, ওর স্মৃতি খুবই দুর্বল তাই লেখাপড়া শেখা হয়ে ওঠেনি।

আমার শৈশব কেটেছে পুরুলিয়া জেলার ছোট্ট রেল-শহর আদ্রার বড়-পলাশখোলায়। রোজকার দুধ নেওয়া হত একটি আদিবাসী প্রবীণার কাছ থেকে। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু কবে কতটা বাড়তি দুধ রাখতাম, তার পাক্কা হিসেব রাখতেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তুমি তো আরও অনেক বাড়িতেই দুধ দাও, না লিখে সবার বাড়ির হিসেব রাখো কী করে।"

প্রবীণা জানিয়েছিলেন,"কী করে আবার? সে তো মনে থেকেই যায়।"

সে সময় প্রবীণার উত্তরে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম মা মুদির দোকান থেকে সাতটা জিনিস আনতে বললে ছ'টা আনি, একটা ভুলে যাই, আর ও এত বাড়ির এত হিসেব মনে রাখে কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এমন অনেক মা-বাবা সন্তানকে নিয়ে আমার কাছে কাউন্সেলিং-এর জন্য এসেছেন, সমস্যা—সন্তানের দুর্বল স্মৃতিশক্তি। প্রচুর পড়ে। কিন্তু মনে থাকে না। পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে।

সেইসব সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওদের অনেকেই জীবন্ত তথ্যভাণ্ডার। কেউ হেডেন, ধোনি, যুবরাজ, সৌরভ, ব্রেট লি, পন্টিং-এর ব্যাটিং, বোলিং-এর তথ্য গড়গড় করে বলে চলেছে, কেউ বা ব্রুস লি, সিলভেস্টার স্ট্যালোন, রানি, ঐশ্বর্য, আমির ইত্যাদির হাঁড়ির খবর উগরে দিচ্ছে, কেউ বা ব্যারোটা জেমস, ভাইচুং-এর সব তথ্য ঠোঁটস্থ করে বসে আছে। এরপর ওদের কাউকেই কি আমরা দুর্বল স্মৃতির জন্য অভিযুক্ত করতে পারি? ওরা সেইসব তথ্যই মনে করে রাখে যা মনে রাখতে ভালোবাসে, অথবা প্রয়োজনে বাধ্য হয়। এমন নজির বহু সহস্র আছে। আপনাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই এমন উদাহরণ দেখেছেন।

স্বঘোষিত 'মেমারিম্যান'-কে পরীক্ষা নেবার হোমওয়ার্ক

আমাদের সমিতির কয়েকজনকে ফোন করলাম। মেমারিম্যানের ৪ তারিখের ৩.৩০ মি.-এর শোতে হাজির হতে বললাম। স্থান : ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল। ওরা প্রত্যেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবেন। আমার আশেপাশে থাকবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বারিদবরণ চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জয়ব্রত ভাদুড়ি, মানসী মল্লিক, মেরিন ইঞ্জিনিয়র সৌরভ দাশগুপ্ত ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন।

সুমিত্রা ও সৌরভকে ১৫ থেকে ২০টা অপ্রচলিত ইংরেজি শব্দ কাগজে লিখে রাখতে বললাম। বারিদবরণ অপ্রচলিত বাংলা শব্দ লিখে রাখবে গোটা পনেরো। আমি যখন বলব, তখন সেই শব্দ তালিকা বিশ্বরূপের হাতে তুলে দেবেন ওঁরা তিনজন।

'আজকাল' পত্রিকা অফিসে খবর দিয়েছি—বিশ্বরূপের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিতে যাচ্ছি।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমি, বারিদ ও সুমিত্রা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পৌঁছালাম। টিকিট কাটার লাইনে দেখতে পেলাম আমাদের সমিতির রানা, মানসী,জয়ব্রত, প্রণব, সমীরদা, অরূপ, অনিন্দিতা ও বিপাশাকে। এখানে ওদের ভূমিকা অবজারভারের। আমি, বারিদ, সুমিত্রা ও সৌরভ প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে বসার চেষ্টা করব। অন্যরা হল জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবে, যেন কেউ কাউকে চেনে না।

টিকিট তিরিশ টাকা। শো দেখে যারা স্মৃতি প্রখর করতে চাইবেন, তাঁদের দক্ষিণা মাত্র আড়াই হাজার টাকা। হলের ভাড়া ১২ হাজার টাকা। প্রথম শোতে নাকি হাজার দর্শক হয়েছিল। তবে কি প্রতি শোতে আয় ৩০ হাজার টাকা? ৪টে শো থেকে আয় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা? শতকরা ২৫ জন দর্শক স্মৃতি প্রখর চাইলে ৪টে শো থেকে দক্ষিণা বাবদ আয় ২৫ লক্ষ টাকা। এক দিনের শো থেকে মোট আনুমানিক আয় ২৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। খরচ একদিনের শো-তে হল ভাড়া ১২ হাজার, বিজ্ঞাপনে ১ লক্ষ আনুমানিক, পুলিশ-মস্তান-নেপথ্যবাহিনী বাবদ খরচ প্রতিদিন ৩ লক্ষ ধরলেও আনুমানিক ব্যয় দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ১২ হাজার।

একদিনের শো থেকে নিট আয় ২২ লক্ষ টাকা।

প্রায় সাড়ে-৩টে বাজে, কিন্তু টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। কেন টিকিট বিক্রি বন্ধ? কাউন্টারের লোকদের নাকি কারণ জানা নেই। শুধু জানালেন—ব্যবস্থাপকদের তরফ থেকে টিকিট বিক্রি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

ওখানে দেখা পেলাম 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক অমিতাভ সিরাজ ও চিত্রসাংবাদিক শিখর কর্মকারের। অমিতাভ জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার, আপনি যে আসছেন এটা কী ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছেন? আপনার আসার খবর বোধহয় বিশ্বরূপ পেয়েছেন। আজ আর শো হয় কি না দেখুন।

ভাষা ও সাহিত্যের প্রকাশক স্বপন বিশ্বাস ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলেরও একজন কর্মকর্তা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "গোলমাল-টোলমাল হবে নাকি?"

—"কেন এমনটা মনে হল? কোনও খবর আছে?"

—"কয়েকজন লোকাল মস্তান এসেছে, পুলিশও হাজির হয়ে যাবে আশা করছি। তোমাকেও এখানে দেখছি। তাইতেই মনে হল তোমাকে 'রাফ ট্যাকেল' করার ব্যবস্থা নিয়েছে স্মৃতি বাড়ানো পার্টিরা। এত লাইন, তাও প্রথম শো'য়ের পর দ্বিতীয় শো'য়ের টিকিট বিক্রি করছে না। তোমার কি মনে হয় বিশ্বরূপ লোক ঠকাচ্ছে?" স্বপন বললেন।

—"আরে না না। বিশ্বরূপ লোক ঠকাচ্ছে এমন ভাবনা নিয়ে আসিনি। আমরা শুধু ওর শো দেখতে এসেছি।" বললাম।

ইতিমধ্যে আমাকে ঘিরে আরও কয়েকজন প্রকাশক ও বইবিক্রেতা হাজির। তাঁদের সবারই এক সুর—বিশ্বরূপ ফোরটুয়েন্টি হলে ওর বুজরুকি ফাঁস করুন। ওর ভাড়াটে মস্তানরা আপনার উপর হামলা চালালে কাউকে দিয়ে খবর পাঠান, অথবা মোবাইলে খবর দিন। আমরা এখানে কোনও মস্তানি করতে দেব না।

বিশ্বরূপের শো

শো শুরু হল নির্ধারিত সময়ের বহু পরে। বিশ্বরূপ এলেন এবং ট্রেনের সেলসম্যানের ঢংয়ে ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথার ফুলঝুরি ফোটাচ্ছিলেন। বলছিলেন, শুনে স্মৃতি রাখার চেয়ে দেখে স্মৃতিতে রাখা অনেক সোজা।

একসময় নিজের ডান দিকের দ্বিতীয় ও প্রথম সারিতে বসা একের পর এক দর্শককে যে কোনও জিনিসের বা মানুষের নাম, ফোন নম্বর, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর বলে যেতে বললেন। একজন করে বলছেন এবং সেই কথাগুলো বা সংখ্যাগুলো মুখে উচ্চারণ করতে করতে হোয়াইট বোর্ডে দ্রুত লিখে ফেলছিলেন বিশ্বরূপ। বিশাল দুটি হোয়াইট বোর্ড লেখায় ভর্তি হয়ে গেল একসময়। এবার বোর্ডের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। বোর্ডের লেখাগুলো জায়েন্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল। না, সেই লেখা দেখার কোনও সুযোগ নেই বিশ্বরূপের। তারপর সেই বিশেষ সময় এল, যখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিশ্বরূপ একের পর এক শব্দ ও সংখ্যাগুলো ঠিকঠাক বলে গেলেন। এমনকী, বলে যেতে লাগলেন উল্টোদিক থেকেও। সত্যিই অবাক হওয়ার মতোই ঘটনা।

একটা খট্‌কা লাগল। ওর স্মৃতি বাস্তবিকই যদি এতই প্রবল হয়, তবে কেন আমার হাজির থাকার ঘটনায় ঘাবড়ে যাবেন! তবে কি যেমনটা দেখছি ও শুনছি, তেমনটা সত্যি নয়? কোনও একটা কৌশল রয়েছে? কৌশলটা আমার কাছে ধরা পড়ার ভয়েই কি ওর এত বেশি সতর্কতা?

স্মৃতি-শক্তি ও প্রতিভা এক নয়

কাশী থেকে ভাটপাড়া সর্বত্রই টোলে গেলে দেখা মিলবে বহু শ্রুতিধরের। ছাত্র জীবনেও অনেককে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দেখেছি, যারা দারুণ মুখস্থ করতে পারত। পরীক্ষার খাতায় সেসব উগরে দিয়ে আসত। টোল থেকে কলেজ জীবনে দেখা ওদের 'স্মৃতিধর' বলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু 'প্রতিভাধর' বলে মেনে নিতে অসুবিধে আছে। একজন স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছাত্র যখন তার লেখায় মৌলিকত্ব হাজির করতে পারে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারে, এগিয়ে থাকা চিন্তাশক্তির পরিচয় দিতে পারে, তখন তাকে প্রতিভার অধিকারী বলা যায়।

আবার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী না হয়েও চিন্তাবিদ, প্রতিভাধর হিসেবে পরিচিত হতে পারেন। সমরেশ বসু থেকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কেউ-ই অসাধারণ স্মৃতিধর ছিলেন না। ডাঃ রায় তো পরিচিত জনদেরও নাম ভুল করতেন। তারপরও তাঁদের প্রতিভা ছিল প্রশ্নাতীত।

আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গটা বেঁধে রেখেছি বিদ্যা-সংক্রান্ত প্রতিভা ও স্মৃতিশক্তির উপর। আলোচনা যদি আরও একটু ছড়িয়ে দিই, তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়?

মারাদোনার ফুটবল প্রতিভা, উত্তমকুমারের অভিনয় প্রতিভা, লতাজির সংগীত প্রতিভা, গণেশ পাইনের পেইন্টিং প্রতিভাকে মুখস্থ বিদ্যার সঙ্গে জুড়বেন কেমন ভাবে?

শুধু মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভর করে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যেও বেশি দূর এগোনো অসম্ভব। প্রচলিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও কৃতী হতে গেলে বইয়ের লেখা ও নাটকে আত্মস্থ করার দরকার হয়। মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার মতো চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে মনোযোগ ও বোঝার ক্ষমতাই হল প্রথাগত শিক্ষা থেকে জ্ঞানার্জনের পথ।

প্রতিভা বিকাশে মনোযোগ, বোধ ও প্রেরণার ভূমিকা :

মনোযোগ ও বোঝার ক্ষমতা-এর সঙ্গে প্রেরণা (motivation) প্রতিভা তৈরিতে বড় ভূমিকা নেয়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই প্রধানত অনেকগুলো বিষয় বা factor কাজ করে। যেমন : মনোযোগ আসে গভীরতর ভালোলাগা ও মানুষের প্রেরণা থেকে। আমার জন্ম সংগীত পরিবারে হলে সংগীতে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। সচিনকে সচিন বানাবার জন্য ক্রিকেট গুরু রমাকান্ত আচরেকরের অবদান অনস্বীকার্য। সচিনের ক্রিকেটের প্রতি প্রেমের অন্যতম কারণ যদি হয় মুম্বাইবাসী হওয়া, প্রতিদিন ক্রিকেট প্র্যাকটিস দেখার সুযোগ পাওয়া, তবে আরও একটি অন্যতম কারণ অবশ্যই গুরু রমাকান্ত আচরেকর। সঙ্গে মোটিভেশন তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। আপনি ইংরাজি সাহিত্যে অনার্স নিয়েছেন। ক্লাসের লেকচার শুনে আপনি নিরাশ। অধ্যাপক যা পড়াচ্ছেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি আদৌ পরিষ্কার নয়। প্রাইভেট টিউটরও তথৈবচ। ওঁদের বিদ্যে-বুদ্ধির উপর আপনি আস্থা রাখতে পারছেন না। ওঁদের মুখস্থ করে পড়ানো আপনার মনোযোগ টানতে পারছে না। আবার কোনও কোনও শিক্ষক বা অধ্যাপক বিষয়কে এমন প্রাঞ্জল করে, আকর্ষণীয় করে বোঝান যা ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
মোটিভেশন বা প্রেরণা এমন একটা বিষয় যার অনুপস্থিতিতে প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমরা কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে বেছে নিতে পারি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি। রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন 'ডিক্টেটর'। দলে ও সরকারে তাঁর ইচ্ছে-ই ছিল শেষ কথা।

শ্রীমতী গান্ধি গ্র্যাজুয়েটও ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতিতে 'ডিক্টেটর' হয়ে ওঠার মোটিভেশন তাকে স্বজনপোষণ বা চাটুকার পোষণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দলের ভিতর কোনও সৎ বা ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজনীতিকের উত্থান দেখলে তাঁদের ডানা ছেঁটেছেন নির্দয়ভাবে। এইগুলো করতে পেরেছেন সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মোটিভেশন থেকে।

২২ অক্টোবর ২০০৫। বিহারে লালু সাম্রাজ্যের পতন হল। জাল ভোটার লিস্ট, ছাপ্পা ভোট—ভোট কেন্দ্রে বাহুবলিদের দাপাদাপি—বুথ জ্যাম যুগের পতন ঘটল। বিহারের মানুষ দীর্ঘ বছরের পর এই প্রথম স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন। জয়ী নীতীশ কুমারকে নিয়ে বিহার-জনতা যতটা উচ্ছ্বসিত, তার চেয়েও উচ্ছ্বসিত নির্বাচনের স্পেশাল অফিসার কে জে রাও-কে নিয়ে। বিহারের আকাশ-বাতাস সবচেয়ে বেশি মুখরিত হয়েছে কে জে রাও-এর জয়ধ্বনিতে। জনাদেশের সঠিক প্রতিফলনের রূপকার কে জে রাও না থাকলে দুর্নীতি ও গণতন্ত্র লুটেরাদের রাজত্ব-ই চেপে বসে থাকত বিহারে—এমনটাই বিশ্বাস আমবিহারিদের।

কে এই কে জে রাও? নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পরামর্শদাতা। বৃদ্ধ। বিহারে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে যা করেছেন, তাকে অসাধ্য সাধন বললে একটুও বাড়াবাড়ি হয় না। রাত-দিন এক করে দিয়ে খেটেছেন। ১৮ লক্ষ জাল ভোটারের নাম বাতিল করেছেন। লালু-রাবড়ির ক্রীতদাস আমলাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন। লালু-রাবড়ির অনুগত বিহার পুলিশের হাত থেকে বুথ পাহারার দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে তা দিয়েছেন আধা সামরিক বাহিনীকে। পুলিশ ও প্রশাসনের খামতি দেখলে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন দুর্নীতি আর বাহুবলিদের যুগ শেষ করতে চলেছেন। নির্বাচনের আগে বিহারের প্রচার-মাধ্যমগুলো সশস্ত্র ভোট-লুটেরাদের ব্যাপক প্রস্তুতির ছবি দেখিয়েছে। কিন্তু দেড় মাস ধরে ভাগে ভাগে চলা ভোটে ভোটলুটেরারা গর্তে ঢুকে গেছে কে জে রাওয়ের ভয়ে। হেলিকপ্টারে আধা-সামরিক বাহিনী নিয়ে চক্কর কেটেছেন বিভিন্ন বুথে। হেলিকপ্টার থেকে নেমেই দৌড়েছেন বুথে। এলাকার বাসিন্দারাই 'হিরো'-কে মোটর বাইকের পিছনে বসিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন গন্তব্যস্থলে।

বৃদ্ধ বয়সে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন কী করে? মোটিভেশন। দুঃশাসনের রাজত্বেও গণতন্ত্র আনতে হবে—এই মোটিভেশন।

অপরাধী মানসিকতার কেউ যখন পৃথিবী কাঁপানো অপরাধী হয়ে ওঠে, তখন তার পিছনেও এক বা একাধিক মোটিভেশন থাকে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনেক নারী-ই তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টির প্রেরণা ছিলেন।

নারী অনেকের জীবনেই প্রেরণা হয়েছেন। প্রেরণা হয়েছেন পুরুষ। প্রেম অনেককেই মোটিভেট করেছে; তাঁরা শিল্পী, লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী থেকে বিপ্লবী—সব-ই হতে পারেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ফিরে যাই বিশ্বরূপের শো-তে

বিশ্বরূপ এবার বললেন, তাঁর এক ছাত্রী এই হলে হাজির আছেন। মাত্র কিছুদিনের চেষ্টাতেই স্মৃতি কতটা বাড়াতে পেরেছেন, তারই নমুনা দেখাবেন।

আমি স্টেজে উঠে পড়লাম। খালি গলায় উঁচুস্বরে বিশ্বরূপকে বললাম, আপনার প্রদর্শনী যতটা দেখলাম, তা অবাক হওয়ার মতো। আমার একটি প্রশ্ন আছে। আপনি এতক্ষণ যা দেখালেন তা কি শুধুই বিশেষ কোনও পদ্ধতির অনুশীলনের ফল? নাকি কোনও যন্ত্রের সাহায্যে লোক ঠকাচ্ছেন?

আমার কথা পুরোটা শেষ করার আগেই বিশ্বরূপের কয়েকজন ষন্ডামার্কা 'ভলেনটিয়ার' স্টেজে উঠে পড়লেন আমাকে নামাতে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে কাজটা কঠিন ছিল। কারণ দর্শকদের অনেকেই আমাকে চিনতে পেরেছেন। তাঁরা চিৎকার করতে লাগলেন, প্রবীর ঘোষের বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। কয়েকজনের চিৎকারটা এতই দ্রুত গোটা হলের দর্শকদের চিৎকারে পরিণত হল যে বিশ্বরূপ ও তাঁর দলবল পিঠ বাঁচাতে আমার হাতে মাউথপিস তুলে দিতে বাধ্য হলেন।

আমি বললাম, সম্পূর্ণ খোলা মনে যুক্তিবাদী সমিতির তরফ থেকে আমরা দেখতে চাই বিশ্বরূপ যে স্মৃতিশক্তির দাবি করছেন, তা কতটা সত্যি। আপনাদের অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে ১৯৮৯ সালে ৭ বছরের মেয়ে মৌসুমী চক্রবর্তীকে নিয়ে কী বিশাল আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। রেলশহর আদ্রার ওই ছোট্ট মেয়েটি গোটা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্র-পত্রিকার হেডলাইন হয়ে উঠেছিল। সানন্দা'র ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যায় মৌসুমী নিয়ে 'বিশেষ রচনা' প্রকাশিত হয়। রচনার শিরোনাম ছিল 'অবাক পৃথিবীর অবাক মেয়ে'। রচনার রচয়িতা সুজন চন্দ জানিয়েছিলেন, মৌসুমী এখন গবেষণা করছে কয়লাকে সালফার মুক্ত করতে। এই কাজ সফল হলে বায়ুদূষণ থেকে মুক্ত হবে পৃথিবী। মৌসুমীর ধারণা ও সফল হবেই। নোবেল প্রাইজ পাবে সাড়ে ৯ বছর বয়সের মধ্যেই।

১৩ আগস্ট ১৯৮৯ আনন্দবাজার পত্রিকায় সাতটি ছবিসহ মৌসুমীকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন লেখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক বিমল বসু। লেখাটিতে লেখক মৌসুমীকে বিস্ময় বালিকা, এক কথায় 'প্রডিজি' বলে ঘোষণা করেন। তিনি লিখেছিলেন, "এখন তার বয়েস ঠিক সাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি—এই তিনটি ভাষায় যেমন বিস্ময়কর তার দক্ষতা, তেমনই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ইত্যাদি বিষয়েও সে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।"

সে সময়কার বিখ্যাত বাংলা মাসিক 'আলোকপাত' মৌসুমীকে নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশ করে সেপ্টেম্বর ১৯৮৯ সালে। শিরোনাম—'বিস্ময় বালিকা মৌসুমী: সাত বছরের সরস্বতী'। প্রতিবেদক জানিয়েছিলেন দু'দিনে দীর্ঘ ১৮ ঘন্টা ইন্টারভিউ নিয়ে এই লেখা তৈরি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সিনেমা, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, চিত্রকলা, আধ্যাত্মবাদ—সবেই মৌসুমীর জ্ঞান ছিল প্রতিবেদকের চেয়ে অনেক উঁচুতে। টাইপে ইংরেজিতে ৯০ স্পিড।

দূরদর্শন থেকে ইংরেজি পত্রিকাগুলোতে ওকে নিয়ে হইচই। মৌসুমী বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান ও ডাচ ভাষা জানে মাতৃভাষার মতোই।

আমি খোলা মনে মৌসুমীর প্রতিভার পরিমাপ করতে গিয়েছিলাম 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার তরফ থেকে। নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা নিতে গিয়ে দেখলাম, মৌসুমীর গোটা ব্যাপারটাই বিশাল ধাপ্পা। 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে সেই ধাপ্পার সব কিছুই ডিটেলে দিয়েছি। এখানেও আমি চাই আপনাদের উপস্থিতিতে বিশ্বরূপবাবুর স্মৃতিশক্তির একটা পরীক্ষা নিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কি, আপনারা রাজি?

গোটা হল কাঁপিয়ে গর্জে উঠল—'হ্যাঁ রাজি।'

আমার আমন্ত্রণে উঠে এলেন সুমিত্রা। ইংরেজি ডিক্‌শনারিতে আছে কিন্তু অপ্রচলিত এমন ১৭টি শব্দের লিখিত তালিকা আমার হাতে তুলে দিলেন।

বিশ্বরূপবাবুকে বললাম, আপনি বললেন, শুনে মনে রাখার চেয়ে দেখে মনে রাখা অনেক সহজ। আপনি যতক্ষণ খুশি এই তালিকার শব্দগুলো দেখুন। এগুলো জোরে উচ্চারণ করে পড়বেন না। তারপর তালিকার শব্দগুলো পরপর বলে যান। ৮০ হাজার না ৮০ লক্ষ শব্দ একবার শুনে মুখস্থ বলে রেকর্ড করেছেন কোনও একটা রেকর্ড বইয়ে। আর আপনাকে দিলাম মাত্র ১৭টা শব্দ। এগুলো বলতে আপনার একটুও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

তালিকাটা বিশ্বরূপবাবুর হাতে তুলে দিলাম। অনেকেই আমার এমন সহজ সরল পরীক্ষায় হয় তো বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁদের বিস্ময় আরও বাড়ল, যখন দেখলেন একটা করে শব্দ মনে মনে অনেকক্ষণ ধরে উচ্চারণ করেই চলেছেন।

পাঁচ মিনিট কাটল, সাত মিনিট কাটল, দশ মিনিট পার হতেই হাতের থেকে তালিকাটা নিয়ে বললাম, "কী হল! এতক্ষণ শয়ে-শয়ে শব্দ শুনে স্মৃতি থেকে শব্দের ফুলঝুরি ছোটাচ্ছিলেন। এখন কী হল?"

—"এই শব্দগুলো মানে, ইয়ে..."

—"ইংরেজির অন্য একটা তালিকা দিলে পারবেন? অথবা বাংলা তালিকা দিলে?"

—"আমি সৌরভ ও বারিদকে ডাকতেই তাঁরা উঠে এসে দুটি তালিকাই তুলে দিলেন বিশ্বরূপের হাতে। আমি শর্তটা মনে করিয়ে দিলাম, "আপনি কোনও শব্দই চিৎকার করে উচ্চারণ না করে চোখ বুলিয়ে স্মৃতি থেকে বলুন। এতে ২০টা করে শব্দ আছে।

ইতিমধ্যে অনেক দর্শকই কাগজে শব্দ তালিকা তৈরি করতে শুরু করেছেন। প্রমাদ গুনলেন বিশ্বরূপ। রণে ভঙ্গ দিলেন তিনি। তাঁর বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে বিশ্বরূপের মাসলম্যানেরা মঞ্চে উঠে এল। মঞ্চে তখন দর্শকরাও দ্রুত উঠে আসছেন। সে এক লন্ড-ভন্ড অবস্থা।

দর্শকদের ক্ষোভ বিস্ফোরিত হল হলেই। টিকিটের টাকা ফেরত দিতে হবে। বিশ্বরূপকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

আমি আবার মাইকে। বললাম, টিকিটের টাকা ফেরত পাবেন। বিশ্বরূপকে প্রতারণার অভিযোগ যেন গ্রেপ্তার করা হয়—সেটা আমাদের সকলেরই দাবি। 'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে হাজির আছেন। কালকের 'আজকাল' অবশ্যই পড়ুন। মনে রাখবেন যেখানে প্রতিদিনের রোজগার ২০ থেকে ৩০ লাখ টাকা সেখানে একটা চক্র কাজ করছে। ওরা সত্যিকে 'মিথ্যে' আর মিথ্যেকে 'সত্যি' বলে চালাতে চাইবে। ওরা পত্রিকাগুলোকে প্রভাবিত করতে চাইবে নানা ভাবে। আপনি আমি যদি মিথ্যের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াই তবে জয় আমাদের হবেই। এবার একটু শান্ত হয়ে শুনুন, কীভাবে প্রতারিত করে স্মৃতিধর হিসেবে নিজেকে হাজির করা যায়।

ডঃ অ্যানড্রিজা পুহারিক আমেরিকার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। একশোর উপর নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেটেন্ট আছে তাঁর। তিনি একটা ছোট্ট যন্ত্রের পেটেন্ট করিয়েছিলেন। একটা দাঁত তুলে সেই জায়গায় যন্ত্রটি বসানো হয়। যন্ত্রটি বাইরে থেকে পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত ধরে শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে পরিণত করে। এই শ্রবণযোগ্য তরঙ্গ দাঁতের স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কে
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তড়িৎ সংকেত পাঠায়। ফলে কানের সাহায্য ছাড়াই শোনা যায়।

ইউরি গেলার এক সময় তাঁর তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। তাও আবার এক ধরনের ক্ষমতা নয়, নানা ধরনের ক্ষমতা। তারই একটা হল টেলিপ্যাথি। ইউরির সাথি শিপি একটা ঘরে কোনও একটা করে জিনিস দেখতেন, আর ইউরি সেসব জিনিসের নাম বলে যেত।

দু'জনের আত্মবিশ্বাস-ই ওদের বুজরুকি ধরিয়ে দেয়। ইউরির একটা দাঁতের বদলে একটা শ্রবণযন্ত্র ও শিপির কাছে একটা প্রেরক যন্ত্র পাওয়া যায়। শিপি যা দেখতেন তা উচ্চারণ করলে ইউরি শুনতে পেতেন এবং শোনা কথাটাই বলে যেতেন।

একই কৌশল বিশ্বরূপ গ্রহণ করে থাকতেও পারেন। সেই ক্ষেত্রে বিশ্বরূপ জোরে উচ্চারণ করছেন তা রেকর্ড করা হতে পারে। সেই রেকর্ড বাজিয়ে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পাঠালে বিশ্বরূপ তা শুনে বলে যেতেই পারবেন। অথবা জায়েন্টস্ক্রিনে দেখে লেখা ও সংখ্যাগুলো প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে কেউ পাঠালে বিশ্বরূপ তা ধরে ঠিকঠাক বলে যেতেই পারবেন!

জোরে জোরে পড়ার সুযোগ দিইনি, লেখার সুযোগও ওঁর ছিল না। ফলটা কী দাঁড়াল দেখলেন তো! ১৭টা শব্দ অনেকক্ষণ দেখেও বলতে পারলেন না।

পাবলিক ডিমান্ডে শো বন্ধ হল। টিকিটের দাম ফেরত দিতে হল। পরের দিন আজকালের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় খবর।

আজকাল

৫ জুন, শনিবার, ২০০৪

'স্মৃতি বাড়াবার সহজ উপায়...' যুক্তিবাদীরা ভেস্তে দিল বুজরুকি!

অমিতাভ সিরাজ : মুখে যেন খই ফুটছে। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর দ্রুত উপায় এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। এমনই হাবভাব যুবকের। অনর্গল বলে যাচ্ছেন হিন্দি ইংরেজিতে। দর্শকদের জটিল-দুর্বোধ্য অঙ্ক থেকে যাবতীয় ছুঁড়ে-দেওয়া প্রতিটি শব্দ স্মৃতি থেকে নিমেষে উগরে দিচ্ছিলেন, পর্দার দিকে না তাকিয়েই। তবু শেষরক্ষা আর হল না। সব বুজরুকি ধরা পড়ে গেল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষদের কাছে। মোটা টাকার বিনিময়ে স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর সহজ উপায় 'বাতলে' দেওয়ার ব্যাবসা (!) ফাঁস হয়ে গেল। ভেস্তে গেল পরের দুটি প্রদর্শন। শেষমেশ পরিস্থিতি এমন গড়ায় যে, টিকিটের টাকাও ফেরত দিতে হয় যুবককে। শুক্রবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি নামে এক ব্যাক্তি অভিনব এই পদ্ধতি (নাকি কৌশল) শেখাতে এসেছিলেন। এর আগে দ্রুত স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায় জানাতে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল। তারই টানে ছুটে এসেছিলেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে বড়রাও। রীতিমতো লাইন পড়ে যায় হলের সামনে। টিকিটের মূল্য ৩০ টাকা। স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে সাফল্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
লাভের আশায় ওই কৌশল দেখতে ছুটে এসেছিলেন অনেকেই—হলদিয়া কিংবা বর্ধমান থেকেও। ছিলেন ছোটদের সঙ্গে মায়েরাও। হল কর্তৃপক্ষ জানান, ১২ হাজার টাকায় দুটি শোয়ের সময় ভাড়া করেছিল 'এডুগাইড' নামে ওই সংস্থা। প্রথম শো অবশ্য নির্বিঘ্নে হল। দ্বিতীয় শো-র শুরুর কিছুক্ষণ পরেই প্রতারণার অভিযোগ তুলে মঞ্চেই প্রতিবাদ জানাতে উঠে পড়েন প্রবীর ঘোষরা। এর আগে শুরুতেই নিজেকে দেশের সেরা 'মেমোরিম্যান' একটি নামী পানীয় সংস্থায় 'রেকর্ড হোল্ডার' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ফেলেছেন বিশ্বরূপ। হাতে জাদু কলম 'নেমনিক'। তাই দিয়েই লেখা হচ্ছিল। কখনও মুখে মুখে বলছেন দর্শক শ্রোতাদের জন্মের তারিখ ছিল কী 'বার'। বিশ্বরূপের নিজের কথায়, '৬০০ বছরের ক্যালেন্ডার আমি বলতে পারি। এটা কোনও অসাধারণ ব্যাপার নয়। আপনারাও পারবেন। শুধু একটি কৌশল জানা দরকার।' কী সেই কৌশল? স্মৃতিকে প্রখর করতে হবে। আর এ জন্য দক্ষিণামাত্র আড়াই হাজার টাকা। গন্ডগোলের শুরু এর পরেই।

বিক্ষোভকারীদের কবলে 'বুজরুক' বিশ্বরূপ। ছবি : শিখর কর্মকার

যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, বারিদবরণ চক্রবর্তী, জয়ব্রত ভাদুড়ি, মানসী মল্লিক প্রমুখ সদস্য আসন ছেড়ে এগিয়ে আসেন মঞ্চের দিকে। প্রবীর বলেন, আমরা এটাকে ধাপ্পা বলছি না। কিন্তু প্রতারিত হতে চাই না। স্মৃতি বাড়ানো যদি যায়, ভালো কথা। কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ চাই। লেক টাউনের গৃহবধূ সুমিত্রা পদ্মনাভন তখন এগিয়ে এসে ১৭টি ইংরেজি শব্দের চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বরূপকে বলেন, মনে মনে পড়ে আমাদের বলুন। তাহলে বুঝব আপনার ক্ষমতা। নিমেষে ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ যেন শুষে নিয়েছে এমনই মুখ হল বিশ্বরূপের। আমতা আমতা করতে থাকলেন তিনি। আসলে সব ভোঁ-ভোঁ তা বোঝাই গেল। দর্শকরাও ততক্ষণে বুঝে গিয়েছেন বিশ্বরূপের চালাকি। তুমুল চিৎকার, কেউ কেউ বাংলায় কথা বলার দাবিতেও তুমুল হই-চই শুরু করে দিল বিশ্বরূপের উদ্দেশে। না, যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জ নিতে পারেননি দেশের সেরা ওই মেমোরিম্যান। বিশ্বরূপের নিজের কথায়, 'এটা একটা পদ্ধতি। শিখতে হবে। যদি বলেন, আমি পারব কিনা। সত্যি বলছি, আমি নিজেও পারব না।' শুনেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন দর্শকরা।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো যাঁরা শুনছিলেন, সেই দর্শকরাই এবার টাকা ফেরতের দাবি তুললেন। বিশ্বরূপের দাবি ছিল, তাঁর দেখানো স্মৃতি বাড়ানোর সহজ পদ্ধতি নাকি এক ছাত্রী কোমল শিখে ফেলেছে। দর্শকদের হই-চইয়ে সেই ছাত্রীও পিঠটান দিয়েছে ততক্ষণে। তুমুল হাততালিতে অভিনন্দন কুড়োলেন যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষ। এদিকে, রাতে আজকাল দপ্তরে প্রায় পঁচিশজন লোক এসে জানান, তাঁরাও বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির ওই অনুষ্ঠান দেখেছেন। এঁদের অভিযোগ, অনুষ্ঠান ভেস্তে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রবীর ঘোষ গিয়েছিলেন। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর এই পদ্ধতি দেখে তাঁদের মোটেও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে হয়নি।

শেষ করা সহজ নয়

৫ জুন। সাত সকালে আমার মোবাইলে ফোন এল এক স্বনামধন্য সাংবাদিকের। একটি নামী বাংলা দৈনিক পত্রিকার সহ-সম্পাদক। পরিচয় অনেক বছরের। তিনি খুব একটা ভণিতা না করেই বললেন, আমি যেন বিশ্বরূপের প্রতি বিরূপ না হয়ে সহযোগিতা করি। বিনিময়ে বিশ্বরূপও আমাকে দেখবেন।

আমি চালাক হয়ে উঠতে পারলাম কই। ছোট্ট একটা ভাড়া বাসায় থাকি। এরচেয়ে বেশি আর্থিক উচ্চাশাও নেই। সুতরাং বিশ্বরূপ আমাকে আর দেখবেন কী?

আমার অবস্থানটা বোঝাবার চেষ্টা করলাম। এবং শেষ পর্যন্ত ফোনটা কাটতে বাধ্য হলাম।

বর্ধমানে বিশ্বরূপের বুজরুকি বানচাল

সঞ্জয় কর্মকারের জবানিতে : ২২ জুলাই ২০০৪। বর্ধমান শহরে আর একবার প্রমাণ হয়ে গেল, বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে (বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে) কীভাবে মানুষকে প্রতারিত করা হয়। আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল পুলিশ-অপরাধীর আঁতাতের।

২২ জুলাই দিনটি সকাল থেকে দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত বর্ধমান শহর চলছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই, নিজের ছন্দে। হয়ত বাকি দিনটাও চলত এই ভাবেই। কিন্তু ...

১৬ জুলাই ২০০৪, আনন্দবাজার পত্রিকা-য় ৫ ইঞ্চি × ৭ ইঞ্চি মাপের একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়, "ভারতের সবচেয়ে প্রখর স্মৃতি শক্তিধর শ্রীবিশ্বরূপ রায়চৌধুরী-এর স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির এক অভিনব উপায়, এই বিষয়ের উপর বিশেষ শো দেখুন" তারিখ ২২.৭.২০০৪, টাউন হল, বর্ধমান। শো বিজ্ঞাপনটিতে আরও বলা হয়েছে, "পেশায় Memory Man of India" *(Limca Book of World Records*-এর শংসাপত্র দ্বারা সম্মানিত, এছাড়াও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ওপর ৮ খানা বই-এর সফল লেখক শ্রী রায়চৌধুরী Mnemonic pen'-এর আবিষ্কর্তা হিসেবে ভারত বিখ্যাত।" কারা উপকৃত হবেন? তাও লেখা আছে বিজ্ঞাপনে প্রতিযোগিতামূলক যুগে প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ ছাত্রীরাই নয় সমস্ত প্রতিযোগিতা মূলক বা ইঞ্জিনিয়ার তথা সমস্ত Professionals এবং স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে পারবেন।" শো দেখতে টিকিটের দাম ২০ টাকা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে দিতে হবে। ২৫০০ বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়নি।

বিজ্ঞাপনটি আমাদের সমিতির এক সদস্যর চোখে পড়ামাত্র অন্যান্যদের জানান। আমাদের মনে পড়ে যায় ৪ জুন ২০০৪-এর কথা। সেদিন এই বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীই কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে স্মৃতি বিষয়ের উপর শো করতে যান এবং তার প্রতারণা ধরা পড়ে যায় আমাদের
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে। সে খবর পরের দিন ৫ জুন 'আজকাল' পত্রিকার ছবিসহ প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। শুরু হয়ে যায় বর্ধমানেও বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর প্রতারণা ধরার প্ল্যান তৈরির কাজ। আমরা টার্গেট করলাম প্রথম শোটিকে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

শুক্রবার, ১৬ জুলাই ২০০৪

বর্ধমান জেলায় এই প্রথম

ভারতের সবচেয়ে প্রখর স্মৃতি শক্তিধর শ্রী বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী-এর

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির এক অভিনব উপায়

এই বিষয়ের উপর বিশেষ শো সেপ্টেম্বর

কে এই বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি ?

পেশায় ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বরূপবাবু ১৯৯৮ থেকে "Strongest Memory man of India" (Limca Book of Records) লিম্কাবুক অফ রেকর্ডস ও Guiness Book of World Record এর শংসাপত্র পাওয়া সম্মানিত এছাড়াও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ওপর ৬ খানা বইএর সফল লেখক শ্রী রায়চৌধুরী 'Mnemonic Pen' -এর অধিকর্তা হিসেবে ভারত বিখ্যাত।

এই শো তে কি দেখা যাবে ?

প্রতিটি ১ ঘণ্টার এই ডেমনস্ট্রেশন শো-তে শ্রী বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি নিজে একজন সাধারণ মেধাসম্পন্ন হয়েও কি করে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (ডিস্যুয়ালাইজেশন, ইমাজিনেশন ও অ্যাসোসিয়েশন) অবলম্বন করে এত প্রখর স্মৃতিশক্তি অর্জন করেছেন সেই সহজ, সরল ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতির কিছু নমুনা প্রদর্শন করবেন যা প্রত্যেক মানুষের কাছে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির এক নতুন দিশার উন্মোচিত করবে।

কি জানবেন ?

- অল্প ও দীর্ঘ সময় ধরে মনে রাখার বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়।
- সময় স্মৃতিশক্তি কাজে লাগানোর অভাবনীয় পদ্ধতি
- কুল কলেজের বা সমস্ত রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে সাফল্য লাভের পদ্ধতি।

কারা উপকৃত হবেন ?

আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক যুগে প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে চান। তাই শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীরাই নয় সমস্ত প্রতিযোগিতা মূলক বা চাকরীর পরিক্ষার পরিক্ষার্থী শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার তথা সমস্ত Professionals এবং গৃহবধূরাও এই অভাবনীয় পদ্ধতিতে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে পারবেন।

সাধারণের জন্য টিকিট ২০/-

FREE টিকিট ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্নবিষয় পাঠশালাতে।

- ICSC / CBSE / ISC পরীক্ষায় যারা ৭৫% / অধিক ও H.S.এ ৭৫% বা অধিক পেয়েছেন (কমপক্ষে মাধ্যমিক) তাদের জন্য দুটি টিকিট ফ্রী (১টি ছাত্রের ও ১ টি অভিভাবকের) ; ● বর্ধমানের বাইরে যে কোন ছাত্রছাত্রী একটি ফ্রী টিকিট পাবেন সঙ্গে তাদের অভিভাবকের জন্য ২০/- টাকার একটি টিকিট অবশ্যই কিনতে হবে ; ● প্রথম পাতায় xerox করি অবশ্যই জমা দিতে হবে ● শো-এর দিন কোনো ফ্রী টিকিট পাওয়া যাবে না।

Media Comments

স্মৃতিশক্তির অসম প্রদর্শনী প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বরূপ
— বর্ধমান, January 8, 04

স্মৃতিশক্তি প্রভাবে ঘুরে ঘুরে ছাত্র সংগ্রহ, মাধ্যমিক কর্মসূচী কাজ করতে গিয়ে যাদের মাথা থেকে ইতিহাস পথারপাথর, তাদের স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির নতুন উপায় বের করেছেন আমাদের দেশের এক ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বরূপ রায় চৌধুরী।
— সংবাদ প্রতিদিন, January 6, 04

বিজ্ঞানী অব অ্যাসোসিয়েশন এবং ভিস্যুয়ালাইজেশনের যুক্ত কৌশলে লাগিয়ে তৈরী - স্মৃতি সঞ্চার রাখার এই কৌশল যোগাবো বিজ্ঞান সম্মত।
— আজকাল, January 3, 04

Through Biswaroop's brain technology Mahaveer Jain could memorise the Oxford Advance Learner's dictionary containing more than 80,000 words even with page numbers.
— Asianet, London, 22 Feb., 03

Neerja of Meerut could recollect the exact details of last 6 months issues of India Today
— Hindustan Times, May 15, 03

COMMENT BY A RENOWNED PERSON

Biswaroop's technique should be a part of school curriculum" - Kiran Bedi, IPS

প্রতিটি শো ১ ঘণ্টার এবং প্রত্যেক হলে শোয়ের সময় দুপুর ২টা-৩টা, ৩.৩০টা - ৪.৩০টা, ৫টা - ৬টা, ৬.৩০টা - ৭.৩০টা

তারিখ	স্থান
২১।৭।০৪	রবীন্দ্র ভবন, আসানসোল
২২।৭।০৪	টাউন হল, বর্ধমান
২৩।৭।০৪	ফাইন আর্টস ক্লাব, দুর্গাপুর

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ EDU GUIDE The Institute for Future 26, C. R. Avenue, 3rd Floor, Kol-12 Ph. : 2236-1164/1405, 9830414983

টিকিট প্রাপ্তিস্থান : ASANSOL ● YOUR'S SHOP, Stabek Apartment, Court More ● STUDIO MAYA, I. Apcar Garden (BNR More) ● STUDENT'S STORE, 218, G. T. Road, Near Subhas Cinema DURGAPUR ● PANKAJ VARIETY STORES, Bengal Shriram Market, B-110, City Centre ● CATERER JUMBO, (Opp. DSP Main Hospital Gate) J.M. Sengupta Rd. ● ALOKA, Pranika More BURDWAN ● COLLEGE BANDHU, Court Compound, Chaoon Gate ● KAGAJ KALAM, Dhaldighi, B.L. Hati Rd. ● PEN HOSPITAL, 124, B.C. Rd. (Burra Bazar)

২২ জুলাই ২০০৪, দুটো বাজতে পাঁচমিনিট বাকি। আমরা টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম হলে। দুপুর দুটোয় শুরু হল বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর প্রদর্শনী। ঝাঁ-চকচকে পোশাক পরা বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী ইংরাজি বাংলা মিশিয়ে বলতে শুরু করলেন স্মৃতি সম্বন্ধে নানা কথা। বললেন স্মৃতির ক্ষেত্রে কোনও কিছু শোনার থেকে দেখার গুরুত্ব আরও বেশি। শুরু করলেন দর্শকদের তার কথার জালে জড়ানোর কাজ। শুধু কথায় তো আর দর্শকদের মন জেতা যায় না, তাই দেখাতে শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করলেন তার প্রখর স্মৃতিশক্তি। হলে ঢোকার পর থেকে আমাদের প্রত্যেক সদস্যের মনে হালকা উত্তেজনা, ধরতে পারব? কৌশল বদলে দেননি তো? হলভর্তি দর্শক বিশ্বরূপের কথার জালে জড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের মঞ্চে উঠে ভুল করা মানে সেটা যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার উপর বিরাট বড় আঘাত হবে এবং সেই সঙ্গে আঘাতটা আমাদের শরীরের উপরও পড়বে। কিন্তু শো শুরু হতেই আমাদের চিন্তা দূর হল। না, বিশ্বরূপ পরিবর্তন করেননি দর্শকদের সামনে দেখানোর পদ্ধতি। তবু আমাদের সদস্যদের মনে রয়েই গেল হালকা একটা উত্তেজনা, এত দর্শকের সামনে একজন প্রতারকের প্রতারণা ধরার উত্তেজনা।

মঞ্চে দুটি বড় মাপের হোয়াইট বোর্ড। বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী একে একে দর্শকদের উঠতে বলেন এবং যে কোনও নাম, রাসায়নিক সমীকরণ, অঙ্কের সূত্র বলতে বলেন। দর্শকরা একে একে উঠে বলতে শুরু করেন এবং বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী সেই নাম বা রাসায়নিক সমীকরণ বা সূত্রটি নিজে একবার জোরে চেঁচিয়ে বলেন ও বোর্ডে লিখতে থাকেন। এভাবে দুটি বোর্ড ভর্তি হওয়ার সঙ্গে বিশ্বরূপ রায় চৌধুরী বোর্ডের দিকে পিছন ঘুরে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন দুটি বোর্ডে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কী লেখা আছে। এমনকি শেষ থেকে প্রথম পর্যন্তও বলে দেন।

ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো পঁয়তাল্লিশ। পূর্বপরিকল্পনা মতো ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি-র সদস্য এবং হাটেবাজারে পত্রিকার সাংবাদিক চন্দ্রচূড় দাস একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে ২০টি শব্দের লিস্ট তুলে দেন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর কাছে এবং বলেন, আপনি নিজেই কিছুক্ষণ আগে বললেন, আমাদের স্মৃতির ক্ষেত্রে শোনার থেকে দেখার গুরুত্ব বেশি। আপনি এই ২০টি শব্দ একবার চোখ বুলিয়ে নিন বা মনে মনে পড়ুন। মুখে যেন সামান্য আওয়াজও না হয়। তারপর না দেখে বলুন। ওই ২০টি শব্দ একবার দেখে তারপর না দেখে বলে দিতে পারলে আমরা আপনার কাছে ও সমস্ত দর্শকের সামনে ক্ষমা চাইব। আমাদের এই ছোট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে বা এড়িয়ে গেলে ধরেই নেব আপনি দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন।

বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী নিজের দৌড় ভালোভাবেই জানেন। তাই চ্যালেঞ্জে না নিয়ে মারমুখী হয়ে ওঠেন। চন্দ্রচূড় দাসকে হুমকি দিয়ে বলেন, মঞ্চ থেকে নেমে যেতে। চন্দ্রচূড়কে দাসকে ধাক্কা মেরে স্টেজে ফেলে দেন। হলের মধ্যে দর্শকদের হিসেবে ছড়িয়ে থাকা আমাদের সমিতির সদস্য প্রহ্লাদ, সাগর, বাপী, রজত, শম্ভু প্রমুখেরা দর্শকদের বোঝাতে থাকেন, বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী সম্ভবত তার একটি দাঁত তুলে সেখানে একটি মাইক্রোচিপ্স লাগিয়ে রেখেছেন, যা সংকেত গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বরূপ কোনও শব্দ স্ক্রিনে লেখার সময় মুখে আওয়াজ করে লেখেন ফলে ওই শব্দটি চলে যায় আড়ালে তার থাকা সহকারীর কাছে। সহকারী তখন সেটি লিখে নেন। এভাবে প্রতিটি শব্দ বা সূত্র বা সমীকরণ লিখে ফেলেন। এরপর যখন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর না দেখে বলার পালা, তখন তার সহকারী একে একে বলতে থাকেন শব্দগুলি, সেই শব্দগুলি রায়চৌধুরী চিপ্সের মাধ্যমে শুনতে থাকেন এবং দর্শকদের বলতে থাকেন।

বিশ্বরূপের ভাড়াটে গুণ্ডারা চন্দ্রচূড়কে ঘিরে ধরে মারতে শুরু করে। চন্দ্রচূড়কে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে সাংবাদিক, সাধারণ দর্শক এবং অন্যান্য সাংবাদিক, যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য চিত্রদীপ, অনাবিল এবং আমি মঞ্চে উঠি। আমরা উঠতেই বিশ্বরূপ ও তার দলবল আমাদেরও মারধর করেন। চিত্রদীপকে মেরে চশমা ভেঙে দেন। আমাকে মেরে মঞ্চ থেকে নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং অনাবিল সেনগুপ্তের গায়েও হাত দেন। সমস্ত দর্শক বিশ্বরূপের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এমন সময় বর্ধমান সদর থানার আই. সি. তাপস বসু বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে টাউন হলে হাজির হন। বিশ্বরূপ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
রায়চৌধুরী এই সময় পুলিশের সহযোগিতায় দর্শকদের কিছু সংখ্যা বলতে বলেন। দর্শকরা সংখ্যা বললে বিশ্বরূপ সেই সংখ্যা না দেখে বেশ কিছু ভুল সমেত সংখ্যাগুলি বলেন। কিন্তু দর্শক এবং আমরা বিশ্বরূপের স্মৃতির এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হতে পারি না। কারণ এখানে শব্দ করে উচ্চারণ করা হয়েছিল। এদিকে টাউন হলের বাইরে অপেক্ষারত পরের শো-এর দর্শকরা এবং ঝামেলার খবর পেয়ে আসা মানুষেরা উৎসুক, ভিতরে কী হচ্ছে জানার জন্য। পুলিশ বিশ্বরূপকে ও তার তিন সহযোগীকে এবং মালপত্রসহ থানায় নিয়ে যান। এরপর আমরাও থানায় যাই বিশ্বরূপের নামে ডায়েরি করতে। পুলিশ অনেক টালবাহানার পর আমাদের বোঝাতে থাকে—কেস করলে কী কী অসুবিধা হবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে। কেস চলবে বেশ কয়েক বছর ধরে এবং ওরাও পাল্টা কেস করবে। এমনকী ভবিষ্যতে নানা হয়রানির মুখে পড়তে হতে পারে আমাদের (জানি না, বিশ্বরূপের হয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এটা প্রচ্ছন্ন হুমকি কি না)। এসব সত্ত্বেও আমরা কেস করব এই সিদ্ধান্তে অটুট থাকি ও সমিতির প্যাডের কাগজে লেখা প্রতারণার অভিযোগ তুলে দিই পুলিশের হাতে। ডি. এস. পি. 'প্রতারণা' শব্দটা কেটে দিতে বলেন। এবং বার বার বলতে থাকেন প্রতারণার কথা এভাবে লেখা যায় না। এরপর ডি. এস. পি. নিজে বয়ান বলে দিয়ে আমাদের দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ বাদ দিয়ে অভিযোগ পত্র লেখান। পরিস্থিতির চাপে আমরা প্রায় বাধ্য হই সেই মতো অভিযোগ দায়ের করতে। আমাদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্বরূপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপরই পুলিশ জানায়, বিশ্বরূপ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে, তাই আমাদেরও গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সাজেশন ছিল, তোমরা অভিযোগ তুলে নাও, ওকেও তুলে নিতে বলছি। আমরা তা করিনি। রাত প্রায় বারোটায় আমরা সাংবাদিকদের সহযোগিতায় থানা থেকে বের হলাম। বিশ্বরূপ ভিতরেই রইলেন।

ঘড়িতে তখন রাত বারোটা। সমস্ত কাজ শেষ করে এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। পরের কিছুদিন ধরে সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রে এবং টিভির মাধ্যমে প্রচণ্ড গুরুত্বের সাথে সংবাদটি প্রকাশিত হয়। আর এরপর থেকেই গোটা রাজ্য থেকে একের পর এক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দনের প্লাবন আছড়ে পড়তে থাকে আমাদের ওপর। এত মানুষের ভালোবাসাই আবার নতুন করে অক্সিজেন জোগায় আমাদের, যা বুকে নিয়ে আবার নতুন করে পথ চলার প্রেরণা পাই।

আজকাল

৭ শ্রাবণ ১৪১১ শুক্রবার ২৩ জুলাই ২০০৪ কলকাতা সংস্করণ

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর বুজরুকি বানচাল

চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি : বর্ধমান, ২২ জুলাই—'স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর সহজ উপায়' শীর্ষক প্রদর্শনী ভেস্তে দিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান জেলা শাখা। বৃহস্পতিবার বর্ধমান টাউন হলে বেলা দুটোয় প্রদর্শনী শুরু করেন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি নামে এক যুবক। কথাবার্তার জাল ছড়িয়ে দর্শকদের এক রকম সম্মোহিত করে ফেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। দর্শকদের কাছ
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
থেকে জানতে চাইলেন পরপর বেশ কিছু সংখ্যা। দর্শকদের মধ্যে থেকে অন্তত ১৫ জন পরপর বলে গেলেন নম্বর। এরপর চোখ বন্ধ করে ওই নম্বরগুলো বলে দিলেন বিশ্বরূপ অনায়াসেই। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। স্মৃতিশক্তি বাতলে দেওয়ার সহজ উপায় জানানোর কৌশল ফাঁস হয়ে গেল যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জের সামনে। শেষমেশ পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করে। এক সময় দর্শকদের সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের গোলমাল শুরু হয়। একদল দর্শক দেখতে চাইছিলেন, শেষ পর্যন্ত বিশ্বরূপ কী করেন? আবার একদল চান টিকিটের মূল্য ফেরত। বিশ্বরূপের সঙ্গে যখন যুক্তিবাদী সমিতির কথা কাটাকাটি চলছিল, তখন হঠাৎই মারমুখী হয়ে ওঠেন বিশ্বরূপ। ফলে মঞ্চে প্রচুর দর্শক উঠে পড়েন। অবস্থা সামাল দিতে ছুটে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনী বন্ধ করে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় প্রদর্শক ওই যুবককে। বাজেয়াপ্ত করা হয় যাবতীয় প্রদর্শনীর সরঞ্জাম। এর আগে গত ৪ জুন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এই যুবক স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর সহজ উপায় বাতলে দিতে এসে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষদের কাছে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে গিয়েছিল। সে যাত্রায় আয়োজকরা দর্শকদের টিকিট মূল্য ফেরত দিয়ে কোনওরকমে রক্ষা পায়। এবারেও দ্রুত স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর সহজ উপায় জানাতে কলকাতার খবরের কাগজে (আজকাল নয়) বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সেই টানেই ছুটে এসেছিলেন হাজার হাজার দর্শক। স্কুল-কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষও। ২০ টাকা মূল্যের টিকিট কেনেন। স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর ফরমুলাটা একবার জানতে পারলেই তো কেল্লাফতে। ওই কৌশলের ফাঁদে-পা দিতে বর্ধমান শহর তো বটেই, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকেও বহু ছেলে-মেয়ে এসে জড়ো হয়েছিলেন টাউন হলে। এদিন মোট তিনটি প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম দিনের প্রথম প্রদর্শনীতেই যুক্তিবাদীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন বিশ্বরূপ।

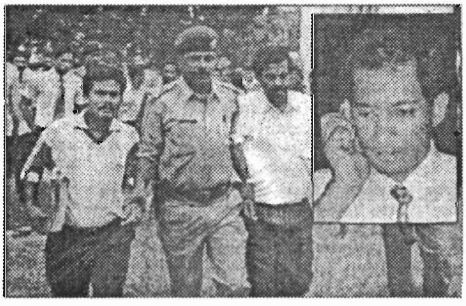

ইনসেটে বুজরুক বিশ্বরূপ। পুলিসের হাতে তার দুই সঙ্গী।

এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ একদফা গোলমালের পর যখন পুলিশ এল, তখন পুলিশ যুক্তিবাদীদের প্রথমে হল থেকে বের করে দেয়। এরপর শুরু হয় পুলিশ বিরোধী বিক্ষোভ। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য চন্দ্রচূড় দাস বলতে থাকেন, এখানে পড়ুয়াদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তিনি প্রদর্শক বিশ্বরূপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, 'শুধু সংখ্যাতত্ত্বের স্মরণ করলেই প্রমাণিত হয় না যে, তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর। আমরা ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা বানান বলে দেব। পরে তাঁকে তা নির্ভুলভাবে বলতে হবে।' কিন্তু বিশ্বরূপ সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ২৩ জুলাই ২০০৪ শুক্রবার ৭ শ্রাবণ

স্মৃতি-পরীক্ষা নিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বৃহস্পতিবার বর্ধমানে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষার এক আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে গেল যুক্তিবাদীদের আন্দোলনে। বর্ধমান শহরের টাউন হলে মাথা পিছু ২০ টাকার টিকিটে এড্ডুগাইড নামে এক সংস্থার পক্ষে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি 'সুপার পাওয়ার মেমোরি' দেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বর্ধমানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা তাঁর ভুয়া কারসাজি ধরে ফেলেন। শুধুমাত্র সংখ্যার মারপ্যাঁচে স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা না দেখিয়ে তাঁরা বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির মেধা নিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন। ফলে পণ্ড হয়ে যায় এই আয়োজন। ক্ষুব্ধ দর্শকেরা টিকিটের অর্থমূল্য ফেরতের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে আসেন বর্ধমান থানার ইন্সপেক্টর তাপস বসু। প্রতারণার অভিযোগে পুলিশ ওই সংস্থার কর্ণধার বিশ্বরূপ রায়চৌধুরিকে গ্রেফতার করেছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ৭ শ্রাবণ ১৪১১ ২৩ জুলাই, ২০০৪

'মেমোরিম্যান' ও যুক্তিবাদী সমিতির কাজিয়া, ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : এক স্বঘোষিত 'মেমোরিম্যান'-এর অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার সদস্যদের বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানটি ছিল বর্ধমানের বংশগোপাল টাউন হলে। 'স্মৃতিধর' বলে নিজেকে দাবি করা বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির সমর্থকদের সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের হাতাহাতি শুরু হয়। মঞ্চে ব্যাপক ভাঙচুর হয়। চলে চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘক্ষণ বিশ্বরূপবাবুকে থানায় রাখা হলেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পুলিশ কিছু জানাতে অস্বীকার করে। তাঁকে জেরা করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সংস্থার হয়ে বিশ্বরূপবাবুর টানা কয়েকদিন অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। সেইসব অনুষ্ঠান করার কথা ছিল। সেইসব অনুষ্ঠানে বিশ্বরূপবাবু স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মজাদার অনুষ্ঠান দেখাবেন বলে প্রচার করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছিল অনুষ্ঠানের প্রথম দিন। এ দিন জটিল অঙ্ক মুখে মুখে সমাধান করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন বিশ্বরূপবাবু। কিন্তু এরপরেই তাঁকে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। একটি কাগজে ১৫টি ইংরেজি শব্দ লিখে তাঁকে একবার দেখে মুখস্থ বলতে বলা হয়। বিশ্বরূপবাবু তা করতে পারেননি বলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির অভিযোগ।

এরপরেই উভয় পক্ষের মধ্যে লেগে যায় মারপিট। বিশ্বরূপবাবুকে ঘেরাও করে রাখা হয়। পুলিশ এসে বিশ্বরূপবাবুকে উদ্ধার করে বর্ধমান থানায় নিয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানের জন্য ২০ টাকার টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান ভেস্তে যাওয়ায় দর্শকদের একাংশ টিকিটের দাম ফেরত চান। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মাধব দে বলেন, "আমরা টিকিটের দাম ফেরত দিতে রাজি আছি। কিন্তু কেন অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করা হল তার জবাব দিতে হবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিকে।" সমিতির অভিযোগ, মোটেই বিশ্বরূপবাবু স্মৃতিধর নন। তিনি মুখের ভেতর মাইক্রোফোন লুকিয়ে রেখে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়েছেন।"

সংবাদ

বর্ধমান ৯ শ্রাবণ ১৪১১ রবিবার ২৫ জুলাই, ২০০৪

মেমোরিম্যানের দাবি, তাঁর প্রদর্শনীতে ভাঁওতাবাজি নেই

বর্ধমান, ২৪ জুলাই (সংবাদ) : 'মেমোরিম্যান' বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি' সে আদৌ ম্যাজিক বা ভাঁওতা নয়, আদ্যন্ত অনুশীলনের ফল, তা শনিবার বিকালে সাংবাদিক সম্মেলনে হাতে-কলমে জানালেন খোদ মেমোরিম্যানই। উল্লেখ্য, গত জুলাই শহরের বংশগোপাল টাউন হলে মেমোরিম্যানের প্রদর্শনীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। উভয় পক্ষের চেঁচামেচি ও হাতাহাতিতে সেদিনের অনুষ্ঠানটি ভণ্ডুল হয়ে যায়। এরপর সেদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেমোরিম্যান বিশ্বরূপ ও আয়োজন সংস্থা এডুগাইডের কর্মকর্তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

অনিতা সিনেমা লেনের একটি হোটেলে শনিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি তাঁর লেখা 'সম্ভব অসম্ভব' বইটি সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন। এছাড়াও তাঁর আবিষ্কৃত 'নেমনিক' পেনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি দেখান দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে কোনও সংখ্যাকে কিভাবে অতি সহজেই মনে রাখা সম্ভব।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বরূপবাবু জানান, 'আমি সারা ভারতে 'শো' করেছি। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া কোথাও এরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সামনে পড়িনি।' বর্ধমানে আগামী দিনে প্রদর্শনী করবেন কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরে মেমোরিম্যানের উত্তর, আগামী দিনে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের জন্য 'ডেট' দেওয়া আছে। বর্ধমানে আগ্রহী পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে 'শো' করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও স্থানীয় প্রশাসন 'সংস্কৃতি' লোকমঞ্চ এবং অন্য কোনও হল ভাড়া দিতে নারাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ পাক্ষিক
হাটেবাজারে পত্রিকা
বর্ধমান ১ অগাস্ট ২০০৪ রবিবার ১৬ শ্রাবণ ১৪১১
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

টাউন হলে বিশ্বরূপের বিশ্বদর্শন ফর্দাফাঁই

সঞ্জয় কর্মকার : ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য এবং হাটেবাজারে পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক চন্দ্রচূড় দাস একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে ২০টি শব্দের লিস্ট তুলে দেন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির কাছে এবং বলেন, আপনি নিজেই কিছুক্ষণ আগে বললেন, আমাদের স্মৃতির ক্ষেত্রে শোনার থেকে দেখার গুরুত্ব বেশি। তা আপনি এই ২০টি শব্দ একবার চোখ বুলিয়ে নিন বা মনে মনে পড়ুন। মুখে যেন সামান্য আওয়াজও না হয়। তারপর না দেখে বলুন ২০টি শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং তিনি চন্দ্রচূড় দাসকে হুমকি দিয়ে বললেন মঞ্চ থেকে নেমে যেতে। চন্দ্রচূড় দাস মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিশ্বরূপকে এবার চ্যালেঞ্জ জানান—আপনি এই ২০টি শব্দ একবার দেখে তারপর না দেখে বলে দিতে পারলে আমরা আপনার কাছে ও সমস্ত দর্শকের সামনে ক্ষমা চাইব। আপনি আমাদের নামে অনুষ্ঠানে গণ্ডগোল করার অভিযোগে থানায় ডায়েরি করবেন। বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি নিজের দৌড় ভালোভাবেই জানেন। তাই চ্যালেঞ্জে না গিয়ে তিনি নিজের রূপ ধারণ করেন। তিনি হয়ে ওঠেন মারমুখী। চন্দ্রচূড় দাসকে ধাক্কা মেরে স্টেজে ফেলে দেন। চন্দ্রচূড় দাসকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এবং দর্শকদের বিশ্বরূপের ভাঁওতাবাজি সম্বন্ধে বলতে সাংবাদিক, সাধারণ দর্শক, হাটেবাজারে পত্রিকার অন্যান্য সাংবাদিক, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সদস্য চিত্রদীপ সোম, অনাবিল সেনগুপ্ত এবং সঞ্জয় কর্মকার মঞ্চে উঠতেই বিশ্বরূপ তাদেরও মারধোর করেন। চিত্রদীপ সোমকে মেরে তার চশমা ভেঙে দেন। সঞ্জয় কর্মকারকেও মঞ্চ থেকে নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন এবং অনাবিল সেনগুপ্তের গায়েও হাত দেন। এই সময় সমস্ত দর্শক বিশ্বরূপের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং দর্শকের এক অংশ এবং উপস্থিত সাংবাদিকরা মঞ্চে উঠে পড়েন। এই সময় বর্ধমান সদর থানার আই সি তাপস বসু বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে টাউন হলে হাজির হন। বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি এই সময় পুলিশের সহযোগিতায় দর্শকদের কিছু সংখ্যা বলতে বলেন। দর্শকরা সংখ্যা বললে বিশ্বরূপ সেই সংখ্যা না দেখে বেশ কিছু ভুল সমেত সংখ্যাগুলি বলেন। কিন্তু দর্শকরা বিশ্বরূপের এই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট নয়। এদিকে টাউন হলের বাইরে অপেক্ষারত পরের শো-এর দর্শকরা এবং ঝামেলার খবর পেয়ে আসা মানুষেরা উৎসুক, ভেতরে কি হচ্ছে জানার জন্য? পুলিশ বিশ্বরূপকে ও তার তিন সহযোগীকে এবং মালপত্রসহ থানায় নিয়ে যান। এরপর যুক্তিবাদী সমিতির সাংবাদিক সদস্যরাও থানায় যান বিশ্বরূপের নামে ডায়েরি করতে। পুলিশ অনেক টালবাহানার পর সদস্যদের বোঝাতে থাকেন—কেস করলে কী কী অসুবিধা হবে সদস্যদের ব্যক্তিগত জীবনে। কেস চলবে বেশ কয়েক বছর ধরে এবং ওরাও পাল্টা কেস করবে। এসব সত্ত্বেও কেস করবে বলায় সমিতির প্যাডের কাগজে লেখা প্রতারণার অভিযোগ ডি এস পি কেটে দিতে বলেন এবং বারবার বলতে থাকেন প্রতারণার কথা এভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
লেখা যায় না। এরপর ডি এস পি নিজে বয়ান বলে দিয়ে সদস্যদের দিয়ে জোর করে প্রতারণার অভিযোগ বাদ দিয়ে অভিযোগ পত্র লেখান। পরের দিন ২৪ জুলাই থানায় গেলে আই সি তাপস বসু কেস নিতে অস্বীকার করেন।

সংবাদ

বর্ধমান ১৭ শ্রাবণ ১৪১১ সোমবার, ২ অগাস্ট ২০০৪

যুক্তিবাদী জিন্দাবাদ!

১

বিগত ২২ জুলাই নিজেকে অদ্ভুত, স্মৃতিশক্তির অধিকারী বলে দাবি করা বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির প্রদর্শনী দেখতে এবং কিছু শিক্ষা অর্জন করতে বহু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকেরা ছুটে আসেন। আমিও তাঁদেরই একজন। বড় আশা করে গেলাম যদি স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারি। যাই হোক, ২০ টাকার বিনিময়ে হলে ঢুকলাম। যথাসময়ে বিশ্বরূপবাবু এলেন, শুরু করলেন তাঁর প্রদর্শনী। মিষ্টি কথার জালে এবং কিছু রেকর্ড দেখিয়ে সকলের মন প্রায় জয় করে নিলেন তিনি। আমরা সম্মোহিতের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে লাগলাম বিশ্বরূপবাবু বড় বড় দুটি বোর্ডে অসংখ্য সমীকরণ, নাম, টেলিফোন নম্বর লিখে ভর্তি করলেন এবং পরক্ষণেই ওগুলি তিনি উগরে দিলেন আমাদের কাছে। তাঁর ছাত্রী বলে পরিচিতা এক ভদ্রমহিলাও তদনুরূপ করলেন। 'কীভাবে এটা করছেন?' জানতে চাইলে তিনি দীর্ঘক্ষণ গৌরচন্দ্রিকা করতে লাগলেন। এ সময় ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির এক সদস্য 'মেমোরিম্যান' বিশ্বরূপবাবুকে ভদ্রভাবে চ্যালেঞ্জ জানান যে তাঁদের দেওয়া মাত্র ১৫টি ইংরেজি শব্দ কিছুক্ষণ মনে মনে পড়ে মুখস্থ বলতে হবে। আমরা ভাবলাম 'মেমোরিম্যানের' কাছে এ আর কী কঠিন কাজ! কিন্তু পরমুহূর্তেই আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, বিশ্বরূপবাবু কেন্নোর মতো গুটিয়ে গেলেন চ্যালেঞ্জের সামনে। ঝরে পড়া পাতার মতো উড়ে গেল তাঁর স্মার্টনেস ও ভদ্রতা। রিপোর্টার ও যুক্তিবাদীদের উপর শারীরিক আক্রমণ চালালেন তিনি। আশ্চর্য 'মেমোরিম্যানের' মেমোরি থেকে ভদ্রতা শব্দটা যে কীভাবে মুছে গেল তা জানি না। এইরকম সময়ে আমরা, দর্শকরা, প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ি তখন আমাদের সম্মোহন কেটে গেছে। বিশ্বরূপবাবুর ছড়ানো মায়াজাল থেকে সবে মুক্তি পেয়েছি। এইরকম সময়ে যখন খাঁকি উর্দি পরিহিত পুলিশবাহিনী পৌঁছায় তখন আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়ে যখন যে 'সরষের মধ্যেই ভূত' তাহলে ওঝার সাধ্য কী যে ভূত তাড়ায়। পুলিশের অসহযোগিতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র জনসাধারণের সহযোগিতা ও যুক্তিবাদীদের অদম্য মনোবলের কাছে পুলিশের পরাজয় ঘটে। পুলিশ বিশ্বরূপবাবুকে চ্যালেঞ্জ নেবার অনুরোধ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিড়াল তপস্বী বিশ্বরূপ তাঁর প্রতারণার ব্যাবসা গুটাতে চান না। তখন যুক্তিবাদীরা জানান 'মেমোরিম্যান' বিশ্বরূপবাবু হলেন সেই মহান ব্যক্তি যিনি বিগত ৪ জুন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে প্রদর্শনী দেখাতে গিয়ে ধরা পড়েন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় শাখার কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তাঁরা জানান যে, বিশ্বরূপবাবু তাঁর দাঁতের মধ্যে শল্য চিকিৎসার সাহায্যে ট্রান্সমিটার বসিয়ে রেখেছেন, যার সাহায্যে তিনি বোর্ডে লেখা শব্দগুলিকে জোরে জোরে পড়ে রেকর্ড রিপিট করে শোনান। তাঁরা আরও জানান যে, তাঁদের (যুক্তিবাদীদের) চ্যালেঞ্জ বিশ্বরূপবাবু গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ চ্যালেঞ্জের একটা শর্ত ছিল মনে মনে পড়া চাই ফলে রেকর্ড করতে পারবেন না বলে বিশ্বরূপবাবু পিছিয়ে আসেন। যাই হউক, শেষমেশ জনসাধারণের ও যুক্তিবাদীদের চাপে পুলিশ বিশ্বরূপকে ধরে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সত্যের উন্মোচন ঘটানোর জন্য এবং প্রতারিত হবার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা যুক্তিবাদীদের ধন্যবাদ জানাই। এবং কপটতা ও প্রতারণার জন্য বিশ্বরূপবাবুর প্রতি ছুঁড়ে দিচ্ছি একরাশ ঘৃণা। কারণ তাঁর এই প্রতারণার ফলে আমাদের মতো সাধারণ ছাত্ররা তার জীবনের এক ঘণ্টা সময়কে হারাল।

তাই আমি, জনতার পক্ষ থেকে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করছি (১) প্রতারণা, (২) অভদ্র ব্যবহার ও (৩) শারীরিক অত্যাচারের জন্য যোগ্য ও কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হউক বিশ্বরূপবাবুকে ও তাঁর অনুচরদের, যাতে ভবিষ্যতে আমার মতো আর কোনও ছাত্রকে এভাবে প্রতারিত হতে না হয়।

সৌমেন প্রামাণিক
ইছলাবাদ হাইস্কুল (ছাত্র)
বর্ধমান।

২

গত কয়েকদিন যাবৎ বর্ধমানে যুক্তিবাদী সমিতি বনাম 'মেমোরিম্যান'-এর যুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কিছু বলতে চাই। গত ২২ জুলাই বর্ধমান টাউন হলে আয়োজন করা হয়েছিল 'লিমকা বুক অব রেকর্ড' ধারী 'মেমোরিম্যান' বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির তাক লাগানো প্রদর্শনী। আমি ২০ টাকার টিকিট কেটে সেই প্রদর্শনী দেখতে যাই। কিন্তু ৩০ মিনিট পর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদীর একজন সদস্য সেখানে উঠে যান। তিনি বিশ্বরূপবাবুকে প্রথম অনুরোধ জানান যে, আপনি বোর্ডে লেখা রাসায়নিক সংকেত, সংজ্ঞা ও অমিতাভ বচ্চনের নাম বলেছিলেন। এবার আমাদের দেওয়া ১৫টি ইংরেজি অক্ষর মুখ বন্ধ করে মনে মনে পড়ে সবার সামনে বলে দিন। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ।' কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্বরূপ সেই সদস্যকে ঠেলে ফেলে দিতে চান। তারপর আরও কিছু সদস্য উঠে পড়ায় তাঁদের মধ্যে একজনের চশমা ভেঙে ফেলেন। এরপর পুলিশ উপস্থিত হলে প্রথমদিকে নিষ্ক্রিয় থাকে। এরপর উপস্থিত লোকজন বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির ওপর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেননি। পরে পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। আমি বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এবং এই ঘটনার তীব্র নিন্দার কথা আমি জেলা প্রশাসনের কাছে জানাচ্ছি।

প্রহ্লাদ দেবনাথ
বড়নীলপুর, মেঘনাদ কলোনি
শ্রীপল্লী, বর্ধমান

৩

২৩ জুলাই 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত 'যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জ...' শীর্ষক সংবাদের প্রেক্ষিতে এই চিঠি। গত ২২ জুলাই বর্ধমানের টাউন হলে যে সুপার পাওয়ার মেমোরি' অনুষ্ঠান হয়েছিল,
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সেই অনুষ্ঠানে ২০ টাকা মূল্য দিয়ে টিকিট কেটে আমি বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর 'সুপার পাওয়ার মেমোরি' অনুষ্ঠান প্রথম থেকেই দেখছিলাম। প্রথমে বিশ্বরূপ রায়চৌধুরি এসে দর্শকদের কথার জালে ফাঁসান। তারপর সামনের দিকের দর্শকদের নিজের লেখা বিভিন্ন রাসায়নিক ফরমুলা লেখা কার্ড প্রত্যেককে দিলেন। আমিও একটি কার্ড পেলাম। যাতে লেখা ছিল $Mg+O_2$। এরপরে প্রত্যেককে তিনি সেই কার্ডের লেখা এবং তাদের ফোন নম্বরের শেষ দুটি ডিজিট বলতে বলেন। কাউকে প্রিয় সিনেমা বা কাউকে প্রিয় খেলোয়াড়ের নাম বলতে বলেন। এরকম অনেক কিছু তিনি মুখে উচ্চারণ করে দুটো বিশালাকৃতি বোর্ডে লিখে ভর্তি করেন। এরপর তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে সব প্রথম ও শেষদিক থেকে বলে দেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যে 'ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি'র এই চ্যালেঞ্জ না মেনে সমিতির সদস্যদের উপর হাত চালাতে থাকেন। এবং কয়েকজন সদস্যকে মঞ্চ থেকে ফেলে দেন। এরপরে ঝামেলা শুরু হলে পুলিশ আসে এবং বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির পক্ষ নেয়। এই বিশ্বরূপ রায়চৌধুরির লোক ঠকানো মেমোরি পাওয়ার এবং পুলিশ বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। যদিও পুলিশ পরে তাঁকে গ্রেফতার করেছে, আমি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি করছি।

রোহিত সমাদ্দার

৩ নং ইছলাবাদ, শ্রীপল্লী, বর্ধমান

সংবাদ পাক্ষিক

হাটেবাজারে পত্রিকা

বর্ধমান ১ অগাস্ট ২০০৪ রবিবার ১৬ শ্রাবণ ১৪১১

পুলিশের রোলটা খুব খারাপ লেগেছেঃ প্রবীর ঘোষ

প্রত্যেকটি শো-তে যদি ১০০ বা ১২৫ জন করে লোক আসে তাকে ২৫০০ দিয়ে গুণ করলে তাহলে ৩৭৫ বা ৪০০ গুণ ২৫০০ হাজার — কত হয়? প্রায় ৯ লক্ষ টাকার মতো প্রতিদিন যদি তার আয় হয় তাহলে খরচ তো সে কিছু করবেই। সে এই খরচটা কোথায় করছে এবং সরাসরিভাবে যে কোনও একজন ভালো প্রতারককে পুলিশের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেই প্রতারণা করতে হয় এটা আমরা জানি। সুতরাং এই পুলিশের ভূমিকাটা আমাদের ভালো লাগছে না। এটাও আমরা জানি যে, এই প্রতারণাটা চালাতে দিলে সে আই এ এস বা আই পি এস বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হল না। সে বলছে যে ৮০ হাজার শব্দ সে মুখস্থ বলে দিতে পারে। আশি হাজার কেন? মাত্র ১৭টা শব্দ তিনি বলতে চান না। যেগুলো সে হাতে ধরে আছে সেগুলো বলে যাচ্ছে। বর্ধমানে হাটেবাজারে পত্রিকার সাংবাদিক ছেলেরা ২০টা শব্দ দিয়েছিল। তখন সেখানে সে বলছে—আমি লাতিন জানি না। এই ২০টা শব্দই আপনারা যদি কোনও মেডিকেল জার্নাল দেখেন সেখানে দেখবেন। আমরা প্রতিদিন অনেক লাতিন শব্দ বলছি। সুতরাং লাতিন জানেন না সেটা কোনও ব্যাপারই হল না। মেডিকেল জার্নালে কেন, আমাদের বাংলার মধ্যেও বহু শব্দ ইংরেজি ভাষা থেকে ঢুকেছে। ইংরেজি শব্দ যদি লাতিন থেকে না আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তবে তো সেটা ইংরেজি শব্দই নয়। সে ডাক্তারি পরিভাষা জানবে না এবং বলছে যে পুরো অভিধান মুখস্থ করে ফেলেছে একবার দেখেই—অথচ অভিধানের সব শব্দের মানে মনে রাখা যায় না। এখানে এসবের খবর পেয়ে আমি এস.পি.-কে ফোন করেছিলাম। এস. পি. আমাকে বলেন, আমরা বিশ্বরূপকে কিছু সংখ্যা বলে যাচ্ছি। উনি যদি বলে দিতে পারেন, আমরা কি সেটাতে রাজি হব? আমি বললাম অদ্ভুত কাণ্ড। বলে দিলে তো শোনাই হয়ে গেল, অপারেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল। এই প্রতারণা ধরা তো খুব সোজা। ওখানে আর একজন কেউ আছে যে কিছু দূর থেকে টেপ করে নিয়ে পরে বাজাতে পারে। সুতরাং বলার কোনও ব্যাপারের মধ্যেই যাওয়া চলবে না। সবাই সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে প্রমাণ করতে পারে না, তাই সাধারণ মানুষকে সহজে প্রতারণা করা যায়।

এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেরা থানায় ডায়েরি করতে গেলে পুলিশ তা নেয়নি। তারা বলে, অভিযোগ থেকে প্রতারণা শব্দটি কাটতে হবে, আই পি সি ৪২০ ধারা কাটতে হবে—এসব হাজার বায়নাক্কা।

'আজকাল' পত্রিকার সাংবাদিক চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুলিশের এই আচরণের প্রতিবাদ করেন। তা সত্ত্বেও, ছেলেদের ডায়েরি বাতিল করে, ডি এস পি নিজে ডিকটেশন দিয়ে নতুন ডায়েরি লিখতে আমাদের ছেলেদের বাধ্য করেন। এ-তো অদ্ভুত ব্যাপার। আমি একটা কমপ্লেন লিপিবদ্ধ করতে চাইছি,সেই কমপ্লেন থানা রিসিভ করবে, কিন্তু তা না করে ডি এস পি ডিকটেশন দিচ্ছেন যাতে কমপ্লেনে প্রতারক বিশ্বরূপের কিছু অসুবিধে না হয়। এটা খুব সাংঘাতিক অন্যায়। এখানেই মনে হয় পুলিশের সাথে প্রতারকের একটা যোগসাজশ আছে। পুলিশের রোলটা আমাদের খুব খারাপ লেগেছে।

শেষ হয়ে তবু শেষ হতে যে চায় না

আগস্ট ২০০৪। এক শনিবার আমাদের ৩৩-এ ক্রিক রো, মৌলালির আড্ডায় এলেন একটি শক্তিমান দৈনিক পত্রিকার এক উচ্চপদাধিকারী সাংবাদিক। তিনি যে বিশ্বরূপ নিয়ে কথা বলতে আসবেন এ'কথা জানিয়েছিলেন আমার-ই বন্ধু ইমানুল হক। অনুরোধ করেছিলেন, আমি যেন ওঁর কথা শুনি। অনুরোধটা ছিল—আমি যেন পত্রিকাটির অফিসে আসি। আমি পাল্টা অনুরোধ রেখেছিলাম, উনি যেন আমাদের শনিবারের আড্ডায় আসেন।

এলেন, বিশ্বরূপের লেখা একটা বই উপহার দিলেন। বললেন, বিশ্বরূপ আবার কলকাতায় আসছেন। সেইদিন বিশ্বরূপের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নেবেন ৫-৭ জনের একটা কমিটি। তাঁদের নামও জানালেন। অনুরোধ করলেন, আমিও যেন অবশ্যই কমিটির একজন হিসেবে হাজির থাকি। এই কমিটি যে রায় দেবেন, তা নিশ্চয়ই যুক্তির খাতিরে মেনে নেব আমিও।

বললাম, কেন আপনার পত্রিকা বা পার্টি বিশ্বরূপের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা নিতে একটা কমিটি গড়ছে? আগের থেকেই কি ঠিক করা আছে—বিশ্বরূপকে অসাধারণ স্মৃতিধর বলে ঘোষণা করবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কমিটির সদস্যরা? সত্যিই যদি বিশ্বরূপের ক্ষমতার সত্যি-মিথ্যে জানতে চান, তবে এমনটা করুন—গোটা ২০ অপ্রচলিত শব্দ একটা কাগজে লিখে তাঁকে মনে মনে পড়ে লিখে দিতে বলুন। তিনি পারলে প্রমাণিত হবে স্মৃতিধর, না পারলে বুজরুক। আপনারাই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন। আমরা পরীক্ষা করেছি। নিশ্চিত হয়েছি। সুতরাং, আবার পরীক্ষা নিতে যাব না।

সাংবাদিক এবার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের নাম করে বললেন—ঠিক আছে, উনি কমিটির তরফ থেকে ২০টা শব্দের তালিকা বিশ্বরূপকে দেবেন। বিশ্বরূপ সবগুলো ঠিক-ঠাক বললে তো মেনে নেবেন?

উঁহু। মানব না। আমরা দিলে বিশ্বরূপ পারছে না। আর আপনার লোক দিলে পারছে। এটা তখনই হতে পারে, যখন বিশ্বরূপ তালিকার শব্দগুলো আগাম জানতে পারবে। দুর্নীতির সাহায্য না নিয়ে বিশ্বরূপ তার স্মৃতিশক্তি প্রমাণ করতে পারবে না।

আমার কথা শুনে ডিপ্লোম্যাট সাংবাদিক বললেন, ঠিক আছে, আপনি না গেলেও প্রকাশ্যে বিশ্বরূপের ক্ষমতার পরীক্ষা নেবেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটা কমিটি। পরিণতিতে আপনার ও আপনাদের সমিতির গ্রহণযোগ্যতাই নষ্ট হবে।

শেষ পর্যন্ত কোনও কমিটিই বিশ্বরূপকে 'ক্লিনচিট' দিতে এগিয়ে আসেনি। এটা আমার ও আমাদের সমিতির গ্রহণযোগ্যতারই ফল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন

কোটিপতি জ্যোতিষী গ্রেপ্তার হলেন

২০০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে 'ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক' চ্যানেলের ডিরেক্টর ফ্রেঞ্চ রবার্ট যোগাযোগ করলেন আমার সঙ্গে। উদ্দেশ্য, আমার উপর একটা তথ্যচিত্র তৈরি করা। রবার্টের একটি অনুরোধ—ভারতের সবচেয়ে ধনী জ্যোতিষীর ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে দেখাও।

আচার্য সত্যানন্দ একজন জ্যোতিষী। বর্ণময় তাঁর জীবন। কী ক্লায়েন্ট দেখতে, কী একগাদা টিভি প্রোগ্রামে—যাত্রার রাজার মতো পোশাকে হাজির থাকেন। মাথায় টুপি সাদা-কালো ডিজাইনার লম্বা দাড়ি। কথা বলেন অবাঙালির মতো বাংলা উচ্চারণে। তাঁর একটি বিমান আছে। থাকেন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে বিশাল প্রাসাদে। প্রায় প্রতিটি ঘরে রয়েছে বাতানুকূল যন্ত্র। রয়েছে একাধিক কম্পিউটার। টাকী রোডে একটা এয়ারক্রাফট্ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়েছেন কোটি টাকা খরচ করে। প্রায় সময়-ই সত্যানন্দকে ঘিরে থাকে ৮/১০ জন তাগড়াই যুবক। বিজ্ঞাপনে নাকি খরচ করেন বছরে কোটি টাকা। বর্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। ১৫ বছর আগেও একটি অশ্লীল ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন। তখন সত্যানন্দর নাম ছিল প্রদীপকুমার বিশ্বাস। থাকতেন উত্তর শহরতলির সিঁথির ছোট্ট বাসায়। কয়েক বছরে আর্থিক অবস্থা থেকে কথা বলার স্টাইল—সব পাল্টে গিয়েছিল। এখন তাঁর বাড়িতে বড় বড় লাল বাতিওয়ালা গাড়ির আনাগোনা। রাজ্যের তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পুলিশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্তারা তাঁর বাড়িতে মাঝে-মধ্যে আসেন।

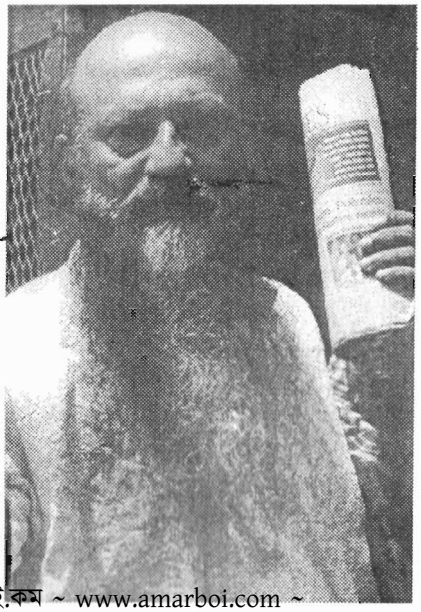

আচার্য সত্যানন্দ

ফ্রেঞ্চ রবার্ট যেমন বর্ণময় জ্যোতিষী চেয়েছিলেন, সত্যানন্দ ঠিক তেমনটি। সব শুনে রবার্ট নেচে উঠলেন—একেই বে-আব্রু করো।

নিখুঁত ও বড়সড়ো একটা পরিকল্পনা করে ক্যামেরার সামনে প্রমাণ করলাম সত্যানন্দের ভণ্ডামি। দিনটা ছিল ৯ মার্চ ২০০৫ সাল। গোটা কাহিনি লিখতে একটা বই হয়ে যাবে। সেটা লিখব '*যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জারা*' ৩য় খণ্ডে।

সেই দীর্ঘ ও নাটকীয় কাহিনির মধ্যে না গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

শুধু এটুকু বলি—সে'রাতেই সত্যানন্দ তাঁর একটি LIVE অনুষ্ঠানে ভক্তদের কাছে আমাদের হত্যা করার ফতোয়া দিলেন। আমাদের মানে আমরা যারা ভণ্ডামি ফাঁসে সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি, সুমিত্রা, পিনাকী, সোনালী ও মানসীকে। আমাদের ছবি দেখিয়ে ফতোয়া জারি করেছিলেন ক্রুদ্ধ, অর্থ ও ক্ষমতাগর্বে গর্বিত সত্যানন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আমি অভিযোগ দায়ের করি রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর ভবানী ভবনে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী মিডিয়াগুলো বিশাল হই-চই তোলে। তার-ই একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ নমুনা হিসেবে তুলে দিচ্ছি—

বিকেলের প্রতিদিন

বিকেলের প্রতিদিন ১৫ মার্চ ২০০৫ মঙ্গলবার ১ চৈত্র ১৪১১ • ১ টাকা

খুনের হুমকি : জ্যোতিষীকে ধরতে তল্লাশি

স্টাফ রিপোর্টার : জ্যোতিষী তথা ভাগ্য গণনা নিয়ে ভণ্ডামির জেরে এবার এক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে গ্রেফতারের উদ্যোগ নিল সিআইডি। সোমবার রাতে এই জ্যোতিষীর সন্ধানে উত্তর শহরতলির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হানা দেন সিআইডি কর্তারা। কিন্তু আগেভাগে গা ঢাকা দেন বারাসাতের কাজিপাড়ার বাসিন্দা ওই জ্যোতিষী স্বামী সত্যানন্দ। সিআইডি স্বামী সত্যানন্দকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ওই কেবল চ্যানেল থেকেই যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষসহ একাধিক ব্যক্তিকে ভয় ও খুনের হুমকি দেন ওই জ্যোতিষী। প্রবীরবাবু সিআইডি-র কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তার পরে নড়েচড়ে বসেন সিআইডি কর্তারা। তোড়জোড় শুরু হয় গ্রেফতারের। সোমবার সংবাদ প্রতিদিনের দফতরে কেবল টিভিতে জ্যোতিষ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নেন ছাত্র নেতারা, জ্যোতিষী থেকে যুক্তিবাদী সমিতির কর্তারা। প্রত্যেকেই জ্যোতিষী নিয়ে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মানুষকে। ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান প্রত্যেকে। মঙ্গলবার সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হতেই সংবাদ প্রতিদিনের দফতরে অসংখ্য ফোন আসে। প্রত্যেকেই ফোনে ভণ্ড জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে ছাত্র নেতাদের জেহাদে সহমত পোষণ করেন। সিআইডি ডিআইজি (অপারেশন) রাজীবকুমার জানান, স্বামী সত্যানন্দকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। কেবল চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানটি ছিল একটি বেসরকারি প্রযোজক সংস্থার। তারা চ্যানেল থেকে সময় কিনে নিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছিল। সত্যানন্দ চ্যানেলকে ব্যবহার করে খুনের হুমকি দেওয়ার জন্য তারপরে চ্যানেলের পক্ষ থেকে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। সত্যানন্দের অনুষ্ঠানও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিন দিন আগে ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের প্রতিনিধিরা স্বামী সত্যানন্দের বাড়িতে শুটিংয়ে যান। সেখানেই বিপত্তি ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সবার উপরে মানুষ সত্য

বর্তমান

১৬ মার্চ ২০০৫ বর্তমান ২১ বর্ষ ৯৮ সংখ্যা বুধবার ২ চৈত্র ১৪১১

বারাসাতে জ্যোতিষী গ্রেপ্তার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসাত : মঙ্গলবার রাতে বারাসাত থানার গোলাবাড়ি এলাকায় হানা দিয়ে পুলিশ জ্যোতিষী সত্যানন্দ আচার্যকে গ্রেপ্তার করে। এ ঘটনায় বারাসাত এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এস ডি পি ও শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, বোলাকাজিপাড়া আশ্রমের আচার্য সত্যানন্দ আচার্যের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে জ্যোতিষ সংক্রান্ত সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রবীরবাবুকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। এছাড়া গত ৯ মার্চ প্রবীরবাবু ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের ডাইরেকটর রিচার্ড রবার্টসহ অন্য কর্মীদের নিয়ে সত্যানন্দ আচার্যের লোকনাথ আশ্রমে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গেলে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রশ্ন করায় সত্যানন্দ আচার্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রিচার্ড রবার্টকে মারধর এবং হেনস্থা করা হয় বলে মঙ্গলবার প্রবীরবাবু বারাসাত থানায় অভিযোগ করেন। একই অভিযোগ তিনি ডি আই জি সি আই ডি'র কাছেও করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার পুলিশ তাকে খোঁজা শুরু করে। কাজিপাড়া ইরাবতী পল্লির বাড়িতে এবং ঘোলা কাজিপাড়া মোড়ের ৪ তলা বিশাল আশ্রমে পুলিশ তাঁকে পায় না। শেষে গোলাবাড়ির রাস্তা থেকে পুলিশ এই আচার্য এবং তার এক সহযোগী রাজীব সাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রচুর প্রতিপত্তির মালিক এবং বহু বিশিষ্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি আচার্য সত্যানন্দের সান্নিধ্যে আসেন।

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

সান্ধ্য সত্যযুগ

১৬ মার্চ ২০০৫ • বুধবার ২ চৈত্র ১৪১১

খুনের হুমকি দেয়ায় জ্যোতিষী ধৃত

স্টাফ রিপোর্টার : জ্যোতিষী সত্যানন্দ আচার্য এবং সহযোগী রাজীব সাহাকে আজ দুপুরে বারাসাত জেলা জজের আদালতে হাজির করল পুলিশ। গতকাল রাতে তাকে বারাসাতের গোলাবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এ ডি পি ও (বারাসত) শুভঙ্কর চ্যাটার্জী জানান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বোলাকাজিপাড়া আশ্রমের সত্যানন্দ আচার্যের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ অভিযোগ জানিয়েছিলেন। আচার্য সত্যানন্দ সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রবীর ঘোষকে প্রাণনাশের হুমকি দেন। গত ৯ মার্চ প্রবীরবাবু ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের ডিরেক্টর রিচার্ড রবার্টসহ অন্যদের নিয়ে আশ্রমে গিয়েছিলেন সাক্ষাৎকার নিতে। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে হঠাৎ সত্যানন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রিচার্ড রবার্টকে মারধর ও হেনস্থা করেন। মঙ্গলবার প্রবীরবাবু বারাসাত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং ডি আই জি সি আই ডি'র কাছেও জানান। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ সঙ্গী রাজীব সাহাসহ সত্যানন্দ আচার্যকে গ্রেপ্তার করে।

বিকেলের প্রতিদিন

১৬ মার্চ ২০০৫ বুধবার ২ চৈত্র ১৪১১ • ১ টাকা

ধৃত সত্যানন্দ আদালতে

স্টাফ রিপোর্টার : কেবল চ্যানেলে বসে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া স্বামী সত্যানন্দ ও সঙ্গীকে বুধবার বেলায় বারাসাত আদালতে হাজির করল পুলিশ। ধৃত জ্যোতিষী ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী সত্যানন্দের বিরুদ্ধে পুলিশ ১১৫/৩০২ ধারার মামলাও দায়ের করেছে। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের এক তথ্যচিত্র নির্মাতাদের আটক রাখা এবং মারধর করার অভিযোগও আনা হয়েছে ওই জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে। এদিকে মহাকরণ সূত্রে খবর, বিভিন্ন কেবল চ্যানেলে বসে একাধিক জ্যোতিষী ও সাধু-সন্তরা যে মাদুলি ও পাথর বিক্রি করে চলেছে, প্রতারণা করছে, সেগুলি বন্ধ করতে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষ জানিয়েছেন, জ্যোতিষীদের এই ভণ্ডামি বন্ধ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে। বুধবার বেলায় বারাসাত আদালতের লকআপে স্বামী সত্যানন্দ ও তার নিরাপত্তারক্ষীকে হাজির করে পুলিশ। পরে একে একে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভর্তি করে ধৃত জ্যোতিষীর কিছু সমর্থক আসেন। আসেন ধৃতের দ্বিতীয় স্ত্রী অলকানন্দা বিশ্বাস ও সহযোগিনী শতাব্দী চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বামী সত্যানন্দের আসল নাম প্রদীপ বিশ্বাস।

এক সময় উত্তর শহরতলির সিঁথি এলাকায় প্রথম পক্ষের স্ত্রী শ্যামলী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। পরবর্তীকালে অলকানন্দাকে বিয়ে করেন। তবে, স্বামী সত্যানন্দের বিমান প্রশিক্ষণ নিয়ে যে সংস্থা রয়েছে তার আইনি বৈধতাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুপুর ১টার খবর, পরিস্থিতি সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ধৃতের সমর্থকরা পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেয়। ধৃত জ্যোতিষীর আইনজীবী পৃথ্বীশ নন্দী জানিয়েছেন, জামিনের জন্য আদালতে আবেদন জানানো হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কোটিপতি জ্যোতিষী গ্রেপ্তার হলেন [illegible]
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এখন আরও বেশি পাতা আরও বেশি খবর

দৈনিক স্টেটসম্যান

কলকাতা শিলিগুড়ি ২ চৈত্র ১৪১১ বুধবার ১৬ মার্চ ২০০৫

সত্যানন্দ গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত : ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির অন্যতম প্রতিনিধি প্রবীর ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে আজ গোলাবাড়ি থেকে জ্যোতিষী সত্যানন্দ ও তাঁর সহকারী রাজীব সাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ৯ মার্চ তারিখে।

ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফির ভারতীয় শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিচার্ড রবার্ট ও ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ একটি তথ্যচিত্র তৈরি করবেন বলে সত্যানন্দের আশ্রমে যান।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাঁদের পরিচয় পেয়ে সত্যানন্দ ও তাঁর আর এক সহকারী শতাব্দী চট্টোপাধ্যায় সেখানে তাঁদের আলাদা একটি ঘরে আটকে রাখেন বলে অভিযোগ প্রবীরবাবুর। পরে পুলিশ খবর পেয়ে এসে তাঁদের উদ্ধার করে বারাসাত থানায় নিয়ে যায়।

এরপর দু'পক্ষকেই বারাসাত থানা পাঠিয়ে দেয় এসডিপিও শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। আজ আবার প্রবীরবাবু বারাসত থানায় অভিযোগ জানালে সত্যানন্দ ও তাঁর সহকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা • ১৭ মার্চ ২০০৫ বৃহস্পতিবার ৩ চৈত্র ১৪১১ • ২.০০ টাকা দশ পাতা • সঙ্গে খেলার দুনিয়া

খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার স্বামী সত্যানন্দ হাজতে

স্টাফ রিপোর্টার : কেবল চ্যানেলে বসে যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া স্বামী সত্যানন্দ ও তার সঙ্গীকে বুধবার বেলায় বারাসাত আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক সত্যানন্দকে একদিনের জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। তবে, আদালতে কেস ডায়েরি না আনায় পুলিশের সমালোচনা করেছেন বিচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরি। ধৃত জ্যোতিষী ছাড়াও তাঁর আরও কয়েকজন সহযোগীকে গ্রেফতার করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। অভিযুক্ত স্বামী সত্যানন্দের বিরুদ্ধে পুলিশ ১১৫/৩০২ ধারার মামলাও দায়ের করেছে। ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের এক তথ্যচিত্র নির্মাতাদের আটক রাখা এবং মারধর করার অভিযোগও আনা হয়েছে ওই জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে। এদিকে মহাকরণ সূত্রের খবর, বিভিন্ন কেবল চ্যানেলে বসে একাধিক জ্যোতিষী ও সাধু-সন্তরা যে মাদুলি ও পাথর বিক্রি করে চলেছে, প্রতারণা করছে। সেগুলি বন্ধ করতে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিশিষ্ট আইনজীবী গীতানাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জ্যোতিষীদের এই ভণ্ডামি বন্ধ করার জন্য আদালতের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে। কলকাতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

হাইকোর্টেও জনস্বার্থ মামলা করা যেতে পারে। বুধবার বেলায় বারাসাত আদালতের লকআপে স্বামী সত্যানন্দ ও তার নিরাপত্তারক্ষী হাজির করে পুলিশ। পরে একে একে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভর্তি করে ধৃত জ্যোতিষীর কিছু সমর্থক আসেন। আসেন ধৃতের দ্বিতীয় স্ত্রী অলকানন্দা বিশ্বাস ও সহযোগিনী শতাব্দী চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, স্বামী সত্যানন্দের আসল নাম প্রদীপ বিশ্বাস। এক সময় উত্তর শহরতলির সিঁথি এলাকায় প্রথম পক্ষের স্ত্রী শ্যামলী ও দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। পরবর্তীতে অলকানন্দাকে বিয়ে করেন। তবে, স্বামী সত্যানন্দের বিমান প্রশিক্ষণ নিয়ে যে সংস্থা রয়েছে তার আইনি বৈধতাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দুপুর ১টার খবর, পরিস্থিতি সামলাতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ধৃতের সমর্থকরা পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেয়। ধৃত জ্যোতিষীর আইনজীবীরা জানান, পুলিশ মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। যে কেবল চ্যানেলের দোহাই দেওয়া হচ্ছে, সেখানে এমন কিছু বলেননি সত্যানন্দ। এডিট করে এসব সাজানো হয়েছে। উল্টে সত্যানন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে যুক্তিবাদী সমিতির লোকেদের গ্রেফতার করা উচিত ছিল। কিন্তু পুলিশ তা করেনি।

আজকাল

৩ চৈত্র ১৪১১ বৃহস্পতিবার ১৭ মার্চ ২০০৫ কলকাতা সংস্করণ ২.৫০ টাকা

১৫ টাকার আংটি ৫ হাজারে বেচে বিমান কিনেছেন বুজরুক সত্যানন্দ?

অমর চক্রবর্তী : *বারাসাত, ১৬ মার্চ :* ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক প্রবীর ঘোষকে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ধৃত জ্যোতিষী 'আচার্য' সত্যানন্দকে দু'দিন জেলহেফাজতে রাখার নির্দেশ দিল আদালত। তাঁর সঙ্গী রাজীব সাহা শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন। বুধবার বারাসাত আদালতে সত্যানন্দকে দেখতে ভিড় করেন অনেক উৎসাহী মানুষ। ছিলেন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরাও। ভারপ্রাপ্ত সি জি এম সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরি অভিযুক্তকে ফের শুক্রবার বারাসাত আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন। পুলিশের জিপে ওঠার আগে সত্যানন্দ বলতে থাকেন, 'হিন্দুধর্মের প্রতি বিদেশিদের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যাব।' পুলিশ গতরাতেই গোলাবাড়িতে লুকিয়ে থাকা ওই জ্যোতিষীকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম জীবনে সত্যানন্দের নাম ছিল প্রদীপ বিশ্বাস। থাকতেন দমদম সিঁথির মোড়ে। একটি অশ্লীল পত্রিকার সম্পাদক প্রদীপ হঠাৎ উত্তরপ্রদেশ চলে যান। কয়েক বছর পর ফিরে আসেন সত্যানন্দ নাম নিয়ে। শুরু করেন জ্যোতিষচর্চা। বড় দাড়ির আড়ালে-থাকা প্রদীপকে কেউ চিনতে পারেনি। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বক্তব্য, জ্যোতিষচর্চা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এখন সত্যানন্দের কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কে একটি বিমান চালনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে বলে অভিযোগ। এ ছাড়া বারাসাতেও নাকি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলছেন। ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির দাবি, অসৎ উপায়ে উপার্জন করা টাকায় সত্যানন্দ একটি ৪ আসনের বিমান কিনেছেন। বছরে কয়েক কোটি টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করেন তিনি। ৯ মার্চ ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলের তথ্যচিত্র 'প্রবীর দি র‍্যাশনালিস্ট'-এর শুটিং করতে গিয়েই প্রবীরবাবু সত্যানন্দের বুজরুকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সরে ফেলেন। এতেই কুপিত সত্যানন্দ তাঁকে 'হিন্দুধর্মের শত্রু' বলে অভিযুক্ত করেন। প্রবীর ঘোষের অভিযোগ, 'সত্যানন্দের চেলারা সেদিন ওই বিদেশি চ্যানেলের প্রতিনিধি ফ্রেঞ্চ রবার্টকে দরজা বন্ধ করে মারধর করেছে। অভিযোগ, সামান্য একটি ১৫ টাকা দামের মন্ত্রপূত অষ্টধাতুর আংটি দিয়ে সত্যানন্দ সাড়ে ৫ হাজার টাকা ভক্তদের থেকে নেন। এর প্রমাণ ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কাছে আছে বলে প্রবীরবাবুর দাবি।

এখন আরও বেশি পাতা আরও বেশি খবর

দৈনিক **স্টেটসম্যান**

কলকাতা শিলিগুড়ি ৪ চৈত্র ১৪১১ শুক্রবার ১৮ মার্চ ২০০৫

জামিন হল না জ্যোতিষী সত্যানন্দের

নিজস্ব সংবাদদাতা, *বারাসাত, ১৭ মার্চ :* জামিনের আবেদন নাকচ হয়ে গেল জ্যোতিষী সত্যানন্দ আচার্যর। বৃহস্পতিবার বারাসাত সি জি এম আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন নাকচ করে ১৯ তারিখ পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন জামিনের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন জ্যোতিষী। দুপুরবেলায় পুলিশের কালো ভ্যান থেকে আদালতে নামার সময় সত্যানন্দকে তাই হাসিখুশি লাগছিল। কিন্তু জামিনের আবেদন নাকচ হতেই পরিবেশ বদলে যায়। নিরাশ হয়ে পড়েন তাঁকে নিতে আসা উদ্বিগ্ন ভক্তবৃন্দ, আত্মীয়পরিজন। জামিন নাকচ হয়ে যাওয়ায় তিনি ফেরত দিয়ে দেন বিভিন্ন বাড়ি থেকে নিয়ে আসা জিনিস। নেননি কোনও বাড়ি থেকে আসা নতুন পাঞ্জাবিও।

সত্যানন্দ আচার্যের আসল নাম যে প্রদীপ বিশ্বাস তা এলাকার অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। বৃহস্পতিবার দৈনিক স্টেটসম্যানে এই সংবাদ পড়ে বারাসাতের কাজিপাড়ার ইরাতী পল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেরই বক্তব্য, ভদ্রলোক পাড়ার কারও সঙ্গে মিশতেন না কিন্তু পাড়ার সমস্ত অনুষ্ঠানে পয়সাকড়ি দিয়ে সাহায্য করতেন। এছাড়াও দিনরাত তাঁর বাড়িতে বড় বড় লাল বাতিওয়ালা গাড়ির যাতায়াতের ফলে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পেতেন না। প্রদীপকুমার বিশ্বাস নামে তিনি যে ১৫ বছর আগে একটি হলুদ পত্রিকা প্রকাশ করতেন তাও অনেকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবে পাড়ার সবাই জানতেন সত্যানন্দ আচার্য বিয়ে করেছেন গায়ক নচিকেতার দিদি অলকানন্দাকে। তবে ক'টি বিয়ে করেছেন এ ব্যাপারে সঠিকভাবে কেউই মুখ খুলতে চাননি।

টাকি রোডে রাস্তার পাশে বিশাল এলাকা নিয়ে কোটি টাকা খরচ করে যে এয়ারক্র্যাফ্‌ট ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করছেন সেখানেও এলাকার কেউ চাকরির দাবি নিয়ে ভয়ে এগিয়ে আসেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ভয়ের অন্যতম কারণ স্থানীয় বেশ কয়েকজন মাসলম্যান নিয়ে সত্যানন্দ আচার্য সব সময় পরিবৃত হয়ে থাকেন। নতুন কেউ জ্যোতিষীর চেম্বারে গেলেই হাজির হয়ে যায় ৮/১০ জন তাগড়াই যুবক। বারাসাতের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও ছিল তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পুলিশের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্তাও নাকি তার কাছে আসতেন জ্যোতিষ গণনার জন্য।

সব মিলিয়ে তাঁকে ঘিরে পাড়ায় একটা অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত ধারণা তৈরি হয়েছিল। সত্যানন্দ আচার্য বারাসাতের যে বাড়িতে থাকেন সেই বাড়িটির প্রায় প্রতিটি ঘরেই রয়েছে একাধিক কম্পিউটার। নিজে একটি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ম্যাগাজিনও প্রকাশ করে থাকেন নিয়মিত। বারাসাতের মতো জায়গায় হঠাৎ এয়ারক্রাফট্ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কেন করতে গেলেন জিজ্ঞাসা করতে সত্যানন্দের চটজলদি জবাব, "আমি চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন কিছু করতে যা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। আমাদের রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এমন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়নি যা আমি তৈরি করতে চলেছি। আর এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়েছি স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের ভাইঝি ক্যাপ্টেন শতাব্দী চট্টোপাধ্যায়ের উপর।"

জ্যোতিষ গণনা করে সত্যানন্দ জন প্রতি পারিশ্রমিক নেন ৩০০ টাকা। দিনে প্রায় ৫০ জনের মতো লোক আসেন ভাগ্য গণনা করতে। এছাড়াও সত্যানন্দের আয় পাথর বিক্রি কিংবা বিভিন্ন রকম উপদেশের পথ ধরেও। সত্যানন্দের কথায়, আয়ের পুরোটাই তাঁর আইন মেনে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে তিনিই একমাত্র জ্যোতিষী যিনি নিয়মিত বৃত্তিকর দিয়ে থাকেন। আর ব্যাবসা করার জন্য বারাসাতের বামপন্থী পুরবোর্ড থেকে জ্যোতিষ গণনার জন্য ট্রেড লাইসেন্সও নিয়েছেন। ফলে জ্যোতিষ গণনাকে তিনি বৈধ বলেই মনে করেন। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ, পুলিশ তাঁর চেম্বারে হামলার অভিযোগ নিজে চোখে দেখে অভিযোগ নেওয়ার পরেও কোনও ব্যবস্থা নিল না। উল্টে যারা আক্রমণ করল তাদের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে আমাকে গ্রেপ্তার করল। এটাকে আমি মনে করি হিন্দুধর্মের উপর একটা পরিকল্পিত আঘাত।

সংবাদ প্রতিদিন

১৮ মার্চ ২০০৫, ৪ চৈত্র ১৪১১

কেবল চ্যানেলে ভাগ্য ব্যাবসার বিরুদ্ধে দিনভর সমালোচনা বিধানসভায়

সবকটা বুজরুক জ্যোতিষি, ধরতে চাই এখনই ফেংশুইয়ের সেই কারবারিদের, বললেন বুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : কেবল টিভিতে 'ভেজাল' জ্যোতিষী এবং ফেংশুই বিশেষজ্ঞদের অবৈজ্ঞানিক প্রচারের বিরুদ্ধে এবার সরব হল রাজ্য বিধানসভা। এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার বিধানসভার লবিতে তিনি বলেন, "আমি আইনমন্ত্রীকে সবটা খতিয়ে দেখতে বলেছি। জ্যোতিষের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপরাধ বন্ধ করতে হবে। একজন গ্রেফতার হয়েছে। যথাযথ আইন থাকলে সবকটা বুজরুককে গ্রেফতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

করব। এই সমস্যার সমাধানে আমরা যথেষ্ট আন্তরিক।" মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন কেবল টিভিতে ভাগ্যভণ্ডামি বন্ধ করতে যা যা করা দরকার তিনি করবেন। এদিন বিধায়করা বিষয়টি উত্থাপনের পর এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। অধিবেশনের মধ্যে এবং লবিতে বিধায়করা দাবি তোলেন সমাজে সুস্থতা বজায় রাখতে জ্যোতিষীদের এই ভাগ্য-ভণ্ডামির মাধ্যমে ব্যাবসা বন্ধ করতে হবে। কেবল চ্যানেলগুলির প্রতি সদস্যদের আর্জি, শুধুমাত্র অর্থের জন্য এদের 'লাইভ ফোন ইন' অনুষ্ঠানের স্লট বিক্রি থেকে আপনারা বিরত থাকুন। কংগ্রেসের আবদুল মান্নান, তৃণমূলের সোনালি গুহ বলেন, "আমি জ্যোতিষচর্চার বিরুদ্ধে নই। কিন্তু কিছু কেবল চ্যানেলে টাকা দিয়ে কিছু জ্যোতিষী, ফেংশুই, ডাক্তার বসছেন যাঁদের প্রকৃত কোনও নথিপত্র নেই। নানা পোশাক পরে এসব ভণ্ড জ্যোতিষী একটা ফোনেই সব সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার ভান করে বহু অসহায়কে চেম্বারে আকর্ষণ করছেন। তারপর পাথর, পুজো, তাবিজ বা ফেংশুই খেলনা বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন। কেবল চ্যানেলগুলি অবিলম্বে এদের প্রদর্শন বন্ধ করুক। অন্যথায় ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডি আইন অনুযায়ী ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কংগ্রেসের আবদুল মান্নান বলেন, "মানুষের হতাশা এবং সমস্যাকে মূলধন করে একশ্রেণির জ্যোতিষী তাদের ভুল দিকে টেনে প্রতারণা করছেন। কিছু চ্যানেলে এদের 'লাইভ' অনুষ্ঠান দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। প্রতিবাদ করলে কোনও কোনও জ্যোতিষী খুনেরও হুমকি দিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। উন্মাদনা জাগিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করছে। এনডিএ সরকার থাকাকালীনও জ্যোতিষকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এখন বামফ্রন্ট সরকার সব দলকে একসঙ্গে নিয়ে এই অস্বাস্থ্যকর সংক্রমণ রুখতে ব্যবস্থা নিক।" বামফ্রন্টের জীবন সাহা বলেন, "কিছু চ্যানেলে দিনভর জ্যোতিষ আর ফেংশুই চলছে। এরা অনেকেই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা উপায়ে টাকা নিচ্ছেন। অন্ধ বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে টিভির পর্দায় এসব কাজ বন্ধ করা দরকার।" এদিন প্রথমার্ধে উল্লেখপর্বে বিধায়কদের বক্তব্য শোনার পর বিকেলে সভাকক্ষে এসে সোনালি গুহ'র সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সোনালি বলেন, টিভিতে স্লট কিনে যদি যা-ইচ্ছা প্রচার করার অধিকার কারও থাকে, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী সোনালিকে জানিয়েছেন, তিনি এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলে কী করা যায় তা স্থির করছেন। এরপরেই লবিতে নিজে সাংবাদিকদের জানিয়ে দেন এই অপরাধ থামাতে কী কী আইন আছে তার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন অধিবেশনকক্ষের বাইরে লবিতেও সিপিএম, আরএসপি-সহ অন্যান্য দলের ১৪ জন বিধায়ক একই কথা বলেন। অধ্যক্ষ হাসিম আবদুল হালিম বলেন, "বিধায়করা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। জ্যোতিষের নামে এধরনের প্রতারণা চলতে পারে না।" এদিন বিধানসভায় গোটা বিষয়টি নিয়েই চলেছে জল্পনা। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও তথ্যদফতরকে এ নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে বলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

বিধায়করা প্রায় সকলেই বলেন, "আইন প্রয়োগের আগে শুভবুদ্ধি এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিক সংশ্লিষ্ট কেবল চ্যানেলগুলি। বিধানসভার উদ্বেগকে মর্যাদা দিয়ে ভাগ্য ভণ্ডামির সব অনুষ্ঠান বন্ধ বলে ঘোষণা করে সুস্থ অনুষ্ঠান উপহার দিক তারা। অন্যথায় এ নিয়ে সামাজিক আন্দোলন এবং আইনি প্রক্রিয়ার কাজ দ্রুততর করতেই হবে।" বিধায়কদের বক্তব্য, কেবল চ্যানেলগুলি বিধানসভার এই আহ্বান রক্ষা করে কি না নজর রাখা হবে। তারপর পরবর্তী পর্যায়ের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এঁদের আরও বক্তব্য, "কেবল টিভির আইনে কী আছে সেটা পরের কথা। কিন্তু খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং বিধানসভার বক্তব্য মেনে চ্যানেলগুলিরই উচিত লাইভ ফোন-ইন জ্যোতিষের অনুষ্ঠান বন্ধ বলে ঘোষণা করা। অন্যথায় প্রমাণিত হবে সেইসব চ্যানেল মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য না মেনে আইনি সংঘাতে যেতে চায়। সেক্ষেত্রে আমরাও পরবর্তী কর্মসূচির কথা ভাবব।"

সংবাদ প্রতিদিন

১৯ মার্চ ২০০৫, ৫ চৈত্র ১৪১১

সেন্সরশিপ চালু করল কিছু চ্যানেল ● আজ বৈঠকে কেবল সংগঠন

জ্যোতিষী সরাব, সাহায্য চাই : বুদ্ধর কাছে দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবল চাপের মুখে ভাগ্য-ভণ্ডামি বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হল কেবল চ্যানেলগুলি। অন্তত চারটি চ্যানেল শুক্রবার থেকেই জ্যোতিষ, ফেংশুই-এর তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের উপর কিছু 'সেন্সরশিপ' লাগু করে দিয়েছে। আটটি কেবল চ্যানেলের মালিকপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা একটি সমিতি গঠন করবেন। জ্যোতিষ অনুষ্ঠান পুরোদস্তুর বয়কটেরই পক্ষে তাঁরা। কিন্তু এবিষয়ে কিছু সমস্যা আছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলবে সমিতি। আজ, শনিবার সন্ধ্যায় মধ্য কলকাতার 'রাতদিন' হোটেলে প্রথম বৈঠকে বসছেন তাঁরা। যে দু'তিনটি চ্যানেল এখনও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিচ্ছে না, তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিভিন্ন কেবল চ্যানেলে কিছু বুজরুক জ্যোতিষ এবং ফেংশুই বিশেষজ্ঞর কুৎসিত প্রচারের বিরুদ্ধে ঝড় ওঠে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কড়া আইনি ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেন। এরপর শুক্রবার নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ বৈঠক করেন কেবল চ্যানেলগুলির কর্তারা। পরে এটিএন কলকাতার কর্ণধার তপন রায় বলেন, "আমরা জ্যোতিষকে স্লট বিক্রি করতে চাই না। পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চাই। কিন্তু সমস্যা হল যার মাধ্যমে কেবল চ্যানেলগুলি সম্প্রচার হয়, সেই এম এসওগুলিকে প্রচুর টাকা দিতে হয়। এই টাকার জন্যই আমরা জ্যোতিষী বসাতে বাধ্য হই। আগামী সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে বলব আমরা জ্যোতিষী বসাব না। আপনি শুধু এমএসওদের বলুন টাকা কমাতে। বড় উপগ্রহ চ্যানেলের মতো আমাদের রোজগার নয়। স্থানীয় চ্যানেল এত টাকা দেবে কী করে?" তপনবাবু জানান, "আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার টি-ভি ব্রডকাস্ট নামে একটি সংগঠন করেছি। শনিবার বৈঠক। সেখানেই পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক হবে।" এদিকে জানা গিয়েছে এখনও সব চ্যানেল এই ইতিবাচক উদ্যোগে সাড়া দেয়নি। তারা কৌশলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিষ অনুষ্ঠান চালাতে চায়। তবে শনিবার সকালেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হবে। কয়েকটি চ্যানেল শুক্রবার থেকেই কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে। চ্যানেল ভিশনের কর্ণধার অভিজিৎ দাস বলেন, "সরকার যতক্ষণ না গাইডলাইন দিচ্ছে আমরা কিছু বিধিনিষেধ রাখছি। যেমন জ্যোতিষী বসলেও তাঁরা টিভিতে কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারবেন না। কোনও সমস্যার চটজলদি সমাধান দিতে পারবেন না। পাথর, মাদুলি, তাবিজ বা তন্ত্র-মন্ত্র চলবে না। ফেংশুই বিশেষজ্ঞরাও কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী বা সুরাহার দাওয়াই দিয়ে জিনিসপত্র বিক্রির চেষ্টা করতে পারবেন না। এ ছাড়া কোনও চিকিৎসক যদি অনুষ্ঠান করেন, তা হলে তাঁর বৈধ, স্বীকৃত নথিপত্র দেখে নেওয়া হবে।" সৃষ্টি চ্যানেলের অন্যতম কর্ণধার অশোক আগরওয়াল এবং বিশ্বনাথ গুহবর্মণ বলেন, "আমরা দর্শকদের পছন্দ ও চাহিদা অনুযায়ী সিনেমা, খেলা, রাজনীতি, বিনোদনসহ নানা স্বাদের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা জ্যোতিষের ভারসাম্যমূলক প্যাকেজ রেখেছি। গোটা বিষয়টি নিয়ে আমরা জ্যোতিষীদের সঙ্গে কথা বলছি।"

এদিকে মহাকরণে আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী বলেন, "জ্যোতিষীদের প্রচার নিয়ে আইনি খুঁটিনাটি আমরা খতিয়ে দেখছি।" যে চ্যানেলটি জ্যোতিষ অনুষ্ঠান করে না, সেই বাংলা এখন-এর কর্ণধার অভিজিৎ দাশগুপ্ত বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সঠিক। আর দেরি নয়, এই ভণ্ডামি এখনই বন্ধ করা দরকার। কেবল চ্যানেল মালিকদের সংগঠনে আমরা শামিল হচ্ছি।" এদিকে সত্যানন্দ গ্রেফতার হওয়ার পর সিটিভিএন চ্যানেলও অনেক সতর্ক। প্রশাসনকে তারা জানিয়েছে সত্যানন্দকে আর অনুষ্ঠান করতে দেবেন না। সিটিভিএনের অতনু ভট্টাচার্যের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সম্ভবত তিনি এদিন তাঁর বক্তব্য জানাতে পারেননি। এদিকে সিপিএমের যুবসংগঠন ডিওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক অসিতাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, "টিভিতে ভাগ্য-ভণ্ডামি রুখতে আমরা শিগগিরই পথে নামব" তৃণমূল যুব সভাপতি মদন মিত্র বলেন, "আমরা জ্যোতিষ-বিরোধী নই। কিন্তু টিভির পর্দায় ভণ্ডামি করে ব্যাবসার বিরুদ্ধে। সব নাম-ঠিকানা নোট করা হয়েছে। প্রয়োজনে চেম্বারে বিক্ষোভ হবে। আয়কর দফতরে স্মারকলিপি দেব আমরা।" শহরের একমাত্র জ্যোতিষ চ্যানেল মালিক অমৃতলাল বলেন, "আমি বিজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্যোতিষচর্চা করি। যারা ভণ্ডামি করে তাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত।"

আজকাল

বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩৫৬ শনিবার ৫ চৈত্র ১৪১১ বঙ্গাব্দ ১৯ মার্চ ২০০৫ কলকাতা

আজকাল জনমত টিভি-তে জ্যোতিষের প্রচার আইন করে বন্ধ করা উচিত?

'ভণ্ড' জ্যোতিষ-সম্প্রচার রুখতে কাজ শুরু রাজ্যে একমত কেব্‌ল মালিকরাও

অংশু চক্রবর্তী, অর্পিতা চৌধুরী : 'ভণ্ড' জ্যোতিষীদের বুজরুকি ও লোকঠকানো ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচারের অনুষ্ঠান বাতিলের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত অধিকাংশ কেব্‌ল চ্যানেলই। এ.টি এন কলকাতা, স্পন্দন, সোনার বাংলা, সৃষ্টি, তাজা, আমার চ্যানেল, আলোসহ একাধিক কেব্‌ল চ্যানেল মালিকরা সম্প্রতি গঠন করেছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন অফ বেটার টিভি ব্রডকাস্ট' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের সদস্যরা একমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ফেংশুই, জ্যোতিষ, তন্ত্রের মতো বিষয় দেখানো বন্ধ হোক। এদিকে রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী শুক্রবার মহাকরণে বলেছেন, জ্যোতিষীদের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান বন্ধের কথা ভাবা হচ্ছে। এ জন্য আইনগত কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ টি এন কলকাতার পরিচালন কমিটির এক সদস্যের মতে, ইচ্ছে করে কে আর এ সব দেখাতে চায়? কিন্তু এম এস ওগুলির অত্যাচারে বাধ্য হয়েই আমরা এগুলি সম্প্রচার করি। আর পি জি, মন্থনের মতো এম এস ওগুলির বিশাল অঙ্কের 'চার্জ' মেটাতে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এ সব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত কেব্‌ল মালিকরা। খুব শিগগিরই জ্যোতিষের অনুষ্ঠান বাতিলের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবগঠিত সংগঠনের ব্যানারে বৈঠকে বসবেন তাঁরা। জানা গেছে, জ্যোতিষের অনুষ্ঠান বন্ধ করার বিষয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করতে চান। আইনমন্ত্রী শুক্রবার মহাকরণে এক প্রশ্নের জবাবে জানান, অপরাধের তদন্ত চলাকালীনই টিভি সিরিয়ালে নানা কাহিনি দেখানো হচ্ছে। এটা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। এতে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। এই প্রবণতা বন্ধের জন্যও আইনি ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। জ্যোতিষের অনুষ্ঠান বা বিতর্কিত সিরিয়াল বন্ধের জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হলেই কেব্‌ল চ্যানেল মালিকদের তা জানিয়ে দেওয়া হবে। এরপর অনুষ্ঠান বন্ধের পদক্ষেপ নেবেন তাঁরাই।

আজকাল

১৯ মার্চ ২০০৫ কলকাতা

চ্যানেলের ঘাড়েও খাঁড়া

অরূপ বসু : 'রাম ভরোসে...'। রামই নাকি রক্ষা করবেন। আচার্য সত্যানন্দ বিপন্ন ভাগ্যান্বেষীকে মেটাল ট্যাবলেট ধরিয়ে এই ব্রহ্মবাণী শুনিয়ে দিতেন। বলতেন, আমি থাকব না, আমার কাজ থাকবে। কিন্তু 'রাম' কি জানেন, সত্যসখা শতাব্দী চ্যাটার্জির সামনে বিপদ? ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক-এর প্রতিনিধি ফ্রেঞ্চ রবার্টকে আক্রমণ, ক্যামেরা কেড়ে নেওয়া, যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবীর ঘোষকে গুলি করার মতো প্ররোচনামূলক মন্তব্য—সব অভিযোগের অঙ্কুশই সত্য-শতাব্দীকে জড়িয়ে। পুলিশের হাতে সে তথ্য-প্রমাণ পৌঁছে গেছে। এমনকী মাননীয় বিচারকের হাতেও। বাঁচতে পারছে না এবার টিভি চ্যানেলগুলোও। জ্যোতিষীরা তাঁদের জ্যোতি (নিন্দুকেরা বলেন জালিয়াতি) দেখান টিভির পর্দা ভাড়া করে। চ্যানেল-মালিকেরা বলে থাকেন, এর জন্য তো আমরা দায়ী নই। পয়সা দিয়ে স্লট ভাড়া করে নিজেদের ঢাক নিজেরা পেটালে আমরা কী করব? তাই নাকি? গায়ক নচিকেতা, যিনি নিজের ভগ্নিপতি সত্যানন্দ সম্পর্কেও আক্রমণাত্মক মন্তব্য করতে, শ্লেষাত্মক গান গাইতে পিছিয়ে যাননি, তিনি বললেন : আমি যদি পয়সা দিয়ে টিভি চ্যানেলের স্লট ভাড়া করে আর ডি এক্স ব্যবহার, বোমা বাঁধা শেখাই, প্রশাসন ছেড়ে দেবে? নাকি এ ধরনের ঘটনা ঘটলে চ্যানেল-মালিকেরা হাত ধুয়ে ফেলতে পারবেন? সি টি ভি এন-এর যে অনুষ্ঠানে প্রবীর ঘোষকে গুলি করে মারার কথা বলেছেন সত্যানন্দ, তার ক্যাসেট বিচারক, পুলিশ সবার কাছে পৌঁছে গেছে। চ্যানেল মালিক পুলিশ প্রশাসনকে, বিচারককে বলার চেষ্টা করছেন, লাইভ প্রোগ্রাম তো সেন্সর করা যায় না? প্রথম কথা, এই অনুষ্ঠান সব সময়ে লাইভ হয় না। দ্বিতীয়ত, অনুষ্ঠানটি যখন পুনঃপ্রচারিত হয়েছে, তখনও কি লাইভ প্রোগ্রাম? এ কথা কাদের তিনি বোঝাবেন? মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শুধু ঠগ জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন না, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

চ্যানেলগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন। শুধু এই ধরনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে এইসব চ্যানেল—সি টি ভি এন-১, সি টি ভি এন-২, চ্যানেল ভিশন, সোনার বাংলা, মন, ফরচুন, আমার চ্যানেল, স্পন্দন, এ টি এন কলকাতা ইত্যাদি। পার্ক স্ট্রিট, শ্যামবাজার, বেহালার দত্তভিলা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স অফিসের কাছে)—এইসব জায়গায় এদের স্টুডিও। প্রধানত যেসব জ্যোতিষী মাসে গড়ে দেড় লাখ টাকা খরচ করে এইসব চ্যানেলে আগে থেকে তৈরি প্রশ্নের উত্তর দেন তাঁরা হলেন : সত্যানন্দ, শিবানন্দ, অমৃতলাল, গৌতম ভারতী, শ্রী গৌতম, বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, তপন শাস্ত্রী, সুভাষ শাস্ত্রী, স্বামী বশিষ্ঠানন্দ, দেবদাস, শ্রী আদিত্য, প্রলয় শাস্ত্রী, আদি শ্রীভৃগু, শ্রীভৃগু, শ্রীতপন, পঞ্চমুনি, সব্যসাচী, জয়া মা, খনা মা, অনুরাধা মা, সন্দীপন চৌধুরি, সুবীর বসু প্রমুখ। শোনা যায় অমৃতলাল নিজেই ফরচুন চ্যানেলের মালিক। স্টুডিও ডোভার লেনে। সবারই মোহজাল বিস্তারের পদ্ধতি একই। নির্দিষ্ট কিছু ফোন ধরেন, আগে থেকে জানা উত্তরই টিভির পর্দায় শুনিয়ে দেন। ছকের বাইরে যদি কোনও টেলিফোন ধরে ফেলেন, এমন একটা উত্তর দেবেন যাতে সবই হতে পারে। সামনাসামনি হলেও আগে থেকে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না থাকে, তবে ধোঁয়াটে জবাব দেবেন।

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা • ২০ মার্চ ২০০৫ রবিবার ৬ চৈত্র ১৪১১ • ৩.০০ টাকা • আট পাতা • সঙ্গে রোববার

জ্যোতিষী নিয়ন্ত্রণের গাইডলাইন নিয়ে কথা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : কেবল চ্যানেলগুলিতে কিছু ভণ্ড জ্যোতিষী এবং ফেংশুই-এর তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের অবৈজ্ঞানিক প্রচার বন্ধ করতে নির্দিষ্ট গাইডলাইন দেওয়ার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশে তথ্য দফতর এবং আইন দফতর এবিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর শুরু করেছে। মানুষের দুর্বলতা বা হতাশাকে কাজে লাগিয়ে এই জ্যোতিষী বা ফেংশুই স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা টিভির পর্দায় নানা চটজলদি সমাধানের খেলা দেখিয়ে আকর্ষণ করে মানুষকে চেম্বারে টানছেন এবং ব্যাবসা করছেন। সরকার এই অস্বাস্থ্যকর কাজ বন্ধ করতে চায়। ফলে সংশ্লিষ্ট আইন খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা ভেবে একটি গাইডলাইন দিতে চান তাঁরা।

সরকারি সূত্রে খবর, গাইডলাইনের খসড়াটি হচ্ছে এরকম : ১। কোনও চ্যানেলে জ্যোতিষ বা ফেংশুই অনুষ্ঠান হলে সেই স্লট বিক্রির যথাযথ নথি রাখতে হবে। ২। অনুষ্ঠানটি আগে 'প্রি-ভিউ' করে ছাড়তে হবে, যাতে আপত্তিকর কিছু থাকলেও তা বাদ দেওয়া যায়। যা প্রচারিত হবে তার পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে চ্যানেলেরও থাকবে। ৩। অনুষ্ঠানে গণনা করে কোনও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা চলবে না। কোনও বিপদের কথা বলা যাবে না। আশার কথাও বলা যাবে না। ৪। অনুষ্ঠানে কোনও সমস্যার সমাধানের কথা বলা যাবে না। ৫। কোনও রোগের প্রতিকারে বা সমস্যার সমাধানে পাথর, তাবিজ, তন্ত্র, পুজোর দাওয়াই দেওয়া চলবে না। ৬। কোনও ব্যক্তির হতাশার কারণ বিশ্লেষণ চলবে না। ৭। বিকল্প চিকিৎসার বিশেষজ্ঞরা 'ডাঃ' তকমা ব্যবহারের আগে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র দেখাতে হবে। ৮। মামলা- মোকদ্দমার সমাধান জ্যোতিষ বা ফেংশুই দিয়ে করার পরামর্শ দেওয়া যাবে না। ৯। কোনও ঘটনার তদন্ত চলাকালীন তা নিয়ে সিরিয়াল করা যাবে না। ১০। প্রত্যেকের বিজ্ঞাপন দেওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধিকার আছে। আইনে তা স্বীকৃত হলে শুধু নাম-ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপন হতে পারে। কিন্তু লোক টানতে 'পাবলিক প্রেসেনটিসন' চলবে না। ১১। অনুষ্ঠানে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো যাবে না। সরকারি মহলে এই গাইডলাইনের খসড়া নিয়ে আইনি আলোচনা চলছে।

পাশাপাশি সাত-আটটি কেবল চ্যানেলকে নিয়ে তৈরি সংগঠন এনিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলেছে। দু'তিনটি চ্যানেল অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর এবং রাজ্য বিধানসভার বক্তব্যকে মর্যাদা না দিয়ে এদিনও জ্যোতিষ এবং ফেংশুই অনুষ্ঠান করেছে। এই স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এখন খানিকটা সুর বদলেছেন। এদিন দুপুরে এমনই এক 'লাইভ' অনুষ্ঠানে এক ফেংশুই বিশেষজ্ঞ স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বলেছেন,"আপনার ছেলের মধ্যে যত প্রতিভা আছে, তার পুরো ফল সে পাচ্ছে না। কী করতে হবে, চেম্বারে এসে জেনে নিতে পারেন।" অর্থাৎ টিভিতে খোলাখুলি সমাধান বা পুতুল বিক্রির ফতোয়া দেননি তিনি। তবে বড় বড় কথার খামতি ছিল না। তিনি বলেছেন, "ডাক্তাররা যেমন শিখে পড়ে সমাধান দেন, আমরাও তাই করি। আমরা হলাম বৃষ্টিতে ছাতার মতো।" এদিকে, একাধিক মহল থেকে ভাগ্য-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল এর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন অনেক জ্যোতিষীও। এঁদের বক্তব্য, টিভিতে ইন্সট্যান্ট-জ্যোতিষীদের মাধ্যমে ব্যাবসা করতে গিয়ে অনেকে প্রকৃত জ্যোতিষচর্চার ক্ষতি করছেন।

মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছেন। টিভির পর্দায় বসেন, এমন কিছু জ্যোতিষীও এ ব্যাপারে একমত। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, কোনও চ্যানেলেরই ক্ষতি সরকার চায় না। তাই কড়া হাতে আইনি প্রয়োগের আগে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করা হচ্ছে। অন্যদিকে কয়েকজন জ্যোতিষী বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন। দু'একটি চ্যানেল 'ড্যামেজ কন্ট্রোল' করতে কৌশল নিয়েছে। তাদের কেউ বিধানসভায় প্রতিবাদ করা কোনও বিধায়ককে ফোন করে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন। কেউ আবার কোনও যুক্তিবাদী নেতাকে অনুষ্ঠানের প্রলোভন দেখিয়ে নিজেদের প্রগতিশীল সাজানোর চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে, সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেস এবং এসইউসি-র ছাত্র, যুব, মহিলা শাখা এই ইস্যুতে জোরদার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এঁদের বক্তব্য, কেউ জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, কেউ করেন না।

সেটা অন্য বিতর্ক। কিন্তু জ্যোতিষ, ফেং-শুইয়ের কর্তারা এভাবে সকাল থেকে রাত টিভির মাধ্যমে অন্দরে ঢুকে মানুষকে সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখিয়ে ব্যাবসা করে যাবেন, সেটা হতে পারে না। এই লড়াইতে জ্যোতিষের প্রকৃত সাধকরাও এগিয়ে আসুন।

সংবাদ প্রতিদিন

২১ মার্চ ২০০৫ সোমবার

মহানগরের ভাবনা

ভাগ্য গণনা নিয়ে যেভাবে বিভিন্ন চ্যানেলে চ্যানেলে মিথ্যাচার চালাচ্ছেন এক শ্রেণির জ্যোতিষী তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন জনপ্রতিনিধিসহ মুখ্যমন্ত্রীও। এই ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমগুলিও প্রতিবাদে সরব। রাজ্যের ছাত্র-যুবরাও দলমত নির্বিশেষে এই প্রশ্নে এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে রয়েছেন বিশিষ্ট মানুষজনও। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাঠকরাও প্রতিবাদে কলম ধরেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দরকার কড়া আইন

নিজেকে কতটা উচ্চাসনে বসালে দেশের আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে টিভি চ্যানেলে ফতোয়া দেওয়া যায়। জনগণকে প্ররোচিত করা যায় একজনকে চিহ্নিত করে, তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের গুলি করে মেরে ফেলতে। আমরা দেখলাম জ্যোতিষী সত্যানন্দ নিজে আতঙ্কের সৃষ্টি করলেন, দরজা বন্ধ করে মারধর করলেন বিদেশি সাংবাদিককে এবং অপরপক্ষকে 'আতঙ্কবাদী' বলে প্রচার করলেন নির্দ্বিধায়। ওঁর হিন্দুধর্ম প্রীতি চাগিয়ে উঠল ব্যাবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে। হ্যাঁ, বছরে কয়েক কোটি টাকা ইনভেস্ট করেন এইসব জ্যোতিষীরা চ্যানেল ভাড়া ও কাগজে ছবিসমেত বিজ্ঞাপনে। সৎভাবে লেখাপড়া করা ডাক্তার বা শিক্ষকরাও ভাবতে পারেন না এত টাকা। এই অস্বাস্থ্যকর সমাজদূষণ বন্ধ করতে পারেন প্রশাসনই। দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে বেওয়াকিবহাল,—তাঁরা জানেন না বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন আংটি তাবিজে ভাগ্য ফেরানো সম্ভব নয়, জন্মসময়ে গ্রহের অবস্থান কোনওভাবেই জাতকের জীবনকে প্রভাবিত করে না। এ কথা মানুষকে জানানোর পাশাপাশি আইন করে জ্যোতিষ চ্যানেল ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা এই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ—ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। ধন্যবাদ 'প্রতিদিন'-কে।

সুমিত্রা পদ্মনাভন, সম্পাদক, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন

বোতল ভাঙা পাথর

কেব্‌ল চ্যানেলগুলি জ্যোতিষীদের দিয়ে অনুষ্ঠান করিয়ে কমিশন পাচ্ছে। অনুষ্ঠানগুলি বেশিরভাগই 'রেকর্ডেড'। ফোনগুলি 'গট-আপ'। দুর্বল চিত্তের মানুষ টিভির পর্দায় এইসব ভেকধারী জ্যোতিষীদের দেখে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে শরণাপন্ন হচ্ছে। জনজীবন কৃচ্ছ্রসাধন করে ঈশ্বরের করুণা পাওয়া যায় না। আর এইসব ভেকধারীরা এত ক্ষমতাবাদ যে ফোনে মানুষের ভাগ্য বলছে। বোতলভাঙা পাথর দিয়ে মানুষের ব্যর্থতা আটকাচ্ছে। এই মুখোশধারী ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে প্রকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে।

কৃপানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, কালীনাথ আশ্রম

ঈশ্বরের কী দরকার

যদি গ্রহ-নক্ষত্ররা জীবন্ত প্রাণী হয় এবং তাদের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকে, তা হলে আর ঈশ্বর বা বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার অস্তিত্ব মানার উদ্দেশ্য কী, মাদুলি-কবচ পাথর ধারণ করে এইসব গ্রহ-নক্ষত্রকে সন্তুষ্ট রাখলেই হয়। সত্যি, মাদুলি, কবচ, পাথর ধারণ করে বা 'ফেংশুই' অনুযায়ী খেলনা সাজিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রদের ক্রোধ শান্ত করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়ানো যায়? বন্যা, মহামারি, ভূমিকম্প বা সুনামির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলে দেননি কেন?

অধ্যাপক সুরথ চক্রবর্তী (অবসরপ্রাপ্ত), রামমোহন কলেজ, কল-৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সরকার কী বলছে

আসলে ভাগ্য বলনেওয়ালারা নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে দেশময় তাবিজ মাদুলির চর্চা এবং নীল লাল পাথরের পরিচর্যা বৃদ্ধি করতে উঠে পড়ে লেগেছে। এবং এ কাজে যোগ্য সঙ্গ দিচ্ছে কিছু টিভি চ্যানেল। জ্যোতিষী এবং ওইসব নির্বোধ চিন্তার বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বলি, আমরা কি দেশগুলিকে রক্ষা করতে উন্নত প্রযুক্তির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে, বিপত্তারিণী বা রক্ষাকবচ ধারণ করব। যাইহোক, এগুলিকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস বলে উপেক্ষা করা উচিত। আমার যতদূর মনে হয় এ বিষয়ে মাননীয় বামফ্রন্ট সরকার মানুষের বিশ্বাস ও সেন্টিমেন্টকে মূল্য দেয়। এতে তাদের প্রতি বিশ্বাস এবং বামপন্থার মূল্য কমছে, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

শেখ আসরাফ হোসেন, সিঙ্গুর, জলাঘাটা, হুগলি

চাই প্রকৃত শিক্ষা

কতকগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এসে যাচ্ছে : (ক) 'এখানে ফোন' করছে, যোগাযোগ করছে যারা, তারা কি অশিক্ষিত, বিচারবুদ্ধিহীন? (খ) যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তবে, প্রথমে আন্দোলনটা কেতাবি শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য করা একান্ত জরুরি। (ঙ) অতএব 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'-এর মতো কোনও সতর্কতা বাণী এই সমস্ত অনুষ্ঠানে লেবেল হিসাবে সেঁটে দেওয়া গেলেই কিছুটা হলেও 'জোরদার আন্দোলন' সফল হতে পারে।

রণজিৎ ঝা, দেবীতলা, ইছাপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

স্রেফ উপেক্ষা করুন

'জ্যোতিষ' নিয়ে এত মাতামাতির তো কিছু নেই! যারা এসব নিয়ে মশগুল আছে থাকুক না। আপনি-আমি পাত্তা না দিলেই হল। সচেতন মানুষ এসব নিয়ে ভাবে না। তাদের অনেক কাজ আছে। সিগারেটের প্যাকেটে তো নিষেধাজ্ঞা দেওয়াই আছে, তা হলে কি মানুষ সিগারেট খায় না? মদের দোকানের নতুন লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, না দেওয়া হলেও যারা খায় তারা ঠিকই খাবে। নিষেধাজ্ঞা বা ক্ষতি হবে জেনেও তারা খেতে দ্বিধা করে না। কই আমি-আপনি তো খাচ্ছি না। ওসব লিখে শুধু পাতা খরচ করা। এদের কথা যত লিখবেন ততই এদের গুরুত্ব দেওয়া হবে। কী দরকার, আসুন তো সাধারণ মানুষের গান গাই।

নরনারায়ণ পুততুণ্ড, সম্পাদক, দেশিক, কুন্তিয়া, ২৪ পরগনা (দঃ)

ভণ্ডামি দেখলে লজ্জা হয়

আমরা সাজপোশাকে আধুনিক হয়েছি। সেলফোন ব্যবহার করি। কম্পিউটারের কি-বোর্ডে আঙুল রাখছি। কিন্তু আঙুলে পাথরের আংটি, হাতে মাদুলি ব্যবহার করছি নিজের ভাগ্য ফেরানোর জন্য। কী সুন্দর আমাদের চারপাশে আধুনিকতা ও বুজরুকির এক সহাবস্থান অথচ এমন হচ্ছে কেন? আমরা ধূমকেতু, গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ, উল্কাপাতকে বিজ্ঞান বলে মানতে পারছি অথচ একশ্রেণির বুজরুক জ্যোতিষীর ভুল ব্যাখ্যায় জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে মেনে নিচ্ছি। একটা কমিউনিস্ট শাসিত রাজ্যে জ্যোতিষ-ফেংশুই ভণ্ডামির এমন রমরমা দেখে লজ্জা হয়। এর অবসান হওয়া দরকার।

অতীশ মণ্ডল, নিউটাউন, ডায়মন্ডহারবার, দঃ ২৪ পরগনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

লোক ঠকিয়ে ব্যাবসা

যে দেশে ডাইনি সন্দেহে মেয়েদের পিটিয়ে মারা হয়, পরপর কন্যাসন্তান প্রসব করলে বাড়ির বউকে 'অপয়া' আখ্যা নিয়ে শ্বশুরবাড়ির থেকে বিতাড়িত হতে হয়, সেই দেশে জ্যোতিষচর্চার মতো বুজরুকি ব্যাবসা মানুষকে সর্বস্বান্ত করবে, সেটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষায় আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে। বিশ্বে নারীশিক্ষায় ভারতের স্থান নিরীক্ষণ করতে হলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে জ্যোতিষীরা অসহায় মানুষদের প্রতারিত করছে। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। 'অপহরণের মাধ্যমে পণ আদায় করা' 'নারী পাচার করা' কিংবা 'মাদকদ্রব্যের চোরাচালান' প্রভৃতির সঙ্গে যারা যুক্ত,তাদের সঙ্গে জ্যোতিষীদের লোক-ঠকানো ব্যাবসার কোনও তফাত নেই। তফাত এখানেই, জ্যোতিষীরা অন্যায় করেছে জেনেও, সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনওরকম আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

দিলীপকুমার মিত্র, মণ্ডলপাড়া লেন, কলকাতা-৫০

দায়বদ্ধ অবশ্যই আমরা

আমাদের দেশে 'ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকশন্যাবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট' ১৯৫৪ সালে সংসদে পাস হওয়া আইন বলে প্রতিটি জ্যোতিষীর প্রতারণার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা খুবই প্রয়োজন সরকার তথা প্রশাসনের। টিভি চ্যানেলগুলিতে জ্যোতিষীদের 'ফোন ইন' (লাইভ) অনুষ্ঠানে প্রায় প্রতিটি ফোনই গটআপ! আমি নিজে বহুবার ওইরকম অনুষ্ঠানে লাইন পাওয়ার পর প্রতিবারই অদৃশ্য কারণে অন্য প্রান্ত থেকে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। আসলে অপরিচিত কোনও কণ্ঠস্বর শুনলেই এদের পিলে চমকায়। কেব্‌ল চ্যানেলগুলি, যাঁরা নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিয়ে জ্যোতিষীদের বিভ্রান্তিমূলক অনুষ্ঠান প্রচারের সুযোগ করে দিয়ে অসংখ্য মানুষের শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করে চলেছেন, তাঁরা একবার ভেবে দেখবেন কি, এই সমাজের প্রতি তাদের কোনওরকম দায়বদ্ধতা আছে কি না? এই দায়বদ্ধতা আমাদের প্রত্যেককে গড়ে তুলতে হবে।

অমিতকুমার নন্দী, গণবিজ্ঞান কর্মী, মতিবাগান, চুঁচুড়া, হুগলি

সবটাই উপরচালাকি

কেবল্ চ্যানেলের জ্যোতিষীদের সম্পর্কে কিছু ভালো-মন্দ বলার আগে একটা মজার অভিজ্ঞতা বরং 'শেয়ার' করা যাক। এক ভদ্রলোক নিজের সন্তান সম্পর্কে জানতে চেয়ে জন্মছক থেকে 'ডেট অফ বার্থ' ইত্যাদি বললেন। পলকের মধ্যে কী সব অঙ্ক-টঙ্ক করে (কোয়ান্টাম!) সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন ছেলের পড়াশোনা ব্যাপক, কলার ছেলে, পশ্চিম স্থানে কন্যারাশির ঘরে রবি-বুধ (স্বক্ষেত্রী) এ বুধাদিত্য যোগ। ভদ্রলোক এবার অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সন্তান না জন্মাতেই এত কিছু। জ্যোতিষ সম্রাট বললেন, কেন ওই তো ডেট বললি। 'কলার' শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, তিন বছর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, সন্তান নেই, তাই ফোন করছিলাম। বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে গণক ঠাকুর বললেন, ওঃ হ ওটা তা হলে তোর ফলাফল। 'কলার' ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি যে মাধ্যমিকও নই।

সৌমিত্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়, কোর্টপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের ভবিষ্যৎ জানেন?

এখন মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত আর এই সুযোগ নিয়ে কিছু ভুয়া জ্যোতিষীর দল পয়সা উপার্জনে ব্যস্ত। আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ বুজরুকি। যারা শুধু টিভির পর্দায় বসে জন্মলগ্ন শুনে সেই মানুষটা সম্বন্ধে সবকিছু বলে দিতে পারে আমার জিজ্ঞাসা, তারা এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কেন বলে দিতে পারে না অঘটনের কথা, তা হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা না গিয়ে অন্তত সাবধান হতে পারত। আসলে এইসব জ্যোতিষীদের নিজেদেরই ভবিষ্যতের ঠিক নেই, সাধারণ মানুষের কী উপকার করবে?

প্রবীর ভট্টাচার্য, ব্যবসায়ী

গারদে ঢোকান এদের

জ্যোতিষ আদৌ বিজ্ঞান কি না সেই আলোচনায় যাব না। কিন্তু এই জ্যোতিষ চ্যানেলগুলিতে বিচিত্র সাজে সজ্জিত জ্যোতিষ, ফেংশুই, রেইকি বিশেষজ্ঞ নামধারী একদল ঠক, প্রতারক, বুজরুক ক্লাউনেরা যে ভাঁড়ামোর অভিনয় করে তা যে কোনও চটুল হিন্দি বা 'বাবার হাতে ছাতা' মার্কা বাংলা ছবিগুলিকেও হার মানায়। জ্যোতিষ, ফেংশুই, তন্ত্র প্রভৃতির নাম করে এই ভণ্ড প্রতারকেরা গেরুয়া বসনে কেউ চৈতন্য প্রভু বা রজনীশ সেজে বা মাথায় ফেট্টি বেঁধে 'টুথ পেস্ট'-এর বিজ্ঞাপনের কায়দায় দাঁত বের করে এমন আশঙ্কাপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তার সমাধান করতে সাধারণ মানুষরা ওই ভণ্ডদের কাছে আর্থিক বা মানসিকভাবে সর্বস্বান্ত হন। এই অপরাধীদের স্থান হওয়া উচিত একমাত্র জেলগারদে।

অঞ্জন চক্রবর্তী, হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২

প্রশাসন কী করছিল

সতর্কটা আরও অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। এ পর্যন্ত নানারকম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু সংখ্যক ঠক-জোচ্চোর জ্যোতিষ, তান্ত্রিক এবং ফেংশুই-এর স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞই মানব-জাতির সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছে, চরম ফুলে-ফেঁপে উঠেছে আর্থিকভাবে। কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেল টাকার বিনিময়ে এদের প্রচারের আলোয় এনে সর্বনাশ করে চলেছে সমাজের। কুসংস্কারের মোড়কে থাকা ওইসব স্বার্থান্বেষী বুজরুকদের দল রাত নেই, দিন নেই, দুপুর-সন্ধ্যে নেই, বিভিন্ন চ্যানেলে বক-বক করে চলে, সব ব্যাপারে যেভাবে জ্ঞানবৃষ্টি বর্ষণ করে চলে দেখলে পা-থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়। প্রশাসন সব দেখেশুনেও নির্বিকার। তবু ভালো, দেরিতে হলেও সম্বিত ফিরেছে আমাদের।

সৌমিত্র মজুমদার, পঃ বঙ্গ দূরসঞ্চার কার্যালয়, ৮ রেডক্রস প্লেস, কলকাতা-১

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

জ্যোতিষ বিদ্যাকে পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে বেঁধে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো দৃষ্টতা না দেখানোই উচিত। A little learning is a dangerous things. জ্যোতির্বিদ্যা তখন আর বিজ্ঞানভিত্তিক থাকে না, হাস্যাস্পদ থেকে নামতে নামতে অপরাধ বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়।

ডাঃ নীলকমল বর্মন, ডোমজুড় হাসপাতাল আবাসন, ডোমজুড় হাওড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

গ্রেফতার ঠেকাতে পারলেন

সত্যানন্দ শুনেছিলাম খুব নামী জ্যোতিষী। অন্যের ভবিষ্যৎ বলে দেন, সময় কখন খারাপ যাবে জানিয়ে দেন। কিন্তু তিনি নিজেই যে গ্রেফতার হচ্ছেন, এই তথ্যটুকু গণনা করে ধরতে পারলেন না কেন? কেন পাথর পরে গ্রেফতার এড়ালেন না?

অভিষেক দাস, একডালিয়া রোড, কলকাতা

টাকা দিয়ে স্লট কেনেন

যেসব জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ফেংশুই বিশেষজ্ঞদের দেখি টিভির পর্দায় বসেন, তাঁরা যদি নিজেরা টাকা দিয়ে স্লট না কিনতেন, তা হলে কি চ্যানেল থেকে তাঁদের ডাকত? নিশ্চয়ই ডাকত না। নিজেদের ঢাক নিজেদের পেটাতে হয়, এরা কেমন বিশেষজ্ঞ?

সমীরণ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কল-৭৬

জেলেও জায়গা হবে না

জ্যোতিষীরা শীঘ্র ভিআরএস নিয়ে বাড়িতে বসে আরাম করুন। নতুবা জেলখানায় জায়গা হবে না। বহুদিন ধরে এই অপবিজ্ঞান, শাস্ত্র ও হিন্দুধর্মের দোহাই দিয়ে রমরমা ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে। মানসিক কারণে অসুস্থতা ও সামাজিক কারণে অশান্তি আমাদের সমাজের বিরাট সংখ্যক মানুষকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে চলেছে। আর জ্যোতিষীরা আংটি, তাবিজ দিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক কিছুটা আত্মবিশ্বাস এনে দিচ্ছে (ইংরাজিতে একে বলে প্লাসিবো ট্রিটমেন্ট) এবং আখেরে সর্বস্বান্ত করে দিচ্ছে। পাথরে ভাগ্য পাল্টায় না। যারা নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্য টিভি চ্যানেল ভাড়া করে, তারা অপরের ভাগ্য পাল্টাবে কী করে? এ তো সাধারণ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সমস্ত জ্যোতিষ চ্যানেল তুলে দিয়ে বিজ্ঞান ও সাধারণ চিকিৎসার অনুষ্ঠান করা উচিত।

সুচেতনা পাল, পাতিপুকুর, দিঘিরপাড়

এরা বড় প্রতারক

গত ১৫ মার্চ ২০০৫ তারিখের 'সংবাদ প্রতিদিন' থেকে জ্যোতিষ তন্ত্র ও ফেংশুই বিশেষজ্ঞদের প্রতারণা বন্ধ করার লক্ষ্যে সংগঠিত হওয়া আন্দোলন সম্পর্কে যে সংবাদ পেলাম তা জেনে ভীষণই ভালো লাগছে। যুক্তিবাদীরা এ কথা বহুবার প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যে যত বড় জ্যোতিষী সে তত বড় প্রতারক। তাঁরা বিভিন্ন আইন উল্লেখ করে এ সম্পর্কেও আমাদের অবহিত করেছেন যে, তাবিজ-কবচ দিয়ে রোগ-সারানোর দাবি করাটাই বেআইনি। পেশার প্রতারকদের প্রতারণা বন্ধ করার জন্য কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক। নতুবা পশ্চিমবঙ্গের 'প্রগতিশীল' ভাবমূর্তি যথেষ্ট পরিমাণে কালিমালিপ্ত হবে।

অনিন্দ্যসুন্দর মণ্ডল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ২৩ মার্চ ২০০৫ বুধবার ৯ চৈত্র ১৪১১ ২.০০ টাকা দশপাতা

আইন প্রয়োগের আগেই বন্ধ হোক চ্যানেল ভাগ্য গণনা : আইনমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : কেব্‌ল চ্যানেলগুলির উদ্দেশে অবিলম্বে জ্যোতিষ, ফেংশুই এবং 'ডাঃ' তকমাধারী বিকল্প চিকিৎকদের অনুষ্ঠান বন্ধ করতে আহ্বান জানালেন রাজ্যের আইনমন্ত্রী নিশীথ অধিকারী। মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভা ভবনে তিনি বলেন, "আইনি দিক আমরা খতিয়ে দেখছি। আইনে যে ব্যবস্থা দরকার, তা আমরা নেব। কিন্তু তার আগে কেবল চ্যানেলগুলির কাছে অনুরোধ করছি তাঁরা এধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করুন। যেভাবে জ্যোতিষ, ফেংশুই-রা বসে পাথর বা খেলনা দিয়ে ভাগ্য বদল বা রোগ- সারানোর কথা বলছেন, এটা চলতে পারে না। আইনের চোখে এভাবে রোগ-সারানোর কথা বলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই সঙ্গে বন্ধ হোক তদন্ত চলাকালীন কোনও ঘটনা নিয়ে সিরিয়াল দেখানো।" আইন দফতর সূত্রের খবর, এঁরা চ্যানেলগুলির ক্ষতি চান না বলেই আইনি পথে এগোনোর আগে মৌখিক আবেদন রাখছেন। এদিকে যেসব চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে ঢালাও জ্যোতিষ ব্যাবসা চলছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে সিটিভিএন, সিটিভিএন টু, ফরচুন, চ্যানেল ভিশন, এটিএন কলকাতা, সোনার বাংলা, সৃষ্টি, আমার চ্যানেল ইত্যাদি। এর মধ্যে সোমবার একটি চ্যানেলে শ্রীজয়ন্ত নামে এক জ্যোতিষ নিজেই বাকিদের বিরুদ্ধে কামান দাগেন। তিনি বলেন, "অনেকেই বিশেষজ্ঞ সাজতে নিজেদের নামের আগে বা পরে আদি, আসল, শাস্ত্রী, মা, মহারাজ, গোল্ড মেডেলিস্ট—এসব ব্যবহার করেন। এদের জন্যই জ্যোতিষ শাস্ত্র ধাক্কা খাচ্ছে। কোনওদিন দেখব শ্রীজয়ন্ত বিখ্যাত হলে সেই ব্র্যান্ড ভ্যালু ব্যবহার করে ব্যাবসা করার জন্য অন্য কেউ শ্রীজয়ন্ত (আসল) নাম নিয়ে নেমে পড়বেন।" অর্থাৎ শ্রীজয়ন্তের কথাতেই বোঝা গিয়েছে কত বুজরুক টিভির পর্দায় ভাগ্য-ভণ্ডামি চালাচ্ছে। গত ক'দিনে প্রবল চাপের মুখে এরা অবশ্য পাল্টা আক্রমণের চেষ্টাও চালাচ্ছেন। স্বীকৃত ডাক্তারির বাইরে বেআইনিভাবে 'ডাঃ' শব্দ ব্যবহারকারী এক দম্পতি অনুষ্ঠানে এক মহিলাকে বসিয়ে দেখাতে গিয়েছিলেন তাঁর সমর্থক। হাস্যকরভাবে সেই মহিলা বলেছেন, "এসব ঠিক না ভুল জানি না। এঁকে ভালো লাগে বলে যোগাযোগ করি।" অর্থাৎ এই হচ্ছে আইনি স্বীকৃতির নমুনা। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, কোনও চ্যানেল যদি বারবার বলা সত্ত্বেও এসব চালায় এবং নানাভাবে 'লবি' করে, আমরা কড়া হতে বাধ্য হব। জ্যোতিষদের অনুষ্ঠানের গটআপ সঞ্চালকরাও যদি এতে মদত চালান তাহলে প্রচারে সহযোগী হিসাবে এদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থার পথ খোলা থাকছে। কেবল চ্যানেলগুলির নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে। প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিজেদের বক্তব্য বলছেন তাঁরা। এদিকে ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি কয়েকদিনের মধ্যেই ভাগ্য-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রাজপথে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বড় এবং তীব্রতর চেহারায় হতে চলেছে আন্দোলন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

Hindustan Times

Thursday, Maurch 24, 2005, Lucknow

Bengal moves to ban astrology on TV

Indo-Asian News service, Kolkata, March 23 : WEST BENGAL is moving to fight a proliferation of television programmes on astrology and feng-shui that promise anything from controlling fate to curing diseases.

An assortment of selfprofessed prophets, fortune-tellers, godmen, oracles, mystics and seers are seen on Bengali TV channels, and their programmes are believed to have a large following.

Viewers call into these interactive programmes to know their fate and future, and most of these astrologers rattle off what's in store for the callers.

"This hypocrisy has to stop," said Nisith, Adhikary, the law minister of the communist-ruled West Bengal.

These programmes on astrology and pseudospiritualism came in for sharp criticism this month after one of the popular godmen asked his followers on TV to confront rationalists and said their leader should be shot.

The soothsayer was arrested for publicly issuing death threats. After an investigation it was found that he sold rings worth a mere Rs. 15 for Rs. 5,000 as miracle rings to unsuspecting disciples.

The man, always dressed in saffron and wearing reams of beads like a traditional Hindu-holy man, owns prime properties and even a small aircraft.

The incident prompted the state government to step in. Adhikary has for now urged the TV channels to stop airing programmes featuring godmen and astrologers.

"We are considering whatever legal measures there are to be taken. But we would like the channels to desist from airing such bogus programmes," said Adhikary.

Officials say some programmes are outright dangerous because these astrologers say discouraging things about prople's lives.

The government has warned that many of the godmen and oracles on TV ran the danger of being arrested because they were even prescribing "medicines and panacea" that had no scientific basis.

The astrologer community in the state has been rattled. While some are talking about a counter attack, others are blaming one another.

The government has warned that it could even arrest those who assist in airing programmes of dubious godmen.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ২৪ মার্চ ২০০৫ বৃহস্পতিবার ১০ চৈত্র ১৪১১ ২.০০ টাকা দশপাতা সঙ্গে খেলার দুনিয়া

'অভিযোগ জানান, ব্যবস্থা নেব'

স্টাফ রিপোর্টার : শহর ও শহরতলিতে ছড়িয়ে থাকা সততার মুখোশধারী ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাধারণ মানুষকেই সবচেয়ে বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন কলকাতা পুলিশের ডিসি-সদর রণবীর কুমার। জ্যোতিষীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে পুলিশ। প্রয়োজন হলে অভিযোগকারীর নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের নাম ও পরিচয়ও গোপন রাখা হবে বলে ডিসি-সদর পরিষ্কার জানান। ডিসি সদরের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান জ্ঞানবন্ত সিং জানান, নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর পেলেই আমরা প্রয়োজন মতো জাল জ্যোতিষীদের উপর সাদা পোশাকের গোয়েন্দা তদন্তও চলবে। তবে এর জন্য পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও একটা সামাজিক দায়িত্ব থাকে বলে পুলিশ কর্তারা মনে করেন। তাঁরা স্পষ্টই জানান, "কোথায় কোন জ্যোতিষী লোক-ঠকানোর ব্যাবসা ফেঁদেছে সেই খবর আমাদের কাছে পৌঁছে দিন। আমরা সেই ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।"

ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের কথা কিছুদিন আগেই বিধানসভায় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ জারির পরেই জ্যোতিষীদের ভণ্ডামির বিষয়ে সতর্ক হয় রাজ্য ও কলকাতা পুলিশ। সতর্ক হন রাজ্যের গোয়েন্দা কর্তারাও। এ বিষয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি-সদর রণবীর কুমার বুধবার জানান, "জ্যোতিষচর্চার বিষয়টা পুরোপুরি মানুষের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। অন্ধ বিশ্বাসে মানুষ জ্যোতিষীদের কাছে ছোটেন। মানুষের এই সরল মানসিকতা ও বিশ্বাসকে দুর্বলতা জেনে অধিকাংশ ভণ্ড জ্যোতিষীই তাদের সঙ্গে প্রতারণা করে। এটা বড় ধরনের জালিয়াতি ও মারাত্মক অপরাধ। ধরা পড়লে ও দোষ প্রমাণিত হলে আদালতে ভণ্ড জ্যোতিষীদের সাজাও হতে পারে।" ডিসি-সদর রণবীর কুমার জানান, মানুষ এখনও জ্যোতিষের উপর নির্ভরশীল। তার উপর জ্যোতিষীদের পোষা লোকজনের ভয়ে অনেক মানুষ প্রতারিত হয়েও পুলিশের কাছে মুখ খুলতে চান না। এতে আমাদের কাজের সমস্যা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধৃত জ্যোতিষীর বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে যেতে চান না অনেকেই। এর ফলে গ্রেফতার হলেও সাক্ষীর অভাবে জালিয়াত জ্যোতিষীরা আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। পুলিশি তদন্তও ব্যাহত হয়। তাই ডিসি সদরের আবেদন, শুধু পুলিশ নয়, ভাগ্য-ভণ্ডামি রুখতে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রতিদিন

কলকাতা ২৯ মার্চ ২০০৫ মঙ্গলবার ১৫ চৈত্র ১৪১১ ২.০০ টাকা দশ পাতা

মহানগরের ভাবনা

ভাগ্য গণনা নিয়ে যেভাবে বিভিন্ন চ্যানেলে চ্যানেলে মিথ্যাচার চালাচ্ছেন এক শ্রেণির জ্যোতিষী তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন জনপ্রতিনিধিসহ মুখ্যমন্ত্রীও। এই ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমগুলিও প্রতিবাদে সরব। রাজ্যের ছাত্র-যুবরাও দলমত নির্বিশেষে এই প্রশ্নে এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশে রয়েছেন বিশিষ্ট মানুষজনও। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর পাঠকরাও প্রতিবাদে কলম ধরেছেন।

ভণ্ডামি এবার বন্ধ হোক

আলোক, যা থেকে আলোর উৎস তা জ্যোতিষ্ক। মহাকাশে জ্যোতিপুঞ্জের অবস্থান, আকার গতি, পথ নির্ণয় যে বিশেষ জ্ঞান তা জ্যোতির্বিজ্ঞান। বর্তমানে পদার্থ- বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং বিদ্যালয়ে পাঠ্য। 'জ্যোতিষ' বেদেরই ষড়াঙ্গের অন্যতম। 'বেদ' শব্দটি বিদ্ ধাতুর উত্তর 'ঘঙ' প্রত্যয় যুক্ত করে করণ ও অধিকরণ কারকে নিষ্পন্ন হয়। বিদ্ ধাতুর অর্থ—বিদ—জ্ঞানে-বিচারণে সত্তায়াম-বিদহ-লাভে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিচার, লাভ এবং সতার্থ। অতএব 'বেদ' জ্ঞান ও বিজ্ঞানে এবং তাহার অঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান। গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান গতিপথ নির্ণয় বিজ্ঞানশাস্ত্র। ২। ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) যাহাগ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয়পূর্বক মানুষের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচার-বিদ্যা। এই বিজ্ঞানকে যেসব ভণ্ড জ্যোতিষী কলুষিত করছেন, মাজের বিভিন্ন মানুষকে বিভ্রান্ত করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করছেন, সমাজকে শোষণ এবং পঙ্গু করছেন ওইসব ভণ্ড জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

পণ্ডিত তপনকুমার ভট্টাচার্য, বেদাধ্যায়ী, গ্রাম ও ডাক : বানাপুর, হাবড়া

চ্যানেলে মিথ্যাচার বন্ধ হোক

বিভিন্ন চ্যানেল ও পত্রিকাগুলো থেকে আমরা ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক কিছু শিক্ষালাভ করে থাকি। সেখানে এই চ্যানেলগুলোতে যদি ২৪ ঘণ্টাই ওইসব জোচ্চর, ভণ্ড জ্যোতিষীদের মিথ্যে বড় বড় বাণী বা অঙ্গভঙ্গি দেখতে হয়, তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মানসিক দিক দিয়ে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলবে। এই মিথ্যে স্তোক বা আশার উপর নির্ভর করে তারা জীবনের পথে কোথায় তলিয়ে যাবে সেটাই ভাবার। তাই একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসাবে আমার আবেদন এই মুহূর্ত থেকে এই চ্যানেলগুলোতে এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর প্রোগ্রাম বন্ধ করে দেওয়া হোক।

অর্পিতা হালদার, ইছাপুর, সাবেরপাড়া, ২৪ পরগনা (উঃ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অবিবাহিত অথচ পুত্র অসুস্থ

বিভিন্ন কেবল চ্যানেলে জ্যোতিষীরা যেসব অনুষ্ঠান করছেন সেগুলোর বিপক্ষে আমি। অনলাইন লটারির বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কোটিপতি হতে চেয়ে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অনেকে ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যাও করেছেন। এই বুজরুকিও অবিলম্বে বন্ধ করুন এটাই আমাদের অনুরোধ। জ্যোতিষবিদ্যা অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত। কেব্‌ল চ্যানেলে যেটা হচ্ছে তা বিজ্ঞানসম্মত নয়। শুধুমাত্র একটা ফোন করলেই ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছেন যেসব 'স্বঘোষিত' জ্যোতিষী তাঁরা ভণ্ড, প্রতারক। প্রমাণ নিয়েছিলাম আমি নিজেই। আমাকে বলা হল সন্তানের শারীরিক অসুস্থতা, স্ত্রীর পথদুর্ঘটনার আশঙ্কা, অথচ আমি অবিবাহিত।

সুনীল মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, শব্দের ঝংকার, হাওড়া-৬

এরা তো রক্তচোষা পরজীবী!

প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসংখ্য চ্যানেলে কিছু কিম্ভূত বেশ-ভূষার শয়তান জ্যোতিষী, ফেংশুই, বাস্তু ইত্যাদি নিয়ে প্রতারণা করে চলেছে, এরা কারা? এরা রক্তচোষা পরজীবী। অসহায় মানুষের অনিশ্চিত 'ভবিষ্যৎ ভয়'-কে (প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'ভয়টা' এদেরই সৃষ্টি) গণ্য করে এক-একটা সংসারকে গ্রাস করে চলেছে। যদিও আমরা জানি আইন অনুযায়ী এইসব পেশা (স্মাগলিং, নারীপাচার, জ্যোতিষ, জালনোটের ব্যাবসা), বেআইনি (বৃত্তিকর দেওয়া যায় না) তবুও এসব রমরমিয়ে চলছে, পার্থক্য শুধু এটুকুই অন্য পেশার লোকেরা মুখ লুকিয়ে চলে। আইনকে ভয় পায়। আর এরা প্রতারক হয়েও সমাজের সম্মানীয়, উঁচুমহলে মেলামেশা করে। প্রশাসনকে অনুরোধ, এই শয়তান ও তাদের সহযোগী প্রতারক, চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অরূপ সেন, দেবীতলা রোড, ইস্ট ইছাপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

ছেলের উন্নতি হবে পাঁচ হাজারে

আমি এক জ্যোতিষী/তান্ত্রিকের কাছে আমার সন্তানের জন্য যাই। তিনি বলেছিলেন বছর তিনেকের মধ্যে আমার ছেলে এমন একটা উন্নত স্থানে যাবে যেটা আমি কল্পনা করতে পারব না। তবে একটা ফাঁড়া আছে যার প্রতিকার একটি যজ্ঞ। তার জন্য ৫৫০০ টাকা দিতে হবে। অবশ্যই একটা তাবিজের বিনিময়ে। স্বভাবতই ছেলের মঙ্গল কামনার জন্য আমি সর্বসাকুল্যে ৪৫০ টাকা অগ্রিম দিই। সত্যি, সবটা মিথ্যা ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়। কোনও ক্ষমতা যদি থাকত তা হলে চারদিকে বিপদগুলোকে বিনষ্ট করতেন। 'সংবাদ প্রতিদিন' আমার চোখ খুলে দিল।

বিতান মুখোপাধ্যায়, আন্দুল, হাওড়া

বাবাজিদের লালসার শিকার

এই ব্যবসায়িক অনুষ্ঠানটি হতাশাগ্রস্ত মানুষকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সমস্যা জর্জরিত অসহায় মানুষেরা ওই সমস্ত স্ব-ঘোষিত বাবাজি-মাতাজিদের লালসার শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে বা নেই সেই বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, যাঁরা মনে করেন, জ্যোতিষ একটি শাস্ত্র এবং কোনও সৎ, নিষ্ঠাবান জ্যোতিষীর দ্বারা তাঁরা কোনওভাবে উপকৃত হয়েছেন তাঁদেরও সমস্ত প্রতিবাদী মানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই ধরনের ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত।

অমলেন্দুশেখর সান্যাল, নৈনান পাড়া লেন, বরাহনগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সে কী মিথ্যানন্দ গণৎকার!

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী বা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী দুর্বল মনের মানুষের সংখ্যা আজও এ দেশে অগণিত। আর এসব দুর্বল মনের মানুষদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে জ্যোতিষী তান্ত্রিক বাবাজি-মাতাজিরা তাদেরকে যথেচ্ছভাবে ঠকিয়ে চলেছে। এমনকী কেব্‌ল টিভি চ্যানেল ভাড়া পর্যন্ত করে কিছু চরমতম প্রতারক তাদের ঠগবাজি কারবার রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে হাসছ কেন?

হাততালি দিচ্ছ কেন পিছনে তার? লোকটা কে হে? সে কী মিথ্যানন্দ গণৎকার!

লাবু (স্বপন) ঘোষ, বিদ্যাসাগর রোড, হাবড়া

খেলা ভাঙার খেলা

অধিকাংশ বেসরকারি চ্যানেল জ্যোতিষীদের আখড়া চলছে চুটিয়ে জ্যোতিষী। কার সাধ্য দেবে বাগড়া। বুজরুকি, ভণ্ডামি, শঠতার পাহাড়, দেখেশুনে গা-জ্বলে বন্ধ করি আহার। অনেক হয়েছে আর নয়, এবার থামাতে হবে, এসেছে সময়। চটজলদি ভাগ্য নয় গণনা এক্কেবারে ভেক ভাঙতে হবে এদের শক্তপোক্ত ঠেক।

দেবাশিস চক্রবর্তী, গ্রিন পার্ক, বেহালা

THE TELEGRAPH

THURSDAY 31 MARCH 2005

TV healing alert

A STAFF REPORTER

Calcutta, March 30 : Television programmes on astrology, Feng-shui and herbal remedy might soon be pulled off air, if the government has its way.

Health minister Surjya Kanta Mishra said : "We are seeking legal opinion to check whether these programmes, which might create confusion in the minds of people, can be stopped completely." He added that the campaign against those claiming to heal people with medicines not recognised by the government will be stepped up.

While the Cenre recognises only four branches of medicine–allopathy, ayurveda, unani and homoeopathy–the state has given its nod to acupuncture, naturopathy and yoga.

"We are evaluating the scenario every day and will definitely step up our campaign against illegal forms of treatment," said C.R. Maiti, the director of medical education. Hydrotherapy, magnetotherapy and reiki are some forms of treatment that are not recognised by the state government.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

THE TELEGRAPH

TUESDAY 5 April 2005

METRO

THE CITY DIARY

Cable channels bar astrology

Six major local cable channels joined hands on Monday to announce that they would stop airing astrology, Feng-shui and other "unscientific" programmes.

"We did not want to air these programmes but were forced to as they generate significant revenue," admitted Abhijit Dasgupta, of the West Bengal Association for Better television Broadcast, an umbrella organisation of Bangla Ekhon, ATN, Taaza TV, Spandan, Sristi and Sonar Bangla.

Chief miniser Buddhadeb Bhattacharjee had recently expressed concern over the astrology programmes aired on local cable channels. He also announced that the law department would examine whether the channels could be prosecuted.

According to the forum, multi-system operators (MSOs) are to be blamed, as they charge exorbitant rates–between Rs. 1 lakh and Rs. 4 lakh–as "carriage fee" for placing the channels on their networks.

"It is difficult for us to pay so much and we have written to the chief miniser for intervention. We are planning to stop all such programmes *Poila Boisakh* onwards," Dasgupta said.

The forum is also trying to negotiate with MSOs for uniform placement rates for all cable channels.

আজকাল

বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১১ মঙ্গলবার ২২ চৈত্র ১৪১১ বঙ্গাব্দ ৫ এপ্রিল ২০০৫ কলকাতা

মাশুল কমাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা
বৈশাখ থেকে জ্যোতিষ বন্ধ ৬ কেব্‌ল-এ

আজকালের প্রতিবেদন : পয়লা বৈশাখ থেকে জনস্বার্থ বিরোধী অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষচর্চা, ফেংশুই, রেইকি জাতীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করবে ৬টি কেব্‌ল চ্যানেল বাংলা এখন, এ টি এন কলকাতা, সৃষ্টি, স্পন্দন, সোনার বাংলা ও তাজা টিভি। মাল্টি সার্ভিস অপারেটর (এম এস ও)-দের মাশুল বৃদ্ধির নিত্যনতুন দাবিতে তাঁরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন, জানালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন ফর বেটার টেলিভিশন ব্রডকাস্ট-এর সভাপতি ও 'বাংলা এখন'-এর কর্ণধার অভিজিৎ দাশগুপ্ত। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁরা পাশে চান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে, জানান অভিজিৎবাবু। মাশুল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এম এস ও-রা স্বচ্ছ নীতি গ্রহণ করলে তাঁরা জনস্বার্থ বিরোধী অনুষ্ঠান বন্ধ করতে উদ্যোগী হবেন বলে জানান অভিজিৎবাবু। এম এস ও-রা সহযোগিতা না করলে মাশুল বৃদ্ধির চাপে কেব্‌ল চ্যানেলগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে জানান তিনি। কন্ডিশনাল অ্যাকসেস সিস্টেম (ক্যাস) চালু হলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব বলে জানান অভিজিৎবাবু। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করে দুটি চিঠি লেখা হয়েছে বলে জানানো হয় সংগঠনের পক্ষে। সোমবার বিকেলে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎ দাশগুপ্ত, তপন রায়, পান্নালাল দত্ত, আশিস চক্রবর্তী, অশোক আগরওয়াল ও বিপিন নায়ার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

চ্যানেলে বসে ভাগ্য পাল্টাবার বিধান দিলে কড়া সরকারি ব্যবস্থা

টিভিতে কোনও জ্যোতিষী বসলেও ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারবেন না। সমস্যা সমাধানের জন্য কোনও ব্যবস্থার বিধান দিতে পারবেন না। পাথর, মাদুলি, তাবিজ বা মন্ত্র-তন্ত্র চলবে না। ফেংশুইং-এর নামে পুতুল-টুতুল দিয়ে ভাগ্য পাল্টাবার বিধান দিতে পারবে না। এমনটি কেউ করছে অভিযোগ এলেই পুলিশ ওই জ্যোতিষী ও চ্যানেল মালিককে গ্রেপ্তার করবে। পুলিশের তরফ থেকে এমন নির্দেশ জারি হওয়ার পর জ্যোতিষী ও তাদের চ্যানেলগুলো ছিল বাঘ, হুলো, বিড়াল।

জ্যোতিষীদের যে গণ্ডাখানেক কেব্‌ল চ্যানেল টিমটিম করে চলছে, তাতে জ্যোতিষী আছে তো সমস্যা সমাধানের উপায় নেই। জ্যোতিষীরা প্যান-প্যান করে বলে চলেছে, বুধ সপ্তমে থাকলে অমুক হয়, মঙ্গল অষ্টমে থাকলে তমুক। আরে বাবা ও'সব জ্যোতিষশাস্ত্রের কচ্‌কচানি কে শুনতে চায়! অতএব দর্শক সংখ্যা ধু-ম্ করে তলানিতে নেমেছে জ্যোতিষীদের আয় পড়েছে। কেবল টিভির ভাড়া কমেছে। এমনকী পত্রিকার বিজ্ঞাপন রেট প্রায় অর্ধেক হয়েছে-শুধু জ্যোতিষীদের জন্য।

কেবল চ্যানেলে বসে ভাগ্য পাল্টাবার বিধান দেওয়া বন্ধ করতেই জ্যোতিষীদের ভাগ্যে নেমে এল বিপর্যয়। কোনও রত্ন, মাদুলি, মন্ত্রের সাধ্য হল না এই বিপর্যয় সামলানোর।

জ্যোতিষীদের বৃত্তিকর বাতিল করল যুক্তিবাদী সমিতি

সত্যানন্দের ভাণ্ডাফোঁড় করতেই কোণঠাসা সত্যানন্দ সাংবাদিকদের ডেকে জানালেন, তিনিই একমাত্র জ্যোতিষী যিনি নিয়মিত বৃত্তিকর দেন। বৃত্তিকর দিয়ে পাওয়া সার্টিফিকেট হাতে তুলে দেখালেন।

এতেই কাল হল। বিষয়টা জেনে জোগাড় করলাম বৃত্তিকর দিয়ে পাওয়া 'সার্টিফিকেট অফ এনরোলমেন্ট'-এর জেরক্স কপি। অর্থাৎ বৃত্তিকরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট-এর জেরক্স কপি।

১৯.১০.২০০৫ ডেপুটি কমিশনার, প্রফেশন ট্যাক্স অফিস, হেডকোয়ার্টার, কলকাতা-র ঠিকানায় একটি চিঠি দিলাম ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। চিঠির বয়ানের বাংলা তর্জমা এখানে তুলে দিলাম—

প্রতি
ডেপুটি কমিশনার ১৯.১০.২০০৫
প্রফেশন ট্যাক্স অফিস
হেডকোয়ার্টার, কলকাতা

প্রিয় মহাশয়,

আমরা যতটুকু জানি, বৃত্তিকর যারা দিতে পারবেন তাঁদের তালিকায়, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, তান্ত্রিক ইত্যাদি পেশার নাম নেই। আমরা এই দেখে বিস্মিত যে আপনার ডিপার্টমেন্ট আচার্য সত্যানন্দের কাছ থেকে বৃত্তিকর নিয়েছে এবং তাঁকে বৃত্তিকরে নাম অন্তর্ভুক্তির একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সার্টিফিকেট দিয়েছে। সত্যানন্দের জ্যোতিষী হিসেবে বেআইনি পেশা চালাবার ঠিকানা ৮৬/১/৯ টাকি রোড, নর্থ কাজিপাড়া, বারাসাত, ২৪ পরগনা (উত্তর)। সার্টিফিকেটটি ইস্যু করা হয়েছিল ৮ মার্চ ২০০৫ সালে। ইস্যু করেছিলেন প্রফেশন ট্যাক্স অফিসার নবীনকৃষ্ণ সাহা, WBCU-V, বারাসাত, ২৪ পরগনা (উত্তর)।

আমি এই চিঠির সঙ্গে সার্টিফিকেট অফ এনরোলমেন্ট-এর একটি প্রতিলিপি পাঠালাম।

3264 dated 19/10/2005

BHARATIYA BIGYAN O YUKTIBADI SAMITI

(SCIENCE AND RATIONALISTS' ASSOCIATION OF INDIA)
Society Registration No. S / 63498 of 1989-90
Regd. Office : 72/8 Debinibas Road, Kolkata-700 074
Phone : 2559 0435, 2521 6270, Fax : (091)(33) 2551 3635
Kolkata Office & Study Circle : 33A, Creek Row, Kolkata-700 014, Ph: 2216 6405
The members of the Executive Committee are available at the study circle on Sat. between 2 PM to 5 PM
Website : (1) www.humanists.net/aviji/prabir, (2) www.mukto-mona.com (Bangla website)

RECEIVED

Date: 19·10·2005

To
The Deputy Comissioner,
Profession Tax Office
Headquarter, Kolkata

Dear Sir,

According to our knowledge, there is no name of *Astrologers, Astropalmists, Tantriks*, etc., in your list of profession tax-payers. However we were surprised to find that your department has accepted profession tax and issued certificate of enrolement to Acharya Satyananda, who operates from 86/1/9, Taki Road, North Kajipara, Barasat, 24PGS(N) as *Astruloger (Jyotish)*.
This certificate was issued on 8 March 2005 by Nibir Krishna Saha, Profession Tax Officer, WBCU-V, Barasat, 24 PGS(N).

I am enclosing copy of his certificate of enrolement.

I kindly appeal to you to immediately cancel his certificate of enrolement, which is illegal.

Prabir Ghosh

Prabir Ghosh
General Secretary

- **ADVISERS**
  Alokananda Gupta
  Avijit Roy
  Bratati Mukherjee
  Chandreseekhar Bhattacharya
  Dr. Debnath Chatterjee
  Dr. Dipankar Mukherjee
  Dr. K. L. Narayanan
  Dr. Sandip Pal
  Dr. Santosh Sarkar
  Dr. Saroj Ghosh
  Dr. Tapas Saha
  Mrinal Kanti Ghosh Dastidar
- **LEGAL ADVISERS**
  Bikash Ranjan Bhattacharya
  Dilip Gupta
  Geetannath Ganguly
  Md. Gulam Rasul
  Prevat Pal
  Rampt Ram
  Sourav Ganguly
- **PRESIDENT**
  Sumitra Padmanabhan
- **VICE PRESIDENT**
  Kajal Bhattacharyya
  Kajal Sen
  Subodh Sutradhar
  Sourav Deagupta
- **GENERAL SECRETARY**
  Prabir Ghosh
- **JOINT SECRETARIES**
  Anyen Chakraborty
  Bosaha Chatterjee
  Rana Hazra
  Sanjoy Karmakar
- **TREASURER**
  Anan Chatterjee

International Rationalists' Day 1 March

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আপনার কাছে অনুরোধ, যত দ্রুত সম্ভব এই বেআইনি ভাবে ইস্যু করা সার্টিফিকেট অফ এনরোলমেন্টটি বাতিল করুন।

প্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক

উত্তরে ডেপুটি কমিশনার জানালেন:—

মেমো নং ১৩০৫ পিটি তারিখ : ২৫ নভেম্বর ২০০৫
থেকে :
শ্রীসুগত ভট্টাচার্য
ডেপুটি কমিশনার
প্রফেশন ট্যাক্স (হেডকোয়ার্টার)

প্রতি
শ্রীপ্রবীর ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৩৩ এ, ক্রিক রো, কলকাতা-৭০০০১৪
বিষয়: আচার্য সত্যানন্দকে দেওয়া এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট
রেফারেন্স: আপনার ১৯.১০.২০০৫ এর দেওয়া চিঠি।

প্রিয় মহাশয়,

উপরে উল্লেখ করা আপনার চিঠির উত্তরে আমি জানাচ্ছি ওই এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট ভুল করে ৮ মার্চ ২০০৫-এ ইস্যু করা হয়েছিল। অধিকারী প্রফেশন ট্যাক্স অফিসার ৩১ অক্টোবর ২০০৫ একটি আদেশ বলে ওই এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট বাতিল করেছেন।

আপনার আস্থাভাজন
সুগত ভট্টাচার্য
ডেপুটি কমিশনার
প্রফেশন ট্যাক্স, হেডকোয়ার্টার

চৌর্যবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তির মতোই জ্যোতিষবৃত্তি-ও যে একটা বেআইনি পেশা—এটা আমরা প্রমাণ করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF COMMERCIAL & PROFESSION TAX,
14, Beliaghata Road, Kolkata - 15.

Memo No. 1305 PT Dated, 25th November, 2005.

From :
Shri Sugata Bhattacharyya,
Deputy Commissioner,
Profession Tax (Hqr.)

To
Shri Prabir Ghosh
General Secretary
Bharatiya Bigyan O Yuktibadi Samiti
33A Creek Row, Kolkata-700014

Sub; Issue of Enrolment Certificate to Acharya Satyananda.
Ref: Your letter dated 19.10.2005

Dear Sir,

In response to your letter referred to above, I would like to state that the aforesaid Enrolment Certificate, which was erroneously issued on 8th March, 2005 has been cancelled by the appropriate Profession Tax Officer by an order dated 31st October, 2005.

Yours truly,

(Sugata Bhattacharyya)
Deputy Commissioner,
Profession Tax, Head Quarter

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মনীশ রায়চৌধুরী
জয়দীপ মুখার্জি
প্রশান্ত মণ্ডল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : এক

কিস্যা অক্টোপাস পল
বিশ্বকাপ ফুটবলের ভবিষ্যৎ বক্তা

১১ জুলাই ২০১০। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল হবে হল্যান্ড ভার্সেস স্পেনের। ভারতের টিভিতে দেখা যাবে রাত ১২টা থেকে। পল একটি ভবিষ্যৎ বক্তা অক্টোপাস। অক্টোপাস পল জানিয়েছে স্পেন চ্যাম্পিয়ান হবে। পল ইতিমধ্যে প্রচণ্ড নাম করে ফেলেছে। মিডিয়াগুলো প্রচার করে

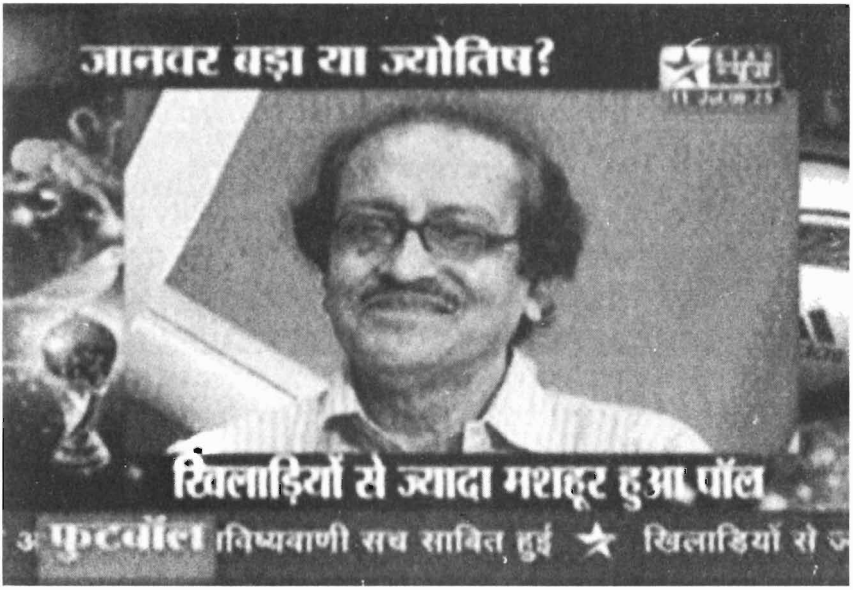

চলেছে—পলের সব ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক হয়েছে। স্টার নিউজ চ্যানেল চার জ্যোতিষী ও চার বিজ্ঞানীকে নিয়ে সেদিন লাইভ প্রোগ্রাম করল রাত ৯টা থেকে ১০টা।

অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'জানোয়ার বড়া ইয়া জ্যোতিষ? চার জ্যোতিষীই খুবই জনপ্রিয়। প্রায়ই জাতীয় স্তরের টিভি চ্যানেলগুলোকে গ্রহণ থেকে সুনামি—সবেই অংশ নেন। চারজনই জানালেন—কিছু জানোয়ারদের মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে। ওরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়। কচ্ছপ, মাছ, শুয়োর তো হিন্দুদের অবতার। ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বললেন, রবি ও চন্দ্রমার প্রভাবে স্পেনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। জ্যোতির্বিজ্ঞান এ কথাই বলে।

সঞ্চালক জানালেন, পল অতিতে প্রতিটি ভবিষ্যৎবাণী ঠিক করেছে।

আমি পল বিষয়ে বলেছিলাম, অতীতে পল একশো পারসেন্ট ঠিক ভবিষ্যৎবাণী করেছে—কথাটা ঠিক নয়। পলও ভুল করেছিল। ২০০৮ সালের ইউরো কাপের ফাইনালে জার্মানি জিতবে বলেছিল। কিন্তু জিতেছিল স্পেন।

অতএব স্টার নিউজের তরফ থেকে আপনারা বলছেন, পল সব ভবিষ্যৎবাণী ঠিকঠাক করেছে—সেটা সত্যি নয়। পল কীভাবে ভবিষ্যৎবাণী করছিল—আসুন দেখি।

দুটি দলের ফ্ল্যাগ লাগানো বক্স রাখা থাকত জলে। পল যার বাক্সে বসত সেই জিতছে এবারের নকআউট পর্যায়ে।

বললাম, লক্ষ্য করলেই দেখবেন, প্রতিবারই পল বসছে বাঁ দিকের বাক্সে। পলকে এভাবেই

ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এই পল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রকাশ্যে ম্যাচ ফিকসিং করে চলছে। অথচ ধরা যাচ্ছে না। এবার ক্রিকেট ম্যাচের চেয়েও অনেক বড় মাপের ম্যাচ ফিকসিং হয়ে চলেছে, অথচ মানুষ ধরতে পারছে না।

এরপরই জ্যোতিষীদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বললাম, আপনারা যাঁরা দাবি করে চলেছেন, অতীতে আপনারা অসাধারণ সব ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তাঁদের কাছে হাজির করব চারজনকে। তাদের হাত দেখে বলতে হবে আয় ও বিয়ের বয়স। আয় ৫ হাজার টাকা কম বা বেশি বললে আমি হার স্বীকার করে নেব। বিয়ের বয়েসের বেলায় ৫ বছর কম বা ৫ বছর বেশি বললে আমার হার। হারলে আমি দেব ২৫ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি তাদের কাজকর্ম চিরকালের জন বন্ধ করে দেবে।

জ্যোতিষীরা রে রে করে উঠলেন, আপনার ওখানে গিয়ে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে গেলে তো জোর করে হারিয়ে দেবেন।

বললাম, বেশ তো, এই চ্যালেঞ্জের ব্যবস্থা করবে স্টার নিউজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন ১২ জুন আবার রাত ৯টা থেকে ১০টা লাইভ অনুষ্ঠানে আয়োজন করল স্টার নিউজ। এদিকে ১২ জুন বহু চ্যানেলে হইচই। তারা প্রচারে নেমে পড়ল, অক্টোপাস পলকে ট্রেনিং দিয়ে বাঁদিকের বাক্সে বসানো হচ্ছে। হচ্ছে ম্যাচ ফিকসিং। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে টিমগুলো হারছে।

আমি অবশ্য প্রোগ্রামের প্রোডিউসারকে ইতিমধ্যে কথা দিয়েছি, ১২ তারিখের প্রোগ্রামে কিছু নতুন তাস খেলব। জানাব কীভাবে অক্টোপাসকে ট্রেনিং দেওয়া যায়। আর আমার খুব সহজ সরল চ্যালেঞ্জের মুখে জ্যোতিষীরা কীভাবে হারবেন— দেখতেই পাবেন।

আমি স্টুডিওতে গেলাম। কিন্তু বাকি অংশগ্রহণকারীদের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠান বাতিল হল। এমন ঘটনায় আমি অবশ্য একটুও অবাক হইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দুই

কিস্যা জ্যোতিষী বেজান দারওয়ালা

মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মিডিয়া 'গালফ নিউজ'। গালফ নিউজ-এর সাংবাদিক সুরঞ্জনা আমার একটা ইন্টারভিউ করতে চাইলেন ১০ জুন ২০১০-এ। বিষয় : জ্যোতিষী বেজান দারুওয়ালা। আরব দুনিয়া থেকে দুবাই-এর বহু শেখ-এর টাকা খাটে মুম্বাইয়ের সিনেমা, রিয়াল এস্টেটে ও শেয়ার বাজারে। বেজান দারুওয়ালা শেয়ার বাজারের দর নিয়ে আগাম ভবিষ্যৎবাণী বিক্রি করেন ধনি কাস্টমারদের। জ্যোতিষী হিসেবে একটা বিশাল কর্পোরেট হাউজ গড়ে তুলেছেন। ওর কলসেন্টারে ২০০-র বেশি ছেলেমেয়ে কাজ করছেন।

শুরু হল টেলি-ইন্টারভিউ। এই যে এত বিশালভাবে দারুওয়ালা জ্যোতিষ ব্যবসা চালাচ্ছেন—এটাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ওঁকে এটা খোলামেলা চ্যালেঞ্জ করতে চাই। আমার কথা এবার আপনার মোবাইলে রেকর্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
করে নিন। আপনার লেখাটা করে ছাপা হবে?

এক্সপেক্ট করছি ১২ জুন। জানালেন সুরঞ্জনা।

ঠিক আছে। পাঁচটা নামী শেয়ারের নাম আপনার ইচ্ছেমতো ছাপুন। দারুওয়ালাকে বলতে বলুন, ১৭ জুন শেয়ারগুলোর দাম কী হবে তা ১৫ তারিখের মধ্যে আপনাদের পত্রিকাকে জানাতে হবে। ও ঠিক বললে আমি দেব ২৫ লক্ষ টাকা। যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেব। এবার দারুওয়ালা সম্বন্ধে আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি। উনি আহাম্মকের মত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন না। এজন্য আমাকে জ্যোতিষচর্চা করতে হয়নি। সাধারণ জ্ঞান থেকেই একথা বললাম।

—আপনি কি বলতে চাইছেন, যে উনি প্রতারক?

—অবশ্যই। চ্যালেঞ্জ নিলেই ওর প্রতারণার ঢোল ফাটবেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে ধনি জ্যোতিষী ছিলেন আচার্য সত্যানন্দ, ব্যক্তিগত প্লেন, ব্যক্তিগত এয়ারপোর্ট। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল-এর ওয়েবসাইট বা www.srai.org. খুললে আপনি সেই ভিডিও দেখতে পাবেন। কীভাবে ওঁকে জোকার বানিয়েছি। গ্রেপ্তার করিয়েছি। আজ পর্যন্ত ৬০০-র উপর জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি এবং সব জিতেছি। আমার উপলব্ধি, যে যত বড় জ্যোতিষী, তত বড় প্রতারক।

—তাহলে সরকার কেন ওঁদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেন? বেজান দারুওয়ালা একজন গরমেন্ট রেজিস্টার্ড জ্যোতিষী।

—জ্যোতিষী হিসেবে কোন লোককেই সরকার রেজিস্ট্রোন নম্বর দেয় না। দারুওয়ালার কাছে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেই দেখবেন উনি তা দেখাতে পারবেন না। জ্যোতিষীদের ওইসব রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেয় জ্যোতিষ শিক্ষার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এগুলো আদপেই কোন আইনি কলেজ বা ইউনিভার্সিটি নয়। ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন অনুমতি না দিলে কোনও কলেজ বা ইউনিভার্সিটি আইনে স্বীকৃতি পায় না। এইসব বেআইনি সংস্থা রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিলে তাও বেআইনি হয়ে যায়।

সুরঞ্জনা আরও একটা বিষয় মনে রাখবেন, জ্যোতিষী পেশাটাই বেআইনি। বৃত্তিকর যারা দিতে পারেন, তাদের তালিকায় চোর, খুনি, পতিতা বা জ্যোতিষীদের কোনও নাম নেই। আচার্য সত্যানন্দ আমার বক্তব্যের বিরোধিতা করে সাংবাদিকদের ডেকে জানিয়েছিলেন তিনিই একমাত্র জ্যোতিষী যিনি নিয়মিত বৃত্তি কর দেন। জোগাড় করলাম ওঁর বৃত্তিকর দিয়ে পাওয়া 'সার্টিফিকেট অফ এনরোলমেন্ট'-এর জেরক্স কপি।

২৫.১০.২০০৫ ডেপুটি কমিশনার, প্রফেশন ট্যাক্স হেড কোয়ার্টার, যুক্তিবাদী সমিতির জিএস হিসেব আমাকে চিঠি দিয়ে জানালেন ৮ মার্চ ইস্যু করা এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট ২০০৫-এর ৩১ অক্টোবরের আদেশ অনুসারে বাতিল করা হয়েছে। আপনি 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' বইয়ের ৩য় খণ্ডের ৫৩ থেকে ৫৭ পৃষ্ঠায় এইসবের প্রতিলিপি পেয়ে যাবেন।

—আপনি অনুগ্রহ করে ওই পৃষ্ঠাগুলো স্ক্যান করে আমার ই-মেলে পাঠিয়ে দিন।

হ্যাঁ ১৭ জুন গালফ নিউজে খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হল। ওদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হল। মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় খবরটার জেরক্স বিক্রি হল। এবং প্রত্যাশামতো বেজান দারুওয়ালা কিল খেয়ে কিল হজম করলেন।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : তিন

সাধারণ নির্বাচন ২০০৯ নিয়ে সব জ্যোতিষী ফেল

সাধারণ নির্বাচন ২০০৯-এ প্রধান কয়েকটি দল কতগুলো আসন পাবে— জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণী করতে সমিতির তরফ থেকে আবেদন জানানো হয়েছিল। সঙ্গে কয়েকটি নাম দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এঁরা নির্বাচনে কত ভোটে জিতবেন বা হারবেন। ওই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন ডঃ মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধি, লালকৃষ্ণ আদবানি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালুপ্রসাদ যাদব এবং রামবিলাস পাসোয়ান। জয়ী জ্যোতিষীকে দেওয়া হবে ২৫ লক্ষ টাকা। ১১ মে ২০০৯ খবরটা ইমেলে বিভিন্ন মিডিয়াকে জানান হয়। এবং বলা হয় ১৫ মে ২০০৯ রাত ১২ টার মধ্যে ই-মেলে বা লিখিতভাবে নীচের তালিকার যে কোনও একটি

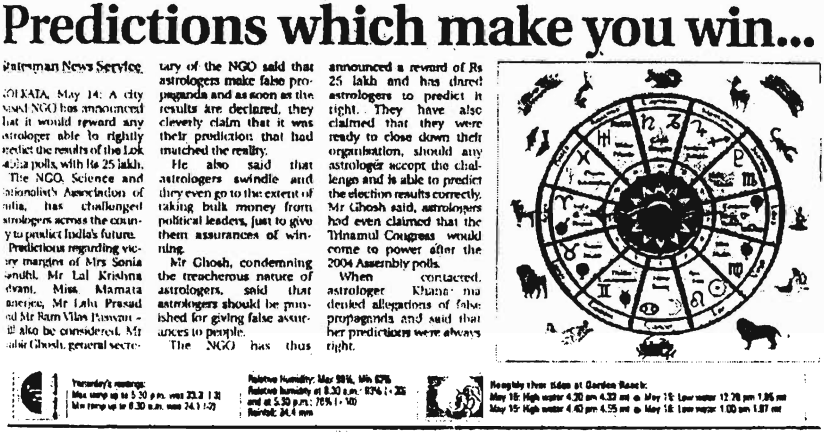

Predictions which make you win...

Statesman News Service

KOLKATA, May 14: A city based NGO has announced that it would reward any astrologer able to rightly predict the results of the Lok Sabha polls, with Rs 25 lakh.

The NGO, Science and Rationality Association of India, has challenged astrologers across the country to predict India's future.

Predictions regarding victory margins of Mrs Sonia Gandhi, Mr Lal Krishna Advani, Miss Mamata Banerjee, Mr Lalu Prasad and Mr Ram Vilas Paswan will also be considered. Mr Tushar Ghosh, general secretary of the NGO said that astrologers make false propaganda and as soon as the results are declared, they cleverly claim that it was their prediction that had matched the reality.

He also said that astrologers swindle and they even go to the extent of taking bulk money from political leaders, just to give them assurances of winning.

Mr Ghosh, condemning the treacherous nature of astrologers, said that astrologers should be punished for giving false assurances to people.

The NGO has thus announced a reward of Rs 25 lakh and has dared astrologers to predict it right. They have also claimed that they were ready to close down their organisation, should any astrologer accept the challenge and is able to predict the election results correctly. Mr Ghosh said, astrologers had even claimed that the Trinamul Congress would come to power after the 2004 Assembly polls.

When contacted, astrologer Khanna has denied allegations of false propaganda and said that her predictions were always right.

সংস্থার কাছে জানাতে হবে। সংস্থাগুলো হলো পি টি আই, ইউ এন আই, এ পি, বি বি সি, আজতক, এন ডি টি ভি ২৪ × ৭, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, দ্য স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, স্টার আনন্দ ও কলকাতা টিভি।

১৫ তারিখ রাতে ১২টা স্থির করার কারণ ১৬ তারিখ ভোটগণনা।

এই চ্যালেঞ্জের খবরটি সংবাদ সংস্থাগুলোর কারণে গোটা দেশের কয়েক শত খবরের কাগজে প্রকাশিত হল। কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করছি। দ্য ইকনমিক টাইমস, মুম্বাই মিরর, দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
স্টেটসম্যান, বর্তমান, প্রতিদিন, একদিন, সংবাদ ইত্যাদি।

আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাবার কারণ হিসেবে জানিয়েছিলাম, নির্বাচনের পর অনেক জ্যোতিষীই বিজ্ঞাপন দিয়ে জানান— তিনি নির্বাচন নিয়ে আগাম সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। যাঁরা এইসব মিডিয়ার কাছে আগাম ভবিষ্যৎবাণী না করে পরে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাজারমাত করতে চাইবেন, তাঁরা স্রেফ প্রতারক। তাঁদের প্রতারণা বন্ধ করতেই এই চ্যালেঞ্জ।

সাড়া পেলাম। তবে বুঝলাম জ্যোতিষীদের সম্রাট সম্রাজ্ঞী-বাঘ-সিংহরা ভবিষ্যৎবাণী করে ডুবতে বিলকুল রাজি নন। ১৫ জন জ্যোতিষী চ্যালেঞ্জ নিলেন। তাঁদের মধ্যে দুটি নাম পরিচিত। শ্রীগৌতম ও শ্রীভৃগু।

শ্রীগৌতম জানালেন কংগ্রেস ১৫৩, বিজেপি ১৪৩, তৃণমূল কংগ্রেস ১২, সিপিএম ২৫। মনমোহন সিং জিতবেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভোটে।

শ্রীভৃগু জানালেন কংগ্রেস ২০১, বিজেপি ১২২, তৃণমূল কংগ্রেস ১৬, সিপিএম ২৫।

দুজনেই প্রতিটি উত্তরই ভুল দিয়েছিলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল কংগ্রেস ২০৬, বিজেপি ১১৬, তৃণমূল কংগ্রেস ১৯, সিপিএম ১৬।

মজার কথা— শ্রীগৌতম নামধারী জানতেই না যে মনমোহন সিং নির্বাচনে দাঁড়াননি। তিনি আগেই রাজ্যসভা থেকে নির্বাচিত সাংসদ।

জ্যোতিষীদের তলিয়ে যাওয়ার খবরও রমরম করে প্রকাশিত হলে কয়েক শত পত্রিকায়। অভিনন্দন জানালেন জেমস র‍্যান্ডি-সহ দেশ-বিদেশের বহু যুক্তিবাদী ব্যক্তিত্ব।

এর পরও কারও কারও মনে হতেই পারে জ্যোতিষ পেশাটা যদি বেআইনি হয়, তবে কেন জ্যোতিষীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না?

খুবই খাঁটি কথা। আরও একটা খাঁটি কথা কী জানেন— কালো টাকা রাখা বেআইনি। কিন্তু কোনও মন্ত্রী বা বৃহৎ শিল্পপতি কি এই আর্থিক অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার হন? পতিতা ব্যবসা বেআইনি অথচ রমরমিয়ে এই ব্যবসা চলছে। মধুচক্র চালাবার জন্য কখনওসখনও গ্রেপ্তার করা হয় বটে কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে হিস্যা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের গোলমালের কারণেই ওরা ধরা পড়ে। জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে এবং তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারমাধ্যমের বিরুদ্ধে রয়েছে 'দ্য ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস্' অ্যাক্ট, ১৯৪০। এই আইনের অ্যামেন্ডমেন্ট ১৯৫৫, ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪ ইত্যাদি। এবং শেষ অ্যামেন্ডমেন্ট ২০০৯ সালে।

এই আইনে বলা আছে— যে কোনও রোগ সারাবার জন্য বিজ্ঞাপিত তাবিজ কবচ, মাদুলি, গ্রহরত্ন, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি 'ওষুধ' বা 'ড্রাগস' হিসেবে বিবেচিত হবে। এইসব 'ওষুধ' বিক্রির জন্য ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট এর কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে। ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া এই সব ওষুধ বিক্রি ও এসবের বিজ্ঞাপন প্রকাশক আইনভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে।

তারপরও প্রশাসন ও পুলিশের অপদার্থতায় জ্যোতিষী ও বড় বড় পত্রিকাগুলো পর্যন্ত এই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে।

যুক্তিবাদী সমিতি কী করতে পারে? জনসচেতনতা তৈরি করতে সচেষ্ট হতে পারে। এর বেশি কিছু নয়। জ্যোতিষী ব্যবসাটা টিকে আছে শক্তিশালী এক দুর্নীতির চক্রের মাধ্যমে। এই চক্র ভাঙতে পারে জনসচেতনতাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

এবার তাত্ত্বিকভাবে দেখি আসুন

জ্যোতিষীরা কী করে মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?

এ বিষয়ে শুকদেব গোস্বামী ওরফে ভৃগু আচার্যের উত্তর। ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। তাই গণনা করে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই বলা যায়।

এই মত A to Z সব জ্যোতিষীদেরই। পূর্বনির্ধারিত ভাগ্য মানে— কোনও ভাবেই যে ভাগ্যকে পাল্টানো সম্ভব নয়। তাহলে কেন স্টোন, যন্ত্রম, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি প্রেসক্রাইব করেন জ্যোতিষীরা, এ তো স্ববিরোধী কথাবার্তা।

জ্যোতিষীদের কথা মানলে প্রচেষ্টার ভূমিকা শূন্য হতে বাধ্য। বাস্তবে যা হওয়ার তা হবেই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না।

জ্যোতিষ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিলে ডাক্তারের প্রয়োজন থাকে না। রোগ সারার হলে এমনিই সারবে।

পুলিশ রেখে পূর্বনির্ধারিত অপরাধ যখন ঠেকানো যাবে না, তখন পুলিশের প্রয়োজন কোথায়?

ভাগ্য বিশ্বাসী হলে সেনাদের জন্য আধুনিক সমরাস্ত্র কেনার প্রয়োজন থাকে না। যুদ্ধে জয় যদি ভাগ্যে লেখা থাকে তবে যে অস্ত্র দিয়েই লড়ি, জয় হবেই, তা সে পেঁপের ডাঁটা নিয়ে পারমানবিক রোমা, লেজার গানের বিরুদ্ধে লড়লেও জয় আসবে।

এভাবে আপনারাই জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে অসারতার তালিকা বাড়াতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : চার

মা শীতলার পায়ের ছাপ পুকুরঘাটে : রহস্যভেদ

"১ ডিসেম্বর, ২০১১। পুকুরের জলে ডোবা সিঁড়িতে একজোড়া পায়ের ছাপ। পুকুরঘাটের উল্টোদিকেই শীতলার মন্দির। অতএব 'মা শীতলার পদচিহ্ন' নিয়ে ভোর থেকে রাত হুলস্থুল বালির ঘোষপাড়ায়।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় ২ ডিসেম্বর প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ বিশাল খবর।

হুজুগের ঝড় উঠেছিল ১ ডিসেম্বরেই বিভিন্ন চ্যানেলের দৌলতে। বিকেল চারটে। 'কলকাতা টিভি' আমাকে ফোনে ধরল। হাওড়ার বালির ঘোষপাড়ার সরখেকল বাগানের শীতলা পুকুরের ঘাটের ইঞ্চিখানেক জলে ডোবা সিঁড়িতে সাদা রঙের পদচিহ্ন। ভক্ত এবং কৌতূহলীদের বিশাল ভিড়। পদচিহ্ন ঘিরে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে। ফুল-মালা নিবেদনে ভক্তরা যেন বঞ্চিত না হন, তার জন্য পদচিহ্নের হাত দুয়েক দূরে জলের উপর বাঁশের বেড়ার উপর খড় বিছানো মাচা। মাচায় ফুল-মালার স্তূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভক্তরা আজ সকালেই 'আবিষ্কার' করেন মা শীতলার পায়ের ছাপ পুকুরঘাটে। পুজো শুরু হয়ে গেছে। পুকুরের জলে ডোবা সিঁড়িতে পদচিহ্ন দেখে ভক্তরা মনে করছেন, এটা অলৌকিক ঘটনা। আপনি তো দেখলেন, আপনার কী মনে হচ্ছে?

পায়ের ছাপের যে ছবি টিভিতে দেখতে পাচ্ছি, তা দেখে বলা সম্ভব নয়, ঠিক কীভাবে এই পায়ের ছাপ ঘাটে এলো। তবে এটা নিশ্চিত যে, কেউ এই ছাপ তৈরি করেছেন। কীভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে, এটা জানতে আপনারা আন্তরিক হলে আপনাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে আমি যাব। তারপর অবশ্যই রহস্য উন্মোচন করব।

বহু মানুষ আজও বিশ্বাস করেন, সংক্রামক রোগ যেমন, জলবসন্ত, কলেরা ইত্যাদির কারণ মা শীতলা। তাঁর পুজো করলে রোগ সারে। একসময় গুটিবসন্ত রোগের কারণও মনে করা হত শীতলাকে। গুটি বসন্ত রোগ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ায় শীতলার গুটিবসন্ত দেওয়ার ক্ষমতা শেষ। আসলে সংক্রামক রোগের কারণ ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া। এইসব রোগ সারাতে পারে আধুনিক চিকিৎসা। মা শীতলা নন।

আজও শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকা মানুষ ভগবানে বিশ্বাস করেন, রোগের কারণ হিসেবে বিষহরি শীতলাকে বিশ্বাস করেন। পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম জেলায় মা মনসাই শীতলা হিসেবে পূজিত হন। সম্ভবত একসময় মনসা ও শীতলা একই দেবী 'বিষহরি'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছিলেন। এক সময় অসুখ হলেই শীতলাকে পুজো দেওয়া হত।

যাই হোক, শীতলার পায়ের ছাপ একদম বুজরুকি। শীতলা পুকুরের ভক্তরা বা পুরোহিত চাইলে দুজন রোগী নিয়ে যাব। তিন মাসের মধ্যে সারিয়ে দিলে ২৫ লক্ষ টাকা প্রণামী দেব।

সেদিন-ই বিকেল ৬ টায় 'স্টার আনন্দ'-র পক্ষ থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। 'কুসংস্কারের পদচিহ্ন' শিরোনামের LIVE অনুষ্ঠানে অ্যাঙ্কার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন ভারতীয় বিজয়ান ও যুক্তিবাদী সমিতির সভাপতি প্রবীর ঘোষ। প্রবীরবাবু আপনি তো গোটা ঘটনাটা শুনলেন। শীতলা মন্দির লাগোয়া ওই পুকুরের ঘাঁটে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখে এলাকার মানুষজন বিশ্বাস করতে শুরু করেন ওই পায়ের ছাপ শীতলা মায়ের। আপনি কী বলবেন?

বললাম, 'পায়ের ছাপ মা শীতলার! শুনে এতো হাসি পাচ্ছে যে কী বলবো। শীতলা যে কোনও অসুখ-বিসুখ তৈরির দেবী বলে অন্ত্যজ, শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বহু বছর আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রোগের কারণ। কিছু রোগের কারণ আবিষ্কারের নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। শীতলা পুজো করে কোনও ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা জীনঘটিত রোগ সারিয়ে তোলা অসম্ভব। মন্দির-কর্তৃপক্ষকে বলছি, আমরা দরকার হলে কালকেই 'স্টার আনন্দে'র সঙ্গে এক বা দুজন রোগী নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

যাব শীতলা মন্দিরে। শীতলা মা-র কৃপায় রোগী সারিয়ে দিন। সেরে গেলে দেব ২৫ লক্ষ টাকা প্রণামী। আমি শীতলা মা-র শিষ্য হয়ে যাব।

'ঘাটে শীতলার পায়ের ছাপ—এটা হয় নাকি? কখনই হয় না। এই পায়ের ছাপ নানারকম ভাবে হতে পারে। রং দিয়ে হতে পারে। অ্যাসিড দিয়ে হতে পারে। কী করে হয়েছে, ওখানে না গিয়ে বলতে পারছি না।

'শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া পিছিয়ে থাকা মানুষদের মধ্যেই যে শুধু কুসংস্কার থাকে, তা নয়। পরিবেশগত ভাবে অনেকেই ঠাকুর-দেবতা-অবতারে বিশ্বাস করে। তাঁরা লেখাপড়ায় ভালো হয়ে হয়তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চিন্তার গভীরে কুসংস্কার রয়েই গেছে। বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে নিজেকে কুসংস্কার মুক্ত করতে পারেননি। এরাই তো ডাক্তার হয়ে রোগীর বাড়ির লোককে বলবেন—এবার ঠাকুরকে ডাকুন।'

'আমাদের দেশে সরকারি প্রচেষ্টাতে যদি নানারকম পুজো-আর্চা হয়, অমুক বাবাজির জন্মদিনে ছুটি, অমুক মাতাজির জন্মদিনে ছুটি, অমুক ধর্মগুরুর মাজারে ও মাতাজির বাড়ির দোড়গোড়ায় রেলস্টেশন করতে থাকেন, তবে এই ধরনের কুসংস্কার বাড়বে। ঝাঁক-ঝাঁক পুজো উদ্‌বোধনে ঝাঁকে-ঝাঁকে মন্ত্রীরা সব কাজ ছেড়ে দৌড়োন, তবে দেশ তো আরও কুসংস্কারে ডুববেই।'

'কুসংস্কারের পদচিহ্ন' খবরটি তুলে ধরার জন্য 'স্টার আনন্দ'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
যে কোনও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরা যুক্তিবাদী সমিতি আছি। আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে রাজি। আবারও বলছি, যদি দেবী মাহাত্ম্যে রোগ সেরে যায় তাহলে দেব ২৫ লক্ষ টাকা প্রণামী। এবং আমাদের সমিতি বন্ধ করে দেবো।'

২ ডিসেম্বর শুক্রবার, ২০১১। সকাল ৭ টায় বেরলাম। একটা গাড়িতে আমি ও যুক্তিবাদী সমিতির সহসভাপতি অভিজিৎ সাধুখাঁ। সঙ্গে নিয়েছি 'ওয়াটার শিরীষ' কাগজ, এক বোতল অ্যাসিড, কেরসিন তেল ও একটা ব্রাশ।

আর একটা গাড়িতে স্টার আনন্দের সাংবাদিক অর্ণব মুখোপাধ্যায় ও চিত্র-সাংবাদিক।

স্পটে হাজির হলাম ৯টা নাগাদ। কয়েকশো নারী-পুরুষের ভিড়। আমার মনে হল—প্রায় সকলেই ভক্ত। আমি আসছি জেনে তাঁরা সব এককাট্টা।

পদচিহ্ন দেখলাম, সাদা দুটি পায়ের ছাপ। প্রাথমিকভাবে মনে হল সাদা 'প্লাসটিক ইমালসন' নিয়ে পায়ের ছাপ ফেলা হয়েছে। ছাপের উপর ইঞ্চি খানেক জল। কাছেই হুগলী নদী। পুকুরটা বড়। পদচিহ্নের বিপরীতে শীতলা মন্দির। মন্দির বড়-ই, ঝাঁ চক্‌চকে।

আমি জলে নেমে 'ওয়াটার শিরীষ' দিয়ে ঘসে দাগ তোলার চেষ্টা করব কী, জলে পা দিতেই দিলেন না কিছু দাপুটে ভক্ত। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল শীতলা মন্দিরে। সেখানেও উদ্ধার নেই। বহু নারী-পুরুষ কণ্ঠ আমাকে শাপ-শাপান্ত করে ছাড়লেন। 'যান তারকেশ্বর মন্দিরে বা তারাপীঠের মন্দিরে গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলুন তো! খুন করে ফেলবে।'

কেউ বললেন, 'এমন পায়ের দাগ করতে পারবেন?' বললাম, 'হ্যাঁ, তা পারবো। মনে রাখবেন, বড় পুকুরে, বিশেষ করে কাছে নদী থাকলে সেই পুকুরের জলে জোয়ার-ভাটা হয়। ভাটার সময় 'প্লাসটিক ইমালসন' পায়ে লাগিয়ে ছাপ দিলে দু-তিন মিনিট পরে জল উঠলেও রঙের ছাপ থেকেই যাবে।'

অমনি চিৎকার-চেঁচামেচি বাড়ল। একজন বললেন, 'রঙের ছাপ লাগিয়ে ঘাটে উঠতে গেলে তো সেইসব সিঁড়িতেও ছাপ থাকবে। আর কোথাও ছাপ নেই কেন?'

বললাম, 'খুব সোজা। কেউ দুষ্টুমি করে বা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এমন পদচিহ্ন আঁকলে সঙ্গে কেরোসিন ও কাপড় নিয়ে আসবেন। ঘাটে বসে কাপড়ে কেরোসিন ঢেলে পায়ের দাগ তুলে দেবেন।'

না, আমাকে আর কথা বলতে না দিয়ে আমাদের একরকম জোর করেই তাড়িয়ে দিলেন ওখান থেকে। বালি থানার পুলিশ আমাদের উদ্ধার করলেন।

'এরপর কী করি?' অর্ণব বললেন।

আমরা গেলাম উত্তরপাড়ার হুগলী নদীর ঘাটে। একটা দোকান থেকে 'প্লাসটিক ইমালসন' কিনে আনা হল।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ছবি তোলা শুরু হল। আমাদের ড্রাইভারের পায়ের তলায় রং লাগাচ্ছি। অর্ণব বলে চলেছেন, 'হোয়াইট প্লাস্টিক ইমালসন' নিয়ে এসেছি রং-এর দোকান থেকে। এই রং প্রবীরদার হাতে তুলে দিয়েছি। প্রবীরদা এখন ড্রাইভার ভাইয়ের পায়ের তলায় রং লাগাচ্ছেন। উনি প্রমাণ করে দেখাবেন ঠিক কী ভাবে শীতলার পদচিহ্ন তৈরি হয়েছিল। সেই পদচিহ্ন ফেলা হল একটা ইঁটে।

'মিনিট দেড়েক সময় পার করেছি আমরা ছাপটা ফেলার পর। এবার ইঁটটা জলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন প্রবীরদা। ইঁটের ফেলা পায়ের দাগ ঠিকঠাক রয়ে গেছে। জলে ধুয়ে যায়নি। এবার আমি হাতে ঘষে ইঁটের দাগ তোলার চেষ্টা করবো। চেষ্টা করছি, দেখছেন। কিন্তু রং উঠছে না।'

৩ ডিসেম্বর, শনিবার ২০১১। রাত ১১ টায় 'স্টার আনন্দ'-তে দেখান হল 'শীতলার অন্তর্ধান রহস্য'।

৪ ডিসেম্বর সকাল থেকেই শীতলা ভক্তদের ভিড় বিলকুল ফাঁকা।

সব 'অলৌকিক' রহস্যই শেষ পর্যন্ত এ-ভাবেই মিলিয়ে যায়। পালিয়ে যায় সত্যের আলোয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : পাঁচ

যিশুর মূর্তি থেকে রক্তপাত

গত শতকের অন্যতম সেরা 'তথাকথিত অলৌকিক' ঘটনা ছিল যিশুর মূর্তি থেকে রক্তপাত। পৃথিবী জুড়ে অসামান্য আলোড়ন তুলেছিল। পৃথিবীর তিনভাগের এক ভাগ মানুষ যখন খ্রিস্ট- ধর্মাবলম্বী, তখন এমন ঘটনায় পৃথিবী কাঁপবে— এটাই তো স্বাভাবিক।

ঘটনাটা শুনেছিলাম ঢাকায় বসেই। বিজ্ঞান চেতনা পরিষদের আমন্ত্রণে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম কুসংস্কার বিরোধী শিক্ষণশিবির পরিচালনা করতে, সঙ্গে সেমিনারে অংশ নিতে ও আড্ডা দিতে। খবরটা দিলেন সাংবাদিক বন্ধুরাই। তারিখটা ছিল ১৮ এপ্রিল ১৯৯৮ সাল।

১৯ এপ্রিল দমদমের ফ্ল্যাটে পা-দিতেই খবর পেলাম—বহু পত্রিকা অফিস থেকেই ফোন এসেছে। সবাই জানতে চান— কবে ফিরছি।

ফিরেই প্রথম ফোনটি পেলাম পূষন গুপ্তের। 'সোনার বাংলা' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর ইচ্ছে সোনার বাংলা পত্রিকার তরফ থেকে আমি সত্যানুসন্ধান চালাই। অর্থাৎ 'এক্সক্লুসিভ স্টোরি' করতে হবে। অন্য কোনও মিডিয়াকে এ বিষয়ে কিছু জানানো চলবে না। পূষন পুরোনো বন্ধু। 'আজকাল' পত্রিকার যখন থেকে সহযোগী সম্পাদক, তখন থেকেই পরিচয়। 'আজকাল' পত্রিকা থেকে বেরিয়ে এসে 'সোনার বাংলা' দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করছেন।

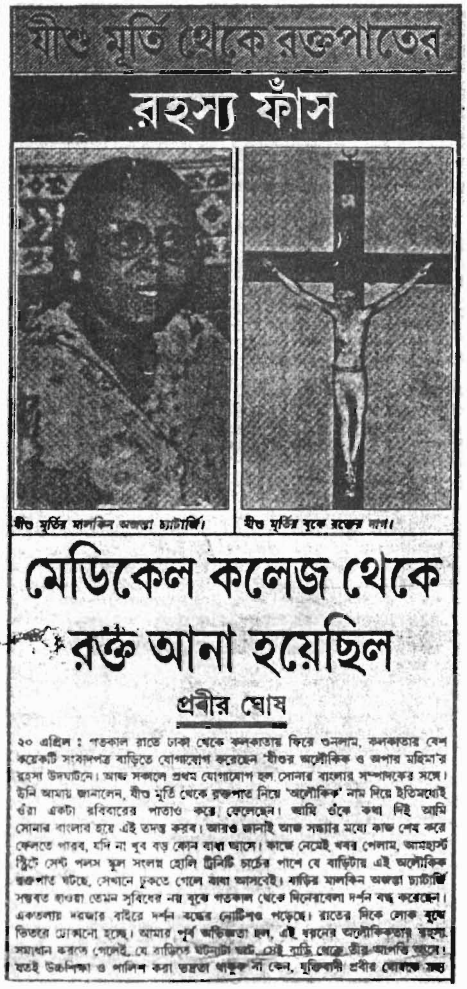

সোনার বাংলা

৭ বৈশাখ ১৪০৫ মঙ্গলবার ২১ এপ্রিল

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের রহস্য ফাঁস

যীশু মূর্তির মালকিন অজন্তা চ্যাটার্জি।

যীশু মূর্তির বুকে রক্তের দাগ।

মেডিকেল কলেজ থেকে রক্ত আনা হয়েছিল

প্রবীর ঘোষ

২০ এপ্রিল : গতকাল রাতে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে শুনলাম, কলকাতার বেশ কয়েকটি সাংবাদপত্র বাড়িতে যোগাযোগ করেছেন 'যীশুর অলৌকিক ও অপার মহিমা'র রহস্য উদঘাটনে। আজ সকালে প্রথম যোগাযোগ হল সোনার বাংলার সম্পাদকের সঙ্গে। উনি আমায় জানালেন, যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাত নিয়ে 'অলৌকিক' নাম দিয়ে ইতিমধ্যেই ওঁরা একটা রবিবারের পাতাও করে ফেলেছেন। আমি ওঁকে কথা দিই আমি সোনার বাংলার হয়ে এই তদন্ত করব। আরও জানাই আজ সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে পারব, যদি না খুব বড় কোন বাধা আসে। কাজে নেমেই খবর পেলাম, আমহার্স্ট স্ট্রিটে সেন্ট পলস স্কুল সংলগ্ন হোলি ট্রিনিটি চার্চের পাশে যে বাড়িটায় এই অলৌকিক রক্তপাত ঘটছে, সেখানে ঢুকতে গেলে বাধা আসবেই। বাড়ির মালকিন অজন্তা চ্যাটার্জি সম্ভবত হাওয়া তেমন সুবিধের নয় বুঝে গতকাল থেকে দিনেরবেলা দর্শন বন্ধ করেছেন। একতলায় দরজার বাইরে দর্শন বন্ধের নোটিশও পড়েছে। রাতের দিকে লোক ঢুকে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা হল, এই ধরনের অলৌকিকতার রহস্য সমাধান করতে গেলেই যে বাড়িতে ঘটনাটা ঘটে, সেই বাড়ি থেকে তীব্র আপত্তি ওঠে। যতই উকিলচিঠি ও পালিশ করা ভদ্রতা থাকুক না কেন, যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষকে [illegible]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

২০ এপ্রিল ১৯৯৮ নামলাম সত্যানুসন্ধানে। সে এক বিশাল ক্রেজ। যিশুর মূর্তি থেকে রক্তপাতের জ্বরে কাঁপছে কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া। দেশি-বিদেশি মিডিয়ার আনাগোনা। সংবাদ শিকারিদের যতটা না লক্ষ্য যিশুর অলৌকিক মূর্তি, তার চেয়েও বেশি লক্ষ্য আমি। আমাদের 'যুক্তিবাদী সমিতি'র একটা টিমকে কাজে লাগানো হয়েছে। দিনের শেষে দৌড়াতে হচ্ছে সোনার বাংলার দপ্তরে রিপোর্ট লিখতে। ২১ এপ্রিল প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হল।

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের রহস্য ফাঁস

মেডিকেল কলেজ থেকে রক্ত আনা হয়েছিল

প্রবীর ঘোষ

২০ এপ্রিল : গতকাল রাতে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে শুনলাম, কলকাতার বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র বাড়িতে যোগাযোগ করেছেন 'যীশুর অলৌকিক ও অপার মহিমা'র রহস্য উদ্‌ঘাটনে। আজ সকালে প্রথম যোগাযোগ হল সোনার বাংলার সম্পাদকের সঙ্গে। উনি আমায় জানালেন, যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাত নিয়ে 'অলৌকিক' নাম দিয়ে ইতিমধ্যেই ওঁরা একটা রবিবারের পাতাও করে ফেলেছেন। আমি ওঁকে কথা দিই আমি সোনার বাংলার হয়ে এই তদন্ত করব। আরও জানাই আজ সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে পারব, যদি না খুব বড় কোনও বাধা আসে।

সেন্টপলস আমহার্স্ট স্ট্রিটে অজন্তা চ্যাটার্জির বাড়ির সামনে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন প্রবীর ঘোষ। পেছনে দরজার পাশে লাল কালির নোটিশ। লেকলায় যীশু মূর্তি।

২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার

তবু যীশু মূর্তি কেন পৃথিবীর কোন মূর্তি থেকেই রক্তপাত হতে পারে না, কোনদিন হয়নি, কোনদিন হবেও না একথা ধর্মবিশ্বাসী হাজারো সাধারণ মানুষদের প্রত্যয়ী করার জন্য কখনও প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যেশুমূর্তি দুধ খাচ্ছে, কখনও যেশুমূর্তির পঞ্জর থেকে রক্তপাত হচ্ছে। অলৌকিকতার অজ্ঞাতার এই প্রমাণকদের একটু শিক্ষা দিতে আমি প্রবীর ঘোষ ও বাংলাদেশের বিখ্যাত যাদুকর সুরেশ আইচ গত ১৮ এপ্রিল ঢাকায় ঘোষণা করেছি, এই উপমহাদেশের কোথাও কেউ যদি কোন অলৌকিক শক্তির জন্যদের সামনে প্রমাণ করতে পারেন, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ জানাব ইতি এর চলবে ২০ লক্ষ টাকা দেব। এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ। এই টাকাটা স্পনসর করছেন বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট জায়গা ফলনারী। তিনিও প্রমাণকরণের সঙ্গ করতে পারেন না।

করতে তারা নারাজ। কারণ প্রবীরের নিজেই সব জানাজানি। যাকগিয় অলৌকিকতার পেছনে কেবল প্রতারণা। প্রবীর ঘোষকে শক্তিশ হচ্ছে না এটাই তো স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে আমি একটা অলাদা তদন্ত টিম পাঠাই। তারা আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে অলাদাভাবে তথ্য গুচ্ছ নয়া চেন। আজ ঐ তদন্ত টিমে বিশেষ অরূপ দে, জোতি মুখার্জি এবং ইন্টিগ্রেটিক অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক সুভিত্র পড়ানাকর। ওরা দুপুরের মধ্যেই ঘটনাস্থল ৩৩ বি, আমহার্স্ট স্ট্রিট পৌঁছে যান। আমার জন্য কিছু পৌঁছাবারের মতোর ছিল। সে কারণে আমি দুপুরের দিকে ক্ষুদ্র ঘণ্টা দুয়েক ক্রেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাটাই। এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামান্য কিছু যোগাযোগ আছে। অধ্যক্ষ্যী অজন্তা চ্যাটার্জি, তিনি প্রথম ফিকার করে অলৌকিকের বাড়ির লোকদের জানান যে, তাঁর যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাত হচ্ছে, সেই মহিলায় স্বামী নিশীথ চ্যাটার্জি অন্য কর্মেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেকর্ড দেখাবেন। এই খবরটা আমি সকালেই জানতে পারি। এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে যে কোন নার্সিংহোম বা হাসপাতাল বা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ হচ্ছে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন

এরপর ৫ পাতায়

কাজে নেমেই খবর পেলাম, আমহার্স্ট স্ট্রিটে সেন্ট পলস স্কুল সংলগ্ন হোলি ট্রিনিটি চার্চের পাশে যে বাড়িটায় এই অলৌকিক রক্তপাত ঘটছে, সেখানে ঢুকতে গেলে বাধা আসবেই। বাড়ির মালকিন অজন্তা চ্যাটার্জি সম্ভবত 'হাওয়া তেমন সুবিধের নয়' বুঝে গতকাল থেকে দিনেরবেলা দর্শন বন্ধ করেছেন। একতলায় দরজায় বাইরে দর্শন বন্ধের নোটিশও পড়েছে। রাতের দিকে লোক বুঝে ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে।

আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা হল, এই ধরনের অলৌকিকতার রহস্য সমাধান করতে গেলেই, যে বাড়িতে ঘটনাটা ঘটে, সেই বাড়ি থেকে তীব্র আপত্তি আসে। যতই উচ্চশিক্ষা ও পালিশ করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রতা থাকুক না কেন, যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষকে সহ্য করতে তারা নারাজ। কারণ প্রদীপের নিচেই সব অন্ধকার। যাবতীয় অলৌকিকতার পেছনে কেবল প্রতারণা। প্রবীর ঘোষকে পছন্দ হবে না এটাই তো স্বাভাবিক। এসব ক্ষেত্রে আমি একটা আলাদা তদন্ত টিম পাঠাই। তারা আগেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে আলাদাভাবে তদন্ত শুরু করে দেন। আজ ওই তদন্ত টিমে ছিলেন অরূপ দে, জ্যোতি মুখার্জি এবং হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভন।

ওরা দুপুরের মধ্যেই ঘটনাস্থল ৩৩ বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছে যান। আমার অন্য কিছু খোঁজখবরের দরকার ছিল। সে কারণে আমি দুপুরের দিকে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাটাই। এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামান্য কিছু যোগাযোগ আছে। আইনজীবী অজন্তা চ্যাটার্জি, যিনি প্রথম চিৎকার করে আশেপাশের বাড়ির লোকদের জানান যে, তাঁর যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাত হচ্ছে, সেই মহিলার স্বামী দিলীপ চ্যাটার্জি কাজ করেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেকর্ড সেকশনে। এই খবরটা আমি সকালেই জানতে পারি। এই অলৌকিক ঘটনার সঙ্গে যে কোনও নার্সিংহোম বা হাসপাতাল বা প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবের কিঞ্চিত যোগাযোগ আছে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সোনার বাংলার রবিবারের পাতার প্রতিবেদক। তিনি লিখেছিলেন, শুধু রক্ত পরীক্ষা করলে কিছুই বোঝা যাবে না, দরকার শ্রীমতী চ্যাটার্জির বাড়ির সকলের রক্ত পরীক্ষা এবং বাড়ির কেউ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে কাজ করেন কিনা তা জানা। ইঙ্গিতটি আমার বড় উপকারে লেগেছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, গত একমাসে অন্তত ৭/৮ বার রেকর্ড সেকশনে নিজের অফিস ছেড়ে ব্লাডব্যাঙ্কে এক 'বন্ধু'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অজন্তা চ্যাটার্জির স্বামী দিলীপ চ্যাটার্জি।

সোনার বাংলা

২১ এপ্রিল ১৯৯৮, মঙ্গলবার

রক্ত মেডিকেল কলেজ থেকে

এক পাতার পর

সোনার বাংলার রবিবারের পাতায় প্রতিবেদক। তিনি লিখেছিলেন শুধু রক্ত পরীক্ষা করলে কিছুই বোঝা যাবে না, দরকার শ্রীমতী চ্যাটার্জির বাড়ির সকলের রক্ত পরীক্ষা এবং বাড়ির কেউ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে কাজ করেন কিনা তা জানা। ইঙ্গিতটি আমার বড় উপকারে লেগেছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটু খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, গত একমাসে অন্তত ৭/৮ বার রেকর্ড সেকশনে নিজের অফিস ছেড়ে ব্লাডব্যাঙ্কে এক 'বন্ধু'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অজন্তা চ্যাটার্জির স্বামী দিলীপ চ্যাটার্জি। ঐ 'বন্ধু'র কাছ থেকেই জানা গেল গত একমাস হয়ে দিলীপবাবুর রক্ত সম্পর্কে বিশেষ তদিকে যাওয়া রক্ত সম্পর্কে অনেক ইনকোয়েরিসের দরকার হয়ে পড়েছিল। এরকমি রক্তের কি এন এ টেস্ট করে কী ধরনের তথ্য জানা যায় তাও জানতে চেয়েছিলেন দিলীপবাবু। যে তথ্যগুলি জানার ছিল সেগুলি জেনে আমি যাই সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরীর এক কর্তা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য। এখানে গিয়ে জানা গেল, আরও এক বিদ্বেষকর তথ্য। গতকাল সেন্ট্রাল ফরেনসিকের পক্ষ থেকে যীশু মূর্তির গা থেকে রক্তের যে স্যাম্পল নেওয়া হয়েছে, তা সোয়েশ্বা পুলিশের নির্দেশে নয়। এরকমি হামীর আমহার্স্ট স্ট্রিট থানাও ফরেনসিকের একজন কর্মচারী বলেনি। তবে কার নির্দেশে সেন্ট্রাল ফরেনসিক যীশু মূর্তির গা থেকে রক্ত নিল? রক্ত নিল যেটি ইনিটি চার্চের বাজক বি পি মণ্ডল এবং স্বয়ং অজন্তা চ্যাটার্জির অনুরোধে। অসাধারণ ব্যাপার। রিপোর্ট পাওয়ার পরই সিস্টার অজন্তাদেবী সগৌরবে প্রচার করলেন, দেখুন যীশু মূর্তির গা থেকে মানুষেরই রক্ত বেরোচ্ছে। আমার আশঙ্কা ফটোগ্রাফেরা যথেষ্ট সত্যি প্রমাণিত হল। ৩৩ বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটের ঐ বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম জনতরঙ্গ একটা বিরাট জমে আছে। দরজার পাশে কাপড়ে ইংরেজিতে সেবা সেন্টার, দর্শন বিরিবার। অগুনতি জন্য অনেক ইউনিফর্মপরা মহিলা বাইরে বসে প্রার্থনা করছেন। অফিসার গোমাপাড়া সেন্ট অ্যান্সেল চার্চের ফা. এন. এ. সিস্টার আরতি জানালেন, বিভিন্ন রাজ্যে খবর পেয়ে সিস্টাররা আগেই আসেছেন। বিদেশেও খবর পাঠানো হয়েছে। এই মূর্তিকে একদিই ইউরোপ বা আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করা উচিত।

'কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

সিস্টার আরতি বলেন, 'পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, তখনকার যীশু ক্রুশবিদ্ধ হত ও গা থেকে যে রক্তপাত হয়েছিল সেই ঘোলা রক্ত সোনা ও রুপোর পাত্রপাত্রে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন পরমপিতার অতি বনিষ্ঠ সেবকরা। এখানে প্রভুর মূর্তি থেকে সেই পবিত্র রক্তপাত হচ্ছে। এই মূর্তির দাম অমূল্য। এক কোটি টাকাও হতে পারে।'

সিস্টার আরতির কথাবার্তা আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ওঁর সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তা হচ্ছে কাঠের মূর্তিটির দাম দাঁড়াচ্ছে। ১০০ টাকার মূর্তির দাম ১ কোটি। না হোক রাতারাতি দাবাখানেক হলে কম কি? আর বিদেশেও যখন খবর পাঠানো শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অজন্তাদেবীর জনৈক পুত্র সৈকত চ্যাটার্জি ওরফে বাবির সঙ্গে। ১৮ বছরের বাবি আমাকে না চিনলেও আমি ওকে চিনি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওর সম্পর্কেও কিছু খোঁজখবর আমার নিতে হয়েছে। দুয়েকের সঙ্গে জানাশি, বাবি সম্পর্কে প্রতিবেশীদের ধারণা খুব একটা উচ্চস্তরের নয়। চোখের সামনে দেখলাম প্রতিবেশী হ্যারি প্যাটেল ও আনিল মণ্ডলের সঙ্গে বেশ তর্কাতর্কিই হল বাবির। অন্যান্য মাসীর সামনে বেড়াবে মা অজন্তাদেবীকে কোন একটা বিশেষ কারণে টাকা দেওয়ার জন্য চাপাচাপি করছিল বাবি, সেটাও খুব একটা শোভন দৃশ্য নয়। অজন্তাদেবী দোতলার জানলা থেকে খুব বকছিল আমার সঙ্গে অন্যান্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কথাবলা বসলাম

অজন্তাদেবী : আপনারা নাকি সেন্ট্রাল থেকে। আমি কিন্তু আপনাকে ওপরে আসতে দেব না। আমি আইনজীবী, আমি আইন জানি।

আমি : ব্লাড টেস্টের রিপোর্টটা পেয়েছেন? হিউম্যান ব্লাড নিশ্চয়ই?

অজন্তাদেবী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড। আপনাকে সব বলব কেন?

আমি : আপনারা ব্লাড টেস্ট করাবেন? কি এন এ টেস্ট?

অজন্তাদেবী : হোয়াট? আমি কেন ব্লাড টেস্ট করাব? এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। আমি আইনজীবী, আইন জানি। কে আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দিল? আপনি ট্রেসপাসার।

আমি : চোখের সামনে মূর্তি থেকে রক্তপাত দেখতে পারবেন?

অজন্তাদেবী : আপনি কে যে আপনাকে দেখাব? এই তো সেন্ট ভেডিয়ার্সের বাবার মুখোমুখি বসেছিলেন— একা দয়ল দয়ল শুইডেন পাঠাচ্ছেন— কখনের যাও প্রভু যীশুর মহিমা দেখে এস। আপনি ট্রেসপাসার। এখান থেকে চলে যান।

এরপর উনি জানলা আটকে দেন। জানলা আটকে দিলেও আমার চোখ খোঁজ নিতে পারেননি। এই মুহূর্তে ঐ বাড়ির অন্দরমহলের দৃষ্টিভঙ্গির খবর হল : (১) যীশু মূর্তির রক্ত লেগে কাল জায়গায় একটু দাগ উঠে এসেছে। ভেতরে কাঠের রঙ। রক্ত নেই। (২) যীশু মূর্তির গা থেকে রক্তপাতের কোন কিছু কাউকেই ছুঁতে দেওয়া হচ্ছে না। অজন্তাদেবী। কিছু বিদেশে পাঠিয়েছেন। আর কিছু চার্চিতে দিয়েছেন একজনের কাছে দোতলায় ওঠার পিঁড়িতে। কোন অলৌকিক মহিমা প্রচারে, তা উনিই জানেন। আমি শুধু যা জানি তা হল, কাঠের যীশু মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ, সেই রক্ত এসেছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে। ঐ রক্তের কি এন এ টেস্ট করানোই এটা ধরা পড়বে। কাঠের মূর্তি লাখ টাকার বিক্রি করার বাসনা অজন্তাদেবীর আছে কিনা তা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। ওখানকার জমি নিয়ে কোন গোলমাল আছে কিনা সেটাও পুলিশের [illegible] শুধু জানি যীশু মূর্তি থেকে কোনদিনই রক্ত পড়েনি, পড়বেও না।

বাড়ির সকলের রক্ত পরীক্ষা এবং বাড়ির কেউ হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে কাজ করেন কিনা তা জানা। ইঙ্গিতটি আমার বড় উপকারে লেগেছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একটু খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, গত একমাসে অন্তত ৭/৮ বার রেকর্ড সেকশনে নিজের অফিস ছেড়ে ব্লাডব্যাঙ্কে এক 'বন্ধু'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অজন্তা চ্যাটার্জির স্বামী দিলীপ চ্যাটার্জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ওই 'বন্ধু'র কাছ থেকেই জানা গেল গত একমাস ধরে দিলীপবাবুর রক্ত সম্পর্কে বিশেষত শুকিয়ে যাওয়া রক্ত সম্পর্কে অনেক ইনফর্মেশনের দরকার হয়ে পড়েছিল। এমনকি রক্তের ডি এন এ টেস্ট করে কী ধরনের তথ্য জানা যায়, তাও জানতে চেয়েছিলেন দিলীপবাবু।

যে তথ্যগুলি জানার ছিল সেগুলি জেনে আমি যাই সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরির এক কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য। এখানে গিয়ে জানা গেল, আরও এক বিস্ফোরক তথ্য। গতকাল সেন্ট্রাল ফরেনসিকের পক্ষ থেকে যীশু মূর্তির গা থেকে রক্তের যে স্যাম্পেল নেওয়া হয়েছে, তা গোয়েন্দা পুলিশের নির্দেশে নয়। এমনকি স্থানীয় আমহার্স্ট স্ট্রিট থানাও ফরেনসিককে একাজ করতে বলেনি। তবে কার নির্দেশে সেন্ট্রাল ফরেনসিক যীশু মূর্তির গা থেকে রক্ত নিল? রক্ত নিল হোলি ট্রিনিটি চার্চের যাজক পি পি মণ্ডল এবং স্বয়ং অজন্তা চ্যাটার্জির অনুরোধে। অসাধারণ কীর্তি। রিপোর্ট পাওয়ার পরই নিশ্চয়ই অজন্তাদেবী সগৌরবে প্রচার করবেন, দেখুন যীশু মূর্তির গা থেকে মানুষেরই রক্ত বেরচ্ছে। আমার আশঙ্কা ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সত্যি প্রমাণিত হল।

৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওই বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম ভালোরকম একটা ভিড় জমে আছে। দরজার পাশে কাগজে ইংরেজিতে লেখা নোটিশ, দর্শন নিষিদ্ধ। অতএব জনা দশেক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মহিলা বাইরে বসে প্রার্থনা করছেন। ওড়িশার গোদাপাড়া সেন্ট অ্যানেস চার্চের ও. এস. এ. সিস্টার আরতি জানালেন, বিভিন্ন রাজ্যে খবর গেছে। সিস্টাররা আরও অনেকেই আসছেন। বিদেশেও খবর পাঠানো হয়েছে। এই মূর্তিকে এখনই ইউরোপ বা আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে সংরক্ষণ করা উচিত।

'কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

সিস্টার আরতি বলেন, 'পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে, ভগবান যীশু ক্রুশবিদ্ধ হাত ও পা থেকে যে রক্তপাত হয়েছিল সেই হোলি ব্লাড সোনা ও রুপোর পানপাত্রে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন পরমপিতার অতি ঘনিষ্ঠ সেবকরা। এখানে প্রভুর মূর্তি থেকে সেই পবিত্র রক্তপাত হচ্ছে। এই মূর্তির দাম অমূল্য। এক কোটি টাকাও হতে পারে।'

সিস্টার আরতির কথাবার্তা আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ওর সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল, তা হচ্ছে কাঠের মূর্তিটির দাম চড়ছে। ১,০০০ টাকার মূর্তির দাম ১ কোটি না হোক রাতারাতি লাখখানেক হলে মন্দ কী? আর বিদেশেও যখন খবর পাঠানো শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অজন্তাদেবীর তরুণ পুত্র সৈকত চ্যাটার্জি ওরফে বাবির সঙ্গে। ১৮ বছরের বাবি আমাকে না চিনলেও আমি ওকে চিনি। কয়েক ঘন্টার মধ্যে ওর সম্পর্কেও কিছু খোঁজখবর আমায় নিতে হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বাবি সম্পর্কে প্রতিবেশীদের ধারণা খুব একটা উচ্চস্তরের নয়। চোখের সামনে দেখলাম প্রতিবেশী হ্যারি প্যারিস ও আশিস মণ্ডলের সঙ্গে বেশ তর্কাতর্কিই হল বাবির। তাছাড়া মাসির সামনে যেভাবে মা অজন্তাদেবীকে কোন্ একটা বিশেষ কারণে টাকা দেওয়ার জন্য চাপাচাপি করছিল বাবি, সেটাও খুব একটা শোভন দৃশ্য নয়। অজন্তাদেবী দোতলার জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার সঙ্গে অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে যে কথাগুলো বলেন— অজন্তাদেবী: আপনার নামই তো প্রবীর ঘোষ? আমি কিন্তু আপনাকে ওপরে আসতে দেব না। আমি আইনজীবী, আমি আইন জানি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আমি: ব্লাড টেস্টের রিপোর্টটা পেয়েছেন? হিউম্যান ব্লাড নিশ্চয়ই?

অজন্তাদেবী : হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড। আপনাকে সব বলব কেন?

আমি : আপনারা ব্লাড টেস্ট করাবেন? ডি এন এ টেস্ট?

অজন্তাদেবী : হোয়াই? আমি কেন ব্লাড টেস্ট করাব? এটা আমার পার্সোনাল ব্যাপার। আমি আইনজীবী, আইন জানি। কে আপনাকে বাড়িতে ঢুকতে দিল? আপনি ট্রেসপাসার্স।

আমি: চোখের সামনে মূর্তি থেকে রক্তপাত দেখাতে পারবেন?

অজন্তাদেবী : আপনি কে যে আপনাকে দেখাব? এই তো সেন্ট জেভিয়ার্সের ফাদার বুজরুকি বলেছিলেন—এখন দলে দলে স্টুডেন্ট পাঠাচ্ছেন—বলছেন যাও প্রভু যীশুর মহিমা দেখে এস। আপনি ট্রেসপাসার্স। এখান থেকে চলে যান।

এরপর উনি জানলা আটকে দেন। জানলা আটকে দিলেও আমার চোখ বেঁধে দিতে পারেননি। এই মুহূর্তে ওই বাড়ির অন্দরমহলের দুটি প্রধান খবর হল : (১) যীশু মূর্তির রক্ত লেগে থাকা জায়গায় একটু চলটা উঠে এসেছে। ভেতরে কাঠের রঙ। রক্ত নেই। (২) যীশু মূর্তির গা থেকে রক্তপাতের বেশ কিছু ফটোগ্রাফ তুলে ব্লোআপ করিয়েছেন অজন্তাদেবী। কিছু বিদেশে পাঠিয়েছেন। আর কিছু টাঙিয়ে দিয়েছেন একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে। কোন্ অলৌকিক মহিমা প্রচারে, তা উনিই জানেন। আমি শুধু যা জানি তা হল, কাঠের যীশু মূর্তির গায়ে যে রক্তের দাগ, সেই রক্ত এসেছে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে। ওই রক্তের ডি এন এ টেস্ট করলেই এটা ধরা পড়বে। কাঠের মূর্তি লাখ টাকায় বিক্রি করার বাসনা অজন্তাদেবীর আছে কিনা তা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, ওখানকার জমি নিয়ে কোনও গোলমাল আছে কিনা সেটাও পুলিশের ব্যাপার। আমি শুধু জানি যীশু মূর্তি থেকে কোনওদিনই রক্ত পড়েনি, পড়বেও না।

সোনার বাংলা

বুধবার ২২ এপ্রিল ১৯৯৮

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের

রহস্য ফাঁস

মূর্তি সিঙ্গাপুর পাচারের চেষ্টা চলছে

প্রবীর ঘোষ

২১ এপ্রিল : ভেবেছিলাম রহস্য ফাঁসের প্রথম কিস্তি বেরোবার পরই কলকাতা পুলিশ আর একটু যত্নবান হবেন। এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও তদন্ত শুরু হয়েছে বলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের

রহস্য ফাঁস

মূর্তি সিঙ্গাপুর পাচারের চেষ্টা চলছে

প্রবীর ঘোষ

জানা নেই। আশা করেছিলাম, প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হওয়ার পর একটা দেবতার মূর্তির গায়ে মানুষের রক্ত মাখিয়ে অলৌকিকতা প্রমাণের বুজরুকিকে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন। তদন্ত করে দেখা হবে, কী উদ্দেশ্যে ওই কাজ করা হচ্ছে? এর পেছনে কোনও ধর্মব্যবসার পরিকল্পনা লুকিয়ে আছে কিনা। দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত সেই তদন্ত শুরু হল না। বরং কোনও এক রহস্যময় কারণে আজ সকাল থেকে ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটের ওই বাড়ির সামনে আর কোনও পুলিশ পাহারা নেই।

আমি জেনেছি, বাড়ির মালকিন অজন্তা চ্যাটার্জির আপত্তিতেই বাড়ির সামনে থেকে পুলিশ পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে। নির্বিবাদে পুলিশ পাহারা উঠে গেল, অথচ 'রক্তাক্ত যীশু' দর্শন বন্ধ হল না। বরং পুলিশ সরে যাওয়া মাত্র আজ সকাল থেকে তা আরও অবাধ ও মালকিন অজন্তা চ্যাটার্জির পছন্দমতো হয়ে উঠেছে। আমাদের তদন্তকারী টিমের প্রতিনিধিরা গতকালের মতো আজও ভেতরে ঢুকেছেন, দোতলায় উঠেছেন এবং 'রক্তাক্ত যীশু' দর্শন করেছেন। আজ গতকালের তুলনায় ঘরের আলো আরও কমানো হয়েছে। সম্ভবত কম পাওয়ারের বাল্ব লাগানো হয়েছে। যীশু মূর্তির বুকের কাছে আজও চলটা। তবে তা লক্ষ্য করতে হলে সত্যান্বেষীর চোখ দরকার। চলটা উঠে গিয়ে ঘিয়ে রঙ বেরিয়ে পড়েছে। গতকাল পর্যন্ত যা ছিল কাঠের মূর্তি, আজ তা ফাইবার গ্লাসের বলে দাবি করছেন আইনজীবী অজন্তাদেবী এবং তার পুত্র। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আজ সকাল থেকে অজন্তাদেবীর ছেলে সৈকত ওরফে বাবির জ্বর হয়েছে। ও সারাদিনই আজ বাড়ির মধ্যে, দর্শনার্থীদের সেবায় ব্যস্ত। আজ কয়েকজন স্পেশাল দর্শনার্থীকে মিষ্টি ও সরবত খেতে দেওয়া হয়েছে। গতকাল অজন্তাদেবী কর্নফিল্ড রোড থেকে আসা সিস্টার সরযূ গোমেজকে বোঝাচ্ছিলেন, 'ভাবুন কাঠের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে এল—একেবারে চোখের সামনে—'ভাবুন একবার।'

আজ বাবি বেশ চেঁচিয়েই বলল, 'প্রবীর ঘোষ তো জানেই না মূর্তিটা ফাইবারগ্লাসের।' যতসব গুলগল্প। আমি জানি না ২৪ ঘন্টার মধ্যে কী এমন ঘটল যাতে কাঠের মূর্তি ফাইবারগ্লাসের হয়ে গেল। ওঁরা যদি আগামীকাল বলে বসেন যে, আসলে মূর্তিটি প্ল্যাটিনামের, তাহলেও আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
কিছু বলার নেই। কারণ, মূর্তিটি হাত দিয়ে ধরে পরীক্ষা করার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

'আজকের নতুন খবর হল, অজন্তা চ্যাটার্জির স্বামী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেকর্ড সেকশনের কর্মী দিলীপ চ্যাটার্জি সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। সিঙ্গাপুর যাওয়ার ব্যাপারে বিদেশ সফরের জন্য প্রয়োজনীয় দরখাস্ত আবেদনের প্রাথমিক কাজকর্মও তিনি করে ফেলেছেন। আমি নিশ্চিত, পুলিশও ওঁর এই সিঙ্গাপুর যাওয়ার চেষ্টার কথা জানেন। কারণ, যেসব জায়গায় আবেদনপত্র জমা পড়েছে, সেগুলি পুলিশের হাতে আসতে বাধ্য। কেন হঠাৎ এই সিঙ্গাপুর সফর? মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেকর্ড সেকশনের কর্মী হঠাৎ এত টাকাই বা পাচ্ছেন কোথা থেকে? অর্থের জোগান কোথা থেকে হচ্ছে, সে খবর নিক পুলিশ। আমি শুধু বলব, দিলীপবাবুর হঠাৎ সিঙ্গাপুর বেড়াতে যাওয়ার শখ হয়নি। তিনি খুব নির্দিষ্ট কারণেই সিঙ্গাপুর যেতে চাইছেন। সিঙ্গাপুরের একটি নামকরা চার্চে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র রক্ত তথা হোলি ব্লাডের দুটি আলাদা স্যাম্পেল সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। ২,০০০ বছর আগের সেই রক্তের হাল আপাতত কিরকম তা বলা মুশকিল, কিন্তু খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের একদল মানুষ বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর যেসব চার্চে প্রভু যীশুর হোলি ব্লাড সংরক্ষিত আছে, তার মধ্যে সিঙ্গাপুরের চার্চ একটি।

সোনার বাংলা

বৃহস্পতিবার ২৩ এপ্রিল ১৯৯৮

যীশুর পা থেকে আবার টাটকা রক্তপাত!

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের রহস্য ফাঁস

প্রবীর ঘোষ

২২ এপ্রিল : পুলিশ প্রহরা উঠে যাওয়া মাত্র ঘটনাটা ঘটেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে। আমি একে কাকতালীয় বলব কিনা জানি না। কেননা ওই বাড়ির সামনে থেকে পুলিশ প্রহরা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কার তা আমার জানা নেই। শুনেছি মালকিন আইনজীবী অজন্তা চ্যাটার্জির বাড়ির সামনে পুলিশ থাকাটা পছন্দ হয়নি। যেহেতু উনি আইন জানেন বলে দাবি করেন আর পুলিশ আইন জানা লোক দেখলেই কিঞ্চিৎ নার্ভাস হয়ে পড়েন, সম্ভবত তাই অজন্তাদেবী আপত্তি করামাত্রই
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

রহস্য ফাঁস

যীশুর পা থেকে আবার রক্তপাত!

প্রবীর ঘোষ

একটি চমৎকার বুজরুকির স্পট থেকে নিমেষে পুলিশ তুলে নেওয়া হল। আমি নিশ্চিত নই, কেননা এটা আমার শোনা কথা। শোনা কথার ওপর ভরসা করতে নেই। কিন্তু যদি সত্যিই এ ঘটনা ঘটে থাকে তবে বলব পুলিশের পক্ষে এ এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত। হঠাৎ যদি কোথাও কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু করে আর দলে দলে লোক সেই অলৌকিকতা দেখতে ছুটে আসে বিশেষত তা যদি ধর্মীয় অলৌকিকতা হয়, তবে সেখানে পুলিশ প্রহরা না রাখার অর্থ এই অলৌকিকতাকে পরোক্ষভাবে মদত দেওয়া, যা অন্তত পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসনের কাছে আশা করা যায় না। পুলিশ সরে যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফলে যা ঘটার তাই ঘটেছে। আজ সকাল থেকে ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটের যীশু মূর্তির ক্রুশবিদ্ধ পা থেকে আবার টাটকা রক্তপাত শুরু হয়েছে।

আজ ওই বাড়িতে বড় পরিবর্তন ঘটেছে দুটি, প্রথমত, যীশুর পা থেকে আবার রক্তপাত। দ্বিতীয়ত, ছ'টি ব্লোআপ করা রঙিন ছবি টাঙানো হয়েছে সিঁড়ির পাশে। ছ'টি ছবিতেই রক্তাক্ত যীশু। ছ'টি ছবিরই তলায় ইংরেজি ও বাংলায় ক্যাপশন লেখা, 'ফরেনসিক পরীক্ষার আগে'। বাড়িতে ঢুকতেই বেশ একটা প্রদর্শনী কক্ষের চেহারা পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র সাতদিনেই বাড়িটিকে একটি রহস্যময় প্রদর্শনীস্থল করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন অজন্তাদেবী। এদিনও দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন বিভিন্ন চার্চের সিস্টার ও খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা। কেউ কেউ ফুলও এনেছিলেন। বেশ কয়েকটি মালাও দেখা গেল মূর্তির পাশে।

আজ আরও একটি নতুন বুজরুকি শুরু হয়েছে। কিছু কিছু ধর্মপ্রাণার জন্য সাপ্লাই করা শুরু হয়েছে 'রক্তাক্ত' যীশু মূর্তির পায়ের ছাপ। এর আগে যীশু মূর্তির পায়ে রক্তের দাগ ছিল কেবল পায়ের পাতায়। আজ সকাল থেকে টাটকা রক্তে পায়ের তলাও ছাপিয়ে গেছে বলে দাবি করছেন অজন্তাদেবী। সত্যিই পায়ের তলাতেও রক্তের দাগ আছে কিনা জানিনা। কেননা পরীক্ষা করে দেখার কোন সুযোগ নেই। মূর্তির পায়ের তলা দেখার জন্য কেউ ঝুঁকে পড়লেই তাদের বলা হচ্ছে 'না না অমন করবেন না। মূর্তিতে ধাক্কা লাগতে পারে'। কারও সামনে অবশ্য অজন্তাদেবীকে মূর্তির পায়ের ছাপ নিতে দেখা গেল না। তিনি সবাইকেই জানিয়ে দিলেন, যার ওপর ছাপ নিতে চান তা জমা রাখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমি সময় মতো ছাপ তুলে রাখব। এত ভিড়ে এসব পবিত্র কাজ করা যায় না।

খুবই প্রত্যাশিত ব্যবহার। সকলের সামনে রক্তের ছাপ নেওয়ার বিপদ আছে। বড়জোর একটি বা দুটি কাগজে ছাপ নেওয়ার পরই তো রক্ত ভ্যানিশ হয়ে যাবে। যেটুকু রক্ত লাগানো আছে, রক্তের পরিমাণ তো সেইটুকুই। সত্যিই তো আর রক্তপাত হচ্ছে না, যে যত চাইলাম তত কাগজে পরমপিতার রক্তমাখা ছাপ লাগিয়ে নিলাম। অলৌকিক রক্তপাতের সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। তাই অজন্তাদেবীকে 'পবিত্র সুযোগ ও সময়'-এর জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। এভাবে যদি চলতে থাকে, তবে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ আসার মধ্যেই ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রিটকে অলৌকিক পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করা যাবে বলে মনে হচ্ছে। প্রসঙ্গত একটি কথা বলে রাখি। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না। যুক্তিবাদে বিশ্বাস করি। গতকাল আমার লেখায় 'সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য' শব্দ দুটি নেহাতই অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণপ্রমাদ। পড়তে হবে 'সুযোগ' শব্দটি।

সোনার বাংলা
শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ১৯৯৮

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের রহস্য ফাঁস

রক্তমাখা পায়ের ছাপ কাগজে তুলে বিলি হচ্ছে

প্রবীর ঘোষ

২৩ এপ্রিল : আইনজীবী অজন্তা চ্যাটার্জিকে সম্ভবত কোনও সিনিয়র আইনজীবী শিখিয়ে দিয়েছেন যে আপনি বলে যান এই যীশু মূর্তি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা আমার বাড়ির মধ্যে বসানো আছে। এটা আমি কাকে দেখতে দেব, কাকে দেখতে দেব না সেটাও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি বলে যান যে আমি আমার যীশু মূর্তির ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনি, কোনও প্রচার করিনি, কীভাবে প্রচার হয়েছে জানি না, আমি কাউকে আমন্ত্রণও করিনি। এইভাবে চলতে পারলে আপনাকে কেউ অলৌকিকতা প্রচার অথবা বুজরুকির দায়ে ধরতে পারবে না। সম্ভবত এই উপদেশ পাওয়ার ফলেই আজ অজন্তাদেবী বেশ চেঁচিয়েই দর্শনার্থীদের বলেন, 'কীভাবে যে আগুনের মতো খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, জানি না—আমি কিছু জানি না। শুধু দেখলাম দলে দলে মানুষ আসছেন আমার বাড়িতে মূর্তি দর্শন করতে।'

আমি আইনজীবী নই অজন্তাদেবী। আমি যুক্তিবাদী। গত ২০ বছর ধরে আমি অন্তত ২০০ ভূত ধরেছি। অলৌকিকতার নামাবলি জড়ানো মানুষ-ভূত ধরাই আমার নেশা। আইনের বেড়াজাল ছড়িয়ে কি আর ভূত প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অনুগ্রহ করে আমার নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন কি?

১) আজ সকাল থেকে কাগজ, টিস্যু পেপার আর তুলোতে করে যীশু মূর্তির পা-থেকে রক্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের

রহস্য ফাঁস

পরে ৬টি ছবির ডিসপ্লে বোর্ড

যীশু মূর্তিতে পুরনো ধরনের দরজা

রক্তমাখা পায়ের ছাপ কাগজে তুলে বিলি হচ্ছে

প্রবীর ঘোষ

২৩ এপ্রিল : আইনজীবী অজন্তা চ্যাটার্জিকে পাঠানো কোন সিনিয়র আইনজীবী লিখিয়ে দিয়েছেন যে আপনি বলে যান এই যীশু মূর্তি আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা আমার বাড়ির মধ্যে বসানো আছে। এটা আমি কারো দেখতে দেব, কাকে দেখতে দেব না সেটাও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি বলে যান যে আমি আমার যীশু মূর্তির ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনি, কোন প্রচার করিনি, জীবনের প্রচার হয়েছে জানি না, আমি কাউকে আমন্ত্রণও করিনি। এইভাবে সবাইকে পাগল আপনাকে কেউ অলৌকিকতা প্রচার অথবা পুরুষলিঙ্গ নিয়ে ধরতে পারবে না। সম্ভবত এই উপলক্ষে পাঠকরা সকলেই আজ অজন্তাদেবী কেন ওঠেছেই দর্শনার্থীদের কথায়, 'জীবনের যে অভিজ্ঞতার মধ্য থাকবো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, জানি না — আমি কিন্তু জানি না। শুধু দেখলাম দলে দলে মানুষ আসছেন আমার বাড়িতে মূর্তি দর্শন করতে'।

আমি আইনজীবী নই অজন্তাদেবী। আমি মুক্তিপাগল। গত ২০ বছর ধরে আমি চাকরি ২০০ ভুল করেছি। অলৌকিকতার নানাবিধ জন্মলাভ মানুষ-ভুত হাড়ই আগের দেশ। মাইনের বেতনভোগ ছবিতে কি যার ভুত প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অনুরূপ করে আমার নিজের প্রশ্ন গুলোর উত্তর দেবেন কি?

[illegible] কিন্তু [illegible] আর [illegible] যীশু মূর্তির পা থেকে রক্তের ছাপ নিয়ে বিলি করা হচ্ছে কেন? এটা কি ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের নমুনা?

২) আজ দুপুরে ডন বসকোর বাসে চড়ে যে ৪০/৫০ জন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী আপনার বাড়িতে পরমপিতার 'রক্তপাত' দর্শনে এলেন তাদের আপনার বাড়ির ঠিকানা দিল কে? সকাল থেকে আপনার পরিবারের যে প্রতিনিধি আপনার বাড়ির নম্বর নিয়ে ডন বসকোতে বসেছিলেন, যেখানে তখন চলছিল খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের একটি ন্যাশনাল সেমিনার, তাকে কে পাঠিয়েছিল? এরপরেও কি আপনি বলবেন আপনারা কাউকে আমন্ত্রণ করছেন না? এরপরেও কি আপনি বলবেন এটা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের নমুনা?

৩) সিঙ্গাপুর থেকে যে ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক কলকাতায় এসে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাঁকে কে আপনাদের টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল? তিনি কেন আপনাদের বাড়ি এলেন? নেহাতই কৌতূহল? কে তাকে আপনাদের বাড়ি পাঠাল? কেন আপনারা সিঙ্গাপুর থেকে আসা ওই ভদ্রলোকের হাতে 'রক্তাক্ত' যীশু মূর্তির প্রচুর রঙিন ছবি তুলে দিলেন? কেন আপনার স্বামী দিলীপবাবুকে ঐ ভদ্রলোক সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন? ঐ ভদ্রলোকের পেশা কি অজন্তাদেবী? উনি কি কেবলই একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী? এরপরে কি আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের যুক্তিটি ধোপে টিকছে, অজন্তাদেবী?

৪) যীশু মূর্তিকে ঘিরে আপনার সেন্টিমেন্ট যদি কেবল আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণই হবে তবে ওই ঘরে যীশু মূর্তির পাশে ৬টি রঙিন ব্লোআপ করা ছবির ডিসপ্লে বোর্ড বসিয়েছেন কেন? কেন ঘরে দর্শনার্থীরা এলেই ওই ডিসপ্লে বোর্ডের তলায় হঠাৎ দেওয়ালের ওপর কার্পেট লাগিয়েছেন? আপনি কি চাইছেন ঘরের ভেতরের চেহারাটা পুরনো দিনের গির্জার দেওয়ালের গথিক শিল্পের মত হয়ে উঠুক? আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত বাড়িটিকে একটি অলৌকিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইছেন?

৫) সবটাই যদি আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ হবে তাহলে সেন্ট্রাল ফরেনসিককে প্রভাবিত করে রক্ত পরীক্ষা করালেন কেন? কেনই বা ছবির ডিসপ্লে বোর্ডের তলায় লিখেছেন, 'ফরেনসিক পরীক্ষার আগে'? নিজে বিশ্বাস করুন, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু গোটা দুনিয়াকে বিশ্বাস করানোর জন্য উঠে পড়ে নেমেছেন কেন? কী আপনার স্বার্থ? এগুলোর উত্তর না দিতে পারলে ধরে নিতে হবে, আমাদের সন্দেহটাই সঠিক।

ছাপ নিয়ে বিলি করা হচ্ছে কেন? এটা কি ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের নমুনা?

২) আজ দুপুরে ডন বসকোর বাসে চড়ে যে ৪০/৫০ জন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী আপনার বাড়িতে পরমপিতার 'রক্তপাত' দর্শনে এলেন তাদের আপনার বাড়ির ঠিকানা দিল কে? সকাল থেকে আপনার পরিবারের যে প্রতিনিধি আপনার বাড়ির নম্বর নিয়ে ডন বসকোতে বসেছিলেন, যেখানে তখন চলছিল খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের একটি ন্যাশনাল সেমিনার, তাকে কে পাঠিয়েছিল? এরপরেও কি আপনি বলবেন আপনারা কাউকে আমন্ত্রণ করছেন না? এরপরেও কি আপনি বলবেন এটা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের নমুনা?

৩) সিঙ্গাপুর থেকে যে ইউরোপীয়ান ভদ্রলোক কলকাতায় এসে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তাঁকে কে আপনাদের টেলিফোন নম্বর দিয়েছিল? তিনি কেন আপনাদের বাড়ি এলেন? নেহাতই কৌতূহল? কে তাকে আপনাদের বাড়ি পাঠাল? কেন আপনারা সিঙ্গাপুর থেকে আসা ওই ভদ্রলোকের হাতে 'রক্তাক্ত' যীশু মূর্তির প্রচুর রঙিন ছবি তুলে দিলেন? কেন আপনার স্বামী দিলীপবাবুকে ঐ ভদ্রলোক সিঙ্গাপুর যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন? ঐ ভদ্রলোকের পেশা কি অজন্তাদেবী? উনি কি কেবলই একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী? এরপরে কি আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের যুক্তিটি ধোপে টিকছে, অজন্তাদেবী?

৪) যীশু মূর্তিকে ঘিরে আপনার সেন্টিমেন্ট যদি কেবল আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণই হবে তবে ওই ঘরে যীশু মূর্তির পাশে ৬টি রঙিন ব্লোআপ করা ছবির ডিসপ্লে বোর্ড বসিয়েছেন কেন? কেন ঘরে দর্শনার্থীরা এলেই ওই ডিসপ্লে বোর্ডের তলায় হঠাৎ দেওয়ালের ওপর কার্পেট লাগিয়েছেন? আপনি কি চাইছেন ঘরের ভেতরের চেহারাটা পুরোনো দিনের গির্জার দেওয়ালের গথিক শিল্পের মতো হয়ে উঠুক? আপনি কি আপনার ব্যক্তিগত বাড়িটিকে একটি অলৌকিক তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করতে চাইছেন?

৫) সবটাই যদি আপনার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ হবে তাহলে সেন্ট্রাল ফরেনসিককে প্রভাবিত করে রক্ত পরীক্ষা করালেন কেন? কেনই বা ছবির ডিসপ্লে বোর্ডের তলায় লিখেছেন, 'ফরেনসিক পরীক্ষার আগে'? নিজে বিশ্বাস করুন, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু গোটা দুনিয়াকে বিশ্বাস করানোর জন্য উঠে পড়ে নেমেছেন কেন? কী আপনার স্বার্থ? এগুলোর উত্তর না দিতে পারলে ধরে নিতে হবে, আমাদের সন্দেহটাই সঠিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সোনার বাংলা
শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ১৯৯৮

যীশুর রক্ত ছিল এ বি পজিটিভ, আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে হল ও নেগেটিভ!

প্রবীর ঘোষ

২৪ এপ্রিল : যুক্তিবাদীরা হিংস্র স্বভাবের নন, তারা নমনীয়। অজন্তাদেবী যদি ভেবে থাকেন, আমি তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের ওপর আঘাত করতে চাইছি, তবে তা ভুল। আগেও বলেছি আবার বলছি, কারও ধর্ম বিশ্বাসকে আক্রমণ করা আমার কাজ নয়। কোনওদিন আমি সে কাজ করিওনি। আর অজন্তাদেবীকে ব্যক্তিগত আক্রমণের তো প্রশ্নই নেই। উনি ওনার বাড়ির যীশুমূর্তি থেকে রক্তপাত ঘটিয়ে বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) হতে না চাইলে তো আমি ওনার নামই জানতে পারতাম না। আমরা যুক্তিবাদীরা প্রতারককে আক্রমণ করি, বুজরুকিকে আক্রমণ করি, মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে নিয়ে যারা ধর্ম ব্যাবসা করে তাদের আক্রমণ করি, যারা অলৌকিকতা প্রচার করে টু-পাইস কামিয়ে নিতে চায় তাদের আক্রমণ করি। অজন্তাদেবী যদি প্রমাণ করে দিতে পারেন তাঁর বাড়ির যিশুমূর্তির গায়ে পেরেক ঠোকা হলে আবার রক্ত পড়বে, তবে আমি যুক্তিবাদী হিসেবে ওনার সব কথা মেনে নেব, আমার তোলা যাবতীয় অভিযোগ প্রত্যাহার করে ক্ষমা চেয়ে নেব। আর শুধু তাই নয়, আগেও বলেছি আবার বলছি এই অলৌকিকতা যে প্রমাণ করতে পারবেন তাকে আমি ও বাংলাদেশের বিখ্যাত জাদুকর জুয়েল আইচ মিলে যৌথভাবে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেব। আমি যুক্তিবাদী, আমার হার স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই। আসুন অজন্তাদেবী আমাকে হারান। কিন্তু না হারাতে পারলে যে যুক্তিবাদীর কাছে আপনাকে হারতে হবে।

বিশ্বের কোনও কোনও চার্চে যিশুখ্রিস্টের রক্ত (হোলি ব্লাড) রাখা আছে সে ব্যাপারে আমি কিছু খোঁজখবর নিয়েছি। জানতে পেরেছি, **রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে যিশুখ্রিস্টের রক্ত সংরক্ষিত আছে। আপামর খ্রীস্টান ধর্মযাজকরা দাবি করেন, সেই রক্তের গ্রুপ এ বি পজিটিভ।** এই তথ্যটি কলকাতায় বসেও জানা খুব কঠিন কাজ নয়। বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের প্রায় প্রত্যেকেই এই তথ্যে বিশ্বাস করেন। ধরে নিতে হবে বিশ্বের আর যেসব চার্চেই যীশুর রক্ত সংরক্ষিত আছে তার সবকটিরই গ্রুপ এ বি পজিটিভ। কারণ একই মানুষের রক্তের গ্রুপ কখনও আলাদা হতে পারে না। বেচারা অজন্তাদেবী। ওঁর বাড়ির যীশু মূর্তির রক্তের গ্রুপ কিন্তু এ বি পজিটিভ নয়, ভ্যাটিকান সিটি থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে রক্তের গ্রুপ পালটে গেছে, হয়েছে ও নেগেটিভ। না, এটি আমার তথ্য নয়। তথ্যটি প্রকাশ করেছেন ওই যীশু মূর্তির মালকিন স্বয়ং অজন্তাদেবী। তিনি দাবি করেছেন **'ফরেনসিক রিপোর্টে দেখা গেছে মূর্তি থেকে**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

যীশু মূর্তি থেকে রক্তপাতের

রহস্য ফাঁস

যীশুর রক্ত ছিল এ বি পজিটিভ, আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে হল ও নেগেটিভ!

প্রবীর ঘোষ

যে রক্তপাত হয়েছে তার গ্রুপ ও নেগেটিভ।' অজন্তাদেবীর এই বক্তব্যের প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে।

অজন্তাদেবীর জ্ঞাতার্থে আমরা আরও জানাচ্ছি ওঁর যীশু মূর্তি থেকে সংগৃহীত তিন রকমের রক্তের স্যাম্পেল আমাদের হাতে এসেছে। দুটি স্যাম্পেল নেওয়া হয়েছে কাগজ ভিজিয়ে, যীশু মূর্তির 'রক্তমাখা' পায়ে চেপে ধরে। অজন্তাদেবীই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তিন নম্বর স্যাম্পেলটি রয়েছে তুলোয়। অজন্তাদেবীর নিশ্চয়ই মনে আছে উনি ওই 'রক্তমাখা' তুলো মূর্তির কাছে একটি প্লেটের ওপর রেখে দিয়েছিলেন। আমি এবার নিজ দায়িত্বে ওই তিনটি রক্তের স্যাম্পেলই পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছি। দেখা যাক ওই তিনটি রক্তের একটি থেকেও এ বি পজিটিভ গ্রুপ পাওয়া যায় কিনা। আমি নিশ্চিত, পাওয়া যাবে না। এমনকি এই তিনটি রক্তের স্যাম্পেল ও নেগেটিভ না হলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না। কারণ আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি যীশু মূর্তি থেকে এক ফোঁটাও রক্ত পড়েনি। রক্ত বাইরে থেকে এনে মূর্তির গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। সবটাই যখন বুজরুকি তখন রক্ত লেপার কাজটি দু'বার করা হয়ে থাকলেও আমি অবাক হব না। সেক্ষেত্রেও নেগেটিভের মতো বিরল জাতের রক্ত দ্বিতীয়বার অজন্তাদেবীদের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়নি তাও হতে পারে। অপরাধী সবসময়ই কোনও না কোনও ভুল করে ফেলে আর সেটাই হয় তার অপরাধ ধরা পড়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অজন্তাদেবীর জানা ছিল না যীশুখ্রিস্টের অরিজিনাল ব্লাড গ্রুপ এ বি পজিটিভ। আমি অবাক হচ্ছি যে ঘটনাটি দেখে, তা হল পুলিশ নির্বিকারভাবে আজও এই বুজরুকি চালিয়ে যেতে দিচ্ছে। একদিনের জন্য এই ধরনের বুজরুকি চলতে দেওয়ার অর্থ কমপক্ষে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষকে অলৌকিক মহিমার প্রতি আস্থাশীল করে তোলা। জানি না কী স্বার্থে প্রশাসন শক্ত হাতে এ জিনিস দমন করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

২৫ এপ্রিল, রবিবার, ১৯৯৮

চার দিনের মধ্যে 'সোনার বাংলা'-র বিক্রি প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। পুলিশ অনেকটা ব্যাকফুটে।

বিদেশি অনেক পত্র-পত্রিকা আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে। বিবিসি চ্যানেল ফোরের প্রোডিউসার রবার্ট ঈগ্‌ল খবরটা শুনে গোটা ঘটনাটা ডিজিটাল ক্যামেরায় তুলে রাখার অনুরোধ করেছেন আমাকে। পূষন গুপ্ত ও সুজিত চ্যাটার্জি ছবি তুলে রাখছেন। সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রল চার্চের ফাদার থেকে বিদেশি চার্চগুলোর ফাদারদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা অবশ্য ব্যাপারটা বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেসব খবরই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে যাচ্ছিল। ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পুলিশকর্তার।

অন্যান্য পত্র-পত্রিকাও চুপ করে বসে নেই। তাঁরা যিশুর রক্তপাত নিয়ে সাধ্যমতো হাইপ তুলছেন।

২৬ এপ্রিল, সোমবার, ১৯৯৮

রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কলকাতা পুলিশকে জানানো হয়েছে—এখুনি যিশু নিয়ে নাটক বন্ধ হোক। প্রয়োজনে মূর্তিটিকে আটক করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হোক।

যুক্তিবাদী সমিতি, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন, সোনার বাংলার যৌথ অভিযানে পৃথিবী জুড়ে এতটাই সাড়া পড়েছিল যে রাজ্য সরকার আর চুপ থাকেনি। ফলে 'অলৌকিক যিশু' আবার লৌকিক হলেন। এখন আমার ফ্ল্যাটে 'লৌকিক যিশু' বিরাজ করছে। আর রক্ত পড়ে না!

যীশুর রক্ত ছিল

এক পাতার পর

একটি প্লেটের ওপর রেখে দিয়েছিলেন। আমি এবার নিজ দায়িত্বে ঐ তিনটি রক্তের স্যাম্পেলই পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছি। দেখা যাক ঐ তিনটি রক্তের একটি থেকেও এ বি পজিটিভ গ্রুপ পাওয়া যায় কিনা। আমি নিশ্চিত পাওয়া যাবে না। এমনকি এই তিনটি রক্তের স্যাম্পেল ও নেগেটিভ না হলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না। কারণ আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি যীশু মূর্তি থেকে এক ফোঁটাও রক্ত পড়েনি। রক্ত বাইরে থেকে এনে মূর্তির গায়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। সবটাই যখন বুজরুকি তখন রক্ত লেপার কাজটি দু'বার করা হয়ে থাকলেও আমি অবাক হব না। সেক্ষেত্রে ও নেগেটিভের মত বিরল জাতের রক্ত দ্বিতীয়বার অজন্তাদেবীদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি তাও হতে পারে। অপরাধী সবসময়ই কোন না কোন ভুল করে ফেলে আর সেটাই হয় তার অপরাধ ধরা পড়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অজন্তাদেবীর জানা ছিল না যীশুখ্রীষ্টের অরিজিনাল ব্লাড গ্রুপ এ বি পজিটিভ। আমি অবাক হচ্ছি যে ঘটনাটি দেখে তা হল পুলিশ নির্বিকারভাবে আজও এই বুজরুকি চালিয়ে যেতে দিচ্ছে। একদিনের জন্য এই ধরনের বুজরুকি চলতে দেওয়ার অর্থ কমপক্ষে কয়েক হাজার সাধারণ মানুষকে অলৌকিক মহিমার প্রতি আস্থাশীল করে তোলা। জানি না কী স্বার্থে প্রশাসন শক্ত হাতে এ জিনিস দমন করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : ছয়

সত্য সাঁই-এর সত্যি-মিথ্যে

৮০ বছর বয়সি সত্য সাঁইবাবা একটি বিশাল বিতর্কিত নাম। সাঁইবাবার ৮০ বছরের জন্মদিনে পুট্টাপার্টির প্রশান্তিনিলায়মে ছিল ক্রিকেট জগতের ও বলিউডের সুপার স্টারদের ভিড়। শ্রদ্ধা জানাতে দক্ষিণের ও কেন্দ্রের মন্ত্রীদের এবং হাই প্রোফাইল মানুষদের ঢল নেমেছিল আশ্রমে। জীবন্ত ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে সবাই তাদের স্বপ্নপূরণ করতে চাইছিলেন।

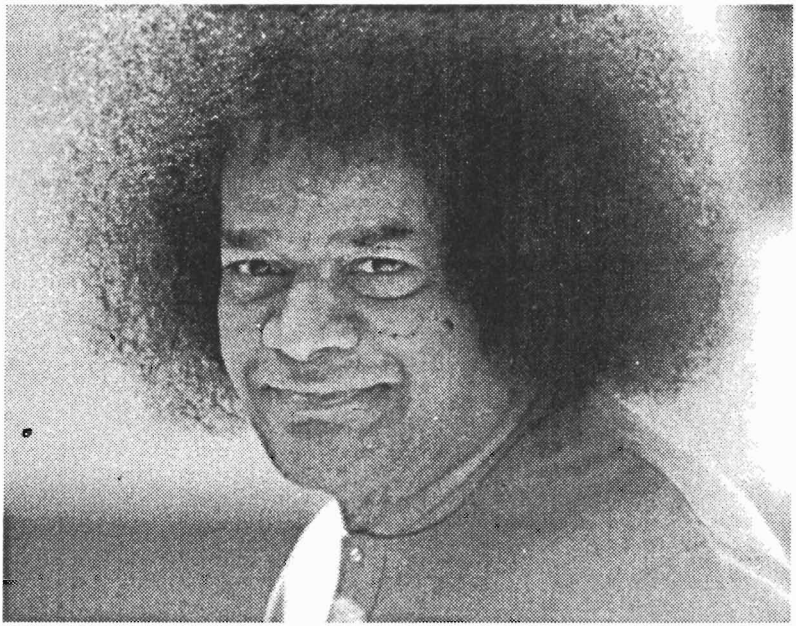

জরায় জবুথবু জীবন্ত ভগবানকে দেখে করুণা হচ্ছিল। ওঁর কাছে কী চাইব—সুস্থ শরীর, জরাকে জয় করার ক্ষমতা, যশ?

ভগবান সাঁইবাবা আজকাল অসুস্থ থাকছেন প্রায়ই। জরা তাঁকে অথর্ব করে দিয়েছে। তিনি ভক্তদের যশের আলো দেখাবেন কী? নিজেই তো বহু অপযশের অন্ধকারে ডুবে আছেন।

সাঁইবাবা কি সমকামী (Homosexual)

সাঁইবাবার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে—তিনি সমকামী। ভারতে সমকামিতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Google সার্চ করলে সত্যসাঁইয়ের সমকামিতা বিষয়ে ৫ হাজারের বেশি রেফারেন্স মিলবে। এঁদের প্রত্যেকেই কি মিথ্যেবাদী? নাকি অনেকেই সত্যি বলছেন? এরা বেশির ভাগই কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ছবি থেকে বিভূতি

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে সাঁইভক্তদের রমরমা ভারতের ৬০০ জেলার মধ্যে এক অথবা দু-নম্বরে। ওখানে বাড়িতে বাড়িতে সাঁইয়ের ছবি। সন্ধ্যায় সাঁই-ভজন। বিশেষ বিশেষ ভক্তদের

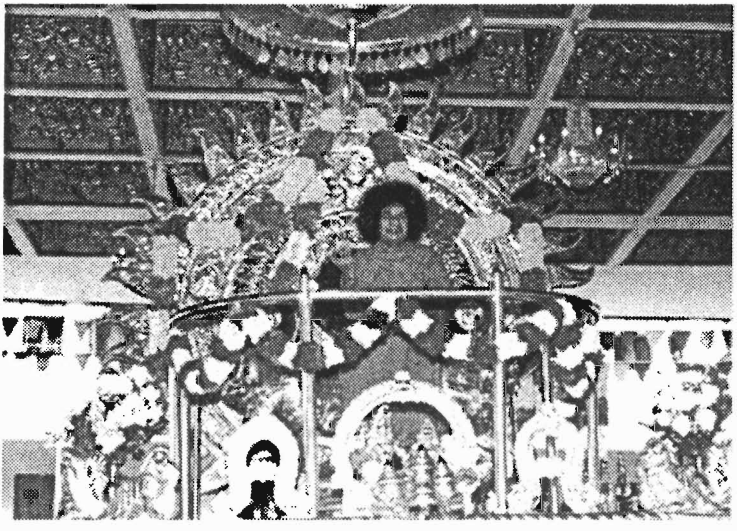

বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো ছবি থেকে সুগন্ধি বিভূতি ঝরে পড়ে। ওইসব 'ভাগ্যবান' ভক্তেরা সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধা পান।

দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এ অনেক নামী-দামি স্কুল-কলেজ রয়েছে। সেইসব স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর 'যুক্তিবাদী সমিতি'র (Rationalists' Association)-এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ওরা ২০০৭-এর গোড়া থেকেই একটা কাজ শুরু করেছে। ওদের বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো দাদু-দিদার ছবি থেকেও বিভূতি ঝরাচ্ছে। পড়শিদের ডেকে এনে দাদু-দিদার 'অলৌকিক ক্ষমতা' দেখাচ্ছে। স্থানীয় শিক্ষক ও যুক্তিবাদী সমিতির সম্পাদক গোপাল ছেত্রী প্রকাশ্য সভায় ছবি থেকে বিভূতি ঝরার অলৌকিক রহস্য ফাঁস করেছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যে কোনও ছবির কাচে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল লাগিয়ে রাখলেই কেল্লা ফতে। ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলেই মিহি ছাই হয়ে ঝরে পড়ে।

সাঁইবাবার অসুখ-বিসুখ

যেসব ভক্তেরা রোগ মুক্তির জন্য সাঁইবাবার আশ্রমে দৌড়োন, তাঁরা কী একবারও ভেবে দেখেছেন—সাঁইবাবা নিজের অসুখ করলে কেন সব সময় আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নেন? যিনি নিজের অসুখ অলৌকিক ক্ষমতায় সারাতে পারেন না, তিনি অন্যের অসুখ সারাবেন কী করে?

সাঁইবাবার চ্যালেঞ্জ : পেটে হবে মোহর!

এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার বিচিত্র আমার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। রেজেস্ট্রি ডাকে চিঠিটি পাঠিয়েছেন শ্রীসত্যসাঁইবাবার চরণাশ্রিত 'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর ভাইসচান্সেলারের সেক্রেটারি অগ্নিকা বসাক। প্যাডের কোনায় লেখা Ref. No. 710/88. 10 April 1988. চিঠিটি এখানে তুলে দিলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মহাশয়,

৩০ মার্চ ৫ এপ্রিল ১৯৮৮-এর সংখ্যায় 'পরিবর্তন'-এ আপনার (অ) লৌকিক অভিজ্ঞতার কথা পড়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা হল।

আমাদের আশ্রমের উপাচার্য শ্রী বিভাস বসাকের নির্দেশক্রমে এক (অ) সত্য ঘটনা আপনাকে জানানো যাইতেছে, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা আপনার ইচ্ছাধীন।

উনার কাছে শ্রীসত্যসাঁইবাবার সৃষ্টি করা কিছু বিভূতি (ছাই) আছে, যে কেউ রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত আসতে পারে পরীক্ষা করার জন্য। সম্পূর্ণ খালি পেটে আসতে হবে—সঙ্গে একজন মাত্র দর্শক বা সাক্ষী থাকতে পারে।

বিভূতি জলে গুলে খাইয়ে দেওয়া হবে। সন্দেহ নিবারণের জন্য গোলা বিভূতির খানিকটা অংশ উনি নিজেই খেয়ে নেবেন। খাবার তিনদিন পরে কম করে ৬টি, বেশি ১১টি স্বর্ণমুদ্রা পাকস্থলী বা অন্ননালির কোনও অংশে নিজেই সৃষ্টি হবে। চতুর্থ দিনে কোনও সুযোগ্য Surgen-কে দিয়ে operation করে বের করা যাবে, বা প্রত্যেকদিন পায়খানা পরীক্ষা করতে হবে ৩০ দিন পর্যন্ত। ওই সময়ের মধ্যেই ২৫ নঃ পঃ আকৃতিতে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাবে।

দক্ষিণা—৫০০্। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে স্বেচ্ছাদান করে রসিদ সঙ্গে আনতে হবে। বিভূতি খাওয়ানো উপাচার্যের ইচ্ছাধীন। পত্রে আলাপ করে পরীক্ষার দিন ধার্য করতে পারেন। আপনি নিজে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেই প্রচার করবেন, নতুবা নয়।'

চিঠিটা আমাদের সমিতির অনেকেই পড়ে সাঁইবাবার নামের সঙ্গে জড়িত এমন একটা প্রতিষ্ঠানকে কোণঠাসা করার সুযোগ পেয়ে উত্তেজিত হলেন। তাঁরা চাইলেন, আমি বিভূতি খেয়ে ওঁদের বুজরুকির ভাণ্ডাফোড় করি। কিন্তু আমার মনে হল—আপাদদৃষ্টিতে উপাচার্যের চ্যালেঞ্জটা যতটা বোকাবোকা ও নিরীহ মনে হচ্ছে, বাস্তব চিত্র ঠিক তার বিপরীত। এই নিরীহ চ্যালেঞ্জের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর রকমের বিপদজনক হয়ে ওঠার সমস্তরকম সম্ভাবনা।

'শিক্ষা আশ্রম ইন্টারন্যাশনাল'-এর উপাচার্যকে আগস্টের শেষ সপ্তাহে চিঠি পাঠিয়ে জানালাম—

আপনি যে অলৌকিক একটি বিষয় নিয়ে আমাকে সত্যানুসন্ধানের সুযোগ দিচ্ছেন তার জন্য ধন্যবাদ। এই অলৌকিক ঘটনা প্রমাণিত হলে সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্যি— আপনি ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার দায় বর্তাবে কেবলমাত্র আপনার উপর। আপনি কৃতকার্য হলে সাফল্যের ক্রিমটুকু খাবেন সাঁইবাবা। এই ব্যাপারটা আমাদের পছন্দ নয়। আপনার ব্যর্থতার দায় সাঁইবাবা নেবেন কী না, জানতে উৎসুক হয়ে রইলাম। সাঁইবাবার নির্দেশমতো বা জ্ঞাতসারেই এই চ্যালেঞ্জ আপনি করেছেন—এটা ধরে নিতেই পারি। কারণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর সম্মান নিয়ে চ্যালেঞ্জ জানানোর দুঃসাহস নিশ্চয়ই আপনার হত না। এমন অবস্থায় পরবর্তী পর্বে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন, এই চ্যালেঞ্জ সাঁইবাবার নির্দেশ অনুসারে/জ্ঞাতসারে হচ্ছে কিনা?

বিভূতিতে বিষ নেই—নিশ্চিত করতে খানিকটা বিভূতি খাবেন জানিয়েছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্য আপনার এই সৎ চেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কিন্তু তারপরও যুক্তির খাতিরে বলতেই হচ্ছে—এতে সন্দেহ নিরসন হয় না। কারণ প্রায় সমস্ত বিষেরই প্রতিষেধক বিজ্ঞানের জানা। যুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
খাতিরে আমরা যদি ধরে নিই, আপনি বিভূতিতে বিষ মেশাবেন, তবে বিষটির প্রতিষেধক আপনার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। আমি অজানা বিষ খেয়ে ফেললে মৃত্যুই অনিবার্য হয়ে উঠবে। তিন দিনের মধ্যে আমি মারা গেলে পেটে সোনার টাকা তৈরি হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

এই মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি যে বিভূতি খেয়েই মারা গেছি—তার প্রমাণ কী? আমি যে মৃত্যুর আগে অন্য কিছু খাওয়ার সময় বিষ গ্রহণ করিনি, তার প্রমাণ কী? খাবারে বিষ মিশে যেতে পারে, কেউ শত্রুতা করে বিষ খাওয়াতে পারে, এমনকী নিজেই কোনও কারণে বিষ খেতে পারি।

এই অবস্থায় আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখছি—

১) যে কোনও প্রাণীকে বিভূতি খাইয়েই যদি তিনদিন পরে পেটে সোনার টাকা তৈরি করে অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা যায়, তবে আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? পরীক্ষার জন্য ছাগল-টাগল কিছুকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

২) ছাগলটিকে আগের রাতেই আপনার আশ্রমে নিয়ে আসব আমরা। উদ্দেশ্য বিভূতি খাওয়ার আগে পর্যন্ত ছাগলটি যে সম্পূর্ণ খালি পেটে আছে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত করা।

৩) সঙ্গে নিয়ে আসব পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা দেওয়া ৫০০ টাকার রসিদ।

৪) ছাগলটিকে বিভূতি খাওয়াবার পর ছাগলটি আমাদের, আপনাদের ও ইচ্ছুক সাংবাদিকদের পাহারায় থাকবে। উদ্দেশ্য—আপনারা যাতে কোনওভাবে ছাগলটিকে স্বর্ণমুদ্রা খাওয়াতে না পারেন।

৫) ছাগলটিকে বটপাতা, কাঁঠালপাতা জাতীয় খাবার খাওয়ানো হবে। খাবারের জোগান দেবেন আপনারা। উদ্দেশ্য যাতে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় মারা গেলে আপনাদেরকে দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৬) তিনদিন পর ছাগলটির পেটে এক্স-রে করে দেখা হবে সোনার টাকা তৈরি হয়েছে কি না।

৭) টাকা তৈরি হলে সাঁইবিভূতির অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হবে। আমি পরাজয় মেনে নিয়ে আপনার হাতে প্রণামি হিসেবে তুলে দেব পঞ্চাশ হাজার টাকা। (তখন 'চ্যালেঞ্জ মানি' ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা।)

৮) ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এই অলৌকিকত্ব দেখার পর সংগত কারণেই আর অলৌকিত্বের বিরোধিতা না করে সত্য-প্রচার করবে এবং আমাদের সমিতির সদস্যরা প্রত্যেকে সাঁইবাবার কাছে দীক্ষা নেবে।

আপনার তরফ থেকে পেটে টাকা তৈরির বিষয়ে অন্য কোনও গভীর পরিকল্পনা না থাকলে, এবং বাস্তবিকই বিভূতির অলৌকিক ক্ষমতায় আপনি প্রত্যয়ী হলে আমার এই প্রস্তাবগুলো নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আমরা ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে একটি 'প্রেস কনফারেন্স' করে বিষয়টা সাংবাদিকদের জানাব। তারপর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমরা পরীক্ষার দিন ধার্য করে সাংবাদিকদেরও এই সত্যানুসন্ধানে অংশ নিতে আহ্বান জানাব।

এই পরীক্ষায় আপনি কৃতকার্য হলে তা আমার পরাজয় হবে না; হবে সত্যকে খুঁজে পাওয়া।

আপনার ইতিবাচক চিঠির প্রত্যাশায় রইলাম।

উত্তর পেলাম সেপ্টেম্বরে। অগ্নিকা উপাচার্যের পক্ষে আমাকে জানালেন—
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আপনার অমানবিক চিঠিটি পেয়েছি। আপনি শুধু অমানবিকই নন, ভীতু। আপনি নিজে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন অবলা, নিরীহ একটি প্রাণীকে। একটি ছাগল বা মুরগির প্রাণ কি প্রাণ নয়? তাদের প্রাণ কি মানুষের প্রাণের চেয়ে কম মূল্যবান? আপনার ভয়ংকর নিষ্ঠুরতা আমাদের ব্যথিত করেছে।

অলৌকিকতার প্রমাণ চাইতে হলে আপনাকেই বিভূতি খেতে হবে। আপনার কোনও পরিবর্তন

The Telegraph

MONDAY 12 DECEMBER 1988 VOL VII NO. 151

Round one to city rationalist

By Pathik Guha

Calcutta, Dec. 11 : City rationalist Prabir Ghosh has won the first round. Devotees of Sri Satya Sai Baba who had challenged him to a public contest failed to turn up at the venue–Boys Scouts' Tent at the Maidan.

Prabir Ghosh, a Bank employee, is an amateur magician heading the Science and Rationalists' Association of India. He had openly challenged Sri Satya Sai Baba, even terming him a hoax. Members of Siksha Asram International, all devout Sai Baba fans, took up cudgels challenging Ghosh to publicly drink the vibhuti. Within five days, six to eleven gold coins would appear in his stomach, they said. Ghosh accepted the challenge And today was the day.

A beaming Ghosh distributed copies of the letter sent to him by the honorary secretary of the ashram to all those who thronged the venue expecting an exciting evening. Mr. Ghosh had suggested that the Sai Baba's vivhuti be tested on birds or animals before,lest it should contain poison.

The letter from the ashram secretary reads : "The test will be carried out on you only and not on hens or ducks. Your long letter to us proves that a) you are afraid of death but not against killing a creature ; (b) you could not resist the temptation of earning some gold coins in exchange for some amount of ash .... With this, I end all communications from my end."

Declaring that the ashram was backing out "just out of fear of being exposed of its hoax," Mr. Ghosh told newsmen, "My challenge is still on. My suggestion to get the vibhuti tested before I took it was entirely logical. The fact that the ashram is closing the episode in a hurry shows that it has something to hide."

Newsmen as well as the hundreds of youths who had assembled at the test waited with bated breath as Mr. Ghosh called out for Mrs Ipsita Roy Chakraborty, the witch whose paranormal prowess has hit newspaper headlines recently, to come forward before the gathering. Mr. Ghosh had offered Rs. 50,000 if she could stand his scrutiny.

"We have been trying to contact her even from our tent here, "Mr. Ghosh told newsmen, "but the phone at her residence seems to be constantly engaged. I do not know if the receiver is always kept aside or not. Wouldn't you have considered me a cheat if I had not turned up here today? Not only did she hide herself from us, she did not even send a representative. Any way, our Association is ready to face her at a venue of her choice."

In the absence of any drama, the proceedings turned out to be a tame affair. Dr. Arun Seal, in-charge of the Boys Scouts' Tent, handed over an emblem of the key to the tent to Dr. Bishnu Mukherjee, president of the Association. In his speech, Dr. Seal said he was looking forward to the body for making the youth of Bengal rational, a goal that was there for the scouts too."

■ **Picture on Page 2**

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চলবে না। আপনি এতে রাজি থাকলে প্রেস কনফারেন্সে হাজির থাকতে আমরা রাজি।

১১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ রবিবার প্রেস কনফারেন্স করব ঠিক হল। প্রেস কনফারেন্স প্রেস ক্লাবে না করে ময়দান টেন্টে করব ঠিক করলাম। ময়দান টেন্টটা ডাঃ অরুণকুমার শীলের।

৯ ডিসেম্বর 'আজকাল'-এ এবং ১০ ডিসেম্বর 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত হল ১১ ডিসেম্বর ময়দানে হতে যাওয়া লড়াইয়ের খবর।

এসে গেল ১১ ডিসেম্বর। The Telegraph পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার তলায় চার কলম জুড়ে (পত্রিকার পরিভাষায় একে বলে anchor story, যা অতি গুরুত্বপূর্ণ) আমার ছবি ও প্রেস কনফারেন্সের

খবরটি ছাপা হল। খবরটি শিরোনাম ছিল 'Calcuttan to take on Satya Sai Baba'

১১ ডিসেম্বর এসে গেল। সকাল হওয়ার আগেই তাঁবুতে জায়গা নিয়েছি। দুপুর থেকে তাঁবুর লনে পড়েছে কয়েকশো চেয়ার। বিকেলে প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই হাজির কয়েকশো উৎসাহী জনতা। প্রেস কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগেই প্রতিটি পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-মাধ্যমের প্রতিনিধিরা টেন্ট ভরিয়েছেন। খবর শুনে এসেছেন দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক। চারটেতে প্রেস কনফারেন্স শুরু করার কথা। তাই শুরু হল। তবে তখনও উপাচার্য, তাঁর সচিব বা কোনও প্রতিনিধির দেখা নেই। মাইকে বারকয়েক আহ্বান জানানো হল, তাঁরা থাকলে যেন এগিয়ে আসেন। এগিয়ে এলেন না। সাঁইবাবার বিভূতি লীলার মতোই এও এক লীলা। নিজের বিভূতির গপ্পো-প্রচার, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া এবং চ্যালেঞ্জ গৃহীত হওয়ার পর আপন খেয়ালে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া। পুরাণের কুর্ম অবতার চরিত্রটি সাঁইবাবার সম্ভবত সবচেয়ে পছন্দসই। তাই সাঁই অবতারের মধ্যেও বিপদে খোলসে মুখ লুকোবার প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

১২ ডিসেম্বর The Telegraph পত্রিকায় আবার ৪ কলাম জুড়ে খবর। চ্যালেঞ্জে কেউ এল না। সব পত্রিকায় সেদিন খবরটি বেরিয়েছিল ছবি সমেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

কলকাতায় সাঁইয়ের ছবি থেকে ছাই : একটি হুজুগ

সাঁইবাবার সঙ্গে পবিত্র ছাই বা বিভূতির একটা-গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাঁইবাবা নাকি শূন্য থেকে বিভূতি সৃষ্টি করে ভক্তদের দেন। তাঁর ছবি থেকেও নাকি বিভূতি ঝরে পড়ে। গত শতকের

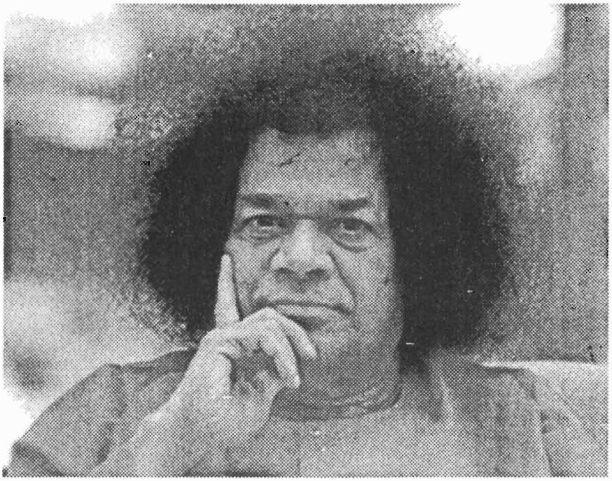

আটের দশকে কোলকাতায় জোর গুজব ছড়িয়ে ছিল যে, অনেকের বাড়ির সাঁইবাবার ছবি থেকেই নাকি বিভূতি ঝরে পড়ছে। প্রতিটি মিথ্যে গুজবের মতোই এই ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের মুখেই এইসব গুজব শুনেছি তাঁদেরই চেপে ধরেছি। আমার জেরার উত্তরে প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে তাঁরা নিজের চোখে বিভূতি ঝরে পড়তে দেখেনি। যাঁরা সত্যিই বাস্তবে ছবি থেকে বিভূতি পড়তে দেখেছেন, তাঁরা শতকরা হিসেবে সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা দেখেছেন ভক্তদের বাড়ির ছবি থেকে বিভূতি পড়তে বা ছবির তলায় বিভূতি জমা হয়ে থাকতে। এই বিভূতি বা ছাই সৃষ্টি হয়েছে দু'রকম ভাবে। (১) কোনও সাঁইবাবার ভক্ত অন্য সাঁই ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার মানসিকতায় সাঁইবাবার ছবির নিচে নিজেই সুগন্ধি ছাই ছড়িয়ে রাখে। (২)

সাঁইবাবার ছবির কাচে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছাইয়ের মতো ঝরে পড়তে থাকবে।

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাঁইবাবার ওপর অনুসন্ধানের জন্য ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় Saibaba Exposure Committee। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার উপাচার্য ডঃ নরসিমাইয়া ছিলেন এই কমিটির উদ্যোক্তা। সাঁইবাবার সহযোগিতার অভাবে কমিটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

শূন্য থেকে হিরের আংটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

মেয়েদের একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা হিরের আংটি সৃষ্টি করে নাকি পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে হিরে সৃষ্টির ঘটনা একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে যে কোনও জাদুকরই শূন্য থেকে হিরের আংটি এনে দিতে পারেন। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেই কি ওই জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হবে?

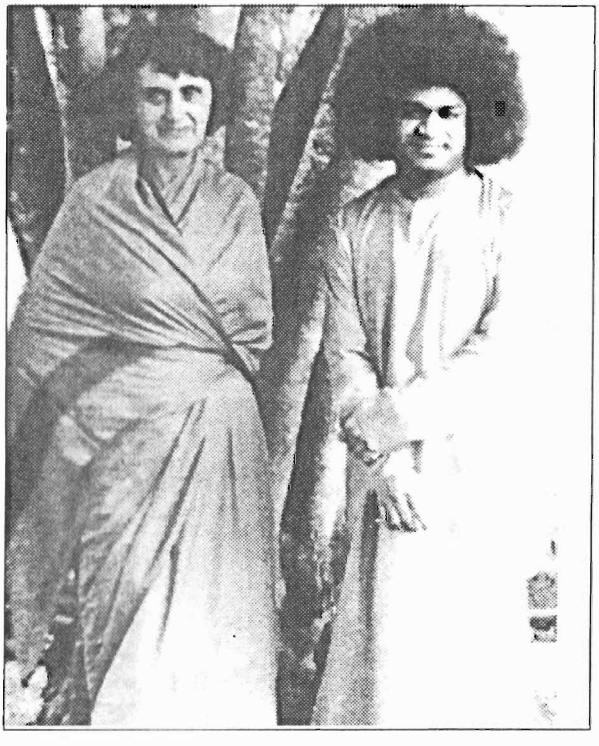

শূন্য থেকে সৃষ্টির ক্ষমতা যদি থাকে তবে খোলামেলা পরিবেশে একটা স্কুটার কী একটা মোটর বা বিমান সৃষ্টি করে উনি দেখান না।

ব্ল্যাক-আর্টের দ্বারা জাদুকরেরা শূন্য থেকে হাতি বা জিপ-কার সৃষ্টি করেন। জাদুকরদের এই সৃষ্টির মধ্যে থাকে কৌশল। সাধু-বাবাজিদের সৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কোনও কৌশল থাকলে চলবে না। কোনও বাবাজি যদি শূন্য থেকে এই ধরনের বড়-সড় মানের কোনও কিছু সত্যিই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে অলৌকিক বলে কিছু আছে, এবং তাবৎ বিশ্বের যুক্তিবাদীরাও আর এইসব নিয়ে কচ্‌কচানির মধ্যে না গিয়ে অলৌকিক বলে কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নেবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

লন্ডনের চ্যানেল ফোরে ধরা পড়ল সাঁইবাবার বুজরুকি :

১৯৯৩ সালে লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর' এসেছিল ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের উপর একটা তথ্যচিত্র তুলতে। নাম 'Gurubusters' (গুরুবাস্টার্স)। ছবির সিংহভাগ জুড়ে আমাদের সমিতির কাজকর্ম ছিল। পরিচালক রবার্ট ঈগল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সাঁইবাবার শূন্য থেকে হার, আংটি ইত্যাদি তৈরি করার হাতসাফাই কি হাতে-নাতে ধরতে পারবে? ওর আশ্রমে গিয়ে ধরতে হবে।

বলেছিলাম, পারব নিশ্চয়-ই। তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের সমিতির সদস্য ফুল কন্ট্যাক্ট ক্যারাটের জনা দশ-বারো ছেলে-মেয়েকে আশ্রমে ঢোকাব। খরচ তোমার। ওকে হাতে-নাতে ধরলে একটা বড় রকমের গোলমাল হবেই। সেই গোলমালের মোকাবিলা করার জন্যই ওদের ঢোকাতে চাই।

রবার্ট ঈগল আমার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে এক বাঙালি জাদুকরের নাম করে বললেন, উনি তো একটা পত্রিকায় লিখেছিলেন—সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা সন্দেশ তৈরি করে জাদুকরকে দিতেই জাদুকরও শূন্য থেকে রসগোল্লা এনে দিয়েছিলেন। তাই দেখে সাঁইবাবা ভয়ে ভক্তদের ছেড়ে নিরাপদ ঘরে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। উনি পারলে তুমি পারবে না কেন?

বললাম, পত্রিকায় যা-যা লেখা হয়, তার সব সত্যি নয়। তুমি সাঁইবাবার আশ্রমে গেলেই দেখতে পাবে, কয়েকজন ভক্ত-পিছু একজন করে ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট 'স্বেচ্ছাসেবক' রয়েছে। রসগোল্লা এনে চমকাবার চেষ্টা কেউ করলে ধরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে শেষ করে দেবে যে গপ্পো লেখার সুযোগ-ই পাবে না।

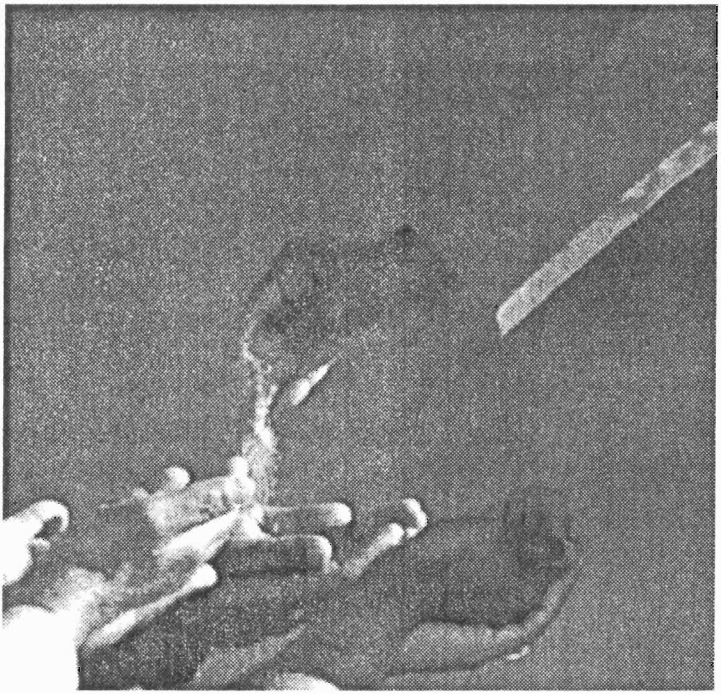

বিভূতি আনছেন সাঁইবাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

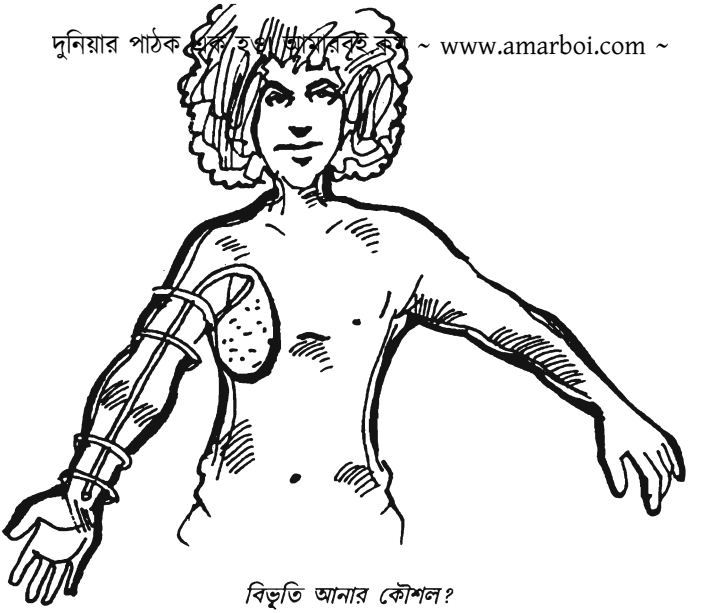

বিভূতি আনার কৌশল?

যাকগে, আসল কথায় আসি। আশ্রমে সাঁইবাবা অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন। শূন্য থেকে হার তৈরি করলেন, লকেট তৈরি করলেন। ছবি তুলল চ্যানেল ফোর। তারই সাথে সাথে গোপন ক্যামেরায় এক যুক্তিবাদী তুললেন সাঁইবাবা কার হাত থেকে কী ভাবে হার নিচ্ছেন ও হাত সাফাই করে শূন্য থেকে সৃষ্টির অভিনয় করছেন। ১৯৯৪ সালে গুরুবাস্টার্স পৃথিবী জুড়ে রিলিজ করতেই বিশাল বিস্ফোরণ। পৃথিবীর প্রায় চল্লিশটি দেশের কোটি কোটি মানুষ দেখলেন সাঁইবাবার বুজরুকি। আপনারা যারা দেখতে উৎসাহী www.thefreethinker.tk খুলুন। দেখতে পাবেন সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতার চিচিংফাঁক।

সাঁইবাবার সেবামূলক কাজ

সাঁইবাবা পুট্টাপার্টির জনগণের জন্য কলেজ করেছেন, হাসপাতাল করেছেন। স্থানীয় মানুষ এতে খুশি—সাঁই বড় দয়ালু। এলাকায় ইমেজ বাড়াতে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে থাকে রক্ত হিম করা সমাজবিরোধী শাহাবুদ্দিন থেকে পাপ্পু যাদব পর্যন্ত সবাই।

ভগবান সাঁই কেন গোটা পৃথিবী বা গোটা দেশের মানুষকে দারিদ্র্য ও রোগ থেকে মুক্ত করতে পারছেন না?

একটা খোলা চ্যালেঞ্জ

সাঁইবাবা কি প্রকাশ্যে আমার চাওয়া কোনও বস্তু অলৌকিক উপায়ে সৃষ্টি করে দেখাবেন? অথবা পোশাক ও শরীর পরীক্ষা করার পর তিনি শূন্য থেকে বিভূতি সৃষ্টি করে দেখাবেন?

২০০৮ সালের মধ্যে সাঁইবাবা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে যুক্তিমনস্ক মানুষ ধরে নিতে বাধ্য হবেন, তাঁর কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। কৌশলের সাহায্যে তিনি এতদিন মানুষকে প্রতারিত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : সাত

অলৌকিক উপায়ে সন্তান দেন ডা. বারসি

৬ মার্চ ২০০৫। বড় বড় রঙিন পোস্টারে বর্ধমান শহর ছয়লাপ। তান্ত্রিক সম্রাট ডা. এন. আলি বারসি আসছেন শহরে। গ্যারান্টি দিয়ে যে কোনও রোগে ভালো করে দেন। জিন, ভূত, পিশাচ ধরলে ছাড়ান। জাদুটোনা, নজরবন্দি থেকে ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে ভালো করেন। সন্তান হচ্ছে না? পুরুষত্বহীন? মামলায় জিততে চান? প্যারালাইসিস, মৃগি, পোলিও রুগি—গ্যারান্টি দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হবে।

কয়েকদিন ধরে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ছাপা প্রচুর হ্যান্ডবিল ছড়ানো হল শহরময়। তান্ত্রিক সম্রাট ডা. বারসি উঠবেন নটরাজ হোটেলে। নামী হোটেল। যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান

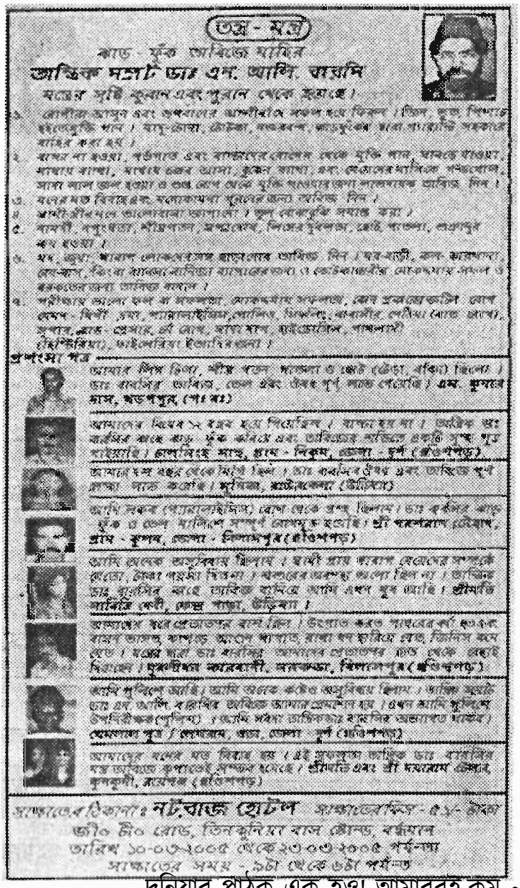
তন্ত্র - মন্ত্র
ঝাড় - ফুঁক অভিজ্ঞ মহিলা
তান্ত্রিক সম্রাট ডাঃ এন. আলি বারসি
যন্ত্রের সৃষ্টি কুরান এবং পুরান থেকে করেছে।
১. রোগীকে আসুন এবং শুধুমাত্র আপনিই সকল ধরা দিবেন। জিন, ভূত পিশাচ ইত্যাদি মুক্তি পান। বায়ু-ছায়া, টোটকা, বশকরণ, জাদুটোনা ইত্যাদি গ্যারান্টি সহকারে বাতিল করা হয়।
২. বন্ধ্যা না হওয়া, গর্ভপাতে এবং বাচ্চাদের রোগের থেকে মুক্তি পান, আমেরিকা ফাওয়ার, মাদারস বাচ্চা, মাদারস ফ্লাক আসা, কুকুর কামড়া, এবং রোগের মানসিক পরিবেশ, সারা লাল ফ্লাক হওয়া ও এর রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লাগবেক তাবিজ দিন।
৩. যবের মত বিবাহ এবং সন্তানসন্ততি সুখের জন্য তাবিজ দিন।
৪. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ভালোবাসা। ভুল বোঝাবুঝি সমাধান করা।
৫. বাসনী, বন্ধুত্বতা, শরীরতা, মৃত্যুরোধ, নিজের দুর্বলতা, ছাড়ি, পাগলা, প্রেমপুত্র কম হওয়া।
৬. মন, জ্বাদ্য, আবার লোকজনের সাথে ঝাড়ফুঁকের তাবিজ দিন। ঘর-বাড়ী, কাজ-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, কিংবা বিয়ের সার্টিফিকেট ব্যাপারে কোর্টে কাছারীর মোকদ্দমায় সফল ও ব্যবহারের জন্য তাবিজ কবচ।
৭. পরীক্ষায় ভালো ফল বা মামলায়, মোকদ্দমায় সফলতা, ব্যবসা প্রমোশনে ভালো রোগ বেশক - ঘিরী এবং, প্যারালাইসিস, পোলিও, ফিরোপ্যু, বাতাসীর, লেটিয়া রোগ ভালো, মৃগার, ব্লাক - প্রেসার, হার্ট রোগ, বাধা বাগ, বাইপোলার, পাগলামী হিস্টিরিয়া, অটিজমিক ইত্যাদি ইত্যাদি।
প্রশংসা পত্র
আমার পিস্ত ছিল, শরীর খারাপ খাওয়া ও ছাড়ি (ছেড়া, বকিয়া) ছিলাম। ডাঃ বারসির তাবিজ, ছেলে এবং তাঁর পূর্ণ লাভ পেয়েছি। এম. মুসরত কাম, অড়পুর, (পঃ বঃ)
আমাদের বিয়ের ১২ বছর হয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা হয় না। অনেক ডাঃ বারসির কাছে কাজ। ফুঁক করিয়ে এবং তাবিজের মাধ্যমে প্রকৃতি সুস্থ পুত্র পাইয়েছি। রাজেন্দ্রসিং মান্ড, গ্রাম - দিকুম, জেলা - দুর্গা (পশ্চিমবঙ্গ)
আমার বন্ধ বছর থেকে মিটি ছিল। ডাঃ বারসির তাবিজ পূর্ণ লাভ করেছি। মুনিরা, মাটিবেলকা (উত্তরাখণ্ড)
আমি সবকে (প্যারালাইসিস) রোগ থেকে মুক্ত ছিলাম। ডাঃ বারসির কাছে ফুঁক ও তেল মালিশে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছি। শ্রী গজেন্দ্রনাথ চৌধান, গ্রাম - কুমার, জেলা - নিলামপুর (হাওড়া)
আমি থেকে অপুত্রবান্ত ছিলাম। স্বামী প্রায় কারণে বেরোবের সম্পর্কে বেরোত, চেহারা খারাপ ছিলনা। খাওয়ার অবস্থা ভালো ছিল না। তাবিজ ডাঃ বারসির কাছে তাবিজ দানিয়ে আমি এখন খুব ভালো। শ্রীমতি নাসিরা বেগী, জেলা পাঞ্জা, উড়িষ্যা।
আমাদের ঘরে প্রেতাত্মার বাস ছিল। উপায়ে করত পারবের ৭৩ ঘর বাড়ি আসত, কাপড় আগে পাগাত, বাচ্চা বন্ধ হাসিয়ে ধরত, তিনিসব কম হেতে। মজের মধ্যে ডাঃ বারসির আমাদের প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচাই দিয়েছে। সুরজিৎ কারবারী, নবকল্পা, বিশালপুর (মেদিনীপুর)
আমি পুরিষ্কার আছি। আমি অনেক কষ্টের অনুবিধায় ছিলাম। তান্ত্রিক সম্রাট ডাঃ এন. আলি বারসির তাবিজ আমার প্রেমশান হয়। এখন আমি সুখিলাম উপভোগ করছি (পুলিয়া)। এমি মহম্মদ তান্ত্রিকের মাধ্যমে মাধ্যমে। মোহনলাল পুত্র / রাজেন্দ্রম, কাঠা, জেলা - দুর্গা (মেদিনীপুর)
আমাদের বংশের যত বিবাহ হয়। এই মুসলমান তান্ত্রিক ডাঃ বারসির মন্ত্র তাবিজে কৃপাতের সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীমতি এবং শ্রী মহম্মদ জেলাদ, কুমকুলী, মহাপাল (মেদিনীপুর)
সাক্ষাতের ঠিকানা : নটরাজ হোটেল সাক্ষাতের ফিস - ৫১/- টাকা
জী০ টী০ রোড, তিনকুনিয়া বাস স্টান্ড, বর্ধমান
তারিখ ১০-০৩-২০০৫ থেকে ২৩-০৩-২০০৫ পর্যন্ত
সাক্ষাতের সময় - ১টা থেকে ৬টা পর্যন্ত

শাখা প্রত্যাশা করেছিল, এইসব হিজিবিজি পোস্টার-হ্যান্ডবিল পড়ে বর্ধমানের মানুষ বিষয়টাকে উপেক্ষা করবে। কিন্তু তা আর হল ক-ই! ১০ মার্চ থেকে দিন যতই গড়াচ্ছে, ভিড় ততই বাড়ছে।

না, এবার আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সহজ-সরল মানুষগুলোকে প্রতারণা করে যাবে আমাদের চোখের সামনে? পুলিশ-প্রশাসন- পার্টি প্রত্যেককে দিয়ে-থুয়েই তান্ত্রিক সম্রাট যে বর্ধমানে জাঁকিয়ে বসেছে, এই নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। এখানেও সেই চক্র বা 'সিন্ডিকেট' কাজ করছে। তাইতেই পোস্টার-হ্যান্ডবিলে শহর ছেয়ে দিয়ে হেঁকে ডেকে ডা. বারসি লুঠতে নেমেছে। পুলিশের ইনফরমাররা পালা করে নজরদারি করে দিনের আয়ের হদিশ নেবে। সেই আয়ের হিস্সা নেবে থানা থেকে পার্টি সবাই। এই দুর্নীতির মিলিজুলি চক্কর আছে বলেই শাসক দল এইসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে রা-কাটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সঞ্জয় কর্মকার একই সঙ্গে বর্ধমান শাখা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। সাহসী, তেজদিমাক ও সিনসিয়ার যুবক। ও একটা পরিকল্পনা খাড়া করে কাজে নেমে গেল। কয়েকটা দিন নতুন নতুন ছেলেদের নটরাজ হোটেলের সামনে নজরদারির জন্য রাখা হল। তান্ত্রিক সম্রাটের কাছ থেকে বেরিয়ে আসা লোকেদের চেহারা, বয়স, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা মোবাইলে জানাতে লাগল একটু দূরে থাকা সমিতির একাধিক সদস্যকে। তান্ত্রিক সম্রাটের ও পুলিশের ইনফরমারদের চোখ এড়িয়ে সমিতির ছেলেরা ঠিক আলাপ জমিয়ে নিত। জেনে নিত তান্ত্রিক কী বলেছে, কত টাকা নিয়েছে।

তান্ত্রিকের 'ফিস' ৫১ টাকা। এটা শুধু দেখার ও শোনার মূল্য। সমস্যা-সমাধানের মূল্য আলাদা। চারজন দম্পতি জানিয়েছেন—সন্তান হয় না তাই এসেছিলাম। সমিতির সদস্যের উত্তরে তাঁরা জানিয়েছেন ডা. বারসি জানতে চেয়েছিলেন— গায়নোকোলজিস্ট দেখিয়েছি কিনা? ডাক্তার কী বলেছেন—দোষটা বরের নাকি বউয়ের। দু'জন জানিয়েছিলেন বরের দোষ আছে। দু'জন বলেছিলেন, বউয়ের দোষ আছে। যে দু'জন বরের দোষ আছে, বউ দুটি সন্তান ধারণে সক্ষম, তাদের ডা. বারসি বলেছেন, জিন ধরেছে বউটিকে। জিন ছাড়তে হবে। খরচ তিন হাজার টাকা। রাত ১১টায় বউটিকে আসতে হবে হোটেলে। জিন ছাড়াতে ক্রিয়াকরম্ হবে রাতভোর।

যে বউ দুটি সন্তান ধারণে অক্ষম তাদের বরদের ডা. বারসি বলেছেন, আজমির সরিফের দরগায় ১১ হাজার টাকার চাদর বিছাবেন ওই দম্পতির নামে।

এ যেন সেই বাংলাদেশের হুজুর সাইদাবাদির কাহিনীর প্রতিচ্ছবি। যে মেয়ে সন্তান ধারণে সক্ষম, তাকে রাত-দুপুরে ডেকে পাঠানোর পর আর কী কী হতে পারে, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। এইসব মহিলাদের নেশায় আচ্ছন্ন করে অথবা ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে উত্তেজিত করে তারপর ডা. বরসি বা তার নিজের কোনও লোক মিলিত হয়। পুলিশ বা রাজনীতিকদের নারী ভোগের সুযোগ একটু-আধটু দিলে তো 'ফেভিকলের জোড়'। অটুট বন্ধন।

১৩ মার্চ ২০০৫। আকাশ বাংলা চ্যানেলের তরফ থেকে তান্ত্রিক সম্রাটের অলৌকিক চিকিৎসা বিষয়ে একটি সাক্ষৎকার নেন সঞ্জয় কর্মকার। সঞ্জয় সরাসরি তোপ দাগেন পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার

প্রাইভেট সেক্রেটারি রেখা খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বিরুদ্ধে। পাশাপাশি এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য যুক্তিবাদী সমিতি ভাবনাচিন্তা করছে বলেও জানান।

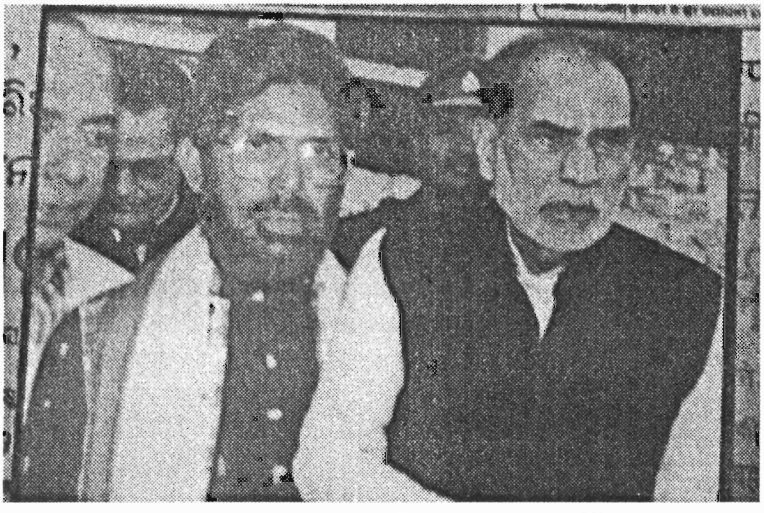

চন্দ্রশেখরের সঙ্গে ডা. বারসি ওরফে নৌসাদ আলি

২১ মার্চ ২০০৫। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে আগাম জানিয়ে যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা নটরাজ হোটেলে হাজির হন। হোটেলের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ডা. এন. আলি বারসি ওরফে নৌসাদ আলি বসে। বয়স পঞ্চাশের আশে-পাশে। পরনে হলদে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি। পাশে একটা অষ্টাদশী সুন্দরী। নাম রেখা খান। প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেন। যথেষ্ট চালাক-চতুর মেয়ে।

ডা. বারসি ওরফে নৌসাদ আলি ঘাঘু মাল। সেলসম্যানদের মতো মুখে কথার খই ফোটে। যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের ও সাংবাদিকদের ক্যামেরা-সহ ঢুকতে দেখে প্রথমটায় কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও অবস্থাটা সামাল দিতে চেষ্টা করল। আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করল ও একজন হোমরা-চোমরা মানুষ। প্রমাণ হিসেবে একগাদা ছবি দেখাল। নৌসাদ আলির সঙ্গে ছবিতে কে নেই? অটলবিহারী বাজপেয়ী, চন্দ্রশেখর, মুলায়ম সিং যাদব এমনি অনেক সেলিব্রিটি আছেন।

যুক্তিবাদীরা বড়ই বেয়াড়া। এ'সবে কিছু হল না। বরং সঞ্জয় কর্মকার বললেন, "আজকালকার যুগে কারও পাশে কারও ছবি বসিয়ে দেওয়া খুব সোজা। দেখলে মনে হবে আসল ছবি।"

সাংবাদিকদের সামনেই ডা. বারসিকে প্রশ্নবাণ ছুড়তে থাকেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। প্রশ্নগুলোর ধরন—আপনি কি জিন, ভূত বা পিশাচ হাজির করে প্রমাণ করতে পারবেন ওদের অস্তিত্ব ? অথবা এমন কিছু অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ঘটান যাতে আমরা বুঝতে পারি, এইসব ঘটিয়েছে ভূত-জিনেরা? আপনি কি জানেন যুক্তিবাদী সমিতির নাম? আমরা যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। আমাদের সমিতির একটা চ্যালেঞ্জ আছে। চ্যালেঞ্জ মানি কুড়ি লক্ষ টাকা। আপনি যদি একজন পোলিও রুগিকে সুস্থ করে তুলতে পারেন অথবা আমাদের হাজির করা একজন মহিলাকে তন্ত্র-মন্ত্রে গর্ভবতী করতে পারেন, তবে আপনাকে প্রণামী হিসাবে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

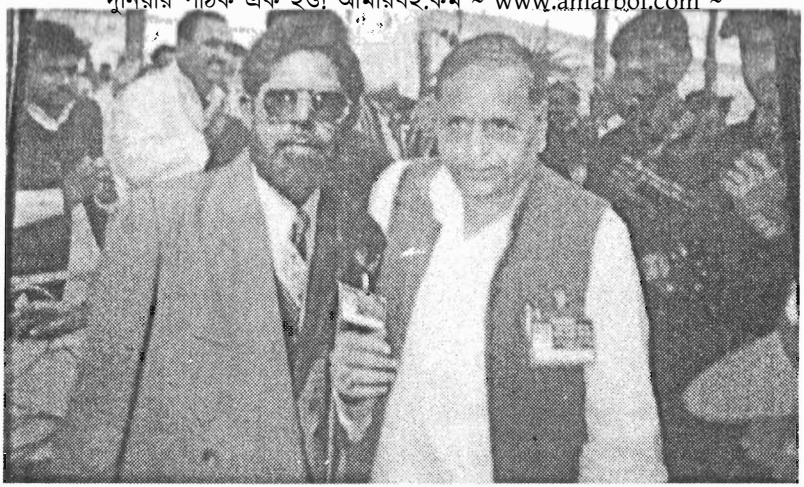

মুলায়ম সিং যাদবের সঙ্গে ডা. বারসি ওরফে নৌসাদ আলি

সেই সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতি ভেঙে দেওয়া হবে। আপনি কি জানেন আপনার হ্যান্ডবিলে যা লিখেছেন, তা সবই বেআইনি? আপনি যে রোগ সারাচ্ছেন তাবিজ-মন্ত্র-তন্ত্রে, এইসব তাবিজ-মন্ত্র-তন্ত্রের ড্রাগ লাইসেন্স আছে আপনার? ড্রাগ লাইসেন্স না নিয়ে এইসব তন্ত্র-মন্ত্র-তাবিজের জন্য মূল্য নেওয়াটাও বেআইনি। এতে আপনি 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০' ভঙ্গ করছেন? এরকম অপরাধে কম করে শাস্তি ৫ বছরের জেল। এছাড়াও আপনি 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ (অবজেক্শন্যাবল অ্যাডভারটাইজমেন্টস) অ্যাক্ট, ১৯৫৪' ভঙ্গ করেছেন বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এটাও জামিন অযোগ্য অপরাধ, এসব আপনি জানেন?

ছড়িয়ে বসে— ডা. বারসি ওরফে নৌসাদ আলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

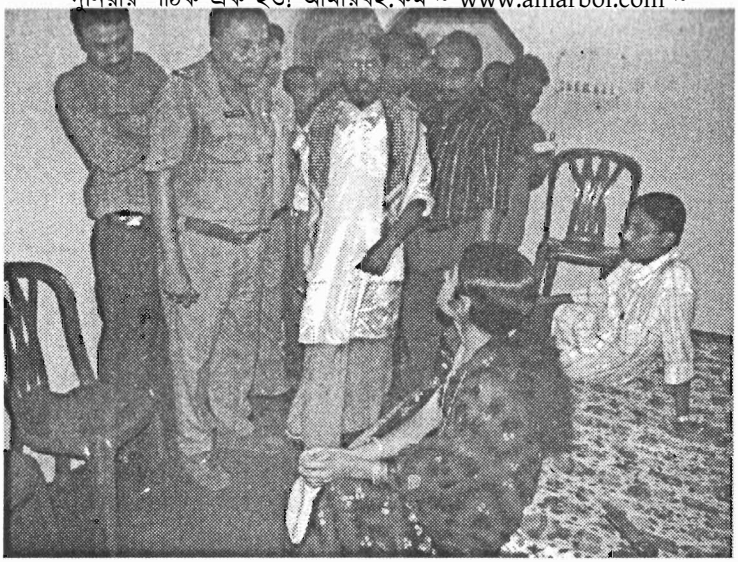

ডা. বারসি ও রেখাকে জেরা করছেন পুলিশ

ডা. বারসি যুক্তিবাদী সমিতির ছুড়ে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরেও ঘেমে-নেয়ে একশা। কাঁধের বাহারি গামছা দিয়ে ঘন ঘন মুখের ঘাম মুছছেন। সাংবাদিকরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে তুললেন। ইতিমধ্যে রেখা খান কাকে যেন ফোন করলেন। কাটাকাটা যে কথা শোনা গেল তাতে কাউকে বলছে, হামলা করছে, দেখুন... কিছু করুন... এক্ষুনি আসুন প্লিজ...

বোঝা যাচ্ছে স্থানীয় কোনও গডফাদারকে ফোন করছেন। কে? পুলিশ? রাজনীতিক? নৌসাদ আলির সঙ্গে ফিসফিস করে কথা হল রেখার। নৌসাদ ২০-২৫ হাজার টাকা দিয়ে রফা করতে চাইল।

সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে থানায় ফোন করলেন। বললেন, এক্ষুনি ফোর্স নিয়ে আসুন। ওদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলছেন? এই তো আমরা যুক্তিবাদী সমিতি অভিযোগ করছি। এলে হাতে-হাতে লিখিত অভিযোগ দিয়ে দেব। না, ডা. বারসি ও তার সঙ্গিনীকে ছেড়ে এখন থানায় যেতে পারছি না। আপনারা তো দেখছি ওদের পালাবার ব্যবস্থা করে দিতে উদ্‌গ্রীব। রাগ করলে কী করতে পারি? আপনাদের ব্যবহারে এমনটা মনে করাটাই তো স্বাভাবিক। ওদের অ্যারেস্ট করার জন্য কোনও অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের প্রয়োজন নেই। কারণ ওরা 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট' এবং 'ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিজ অ্যাক্ট' ভঙ্গ করেছে। কী বললেন? ওই দুটো আইনের নাম শোনেননি? ঠিক আছে, আসুন, আপনাদের হাতে হাতে আইনের কপি দিয়ে দেব। এছাড়া আই পি সি ৪২০ ধারাও লাগাতে পারবেন। পর্নো আইনও ভঙ্গ করেছে বলে মনে হচ্ছে। আমরা তো ওদের রুম তল্লাশি করিনি। আপনারা তল্লাশি করলে বেশ কিছু ব্লু-ফিল্ম-এর সিডি পেয়ে যাবেন বলে আশা করছি। ওদের পেশেন্টদের নাম-ঠিকানা দেখে নিশ্চয়ই এমন কিছু দম্পতির হদিশ পাবেন, যাদের মধ্যে মহিলাদের অনেকেই সাক্ষী দেবেন, রাতে ডেকে ওদের ব্লু-ফিল্ম দেখিয়ে উত্তেজিত করা হত। হ্যাঁ, এটা অনুমান। অনেক সাংবাদিকই এখানে হাজির আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

ডা. বারসি ও রেখাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ

না, এত করেও বর্ধমানের পুলিশদের অপরাধী ধরতে আনা যাচ্ছে না দেখে সাংবাদিকরাও থানায় ফোন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সঞ্জয় থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। দুটি আইনের কপি ধরিয়ে দিয়ে পুলিশ নিয়ে হাজির হন হোটেল নটরাজে।

হোটেলের ওই রুম থেকে উদ্ধার করা হল কিছু ব্লু-ফিল্মের সিডি। আটক করা হল লোক-ঠকানো ছবিগুলো এবং সেই সঙ্গে ডা. বারসি ওরফে নৌসাদ আলি ও রেখাকে।

এই খবরটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর আজও পর্যন্ত এমন কোনও অদ্ভুতুড়ে চিকিৎসক বর্ধমানে পা-রাখার সাহস পায়নি।

সংবাদ প্রতিদিন

২৩ মার্চ ২০০৫ বুধবার ৯ চৈত্র ১৪১১ ● ২.০০ টাকা ● দশ পাতা

প্রতারণার দায়ে তান্ত্রিক ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : প্রেমপ্রের জোরে পেলিও থেকে শুরু করে রক্তচাপবৃদ্ধি ও সন্তানহীনতা প্রভৃতি দূর করার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল এক তান্ত্রিক। বর্ধমানে ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির আন্দোলনে পুলিশ ওই তান্ত্রিককে গ্রেফতার করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com

বর্তমান

কলকাতা, মঙ্গলবার ২২ মার্চ ২০০৫, ৮ চৈত্র ১৪১১

বর্ধমানে মহিলাসহ তান্ত্রিক গ্রেপ্তার

বি এন এ, বর্ধমান: ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগে সোমবার বর্ধমানের একটি হোটেল থেকে পুলিশ এক তান্ত্রিক ও এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

তান্ত্রিক সম্রাট তার এন আলি বাপ্পি নামে ওই তান্ত্রিক গত কয়েকদিন ধরে বর্ধমান শহরে এই ব্যবসা করছিল। এ ব্যাপারে শহরের পোস্টার ও লিফলেট ছড়িয়ে সে প্রচারও করেছিল।

সোমবার সকালে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার সদস্যরা ওই হোটেলের সামনে বিক্ষোভও দেখায়। ওই সমিতির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে ওই তান্ত্রিক ও তার সঙ্গিনী রেখার বিরুদ্ধে বর্ধমান থানায় অভিযোগ লেখে করা হয়। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের জালে 'তান্ত্রিক সম্রাট'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান: শেষ পর্যন্ত সোমবার পুলিশের জালে ধরা পড়লেন স্বঘোষিত 'তান্ত্রিক সম্রাট' এন আলি প্রকাশ: পুলিশ রেখা খান নামে তাঁর এক সঙ্গিনীকেও গ্রেপ্তার করেছে। কয়েক দিন ধরেই এই 'তান্ত্রিক সম্রাট' ঘাঁটি গেড়েছিলেন বর্ধমান শহরের একটি হোটেলে। রুগ্নমানুষ থেকে মানসিক ভারসাম্যহীনতা—এমন হরেক রোগের বিনিময়ে নিরাময় মিলবে তাঁর কাছে, এরকম প্রচার পোস্টার ও লিফলেট ছড়িয়েছিল শহরে। কারও দিন ধরে বিক্ষোভের শুরু করেছিল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

সংগঠনের বর্ধমান শাখার সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার জানিয়েছেন, সোমবার বিকেল-ভরাবেলার সময়ে ওই 'তান্ত্রিক সম্রাট'-এর সঙ্গী ও তাঁর কাছে আসা মানুষের যাতায়াত শুরু হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কুরুন মণ্ডল জানিয়েছেন, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে।

কলকাতা শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর থেকে একযোগে প্রকাশিত

গণশক্তি

৩৯বর্ষ, ৭৯তম সংখ্যা ■ দুর্গাপুর, ২২শে মার্চ, ২০০৫, ৮ই চৈত্র, ১৪১১ মঙ্গলবার ■ ২ টাকা ■

লোক ঠকানোর অভিযোগে বর্ধমানে যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্ধমান, ২১শে মার্চ — বৃজকলি, ঝাড়ফুঁক, তান্ত্রিক ক্রিয়া করার অভিযোগে পুলিশ বর্ধমান শহরের হোটেল থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এই বৃজকলিকে সাংবাদিকরা দেখার অভিযোগে ধরা হয়েছে, মারও এক মহিলাকে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি নিজেকে তান্ত্রিক সম্রাট এবং তান্ত্রিক বলে পরিচয় দিয়ে বর্ধমান শহরে দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে লোক ঠকাচ্ছিল। পুলিশ ধৃত বৃজকলির কাছ থেকে মদ্য গ্রহণ, বিদেশের চারটি রাজ্যের ডাক এবং পি সার্টিফিকেট আটক করেছে। ধৃত মহিলার নাম রেখা খান। এঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার লোকপুর গ্রামে। ধৃত মহিলা পুলিশের কাছে জিজ্ঞাসাবাদে বলেছেন, পেশাদার, প্রফেশনালিস মহ যেন লোকের চিকিৎসার নাম করে রোগীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়েছে। বর্ধমান স্টেশনের কাছে একটি ২৫০ টাকা ভাড়া দিয়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল ধৃত যুবক আলি। পুলিশের দুষ্কৃতী সেলের ডাকের সঙ্গে ডেকেছিল কলকাতা, চন্দননগর, দুর্গাপুর সহ বিভিন্ন জায়গার সেলের ডিবিরাও আটক করেছে। এই ছবি দেখিয়েছে লোক ঠকাচ্ছে কে। এবং সঙ্গে পুলিশ যেন উত্তরবঙ্গ বিশু বিচি এবং একটি বিচি প্রমাণও আটক করেছে।

ধৃত দুষ্কৃতীর বাড়ি উত্তর প্রদেশের বিলাসপুর। এদিন সকালে হোটেলে সাংবাদিকরা এই বৃজরুককে দেখে ধরলে সে সাংবাদিকদের ২২ হাজার টাকা দিয়ে ছেড়ে দিতে বলে। কিন্তু পুলিশ ছেড়ে এই ধৃতকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে ধরা পড়েছে ৫ মহিলাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ

বর্ধমান ৮ চৈত্র ১৪১১ মঙ্গলবার ১.০০ টাকা 22 March 2005 Tuesday Re. 1.00

হোটেলের ঠান্ডা ঘর থেকে ঠাঁই হল হাজতে

সৌমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিতাপাল

বর্ধমান, ২১ মার্চ (সংবাদ) : [illegible] ও সুন্দরীর [illegible] থেকে [illegible] সন্দেহ [illegible] ও সুন্দরীর [illegible] ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : আট

জ্যোতিষীর বাড়িতে অলৌকিক আগুন

দিনটা ১৭ জুলাই, সোমবার ২০০০ সাল। সময় : সকাল ১০টা। কলিংবেল বাজতে আমিই দরজা খুলে দিলাম। সুদর্শন, ফর্সা, লম্বা, মেদহীন, স্বল্পকেশ এক মধ্যবয়সী দাঁড়িয়ে। পদ্দনে পায়জামা ও সিল্কের পাঞ্জাবি। চোখে চশমা। হাতে একগাদা গ্রহরত্নের আংটি। মুখটা চেনা চেনা ঠেকল, কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলাম। আরে শ্রীপরাশর (আদি) আপনি? আসুন আসুন।

ভাবছিলাম, কোন্ ধান্ধায় এলেন ফোন না করে। আমার ফোন নম্বর জ্যোতিষীদের সকলেরই জানা থাকার কথা। তাহলে কেন ফোন না করে এলেন? আমাকে কি তবে ভাববার সুযোগ দিতে চান না? কোনও সমস্যার কথা বলবেন আচমকা?

আসুন, আসুন। উদার অভ্যর্থনা জানালাম। ডাকসাইটে জ্যোতিষী সবার সমস্যা গ্যারান্টি দিয়ে সমাধান করেন। তিনি কী সমস্যা নিয়ে এলেন? নাকি আমার জীবনে সমস্যা তৈরি করতে তাঁর আবির্ভাব?

সোফায় বসেও ছট্‌ফট্ করছেন শ্রীপরাশর। অতিমাত্রায় উত্তেজিত? জিজ্ঞেস করলাম, কাল শুনলাম কোনও একটা টি ভি চ্যানেলে নাকি একটা খবর প্রচার করেছে উত্তর দমদমের কোনও একটা বাড়িতে যখন-তখন আগুন জ্বলে উঠছে। বাড়িটা কি আপনার কোনও আত্মীয়-বন্ধুর?

—প্রবীরদা, ওটা আমারই বাড়ি। গত শুক্রবার থেকে আগুন জ্বলে উঠছে জামা-কাপড়ে। শুক্রবার তিনবার জ্বলেছে। শনিবার ৪ বার। রবিবার ১০ বার। পুলিশ সহযোগিতা করছে। রাতে টহল দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দাদা, আগুন আমার পিছু ছাড়ছে না। তাই আপনাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি। নিরাশ করবেন না।

ভাবছিলাম—লোকটা হয় খুবই চালাক। নতুবা আস্ত বোকা। নিজেই নিশ্চয়ই ফোন করো টিভিকে খবর দিয়েছে। পত্রিকাকেও খবর দিয়েছে বা দেবে। কেন খবর দিল? যে বাস্তু-দোষ খণ্ডন করে, তার বাড়িতে ভৌতিক সমস্যা? ওঁর মার্কেট তো খারাপ হয়ে যাবে! নাকি আমার ও যুক্তিবাদী সমিতির মার্কেট খারাপ করতে এই ফাঁদ পাতা। নিশ্চিত হয়ে এসেছেন, কেমনভাবে আগুন জ্বলছে তা আমার ধরার কম্মো নয়! আমি গেলে মিডিয়াও যাবে। আমি আগুন জ্বলার কারণ ধরতে না পারলে মিডিয়াগুলোয় বিশাল খবর হবে সেটাই। এটা একটা ফাঁদ হলে, পিছনে আরও অনেকেই থাকতে পারেন। জ্যোতিষী ও তান্ত্রিকরা থাকতেই পারেন। থাকতে পারেন ওদের ভক্ত রাজনীতিক-পুলিশের লোক। সাবধান হতেই হবে।

বললাম, হ্যাঁ আপনার নামটাই তো জানা হল না।

—তথার সরকার আমার আসল নাম। থাকি দমদমের ৫এ খালিশাকোটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

—আমার স্ত্রী শুক্লা ও একমাত্র ছেলে সৌমিত্রও। আমিও বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস আপনি দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

তুষারবাবুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে একটু ঠেস দিয়ে বললাম, তা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক— যুক্তিবাদী সমিতির কাছে একটা আবেদন লিখে ডিটেলে জানান করে কখন কোথায় আগুন জ্বলছে।

—ঠিক আছে প্রবীরদা তাই হবে। প্লিজ চলুন। আপনি আপনার ইনভেস্টিগেশন চালাতে চালাতে অ্যাপ্লিকেশন লিখে আপনার হাতে দিয়ে দেব।

—এখন যাওয়া অসম্ভব। আজ আপনার চিঠি পাওয়ার পর কাল সকাল এগারো-সাড়ে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

ভাবছিলাম—জ্যোতিষীর বাড়িতে ভূতুড়ে আগুন! কাকে নিয়ে যেতে চাইছেন? জ্যোতিষীদের সবচেয়ে বড় শত্রুকে। এত তাড়াহুড়ো কেন? ব্যাঙ্কে কাজের সুবাদে একটা কথা শিখেছিলাম—কোনও কাস্টমার বেশি তাড়াহুড়ো করে কাজ করিয়ে নিতে চাইলে বেশি সতর্ক হবে।

এমনটা হতে পারে তুষারবাবু ভাড়াটে। বাড়িওয়ালার মাথায় ঢোকাতে চান, বাড়িটা ভূতুড়ে। ভূতুড়ে-বাড়ি হলে ব্যাপক প্রচার করতে পারলে বাড়িওয়ালা ঘাবড়ে যাবেন। এই অবস্থায় জলের দরে বাড়িটা কিনে নেবার অফার দেবেন। এই সুযোগে আমাকেও জব্দ করবেন বলে হয় তো পরিকল্পনা করেছেন। এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুন্দর একটা ছক করেছেন। আমি ব্যর্থ হওয়ার পর তুষারবাবু ভূতের উপদ্রব বন্ধ রেখে প্রচার করবেন তিনি শেষ পর্যন্ত বাস্তুশাস্ত্র প্রয়োগ করে উপদ্রব বন্ধ করেছেন। না, আজ আর তুষারবাবুর কাছে জানতে চাইলাম না—তিনি ভাড়াটে, না মালিক।

কোথায় আমাকে বলবেন—প্লিজ মিডিয়াকে জানাবেন না। তা নয় তিনিই মিডিয়াদের জানাচ্ছেন। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।

১৮ জুলাই, মঙ্গলবার। আমার গাড়িতেই আমরা তিনজন, অরিন্দম ভট্টাচার্য ও অরিন্দম চ্যাটার্জি আমার সাথি। বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম পাড়া-পড়শিরা সকলেই জানেন আমি আসছি। পৌঁছে দেখি কিছু সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিক হাজির। পৌঁছেই শুনলাম সাংবাদিকদের সামনেই একটা শাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে।

তারপর কী হল? সেকথা জানাতে ১৯ জুলাই, ২০০০-এর আজকাল পত্রিকার প্রথম পাতা থেকে রিপোর্টটা তুলে দিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

একটি নির্জলা রিপোর্ট

আজকাল

১৯ জুলাই, বুধবার ২০০০

জ্যোতিষী বাবার মদতে ছেলের কীর্তি!

যুক্তিবাদীরা যেতেই পালাল 'আগুন ভূত'

তুষার প্রধান

কার্যত 'এক চড়েই' জ্যোতিষী তুষার সরকারের বাড়ি থেকে 'আগুন ভূত'-কে তাড়িয়ে ছাড়লেন প্রবীর ঘোষ। উত্তর দমদমের ৫-এ খালিসাকোটার বাড়িতে মঙ্গলবার দুপুরে প্রবীর ঘোষের এই ভূত-তাড়ানো দেখতে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। গত শুক্রবার রাত থেকে জ্যোতিষী তুষারবাবুর বাড়িতে এই আগুন ভূত ছিঁচকে চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কখনও পাজামার পকেট পোড়াচ্ছিল, কখনও পাঞ্জাবির হাত কিংবা পা, কখনও জামা, শাড়ির লেজ বা মুড়ো, বাড়ির সব দরজা জানলার পর্দার ডান-বাঁ অংশ, কখনও পেটের দিকটা খাচ্ছিল এই আগুন। ঠাকুরঘরে ঢুকে নেচেছে এই আগুন, ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা কাপড়- চোপড়কেও পুড়িয়েছে। তবে স্নানঘরে গিয়ে গান গায়নি একবারও। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে বিছানার পৌনে এক হাত চওড়া মতো অংশ খায়, পরে খায় সোফার গদির স্রেফ কাপড়ের একাংশ।

'যুক্তিবাদী' প্রবীর বাড়িতে পৌঁছাতেই তুষার সরকার বলতে শুরু করেন, 'বলুন তো শুক্রবার থেকে এটা কী শুরু হয়েছে আমার বাড়িতে? যেখানে সেখানে আগুন জ্বলে উঠছে। তবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে শুধু কাপড়-টাপড়েই। কখনও কখনও সামান্য ভেজা কাপড়েও লাগছে। জলটল এনে নিভিয়ে দিচ্ছি, অনেকক্ষণ হয়ত কোনও কিছুই ঘটল না আমরা সব নাক সতর্ক রেখে কোনও একটা ঘরে হয়ত বসে আছি, হঠাৎ দেখি শাড়ি জ্বলছে। তবে এই আগুনের বিশেষত্ব কী জানেন, দিনেই জ্বলছে শুধু, শুক্রবারের পর কিন্তু আর রাতে আগুন জ্বলছে না। যা পোড়াচ্ছে দিনেই। ৪ ফুটের বেশি উঁচুতে কখনও জ্বলেনি এই আগুন। শুক্রবার ৩ বার, শনিবার ৪ বার, রবিবার ১০ বার, সোমবার ৫ বার, মঙ্গলবার ৩ বার জ্বলেছে এই আগুন। লোডশেডিংয়ের সময়ও জ্বলছে।' কাঁদো-মুখ করে তুষারবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কারা এই অনিষ্ট শুরু করল কিছুই বুঝতে পারছি না বড় ভয় হচ্ছে জানেন।' শুক্লা, তুষারের পাশে দাঁড়িয়ে গোপালচন্দ্র দত্ত, বিরাটির সুমন চক্রবর্তী, শিপ্রা দত্তরা বলে চলেন, 'আমরাও বসে থাকতে থাকতে আগুন দেখেছি।' স্ত্রী, ১২ বছরের ছেলে সৌম্যকান্তি এবং ৩ বছরের আর এক ছেলেকে নিয়ে তুষারবাবুর পরিবার। বসার ঘর, ঠাকুরঘর হয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত ৬টা ঘর। সৌম্যকান্তির তুলতুলে গাল নাড়তে নাড়তে একটা প্লেট আনতে বললেন প্রবীর ঘোষ। জলও চাইলেন। যেসব কাপড়- টাপড় পুড়েছিল অর্ধদগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
দলা পাকানো অংশ জলে ভেজাতেই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনি রং বেরিয়ে এল প্রতিটি ক্ষেত্রেই। প্রবীর তুষারবাবুকে আদেশ করলেন, কাউকে বাজারে পাঠিয়ে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর গ্লিসারিন আনিয়ে দিন। সেসব আনতেই প্রবীর হাতে-কলমে করে দেখালেন কী ভাবে আগুন জ্বলছিল। এরপর তুষার-শুক্লার ছেলে সৌম্যকান্তিকে একটা ঘরে নিয়ে একান্তে কথা বললেন প্রবীর। এ সময়টায় তুষারবাবু ডাইনিং টেবিলের ঘরে ফোনে পৌঁছে গেছেন। প্রবীর ঘোষের দুই সহযোগী অরিন্দম ভট্টাচার্য, অরিন্দম চ্যাটার্জি জানলার ধারে কান লাগিয়ে শুনছেন, শুক্লা, তুষারবাবু একমত হয়ে ও প্রান্তকে জানাচ্ছেন, বুঝে গেছে সব বুঝে গেছে। সৌম্যকান্তিও ততক্ষণে প্রবীরবাবুর ক্যাসেটে গ্রেপ্তার। কবুল করেছে, 'আমিই আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। আর কখনও করব না কাকু।'

কীভাবে শিখল এ রকম আগুন জ্বালানো, মানে মা-বাবা শিখিয়েছে না অন্য কেউ। সৌম্যকান্তির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ক্ষণিকেই। পরে, আরও পরে, তুষার সরকার যখন পুরোপুরি নিশ্চিত, নিজেরা না আগুন লাগালে আর আগুন লাগবে না, ঠিক তখনই ওঁকে চেপে ধরা হল। তুষারবাবু জানালেন, এই বাড়িটা ওঁর স্ত্রী (শুক্লার) বড়মামা জগদীশচন্দ্র সরকারের। আমেরিকার মিসিগনে থাকেন ওই মামা। ৮৭-৮৮ থেকে ৫ কাঠা জমির ওপর এই বাড়িটিতে তুষার-শুক্লাকে থাকতে দেন নাকি জগদীশচন্দ্র। এখন জগদীশচন্দ্রের দুই ভাই বাড়ি ছাড়ার জন্য পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। তুষারবাবু বলতে থাকেন, ১৬ এপ্রিল তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, বাড়ি না ছাড়লে শেষ দেখে ছাড়া হবে। তুষারবাবুকে যখন প্রশ্ন করা হল, কিন্তু 'ভৌতিক বাড়ি' বানানোর জন্য ছেলেকে দিয়ে আপনি, মানে আপনারা এটা করলেন কেন? মুখ শুকিয়ে গেল চল্লিশের যুবক আদ্যামার সেবক তুষারবাবুর। স্ত্রীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঢোঁক গিলতে লাগলেন, 'আর কখনও এ বাড়িতে আগুন জ্বলবে না।'

পুঃ বিভিন্ন সংবাদপত্র দপ্তর ছাড়াও প্রবীর ঘোষকে নিজেই খবর দিয়েছিলেন তুষারবাবু। ভেবেছিলেন ব্যাপক নাম ফাটবে। এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, ভাবেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আজকাল

১৯ জুলাই, বুধবার ২০০০

জ্যোতিষী বাবার মদতে ছেলের কীর্তি!

যুক্তিবাদীরা যেতেই পালাল 'আগুন ভূত'

তুষার প্রধান

কার্যত 'কে ভাড়াই' জ্যোতিষী তুষার সরকারের বাড়ি থেকে 'আগুন ভূত'কে তাড়িয়ে মডেলিন প্রবীর ঘোষ টিকে সমন্বয় ওই বাড়িসংলগ্নের বাড়িতে মঙ্গলবার দুপুরে প্রবীর ঘোষের এই ভূতচেতনা সেরে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। পর শুক্রবার থেকে জ্যোতিষী তুষারবাবুর বাড়িতে এই আগুন ভূত উঁচিয়ে তাকে মহা মুস্কিলে ফেলেছিল। কখনও পাঞ্জাবির পকেট পোড়াচ্ছিল, কখনও পাঞ্জাবি থেকে ছিটকে পড়ে, কখনও জামা, শার্টের কেউ বা মুড়ো, বাটির সব দেখা, জামাকাপড় পর্যন্ত জ্বালাই হল, এখনও পেটের দিকটা বাকি এই আগুন। মাঝঘরে ঢুকে নেওয়ার এই আগুন ছাইদানি টেবিলের ওপর রাখা কাপড়-চোপড়কেও পুড়িয়েছে। তবে স্নানঘরে গিয়ে গান গেয়ে একবারও মঙ্গলবার সকালে প্রথমে বিছানায় পৌঁছে এল ঘরে চুকতে যে আগুন ধরে বস্তু সেগুলো শুধু কাপড়ের একাংশই। 'যুক্তিবাদী' প্রবীর বাড়িতে পৌঁছতেই তুষার সরকার বলতে শুরু করেন, 'বলুন তো শুক্রবার থেকে এটা কী শুরু হয়েছে আমার বাড়িতে। যেখানে সেখানে আগুন জ্বলে উঠছে। তবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে শুধু কাপড়-টাপড়েই। কখনও কখনও সামান্য ছেঁকা কাপড়েও লাগছে। জটিল এসে নিশ্চয়ে নিশ্চি, অনেকক্ষণ হতে কোনও কিছুই বাকি না। আমার সব নাক সহ্য করে কোনও একটা ঘরে হয়তো এসে বাড়ি হয়ে পোড়া পাকা পাকের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেবি শান্ত জ্বলছে। তবে এই আগুনের বিশেষত্ব কী জানেন, দিনেই জ্বলছে শুধু, শুক্রবারের পর কিন্তু আর রাতে আগুন জ্বলছে না। যা পোড়াচ্ছে দিনেই। ৪ ফুটের বেশি উঁচুতে কখনও ওঠেনি এই আগুন। শুক্রবার ৩ বার, শনিবার ৪ বার, রবিবার ১০ বার, সোমবার ৫ বার, মঙ্গলবার ২ বার জ্বলেছে এই আগুন। লোডশেডিংয়ের সময়ে [illegible] কাঁদো কাঁদো মুখ করে তুষারবাবুর [illegible] বলেন, 'আমা এই [illegible] শুরু হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। বড় ভয় লাগছে।' শুক্রবার তুষারের পাশে দাঁড়িয়ে গোপালচন্দ্র দত্ত, বিরাটির সুনন চক্রবর্তী, দিপ্রা দত্তরা বলে চলেন, 'আমরাও বসে থাকতে থাকতে আগুন দেখেছি।' ১২ বছরের ছেলে সৌমাকান্তি এবং ৩ বছরের আর এক ছেলেকে নিয়ে

জ্যোতিষী বাবার ছেলের কীর্তি তখন ফাঁস! ছবি: তপন মুখার্জি

তুষারবাবুর পরিবার, বসার ঘর, ঠাকুরঘর হয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত উঁচা ঘর। সৌমাকান্তির চুলচুলে কাল নাড়তে নাড়তে একটা প্রেট আনতে বললেন প্রবীর ঘোষ। ৯নও চটিলেন। যে সব কাপড়-টাপড় পুড়েছিল অর্ধদগ্ধ দশা পাকানো অংশ জলে ভেজাতেই পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনি রং বেরিয়ে এল প্রতিটি ক্ষেত্রেই। প্রবীর তুষারবাবুকে আদেশ করলেন, কাউকে বাজারে পাঠিয়ে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর গ্লিসারিন আনিয়ে দিন। সে সব আনতেই প্রবীর হাতেকলমে করে দেখালেন কীভাবে আগুন জ্বলছিল। এরপর তুষার-শুক্লার ছেলে সৌমাকান্তিকে একটা ঘরে নিয়ে একান্তে কথা বললেন প্রবীর। এ সময়টায় তুষারবাবু ড্রইংরুম টেবিলের ঘরে গেলেন পৌঁছে গেছেন। প্রবীর ঘোষের দুই সহযোগী অরিন্দম ভট্টাচার্য, অরিন্দম চ্যাটার্জি জানলার ধারে কান লাগিয়ে শুনছেন, শুক্লা, তুষারবাবু একমত হয়ে ও প্রত্যক্ষে জানাচ্ছেন, বুঝে গেছে। সব বুঝে গেছে: সৌমাকান্তিও ততক্ষণে প্রবীরবাবুর কাছে গ্রেপ্তার। কবুল করেছে, 'আমিই আগুন জ্বালছিলাম। আর কখনও করব না কক্ষু।'

কীভাবে শিখল এ রকম আগুন জ্বালানো, মানে মা-বাবা শিখিয়েছে না অন্য কেউ। সৌমাকান্তির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ক্ষণিকেই। পরে, আরও পরে, তুষার সরকার যখন পুরোপুরি নিশ্চিত, নিজেরা না আগুন লাগলে আর আগুন লাগবে না, ঠিক তখনই ওঁকে চেপে ধরা হল। তুষারবাবু জানালেন, এই বাড়িটা ওঁর স্ত্রীর (শুক্লার) বড়মামা জগদীশচন্দ্র সরকারের। আমেরিকায় মিসিগানে থাকেন ওই মামা। ৮৭-৮৮ থেকে ৫ কাঠা জমির ওপর এই বাড়িটিতে তুষার-শুক্লাকে থাকতে দেন নাকি জগদীশচন্দ্র। এখন জগদীশচন্দ্রের দুই ভাই বাড়ি ছাড়ার জন্য পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন। তুষারবাবু বলতে থাকেন, ১৬ এপ্রিল তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, বাড়ি না ছাড়লে শেষ দেখে ছাড়া হবে। তুষারবাবুকে যখন প্রশ্ন করা হল, কিন্তু 'ভৌতিক বাড়ি' বানানোর জন্য ছেলেকে দিয়ে আপনি, মানে আপনারা এটা করলেন কেন? মুখ শুকিয়ে গেল চল্লিশের যুবক আদ্যামার সেবক তুষারবাবুর। স্ত্রীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন, 'আর কখনও এ বাড়িতে আগুন জ্বলবে না।'

পুঃ বিভিন্ন সংবাদপত্র সত্যর ছাড়াও প্রবীর ঘোষকে নিজেই খবর দিয়েছিলেন তুষারবাবু। ভেবেছিলেন ব্যাপক নাম ফাটবে। এভাবে ধরা পড়ে যাবেন, ভাবেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : নয়

সম্মিলিত দুর্নীতির ফসল 'মোবাইলবাবা'

তান্ত্রিক মোবাইলবাবা ও এক ভক্ত

১৬ অক্টোবর, রবিবার, ২০০৫ :

কাল পুরুলিয়া জেলা সম্মেলন ছিল সিঁদুরপুর গ্রামে। আজ সকালে আমরা সদলবলে এসে উঠেছি পুরুলিয়া শহরের একটি হোটেলে। আমরা মানে, সঞ্জয়, অনাবিল, রানা, সুমিত্রা ও আমি।

হোটেলের রুমে টিভি চালিয়ে 'স্টার আনন্দ' চ্যানেল দিতেই চমকে উঠলাম। 'মোবাইল বাবা' নামের এক অলৌকিকের কারবারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ—অনিমেষ ধীবর নামের এক কিশোরকে রেল লাইনের তলায় হাত দিতে প্ররোচিত করা। অনিমেষের ডান হাতের রেখায় নাকি মৃত্যুযোগ ছিল। তাই ডান হাত কব্জি থেকে কেটে ফেলার উপদেশ দিয়েছিল মোবাইল বাবা।

চমকে ওঠার কারণ, আমাদের সমিতির বর্ধমান শাখা যখন মোবাইল বাবার মতো দুর্ধর্ষ এক শক্তিমান ও নিষ্ঠুর ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে গোপনে তথ্য সংগ্রহ করছে, ঠিক তখন-ই খবরটা এল।

সঞ্জয় পেশায় সাংবাদিক ও যুক্তিবাদী সমিতির সংযুক্ত সম্পাদক। থাকে বর্ধমানে। আমাদের এক ঝাঁক প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় জানাল, মোবাইল বাবার আসল নাম জগদ্বন্ধু বা জগবন্ধু লোহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ। ছোট খাটো চেহারা। গায়ের রঙ কালো। মাথায় লম্বা লম্বা জটা। ওর আস্তানা বর্ধমান জেলার কাঁকসা থানায় তেলিপাড়ায়। এক টুকরো হাড় নিয়েই মোবাইল বাবার কেরামতি। হাড়ের টুকরোকে মোবাইল ফোনের মতো ব্যবহার করে। এই ফোনে অবশ্য শুধুই মা কালীর সঙ্গে কথা বলা যায়। কিন্তু যে কেউ মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। বলতে পারে শুধু জগবন্ধু লোহার। ওই জন্যেই ওর নাম হয়েছে 'মোবাইল বাবা'।

কাঁকসা এলাকায় মোবাইল বাবার বিশাল দাপট। ওর ভয়ে দূর-দূর গ্রামের কেউ মুখ খুলতে চায় না। মোবাইল বাবার দাবি—যে কোনও রোগ-বালাই দূর করতে পারে, নিঃসন্তানকে সন্তান দিতে পারে।

মোবাইল বাবার ভয়ে 'বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়'। ওর ক্ষমতার হাত বিশাল লম্বা। শাসক দলের তা-বড় নেতাদের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা। কয়লা ও লোহার ছাঁট মাফিয়াদের সঙ্গে

হাতকাটা অনিমেষ

বহুত দোস্তি। পুলিশ তো এমন আদমি পেলে বহুত খুশি। ওদের কথা—'ফেল কড়ি মাখ তেল, কেউ কি আমার পর?' এখানেও একটা চক্র কাজ করছে।

হোটেলে বসেই আমরা একটা পরিকল্পনা ছকে নিলাম। ঠিক হল, লড়াইয়ের মূল দায়িত্ব থাকবে সঞ্জয়ের উপর। সঞ্জয়কে সহযোগিতা করবে অনাবিল। বর্ধমান শাখার ছেলেদের প্রয়োজন মতো সহযোগিতা চাওয়া হবে। কাজোড়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া শাখার সাহায্য নেওয়া হবে প্রয়োজন মতো। লড়াইটা আদৌ ছোট হবে না। সম্মিলিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই চালাতে হবে।

অনাবিল ও সঞ্জয় নতুন একটা তথ্য জানাল। মোবাইল বাবা রাজনীতি ভালোই বোঝে। তেলিপাড়ার গরিব মানুষদের দরকারে অর্থ-সাহায্য করে। বাইরের ভক্তদের পকেট কেটে স্থানীয় মানুষদের দান করে 'রবিন হুড' ইমেজ তৈরি করেছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমরা প্রত্যেকেই এখন চার্জড। আর সময় নষ্ট না করে অনিমেষের ঘটনার সুযোগ নিয়ে দ্রুত 'অপারেশন মোবাইল বাবা' শেষ করতে হবে।

পিনাকী লাহার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হল। ও পত্রিকা অফিসেই ছিল। তাই কাজটা আরও সহজ হল। পিনাকী 'সংবাদ' দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক এবং যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার একজন কর্মকর্তা। ওকে বললাম, কাঁকসা থানায় ফোন করে অনিমেষের ঘটনাটা নিয়ে ওদের বক্তব্য কী জেনে আমাকে ফোন কর।

মিনিট দশেক পরেই পিনাকীর ফোন। জানাল, পুলিশ বলেছে, রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমেষ পানাগড়ের একটা নার্সিংহোমে আসে। নার্সিংহোম ওকে ভর্তি না করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। অনিমেষ কিছুটা সুস্থ হলে সব জানা যাবে। তবে ওর তরফ থেকে একটা অভিযোগ এসেছে, মোবাইল বাবা ওর হাতের কব্জি কেটে নিয়েছে। অভিযোগ কতটা সত্যি, কতটা মিথ্যে, তদন্ত না করে বলতে পারছে না বলে জানিয়েছে কাঁকসা থানা।

সঞ্জয় আর অনাবিল চট্‌পট্‌ বেরিয়ে পড়ল। সঞ্জয় যাবে দুর্গাপুর কোর্টে। অনাবিল দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে।

রাত আটটা নাগাদ আমাদের হাওড়া যাওয়ার ট্রেন। তাই হোটেলেই অপেক্ষা করতে হল। এর মধ্যে অনাবিলের ফোন। জানাল, অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কথা তেমন হয়নি। ডান হাতের কনুই থেকে ব্যান্ডেজ বাঁধা। আচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। এইটুকু বলেছে—আমার কিছুই মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখি পানাগড়ের এক নার্সিংহোমের কাছে পড়ে আছি।

সঞ্জয় খবর দিল, দুর্গাপুর কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে মোবাইল বাবা। সরকারি আইনজীবী অসিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ৪২০ ও ৩২৬ ধারায় অভিযোগ আনলেও তারা আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে নেওয়ার কোনও আবেদন করেনি। তাই আসামির জামিনের বিরোধিতা করার কোনও সুযোগ ছিল না আমার।

সব শুনে বললাম, "কয়েকটা বিষয়ে খবর নে। (এক) অনিমেষের পরিবারের সদস্য কত জন, (দুই) পরিবারের আয়, নিজের আয়, (তিন) সম্প্রতি অনিমেষের চারিত্রিক কোনও পরিবর্তন বন্ধুরা লক্ষ্য করেছিল কিনা? (চার) অনিমেষ কব্জিকাটা নিয়ে কী বলছে? (পাঁচ) অনিমেষের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বল, (ছয়) বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার পীযূষ পাণ্ডের সঙ্গে কথা বল। জানতে চা, কেন পুলিশ মোবাইল বাবাকে কাস্টডিতে নিতে চাইল না? (সাত) পুলিশ মোবাইল বাবাকে জামিন পেতে সাহায্য করেছে তাদের হেফাজতে নিতে না চেয়ে। মনে হয় অতীতে কোনও একটা কেসে ধরা পড়ার পর পুলিশের সঙ্গে বাবাজির দোস্তি হয়েছে। একটু নেড়ে-চেড়ে দেখলেই পুরোনো কেসটার হদিশ পেয়ে যাবি। (আট) মোবাইল বাবার আখড়ার আসল মধু কোথায় খোঁজ নে। মন্ত্রে সন্তান দেয় ব্যাপারটাই পুরোপুরি মিথ্যে। বায়োলজিকাল ফাদার হতে টাকাওয়ালা থেকে ক্ষমতাওয়ালা অনেকেরই আসার কথা। দেখ তারা কারা। (নয়) ঘটনাটার ব্যাপক প্রচার চাই। নইলে রাজনীতি-ধর্ম-পুলিশ-গুণ্ডাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই জেতা প্রায় অসম্ভব। সব মিডিয়াই যাতে খবরটা প্রচারে আনে সে বিষয়ে নজর দিস। পাবলিকের নজর টানতে বড় রকম হইচই বাঁধা। তবেই পারবি মোবাইল বাবার চক্রের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

করতে। বাবাজির সহায়ক শক্তি যখন মাফিয়া-পুলিশ-রাজনীতিক, তখন তোর সহায়ক শক্তিগুলোকে এক কর। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুলিশ থেকে রাজনীতিক, কেউই মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে যাবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

১৭ অক্টোবর, সোমবার, ২০০৫ :

দুপুর ১২টা নাগাদ সঞ্জয়ের প্রথম ফোন পেলাম। এই দিন মোট তিনবার ফোন করেছিল সঞ্জয়। ও যা জানিয়েছিল, তা হল, অনিমেষের মা-বাবা অনেক বছর আগেই মারা গেছেন। অনিমেষের নিজের বাড়ি আছে। একা মানুষ, তাই কাকার বাড়িতেই খায়। এক মাত্র দিদি থাকেন

মোবাইলবাবার মন্দির

আসানসোলে। অনিমেষ মাছের ব্যাবসা করে। মাসিক আয় এক থেকে দেড় লাখ টাকা। বন্ধুদের কথায়, বছর তিনেক হল অনিমেষ ওই মোবাইল বাবার আশ্রমে যাচ্ছিল। চ্যবনপ্রাশের মতো একটা করে শিশি প্রায়ই আনত আশ্রম থেকে। সব সময় কেমন যেন নেশায় নিস্তেজ হয়ে থাকত। শিশিতে মাদক থাকত বলে বন্ধুদের অনুমান। বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা কমিয়ে দিয়েছিল।

সঞ্জয় আরও বলল, "গতকালই অনিমেষকে বর্ধমান জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কাঁকসা পুলিশ বলেছে, অনিমেষ তার বয়ানে জানিয়েছে, ডান হাতের রেখায় যে ফাঁড়া ছিল, সেটাকে বিদায় করতেই মোবাইল বাবার পরামর্শে চলন্ত ট্রেনের চাকার নিচে ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। পুলিশ আরও জানিয়েছে রাজবাঁধ ও পানাগড় স্টেশনের মাঝে চার নম্বর রেল গেটের কাছে লাইনে হাত রেখেছিল অনিমেষ। আজ পুলিশ স্পটে গিয়ে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে। অনাবিলকে পাঠিয়েছিলাম ওই স্পটে। অনাবিল জানিয়েছে, তন্নতন্ন করে খুঁজেও ও কোনও রক্তের চিহ্ন দেখতে পায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
"দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ডা. রাজা সাহার সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর কথায়, এটা ট্রেনে কাটার কেস নয়। যে পরিমাণ রক্তপাত হচ্ছিল, ট্রেনে কাটা পড়লে তা হওয়ার কথা নয়। ট্রেনের প্রচণ্ড চাপে রক্ত বের হবার পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

"বর্ধমান মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের ডেপুটি সুপার মঞ্জুর মুর্শেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ডা. মুর্শেদ জানালেন, অনিমেষ তাঁকে বলেছে, মোবাইল বাবা কয়েকবারই জানিয়েছিল, ডান হাতে ফাঁড়ার রেখা আছে। সামনে নিশ্চিত মৃত্যু। ফাঁড়া কাটাতে হলে ডান হাতের কব্জি থেকে কেটে বাদ দিতে হবে। গত শনিবার ও মোবাইল বাবার আশ্রমে যায়। মোবাইল বাবা মুড়ি খেতে দেয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তখন মোবাইল বাবা একটা ভোজালি দিয়ে হাত কেটে নেয়।

"ইনজুরি দেখে ডা. মুর্শেদের ধারণা, কব্জি ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কাটা। ট্রেনের চাকায় কাটা পড়লে কব্জির কাছের মাংসের তন্তুগুলোর চেহারা অন্যরকম হত। ট্রেনে কাটা পড়লে ওর মাথায়ও মারাত্মক চোটের চিহ্ন থাকত।

সঞ্জয় পরের বার ফোনে বলল, "অনিমেষের সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলছে, মোবাইল বাবার আশ্রমে মুড়ি খেয়ে খুব ঘুম পেতে থাকে। ওই আশ্রমেই মোবাইল বাবা ওর কব্জি কেটে নেয়। ও জ্ঞান হারায়। জ্ঞান ফিরতে দেখে ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। জানতে পারে দুর্গাপুর হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে।"

সঞ্জয় জানাল, "বর্ধমান জেলার পুলিশ সুপার পীযূষ পাণ্ডের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পুলিশ কেন মোবাইল বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেবার আবেদন করেনি কোর্টে? উত্তরে পীযূষবাবু বলেছেন, কাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়া প্রয়োজন, সেটা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারই সবচেয়ে ভালো বোঝেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

"পীযূষবাবুকে জানালাম, প্রয়াগপুরের মানুষদের অভিযোগ, পুলিশ ঘুষ খেয়ে জামিনের বিরোধিতা করেনি।

"উত্তরে পীযূষবাবু জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ। আমরা কোর্টে মোবাইল বাবার জামিনের বিরোধিতা করেছিলাম।

"বললাম, আপনি একটু আগেই কিন্তু আমার কাছে সাফাই দিলেন—কেন পুলিশ জামিনের বিরোধিতা করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করেননি।

"উত্তর না দিয়ে লাইন কেটে দিয়েছেন পীযূষবাবু। প্রবীরদা তোমার অনুমান ঠিক। বছর দেড়-দুই আগে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে মোবাইল বাবাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তারপর পুলিশকে ম্যানেজ করে জামিন পেয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের ধারণা সেই সময় থেকেই পুলিশের সঙ্গে ওর দোস্তি বেড়েছে।

"মোবাইল বাবার আখড়া তেলিপাড়ায়। তেলিপাড়ার কিছু মানুষ আমাকে গোপনে খবর দিয়েছে মোবাইল বাবা সি পি এম-এর খুবই ঘনিষ্ঠ। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সি পি এম-এর অমল লোহার জানালেন, মোবাইল বাবা আমাদের সমর্থক মাত্র। আমরা অবশ্য ওকে বারবারই সতর্ক করেছি, বলেছি অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করতে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

"স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কীর্তি পাল জানালেন সিপিএম-এর শেল্টারেই মোবাইল বাবার এত মস্তানি। বছরখানেক আগে সিপিএম-এর জাঠায় অংশ নেওয়া ক্যাডার ও লিডারদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল মোবাইল বাবা।

"কীর্তি পালের বক্তব্য অমল পালকে জানাতে তিনি বললেন, পার্টির কোনও অনুষ্ঠানে সাহায্য চাইলে সাধুবাবা সাধ্যমতো সাহায্য করেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহায্য পাই বলে তার অপকর্মকে পার্টি সমর্থন করবে।

"সিপিএম-এর কাঁকসা জোনাল কমিটির সম্পাদক বীরেশ্বর মণ্ডল জানালেন, 'পার্টি' মোবাইল বাবার কোনও অপকর্মকে সমর্থন করে না। মানুষ যদি শান্তি পেতে মোবাইল বাবার কাছে যায়, তাতে আমরা তো বাধা দিতে পারি না। মানুষের ধর্মীয় আবেগকে তো আমরা আঘাত দিতে পারি না।

"মোবাইল বাবার ছেলে নারায়ণ লোহারের সঙ্গে কথা হয়েছে। বয়স ১৮-২০ হবে। রগচটা। আমাকে জানিয়েছে, হ্যাঁ, আমরা সিপিএম করি। সেটা কোনও বেআইনি কাজ?

"সব মিডিয়াকেই খবরগুলো দিচ্ছি। তারাও খবর সংগ্রহ করে আমাকে জানাচ্ছে। অনেকেই জানতে চাইছেন—প্রবীর ঘোষ আসছেন কি না? কবে আসছ? এখনও অনেক জট আছে। তুমি দু-চার দিনের মধ্যে অবশ্যই চলে এস। মিডিয়াগুলো ভালো কভার করছে। ওদের জানিয়েছি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন মোবাইল বাবার আখড়ায় যাবে। মন্ত্র-তন্ত্রের নামে বুজরুকির বিরুদ্ধে ওই অঞ্চলে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালাবে।"

সঞ্জয় আরও জানাল, "ওদিকে অভিযোগ উঠেছে, মোবাইল বাবার পেটোয়া মাফিয়ারা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের হুঁশিয়ারি দিয়েছে, বাবাজির ব্যাপারে নাক গলালে ফল ভালো হবে না।"

১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার, ২০০৫ :

আজ যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা কী করলেন? জানতে ১৯ অক্টোবর 'দৈনিক স্টেটসম্যান' এবং মধ্যবঙ্গের জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ'-এ চোখ বোলালেই চলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ

বর্ধমান ১ কার্তিক বুধবার 19 October 2005, Wednesday

অনিমেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা, খাতাহাতে সঞ্জয় কর্মকার, তার পিছনে অনাবিল

দৈনিক স্টেটসম্যান

কলকাতা, শিলিগুড়ি ২ কার্তিক ১৪১২ বুধবার ১৯ অক্টোবর ২০০৫

মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৮ অক্টোবর : কাঁকসা থানার পিয়ারিগঞ্জের মোবাইল বাবার নির্দেশে হাত কাটার পর বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনিমেষ ধীবরের পাশে এবার দাঁড়াল যুক্তিবাদী সমিতি।

যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার জানান, মঙ্গলবার তাঁরা আহত অনিমেষের সঙ্গে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। এদিন তাঁরা জেলা-প্রশাসনের সঙ্গেও কথা বলেছেন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন কাঁকসার পিয়ারিনগরে যাবেন জগন্নাথ লোহার ওরফে মোবাইল বাবার কাছে। বুজরুকি, তন্ত্র-মন্ত্র এসবের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ওই অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
এদিকে মঙ্গলবার আহত অনিমেষের এক বন্ধু অভিযোগ করেছেন, মোবাইল বাবার এই ঘটনায় তাঁর পেটোয়া কিছু গুণ্ডা রীতিমতো শাসাচ্ছে এলাকার মানুষকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বন্ধু বলেছে, কয়েকজন মধুচক্রের পাণ্ডাকে এখন দিনভর দেখা যাচ্ছে মোবাইল বাবার কাছে। অন্যদিকে, অভিযোগ উঠেছে, সংবাদমাধ্যমের ওপরেও বেজায় চটেছেন মোবাইল বাবা। এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাম্যানকে এ ব্যাপারে নাক না গলাতে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মোবাইল বাবা।

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ৩ কার্তিক ১৪১২ বৃহস্পতিবার ২০ অক্টোবর ২০০৫

মোবাইলবাবা, এস পি-র কাছে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যুক্তিবাদী সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : অনিমেষ ধীবরের হাত কেটে নেওয়ায় অভিযুক্ত জগদ্বন্ধু লোহার ওরফে 'মোবাইল বাবা'কে পুলিশি হেফাজতে না-নেওয়ায় অপরাধীর সঙ্গে পুলিশের আঁতাত প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে বলে দাবি জানিয়ে বুধবার বর্ধমানের পুলিশ সুপার পীযূষ পাণ্ডের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সমিতির জোনাল কমিটির সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার ও অনাবিল সেনগুপ্তের অভিযোগ, এই ধরনের বুজরুকদের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনে পুলিশের সাহায্য দূর-অস্ত, উল্টে অসহযোগিতা এবং দুর্ব্যবহারই পাচ্ছেন তাঁরা। পুলিশ সুপার অভিযোগ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্মারকলিপিতে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সংগঠনের সদস্যেরা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি অনিমেষের সঙ্গে দেখা করলে সে তাঁদের জানায়, মোবাইল বাবার আশ্রমে বেশ কয়েক বছর ধরে তার যাওয়া-আসা ছিল। মোবাইল বাবা নানা অছিলায় তার কাছ থেকে ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকার মতো নিয়েছে বলে তার কাছ থেকে জানতে পারেন সমিতির সদস্যেরা। ভাগ্য-পাল্টানোর নাম করে তার ডান হাত কাটতে বলে মোবাইল বাবা। অনিমেষ হাত কাটতে রাজি না হলে তাকে মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে মাথার পিছনে আঘাত করা হয়। এর ফলে অজ্ঞান হয়ে যায় অনিমেষ। জ্ঞান ফিরে দেখে তার ডান হাত কাটা।

বুধবার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিনিধি দলটির সঙ্গে দেখা করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য আশ্বাস দেন ঘটনার তদন্ত চলছে এবং যথাসময়ে মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবে পুলিশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
হাসপাতালের শয্যায় শুয়েই সোমবার অনিমেষ পুলিশকে জানিয়েছিল, নিজেই সে রেললাইনে চলন্ত ট্রেনের নিচে হাত রেখেছিল। তাঁর বলে দেওয়া জায়গায় অর্থাৎ পানাগড় ও রাজবাঁধ স্টেশনের মাঝে ৪ নম্বর রেলগেটের রেললাইনে রক্তের ছোপও পেয়েছে পুলিশ। যুক্তিবাদী সমিতির কাছে দেওয়া অনিমেষের বিবৃতির পর প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি ভয় পেয়ে পুলিশকে নিজেই হাত কাটার কথা বলেছে অনিমেষ? না কি সত্যিই সে মানসিক ভারসাম্যহীন? তবে তা পরীক্ষার জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানসিক চিকিৎসকদের না ডাকায় এই বিষয়ে কোনও মন্তব্যও পাওয়া যায়নি।

বুধবার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার পরই তাদের ফোনে হুমকি দেওয়া শুরু হয়েছে।

সমিতির অভিযোগ, মোবাইল বাবার সঙ্গে পুলিশের আঁতাত থাকার ফলেই গ্রেফতার হওয়ার পরের দিনই তার জামিন মিলেছে। পুলিশ অভিযুক্তকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদনও জানায়নি। জেলার পুলিশ সুপার অবশ্য আগেও মোবাইল বাবার জামিনে ছাড়া পাওয়া সম্পর্কে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমরা মোবাইল বাবার জামিনের আবেদনের বিরোধিতাই করেছিলাম আদালতে।"

আজকাল

মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে আন্দোলন

২ বিজ্ঞান-কর্মীর প্রাণনাশের হুমকি

আজকালের প্রতিবেদন : বর্ধমান, ১৯ অক্টোবর : কাঁকসা থানার পিয়ারিগঞ্জের মা সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের তান্ত্রিক জগন্নাথ লোহার ওরফে মোবাইল-বাবার কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার পরিপ্রেক্ষিতে টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের দুই জেলা সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার ও অনাবিল সেনগুপ্তকে। বুধবার বেলা ১২টা নাগাদ তাদের মোবাইল বাবার বিরোধিতা না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়। বলা হয়, মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামলে তাঁদের খুন করা হবে। সঞ্জয় কর্মকার ও অনাবিল সেনগুপ্ত তাঁদের মোবাইল ফোনে দেখেন, বর্ধমান শহরের ০৩৪২-২৫৫১৯০২ নম্বর টেলিফোন থেকে এই উড়ো ফোনটি এসেছিল। বিষয়টি তাঁরা বর্ধমানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিতভাবে জানান। পুলিশ তদন্তে নেমেছে। অন্যদিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডা. মঞ্জুর মুর্শেদ জনান, অনিমেষ এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওর বিপদ কেটে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ

বর্ধমান ২ কার্তিক বৃহস্পতিবার 20 October 2005, Thursday

মোবাইলবাবাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে বর্ধমানের পুলিশসুপারের কাছে লিখিত প্রতিবাদ জানানো হল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির পক্ষ থেকে

দৈনিক স্টেটসম্যান

৭ কার্তিক ১৪১২ বুধবার ২৪ অক্টোবর ২০০৫

বিরুদ্ধাচারীদের খুনের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ অক্টোবর : কাঁকসা থানার পিয়ারিগঞ্জের মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে জোরদার জনমত তৈরির ডাক দেওয়ার পরে পরেই এবার যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের খুনের হুমকি দেওয়া হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার সম্পাদক অনাবিল সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, বুধবার তিনি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে সি পি এম সমর্থক জগদ্বন্ধু লোহার ওরফে মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দিতে যান। এই সময় সঞ্জয় কর্মকার এবং অনাবিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
সেনগুপ্তর মোবাইলে ফোনে আসে। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের পর তাদের বলা হয়, "তোরা কোথায় হাত দিয়েছিস জানিস না। তোদের দু'জনকে একেবারে শেষ করে দেব।" এই ঘটনায় সঞ্জয়বাবুরা বর্ধমান থানায় প্রাণনাশের হুমকি আসা ফোন নম্বর দিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। সঞ্জয় কর্মকাররা জানান, মোবাইল বাবা এই অপরাধের পরও খোলা পরিবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ প্রশাসন এবং বর্তমান শাসকদলের মদতেই। সঞ্জয়বাবুরা জেলা পুলিশ সুপারের কাছে দেওয়া অভিযোগে জানান, মোবাইল বাবার এই ঘটনা থেকে আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল প্রগতিশীল, মার্কসবাদী সরকারের রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে বুজরুকি। প্রমাণ হয়ে গেল অপরাধী ও পুলিশের আঁতাত। সঞ্জয়বাবুরা জানান, বিজ্ঞানের যুগে এই ধরনের বুজরুকির বিরুদ্ধে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন লড়াই করার ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য পাওয়ার জায়গায় চূড়ান্ত অসহযোগিতা মিলছে।

২৪ অক্টোবর, সোমবার, ২০০৫

প্রয়াগপুরে সকাল ১০টায় পৌঁছলাম। জায়গাটা পানাগড়ের কাছে। জনা কুড়ি স্থানীয় তরুণ হাজির। হাজির বহু মিডিয়া। আমাদের সমিতির বর্ধমান, কাজোড়া, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া শাখার অনেককেই দেখতে পেলাম।

স্থানীয় তরুণরা আমাদের নিয়ে গেলেন 'যুবতরঙ্গ' ক্লাবের ঘরে। নতুন তৈরি দোতলা ক্লাব বিল্ডিং। ওখানে আলাপ হল আলি, রিপন খান, বাপী ধীবর; রঞ্জিত ধীবরের সঙ্গে। কাছেই একটা মাঠে মাইকে প্রচার চলছে—প্রবীর ঘোষ এসে পড়েছেন। একটু পরেই শুরু হবে...

সুবীর, কুট্টি ও রানার উপর অনুষ্ঠান চালাবার দায়িত্ব দিলাম। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই মোবাইল বাবার ঘাঁটি ঘুরে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দেব।

ঠিক হল, আমার সাথি হিসেবে যাবে সঞ্জয় ও অনাবিল। দু'জনেই তুখোড় বুদ্ধিমান ও সাহসী তরুণ। আমরা মোবাইল বাবার আস্তানা চিনি না। আস্তানা দেখাবে কে? সমস্যা এখানেই। একজনকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সাহস দিয়ে আমাদের গাড়িতে তুলতেই এক ঘণ্টা কেটে গেল। আমাদের গাড়িকে অনুসরণ করল সাংবাদিক ও চিত্রসাংবাদিকদের মোটরবাইক।

মোবাইল বাবাকে মন্দিরে না পেয়ে গেলাম বাড়িতে। ছেলে নারায়ণ ও স্ত্রী পুষ্পরানি বাড়িতেই ছিলেন। মোবাইল বাবা বহু পোড়-খাওয়া মানুষ। কখন 'হালুম' করবে, কখন 'মিউ' খুব ভালো বোঝে। আমার সব কথাই শুনছে, বুঝছে, মাথা ঠাণ্ডা রেখে মাঝে মধ্যে 'মিউ' করছে। ছবি উঠছে। একগাদা ডিজিটাল ক্যামেরায় মুভি উঠছে। বাবাজি এক সময় মোলায়েম করে স্বীকার করল, মায়ের নির্দেশ মতো মন্ত্রপূত ফুল-বেলপাতা দেন। মায়ের কৃপায় তাইতেই যে কোনও অসুখ ভালো হয়।

—নিঃসন্তান মহিলা সন্তান চাইলে কী করেন?

—মা'কে জানাই। তারপর মা যেমন নির্দেশ দেন তেমন করি। তাইতেই সন্তান হয়।

—কী করেন? শারীরিকভাবে মিলিত হন?

নারায়ণ চিৎকার করে আমার কাছে এগিয়ে এল। বলল, না...একটা বাজে কথা বললে এখানেই শেষ করে দেব।

নারায়ণের পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে বললাম, তোমার বাবার কাছ থেকে কিছুই শিখতে পারনি। সাক্ষী রেখে খুন করে, বোকাতে। এখানে এতগুলো লোক আর ক্যামেরার সামনে তুমি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমাকে খুন করলে সেটা হবে বোকামো। তোমাকে ফাঁসি থেকে মন্ত্রপূত ফুল-বেলপাতা কিন্তু বাঁচাতে পারবে না, সে তো তুমি ভালোই জানো। আত্মরক্ষার জন্য তোমাকে মেরে ফেললে আমার কিন্তু কিছুই হবে না।

নারায়ণ দ্রুত চোখ বোলাল সঞ্জয় ও অনাবিলের দিকে। দু'জনেরই ডান হাত প্যান্টের পকেটে। ওদের দুজনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে নারায়ণ ঠাণ্ডা।

মা পুষ্পরানি অবস্থা সামাল দিতে ছেলেকে জোরালো ধমক দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, বিশ্বাস করুন, মন্ত্রপূত ফুল-বেলপাতাতেই গর্ভ হয়।

পুষ্পরানিকে বললাম, তাহলে একটা কাজ করুন, পাঁচজন মহিলাকে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে হাজির করব। আপনার স্বামী ফুল-বেলপাতা দিয়ে তাঁদের গর্ভবতী করতে পারলে তাঁকে দেব ২০ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে যুক্তিবাদী সমিতি তাদের সমস্ত রকম কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে।

এবার মোবাইল বাবার উদ্দেশে বললাম, কি বাবাজি, চ্যালেঞ্জটা নেবেন? **আপনি যখন মন্ত্রে একটা গোটা মানুষ তৈরি করতে পারেন, তখন মানুষের একটা অঙ্গ তৈরি করা তো আপনার 'বাঁয়ে হাত-কা খেল'। অনিমেষের কাটা হাত আবার তৈরি করে দিন বাবা। আপনি পারলে ২০ লক্ষ টাকা প্রণামী দেব।**

বাবার তখন ফাঁদে পড়া অবস্থা। অনাবিল আর সঞ্জয়কে দেখিয়ে বললাম, আপনি ওদের খুন করার হুমকি দিয়ে ফোন করিয়েছেন। আপনি সত্যিই যদি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন, তবে ওদের খুন করতে গুণ্ডা লাগাবেন কেন? এই আপনার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে আছে, আপনার মন্ত্র-বলে ওদের মেরে ফেলুন। আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে চাই। দেখাতে না পারলে ধরে নেব—আপনি একজন বুজরুক।

বাবাজি চুপ। বউ পুষ্পরানি সাংবাদিকদের সামনে চেঁচাতে লাগলেন, ও মন্তরেই সন্তান তৈরি করে। প্রবীর ঘোষ লোকটা পায়ে পা-দিয়ে ঝগড়া লাগাতে চাইছে। যার বিশ্বাস আছে, আসবে, যার বিশ্বাস নেই, সে আসবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে জোরাজুরি করতে যাবেন না।

আ-ই-বা-স? ও যে সি পি এমের কাঁকসা জোনাল কমিটির সম্পাদক বীরেশ্বর মণ্ডলের কথাগুলোই 'লাইন বাই লাইন' বলে গেল! বীরেশ্বরবাবুও বলেছেন, ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও জোরাজুরি চলে না। কেউ যদি মোবাইল বাবার কাছে সমস্যা সমাধানের জন্য আসেন তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আবেগের ব্যাপার।

সত্যি, এরা মার্কসবাদকে বুজরুকদের সমর্থনে কী সুন্দর ভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

ছেলে নারায়ণ এই সময় আবার চেঁচামেচি শুরু করল, আমরা সি পি এম করি। আমাদের একগাছা ...ল ও ছিঁড়তে পারবে না। মানে মানে কেটে পড়।

কেটে না পড়লে কী হবে, তার একটা স্যামপেল দেখতে পেলাম। হঠাৎ এক যুবক ধাঁ-করে একটা ছুরি বের করে সিনেমার কায়দায় সাংবাদিক ও আমাদের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, "বাবা বললে, যে কোনও লোকের জান নিয়ে নিতে পারি" নিজের নাম জানাল আত্মারাম সরকার। বসুধা গ্রামের বাসিন্দা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বাবার শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে। অকপটে জানালেন, অবৈধ পেট্রল ও ডিজেলের ব্যাবসা আছে। অনিমেষকে চেনেন। দেখে মনে হল— আত্মা নেশার ঘোরে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

একগাদা টিভি ক্যামেরা ও সাংবাদিকদের সামনে ইন্টারভিউ দিয়ে দৌড়লাম অনিমেষ ধীবরের গ্রামে। ইন্টারভিউতে কী বললাম? বললাম, এখন রাজনীতির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ধর্ম। তাই ধর্মের নামে অন্যায়-দুর্নীতি-ধর্ষণ-হত্যা করে পার পাওয়া যাচ্ছে সহজেই। মোবাইল বাবার দুর্নীতি-ধর্ষণ নিয়ে শাসক দল আওয়াজ তুলতে নারাজ। তাদের 'পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ' রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান মঞ্চ অনিমেষের ব্যাপারে, মন্ত্রে সন্তান উৎপাদনের নামে ধর্ষণের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম নীরব। প্রতারণা করে, মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে মিলনে বাধ্য করা আইনের চোখে ধর্ষণ। পার্টির এই নীরবতার পক্ষে যুক্তি—'আমরা ধর্মীয় ভাবাবেগকে তো আঘাত করতে পারি না।' আর তাই পশ্চিমবঙ্গে ডাইনি হত্যা নিয়ে পার্টি আইনের পক্ষ নেয় না। আইন যেহেতু আদিবাসীদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করতে পারে, তাই ওদের বেআইনি কাজকে কখনও নীরব সমর্থন জানিয়ে, কখনও বা বেআইনি কাজে অংশ নিয়ে ভোট কুড়োবার রাজনীতি করে।

আমাদের দেশে একটা আইন আছে, 'দ্যা ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০'। এই আইন বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হয়েছে। আইনটিতে 'ড্রাগ' বা 'ওষুধ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মানুষ বা পশুর দেহে রোগের উপশম বা প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন সমস্ত কিছুই 'ড্রাগ'। মন্ত্র, তাবিজ, যজ্ঞ ইত্যাদির দ্বারা রোগ মুক্তির কথা বললে, মন্ত্র, যজ্ঞ ইত্যাদিও 'ড্রাগ' বলে বিবেচিত হবে।

ড্রাগের ক্ষেত্রে 'ড্রাগ লাইসেন্স' নেওয়া বাধ্যতামূলক। বিনা ড্রাগ লাইসেন্সে এইসব ড্রাগ বিক্রি বা ড্রাগের প্রচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্তির পরিমাণ কমপক্ষে ৫ বছরের জেল থেকে আজীবন জেল। সঙ্গে জরিমানা।

আইন আছে। কিন্তু প্রয়োগ নেই। সেই এক অক্ষম যুক্তি—জ্যোতিষী-তান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে এইসব আইন প্রয়োগ করার অর্থ মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত করা।

ভোট-লোভী সিপিএম সাধারণ মানুষের চেতনাকে উন্নত করার চেষ্টা না করে নিজেদের চেতনাকে সাধারণ মানুষের চেতনার লেভেলে নামিয়ে নিয়ে আসতে চাইছে।

আমাদের সমিতি মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা একদিন জনজাগরণের রূপ নেবেই, প্রতিবাদী রূপ নেবেই। এই স্বপ্ন দেখি বলেই আমরা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ' তাড়াতে যেখানে মানুষ সেখানেই হাজির হচ্ছি।

ইন্টারভিউ শেষ করে অনিমেষের গ্রামে যখন পৌঁছালাম তখন 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান দারুণ জমে গেছে। মাঠে অন্তত দেড় হাজার মানুষ। এখানে জানালাম মোবাইল বাবার সঙ্গে আমার কথোপকথন। স্থানীয় মানুষ ভয়ের পরিবেশ ছিন্ন করে যে উদ্দীপনা দেখালেন, তাতে আপ্লুত হলাম। পুরুষ থেকে মহিলারা যেভাবে মোবাইল বাবার কুকীর্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন, তাকে জনজাগরণ বললে একটুও ভুল হবে না। এই গণজাগরণ রাজনীতিক ও পুলিশদের বিরুদ্ধেও স্পষ্ট সাবধানবাণী পৌঁছে দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

আনন্দবাজার পত্রিকা

কলকাতা ৮ কার্তিক ১৪১২ মঙ্গলবার ২৫ অক্টোবর ২০০৫

অনিমেষকে হাত কাটতে উস্কানি দেয় 'মোবাইল বাবা', নিশ্চিত জেলা পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : কাঁকসা থানা এলাকার প্রয়াগপুরের কিশোর অনিমেষ ধীবরের ডান হাত কেটে ফেলার ঘটনায় 'মোবাইল বাবা'র ইন্ধন দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত পুলিশ। অনিমেষকে যে সেদিন মাদক খাওয়ানো হয়েছিল সে কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের মানসিক রোগ বিভাগের প্রধান ওমপ্রকাশ সিংহ। তবে কোথায়, কী ভাবে অনিমেষের হাত কাটা গিয়েছে সে রহস্যের কিনারার জাল এখনও খোলেনি।

১৫ অক্টোবর রাতে কব্জি থেকে ডান হাত কাটা অবস্থায় অনিমেষকে উদ্ধার করে নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। এখন সে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। ওই হাসপাতালেই অনিমেষ পুলিশকে জানিয়েছিল, সে স্বেচ্ছায় ট্রেনের চাকার নিচে হাত দিয়েছিল। পুলিশ রাজবাঁধ ও পানাগড় স্টেশনের মাঝে চার নম্বর রেলগেটের কাছে রক্তের ছোপও পায়। সেটা অনিমেষেরই রক্ত কি না, নিশ্চিত হতে পুলিশ ফরেনসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

রবিবার দুর্গাপুরের সি আই কিশোর সিংহের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল কাঁকসা থানার তিলিপাড়া গ্রামে জগদ্বন্ধু লোহার ওরফে 'মোবাইল বাবা'র আখড়ায় যান। 'মোবাইল বাবা' ছাড়াও ওই আখড়ার অন্য বাসিন্দা এবং গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। সোমবার জেলার পুলিশ সুপার পীযূষ পাণ্ডে বলেন,"এখনও পর্যন্ত তদন্তে যেটকু জানা গিয়েছে তাতে হাতকাটা কাণ্ডে অনিমেষকে প্ররোচিত করেছিল ওই সাধু। মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করে ওই সাধু বা তার লোকেরা যে অনিমেষকে রেল লাইনের কাছে নিয়ে যায়নি, সেটাও স্পষ্ট।" তবে অনিমেষ নিজেই হাত কেটেছে সে প্রশ্নের জবাবে পুলিশ সুপার বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। কী ভাবে হাত কাটা গিয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়।"

ঘটনার তদন্তে নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জুগিয়েছেন বর্ধমান মেডিক্যালের মানসিক রোগ বিভাগের প্রধান ওমপ্রকাশ সিংহ। অনিমেষকে পরপর দু'দিন পরীক্ষা করেছেন হাসপাতালের মানসিক রোগ বিভাগের চিকিৎসকেরা। সোমবার ওমপ্রকাশবাবু বলেন, "অনিমেষ মোটেই মানসিক রুগি নয়। সাধুটি ওর হাতে অকালমৃত্যুর রেখা থাকার কথা বলায় সে ভয় পেয়েছিল।" তিনি আরও বলেন, "ঘটনার দিন অনিমেষকে 'ফেনসাইক্লিডিন' জাতীয় কোনও মাদক খাওয়ানো হয়েছিল। ওই মাদকের প্রভাবে কারও শরীরে আঘাতের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যায়।" অনিমেষ আগেই চিকিৎসক ও সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিল, ঘটনার দিন তাকে মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করেছিল ওই 'সাধু'।

এ দিকে সোমবার তিলিপাড়ার আখড়ায় গিয়ে 'মোবাইল বাবা'কে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা। পরে তাঁরা প্রয়াগপুরে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
তবে এ দিনও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে জগদ্বন্ধু লোহার ওরফে 'মোবাইল বাবা'।

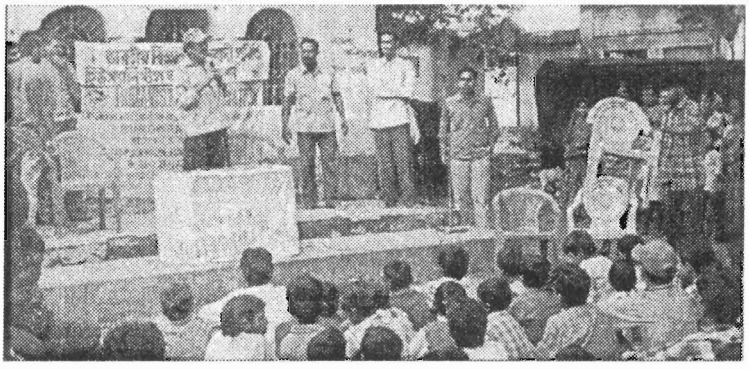

সোমবার প্রয়াগপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান

* * *

এবার আমাদের লক্ষ্য পানাগড়ের ৪ নম্বর রেলগেট। আমাদের গাড়ির সঙ্গী এখন বেশ কিছু মোটরবাইক। তাতে সওয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা এবং অনিমেষের বন্ধুরা।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম একটা ট্রেন আসার। দূর থেকে ট্রেন দেখতে পেয়েই বললাম, আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন। ইঞ্জিনের তলার দিকে একটা শক্ত গ্রিল থাকে। একে বলে 'কাউক্যাচার'। গোরু চরতে চরতে চলন্ত ট্রেনের সামনে এসে পড়লে ধাক্কা খাবে ওই গ্রিলে। ফলে ছিটকে যাবে গোরু। রেললাইন ও ইঞ্জিন থাকবে সুরক্ষিত। গোরু ধরার জন্য এই গ্রিল তৈরি বলে এর নাম 'কাউক্যাচার'। ট্রেনটা আসা থেকে চলে যাওয়ার মুহূর্তটা লক্ষ্য করুন। মুভিতে ছবি উঠছিল। ট্রেনটা চলে যেতে লাইনের পাশে বসে এবং শুয়ে দেখলাম, ডান হাত লাইনে রাখলে মাথাটা কোথায় থাকে। বললাম, মাথাটা কাউক্যাচারের ধাক্কায় ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কেন যায়নি? কারণ ও রেল লাইনে ডান হাতটি রাখেনি।

চার নম্বর গেটের গেটম্যান আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন, আপনি যা বললেন তা একদম ঠিক।

পুলিশ এখানে রক্তের দাগের কথা বললেও একই সময়ে হাজির হয়েও অনাবিল কিন্তু রক্তের কোনও দাগ দেখেনি।

ডা. মঞ্জুর মুর্শেদ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালের ডেপুটি সুপার। তিনি জানিয়েছেন, কাটাটা কোনও ভাবেই রেলের নয়। তাহলে হাত থেকে রক্তপাত হত অতি সামান্য। যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে তাতে আমার ধারণা কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে।

যেসব তথ্য আমাদের কাছে আছে, তাতেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে হাতটা কেউ ধারালো অস্ত্র দিয়েই কেটেছে।

অনিমেষের ডান হাত কাটা পড়লে অনিমেষ অনেকটাই পরনির্ভর হয়ে পড়বে। তাতে কার লাভ? আপাতত মোবাইল বাবা ছাড়া আর কারও নাম তো উঠে আসছে না। এমন একটা সোনার ডিম পাড়া হাঁস বাবার হাতের মুঠোয় পেলে আর কী চাই! মাস গেলে মোটা টাকা আয়ের একটা বোকাসোকা নেশুড়ে কিশোর মোবাইল বাবার উপর যত নির্ভরশীল হবে, ততই বাবার
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
নিংড়ে নিতে সুবিধে হবে।

৪ নম্বর গেটের কাজ শেষ করে দুর্গাপুর কোর্টে অসিত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। নতুন কিছু তথ্য পেলাম না। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ডা. রাজা সাহাকে ধরলাম। ডা. সাহা সেই একই কথা জানালেন, অনিমেষের ইনজুরি থেকে যে পরিমাণে রক্ত পড়ছিল, ট্রেনে কাটা গেলে তা অসম্ভব।

দৌড়ালাম কাঁকসা থানায়। সাংবাদিকরাও সঙ্গী। ও সি তাপস পাল জানালেন, অনিমেষ তার বয়ানে বলেছে—মোবাইল বাবার উপদেশ মতো ফাঁড়া কাটাতে ট্রেনের চাকার তলায় হাত রেখেছিল। মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করে অনিমেষকে ওই সাধু যে রেললাইনের কাছে নিয়ে যায়নি সেটা আমাদের তদন্তে ধরা পড়েছে। সাধু অনিমেষকে ফাঁড়ার কথা বলে কিছুটা হলেও প্ররোচিত করেছিল।

ও.সি-কে জিজ্ঞেস করলাম, দুর্গাপুর ও বর্ধমান হসপিটাল থেকে মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছেন? রিপোর্টে কী বলা হয়েছে—হাতটা রেলে কাটা? নাকি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা?

—মেডিক্যাল রিপোর্ট পেয়েছি। তদন্ত চলছে, সুতরাং এই অবস্থায় এর চেয়ে বেশি বলতে পারব না। এর বেশি জানতে হলে এস পি-র সঙ্গে কথা বলুন।

আবার দৌড়ালাম। এবার লক্ষ্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটাল। ডেপুটি সুপার ডা. মঞ্জুর মুর্শেদকে ফোনে ধরলাম। বললাম, আমি দুর্গাপুর থেকে আপনার কাছে যাচ্ছি, রাস্তায় আছি। না পৌঁছানো পর্যন্ত প্লিজ থাকবেন।

হসপিটালে পৌঁছেই দেখা করলাম ডা. মুর্শেদের সঙ্গে। ওঁর কাছে যা-যা জানতে পারলাম তা ওরই ভাষায় এইরকম :— (এক) মেডিক্যাল রিপোর্ট তৈরি রয়েছে। ১৫ তারিখে হাত কেটেছে। আজ ২৪ তারিখ। এর মধ্যে পুলিশ যোগাযোগই করল না। অথচ এই অবস্থায়, অর্থাৎ কেস যখন কোর্টে উঠেছে, তখন মেডিক্যাল রিপোর্ট খুবই জরুরি। (দুই) হাত রেলে কাটেনি। ধারালো অস্ত্র নিয়ে কাটা হয়েছে। (তিন) অনিমেষ কোনও মানসিক রুগি নয় যে অতি আবেগে রেল লাইনে হাত দেবে। আমাদের হসপিটালের মানসিক রোগ বিভাগের প্রধান ডা. ওমপ্রকাশ সিংহ অনিমেষকে পর পর দু'দিন দীর্ঘ পরীক্ষা করে জানিয়েছেন—ও মোটেই মানসিক রুগি নয়। (চার) অনিমেষের ইউরিন পরীক্ষা করে মাদক গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'ফেনসাইক্লিডিন' জাতীয় কোনও মাদক খাওয়ানো হয়েছিল। এই মাদকের প্রভাবে শরীরে কোনও আঘাত করলে তা অনুভূত হয় না। (পাঁচ) ১৭ অক্টোবর অনিমেষ আমাকে বলেছে, "বিকেলে মোবাইল বাবা আমাকে ওষুধ খাওয়ালে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। তখন ও আমাকে একটা ঝোপের কাছে নিয়ে গিয়ে ভোজালি দিয়ে আমার হাত কেটে নেয়।" (ছয়) অনিমেষের দেওয়া এই স্টেটমেন্ট আমি পুলিশকে জানাবার সুযোগই পাইনি। পুলিশ মেডিক্যাল রিপোর্ট নিতে এলে নিশ্চয়ই জানাতাম। (সাত) পুলিশের গা ছাড়া ভাব থেকে সন্দেহ হচ্ছে ওরা মোবাইল বাবাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। (আট) পুলিশ অনিমেষের স্টেটমেন্ট নিতে এই কলেজে আসছে, কিন্তু মেডিক্যাল রিপোর্টটা নিচ্ছে না।

অনিমেষ রয়েছে এই ওয়ার্ডেরই সি বি এস মেল ওয়ার্ডের বেডে। ওর সঙ্গে দেখা করলাম। ও এখন অনেকটা সুস্থ। অনাবিল ও সঞ্জয় অনিমেষের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। এটা সেটা নিয়ে কথা হল। নতুন তথ্য উঠে এল না। এবার আসল প্রশ্নে এলাম, "তোমাকে কি মোবাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বাবা তন্ত্র শেখাতেন?"

—"হ্যাঁ"। অনেকটা কিন্তু কিন্তু করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল।

—"নারী-পুরুষের মিলন ছাড়া তো তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তুমি মিলিত হওয়ার জন্য আশ্রমে মহিলা কোথায় পেতে?"

—"সন্তান হচ্ছে না, এমন অনেক লোকই সঙ্গে বউ নিয়ে মোবাইল বাবার কৃপা পেতে আসত। তাদেরই কোনও কোনও বউকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের নাম করে রেখে দিত। রাতে বউটিকে কোনও ওষুধ খাইয়ে আমার কাছে দিয়ে বলত, তুই শিব, ও শক্তি। মনের আনন্দে দু'জনে মিলিত হ।"

—"তুমি ছাড়া আর কেউ কি বাবার কছে তন্ত্র শিখতে আসত?'

—"সরকারি অফিসার, পুলিশ অফিসার, মাফিয়ারও তন্ত্র শিখতে আসত। তারাও ভৈরবী হিসেবে অন্যের বউকে পেত।"

—"পুলিশকে এ'সব বলেছ?

—"বলিনি। বলে লাভ নেই। পুলিশ বেড়ে এসে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে শিখিয়ে দিয়ে গেছে—আমি যেন বলি নিজেই ট্রেনের তলায় হাত দিয়েছিলাম।"

অনিমেষকে আশ্বাস দিলাম। বললাম, কোনও ভয় না করে সত্যিটা সাংবাদিকদের জানাও। যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন তোমার পাশে আছে ও থাকবে।

অনিমেষকে ঘিরে অনিমেষের প্রতিবেশী, যুক্তিবাদী সমিতি, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন ও সংবাদ মাধ্যমগুলো সম্মিলিত এই লড়াই চালু রাখল। আমাদের বিরুদ্ধে ধর্ম-রাজনীতি-পুলিশ-প্রশাসন সম্মিলিত লড়াইতে নেমেছে। **'সত্যের জয় হবে-ই'—এমন বোকা বোকা ধারণা নিয়ে বসে থাকলে সত্য পরাজিত হবেই।** দুর্নীতির এই আপন দেশে এখন এটাই চলছে। সত্যকে জয়যুক্ত করতে সুশীল সমাজ থেকে নাগরিক সমাজের বহু শ্রেণীর, বহু পেশার মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল করতেই হবে। সেই শামিল করার চেষ্টার শুরুর দিকের কাজ করছি আমরা, সম্মিলিতভাবে আমরা।

সংবাদ

বর্ধমান ৭ কার্তিক ১৪১২ মঙ্গলবার ১.০০ টাকা 25 October 2005 Tuesday

মোবাইল বাবার ব্যভিচার জেনেও চুপ প্রশাসন

তপন রায়, দুর্গাপুর, ২৪ অক্টোবর (সংবাদ) : জ্ঞানবিজ্ঞানের সামান্যতম আলো ছুঁতে পারেনি কাঁকসার মোবাইল বাবা ওরফে মোবাইল সাধু ওরফে জগন্নাথ লোহার এবং তার পরিবারের মধ্যে। এমনকী মোবাইল সাধুর দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া ছেলের মধ্যে দেখা গেল বুজরুকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
চিন্তাভাবনার ধারক হিসাবে। মোবাইল বাবা এবং তাঁর কি পুষ্পরানি জোর গলায় জানিয়ে দিল, ঠাকুরের ফুল, বেলপাতা দিয়ে নিঃসন্তান মহিলাকে সন্তানদান করা সম্ভব। এর জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ পুলিশ রেকর্ড বলছে, নিঃসন্তানকে সন্তানদান করতে গিয়ে মোবাইল সাধু ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে তাকে জেল খাটতে হয়েছে। তাতে অবশ্য মোবাইল সাধু বা তার পরিবারের কোনও আক্ষেপ নেই। কারণ বুজরুকি ব্যবসা করেই রাখাল বালক থেকে ধনী মোবাইল সাধুর উত্তরণ ঘটেছে জগন্নাথ লোহারের। বেড়েছে এলাকার প্রতিপত্তি।

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভক্তেরা আসেন দূর-দূরান্ত থেকে। তাদের পয়সায় হয়েছে পাকা দোতলা বাড়ি, স্কুটার ১০-১২ বিঘা জমি, বহু নগদ টাকার মালিক, পাকা মন্দির। মোবাইল সাধুর কুপরামর্শে কাঁকসার প্রয়াগপুরের অনিমেষ ধীবর ডানহাতের পাঞ্জা খুইয়ে এখন বর্ধমান সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিজের অকালমৃত্যু থেকে বাঁচার তাগিদে অনিমেষ মোবাইল সাধুর পরামর্শে রেলের চাকার নিচে নিজের ডান হাতের কবজি মা কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছে অনিমেষ, এই বক্তব্য মানতে নারাজ দুর্গাপুর এবং বর্ধমানের চিকিৎসকেরা।

পুলিশও বিষয়টি তদন্ত করে দেখেছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান ধারালো অস্ত্র দিয়ে হাত কাটা হয়েছে। এদিকে আজ তেলিপাড়াতে মোবাইল সাধুর আখড়াতে সাতসকালে গিয়ে হাজির হন যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ, হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক অনাবিল সেনগুপ্ত, যুক্তিবাদী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকারসহ এক দঙ্গল যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য। সঙ্গে ছিলেন সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

মোবাইল সাধু এবং তাঁর স্ত্রী পুষ্পরানি লোহার যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যদের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে বলে, ভক্তেরা ফল পায় বলে এখানে আসে। মায়ের ফুল, বেলপাতা দিয়ে নিঃসন্তানকে সন্তানদান করা যায় বলে মোবাইল দম্পতি জানায়। এর জন্য কোনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই, কোনও শারীরিক মিলনের। কেন মোবাইল সাধুর ব্যভিচারের জন্য তাকে জেল খাটতে হয়েছে, এই প্রশ্নের জবাবে মোবাইল সাধু বলে, পুলিশ আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে।

আজকাল

২১ মঙ্গলবার, ৭ কার্তিক ১৪১২ বঙ্গাব্দ ২৫ অক্টোবর ২০০৫

'মোবাইল বাবা'র আশ্রমে হানা

আজকালের প্রতিবেদন : দুর্গাপুর, ২৪ অক্টোবর— মূলত প্রশাসনের গাফিলতিতেই বাড়বাড়ন্ত কাঁকসার মোবাইল বাবার। আজ দুপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির ৩০ জন সদস্য মোবাইল বাবা ওরফে জগবন্ধু লোহারের তিলিপাড়ার আশ্রমে গিয়ে হানা দেন। গত সপ্তাহে এই আশ্রমেই কাঁকসার প্রয়াগপুরের কিশোর অনিমেষ ধীবরের ডান হাতের কব্জি কেটে নেওয়ায় মোবাইল বাবাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও, পরেরদিন সে জামিনে মুক্তি পায়। যুক্তিবাদী সমিতির সর্বভারতীয় সম্পাদক প্রবীর ঘোষ বলেন, গত ১৪ বছর ধরে খেতমজুর এই জগবন্ধু তার আখড়ায় প্রশাসনের মদতেই রমরমা ব্যবসা চালিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ প্রতিদিন

মঙ্গলবার ২৫ অক্টোবর ২০০৫, ৭ কার্তিক ১৪১২

কাটা হাত জোড়ার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বন্ধ্যা নারীর হাতে মায়ের ফুল বেলপাতা দিয়ে যে মোবাইল বাবা তাঁকে গর্ভবতী করার দাবি করেন, তার কাছে সোমবার যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা অনিমেষ ধীবরের কাটা হাত জুড়ে দেওয়ার আবেদন জানালেন। সোমবার কাঁকসা থানার তেলিপাড়ায় মোবাইল বাবার আশ্রম এবং হাত কাটা যুবকের গ্রাম পৈরাগপুরে ছিল টান-টান উত্তেজনা। এ দিন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ সদস্যদের নিয়ে বলেন, মন্ত্রের সাহায্যে অনিমেষ ধীবরের কাটা হাত জোড়া লাগাতে পারলে, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যাবেন।

সংবাদ প্রতিদিন

বুধবার ২৬ অক্টোবর ২০০৫, ৮ কার্তিক ১৪১২

মোবাইল বাবাকে গ্রেফতারের দাবি সুপারের কাছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : মোবাইল বাবাকে গ্রেফতারের দাবি জানাল ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সোমবার সারাদিন কাঁকসার গ্রামে সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর ঘোষের উপস্থিতিতে সচেতনতা সভার পর মঙ্গলবার বর্ধমানে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে এই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। প্রবীর ঘোষ জানিয়েছেন ভারতীয় আইনের দ্যা ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট-এ বিজ্ঞানসম্মত নয়, এমন কোনও কিছুর বিনিময়ে রোগ নিরাময় অথবা সন্তান উৎপাদনের দাবি করলে গ্রেফতার এবং পাঁচবছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। কাঁকসা থানার তেলিপাড়ায় মোবাইল বাবা দীর্ঘদিন ধরেই ফুল বেলপাতার নামে আশ্রমে মহিলাদের নিয়ে মধুচক্রের ব্যবসা ফেঁদেছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি মোবাইল বাবার নির্দেশে রেল লাইনে হাত বলি দেওয়া অনিমেষ ধীবরও এই সংগঠনের নেতাদের কাছে বাবার নানা কুকীর্তি ফাঁস করেছেন।

যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান শাখার সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকার এবং অনাবিল সেনগুপ্তের দাবি, তাঁদের কাছে হাত কাটা অনিমেষ স্বীকার করেছেন, মোবাইল বাবার নির্দেশে মহিলাদের সঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পেতে তাঁকে লক্ষাধিক টাকা খরচ করতে হয়েছে। মোবাইল বাবা তন্ত্র-শেখানোর নামে অনিমেষকে বহু সন্তানহীন মহিলার সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে যুক্তিবাদী সমিতি মঙ্গলবার পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

মঙ্গলবার জেলার পুলিশ সুপার পীযূষ পান্ডে জানিয়েছেন, অনিমেষ ধীবরের হাত কাটার পরেই কাঁকসা থানার পুলিশ মোবাইল বাবাকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি জামিনে মুক্ত আছেন। আইন আইনের পথেই চলেছে। পুলিশি তদন্ত চলছে, প্রয়োজন হলেই মোবাইল বাবাকে আবারও গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতির আরও অভিযোগ, মোবাইল বাবার আশ্রয়ে আত্মারাম সরকার নামে মানসিক বিকারগ্রস্ত এক সশস্ত্র যুবক রয়েছে। সোমবারই আশ্রমে ওই যুবক তাঁদেরকে খুন করার হুমকি দিয়েছে। মোবাইল বাবার আশ্রম থেকে সশস্ত্র এই যুবককে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে যুক্তিবাদী সমিতি।

* * *

২৭ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ২০০৫ :

* দুর্গাপুরের মাননীয় বিচারপতি শ্রীস্বদেশরঞ্জন রায়ের আদালতে 'মোবাইল বাবা'র কেসটি ওঠে।

* বিচারপতি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পুলিশের তদন্তকারী অফিসার ঠিকমতো তাঁর কর্তব্য পালন করছেন না।

* রিপোর্টে লেখা আছে—এক ব্যক্তি পুলিশকে জানিয়েছেন যে তাঁর সামনে মোবাইল বাবা অনিমেষের হাত কেটেছে।

* রিপোটে এও লেখা আছে—অনিমেষ তাদের জানিয়েছে সে স্বেচ্ছায় ট্রেনের চাকার তলায় তার হাত রেখেছিল।

* রিপোর্টে উল্লেখ নেই যে, রাজবাঁধ ও পানাগড়ের মাঝামাঝি ৪ নম্বর গেটের কাছে রেললাইনের পাশে রক্তের দাগ দেখতে পায়। রক্ত ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে—এমন কথাও রিপোর্টে নেই! কেন নেই? তবে কি পুলিশ রক্তের কোনও দাগই দেখতে পায়নি? সুতরাং ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য রক্ত-পাঠানোর স্টোরিটাও বানানো?

* বিচারপতি ভর্ৎসনা করেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে। মেডিক্যাল রিপোর্ট হিসেবে নার্সিংহোমের চিকিৎসকের অভিমত আদালতে পেশ করেছেন, যাতে ট্রেনে হাত কাটা গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারক অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, নার্সিংহোমের রিপোর্ট বিভ্রান্তিকর ও অস্পষ্ট। পুলিশের দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে অনিমেষ পানাগড়ের একটি নার্সিংহোমে প্রথম যায় ১৫ অক্টোবর। সেদিনই দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অক্টোবর তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই দুই সরকারি হাসপাতালে অপারেশন ও চিকিৎসা হওয়া সত্ত্বেও দুই হাসপাতালের ডাক্তারদের মতামত রিপোর্টে কেন পেশ করা হয়নি? প্রশ্ন তোলেন বিচারক। তিনি সরকারি হাসপাতালের রিপোর্ট দেখতে চান।

সরকারি আইনজীবী অমলেন্দু ভট্টাচার্য আদালতকে জানান পুলিশ এখনও দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল ও বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের মতামত সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি।

* আজও মোবাইল বাবাকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য পুলিশ কোনও আবেদন জানায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
* পুলিশ কি জনগণের বন্ধু? নাকি বিত্তশালীর বন্ধু? ইতিমধ্যেই সেই প্রশ্ন উঠেছে।

১৯ নভেম্বর, শনিবার, ২০০৫ :

মোবাইল বাবা পুলিশ-প্রশাসন-রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'গণকনভেনশন' অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানের বোরহাটের ধর্মশালায়।

যুক্তিবাদী সমিতি, হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন, গণকণ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও সমাজসেবা সমিতি, বস্তুবাদী, শিশুমন, ক্যাসিওপিয়া, বিন্দুবিসর্গ, গণকণ্ঠ বিজ্ঞান মঞ্চ, ছাত্র-যুব ঐক্য কমিটি, সংগ্রামী নাগরিক মঞ্চ, গণসংগ্রাম মঞ্চ প্রভৃতি ১৫টি গণসংগঠন এই গণকনভেনশনে যোগদান করেন।

২৬ নভেম্বর, শনিবার, ২০০৫ :

অনিমেষের বন্ধুরা ফোনে খবর দিল কাজোড়া শাখার রাণাকে যে কাঁকসা থানার পুলিশ অনিমেষকে ধরে থানায় নিয়ে গেছে। রাত তখন ১১টা। রাণা আমাকে জানাল, কুট্টির নেতৃত্বে জনা কুড়ি ছেলে একটা লরি করে থানায় যেতে তৈরি আছে। অনিমেষকে কেস উইথড্র করার জন্য নিশ্চয়ই চাপ দেবে। আমাদের ছেলেরা থানা ঘেরাও করে রাখবে— পুলিশের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে। অবাক হলাম। কাজোড়া থেকে কাঁকসা ৫০-৬০ কিলোমিটারের পথ। এই আট ডিগ্রি টেম্পারেচারে এতটা পথ লরিতে! বললাম, তোদের যেতে হবে না। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের বিষয়টা জানাচ্ছি।

আজকাল

সংখ্যা ২৪৯ শুক্রবার ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ ২ ডিসেম্বর ২০০৫

টাকা হাতিয়ে, অনিমেষের কব্জি কেটে নিয়েছে 'মোবাইল বাবা'

চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি : বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর— বর্ধমানের কাঁকসায় বিতর্কিত সাধু মোবাইল বাবা প্রয়াগপুর গ্রামের একটি মন্দিরে অনিমেষ ধীবরের ডান হাতের কব্জি কেটে নেওয়ার বিষয়টিকে পুলিশ ধামাচাপা দিতে চাইছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির বর্ধমান জেলা সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকারকে লিখিতভাবে অনিমেষ জানিয়েছেন, মোবাইল বাবা ওরফে জগবন্ধু লোহারের প্ররোচনায় পা-দিয়েই তাঁর এই দুর্গতি। অনিমেষের জবানবন্দি থেকে পরিষ্কার, মোবাইল বাবার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হতেই, অপরাধ চাপা দিতে কাঁকসা পুলিশ মামলা ঘুরিয়ে দিতে তৎপর। কারণ দুর্গাপুর মহকুমার অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
পুলিশকর্তার সঙ্গে মোবাইল বাবার গোপন যোগাযোগ রয়েছে। **কাঁকসা থানার ওসি তাপস পালও তাঁর ভক্ত।** ভাগ্য পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়ে এই মোবাইল বাবা অনিমেষের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। **অনিমেষের অভিযোগ, গত ২৬ নভেম্বর রাতে কাঁকসা থানার পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে থানায় নিয়ে গিয়ে মামলা প্রত্যাহার ও জবানবন্দি পাল্টে দেওয়ার জন্য অধিক রাত পর্যন্ত চাপ দেয়।** পুলিশের বক্তব্য, অনিমেষের কব্জি কেটে নেওয়ার পেছনে মোবাইল বাবার কোনও হাত নেই। সে নিজেই রেল লাইনে হাত কেটে বিষয়টি জল ঘোলা করছে।

*　　*　　*

৭ ডিসেম্বর, বুধবার, ২০০৫,

মোবাইল বাবাকে ঘিরে গড়ে ওঠা ভয়াবহ দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগপত্র বর্ধমান জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয় সংগ্রামী যুক্তমঞ্চের তরফ থেকে। তাতে পরিশেষে ছিল—আমাদের এটাই দেখার মোবাইল বাবারা আর কতদিন সমাজের বুকে মোবাইল হয়ে থাকবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় : দশ

জাতিস্মর : রাজেশ কুমার

IBN7 ও Z news দুটি সর্বভারতীয় জনপ্রিয় 'নিউজ চ্যানেল'। ১৩ জুলাই, ২০০৭ শুক্রবার, সকাল থেকে একটা খবর—চমকে দেওয়ার মতো একজন জাতিস্মর এই মুহূর্তে তাদের ক্যামেরাবন্দি।

রাজেশ কুমার

জাতিস্মরের নাম রাজেশ। উত্তরপ্রদেশের সাহরণপুর গ্রামের ছেলে। বয়স ১৪ বছর। পড়ে ক্লাশ নাইনে, গ্রামেরই একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। রাজেশের মাতৃভাষা হিন্দি।

IBN7 ও Z news-এর খবর অনুসারে ২০০৫ সালের মাঝামাঝি থেকে গ্রামবাসীরা, স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকরা লক্ষ্য করেন রাজেশ হঠাৎই কেমন পাল্টে গেছে। যে ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে হোঁচট খেত সে এখন আমেরিকান উচ্চারণে নিখুঁত ইংরেজি বলে। মাস তিন-চার আগে যে রাজেশ পড়াশুনা নিয়ে প্রায়ই বকুনি খেত, সে এখন ইলেভেন-টুয়েলভ-এর ছাত্রদের পড়াচ্ছে। হেডমাস্টার থেকে স্কুল টিচারদের বিজ্ঞান থেকে সমাজবিজ্ঞানের ক্লাস নিচ্ছে দাপুটে ইংরেজিতে। টিচারদের টিচারের ভূমিকায় রাজেশকে আমরা দেখলাম দুটি চ্যানেলের ক্যামেরাতেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
১৪ বছর বয়সের রাজেশ এত বদলে গেল কেন? ওকি জাতিস্মর? আমেরিকার কোন বিজ্ঞানী বা জ্ঞানী মানুষ কি মৃত্যুর পর রাজেশ হয়ে জন্মেছে? জাতিস্মররা জন্মেই অতীত জন্মের দোষ-গুণের অধিকারী হয় না, এ'সব দোষ-গুণ কোনও এক সময় স্ফুরিত হয়। রাজেশের ক্ষেত্রে কি এমনই কিছু ঘটেছে?

রাজেশ টিভি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, আমি গ্রামে জন্মেছি, গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া। এখন আমি হঠাৎ করে হিন্দিতে কথা বলতে ভুলে গেছি। ইংরেজি ছাড়া কথা বলতে পারি না।

টিভি চ্যানেল দুটির সাংবাদিকদের কথা মতো, রাজেশের বক্তব্য ইংরেজিতে হলেও এমন ইংরেজিতে কোনও ভারতীয়ের পক্ষে কথা বলা অসম্ভব। তার পাণ্ডিত্য সংশয়াতীত। হঠাৎ করে রাজেশ বিভিন্ন বিষয়ে বিশাল পণ্ডিত হয়ে উঠল কী করে?

সাংবাদিকরা এ'বিষয়ে জানতে রাজেশকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি মনে করো যে তুমি একজন আমেরিকান, মৃত্যুর পর রাজেশ হয়ে জন্মেছ?

রাজেশের উত্তর—আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি, জন্মান্তরে বিশ্বাস করি না।

রাজেশের এই উত্তরে প্রমাণিত হয়, একজন আমেরিকান বিজ্ঞানীই রাজেশ হয়ে জন্মেছেন। তাই জন্মের পরও জন্মান্তর তত্ত্বকে অস্বীকার করছেন। —এ কথা বললেন সাংবাদিকরা।

রাজেশকে নিয়ে ভারত জুড়ে একটা পাগলামো শুরু হল। আমার মোবাইলে আর ল্যান্ডলাইনে ঝাঁকে-ঝাঁকে ফোন পেয়েছি। Z-news দেখুন। IBN7 দেখুন। এ'বার কী বলবেন? রাজেশ যা করছে, যুক্তিতে তার কোনও ব্যাখ্যা আছে কি? আপনি গিয়ে রাজশকে পরীক্ষা করছেন না কেন? Z-news বা IBN7 এ বিষয়ে আপনাকে কেন ডাকেনি? আপনি কি news চ্যানেলের আমন্ত্রণ পেয়েও চুপ করে বসে আছেন? আপনি যদি রাজেশের ব্যাপারে চুপ থাকেন, তাহলে ধরে নেব আপনার বই বিক্রি বাড়াবার স্বার্থে, নাম কেনার ধান্ধায় 'জাতিস্মর নেই' বলে মিথ্যে প্রচার করে চলেছেন! চুপ করে বসে থাকবেন না, যুক্তিবাদের স্বার্থে কিছু করুন!

রাজেশের খবরটা আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন যুক্তিবাদী সমিতির সংযুক্ত সম্পাদক ও হিন্দি দৈনিক 'ছাপতে ছাপতে' কলমিস্ট সন্তোষ শর্মা। সন্তোষকে বললাম, "খেয়াল করে দেখ রাজেশ ভুল ইংরেজি ব্যাকরণে কথা বলছে কি না? ওকে যেসব প্রশ্ন করা হচ্ছে, সে'সবের ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছে কি না? তুই আগেই দেখবি-শুনবি, ওর ইংরেজি উচ্চারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছিস কি না। স্পষ্ট না বুঝলে মিডিয়ার প্রচারের চাপে তোর মনে হতেই পারে—রাজেশ দারুণ বলছে। ওই সব ফালতু চাপ নিবি না। মনে রাখবি, ওপর-চালাক সাংবাদিকের অভাব এদেশে নেই। ওপর-চালাক 'বোকা' সাংবাদিকদের মিথ্যে প্রচারে আদ্রার মৌসুমী চক্রবর্তী ১৯৮৯-এ ভারত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ৭ বছরের মৌসুমীর বিদ্যে-বুদ্ধি নাকি এম এস-সি লেভেলের। বহু ভাষা জানে। আর কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবে। 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার হয়ে গিয়ে দীর্ঘ সত্যানুসন্ধানে জানিয়েছিলাম, গোটাটাই বোকা বনে যাওয়া সাংবাদিকদের ভুল প্রচার। কিছু সাংবাদিক তাতে খুব চটে গিয়েছিলেন। সত্যি বলার ফ্যাসাদ অনেক (বিস্তৃত জানতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক ২য় খণ্ড পড়তে পারেন।)

"রাজেশের আমেরিকান ইংরেজি বলার গল্প শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ে গেল। তখন
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
আমার বয়স চার-পাঁচ। স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। থাকতাম আদ্রার বড় পলাশখোলায়। বাবা রেলে চাকরি করতেন। বাবার আরদালি বা চাপরাশি গোপাদা থাকতেন আমাদের বাড়ির কাছেই আদিবাসী পল্লীতে। আমি একবার বাবার কোনও একটি ইংরেজি বই হাতে নিয়ে ও পাড়ায় গিয়েছিলাম। বয়স্ক কয়েকজন জিজ্ঞেস করেছিলেন—ইটা কী বই বটেন? বলেছিলাম, ইংরেজি বই। ওঁদের কৌতূহল মেশান প্রশ্ন ছিল—পইড়তে পার?

"অস্পষ্ট হাউহাউ গলায় মাঝে মাঝে কিছু ইংরেজি শব্দ বলে আবোল-তাবোল উচ্চারণ করে গিয়েছিলাম। তাতেই আদিবাসীরা বেজায় অবাক। রাজেশের 'হাউইটি' উচ্চারণে কথায় সাংবাদিকরা ওই ধরনের অবাক হচ্ছেন না তো? মৌসুমী এই ধরনের উচ্চারণে সাংবাদিকদের সামনে নানা ভাষায় গড়গড় করে বলে যেত। ওর প্রতারণায় মুগ্ধ সাংবাদিকের অভাব ছিল না। আরও একটু স্পষ্টভাষী হলে আমাকে বলতেই হবে, সাংবাদিকরা রাজেশের কথায় অবাক হচ্ছেন, কারণ : (১) ওঁরা হয়তো চেতনে বা অবচেতনে বিশ্বাস করেন—আত্মা অবিনশ্বর, কেউ কেউ পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে। (২) রাজেশের জড়ানো অস্পষ্ট উচ্চারণের বাধা ডিঙিয়ে ওঁরা হয়তো পরিপূর্ণ অর্থ উদ্ধার করতে পারছেন না।

"তুই দেখতে থাক। লক্ষ্য কর। প্রয়োজনে নোট নে। Z-news ও IBN7-এর ফোন নম্বর জোগাড় করে তোর চোখে যা যা ফাঁক-ফোকর ধরা পড়েছে, তা জানা। আমি এখন বাড়ির বাইরে। টিভি দেখার সুযোগ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরার চেষ্টা করছি। ফিরে দেখে তোকে ফোন করব।"

বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, জাতিস্মর রাজেশের নানা করিশ্‌মা। সে সব করিশ্‌মার কথা আগেই লিখেছি। Z-news-কে ফোন করলাম। জানালাম, আপনারা রাজেশের এমন কর্মকাণ্ডের পিছনে আন্তরিক ভাবে সত্য খুঁজে পেতে চাইলে এমন করুন : (১) আমেরিকান ইংলিশে অভ্যস্ত এমন কারও সাহায্য নিন। দিল্লিতে এমন লোক খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তাঁর মতামত নিন—রাজেশ কি সত্যিই বিশুদ্ধ ইংরেজি বলছে? নাকি মানুষ ঠকাচ্ছে ভুল-ভাল বলে?

(২) বিজ্ঞানের প্রশ্ন সাংবাদিকদের কাছ থেকে আসাটা অভিপ্রেত নয়। কারণ বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের গভীর জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কোনও সাংবাদিক ওপর-চালাকি করে 'বুঝেছি' ভাল করলে 'মিথ্যে'টাই 'সত্যি' হয়ে যাবে। এতে আপনার চ্যানেলের বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ পর্যন্ত ধাক্কা খেতে বাধ্য। স্টুডিওতে বিজ্ঞানীকে হাজির করুন।

(৩) রাজেশের চরিত্র বিশ্লেষণ করার জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিন।

(৪) আমি এবং যুক্তিবাদী সমিতি নিশ্চিত যে এটা কোনও জন্মান্তরের ঘটনা নয়। যদি দেখেন আমার দেওয়া সাজেশনগুলো গ্রহণ করেও সত্য খুঁজে পাচ্ছেন না, বা রাজেশকে জাতিস্মর বলেই মনে হচ্ছে, তবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে তৈরি। নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছি—প্রমাণ করে দেবই, রাজেশ হয় প্রতারক, নতুবা মানসিক রোগী। এমনও হতে পারে—রাজেশের মানসিক সুস্থতার অভাব আছে। দ্রুত নাম কেনার প্রবণতা আছে। রাজেশের বিষয়ে ডিটেলে খবর নিন। ওর পরিবারের আর্থিক অবস্থা, পরিবারের কেউ মানসিক রোগী কি না, নিজের বিদ্যে-বুদ্ধির
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
ঘাটতির জন্য কখনও জনসমক্ষে অপমানিত হয়েছিল কি না? রাজেশ যদি অনুশীলনের মাধ্যমে এমন উচ্চারণে কথা বলা অভ্যেস করে থাকে, তবে তাতে উচ্চারণের স্টাইলটা ঠিক হলেও গ্রামারে ভুল হবেই। রাজেশ কি অনুশীলনের জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসনে ছিল কিছু মাসের জন্য? খবর নিন। এ'সব উত্তরের মধ্যেই সত্য লুকিয়ে আছে।

ফোন করেছি সাড়ে ১১টা নাগাদ। ১২টার মধ্যে Z-news রাজেশকে নিয়ে এল তাদের স্টুডিওতে। প্রশ্নকর্তা হিসেবে স্টুডিওতে আনা হয়েছে জ্যোতিষী-কাম- আধ্যাত্মবাদী, মনোরোগ চিকিৎসক, আমেরিকান ইংরেজিতে বিশেষজ্ঞ ও একজন বিজ্ঞানীকে।

জ্যোতিষী-কাম-অধ্যাত্মবাদী গীতা থেকে জাতক কাহিনি টেনে এনে প্রমাণ করতে চাইল, রাজেশ খাঁটি জাতিস্মর। বাদ সাধলেন বাকি তিনজন। বিজ্ঞানের অধ্যাপকের প্রশ্নের দিতে গিয়ে রাজেশ বারবার হোঁচট খেতে লাগল। এতে বোধহয় হোঁচট খেলেন Z-news-এর সঞ্চালকও। তিনি রাজেশকে বাঁচাতে বিজ্ঞানীর কথা শেষ করার আগেই নিজের কথায় চলে যাচ্ছিলেন।

সঞ্চালক দর্শকদের জানালেন, পদার্থবিদ্যা থেকে গণিত—সবেই রাজেশের জ্ঞান মাস্টার ডিগ্রির বেশি।

এমন কথা শুনে আলটপকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী। রাজেশকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন,

$6.67 \times 10\ S_{cm} = ?\ 1.6 \times 10^{-11} = ?$

রাজেশ একদম ভ্যাবলা।

ইতিমধ্যে আমেরিকান উচ্চারণে অভ্যস্ত ভদ্রলোক দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন—ও ইংরেজি বলতেই পারে না। মাথামুণ্ডু যা বলে যাচ্ছে, তা শুনলে মনে হচ্ছে হলিউডের কোনও চরিত্রের কণ্ঠস্বরের অক্ষম নকল শুনছি। এই বহিরঙ্গ ছেড়ে ভিতরে ঢুকলে দেখা যাচ্ছে ও শুদ্ধ ইংরেজিতে একটা বাক্যও বলতে পারে না।

মনোরোগ চিকিৎসক বললেন, ও নিজেকে যেভাবে প্রজেক্ট করতে চাইছে, যে ভাবে চ্যানেলও ওকে জাতিস্মর বলে প্রচার করতে চাইছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। রাজেশ একজন 'মানসিক রোগী' এমনটা ভাববার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। ওকে আরও বেশি করে মানসিক রোগী করার চেষ্টায় না মেতে আমাদের উচিত ওর ঠিকঠাক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

স্টুডিওতে টানা ৫ ঘণ্টা জেরার পর ভেঙে পড়ল রাজেশ। ওর কাছ থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। ২০০৫-এর ২৬ জানুয়ারি স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে ছাত্ররা মঞ্চে উঠে ভাষণ দিচ্ছিল। রাজেশ ভাষণ দেওয়ার সময় এক শিক্ষক তাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেন। বলেন, "ইংরেজি বলা তোমার দ্বারা হবে না।" সবার সামনে এমন বলায় রাজেশের আত্মসম্মানে লাগে। বাড়িতে ফেরে খারাপ মেজাজ নিয়ে। বাবার সঙ্গে জোর ঝগড়া হয়। বাবা কী করেন এই নিয়ে প্রশ্নের সূত্র ধরে রাজেশ বলে, বাড়িতেই থাকেন। মানসিক রোগী। রাজেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দুর্গেশ ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। ইংরেজিতে ভাল। রাজেশ দুর্গেশকে বলে, দু-চার মাসের মধ্যে ভাল ইংরেজি বলা শিখে তারপর স্কুল যাবে। এ ব্যাপারে দুর্গেশের সাহায্য চায়। দুর্গেশ জানায় দু-চার মাসে ভাল ইংরেজি শেখা অসম্ভব। তবে একটা কাজ করতে পারিস। কোনও একটা হলিউডের সিনেমা
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
বারবার দেখে তাঁদের উচ্চারণভঙ্গি ও ডায়লগ বলে টিচারদের অবাক করে দিতে পারিস। হিন্দি টিচারদের সাধ্য হবে না, হলিউডি ইংরেজির মর্মোদ্ধার করা। কথাটা রাজেশের মনে ধরে।

তারপর তিন মাস স্বেচ্ছানির্বাসন পর্ব চলে রাজেশের। এই তিন মাসে 'টোটাল রিকল' নামের ফিল্মটি ১০০ বারের উপর দেখে। নির্বাসন জীবন থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দি ছেড়ে হলিউডি ইংরেজিতে সবার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

এ'ভাবেই চলছিল। তারপর কে বিষয়টা নিয়ে টিভি চ্যানেলের দ্বারস্থ হয়। "তাদের জন্যেই আমি আজ স্টুডিওতে বসে।" আক্ষেপ করল রাজেশ।

"আমি ভেবেছিলাম, আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হাতের মুঠোয়। এখন দেখছি আমার বদনাম হয়ে গেছে। আমি আমার পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে চাই।"

Z-news-এর জন্মান্তর তত্ত্ব আর প্রচার করা হল না, আমাদেরই চেষ্টায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

‘অলৌকিক’ শক্তিধরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, পিতা- মৃত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, নিবাস- ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৪ এই বইটির লেখক নিম্নলিখিত ঘোষণা রাখছি— বিশ্বের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন, তবে তাঁকে ২৫ লক্ষ ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকব।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে।

● **এই ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে :**

১। যোগের সাহায্যে যে কোনও রোগীকে রোগমুক্ত করার কোনও দাবিদার যদি আমার দেওয়া রোগীকে ১ বছরের মধ্যে রোগমুক্ত করতে পারেন।

২। যোগ পদ্ধতির সাহায্যে টাকে চুল গজিয়ে দিতে হবে।

৩। যোগের সাহায্যে পাখির মতো শূন্যে উড়ে দেখাতে হবে।

৪। যোগের সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে হবে।

৫। যোগের সাহায্যে জরাকে আটকে রাখতে হবে।

৬। যোগের সাহায্যে মৃত্যুকে প্রতিরোধ করে দেখাতে হবে। *(ট্রেনে কাটা পড়েও বেঁচে থাকলে বেশ দেখার মতো ব্যাপার হবে।)*

৭। রেইকি ক্ষমতায় অথবা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার তরফ থেকে হাজির করা রোগীকে ১৮০ দিনের মধ্যে রোগমুক্ত করতে হবে। মৃত্যুর দায় পুরোপুরি বহন করতে হবে রেইকি মাস্টার বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারকে।

৮। অচল টেপ রেকর্ডারকে, রেডিওকে রেইকি ক্ষমতার দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সচল করতে হবে যেমনটা দাবি করে থাকেন কিছু রেইকি গ্র্যান্ডমাস্টার।

৯। ‘ফেং-শুই’-এর অভ্রান্ততা প্রমাণ করতে হবে।

১০। ‘বাস্তুশাস্ত্র’-এর সাহায্যে লকআউট কারখানা খুলে লাভের মুখ দেখাতে হবে।

১১। জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে বা অলৌকিক ক্ষমতাবলে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্তত চারটি করে সঠিক উত্তর দিতে হবে।

১২। আমার তরফ থেকে হাজির করা ছবির মেয়েটিকে ১৮০ দিনের মধ্যে বশীকরণ করে প্রমাণ করতে হবে ‘ফটো সম্মোহন’-এর অস্তিত্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

১৩। আমার দেওয়া কোনও ছেলে বা মেয়েকে 'সরস্বতী কবচ' দিয়ে বা অলৌকিক উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম করাতে হবে।

১৪। প্রজাপতি কবচে বা অলৌকিক ক্ষমতায় আমার দেওয়া ছেলে বা মেয়েকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে।

১৫। আমার তরফ থেকে হাজির করা মামলা জেতাতে হবে।

১৬। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে সন্তানহীনাকে জননী করতে হবে। সন্তানহীনাকে হাজির করব আমি।

১৭। তন্ত্রের দ্বারা বা অলৌকিক উপায়ে যৌন-অক্ষমকে যৌনক্ষমতা দিতে হবে।

১৮। আমার দেওয়া চারজন ভারতবিখ্যাত মানুষের মৃত্যু সময় আগাম ঘোষণা করতে হবে।

১৯। প্ল্যানচেটে আত্মা আনতে হবে।

২০। সাপের বিষ কোনও কুকুর বা ছাগলের শরীরে ঢুকিয়ে দেবার পর তাকে অলৌকিক উপায়ে সুস্থ করতে হবে।

২১। বিষপাথরের বিষশোষণ ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে।

২২। কঞ্চি চালান, বাটি চালানের সাহায্যে চোর ধরে দিতে হবে।

২৩। থালা পড়ার সাহায্যে বিষ নামাতে হবে।

২৪। নখদর্পণ প্রমাণ করে চোর ধরে দিতে হবে।

২৫। চালপড়া খাইয়ে চোর ধরে দিতে হবে।

২৬। যোগবলে শূন্যে ভাসতে হবে।

২৭। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখতে হবে।

২৮। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হতে হবে।

২৯। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানতে হবে।

৩০। জলের ওপর হাঁটা।

৩১। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

৩২। যা চাইব, শূন্য থেকে তা সৃষ্টি করতে হবে।

৩৩। মন্ত্রে দু'ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে হবে।

৩৪। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

৩৫। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

৩৬। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

● **চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত শর্তগুলো মানতে হবে :**

১। আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন, বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আমার কাছে, আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমানত হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~
জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেইসঙ্গে যাঁরা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলার জন্য এগোতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২। যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারও সঙ্গে চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

৪। কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৫। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবির প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৬। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীদের প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবি প্রমাণ করতে না পারলে, তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবির প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত এবং শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৮। পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে, আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি, যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন যোগী, রেইকি-গ্র্যান্ডমাস্টার, ফেং শুই বিশেষজ্ঞ, বাস্তুবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষী, তান্ত্রিক, ওঝা, গুণীন ও উপাসনা-ধর্মের গুরুরা দাবি করেন। পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হেঁকে-ডেকে দাবি করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

প্রবীরের যুক্তিবাদের হাত ধরে অলৌকিকের ব্যাখ্যা থেকে সমাজনীতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত এক সাম্যের সমাজের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁরই চিন্তন থেকে জন্ম নিয়েছে 'নব্য সমাজতন্ত্র' (Neo-Socialism) নেপাল, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়ায়। ভারতের ৬০০ জেলার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি জেলায় গড়ে উঠেছে স্বয়ম্ভর গ্রাম।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যখন সকলের কাছে অবাস্তব চিন্তা, সেই সময় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে লিখেছেন কাশ্মীরের সঠিক ইতিহাস, 'কাশ্মীর সমস্যা এক ঐতিহাসিক দলিল'। বলেছিলেন কাশ্মীরিদের ন্যায্য দাবির কথা। আজ সেই দাবিই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

লন্ডনের 'চ্যানেল ফোর', 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' এবং 'জার্মান টিভি' প্রবীর ঘোষকে নিয়ে তথ্যচিত্র করেছে। বিশ্বকোষ 'wikipedia'-তে প্রবীর ঘোষ আছেন অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~

গত ২৫ বছরে ৮০০-র উপর তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার পিছনের আসল সত্য ফাঁস করেছি। তার থেকেই কিছু বাছাই করা ঘটনা এখানে তুলে এনেছি। এর প্রতিটিই পত্রিকায় ও টিভি-তে ঝড় তোলা ১০০ ভাগ সত্যি ঘটনা।

- মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের গোটা ডিকশনারি! সত্যিই কি তাই? না কি কৌশলে লোক ঠকাচ্ছেন? কেনই বা প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বার বার আমাদের নেওয়া পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান?

- এমনই আকর্ষক, রুদ্ধশ্বাস প্রতিটি কাহিনী। পরাজিতের তালিকায় রামদেব থেকে সাঁইবাবা, মরিস সেরুলো থেকে দলাই লামা-কে নেই!

- শেখান হয়েছে 'অলৌকিক' ঘটনা ধরতে, যে কোনও জ্যোতিষীর বুজরুকি ধরতে কী করবেন, তার A to Z স-অ-ব।

9 788129 516592

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম ~ www.amarboi.com ~